মালাধর বসুর

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়

মালাধর বসুর

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্.এ.

বঙ্গসাহিত্যের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৪৪

উৎসর্গ

ভারতের অন্যতম বরেণ্য জননায়ক

বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান

আমার অসীম প্রীতিভাজন

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে

বৈষ্ণব সাহিত্যের এই অমূল্য রত্নপেটিকা

সমর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বিষয়-সূচী

ভূমিকা

কবির পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের অনেক স্থলে কবি নিজের ভণিতা দিয়াছেন। ঐ ভণিতায় প্রায় স্থলেই তাঁহার 'গুণরাজখান' নাম দেখা যায়। অল্প কয়েকটি স্থলে 'মালাধর বসু' নাম পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে মালাধর বসু এবং গুণরাজখান একই ব্যক্তি। গ্রন্থকারের নিজের উক্তিও এই অনুমান সমর্থন করে; তিনি বলিয়াছেন যে গৌড়েশ্বর তাঁহার নাম গুণরাজখান দিয়াছিলেন, অর্থাৎ মালাধর বসু তাঁহার নাম এবং গুণরাজখান তাঁহার রাজদত্ত উপাধি। গৌড়েশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃই হউক, বা খেতাবের মোহের প্রভাবেই হউক, কবি তাঁহার পিতৃদত্ত নাম অপেক্ষা রাজদত্ত নামেই পরিচিত হইতে বেশী ইচ্ছুক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

চৈতন্যচরিতামৃতে বসু রামানন্দকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব গুণরাজখানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের যে গুণগান করিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে গুণরাজখান কুলীনগ্রামের বসুবংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন :

কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লইয়া॥
গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।*
এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৫শ অধ্যায়।

ইহা হইতে গুণরাজখানের গ্রন্থ যে ঐ সময়ে সুপরিচিত ছিল তাহা যেমন জানা যায়, তেমনই জানা যায় যে গুণরাজখানের বাস ছিল কুলীনগ্রামে। গ্রন্থকার নিজ পরিচয়েও বলিয়াছেন :

* কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস। (শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ২ পৃঃ)

অন্যত্র—

বাপ ভগিরথ মোর মা ইন্দুমতি
যার পুণ্য হইতে মোর নারায়ণে মতি॥ (ঐ, ১১ পৃঃ)

* বসুদেবসুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ—আদর্শ পুঁথির পাঠ, ১ম পৃষ্ঠা।

নিজের উপাধি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :

গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজখান॥ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ১১ পৃঃ)

কিন্তু এই গৌড়েশ্বর কে ছিলেন, তাহার কোনও আভাসই কবি দেন নাই। ইহার নাম জানিতে পারিলে মালাধর বসুর কাল নির্ণয় করা সহজ হইত। একখানি পুথিতে শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচনার কালজ্ঞাপক কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আছে। স্বর্গীয় কেদারনাথ দত্ত ভক্তি-বিনোদ মহাশয় যে পুথিখানি দেখিয়া তাঁহার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন, সে পুথিখানি তিনি বদনগঞ্জে হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির নিকট প্রাপ্ত হয়েন ; সেই পুথিতে তিনি নাকি এই দুইটি পঙ্‌ক্তি পাইয়াছিলেন :

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥ (ঘ পুথি, ২১৭ পৃঃ)

মুদ্রিত পুথির শেষ ভাগে এই দুইটি পঙ্‌ক্তি আছে। কিন্তু আমরা যে সকল পুথি দেখিয়াছি তাহার কোনও খানিতে এইরূপ কালাঙ্ক নাই। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে মালাধর বসুর আবির্ভাব-কাল ঐ সময়ের বেশী দূরে নহে। কারণ আমরা জানি যে তাঁহার পৌত্র রামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্যের একজন পার্ষদ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, রামানন্দ মালাধরের পুত্র ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ১৪০৭ শকে হইয়াছিল। কাজেই মালাধর বসুর কাল ইহারই কাছাকাছি হইলে অসঙ্গত হয় না। উপরি উক্ত বদনগঞ্জের পুথি অনুসারে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ৫ বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচনা সমাপ্ত হয়। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, ঐ একখানি পুথির উপর নির্ভর করিয়া মালাধর বসুর বা শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনার কাল নিশ্চিতভাবে মানিয়া লওয়া যায় কি ? সুতরাং পুথির তারিখ এবং গ্রন্থ-রচনার তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া অর্থাৎ বদনগঞ্জ-নিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির পুথিকে প্রামাণিক মনে করিয়া কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ই বঙ্গসাহিত্যের প্রথম সন-তারিখ-যুক্ত পুথি। ইহারাই বলে, মালাধর যে গুণগ্রাহী গৌড়েশ্বর কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছিলেন তাঁহার সম্বন্ধেও অনেকে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল যে, বাংলার নৃপতি হুসেন শাহ মালাধর বসুকে শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচনার জন্য গুণরাজখান উপাধি দিয়াছিলেন।* কিন্তু হুসেন সাহের কাল মালাধরের অনেক পরে। তিনি ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পূর্বে যে সকল গৌড়েশ্বর রাজত্ব করেন তাঁহাদের কাল-পরিচয় এই :

রুকনুদ্দিন বারবক শাহ—১৪৫৯ ১৪৭৪

* মধ্যযুগে বাঙ্গালী—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৭ পৃঃ)।

শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ—১৪৭৪-১৪৮১

জালালুদ্দিন ফতে শাহ—১৪৮১-১৪৮৬ *

মালাধর শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচনার পূর্বেই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; কারণ তিনি গ্রন্থখানির প্রথম হইতেই গুণরাজখান উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ (১৩৯৫ + ৭৮) ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই এই উপাধিলাভ না ঘটিলে গ্রন্থমধ্যে তাহা ব্যবহার করা সম্ভব হইত না। যদি তাহা হয়, তবে রুকনুদ্দিন বারবক শাহকেই সেই সৌভাগ্যশালী গৌড়েশ্বর বলিতে হয়। শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ যে এই সম্মানের দাবী করিতে পারেন না, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচনার সমকালেও এই উপাধি-লাভ ঘটিতে পারে। হয়ত এই কাব্য-রচনার উদ্যোগপর্বে মালাধরের কবিত্বখ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল এবং বিদ্যোৎসাহী মুসলমান গৌড়েশ্বর মালাধর বসুকে উপাধি-মণ্ডিত করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, গৌড়েশ্বরের ঐতিহাসিকতা নির্ভর করিতেছে ঐ দুইটি পঙ্‌ক্তির উপর। যদি কালজ্ঞাপক ঐ পঙ্‌ক্তি অনির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত অনুমান নিরর্থক হইয়া পড়ে।

কুলীনগ্রাম—মালাধরের জন্মস্থান কুলীনগ্রাম অথবা তিনি কুলীনগ্রামে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত জামালপুর থানার মধ্যে কুলীনগ্রাম নামে গ্রামখানি এখনও বর্তমান আছে। ইহার অনতিদূরে বেনাপুল নামে একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। প্রসিদ্ধ দামোদর নদ এই গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে। এই গ্রামে একটি মৃত্তিকানির্মিত গড় (দুর্গ) ছিল এরূপ প্রবাদ আছে। কিন্তু এখন তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

কুলীনগ্রামের পাশ দিয়া একটি রাস্তা ছিল। পূর্বে লোক এই পথে যাতায়াত করিতে পারিত। এই সময়ে কুলীনগ্রাম যে কেবল একটি বর্ধিষ্ণু পল্লী ছিল, তাহা নহে ; ইহা বৈষ্ণব ধর্মেরও একটি কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বৈষ্ণবধর্মের ভাবধারা যে ভাবে অনুস্যূত দেখিতে পাই, তাহা যদি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তবে ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে যে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই বৈষ্ণবধর্মের অন্তঃসলিলপ্রবাহ যে সকল স্থানে বহিয়াছিল, কুলীনগ্রাম তাহাদের অন্যতম। হরিদাস ঠাকুর—যিনি যবন হরিদাস নামে বৈষ্ণবজগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি—এই গ্রামের নিকট একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। বেনাপুল গ্রামে এই আশ্রম ছিল এবং এখানে তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন। † ইহার আগমনের পূর্বে অথবা পরে মালাধর ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন, তাহা জানা

* বাংলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (২য় খণ্ড, ২১৫ পৃঃ)।

† কুলীনগ্রামের নিকট বেনাপুল বলিয়া একটি গ্রাম আছে সত্য। কিন্তু যশোর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার নিকটেও বেনাপুল বা বেনাপোল নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামের নাম হইতে রেলওয়ের ষ্টেশনের নামও বেনাপোল। হরিদাস এই বেনাপোলে সাধনা করিয়াছিলেন, এরূপও প্রবাদ আছে।

যায় না। তবে হরিদাস যে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই অনুভূত হইতেছিল এবং মালাধর ও হরিদাসকে চৈতন্যদেবের অগ্রদূত বলিয়া মনে করিলে অন্যায় হয় না। এই সময়ে কুলীনগ্রামে হরিসঙ্কীর্তনের দল ছিল। এই গ্রামের সঙ্কীর্তন-গায়কেরা নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন :

> কুলীনগ্রামের এক কীর্তনীয়া সমাজ।
> তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥
>
> —চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ

চৈতন্যচরিতামৃতকার অবশ্য অনেক পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সর্বত্র কুলীনগ্রামের নাম যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই স্থানের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না :

> কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
> শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়॥
>
> —চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ

কুলীনগ্রামে যে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে পতিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রভাবের জন্য মালাধর বসু এবং হরিদাস ঠাকুর কতখানি দায়ী, তাহা বলা কঠিন। অথবা পূর্ব হইতেই বৈষ্ণব প্রভাবের মাহাত্ম্যে মালাধর বসুর কণ্ঠে ভাগবতের গান ফুটিয়াছিল, হরিদাস উঁহার সান্নিধ্যে আশ্রম স্থাপনা করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন এবং রামানন্দ পদ-রচনা করিয়া বৈষ্ণব মহাজনের দুর্লভ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন?

হরিদাস ঠাকুরের দ্বারা যে কুলীনগ্রামীরা বৈষ্ণবধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হইয়াছে যে কুলীনগ্রামের লোকেরা হরিদাসের শাখাভুক্ত :

> হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।
> তিনলক্ষ নাম তিহোঁ লয়ে অপতিত॥
> ... ...
> তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন।
> সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন॥
> ... ...
> কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ।
> যতুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ॥
> বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।
> সবেই চৈতন্যপ্রিয় চৈতন্য প্রাণধন॥

প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর॥

—চৈঃ চঃ, আদি, ১০ম পরিচ্ছেদ

কুলীনগ্রাম হইতে অনেকে প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময়ে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া আসিতেন। মহাপ্রভুও তাঁহাদিগকে অতিশয় সম্মান করিতেন। একবার পাণ্ডুবিজয়-উৎসবে জগন্নাথদেবের রথের তুলা বাঁধিবার যে পট্টডোরী বা দড়ি ছিল, তাহা কোনও কারণে ছিন্ন হইয়া গেলে, সেই ছিন্ন দড়ি কুলীনগ্রামী সত্যরাজ রামানন্দ প্রভৃতিকে দিয়া চৈতন্যদেব আদেশ করিয়াছিলেন, তোমরা প্রতিবৎসর এই দড়ি প্রস্তুত করিয়া আনিবে; এই দড়ি দৃঢ় করিয়া প্রস্তুত করিবে; ইহাতে শেষনাগ বা অনন্তের অধিষ্ঠান আছে। এই শেষনাগ দশমূর্তি হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা করিয়া থাকেন:

পূর্ববৎ কৈল প্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করেন নর্তন কীর্তন॥
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডুবিজয় হইল।*
একগুটি পট্টডোরী তাঁহা টুটি গেল॥
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফুটি ফাটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পালায়॥
কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান।
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্মাণ॥
এত বলি দিল তাঁরে ছিঁড়া পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি॥
এই পট্টডোরীতে হয় শেষ অধিষ্ঠান।
দশমূর্তি ধরি যিঁহো সেবে ভগবান্॥
ভাগ্যবান্ সত্যরাজ বসু রামানন্দ।
সেবা আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ॥

---

* 'পাণ্ডুবিজয়' বা 'পহণ্ডিবিজয়' রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথদেবের সিংহাসন হইতে অবতরণ-উৎসব। রথ হইতে অবতরণকালেও ঐ উৎসব হয়। 'পহণ্ডি' শব্দ (ওড়িয়া) সংস্কৃত 'পাদতুণ্ডন' হইতে আসিয়াছে। 'পাদতুণ্ডন' অর্থ ধীরে ধীরে পদবিন্যাসে। সুতরাং 'পহণ্ডিবিজয়' ধীরে ধীরে পদক্ষেপপূর্বক গমন অর্থে ব্যবহৃত হয়। জগন্নাথদেবকে নামাইবার সময়ে ধাপে ধাপে নামানো হয় এবং প্রত্যেক ধাপে একটি তুলার গদি থাকে, তাহার উপরে ঠাকুরকে অবতারণ করা হয়। এই গদি পট্টডোরী বা রেশমের দড়ি দিয়াই বাঁধা হয়। পহণ্ডিবিজয়ের সময়ে নৃত্যগীতবাদ্য ও ভোগাদি হইয়া থাকে।

প্রতিবর্ষ গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ সঙ্গে।
পট্টডোরী লৈয়া আইসে অতি বড় রঙ্গে॥

—চৈঃ চঃ, মধ্য, ১৪শ

অদ্যাবধি তাঁহাদের বংশধরগণ এই সম্মান ভোগ করিতেছেন। প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময়ে এই বংশের প্রস্তুত পট্টডোরী নীলাচলে লইয়া যাওয়া হয়। এই পাটের দড়ি রামানন্দের ডুরী বলিয়াও বিখ্যাত। *

গুণরাজখানের বংশপরিচয়

কুলীনগ্রামের বসু-বংশের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল তাহা জানা যায় না। এই বসু-বংশ মাহীনগর-সমাজভুক্ত ছিলেন। কুলজির প্রমাণ-অনুসারে দশরথ বসু ইঁহাদের আদি পুরুষ। আদিশূরের যজ্ঞে কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, দশরথ বসু তাঁহাদের অন্যতম। মালাধর বসু দশরথ হইতে ত্রয়োদশ পর্যায়ের। বংশলতাটি * এই :
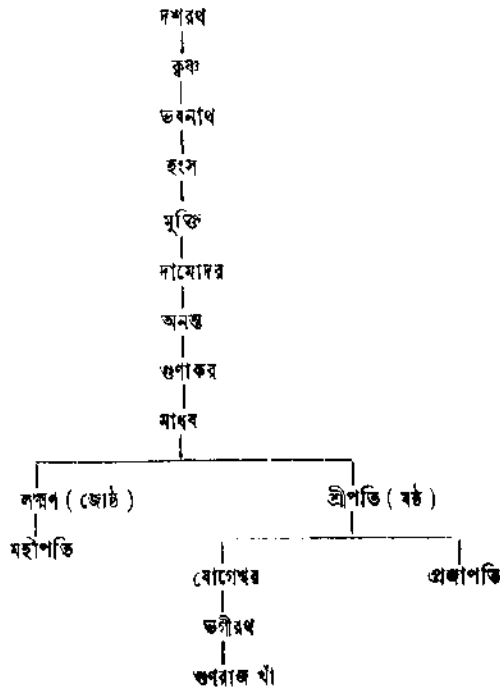
কুলজিতে 'মালাধর' নাম নাই। সর্বত্রই গুণরাজ খাঁ নামে ইনি উল্লিখিত হইয়াছেন।

* কবি গুণরাজ খাঁ বংশ—শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ। কায়স্থসমাজ, আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩৩০।

কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের মুদ্রিত পুস্তকে বংশলতা এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে :
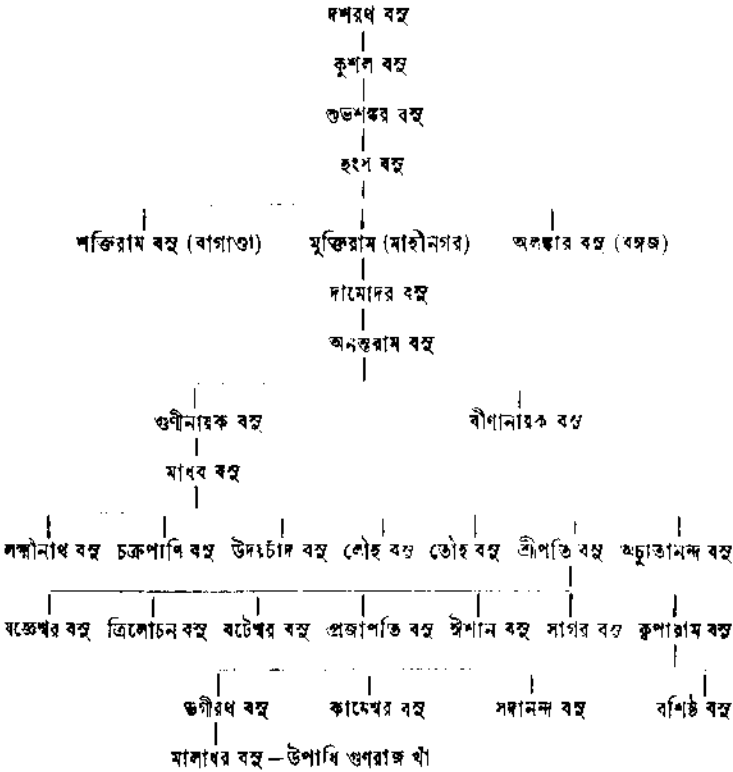
ইঁহার চৌদ্দটি পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীনাথ বসু—উপাধি সত্যরাজখান। তস্য পুত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরামানন্দ বসু। রামানন্দ বসু পঞ্চদশ পর্যায়।

এই দুইটি বংশলতার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকিলেও কয়েকটি বিষয়ে ঐক্য দেখা যায় : (১) দশরথ বসু হইতে কুলীনগ্রামের বসু-বংশের আরম্ভ। (২) মালাধর দশরথ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ। (৩) ইঁহারা মাহীনগর সমাজভুক্ত ছিলেন। শেষোক্ত বংশধারা সম্বন্ধে ভক্তিবিনোদ মহাশয় লিখিতেছেন, "১২৯২ সালের শীতকালে আমরা শ্রীকুলীনগ্রাম পাটে বিশেষ অনুসন্ধানপূর্বক বসু মহাশয়দিগের বাটী হইতে এই কুলজী সংগ্রহ করিয়াছি।" কায়স্থসমাজের লেখকও বহু মুদ্রিত ও অমুদ্রিত কুলগ্রন্থ দেখিয়াছেন বলিতেছেন। কাজেই মালাধরের বংশপরিচয় সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। কুলজির

প্রামাণিকতা লইয়াই যখন যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে, তখন ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোনও নিশ্চিত ধারণায় উপনীত হওয়া কঠিন।

বসু রামানন্দ

মালাধরের বংশপরিচয়ে একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে রামানন্দকে লইয়া। বসু রামানন্দ মহাপ্রভুর পার্ষদরূপে বৈষ্ণবজগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সুকবি বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি কম ছিল না। শ্রীপদকল্পতরুতে তাঁহার রচিত ১৮টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহার মধ্যে কতকগুলি রামানন্দ বসু ভণিতায় এবং কতকগুলি রামানন্দ ভণিতায়। এই সকল পদের মধ্যে কয়েকটি যে কাব্য-সম্পদে অতুলনীয়, ইহা অনেকেই স্বীকার করেন। পূর্বোদ্ধৃত বংশলতা দুইটি অনুসারে মালাধরের বহু পুত্রের (কুলগ্রন্থে ১৭টি) মধ্যে সত্যরাজখান অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে মালাধর তাঁহার পুত্রের জন্য যখন সকলের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন, তখন মাত্র সত্যরাজখানের নাম করিয়াছেন :

> সত্যরাজ খান হয় হৃদয়নন্দন।
> তারে আশীর্বাদ কর যত সাধুজন॥ (ঘ পুথি, ২১১ পৃঃ)

এক্ষণে কথা এই, সত্যরাজখান এবং রামানন্দ একই ব্যক্তি অথবা পিতা-পুত্র? চৈতন্য-চরিতামৃতের অনেক স্থলে সত্যরাজ ও রামানন্দের নাম এরূপ পাশাপাশিভাবে আছে যাহাতে সহজেই মনে হইতে পারে যে সত্যরাজ ও রামানন্দ অভিন্ন ব্যক্তি। যথা—

> কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ।
> যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ॥ —চৈঃ চঃ, আদি, ১০ম

পুনশ্চ—

> ভাগ্যবান্ সত্যরাজ বসু রামানন্দ।
> সেবা আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ॥ —চৈঃ চঃ, মধ্য, ১৪শ

> কুলীনগ্রামের এক কীর্তনীয়া সমাজ।
> তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥ —চৈঃ চঃ, মধ্য, ১৩শ

ইত্যাদি উক্তি দেখিয়া মনে হইতে পারে বটে যে রামানন্দ এবং সত্যরাজ একই ব্যক্তি—অর্থাৎ রামানন্দ মালাধর বসুর পুত্র।* কিন্তু এ মত আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। কুলজির

---

* ডক্টর সুকুমার সেন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন, "গুণরাজখান শ্রীচৈতন্যের জন্মগ্রহণের অত্যল্পকালপূর্বেই কাব্যটি রচনা করিয়া যান। সুতরাং তিনি যে ১৪০২ শকের পরেও জীবিত ছিলেন, তাহা অযৌক্তিক নহে। এই কারণে তাঁহার পৌত্রের পক্ষে শ্রীচৈতন্যের গৃহস্থাশ্রমের পারিষদ হওয়া অনেকটা অসঙ্গত প্রতীয়মান হয়।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮ সন—তৃতীয় সংখ্যা) ৺সতীশচন্দ্র

প্রমাণের কথা ছাড়িয়া দিলেও চৈতন্যচরিতামৃতেই দেখা যায় যে রামানন্দ ও সত্যরাজ দুই বিভিন্ন ব্যক্তি :—

তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥ ইত্যাদি —(চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা, ১৫শ)

এই শ্লোক হইতে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে রামানন্দ ও সত্যরাজ খান ভিন্ন ব্যক্তি। কথা এই যে, সত্যরাজ ও রামানন্দ প্রতি বৎসর নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের দর্শনে গমন করিতেন এবং পিতাপুত্র উভয়েই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান্ ছিলেন। সেইজন্যই উভয়ের নাম নীলাচল-প্রসঙ্গে একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রামানন্দ-ভণিতায় যে সকল পদ পাওয়া যায় তাহার কোনটিতে সত্যরাজ খানের নামগন্ধ নাই। পিতা বা পিতামহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিনি অন্ততঃ এক-আধ-বার, তাঁহার উপাধি থাকিলে, তাহার আভাস দিতেও ত পারিতেন! তাহা তিনি করেন নাই। কাজেই প্রচলিত মত উপেক্ষা করিবার মত কোনও সন্তোষজনক উপাদান এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

পুথির নাম

মালাধর বসুর গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় এবং গোবিন্দ-বিজয় এই উভয় নামেই পরিচিত। কবি কখনও ইহাকে এক নামে, কখনও অন্য নামে অভিহিত করিয়াছেন ; যথা—

(১) গুণরাজ খান বলে কৃষ্ণের বিজয়ে (১১ পৃঃ)

রায় পদকল্পতরুর ভূমিকায় বলিয়াছেন, বসু রামানন্দ যে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পূর্বে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, তাহা রামানন্দ-ভণিতার নিম্নলিখিত পদ হইতে প্রমাণিত হয় :—

হরি হরি [illegible] কি হোয়ব আমার।
[illegible] [illegible]
[illegible] নদিয়া-বিহার। (পদকল্পতরু, ২য় খণ্ড, ১০৯৭ পদ।)

এই পদের প্রসঙ্গে সতীশ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "ইহা কেবল মহাপ্রভুর পূর্বাশ্রমের পরিচিত ভক্তদিগের পক্ষেই সম্ভব" (প. ক. ত.-ভূমিকা, ২০২ পৃঃ)। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য যে, এই পদটি রামানন্দ রায়ের হইতে পারে না, রামানন্দ বসুরই বটে। বোধ হয় এই মন্তব্য দেখিয়া সুকুমার বাবু রামানন্দ বসুর বয়স নির্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতে, মালাধর বসুর পৌত্রের পক্ষে নিত্যানন্দের নবদ্বীপ-লীলা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নহে। এজন্যই তিনি উঁহাকে পৌত্র না বলিয়া পুত্র বলিতে চাহেন। কিন্তু সতীশ বাবুর মন্তব্যটি ঠিক বলিয়া মনে হয় না। উপরিউক্ত পদে রামানন্দ নবদ্বীপলীলামাধুর্য দেখিবার জন্য লালায়িত। তিনি যে উহার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা, তাহা কোথাও বলা হয় নাই। পরন্তু প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা হইলেও সতীশ বাবুর পরবর্তী মন্তব্য—"তবে তিনি (রামানন্দ বসু) মহাপ্রভুর প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে।" (২০৩ পৃঃ)—আদৌ সঙ্গত মনে হয় না। বিষয়টি যে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত নহে, তাহা সুকুমার বাবুর ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে ব্যক্ত হইয়াছে (History of Brajabuli Literature, p. 30)—সেখানে তিনি লিখিয়াছেন, Ramananda Vasu was the son or grandson of the celebrated Maladhar Vasu. কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বলিয়াছেন, I have shown elsewhere that Satyaraj Khan was identical with Ramananda Vasu if we are to believe in the authenticity of Chaitanya Charitamrita. কিন্তু চরিতামৃত যে এই মত সমর্থন করেন না আমরা তাহা দেখাইয়াছি।

(২) হরির চরণ মনে গুণরাজ খাঁন ভনে
কৃষ্ণবিজয় শুন সর্ব্বজনে। (২৭ পৃঃ)

(৩) জয় জয় শব্দ হৈল সকল ভুবনে।
গোবিন্দবিজয় গুণরাজ খান ভনে॥ (৩৬ পৃঃ)

(৪) গোবিন্দবিজয় পুথি সাঙ্গ গুণরাজ ভনে॥ (৩৬৭ পৃঃ)

ইহা ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৪৯, ৯৫৪ ও ৯৫৫ সংখ্যক পুথিতে 'গোবিন্দবিজয়' নাম পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং গ্রন্থের কবিদত্ত নাম যে কি ছিল এ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। অধিকাংশ স্থলেই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নাম পাওয়া যাইতেছে। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় নাম গৃহীত হইয়াছে। এই সকল কারণে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় নামই অবলম্বিত হইল। আমাদের মনে হয় গোবিন্দ এবং কৃষ্ণ সমানার্থক বলিয়া গ্রন্থের নামে এইরূপ দ্বৈত দেখা যায়। কিন্তু এই নামকরণ-সম্বন্ধে সমস্যা এই যে, ভাগবত নামক প্রসিদ্ধ পুরাণের অনুবাদ হইলেও ইহাকে 'ভাগবত' বলা হয় নাই কেন? কবি অনুবাদে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই কি নামকরণে এই স্বাতন্ত্র্যের প্রয়াস? যতদূর জানা যায়, বাংলা ভাষায় ভাগবতের ইহাই সর্বপ্রথম অনুবাদ। ইহার পূর্বে কেহ বাংলায় ভাগবত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই।

এখন কথা এই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' শব্দের অর্থ কি? ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "শেষ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্যই বোধ হয় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নাম দেওয়া হইয়াছে, প্রাচীনকালে 'মৃত্যু' বা 'যাত্রা' এই দুই অর্থে 'বিজয়' শব্দ ব্যবহৃত হইত। ভগবতী যেদিন পৃথিবী হইতে কৈলাস গমন করেন সেই দিন 'বিজয়ার দিন' নামে পরিচিত।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৫৭ পৃঃ।

'বিজয়' শব্দের আভিধানিক অর্থ মৃত্যু কোথায়ও পাওয়া যায় না। বিজয় শব্দের প্রাচীন বা অর্বাচীন ব্যবহারেও মৃত্যু অর্থ দেখি নাই। অমরকোষে 'বিজয়' শব্দের অর্থ

অভ্যবস্কন্দনং ত্বভ্যাসাদনং বিজয়ো জয়ঃ।

অবস্কন্দন অর্থে গমন। দেবীর গমন বা যাত্রা অর্থে বিজয় শব্দ ব্যবহৃত হয় বটে, মৃত্যু অর্থে নিশ্চয়ই নয়। বিজয়া কথাটি 'বিজয়া দশমী'র সংক্ষেপ।* বিজয়া বা দুর্গার কৈলাসগমন যে দশমীতে হয় তাহাকে বিজয়া দশমী বলা হয়।† এইরূপ 'বিজয়া সপ্তমী' একটি বিশেষ

* বিজয়া তিথিবিশেষঃ। সা বিজয়াদশমীতি খ্যাতা। শব্দকল্পদ্রুম

† বিজিতা পদ্মনাম্না' দৈত্যরাজ্ঃ মহাবলম্।
বিজয়া তেন সা দেবী লোকে চৈবাপরাজিতা।—দেবীপুরাণ

সপ্তমীর নাম। * পূর্বে পাণ্ডুবিজয় বা পহ্ণ্ডবিজয়ের কথা বলা হইয়াছে ; সেখানেও বিজয় অর্থে গমন বা শুভাগমন :—

বেলি শেষে হুলালিয়া ধেনুবৎস চরাইয়া
নিজ ঘরে করিলা বিজয় ॥

—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, নৌকাবিলাস (ক পুথি, ১২৫৬ পদ)

বৈষ্ণবপদাবলীতে বহুস্থানে গমন এবং আগমন অর্থে বিজয় শব্দের ব্যবহার আছে। যথা 'বনবিজই রামকানু', 'বিজয় করিলা যেন নন্দঘোষের বালা। বাম হাতে বাঁশী গলে কদম্বের মালা'। (চৈতন্য ভাগবত, মধ্য খণ্ড, ২৩ অধ্যায়)। 'নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়।' (ঐ, আদি, ১২ অঃ) 'জয় জয় জয় বিজই কুঞ্জে কুঞ্জরবরগমনী' (গোবিন্দ দাস)। যেখানে গৌরব করিয়া কাহারও গমন বা যাত্রার বিষয় বলিতে হয়, সেখানে বিজয় শব্দ ব্যবহার করিবার রীতি আছে। ইহা হইতে কাহারও গৌরবময় জীবনযাত্রা বা চরিত বুঝাইতে বিজয় শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা গৌরাঙ্গ-বিজয় (শচীনন্দন দাস প্রণীত), জগদীশচরিত্র-বিজয় (আনন্দ দাস), শঙ্কর-বিজয় (কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন প্রণীত শঙ্কর-জীবনী)। সংস্কৃত সাহিত্যেও বিজয়ান্ত নানাগ্রন্থ আছে ; যথা—বাসুদেব-বিজয়, জয়ন্ত-বিজয়, নীলকণ্ঠ-বিজয়, ভীষ্ম-বিজয়, শ্রীরাম-বিজয় প্রভৃতি। এই সকল উদাহরণ হইতে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় অর্থে শ্রীকৃষ্ণের গৌরবময় চরিতাখ্যান বা পরবর্তী কালে যে অর্থে মঙ্গল (মাহাত্ম্য) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই অভিপ্রেত। কারণ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় গ্রন্থে কৃষ্ণের জন্ম হইতে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে, কেবল মহাপ্রয়াণ নহে।

ভাগবতের প্রভাব

বৈষ্ণবধর্মের উপর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাব অসীম। শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে ভাগবতই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইল। বৃন্দাবন দাস ভাগবতের যে ভাবে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা হইতেই বৈষ্ণবজগতে ভাগবতের স্থান বুঝিতে পারা যায়। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ক্রোধাবেশে ভাগবতের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন :—

গ্রন্থরূপ ভাগবত কৃষ্ণ অবতার ॥
সবে পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয় ॥
* * * *
মুক্তি মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে ॥
* * * *

* শুক্লপক্ষস্য সপ্তম্যাং শ্রবণার্দ্রো যদা ভবেৎ।
সপ্তমী বিজয়া নাম তত্র দত্তং মহাফলম্ ॥— তিথ্যাদিতত্ত্বম্

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তি সার॥
* * * *
ভাগবত তুলসী গঙ্গায় ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥ (মধ্য খণ্ড, ২১শ অঃ)

কাজেই ভাগবত যখন ভাষায় রচিত হইল, তখন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ইহার যে অত্যন্ত আদর হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীচৈতন্য যেমন জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির কৃষ্ণপ্রেমামৃতনিস্যন্দিনী পদাবলী আস্বাদন করিতেন মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়েরও সেইরূপ সমাদর করিতেন। ইহাতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের' প্রসার ও জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার পরবর্তী দুইশত বৎসরের মধ্যে মালাধর বসুর দৃষ্টান্তে ভাগবতের বহু বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। এক্ষণে শুধু ইহাই বক্তব্য যে, মালাধর বসুর গ্রন্থের বহুল-প্রচার-হেতু এই গ্রন্থের হস্তলিখিত পুথি বিরল নহে। বহুস্থানে সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ হস্তলিখিত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় গীতিকাব্য-আকারে রচিত এবং বাংলার কাব্যসাহিত্য-সম্বন্ধে সাধারণত যাহা দেখা যায়, এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই,—অর্থাৎ বহু গায়ক ইহা গান করিত। চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায় কৃষ্ণমঙ্গলও পালা হিসাবে গান করা হইত। এই কৃষ্ণমঙ্গল পদাবলীকীর্তনের ধারা হইতে কিছু ভিন্ন। রামায়ণ গানে যেমন রামচরিত গান করা হয়, চৈতন্যমঙ্গলে যেরূপ চৈতন্যচরিত গান করা হয়, কৃষ্ণমঙ্গলে সেইরূপ কৃষ্ণলীলা গান করা হইত। এখন কৃষ্ণমঙ্গল বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কিছুদিন পূর্বেও কৃষ্ণমঙ্গল-গীত শুনা যাইত। কৃষ্ণচরিত্রের বিভিন্ন ঘটনা লইয়া কৃষ্ণমঙ্গল-গায়কেরা নিজ নিজ সুবিধামত গীত পরিবর্তন করিয়া বা নূতন গীত যোজনা করিয়া গান করিতেন। পরবর্তী কালে এইজন্য নানা কৃষ্ণমঙ্গল রচিত হইল। এই গান করিবার প্রয়োজনের ফলে মূল গ্রন্থের অনেক পরিবর্তন হইতে লাগিল। এমন কি, মূল গ্রন্থের মধ্যে গায়ক নূতন পালা বা গান সংযোজন করিয়া নিজের ভণিতা দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই কারণে পুথিতে পাঠবৈষম্য এত বেশি পরিমাণে ঘটিয়াছে যে প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

পুথির পরিচয়

আমরা শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের বহু পুথি দেখিয়াছি। বিষয়বস্তু মোটামুটি এক হইলেও পাঠভেদ অসংখ্য। বহুপূর্বে বটতলা হইতে একখানি পুথি মুদ্রিত হইয়াছিল, আমরা তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পরে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদের পুথি লইয়া আমরা মোট ১৫ খানি পুথির উপরে নির্ভর করিয়াছি, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(ক) পুথি—বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত। নম্বর ১৩৬০; সম্পূর্ণ—পত্র-সংখ্যা ২৫২; ১′ ১½″×৪¾″ দেশী তুলট কাগজ। পত্রগুলি কীটদষ্ট,—পাঠোদ্ধার অতি কষ্টসাধ্য।

পুস্তকের শেষে লেখা আছে, "পুস্তক লিখেন গুনরাজ খান তখন পুস্তক বিক্রমাদিত্যের সক এগার সত একসট্টি। এখনকার বিক্রমাদিত্যের সক ১৬—। এখন আসল শ্রীচৈতন্য সিংহ দেব মোহগ্রহপ্রভাব সালীং। ইতি সন ১০৯৯ সাল তারিখ ১২ই চৈত্র রোজ রবিবার। এই পুস্তক সম্পূর্ণ ইতি ॥"

এখানে গুণরাজ খানের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা বিক্রম সম্বৎসর হইতেই পারে না, শকাব্দ বা সনও হইতে পারে না, সুতরাং এই ১১৬১ যে কি তাহা বুঝা গেল না। পরবর্তী সন ১০৯৯ সাল দেখিয়া মনে হয়, ইহাই এই পাণ্ডুলিপি-রচনার তারিখ—সুতরাং পুস্তকখানি প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন, ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। উল্লিখিত শ্রীচৈতন্য সিংহ দেব কে তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুরের অধিপতি এক চৈতন্য সিংহ পাইতেছি। কিন্তু ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল সিংহের মৃত্যুর পরে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হন। এই তারিখের সহিত গ্রন্থোল্লিখিত তারিখের মিল হয় না।*

(খ) পুথি—বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত। নং ৯৫৮; সম্পূর্ণ—পত্রসংখ্যা ২৫৯; ১' ১" × ৪½" দেশী তুলট কাগজ; পাতাগুলি এখনও নূতন আছে। উপসংহার এইরূপ, "লিখিতং শ্রীগোসাঞীদাস মণ্ডল॥ পঠনার্থে শ্রীবিশ্বনাথ হিট॥ সাং জামদণ্ডী। সন ১২৪৮ সাল তারিখ ১৫ই মাঘ। সন ১২৫৪ সালের ২৯শে শ্রাবণ তারিখে আমি এই পুস্তক শ্রীক্ষেত্রমোহন গুঁইকে বিক্রয় করিলাম ইহার প্রমান শ্রীরাম দাষ॥"

তাহা হইলে পুস্তকখানি ১২৪৮ সনে বা ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। এখানিও পশ্চিম বঙ্গের পুথি।

(গ) পুথি—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হইতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ক্রীত। নং ৬১৪৬; অসম্পূর্ণ—পত্রসংখ্যা ২-৯৮; ১' ৫½" × ৭"; দেশী তুলট কাগজ।

শেষ দিক্ নাই বলিয়া তারিখ ঠিক করা গেল না। লিপিবিদ্ শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় ইহার অক্ষরের ছাঁদ দেখিয়া ইহাকে পূর্ববঙ্গের পুথি মনে করেন,—ভাষার ভিতরে পূর্ববঙ্গের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। এই পুথিখানির বৈশিষ্ট্য এই যে বানান ভুল প্রায় সর্বত্র। লিপিকর ভুলিয়াও শুদ্ধ বানান লিখেন নাই। ইহা উদ্দেশ্যমূলক হওয়া বিচিত্র নহে। বর্ণাশুদ্ধি ব্যতীত ইহার লিপিতে প্রাচীনত্ব সংক্রমিত করিবার একটি আয়াসযুক্ত চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। 'ন' 'ক' 'র' প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এমন কি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত গুহ্যাবলীবিবৃতি, পঞ্চাকার এবং যোগরত্নমালা গ্রন্থেও এ জাতীয় অক্ষর দেখি নাই। অথচ পুথিখানির মধ্যে যে সকল ভাব পাওয়া যায়, তাহা আধুনিকতাগন্ধী (পরিশিষ্টে নৌকাখণ্ড ও ভারখণ্ড দ্রষ্টব্য)। এই সকল কারণে পুথিখানির প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

* বাঁকুড়া জেলার বিবরণ—শ্রীরামানুজ কর (পৃষ্ঠা ২)।

(ঘ) পুথি—মুদ্রিত পুস্তক, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পুথি, তাঁহারই সৌজন্যে প্রাপ্ত। পুথিখানি "শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে, সম্রান্ত শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত কর্ত্তৃক ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, রামবাগান, বৈষ্ণব ডিপজিটারী বা ভক্তিগ্রন্থালয়ার্থে প্রকাশিত। শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০১।"

উপক্রমণিকায় প্রকাশক বলিয়াছেন, "আমরা যে হস্তলিপি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম তাহাতে পাওয়া যায় যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৪০৫ শকাব্দায় শ্রীদেবানন্দ বসু কর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থ লিখিত হয়। জাহানাবাদের নিকটস্থ কয়াপাট বদনগঞ্জ নিবাসী, শ্রীমদ্ব্রজারণ দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের বংশজাত শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত মহাশয়ের অনুগ্রহে আমরা ঐ পুরাতন হস্তলিপি খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রসিদ্ধ আউল মনোহর দাস বাবাজী উক্ত গ্রন্থ রূপরাম সিংহ মহাশয়কে দিয়া ছিলেন। তিনি উক্ত দত্ত মহাশয়ের অতি বৃদ্ধ প্রমাতামহ। হস্তলিপি খানি মণ্ডের তুলট ভাঁচের কাগজে লিখিত, অত্যন্ত জীর্ণ ও স্থানে স্থানে উদ্ধার করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত মহাশয়ের নিকট বঙ্গবাসীগণ এই গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য ঋণি রহিলেন।"

তাহা হইলে এই পুস্তক ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দের হস্তলিখিত পুথি অবলম্বনে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ৪০১ চৈতন্যাব্দ অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত। অবশ্য প্রকাশকগণ প্রকাশকালে গ্রন্থের ভাষা পাণ্ডুলিপির অনুরূপ রাখেন নাই,—মুদ্রিত পুস্তকের ভাষা দেখিলে স্পষ্টই মনে হয়, ইহার উপরে প্রকাশকগণ অনেক হাত চালাইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। বদনগঞ্জের হারাধন দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে যে সকল প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটির মূল পাওয়া যায় নাই। এই সকল মূল্যবান্ প্রাচীন লিপির উপর তাঁহার আবিষ্কৃত সমস্ত তথ্যের মূল্য নির্ভর করিতেছে; অথচ সেইগুলিই পাওয়া যায় না। এই দত্ত মহাশয়ের সম্বন্ধে জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত গৌরপদতরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে দীনেশ বাবু একটি টীকায় বলেন, পদসমুদ্র স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির নিকট ছিল, কলিকাতার কোনও দোকানদার ২০০০৲ টাকা মূল্যে এই গ্রন্থস্বত্ব খরিদ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় তাহা দেন নাই। এ সম্বন্ধে আরও একটু বক্তব্য আছে, আমার শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু এই পুস্তকের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়াছেন। আর কেন জানি না, এই সন্দেহকারীদের মধ্যে আমি একজন আর দীনেশ বাবু স্বয়ং একজন। সন্দেহ করিবার প্রচুর কারণও আছে।" এই জন্যই 'ঘ' পুথির পাঠ ও ইহার অন্তর্গত সন তারিখ অতি সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঙ) পুথি—বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত, সংগ্রাহক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম। নং ৯৫০; সম্পূর্ণ—পত্রসংখ্যা ২১৭; ১´ ১$\frac{১}{২}$´´ × ৫´´ দেশী তুলট কাগজ। উপসংহারে লেখা আছে,—"ইতি সাল ১০১৩ তেরিখ ২৬শে চৈত্র বেলা এক প্রহর ইতি। পুস্তক

লিখন সমাপ্ত হইল।" এই পাণ্ডুলিপি তাহা হইলে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। এই পুথিকেই আদর্শ পুথিস্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে।

(চ) পুথি—বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত। নং ৬১৪৪; সম্পূর্ণ—পত্রসংখ্যা ২৬৬; ১′ ২½″×৫″ দেশী তুলট কাগজ। অবস্থা জীর্ণ, প্রথমদিকের কতকগুলি পত্র ছিন্ন। উপসংহারে রহিয়াছে, "সন ১২১৯ সাল। সম্পূর্ণ। শ্রীসুন্দর গঙ্গিঃ পুস্তকমিদং। শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গি লিখিতং।" তাহা হইলে এই পুস্তক ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় ঘুঘিক-ডামরা গ্রামে এই পুথিখানি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন।

(ছ) পুথি—শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম.এ. মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। সম্পূর্ণ—পত্রসংখ্যা ১৭৮ (১১৮/০); ১′ ৩¾″×২″ দেশী তুলট কাগজ। উপসংহার এইরূপ, "ইতি সন ১২৭১ সাল। বাং মাহ ১৬ই শ্রাবণ রোজ শনিবার। শ্রীল শ্রীশ্রীনা-অক্ষার শ্রীকেশবরাম ধর॥ নিজ পুস্তক শ্রীগোকুলরাম মাঝি: সাং পং কালিহাটী মল্লপুর।" পুথিখানি পূর্ববঙ্গের, ইংরেজী ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত।

ইহা ব্যতীতও বিশ্ববিদ্যালয়ে কতকগুলি অসম্পূর্ণ পুথি সংগৃহীত আছে; যথা:—

নং ৯৪৯—পত্রসংখ্যা (২ ১২৫)
নং ৯৫১— " (১-২৯)
নং ৯৫২— " (৩২, ৪০-৫৭), সাল ১১০৬ সন
নং ৯৫৩— " (১-৮, ১০-১৯)
নং ৯৫৪— " (১-১৮৮)
নং ৯৫৫— " (১-৪০)

(ঘ) পুথি অর্থাৎ মুদ্রিত পুথির অবলম্বিত পাণ্ডুলিপিখানি সর্বপ্রাচীন হইলেও প্রকাশকগণ সেই পাণ্ডুলিপিকে কতখানি ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন জানি না; পরন্তু মূলের উপরে যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এ পুথির ভাষা তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্য দিবে; সুতরাং মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ আদর্শরূপে গ্রহণ করা সমীচীন মনে হয় নাই। ইহার পর প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি হইল (ঙ) পুথি। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, এই পুথির পাঠের সহিত মুদ্রিত পুথি এবং অন্যান্য অনেক পাণ্ডুলিপির পাঠের যথেষ্ট মিল রহিয়াছে,—এইজন্য এই পুথিখানির পাঠকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথমে এই পুথির পাঠের সহিত অন্যান্য সকল পুথির পাঠান্তর মিলাইয়া মূলের পাঠ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু দেখা গেল, তাহাতে পাঠান্তরের প্রাচুর্য্যে পুস্তকের কলেবর অযথা অসম্ভবরূপে বর্দ্ধিত হইয়া পড়িতেছে। সব পুথির ভিতরেই বর্ণিত বিষয় এক হইলেও ভাষার যথেষ্ট বিভিন্নতা লক্ষিত হইল। (ক) পুথির সঙ্গে মূল পুথির পাঠে যথেষ্ট পার্থক্য হইতে লাগিল; (গ) পুথিতেও পূর্ববঙ্গের প্রভাবে ভাষায় অনেক প্রভেদ রহিয়াছে; (চ) পুথির অর্বাচীনতা-হেতু অনেক

পাঠবিকৃতি লক্ষিত হইল। দেখা গেল (ঙ) পুথি, (ঘ) পুথি এবং (খ) পুথির পাঠের ভিতরে বেশ একটি ঐক্য রহিয়াছে। এই সকল বিচার করিয়া (ঙ) পুথির পাঠকে মূলত অবলম্বন করিয়া এবং (খ) ও (ঘ) পুথির পাঠান্তর দিয়া মূল কাব্যের পাঠ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এইরূপে প্রতিষ্ঠিত পাঠ মূল কাব্যের পাঠ হইতে খুব বিকৃত হয় নাই; কারণ আদর্শ ঙ) পুথি ৩৩৬ বৎসরের প্রাচীন,—(ঘ) পুথি ৪৬০ বৎসরের প্রাচীন পুথি অবলম্বনে মুদ্রিত—এই দুই প্রাচীন পুথির সহিত ১০১ বৎসরের অর্বাচীন (খ) পুথির যখন অনেকখানি মিল রহিয়াছে, তখন এই পাঠই মোটের উপরে খাঁটি বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালা, পুথি নং ১২৭৮ ক; পরিমাণ ১২$\frac{1}{8}$" × ৪$\frac{1}{8}$" শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়; পৃঃ ১-২২৬; পুথি একটু জীর্ণ; সম্পূর্ণ; পুথির তারিখ ১১১২ সন। প্রায় একই,—তবে যথেষ্ট পাঠান্তর বর্তমান। মাঝে মাঝে পুথির নাম 'গোবিন্দ-বিজয়' দেখা যায়। তবে 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' নামই বেশী। দানখণ্ড নৌকাখণ্ড প্রভৃতি নাই। পুথির ভিতরে একাধিক লোকের হস্তাক্ষর দৃষ্ট হয়। শেষ এইরূপ, "তাহাক পাইলে হয়ে হরিপদে গতি। শুনিতে শুনিতে হয় পরম পিরিতি। সুখ মুক্তি দুই হয় ইহাক শুনিলে। আর কিছু গিত নাহি গাহিতে কলিকালে। শুন শুন যএ নর শুন সাবধানে। গোবিন্দবিজয় বলে গুনরাজ খানে॥"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালা, পুথি নং ৯৪১-৯৪২; পরিমাণ ১৬$\frac{1}{2}$" × ৫$\frac{1}{2}$" পৃঃ ১-১০৬; অসম্পূর্ণ; তারিখ নাই। স্থানে স্থানে 'গোবিন্দ-বিজয়' নাম; পূর্বপুথি হইতে মূল পুথির সহিত পাঠান্তর অনেক বেশী। একাধিক লোকের হস্তাক্ষর। রাস-বর্ণনা প্রায় মূল পুথির অনুরূপ, দানখণ্ড নৌকাখণ্ড প্রভৃতি নাই। মূল পুথির সহিত পাঠানৈক্য আরম্ভের খানিকটা অংশ হইতেই বোঝা যাইবে :—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—

S. No. 941-42. শ্রীকৃষ্ণবিজয় গুণরাজখান। অসম্পূর্ণ।

শ্রীরাম নাম সত্য

নারায়ন নোমস্কৃত্যং নোকোচৈব নোকত্তমং।
দেবিং স্বরে স্বরে স্বতিষ্কে সেততরম মুদিরএত
বেদরামায়ন চৈব পুরানে ভারতে তথা।
অন্তঅন্ত মধ্যে হরি সর্ব্বত্র গিয়তে।
প্রনমহ নারায়ন নাথ নিরঞ্জন।
চারি বেদ দৈলা প্রভু যুগের কারন॥
প্রনমহ মহাদেব সৃষ্টি সংহারক।
খগপতি প্রনম হরি স্বপরারক॥

স্বরেস্বতি বন্দ আর সকল দেবতা।
জাহার প্রসাদে হয় সরস কবিতা॥
সর্ব্বদেব দ্বিজগনে বন্দিআ চরন।
প্রথমে কহিমু … … …॥
দেবতা ভুবনে আছে জগত জননি।
প্রত্তক্যে সরূপ দেবি জগত তারিনি॥
জাহার প্রসাদে ইন্দ্র জগতের রাজা।
ব্রহ্ম আদি দেব গনে জারে করে পুজা॥
সুম্ভ নিসুম্ভ আদি করি……ধন।
দেব ত্রিসিদ্বব—করে জজ্ঞর কারন॥
তাহাকে স্মরন আমা হৈল আচম্বিত।
মুক্তিপদ কহি কিছু কৃষ্ণের চরিত্ত॥
গোসাইর কর্ম্মকথা কি বুলিতে পারি।
লোকহিত্ত কারনে জগত অবতরি॥
কলিভবতরনে শ্রীভাগবত্ত কারনে।
সুনহ পত্তিত্ত সার এক চিন্ত্য মনে॥
কলি ভবসাগর তরিবা কেন মতে।
তাহার উপাএ কৈল শ্রীভাগবতে॥
ইহাকে সুনিল আমি পণ্ডিতে মুখে।
লোকিক ভাসায় চ…বুঝা……জেন লোকে॥
সংসারের সার হরি দেব নিরঞ্জন।
কৌতুকে করিব রস প্রকৃতি দিআ মন॥
লক্ষী স্বরেস্বতি দুই হরির সুন্দরি।
জয়া বিজয়া দুই আছিলা দ্বারি॥
সকাল সন্ধ্যা দুই সুস্ত্ত কুমারি।
গোসাঞি দেখিতে গেলা বৈকুণ্ট দুআরি॥
প্রথমেত্ত হৈলা ব্রহ্মা আপনে শ্রীহরি।
মায়াতে মোহ বিধি সংসারত্ত ধরি॥
দিতিএ বরাহ কর্ম পৃথিবি উদ্ধার।
তৃতিয়ে নারদ মুনি বিদিত্ত সংসার॥
চতুর্থে নারায়ন নর অবতার।
বদরিকাশ্রমে তবে করিলা বিহার॥

পঞ্চমে নারায়ন যুগের নিধান।
মনিকাস যুগের করিলা বাখান॥
সম্বএমন্ত অবতার রাম রূপ ধরি।
ছলিয়া পাঠাইলা বলিক পাত্তালপুরি
সপ্তমেন্ত অন্ত রূপ ধরিলা মুরারি।
অষ্টমেত বাঘ্র রূপে হৈলা অবতরি॥
নবমেত পৃথু রূপে মহিমা তাহার।
পৃথিবি সৃজন কৈলা জিব আহার॥
দয়ারূপে মত্ত মিন রূপে বেদের উদ্ধার।
একাদসে সেই করি কূর্ম্ম অবতার॥
জলমগ্না পৃথিবিতে তুলিলা কথন।
দ্বাদসত্ত দন্তুর কহিঅা তত্তক্ষন॥
ত্রয়োদসে কৃষ্ণ রূপে মারিআ অসুর।
পৃথিবির ভারে প্রভো করিলেক দুর॥
চতুর্দ্দসে নরসিং অদ্ভুত সরির।
হিরন্তকসি বধ কৈলা নখে বিদরি॥
অর্দ্ধ নর অর্দ্ধ সিংহ করিআ শ্রীহরি।
পঞ্চদসে ব্রাহ্মন বটু দ্বিজ রূপে ধরি॥
জারে সেবি তিনা কর্জ্য জগত বিস্তারি।
প্রস্কস রাম রূপে ষুড়স অবতরি॥
পৃথিবি নিস্তার কৈলা তিন সাত বার।
এইরূপে প্রাননাথে করএ বেহার॥
সপ্তদসে ব্যাস রূপে বেদ সাখা ধরি।
ধম্মেত বন্দিআ ভব সাগরতে তরি॥
শ্রীরাম রূপে হরি সমুদ্র বন্ধন।
অষ্টাদস অবতারে বধিলা রাবন॥
হরি রাম রূপে হরি বিপ্র অবতার।
বিংসতি কৃষ্ণ রূপে বিদিত সংসার॥
একবিংসতি রূপে জগত মুহন।
দ্বাবিংসতি কল্কি রূপে ম্লেচ্ছর নিধন।
হেন সব রূপে গোসাঞি অংস অবতরি।
শ্রীকৃষ্ণ রূপে গোসাঞি আপনে শ্রীহরি॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালা পুথি নং ২৮৭৬; মাপ ১৪¾"×৫½"; পৃঃ ১-১৩০, ১৪১-১৬৮; ভণিতায় গুণরাজ খানের সহিত শ্রীনাথ দেবের নামও আছে। পুথির প্রথম পৃষ্ঠা হইতেই পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু পুথি অসম্পূর্ণ; বোধ হয় লিপিকর যে পুথি হইতে নকল করিয়াছেন সেই পুথিতেই প্রথম অংশ অনেকখানি ছিল না। আলোচ্য পুথির প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম পদ আমাদের আদর্শ পুথির ১১৯ সংখ্যক পদ। পূর্বের পদগুলি লিপিকর পান নাই বলিয়াই অনুমান হয়। পুথিখানি শ্রীহট্টে পাওয়া গিয়াছে, লিপিকরও ঐ অঞ্চলের হইবার সম্ভাবনা; 'ও'কারের স্থানে সর্বত্র 'উ'কারের প্রয়োগ দ্রষ্টব্য। আদর্শ পুথির সহিত এই পুথিরও পাঠান্তর অনেক। ২৮৮ সংখ্যক পদের পর আদর্শ পুথিতে যে ত্রিপদী পদগুলি আছে এই পুথিতে তাহা নাই, এই ত্রিপদীতে বর্ণিত বিষয় অল্প কয়েকটি পয়ারের পদে দেওয়া আছে। ১৪ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় লেখকের হস্তাক্ষর; রাস-বর্ণনার পূর্বে বৃন্দাবন-বর্ণনার ত্রিপদী-গুলিতে আদর্শ পুথির সহিত কিছু কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হয় [পৃঃ ৩৪ (খ)-৩৫ (ক)—দানখণ্ড নৌকাখণ্ড প্রভৃতি নাই। গ্রন্থ-শেষ এইরূপ :—

কহিল উদ্ধব সুন এই সব কথা।
সেই পথে মন দিয়া ছাড় সব বেথা।
এসব পরম তত্ত্ব ধর দড় মতে।
কহিব সুজন বিরে চেত্ত মন রথে॥
বুঝিবা পাস্যাণ্ড ইহারে নিন্দা করে।
অভক্ত দুর্জ্জন জেই না করে বিচারে॥
ভাবিয়া সতত্ত মায়া থাকীও আমাতে।
সুনাইবা আমার চরিত্র লুকের সাক্ষাতে॥
পাইবা আমার পদ নাহিক বিস্ময়।
চলহ উদ্ধব তুমি আমার নিলয়॥
এত বোলি বিদায় করিলা উদ্ধবরে।
গোবিন্দ চলিয়া গেলা আপনা মন্দিরে॥
জত দিন দ্বারীকায় দিও নারায়ন।
জত বানি উদ্ধব কহিল সেই মন॥
নানা রঙ্গে গোসাইর বংস বাড়ে তথা।
সর্গ ছাড়ি পারিজাত পুষ্প আছে তথা॥
দেবগনে জত জত রত্ন আনি ছিল।
এহমতে দ্বারীকাতে সব তথা রৈল॥
না কহিব কেহ চিন্তা ভাবে সব লুকে।
কার আত্তপর ভাবে নাহি পায় দুকে॥

অবতার কৈলা জত দেব নারায়ন।
ভাল রত্ন মনি রত্ন সব আছে সেই স্থান ॥
গোসাইর পুত্র সব অনেক কুমারে।
কুন জন গনে তারে পরীক্তে না পারে ॥
অক্ষয় অব্যয় জত দ্বারিকার লুক।
নাহি জরা মৃত্ত জতে (ক) নাহি দুঃখ রগ ॥
হেন মতে গোসাইর সন্তত সেই পুরে।
একসত বিংশতি বরিস সুখ করে ॥
সুন সুন আরে * * কৃষ্ণ অবতার।
হেলাএ পাইবা সঙ্গ ভব তরিবার ॥
ভক্ত জন সন্তস করিআ নারায়ন।
ধরীলা মুনিস্থ তনু ভুবন কারন ॥
সর্ব্ব তত্ত্ব সরির ব্যাপীত নৈরাকার।
লুকে বুঝিবার প্রভু হৈলা অবতার ॥
না কর * * লুক সুন হরি বানি।
গুনরাজ খানে বোলে ভাবিয়া চক্রপানি ॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয়

ও

উত্তর ভারতের ভাষা-সাহিত্যে অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণচরিত

(ক)

উত্তর ভারতের ভাষা-সাহিত্যে (Vernaculars) যে সকল শ্রীকৃষ্ণচরিত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গুণরাজ খান্ মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কালহিসাবে প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। শ্রীচৈতন্য, আসামের শঙ্করদেব ও পুষ্টিমার্গের প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্যের ধর্ম্ম-প্রচারের ফলে শ্রীমদ্ভাগবত অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু মালাধর বসু ইঁহাদের কাহারও প্রভাব-বিস্তৃতির পূর্ব্বেই যে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ন্যায় সুবৃহৎ ও পূর্ণাবয়ব শ্রীকৃষ্ণচরিত রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কম মৌলিকতার পরিচায়ক নহে। ইউরোপের ইতিহাসে যেমন ইংরাজী ভাষায় জন্ উইক্লিফ্ সর্ব্বপ্রথমে বাইবেল অনুবাদ করিয়া Morning star of

the Reformation বা ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনের শুকতারা নামে অভিহিত হইয়াছেন, মালাধর বসু ধর্ম্মসংস্কারক না হইলেও, শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করার জন্য ভারতীয় ইতিহাসে অনুরূপ আখ্যা পাইবার যোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে কেন্দ্র করিয়াই শ্রীচৈতন্য, বল্লভাচার্য্য ও শঙ্করদেবের ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কাহিনীকে যে কবি উত্তর ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে জনসাধারণের বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার নাম মধ্যযুগীয় ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস হইতে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ এই গ্রন্থ হইতে যেরূপ জানিতে পারা যায়, জয়দেবের গীতগোবিন্দ কিংবা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে সেরূপ বিশদভাবে জানা যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের বাংলাদেশের লোকের আচার-ব্যবহার-রীতি-নীতি-সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বর্ণনা তুলনা করিয়া আলোচনা করিলে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সুবিধা হইবে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুথির ভাষা লেখক ও গায়কদের দ্বারা অনেক স্থলে পরিবর্ত্তিত হইলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলাভাষার রূপ-সম্বন্ধে কিছু তথ্য যে ঐ গ্রন্থ হইতে পাওয়া যাইবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

(খ)

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনার পর হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া ও অসমীয়া ভাষায় বহু লেখক শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যানভাগকে উপজীব্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরিত রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যে কুড়িজন লেখকের শ্রীকৃষ্ণচরিত সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গিয়াছে প্রথমে তাঁহাদের পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে দিতেছি। পরে এই কুড়িখানি গ্রন্থের মধ্যে যে বারখানি মুদ্রিত হইয়াছে তাহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের তুলনামূলক সমালোচনা করিব।

আসামের শঙ্করদেব, উড়িষ্যার জগন্নাথ দাস ও বাংলাদেশের রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য প্রায় একই সময়ে ভাগবত-অবলম্বনে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব, জগন্নাথ দাস ও রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের ভাগবত-পাঠ শুনিয়াছিলেন এবং শঙ্করদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল।

(১) শঙ্করদেব ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে তিরোধান করেন এবং অনিরুদ্ধের শঙ্করচরিত-অনুসারে ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দশমস্কন্ধের ভণিতায় ও রুক্মিণীহরণে নিজের বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ দুই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে শঙ্করও মালাধরের ন্যায় কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ চণ্ডীবরকে রাজা দুর্লভনারায়ণ বরদোয়া বা বটদ্রবা নামক গ্রাম দান করিয়া দেবীদাস নামে অভিহিত করেন। দেবীদাসের

পুত্র রাজধর, তৎপুত্র সূর্য্যাবর "যার কীর্ত্তিচয় আজিও ভ্রময়, মহা মহা ধনরাশি" (রুক্মিণীহরণ)। "তার পুত্র কুলোদ্ধার, ভৌমিক মধ্যত সার, প্রসিদ্ধ কুসুম নাম যার। তার পুত্র শিশুমতি, কৃষ্ণ পায়ে করি নতি, বিরচিল শঙ্কর পয়ার" (দশম স্কন্ধ)। শঙ্কর এখানে বৈষ্ণবীয় দীনতা দেখাইয়া নিজেকে শিশুমতি বলিয়াছেন। দ্বিজ মাধবও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে "ছাওালের বোলে ভাই না করিহ হেলা" উক্তিতে নিজেকে ছাওয়াল বা শিশু বলিয়াছেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার মতে শঙ্করদেব ১৫০২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৬৯ বৎসর বয়সে দশমস্কন্ধ রচনা করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচরিত লিখিবার পূর্ব্বে বিবিধ কীর্ত্তন-পদে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বহু লীলায় সংক্ষিপ্তসার প্রদান করেন। তাঁহার দশমস্কন্ধের অনেক পদের সহিত কীর্ত্তনের পদের হুবহু মিল দেখা যায়। শঙ্করদেব মালাধরের ন্যায় দার্শনিক স্তবস্তুতি বাদ দেন নাই বা বৃন্দাবন-লীলাকে গৌণ স্থান দেন নাই। তিনি রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের ন্যায় ভাগবতের শ্লোকগুলির মূলানুগত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাহারই মধ্যে নিজের কবিত্ব-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু একাদশ স্কন্ধে শঙ্করদেব মহাভারত ও হরিবংশ হইতে অনেক ঘটনা লিখিয়াছেন এবং কল্পনাবলে কতকগুলি নূতন ঘটনা সংযোগ করিয়াছেন। শঙ্করদেবও মালাধর এবং রঘুনাথের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণনায় রাধার নাম করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কেবলমাত্র ৯০৮ সংখ্যক পয়ারে রাধার নাম দেখা যায়; কিন্তু ঐ অংশের ভণিতায় শ্যামদাসের নাম আছে; খ ও ঘ পুথিতে ঐ অংশও নাই, রাধার নামও নাই; সম্ভবতঃ গায়কের কৃপায় উপজীব্য পুথিতে রাধার নাম স্থান পাইয়াছে। *

(২) জগন্নাথ দাসের ভাগবত—জগন্নাথদাসও রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের ন্যায় প্রথম নয়টী স্কন্ধ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া শেষ তিন স্কন্ধ মূলানুসারে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অনুবাদ সর্ব্বত্র রঘুনাথের ন্যায় খাঁটি অনুবাদ নহে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত দিবাকরদাসের "জগন্নাথচরিতামৃত" হইতে জানা যায় যে জগন্নাথদাস গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দের প্রশিষ্য ও বলরাম দাসের শিষ্য। পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ শূন্যসংহিতায় লিখিয়াছেন যে তিনি স্বয়ং, যশোবন্ত, অনন্ত, বলরাম ও জগন্নাথ দাস শ্রীচৈতন্যের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন।

জগন্নাথ দাস দশমস্কন্ধের ৯০টী অধ্যায়কে ভাঙ্গিয়া ৯৬টী অধ্যায় করিয়াছেন। † তিনি

---

* গ্রন্থারম্ভে আদর্শ পুথিতে সংস্কৃতে যে প্রণাম-শ্লোকটি আছে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। নম ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ॥ ইহা গ্রন্থকারের অথবা নকলকারকের তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

† জগন্নাথদাসের ভাগবতের দশমস্কন্ধের অধ্যায়ের বিষয়: (১) ক্ষীরার্ণববর্ণন (২) দেবকী-বিবাহ (৩) গর্ভস্থ-শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবগণের স্তব (৪) কারাগৃহে অম্বিকা (৫) কংসোদ্যম (৬) নন্দোৎসব (৭) পূতনা-বধ (৮) তৃণাবর্ত্ত-বধ (৯) মৃত্তিকা-ভক্ষণ (১০) উদূখল-বন্ধন (১১) যমলার্জ্জুন-ভঙ্গ (১২) বৃন্দাবন-গমন ও বকাসুর-বধ (১৩) অঘাসুর-বধ (১৪) বৎসহরণ (১৫) ব্রহ্মস্তুতি (১৬) ধেনুকাসুর-বধ (১৭) কালিয়দমন (১৮) দাবাগ্নি-মোচন (১৯) প্রলম্বাসুর-বধ (২০) দাবানল-ভক্ষণ (২১) বর্ষা ও শরৎঋতু-বর্ণন (২২) বেণুগীত-বর্ণন (২৩) বস্ত্রহরণ

কিভাবে নূতন ঘটনা সংযোজন করিয়াছেন, তাহার দুইটী উদাহরণ দিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর বসুদেব চুপি চুপি কারাগার হইতে তাঁহাকে লইয়া গোকুলে যাইবার জন্য বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে উগ্রসেন বলিলেন—"কাঁহিরে চোর নিশারে হইনু বাহার" (জগন্নাথ ১০।৪।৪৭)। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে তিনি নারায়ণ। তখন উগ্রসেন তাঁহার ভগবদ্রূপ দেখিতে চাহিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ উহা দেখাইলেন। * শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে সে সময়ে মথুরায় সকলেই নিদ্রিত বা মোহগ্রস্ত—

তয়া হৃতপ্রত্যয়সর্ব্ববৃত্তিষু
দ্বাঃস্থেষু পৌরেষু চ শায়িতেষ্বথ। (১০।৩।৩৮)

জগন্নাথ ত্রিংশ অধ্যায়ে বেণুধ্বনি শুনিয়া গোপীদের রাসস্থলীতে অভিসার-বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, কোন কোন গোপীকে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা কোথায় চলিয়াছেন। তাহাতে গোপীরা বলিলেন যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শুনিতে যাইতেছেন

---

(২৪) যজ্ঞপত্নী-মোক্ষণ (২৫) ইন্দ্রপূজা-ভঞ্জন (২৬) গোবর্দ্ধন-ধারণ (২৭) গোপাশঙ্কা-খণ্ডন (২৮) ইন্দ্রস্তুতি (২৯) নন্দ-মোক্ষণ (৩০) রাসের আরম্ভ ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান (৩১) শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে গোপিকাবিলাপ (৩২) গোপী-গীত (৩৩) শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন (৩৪) রাসক্রীড়ার সমাপ্তি (৩৫) সুদর্শন-মোক্ষণ (৩৬) শঙ্খচূড় বধ (৩৭) গোপিকাযুগ্মগীত বর্ণন (৩৮) বৃষাসুর-বধ (৩৯) অক্রূর-প্রেরণ (৪০) কেশি ও ব্যোমাসুর-বধ (৪১) বৃন্দাবনে অক্রূরের আগমন (৪২) রামকৃষ্ণ সহ অক্রূরের মথুরাগমন (৪৩) অক্রূরের স্তুতি (৪৪) রামকৃষ্ণের মথুরা-প্রবেশ (৪৫) কংসের রঙ্গসভাবর্ণন (৪৬) কুবলয়াপীড়-বধ (৪৭) কংস-বধ (৪৮) উগ্রসেনের সিংহাসনারোহণ (৪৯) রামকৃষ্ণের বিদ্যাভ্যাস (৫০) উদ্ধবের ব্রজগমন (৫১) উদ্ধবের মথুরাগমন (৫২) অক্রূরের হস্তিনাপুরে গমন (৫৩) অক্রূরের সহিত ধৃতরাষ্ট্রাদির কথোপকথন (৫৪) জরাসন্ধযুদ্ধে কালযবনগমন (৫৫) কালযবন-বধ ও মুচুকুন্দ-মোক্ষণ (৫৬) রুক্মিণীর দূত-প্রেরণ (৫৭) রুক্মিণীহরণ (৫৮) রুক্মিণী-বিবাহ (৫৯) সম্বরাসুর-বধ (৬০) স্যমন্তক-হরণ, জাম্ববতী-সত্যভামা-বিবাহ (৬১) শতধন্বা-বিবাহ (৬২) পাণ্ডব-বনদর্শন ও কালিন্দী-বিবাহ (৬৩) অষ্টমহিষী-বিবাহ (৬৪) নরকাসুর-বধ ও পারিজাত-হরণ (৬৫) লক্ষ্মীনারায়ণের ঐকান্তিক ক্রীড়া (৬৬) অনিরুদ্ধ-বিবাহ ও রুক্মিবধ (৬৭) অনিরুদ্ধের নাগপাশ-বন্ধন (৬৮) বাণাসুর-সংগ্রাম (৬৯) নৃগরাজ-মোক্ষণ (৭০) বলদেবের যমুনাকর্ষণ (৭১) পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজ-বধ (৭২) বলরাম-কর্ত্তৃক দ্বিবিদ-বানর-বধ (৭৩) সাম্ব-বিবাহ (৭৪) নারদের কৃষ্ণ-মায়াদর্শন (৭৫) রাজদূত-আগমন ও ভগবৎ-প্রশ্ন (৭৬) শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন (৭৭) রাজসূয় যজ্ঞারম্ভ, জরাসন্ধ-বধ (৭৮) বন্দীরাজ-মোক্ষণ (৭৯) শিশুপাল-বধ (৮০) ময়-সভায় দুর্য্যোধন (৮১) সম্মুখ সমরে প্রদ্যুম্নের মূর্চ্ছা (৮২) শাল্ব-বধ (৮৩) দন্তবক্র-বিদূরথ-বধ (৮৪) বলরামকর্ত্তৃক সূত-বধ (৮৫) বলদেবের তীর্থযাত্রা (৮৬) সুদামা-চরিত (৮৭) সুদামার দারিদ্র্য-ভঞ্জন (৮৮) যাদবদের তীর্থযাত্রা, গোপীদের সহিত পুনর্মিলন (৮৯) রুক্মিণী-দ্রৌপদী-সংবাদ (৯০) বসুদেবের যজ্ঞ (৯১) দেবকীর মৃত ছয় পুত্র আনয়ন (৯২) শ্রুতদেব-জনক-তারণ (৯৩) বেদস্তুতি (৯৪) বৃকাসুর-বধ (৯৫) মৃত দ্বিজপুত্র আনয়ন (৯৬) শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা-বর্ণন।

* কবি ভাসের বালচরিতে আছে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নন্দালয়ে লইয়া যাইবার সময়ে হঠাৎ আলো দেখিতে পাইয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন যে, হয়ত কংসের অনুচরেরা আলো লইয়া পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। কিন্তু পরে বুঝিলেন যে, উহা সেই অলৌকিক শিশুর অঙ্গজ্যোতিঃ।

ও শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন (জগন্নাথ, ১০।৩০।৭-৮)। ইহাতে গোপেরা আর আপত্তি করিলেন না। বলা বাহুল্য এরূপ কোন কথা শ্রীমদ্ভাগবতে নাই। জগন্নাথদাসের ভাগবতেও শ্রীরাধার নাম নাই।

(৩) রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী—রঘুনাথের বরাহনগরস্থ বাসভবনে শ্রীচৈতন্যদেব আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার মুখে ভাগবত-পাঠ শুনিয়া বলিয়াছিলেন—

প্রভু বোলে ভাগবত এমন পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য॥ (চৈঃ ভাঃ)

কবি রঘুনাথ একে সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র, তাহার উপর আবার ভাগবত-শিরোমণি গদাধর পণ্ডিতের মন্ত্রশিষ্য। সুতরাং তাঁহার রচিত গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজের পরম আদরের বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত দুরূহ গ্রন্থ। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার উপর অসাধারণ অধিকার না থাকিলে ইহার যথাযথ অনুবাদ করা সম্ভব হয় না। ভাগবতাচার্য্যের যেমন ছিল অসামান্য পাণ্ডিত্য তেমনি ছিল স্বাভাবিক কবি-প্রতিভা। তাই তাঁহার গ্রন্থ ভাষা-সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণচরিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—"মহাভাগবতে না কহিব অন্য কথা।" এই প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন; ভাগবত-বহির্ভূত কোন ঘটনা বা বর্ণনা তিনি কোথাও সংযোজন করেন নাই। গ্রন্থের মধ্যে নমস্ক্রিয়ায় বা ভণিতায় কোথাও রূপ, সনাতন বা রঘুনাথদাসের নাম নাই, কেবল মাত্র শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর (পরবর্ত্তী কালে যাঁহাদিগকে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে) এবং হরিদাসের নাম আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে শ্রীবৃন্দাবনে ছয় গোস্বামী প্রতিষ্ঠালাভের পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের জীবন-কালে বা তাঁহার তিরোধানের অত্যল্পকাল মধ্যেই এই গ্রন্থ রচিত হয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর লঘুভাগবতামৃতের ও শ্রীজীব গোস্বামীর তত্ত্বসন্দর্ভের নমস্ক্রিয়ায় ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ। (ভাঃ ১১।৫।৩২)

শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় ইহার নানারূপ অর্থ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইহাদ্বারা শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রমাণিত হইতেছে। এই মতবাদ শ্রীরূপ শ্রীজীবাদির দ্বারা ঘোষিত হইবার পূর্ব্বে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে ঘোষণা করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের নিম্নোদ্ধৃত

অনুবাদরূপ ব্যাখ্যা পড়িলে মনে হয় তিনি যে নূতন কিছু বলিতেছেন, তাহা তিনি ভুলেন নাই—

"কৃষ্ণপদে কৃষ্ণবলি বর্ণপদে নাম।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জানিব বিধান॥
ত্বিষা কৃষ্ণ অকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ নিজধাম।
গৌরচন্দ্র অবতার বিদিত বাখান॥
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে।
গৌরচন্দ্র অবতার নৃত্যরস রঙ্গে॥
যুগধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ লক্ষ্য করি।
বিচরিয়া সুপণ্ডিত ভজএ শ্রীহরি॥
কৃষ্ণ অবতার যদি বলি কলিযুগে।
তবে পূর্ব্বাপর গ্রন্থে বিরোধ না ভাঙ্গে॥
তে কারণে বুধজনে মোর পরিহার।
দোষ দিহ পূর্ব্বাপর করিএ বিচার॥ (পৃঃ ৪০৫, বঙ্গবাসী সং)

শ্রীধর স্বামী উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় "অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি" বলিয়াছেন; সেইজন্য তাঁহার মতবাদ খণ্ডন করিয়া কবি উদ্ধৃতাংশের শেষ চারি চরণ লিখিয়াছেন। মালাধর বসু একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ভাব লইয়া কিছুই লেখেন নাই, তাই তাঁহার মতের সহিত রঘুনাথের মতের তুলনা করা গেল না। জগন্নাথদাস ঐ শ্লোকের অনুবাদে লিখিয়াছেন—

দ্বাপর যুগ শেষ কালে কলি আগম অন্তরালে
রূপ প্রকাশে চক্রপাণি যেমনে ইন্দ্রনীলমণি।
কৃষ্ণ মুরতি ভগবান কলে নাম সংকীর্ত্তন
কৃষ্ণের রূপগুণ জেতে ধ্যানে নিরূপি শুদ্ধচিতে
প্রতিমা করি নানারূপে বিষ্ণু পুজন্তি যজ্ঞরূপে
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র জেতে বিষ্ণু পার্ষদ সহিতে
সকল পূজি অবসানে স্তুতি করন্তি এ বচনে॥

জগন্নাথ এ স্থলে শ্রীধরকেই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীধরের টীকায় "ত্বিষাকৃষ্ণের" ব্যাখ্যায় আছে—

"ত্বিষা কান্ত্যাঽকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং"

(৪) মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—এই গ্রন্থের ভণিতায় লেখক নিজের নাম কেবলমাত্র

দ্বিজ মাধব বলিয়াছেন এবং নিজেকে শ্রীচৈতন্তের দাসের দাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদের ২৭৭ সংখ্যক পুথিতে আছে—

পরাশর নামে দ্বিজকুল অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার॥
(বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ৩।৩, পৃঃ ৭৭)

মুদ্রিত পুস্তকে এই দুই চরণ নাই। বহরমপুর হইতে মুদ্রিত প্রেমবিলাসের প্রথম সংস্করণের উনবিংশ বিলাসে দেখা যায় যে মাধব বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা সনাতনমিশ্রের পুত্র। ঐ স্থান হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে (পৃঃ ৩১৬) আছে যে মাধব বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালিদাসের পুত্র ; যশোদানন্দন তালুকদারের সংস্করণের চতুর্বিংশ বিলাসের (পৃঃ ২৪১) মতে মাধব কালিদাসোপাধিক পরাশরের পুত্র এবং অদ্বৈতের শিষ্য ; তাঁহার সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার কোন সম্বন্ধের কথা এই সংস্করণে উল্লিখিত নাই। আদিম প্রেমবিলাস ষোল বিলাসের অধিক ছিল না। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৮, পৃঃ ৫২ এবং বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ৩।৩, পৃঃ ৫৯-৬১)। ১৩০৭ সালে নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, কলিকাতা, ঢাকা, খড়দহ প্রভৃতি স্থানের বৈষ্ণব মহান্ত ও গোস্বামিগণ "জাল প্রেমবিলাস গ্রন্থের সমালোচনা" নামক এক পুস্তিকায় প্রমাণ করেন যে প্রেমবিলাসের ষোলবিলাসের পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি জাল। ময়মনসিংহ জেলার চান্দূড় গ্রামের ও যশোদল গ্রামের গোস্বামীরা নিজদিগকে কৃষ্ণমঙ্গল-প্রণেতা মাধবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। ইঁহারা রাঢ়ীশ্রেণীর বন্দ্যোপাধ্যায় ; আর বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতৃবংশের নবদ্বীপের গোস্বামীরা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। চান্দূড়-যশোদলের গোস্বামীদের ঘরে মাধবতত্ত্ব নামে একখানি সংস্কৃত পুথি আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, কোন এক অলিখিত শকে ময়মনসিংহ জেলার মেঘনা নদীর তীরবর্ত্তী নবীনপুর গ্রামে আষাঢ়ী অমাবস্যা তিথিতে মাধব জন্মগ্রহণ করেন।

মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের নমস্ক্রিয়ায় আছে—

সুরধুনী তীরে বিশেষ নবদ্বীপ।
যথায় চৈতন্যচন্দ্র অদ্বৈত সমীপ॥

ইহা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে কাব্য-রচনার কালে শ্রীচৈতন্য বর্ত্তমান ছিলেন ; কিন্তু বিশ্বম্ভর মিশ্র চৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়া কখনই নবদ্বীপে বাস করেন নাই। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য প্রথম অধ্যায়ে দশাবতার ও তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বাবিংশ অবতার বর্ণনা করিবার সময়ে শ্রীচৈতন্যের নাম উল্লেখ করেন নাই ; কেননা তখনও শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা বহুজন-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু মাধব নিম্নশ্লোকে গ্রন্থের প্রারম্ভেই—

সব অবতার শেষ কলি পরবেশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র গুপ্ত সন্নিবেশ॥

বলিয়াছেন এবং দ্বাবিংশ অবতার-বর্ণনাতেও

অবতার শেষ চৈতন্ত প্রকাশ
মাধব কহে সঙ্গীতি"

লিখিয়াছেন।

ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে রঘুনাথের রচনার কয়েকবৎসর পরে মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচিত হয়। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় (বাংলা ও সংস্কৃতে) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা মাধব আচার্য্যের বন্দনা আছে। উক্ত বৈষ্ণববন্দনাদ্বয়ে শ্রীচৈতন্তের সমসাময়িক ছাড়া অন্ত কাহারও বন্দনা নাই, সেইজন্ত আমরা মাধবকে শ্রীচৈতন্তের সমসাময়িক বলিয়া মানিয়া লইতেছি।

মালাধর যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-বর্ণনাকে প্রাধান্ত দিয়াছেন, মাধব সেইরূপ বিশদভাবে মাধুর্য্য-ভাবকেই বর্ণনা করিয়াছেন। মাধবের গ্রন্থে ভাগবত-বহির্ভূত বহুবিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং ঘটনার মাঝে মাঝে ভাব-বর্ণনার জন্ত গীত-পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঘটনাগুলির কোন কোনটী হরিবংশ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে, কোন কোনটী আবার কবির স্বকপোল-কল্পিত। মাধব রাধার নাম করিয়াছেন এবং রাধাকেই নায়িকা করিয়া বৃন্দাবনলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড লিখিয়াছেন। গ্রন্থকারের সখ্য ও বাৎসল্য রসের বর্ণনা যেমন মৌলিক, তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। মাধব রঘুনাথের ন্তায় পণ্ডিত ছিলেন না; তিনি যেখানে ভাগবতের শ্লোকের অনুবাদ করিতে গিয়াছেন, সেখানে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর শ্রুতিস্তুতির (১০।৮৭) ও স্যমন্তপঞ্চকে গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের (পৃঃ ৩৬৭) সহিত মাধবের শ্রুতিস্তুতি (পৃঃ ২৯৬-৯৯) ও উক্ত উপদেশ (পৃঃ ২৮২) উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১৩১০ সালে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রকাশিত হয়। ঐ সংস্করণের উপজীব্য ছিল ১২৬৩ সালের বটতলার একখানি ছাপা বই ও একখানি মাত্র পুথি। এরূপ সংস্করণ বিশেষ নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না। উক্ত বঙ্গবাসী সংস্করণে দেখা যায় যে ৪২ হইতে ৪৯ পৃষ্ঠা হুবহু এবং ৪৯ হইতে ৫১ পৃষ্ঠা প্রায় সবটাই রঘুনাথের দশমের দ্বাদশ অধ্যায়ের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। বটতলার পুথিতে ৪২-৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিষয়ের নীচে ছাপা আছে—

শ্রীগদাধরধীর খ্যাত শিরোমণি।
ভাগবতাচার্য্য রচে প্রেমতরঙ্গিণী॥

বজ্রনাভের উপাখ্যান ভাগবতে নাই; অথচ মালাধর বসু ৪৬৯ হইতে ৫৩৪ পৃষ্ঠায় ঐ উপাখ্যান লিখিয়াছেন। ঐ উপাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহার দুইচারিটি

শব্দ ও চরণ ছাড়া আর সবটাই মাধবের ৩০২-৩১৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইতেছে। কেবল ভণিতার স্থানে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে আছে—

গুণরাজখান ভণে সুজনের রঞ্জনে
কৃষ্ণপাদ-পদ্মে মন দিয়া॥ (৪৪৩৭)

আর মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে আছে—

দ্বিজ মাধব ভণে সুজন জনরঞ্জনে
কমল নয়ন-পদ গতি। (পৃঃ ৩১৯)

আর একটি স্থানেও মালাধর ও মাধবের আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য পাওয়া যাইতেছে। মালাধরের ৫৪৯৩ পয়ার হইতে ৫৫৫৮ পয়ারে ষট্‌চক্রভেদ ও যোগের কথা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ঐ বিষয়ে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৫ সংখ্যক শ্লোক ও চতুর্দশ অধ্যায়ের ৩২-৩৬ শ্লোক আছে; উহার ভাব মালাধরের ৫৩২৭-২৯ পয়ারে আছে। সুতরাং ৫৪৯৩-৫৫৫৮ মালাধরের মৌলিক রচনা; উহা মাধবের গ্রন্থে ৩৩৯ পৃষ্ঠার ত্রয়োদশ চরণ হইতে ৩৪০ পৃষ্ঠার ২২ চরণ পর্য্যন্ত প্রায় একই ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ের শেষে মাধবের নামযুক্ত কোন প্রকার ভণিতা নাই। ইহাতে মনে হয় যে মালাধরের বইয়ের এই অংশ কোনরূপে মাধবের বইয়ে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

(৫) কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম মাধব-চরিত। কেননা প্রতি অধ্যায়ের শেষে কবি ভণিতায় মাধব-চরিত নামই ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

শুন রে ভকত ইহা করিয়া বিশ্বাস।
মাধবচরিত গান গায় কৃষ্ণদাস॥ (পৃঃ ৭)

বলরাম জন্ম এবে কহিব বিদিত।
যাদবনন্দন গায় মাধবচরিত॥ (পৃঃ ১৫)

ঢেউ দেখি ব্রজবাসী হইলা চমকিত।
কৃষ্ণদাস বিরচিল মাধব-চরিত॥ (পৃঃ ১৪৫)

কৃষ্ণমঙ্গল নাম কচিৎ দুই এক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণ-কমল।
কৃষ্ণদাস বিরচিল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥ (পৃঃ ১০৪)

ত্বরিতে আনিল সঙ্গে করিঞা মঙ্গল।
মাধবচরিত গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥ (পৃঃ ৯০)

এই কৃষ্ণদাসের পিতার নাম যাদব; মাতার নাম পদ্মাবতী; বসতি গঙ্গার পশ্চিম-

কূলে কোন স্থানে। ইনি পূর্ব্বোক্ত মাধব আচার্য্যের সেবা করিতেন ও বৈষ্ণবীয় বিনয় দেখাইয়া লিখিয়াছেন—

আচার্য্য গোসাঞির স্থানে করি ভৃত্যকার্য্য।
দেখিঞা করিল দয়া মাধব আচার্য্য॥
না পড়িল না শুনিল হিয়া পরকাশ।
বুঝিঞা রাখিল মোর নাম কৃষ্ণদাস॥ (পৃঃ ৩৮৫)

কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের সম্পাদক ইহা দেখিয়া অনুমান করিয়াছেন যে কবি নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু যে কবি বলিতে পারেন যে

ভক্তগণ দিঞা মন করহ শ্রবণ।
দানকেলি সঙ্গে মেলি করে গোপীগণ॥
দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অল্প নহি কিছু কহি হরিবংশ মতে॥ (পৃঃ ১৩৭)

অথবা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-প্রসঙ্গে যিনি বলেন—

এ সব রসের কথা নাহি ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব কিছু ভারতের মতে॥ (পৃঃ ৩৪৩)

তাঁহাকে নিরক্ষর কল্পনা করা কঠিন।

মাধব আচার্য্য কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ দেখিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য জগতের কারখানার মালিকদের ন্যায় kartel করিয়া নিজ নিজ market বিভাগ করিয়া বলিয়াছিলেন—

দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার।
এথাতে গাইতে গ্রন্থ রহিল আমার॥ (পৃঃ ৬)

কৃষ্ণদাস বন্দনায় শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, রামানন্দ, রূপ, সনাতন, চৈতন্য-ভাগবতকার বৃন্দাবনদাস ও মাধব আচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্য-ভাগবতের রচনার তারিখ যদি ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ হয়, তাহা হইলে তাহার ৫।৭ বৎসর পরে কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচিত হইয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে অন্ততঃ দুইটী স্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতিধ্বনি দেখা যায়। যথা—

(১) প্রিয় নারী মান করি করএ ভর্ৎসনা।
তার তুল্য নহে মূল্য দেবের অর্চনা॥ (কৃষ্ণদাস, পৃঃ ১৯২)

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥ (চৈঃ চঃ)

(২) শুন বিধি মোর মর্ম্ম নাহি বুঝি ধর্ম্মাধর্ম্ম
বৃথা তুমি করহ সৃজন।
তোর সম নিদারুণ নাহি দেখি কোন জন
তোর চেষ্টা বালক সমান॥ (কৃষ্ণদাস, পৃঃ ২৩৪)

না জানিল প্রেমমর্ম্ম বৃথা করিস পরিশ্রম
তোর চেষ্টা বালক সমান॥ (চৈঃ চঃ ৩।১৯)

সেইজন্য কৃষ্ণদাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

বাৎসল্য, সখ্য ও মাধুর্য্য-রসের বর্ণনায় কৃষ্ণদাস তাঁহার প্রভু মাধব অপেক্ষাও অধিক উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণদাস ভাগবতের ঘটনাগুলি মাত্র লইয়া স্বাধীনভাবে রচনা করিয়াছেন। কোন শ্লোকের অনুবাদ করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ে বর্ষাবর্ণনায় কয়েকটি অতি সুন্দর উপমা আছে। কৃষ্ণদাস সে সমস্ত উপমা ব্যবহার না করিয়া নিজস্ব উপমা দিয়াছেন। দুইটা উদাহরণ দিতেছি।

ভাগবতে আছে—

মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ।
নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালহতা ইব॥ ১০।২০।১৬

কৃষ্ণদাস এস্থানে লিখিয়াছেন—

স্থানে স্থানে পথ ঘাট তৃণে আচ্ছাদিত।
জেন ধনহীন ফিরে কুলীন পণ্ডিত॥ (পৃঃ ১১৭)

রঘুনাথ লিখিয়াছেন—

কর্দ্দম দেখিয়া পথে কেহ নাহি হাঁটে।
তৃণজল পঙ্কে কৈল অধিক সঙ্কটে॥
দুষ্ট কলিযুগে যেন দুষ্ট ব্যবহার।
ব্রাহ্মণে না পড়ে বেদ না ধর্ম্মপ্রচার॥

জগন্নাথদাস লিখিয়াছেন—

পথ হোইল জলময়, বাটর ন মেলল নয়
ব্রাহ্মণ বেদ পাসোরিলে, যেমন্ত হোন্ত পণ্ডিহিলে॥ (১০।২১।১৬)

মালাধর—

তুই দিগে বন বাড়ি পথ আচ্ছাদিল।
বেদ না জানিঞা যেন দ্বিজ নষ্ট হৈল॥ (৭৪৮)

এখানে মালাধর ও জগন্নাথদাস রঘুনাথ অপেক্ষা অল্প কথায় সুন্দরতর অনুবাদ করিয়াছেন। মালাধর খুব বেশী স্থানে অনুবাদ করেন নাই, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে যে চমৎকার অনুবাদ করিতে পারিতেন, ইহা তাহার একটি নিদর্শন। ভাগবতে আছে—

লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ।
স্থৈর্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব॥ (১০।২০।১৫)

গুণিষু অর্থে সনাতন গোস্বামী 'বৈদগ্ধ্যাদিবিবিধগুণযুক্তেষপি' লিখিয়াছেন।

মালাধর—

মেঘের সঙ্গে বিজুলি আকাশেতে জাএ।
নির্দ্ধন পুরুসে জেন কামিনি না ভাএ॥ (৭৪৯)

এখানে মালাধর উপমা একেবারে বদলাইয়া দিয়াছেন। ভাগবতের উপমায় বলা হইয়াছে যে কামিনীরা এমন চঞ্চলমতি যে গুণবান্ পুরুষকেও ছাড়িয়া যায়, মালাধর বলিলেন যে, পুরুষ যদি নির্ধন হয়, তাহা হইলে কামিনীরা তাহার উপর প্রীতি রাখে না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে রঘুনাথের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিও এস্থলে ভাগবতের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করিয়া মালাধরকে অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

মেঘচয়ে স্থির নহে চঞ্চল তড়িত।
নির্গুণ পুরুষে যেন কামিনীর চিত॥ (পৃঃ ২২০)

এইস্থানে মাধবের রচনা অধিকতর মূলানুগত। তিনি বলেন—

লোকবন্ধু মেঘ যেন অস্থির চপলা।
গুণবান্ পতি যেন অস্থির অবলা॥ (পৃঃ ৬৪)

কৃষ্ণদাস একেবারে নূতন উপমা সংযোগ করিয়াছেন—

ঘন ঘন মেঘমালা করে বরিষণ।
যেন অধনীরে দান করে ধনী জন॥ (পৃঃ ১১৭)

কৃষ্ণদাস মধুর রস পরিবেশন করিবার জন্য ভাগবত-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলার উপর কিরূপে রং চড়াইয়াছেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের নিম্নোক্ত উক্তি হইতে বুঝা যাইবে—

পরিয়া বনের ফুল এতেক বড়াই।
তোমার সমান বুঝি রূপ কারু নাই॥
মেঘের বরণ অঙ্গ তাহে গৌরব এত।
সোনার বরণ হইলে আর হইত কত॥ (১৮৯)

(৬) সুরদাসের সুরসাগর—সুরদাস বল্লভাচার্য্যের প্রধান চারিজন শিষ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বল্লভাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের 'অনয়া রাধিতো নূনং' প্রভৃতি ১০।৩০।২৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীরাধার

নাম করেন নাই। কিন্তু সূরদাসের সূরসাগর শ্রীরাধাকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত। তিনি শ্রীরাধার রূপগুণ বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণ চরণ জে পাবহিঁ শ্যামা জে তুব চরণ উপাসী।
জগনায়ক জগদীশ পিয়ারী জগতজননি জগরাণী।
নিত বিহার গোপাল লাল সঙ্গ বৃন্দাবন রজধানী।
অগতিন কী গতি ভক্তন কী পতি রাধাপদ মঙ্গলদানী॥
অসরনসরনী ভবভয়হরনী বেদপুরাণ বখানী।
রসনা এক নহী শত কোটিক শোভা অমিত অপারী।
কৃষ্ণ ভক্তি দীজৈ শ্রীরাধে সূরদাস বলিহারী॥

(পৃঃ ৩৪৫, পদ ৪১)

ভক্তমালের টীকা ও "চৌরাসী বৈষ্ণবন কী বার্তা" অনুসারে সূরদাস মথুরা আগ্রা রাস্তার মধ্যবর্তী গউঘাট নামক স্থানে বসবাস করিতেন। তাঁহার সময় ঠিক ভাবে জানিবার উপায় নাই, তবে ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। সূরসাগরের সূচীপত্র স্বরূপ সারাবলীতে সূরদাস লিখিয়াছেন যে গুরুপ্রসাদে তিনি ৬৭ বৎসরে পা দিলেন—

"গুরু প্রসাদ হোত য়হ দরসন সরসঠি বরস প্রবীন"

ডাঃ জনার্দন মিশ্র সূরদাসের 'সাহিত্যলহরী'র ১০৯ সংখ্যক পদ হইতে অর্থ বাহির করিয়াছেন যে, ১৬০৭ সংবৎ বা ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে ঐ পদ লিখিত হয়। 'সাহিত্যলহরী' সূরসাগরের কঠিন কঠিন পদের সংগ্রহ মাত্র। কবি যদি ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে ৬৭ বছরের কাছাকাছি বয়সের ছিলেন পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার জন্মকাল হয় ১৫৫১ — ৬৭ = ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ।

সূরদাস বল্লভাচার্য্যের আদেশেই সূরসাগর লিখিতে প্রবৃত্ত হন। কথিত আছে 'সূরসাগরে' সওয়া লক্ষ পদ ছিল, কিন্তু সারাবলীতে কবি নিজেই বলিয়াছেন—

দিন ত হরিলীলা গাই এক লক্ষ পদ বন্দ।
তাকো সার সূর সারাবলি গাবত অতি আনন্দ॥

ডাঃ জনার্দন মিশ্র গণনা করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন যে প্রথম স্কন্ধের বিষয় ২১৯, ২য় ৩৮, ৩য় ১৮, ৪র্থ ১২, ৫ম ৯, ৬ষ্ঠ ৪, ৭ম ৮, ৮ম ১৪ ও নবম স্কন্ধ ১৭২টী পদে বর্ণিত হইয়াছে ও একাদশ স্কন্ধ ৬টী ও দ্বাদশ স্কন্ধ ৫টী একুনে দশম ছাড়া অন্যান্য স্কন্ধের বর্ণিত বিষয় ৫০০টী পদে লিখিত হইয়াছে; আর একমাত্র দশমস্কন্ধের ঘটনা লইয়া কবি ৩৬৩২টী পদ লিখিয়াছেন। বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে প্রকাশিত সূরসাগরের পদসংখ্যা ডাঃ মিশ্রের গণনা সমর্থন করিতেছে।

সুরসাগর শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের ভাব ও ঘটনা অবলম্বন করিয়া কবি স্বাধীনভাবে পদ রচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনায় সুরদাস স্বাধীনভাবে বাল্যলীলার অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে দানলীলাও বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বহুস্থানে ভাগবতের ঘটনা অনুসরণ না করিয়া অন্যান্য গ্রন্থ হইতে বিষয়বস্তু সঙ্কলন করিয়াছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণের সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটী অবলম্বন করিয়া তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন বর্ণনা করিয়াছেন—

> গগন গরজি ঘহরাহ জুরীঘটা কারী।
> পৌন ঝকঝোর চপলা চমকি চহুঁ ওর, সুবন তনচিতৈ নন্দ ডরত ভারী॥
> কহ্যো বৃষভানুকী কুঁবরিসৌ বোলি কৈ রাধিকা কান্হ ঘর লিয়ে জারী॥
> দোউঘর জাহু সংগ লস্ত ভয়ো শ্যাম রংগ কুঁবর গহ্যো বৃষভানবারী।
> গয়ে বন বন ওর নবল নন্দ নন্দ কিশোর, নবল রাধা নএ কুঞ্জ ভারী॥
> অঙ্গ পুলকিত ভএ, মদন তিনতিন জএ সুর প্রভু শ্যাম শ্যামবিহারী॥

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে অনুরূপ ঘটনা আছে, তবে সেখানে নন্দ রোদন-পরায়ণ শিশু শ্রীকৃষ্ণকে রাধিকার কোলে তুলিয়া দিলেন। জয়দেব বা সুরদাসের ভাষায় কোথাও এমন ইঙ্গিত নাই যে, শ্রীকৃষ্ণ তখন শিশু; সুরদাস স্পষ্টই বলিতেছেন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তখন কিশোর, রাধাও তরুণী। জয়দেবের প্রাচীনতম টীকাকার রাণা কুম্ভ গীতগোবিন্দের 'নন্দ-নিদেশতঃ' শব্দের অর্থ 'নন্দের নিকট হইতে' করিয়াছেন এবং মেঘ প্রভৃতিকে উদ্দীপন-বিভাব, শ্রীরাধাকে আলম্বন-বিভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের ভীরুতাকে অনুভাবরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১৪৫৮ শকে বা ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে রমানাথ শর্ম্মা কাতন্ত্ররপমালার মনোরমা-নামক টীকায় নারায়ণদাস কবিরাজকৃত গীতগোবিন্দের টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং নারায়ণদাস শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক। ইনি 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী' নামক গীতগোবিন্দের টীকায় লিখিয়াছেন যে "ইত্থমনেন প্রকারেণ নন্দগোপশাসনাৎ গৃহং প্রস্থিতয়োরিত্যর্থঃ।" কিন্তু শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তী যুগের টীকাকার পূজারি গোস্বামী ভাবিয়াছেন যে নন্দ রাধাকৃষ্ণের গুরুজন, তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণের মিলনব্যাপারে আনিলে রসভঙ্গ হয়; তাই তিনি নন্দ অর্থে আনন্দদায়িনী সখী বলিয়াছেন। কোন কোন ব্যাখ্যাকার নন্দ অর্থে বংশীও বলিয়াছেন। সুরদাসও যখন স্পষ্টতঃ নন্দ অর্থে নন্দগোপই বলিয়াছেন তখন কষ্টকল্পনার আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজন দেখি না। বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণের লীলার বিষয় তো আর নন্দ জানেন না সুতরাং তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে রাধাকে বলায় রসভঙ্গের আশঙ্কা কোথায়?

সুরদাস কি ভাবে নূতন বিষয় সংযোগ করিয়াছেন তাহার দুইটী উদাহরণ দিতেছি। দশমস্কন্ধের বাল্যলীলার বর্ণনায় দুইটী পদে (৭২ ও ৭৩ সংখ্যক পদ) সুরদাস বলিয়াছেন যে

যশোদা কৃষ্ণকে ঘুম পাড়াইবার জন্ত রামচন্দ্রের গল্প বলিতে লাগিলেন। যখন যশোদা বলিলেন যে রাবণ রামের স্ত্রীকে চুরি করিয়া লইয়া গেলেন, তখন কৃষ্ণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"লক্ষণ, আমার ধনুক দাও তো।" যশোদা শ্রীকৃষ্ণের এরূপ কথা শুনিয়া ভাবিলেন তাঁহার ছেলেকে বুঝি ভূতে পাইয়াছে। এরূপ কোন ঘটনা ভাগবতে বা অন্য কোন পুরাণে নাই। ভ্রমরগীতা বর্ণনা উপলক্ষে সুরদাস গোপীদের মুখ দিয়া যোগ ও নির্গুণ উপাসনার প্রতি ধিক্কার দেওয়াইয়াছেন :

উধো তুম হো নিকট কে বাসী।
যহ নির্গুণ লৈ তাহি সুনাবহু জে মুড়িয়া বসৈ কাসী॥

"উদ্ধব, তুমি তো ব্রজের বা কৃষ্ণের নিকটে থাকো, তোমার এই নির্গুণবাদ সেই কাশীতে লইয়া যাও, যেখানে মুণ্ডিত-মস্তকেরা বাস করে।" এরূপ কথাও ভাগবতে নাই।

(৭) নন্দদাস—বল্লভাচার্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য নন্দদাস দশমস্কন্ধ অবলম্বনে হিন্দীতে একখানি কৃষ্ণচরিত রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। তাঁহার রাসপঞ্চাধ্যায়ী ও ভ্রমরগীতা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

(৮) কবিশেখরের গোপাল বিজয়—এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৩ সংখ্যক পুথিতে দেখা যায় যে, কবি শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণের পর কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার আসল নাম দৈবকীনন্দন সিংহ, পিতার নাম চতুর্ভুজ ও মাতার নাম হীরাবতী। ইনি পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে গোপালচরিত মহাকাব্য, গোপালের কীর্তনামৃত ও গোপীনাথবিজয় নাটক রচনা করিয়া তৃপ্ত না হইয়া তিনি গোপালবিজয় পাঁচালী লিখিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণলীলা রচনায় কেবলমাত্র ভাগবতের উপর নির্ভর করেন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

আর এক দোষ না লবে আমার।
পুরাণের অতিরিক্ত লেখিব অপার॥
অবিচারে আপাত না দিহ দোষ ভার।
স্বপনে কহিয়া দিল নন্দের কুমার॥

কবি কোন্ সময়ের লোক তাহা জানিবার উপায় নাই। রায়শেখরের পদের ভাষার সহিত এই কবিশেখরের ভাষার মোটেই মিল নাই; সেইজন্য "শাখানির্ণয়োক্ত" রঘুনন্দন-শিষ্য কবিশেখর রায় এবং দৈবকীনন্দন সিংহ কবিশেখরকে অভিন্ন মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

(৯) কৃষ্ণকিঙ্কর কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস—সুপ্রসিদ্ধ কাশীরামদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস জগন্নাথমঙ্গলে নিজের বংশ-পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥

কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর এই তিন ভ্রাতার পিতার নাম কমলাকান্ত। ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ এবং কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী সিঙ্গিগ্রামের অধিবাসী। কাশীরামদাস মহাভারতের আদিপর্ব্ব ১৬০২-৩ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গ্রন্থ ঐ তারিখের কিছু পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কৃষ্ণকিঙ্কর অধিকাংশ ভণিতায় গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণবিলাস বলিলেও, দুইএক জায়গায় উহার নাম ভাগবতসারও বলিয়াছেন। যথা—

অক্রূরের আগমন ভাগবতসার।
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ভণে ভক্তি অনুসার॥ (পৃঃ ৪৫)

কিন্তু কবি ভাগবতবহির্ভূত বহু বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ভাগবত অনুসরণ করিতে যাইয়া মালাধর বসু যে যে ভুল করিয়াছেন কৃষ্ণকিঙ্করও ঠিক সেই সেই ভুল করিয়াছেন। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি। মালাধর লিখিয়াছেন—

তবে কথোদিনে রাজা কেকয় অধিপতি।
শ্রুতিকির্ত্তি নাম তার মোহাজুদ্ধপতি॥ (২৫৫২)

কৃষ্ণকিঙ্কর লিখিয়াছেন—

"শ্রুতকীর্ত্তি নামে রাজা তপস্বী বিশেষ।" (পৃঃ ৭৭)

কিন্তু ভাগবত অনুসারে শ্রুতকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের পিসিমার নাম, কোন পুরুষের নাম নহে। যথা—

"শ্রুতকীর্ত্তেঃ সুতাং ভদ্রামুপযেমে পিতৃষ্বসুঃ" (ভাঃ ১০।৫৮।৫৬)

শ্রীধর টীকায় লিখিয়াছেন—"শ্রুতকীর্ত্তির্নাম যা পিতৃষ্বসা তস্যাঃ সুতাং ভদ্রাং নাম।" কৃষ্ণকিঙ্কর অন্যান্য বহু স্থানেও কিরূপে মালাধরকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা পরে দেখাইব। কৃষ্ণকিঙ্কর রাসলীলা-বর্ণনায় মাঝে মাঝে ভাগবতের অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীকে লইয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম রাধা বলেন নাই বটে, তবে রাসের পঞ্চম অধ্যায়ে রাই নাম (পৃঃ ৩৯), শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাইবার পূর্ব্বে রাধা নাম (পৃঃ ৪৪) আছে। তিনি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্বাদশ গোপালের নাম করিয়াছেন, ভাগবতে এরূপ নাম নাই।

(১০) শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল—এই গ্রন্থ ঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের সম্পাদক অনুমান করেন যে, কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাব্য রচনা করেন; শ্যামদাস নিজের পরিচয়ে কেবলমাত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতার নাম শ্রীমুখ এবং মাতার নাম ভবানী। মেদিনীপুর সহর হইতে যোল মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত হরিহরপুরে কবি বাস করিতেন। ইনি দেববংশীয় কায়স্থ, তবে ইঁহার বংশধরেরা অধিকারী উপাধি ব্যবহার করেন।

কবি ভাগবতের ঘটনা সর্ব্বত্র অনুসরণ করেন নাই এবং কোথাও ভাগবতের শ্লোকের অনুবাদ করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি যে মূল ভাগবত অপেক্ষা অনেক স্থলে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের উপর অধিক নির্ভর করিয়াছেন তাহা পরে দেখাইব। কবি কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মত রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের মামী বলিয়াছেন (পৃঃ ৯৭) বড়াইয়ের বর্ণনা কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুরূপ, যথা—

বড়াইর বেশ যত কি বলিতে পারি।
পাকা চুলে রঙ্গ ফুলে বেন্ধেছে কবরী॥
সীঁথায় সিন্দুর ভালে চন্দনের ফোঁটা।
শ্রবণে কুণ্ডল যেন দিনমণি-ছটা॥
এ বৃদ্ধ বয়সে বুড়ী না ছাড়ে কজ্জল।
রসনা চলনে নড়ে দশন সকল॥
স্বর্ণসূত্রে নাসাপুটে গজমতি দুলে।
স্তন দুই গোটা তার দোলে নাভিমূলে॥
অষ্ট অঙ্গে পরে বুড়ী অষ্ট অলঙ্কার।
গৌরবরণ রূপে অস্থিচর্ম্মসার॥
এক পদ চলে বুড়ী চারি পদ বৈসে।
হাঁটু ধরি উঠে বুড়ী ঘন ঘন কাসে॥
অষ্ট অঙ্গে বাঁকা বুড়ী পরে পীতাম্বর।
নড়ি ধরি দাণ্ডাইল কানুর গোচর॥ —গোবিন্দমঙ্গল, ৯০ পৃষ্ঠা

শ্বেত চামর সম কেশে। কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে॥
ভ্রূহি চুন রেখ যেহ্ন দেখি। কোটর বাটুল দুই আঁখি॥
মাংসা পুট নাশা দন্তহীনে। উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥
বিকট দন্ত কপট বাণী। ওঠ আধর উঠক জিনি॥
কাঠী সম বাহু যুগলে। নাভিমূলে দুই কুচ লুলে॥
কুটিল গমন ঘন কাশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

—কৃষ্ণকীর্ত্তন, ৭ পৃঃ

শ্যামদাসের গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের বন্দনা নাই, কিন্তু ছয় গোস্বামীর অনেক গ্রন্থেও চৈতন্যবন্দনা নাই; সুতরাং উহা হইতে কালসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে।

(১১) অভিরামদাসের গোবিন্দবিজয়—এই গ্রন্থের দুইখানি পুথি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে (১২১৩, ১২১৪) আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কবিচন্দ্র ইহার রচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং অভিরামদাসকে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক মনে করা যাইতে পারে। ইনি প্রথমেই শ্রীচৈতন্যবন্দনা করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন।

(১২) দ্বিজ পরশুরামের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই গ্রন্থের একখানি সম্পূর্ণ পুথি পাইয়াছিলেন। কবি বীরভূম জেলার লোক। কথিত আছে, ইনি কবি মনোহরদাসের নিকট ভেকাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার গ্রন্থও ভাগবতের অনুবাদ নহে। ইহাতে দানখণ্ড নৌকাখণ্ড প্রভৃতি লীলা বর্ণিত হইয়াছে। অনুমান হয় ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক।

(১৩) সনাতনচক্রবর্ত্তীর ভাগবত—৺দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থের কতক অংশ বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের ইহা দেখিবার সুযোগ হয় নাই। কবি ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ গ্রন্থ-রচনার কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১৪) বলরাম দাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত —এই গ্রন্থের একখানি পুথি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে (সংখ্যা ৩৫৯) আছে। ইহার বিবরণ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণের তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যার ১৪৬-১৪৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। কবি গ্রন্থারম্ভে নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি ১৬৪৪ শকে অর্থাৎ ১৭০২ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ভণিতায় লিখিয়াছেন—

> শ্রীযুত গদাধর চরণ ভরসে।
> কৃষ্ণলিলামৃত কহে বলরাম দাসে॥

এই গদাধরদাস শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত অথবা আড়িয়াদহের গদাধর দাস হইতে পারেন না, কেন না ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ব্যক্তির শিষ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রন্থ লিখিতে পারেন না। ইঁহার রচনার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে, ইনি সহজিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সহজিয়ারা ভাগবত অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকে অনুসরণ করা বেশী পছন্দ করেন। কবিও যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে অনেক ঘটনা লইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়াছেন—

> ব্রহ্মবৈবর্ত্তমতে যে কহিল ভাগবতে
> তাহা আমি করি বিবেচন॥

(১৫) দ্বিজ রমানাথের শ্রীকৃষ্ণবিজয়—ইহার পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে (১২৯৩ সংখ্যা) আছে। পুথিখানি বিষ্ণুপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। কবি, সুরদাস কৃষ্ণদাস প্রভৃতির ন্যায় ভাগবতের ঘটনামাত্র অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

(১৬) কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ভাগবতামৃত গোবিন্দমঙ্গল—গ্রন্থখানি ১৩৪১ সালে মাখনলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের তৃতীয় পৃষ্ঠায় বিষ্ণুপুরের মদন-মোহনের বন্দনা ও তাঁহার মন্দিরের উল্লেখ আছে। ঐ মন্দির ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। সুতরাং কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে গ্রন্থ লেখেন অনুমান করা যায়। কবির ভণিতাগুলি হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতার নাম মুনিরাম চক্রবর্ত্তী এবং বাসস্থান মল্লভূমির অন্তর্গত লেগোর দক্ষিণে পানুয়া গ্রামে। কবি রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের রীতি অনুসরণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম নয়টি স্কন্ধের সারাংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, বিদগ্ধমাধব, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(১৭) দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত দীনচণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম খণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণচরিতরূপে গ্রহণ করা যায়। কেন না উহাতে শ্রীকৃষ্ণাবতারের কারণ এবং জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধ ও নন্দবিদায় পর্য্যন্ত ঘটনা পর্য্যায়ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। সুরদাস যে রীতিতে সুরসাগর লিখিয়াছেন দীনচণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথমখণ্ডও সেই রীতিতে লেখা। দীনচণ্ডীদাস ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গপুরাণ, সিদ্ধপুরাণ প্রভৃতির দোহাই দিয়া এমন অনেক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা ঐ সব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সুরদাস ঐরূপ কোন দোহাই দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তিনি নিজের কল্পনাবলে ভাগবতবহির্ভূত অনেক লীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সুরদাসে যেমন দানলীলা আছে, দীনচণ্ডীদাসেও তেমনি আছে। দীনচণ্ডীদাসের সময় ঠিক ভাবে নিরূপণ করা যায় না, তবে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাঁহার রচনাকাল ধরিলে বিশেষ ভুল হয় না বোধ হয়। মালাধর বসু-প্রবর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনভঙ্গী দীন-চণ্ডীদাসের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

(১৮) দ্বিজ রামেশ্বরের গোবিন্দমঙ্গল—এই গ্রন্থের ১৭১৬ শক বা ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি পুথি রঙ্গপুর জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় বর্ষ, পৃঃ ১৮৪)।

(১৯) জয়কৃষ্ণদাসের গোবিন্দমঙ্গল— এই গ্রন্থের ১১৮০ সাল বা ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে লেখা একখানি পুথি বরাহনগর পাঠবাড়ীর গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত আছে।

(২০) ব্রজবাসীদাসের ব্রজবিলাস—হিন্দীভাষাভাষী বৈষ্ণবদিগের নিকট এই গ্রন্থ অতিশয় আদৃত। ব্রজবাসীদাস বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের লোক। গ্রিয়ার্সনের (Modern Vernacular Literature of Hindustan, 1889) মতে ব্রজবিলাস ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। ইনি কৃষ্ণকী ছটীবর্ণন, অন্নপ্রাশনলীলা, নামকরণলীলা, কর্ণচ্ছেদনলীলা, রাধাকৃষ্ণকী প্রথম মিলনলীলা, দানলীলা, বাটমিলন, সংকেতকে মিলন, প্যারীকে ঘর মিলনেকী লীলা, গর্ব্বব্যাজবিরহলীলা, নয়ন অনুরাগলীলা, মান, দোল প্রভৃতি ভাগবতবহির্ভূত ও বাংলায়

পদাবলী-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বহু লীলা বর্ণনা করিয়াছেন; আবার ভাগবতের ঘটনা অনুসরণ করিয়া জন্মলীলা হইতে উদ্ধবের মথুরাগমন পর্য্যন্ত ঘটনাও লিখিয়াছেন। কবি রাধাকৃষ্ণের প্রথম দর্শন যমুনাতীরে ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও তৎপরে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া সুরদাসের ন্যায় পদ রচনা করিয়াছেন। ব্রজবাসীদাস ভাগবতের কোন শ্লোকের অনুবাদ করিতে চেষ্টা করেন নাই। রাসলীলা-বর্ণনায়, তিনি শ্রীরাধার মনে কিরূপ গর্ব্ব জাগিয়াছিল ও শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে অন্তর্দ্ধান করিলেন তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন—

তব প্যারীকে মন যহ আই। মেরে হী বশ কুঁবর কনহাই॥
মেরে হিত বাঁসুরী বজাই। মেরে হিত সব তিয়ন বুলাই॥
মেরে হিত রস রাস উপায়ো। সবহিন তজি মেসোঁ মন লায়ো॥
মো সম সুন্দর চতুর উজাগরি। ঔর নহী যুবতী কোউ নাগরি॥
এসে গুণতি মনহিঁ মনমাহী। ঠিঠকি রহতি গহি পিয়কী নাহী॥
বৈঠি জাত কবহুঁ মগ মাহী। কহতি কি মেরে পাঁয় পিরাহী॥
চলন কহত তুম জহাঁ কনহাই। মোপৈ পগন চল্যো নহি জাই॥
নৃত্য করত মৈঁ অতিশ্রম পায়ো। তাতে পগ নহি জাত উঠায়ো॥
সুমহু মিত্র মোহন সুখদাই। কন্ধ লেহ পিয় মোহি চঢ়াই॥
এসে তিয় জব বচন বখানে। গর্ব্ব জানি গিরিধর মুসকানে॥
জহাঁ গর্ব্ব তহঁ রহত ন কবহী। অন্তর্দ্ধান ভয়ে হরি তবহী॥

শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিবাদ

বহুযুগ হইতে ভারতীয় ধর্মমতে ও সাহিত্যের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া যে একটি বিশিষ্ট ধারা ছিল, বাঙলা দেশে তাহারই অনুপম প্রকাশ আমরা পাই গীতগোবিন্দের ভিতরে, তাহারই কলধ্বনি জাগিয়াছে বাঙলা কাব্যকুঞ্জে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গীতি-প্রপাতে, সেই ধারাই বহিয়া আসিয়াছিল গুণরাজ খান মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও মালাধর বসুর অঙ্কিত পটভূমির উপরেই আবির্ভূত হইল অরুণ বসনাবৃত শ্রীগৌরাঙ্গের চম্পক-সোনকুসুম-কনকাচল নিন্দিত প্রেমোদ্ভাসিত দীপ্ত মূর্তিখানি, তাহার পরেই বহিল বাঙালার ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে প্রেম-ভক্তির প্রবল বন্যা।

কিন্তু জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি এই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, ভারতীয় ভক্তিধর্ম্মের উৎস এবং তাহার ক্রমবিবর্তনের ধারাটি একবার খুঁজিয়া দেখা দরকার।

ভক্তিধর্মের মূল উৎস যে কোথায় সে কথা বলা কঠিন। তবে পদ্মপুরাণান্তর্গত ভাগবত-মাহাত্ম্যে দেখিতে পাই, বৃন্দাবনে আগতা শ্রেষ্ঠরূপা নবীনা যুবতী ভক্তি নারদ ঋষিকে আত্ম-পরিচয় দিতেছেন যে দ্রবিড় দেশেই তাঁহার জন্ম, সেখান হইতে মহারাষ্ট্র গুর্জ্জর প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া বৃন্দাবনে আসিবার পথে তিনি অতি ক্ষীণা এবং পাষিগণ কর্ত্তৃক খণ্ডিতাঙ্গা হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনের ভূমি স্পর্শমাত্র তিনি আবার নবযৌবন লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-বৈরাগ্যরূপ পুত্রদ্বয় সেখানেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। *

শ্রীমদ্ভাগবতের ভিতরে বহু স্থানে দ্রবিড় দেশের এই বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা পাওয়া যায়। একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—কলিযুগে নারায়ণপরায়ণ অনেক ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন; অন্যান্য দেশে কিছু কিছু হইবেন, কিন্তু দ্রবিড় দেশেই ভূরি ভূরি জন্মগ্রহণ করিবেন। সেখানে তাম্রপর্ণী নদী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, মহাপুণ্যা কাবেরী এবং পশ্চিমে মহানদী প্রবাহিত। যাঁহারা এই সকল নদীর জল পান করিবেন তাঁহারা প্রায়ই অমলাশয় হইয়া ভগবান বাসুদেবে ভক্তিসম্পন্ন হইবেন। † বলরাম তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। দ্রবিড়ের বিষ্ণুভক্ত আলওয়ার সম্প্রদায় খুব সম্ভবত ভাগবত রচিত হইবার পূর্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

---

* অহং ভক্তিরিতি খ্যাতা ইমৌ মে তনয়ৌ মতৌ।
জ্ঞানবৈরাগ্যনামানৌ কালযোগেন জর্জ্জরৌ ॥ ৪৭
... ...
উৎপন্না দ্রবিড়ে সাহং বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে জীর্ণতাং গতা ॥
তত্র ঘোরকলেযোগাৎ পাষণ্ডৈঃ খণ্ডিতাঙ্গকা।
দুর্ব্বলাহহং চিরং জাতা পুত্রাভ্যাং সহ মন্দতাম্ ॥
বৃন্দাবনং পুনঃ প্রাপ্য নবীনেব সুরূপিণী।
জাতাহহং যুবতী সম্যক্ শ্রেষ্ঠরূপা তু সাম্প্রতম্ ॥
(শ্রীপদ্মপুরাণান্তর্গতশ্রীভাগবতমাহাত্ম্যম্ ৪৪, ৪৭-৫০)

† কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ॥
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেহমলাশয়াঃ ॥ (১১।৫।৩৮-৪০)

এই বৈষ্ণবগণ জ্ঞানমার্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রপত্তিমার্গ অবলম্বন করিতেন এবং একান্তভাবে বিষ্ণুর ভজনা করিতেন। তাঁহারা দিনরাত্র নাম-প্রেমে মত্ত হইয়া থাকিতেন, তাঁহারা বাদ্য ও করতাল সংযোগে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর নাম গান করিতেন,—নাম লইতে লইতে তাঁহারা ভাবস্থ হইয়া পড়িতেন,—তাঁহাদের দেহে অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইত; ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহারা কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেন। অনেক সময়ে ইঁহারা নায়িকাভাবে ভাবিত হইয়া মধুর-ভাবের ভিতর দিয়া বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। এই আলওয়ারদের রচিত বহু বৈষ্ণব কবিতা তামিল ভাষায় পাওয়া যায়। সাহিত্যে গোপালকৃষ্ণের এই সব লীলা দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব তামিল কবিতাগুলির ভিতরেই প্রথম পাওয়া যায়। আলওয়ারগণ শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবন-লীলা খুব সম্ভবত উত্তর ভারত হইতেই পাইয়াছিলেন, এবং মহিলা কবি আণ্ডালের 'তিরুপ্পাবাই'র ভিতরে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণকে 'উত্তরভারতের শিশু' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, এবং মথুরা বৃন্দাবনের উল্লেখও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

ভাগবত পুরাণের উপরে যে দ্রবিড় দেশের ভক্তি-ধর্মের প্রভাব ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তা ছাড়া ভাগবতের বর্ণিত উপাখ্যান এবং নদনদী পাহাড়পর্বত প্রভৃতির বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় ভাগবত পুরাণ খুব সম্ভব দক্ষিণভারতেই রচিত হইয়াছিল। অধিকন্তু ভাগবতে বর্ণিত

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ (১১।২।৪০)

অর্থাৎ 'এইরূপ আচরণকারী নিজের প্রিয়ের নাম কীর্তন দ্বারা জাতানুরাগ এবং দ্রবচিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসে, রোদন করে, গান করে এবং লোকবাহ্য হইয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করে।'

অথবা,—

কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচিৎ
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥ (১১।৩।৩২)

অর্থাৎ 'কখনও অচ্যুত-চিন্তায় রোদন করে, কখনও হাসে, কখনও আনন্দ করে, কখনও অলৌকিক বাক্য বলে; কখনও নৃত্য করে, কখনও গান করে, কখনও বা কৃষ্ণানুশীলন করে,—কখনও পরম পদার্থকে লাভ করিয়া নির্বৃত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে।' এই সকল ভক্তি-লক্ষণের সহিত দ্রবিড়ের আলওয়ারগণের ভক্তি-লক্ষণ একেবারেই মিলিয়া যায়।*

* 'প্রপন্নামৃতে' আলওয়ারগণের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবত একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। ইহার ভিতরে যে আমরা শুধু বিষ্ণুর অবতার-ঘটিত লীলাগুলি বা বিশেষ করিয়া কৃষ্ণলীলাই পাই তাহা নহে,—ভাগবতকার যেখানেই সুযোগ পাইয়াছেন উপাখ্যানচ্ছলে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত প্রভৃতি ভারতীয় বিবিধ দর্শনের মূল সূত্রগুলিও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ভারতীয় প্রধান প্রধান দার্শনিক মতবাদ এবং বিবিধ উপাসনা-প্রণালীর একটি সারসঙ্কলন দেওয়া হইয়াছে, এবং সমস্ত মতবাদ এবং পদ্ধতির মেঘজালের উপরে কৃষ্ণপ্রেমের সাতরঙা ইন্দ্রধনুই যেন ইহার সর্বাপেক্ষা রমণীয় বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাই,—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ (১।১।৩)

অর্থাৎ,—'হে জগতের ভাবুক রসিকগণ, শুকদেবের মুখ হইতে আগত নিগমকল্পতরুর গলিত অমৃতদ্রবসংযুক্ত ফল, রসের আলয় এই ভাগবতকে মুহুর্মুহুঃ পান কর।' অন্যত্রও দেখিতে পাই, ব্যাসদেব সকল বেদ এবং ইতিহাসের সার সার বস্তু গ্রহণ করিয়া এই ভাগবত স্বীয় পুত্র শুকদেবকে উপদেশ করিয়াছিলেন।*

পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ ও ইতিহাসেও ভাগবতের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।† পদ্মপুরাণে অম্বরীষের প্রতি গৌতমের উপদেশ দেখিতে পাই,—

রাত্রৌ তু জাগরঃ কার্যঃ শ্রোতব্যা বৈষ্ণবী কথা।
গীতা নামসহস্রঞ্চ পুরাণং শুকভাষিতম্।
পঠিতব্যং প্রযত্নেন হরেঃ সন্তোষকারণম্॥
... ...
অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥

অর্থাৎ—'হে রাজন্, রাত্রিতে জাগরণ, বিষ্ণুসম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ, এবং গীতা, সহস্রনাম, শুকভাষিত পুরাণ হরির সন্তোষের নিমিত্ত প্রযত্নসহকারে পাঠ করা উচিত। ...... হে অম্বরীষ, যদি ভবক্ষয় করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে নিত্য শুকভাষিত ভাগবত শ্রবণ, অথবা স্বীয় মুখে পাঠ কর।'

---

* সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্। (ভা ১।৩।৪২)।

† শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্সন্দর্ভের তত্ত্বসন্দর্ভে ভাগবত সম্বন্ধে এই সকল পুরাণের মতামত স্বরূপ অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভাগবত ব্রহ্মসূত্রেরই ভাষ্যস্বরূপ। শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়াছেন যে, ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ না বুঝিতে পারিয়া কেহ কেহ ইহার স্বকপোলকল্পিত গৌণার্থ করিয়া ব্যাসসূত্রের নানা ভ্রান্ত অর্থ করিতেছেন। এই জন্য ব্যাসদেব নিজেই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্যস্বরূপ এই ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন। ইহাকে মহাভারতেরও অর্থনির্ণায়ক বলা হইয়াছে। সাধারণ লোকের বেদে অধিকার নাই বলিয়া লৌকিক ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া ব্যাসদেব মহাভারতরূপ গ্রন্থে বেদেরই সার সঙ্কলন করিলেন (হেমাদ্রির ব্রতখণ্ড)। আবার মোক্ষধর্ম্মের নারায়ণীয়ে দেখিতে পাই, জনমেজয় ব্যাসদেবকে বলিতেছেন যে,—যেমন দধি হইতে নবনীত, মলয় হইতে চন্দন, বেদসকল হইতে আরণ্যক, ওষধি হইতে অমৃত সমুদ্ধৃত হয়, সেইরূপ এই শতসহস্র-শ্লোকবিশিষ্ট সুবৃহৎ মহাভারত হইতে বুদ্ধিরূপ মন্থনের দ্বারা জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া অত্যুত্তম নারায়ণ-কথাশ্রিত এই শ্রীমদ্ভাগবত উদ্ধৃত হইয়াছে। * ভগবৎ-প্রসঙ্গ ও তাহার ধ্যানই মূল বক্তব্য বলিয়া ভাগবত ভগবৎপরায়ণা গায়ত্রীরই ভাষ্যস্বরূপ। নানা উপাখ্যানের ভিতর দিয়া বেদার্থকেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বলিয়া ইহা বেদার্থ-পরিবৃংহিত। আর সামবেদই যেমন বেদচতুষ্টয়ের ভিতরে শ্রেষ্ঠ, † তেমনই ভাগবত পুরাণসকলের ভিতরে শ্রেষ্ঠ।

সাধারণত দ্বৈত বেদান্তবাদীদের প্রধান অবলম্বন শ্রীমদ্ভাগবত। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া এই পণ্ডিতগণ পদে পদেই ভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীজীবগোস্বামীও তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভের প্রথমে প্রমাণ-প্রয়োগ-দ্বারা ভাগবতের প্রামাণ্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে নিজের মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তত্ত্বালোচনার পূর্ব্বেও তিনি বলিয়াছেন যে, এই ষট্সন্দর্ভাত্মক গ্রন্থে সূত্রস্থানীয়, অবতারিকাবাক্য ও বিষয়বাক্য, অর্থাৎ ইহার সূত্র, ভূমিকা ও বিষয়,—এ সমুদয়ই শ্রীমদ্ভাগবতেরই বাক্য ‡; শুধু পূর্ব্বসূরিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভাগবতেরই ভাষ্যস্বরূপে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামী বহু বিচার-

---

* ইদং শতসহস্রাদ্ধি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ।
আমথ্য মতিমন্থেন জ্ঞানোদধিমনুত্তমম্॥
নবনীতং যথা দধ্নো মলয়াচ্চন্দনং যথা।
আরণ্যং সর্ব্ববেদেভ্য ওষধীভ্যোঽমৃতং যথা॥
সমুদ্ধৃতমিদং ব্রহ্মন্ কথামৃতমিদং তথা।
তপোনিধে ত্বয়োক্তং হি নারায়ণকথাশ্রয়ম্॥

† বেদানাং সামবেদোঽস্মি। গীতা

‡ তত্রাস্মিন্ সন্দর্ভষট্কাত্মকগ্রন্থে সূত্রস্থানীয়মবতারিকাবাক্যং বিষয়বাক্যং শ্রীভাগবতবাক্যম্।
(তত্ত্বসন্দর্ভ, ২৭)

যুক্তি-দ্বারা এবং বহু পুরাণাদি হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব-স্থাপনের চেষ্টা করিয়া শেষে বলিয়াছেন,—

কিং বহুনা শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধিরূপমেবেদং ॥

যত উক্তং প্রথম স্কন্ধে

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ইতি ॥

অর্থাৎ,—'আর বিশেষ কি বলিব,—ইহা (ভাগবত) শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতিনিধিস্বরূপ। যেহেতু প্রথম স্কন্ধে (ভাঃ ১।৩।৪২) বলা হইয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণও ধর্ম্মজ্ঞানাদিসহ স্বধামে উপগত হইলে কলিযুগে সকল লোকেরই দৃষ্টি নষ্ট হইয়াছে, তাই এখন আবার এই পুরাণরূপ (ভাগবত-পুরাণ) সূর্য্য উদিত হইয়াছে।'

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতেও ভাগবত-পুরাণ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের একটি চমৎকার উক্তি দেখিতে পাই,—

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার ॥
সব পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারি বেদে কয় ॥
চারি বেদ দধি ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে খাইলেন পরীক্ষিত ॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত ॥
মুঞি মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভালমতে ॥

* * * * *

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপ প্রতিষ্ঠায় ॥
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তি সার ॥

মধ্য খণ্ড, একবিংশ অধ্যায়।

বৈষ্ণব দার্শনিকগণ বেদান্তসূত্রকে অস্বীকার করেন নাই; তাঁহারা মনে করেন যে, মূল বেদান্তসূত্রে এবং বৈষ্ণব মতবাদে কোন বিরোধ নাই; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ স্বকপোলকল্পিত

গৌণার্থের দ্বারাই বেদান্তের নির্ম্মল সত্যকে ভাষ্যজালে আবৃত করিয়াছেন। নীলাচলে সার্ব্বভৌমের সহিত বেদান্ত আলোচনার সময়ও মহাপ্রভু এই মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে কৃষ্ণলীলা

প্রাক্‌চৈতন্য যুগে শ্রীকৃষ্ণলীলাস্বাদনের দুইটি ধারা দেখা যায়। একটি ধারায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও ভগবত্তার উপর বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে। অপর ধারায় বৃন্দাবন-লীলার অন্তর্গত শৃঙ্গার রসের বর্ণনা বেশি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায় রামানন্দ প্রভৃতি শেষোক্ত ধারার কবি—ইঁহারা প্রধানতঃ বৃন্দাবনলীলার গোপীপ্রেমের বর্ণনাই করিয়াছেন। আর মালাধর এবং আরও অনেক কবি প্রথম ধারা অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যকে মুখ্য স্থান দিয়াছেন।

খিবানিবাসী অল্‌-বেরুণী একাদশ শতাব্দীর প্রথমে তাঁহার ভারতবিষয়ক গ্রন্থের ৪৭ অধ্যায়ে বাসুদেবের যে জীবনী দিয়াছেন, তাহা ভাগবত, মহাভারত ও হরিবংশ অবলম্বনে লিখিত। ঐ যুগে কৃষ্ণলীলা এক শ্রেণীর লোক কি ভাবে আস্বাদন করিত, তাহা অল্‌-বেরুণীর রচনা হইতে বুঝা যায়। অল্‌-বেরুণী শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা ও বাল্যলীলা ভাগবত-অনুসারে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু মুসলমান পণ্ডিত বোধ হয় বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে বালক রাম-কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়াছিলেন। তাই তিনি কংস-সভায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক হস্তি-বধের পর লিখিয়াছেন—"All this heightened the wrath of Kansa to such a degree that his bile burst, and he died on the spot" (Alberuni's India, Sachau, p. 402)। অল্‌-বেরুণী জরাসন্ধকে কংসের শ্বশুর না বলিয়া শ্যালক বলিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার লিখিত বাসুদেব-চরিতে গোপীদের সহিত লীলার একেবারেই উল্লেখ নাই; এমন কি, তিনি যাত্রা-উৎসবাদির অধ্যায়ে হিন্দোলী চৈত্র-উৎসব বিষয়েও গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহারের কথা না বলিয়া দোলায় শায়িত শিশু শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্মরণে এই উৎসব হয় লিখিয়াছেন।

ক্ষেমেন্দ্র ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে 'দশাবতার-চরিতম্' রচনা করেন। নির্ণয়সাগর সংস্করণের ১৬৪ পৃষ্ঠার মধ্যে মাত্র ৭৪ পৃষ্ঠায় অন্য নয় অবতারের কথা লিখিয়া ৭৭ পৃষ্ঠায়, ৮৭৩টী শ্লোকে কবি শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণচরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া মহাভারতের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। মালাধর বসু যে জরাসন্ধ-কাহিনী (৩৪৩৭-৩৪৭৯), শিশুপাল-বধ (৩৬০৩-৩৬৪০), দ্রৌপদী-রুক্মিণী সংবাদ (৪৫৫২-৪৫৬৫) প্রভৃতি উপাখ্যানের ভিতর দিয়া মহাভারতের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ক্ষেমেন্দ্র-প্রবর্তিত রীতি অনুসরণ করিয়া। কিন্তু মালাধর ক্ষেমেন্দ্রের বই দেখিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। ক্ষেমেন্দ্র কৃষ্ণাবতার বর্ণনায় ৮৩, ১৭০ ও ১৭৬ শ্লোকে রাধার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু মালাধর রাধার নাম

করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ক্ষেমেন্দ্রের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে আনন্দবর্দ্ধন 'ধ্বন্যালোকে' রাধার নামযুক্ত দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাধার কথা থাকিলেও ক্ষেমেন্দ্রের গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যভাবই মুখ্য।

সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেব "হরি-লীলা"র দশম স্কন্ধের সার ১০৯টি সূত্রে লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণলীলার সার আছে ২৩ হইতে ১০৮ সূত্রে। তাঁহার "মুক্তাফলে" ভাগবতের প্রায় সহস্র শ্লোক উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুর লক্ষণভেদ, রূপ, অবতার, অধিষ্ঠান, বিষ্ণুভক্তের লক্ষণ ও ভেদ, ভক্তের অধিকারভেদ, ভক্তমহিমা, ভক্তির অঙ্গ—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্মরণ-কীর্ত্তন, সম্ভোগশৃঙ্গার এই কয়টী বিষয় ভাগবতের ভাষাতেই বর্ণন করিয়াছেন। দেবগিরির যাদবরাজার মহামন্ত্রী ও 'চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি'র গ্রন্থকার হেমাদ্রি 'মুক্তাফলে'র টীকা লিখিয়াছেন। বোপদেব এই গ্রন্থের 'বিষ্ণুভক্তেরধিকারিভেদঃ' অধ্যায়ে 'অবিহিতাভক্তয়ো গোপ্যাদিতুল্যাণাম্' বলিয়াছেন। ভক্তি-সাধনায় গোপীপ্রেম অবিহিত উপায় বলিয়া বোপদেব ও হেমাদ্রি ধরিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরী প্রাক্-চৈতন্যযুগের লোক। নেপালের রাজদরবারের যে পুথি বিদ্যাপতির পদাবলী বলিয়া পরিচিত তাহাতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মিথিলার অন্ততঃ এগার জন কবিরও পদ আছে; তন্মধ্যে একটি বিষ্ণুপুরীর ভণিতাযুক্ত। বিষ্ণুপুরী বোপদেবের ন্যায় ভাগবতের শ্লোক সংগ্রহ করিয়া ভক্তির লক্ষণ, সৎসঙ্গ, নববিধা ভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন অধ্যায়ে সাজাইয়া 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী' লেখেন। এই গ্রন্থে বাৎসল্য ও মাধুর্য্য রসের স্থান নাই বলিলেই চলে। অসমীয়া শঙ্করদেবের চরিত গ্রন্থ সমূহে দেখা যায় যে, শঙ্করদেব বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী পড়িয়া ভাগবত লিখিতে অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন।

মালাধর বসুও বোপদেব এবং বিষ্ণুপুরীর ন্যায় সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসকে গৌণ স্থান দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব

মালাধর বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভাগবত লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে যাহাতে লোক সহজে নিস্তার পাইতে পারে:

> ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
> লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া॥ ১৩ পৃঃ।

তিনি হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় লোকের মুক্তি হেতু এই পাঁচালি রচনায় প্রবৃত্ত হন:

> যাঁহার প্রসাদে মোর হৈল আচম্বিত।
> মুক্তি দায়ক কয়নি কৃষ্ণের চরিত॥ ১২ পৃঃ।

পাঁচালির ছন্দোবন্ধে তিনি যে কাব্য রচনা করিলেন, তাহার মুখ্য প্রয়োজন হইল লোক-শিক্ষা। লৌকিকভাবে সহজবোধ্য ভাষায় তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা লইয়া তিনি আরম্ভ করিয়াছেন :

ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকীক কহিল লোক শুন মহাসুখে॥ ৩ পৃঃ।

এই পয়ারটি দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে মালাধর সংস্কৃত জানিতেন না, তিনি পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া শুনিয়া এই কাব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ধারণা অমূলক। মালাধরের যে পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে তাহার বহু প্রমাণ আছে। সুতরাং ঐ দুইটি পংক্তির অর্থ এই যে, ভাগবতাভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট ভাগবতের অর্থ অবগত হইয়া বা ঐ বিষয়ে রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া তিনি লৌকিকভাবে উহার 'অর্থ জন্ত পয়ারে বাঁধিয়া' লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ না হইলেও যে অনেক স্থলে মালাধর ভাগবত, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতির অনুসরণ করিয়াছেন, ইহা আমরা পরে দেখাইব।

শ্রীমদ্ভাগবতের পটভূমিতে মালাধর যে কাব্য লিখিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-প্রচারই মূল বিষয়। সেই মূল বিষয় অনুসরণ করিবার জন্ম কবি অনেক অবান্তর ব্যাপার বাদ দিয়াছেন। অনেক স্থলে স্তবস্তুতি তিনি সংক্ষেপে সারিয়াছেন, অনেক দার্শনিক তত্ত্ব বাদ দিয়াছেন—এমন কি ভাগবতের বহু কবিত্বপূর্ণ রসঘন বর্ণনাও তিনি বর্জন করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের মূল ধারা ব্যাহত হয়, এমন ঘটনা, তত্ত্ববিচার, বা স্তবস্তুতি তিনি অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহা হইলেও মূল প্রতিপাদ্য বিষয়-বর্ণনায় তিনি নিরলস। শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব, ইহা প্রতিপাদন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভাগবতে কৃষ্ণের মহিমা বর্ণিত হইলেও, বৈষ্ণবধর্মে তাঁহাকে পরতত্ত্বরূপে প্রমাণ করিবার জন্ম বিশেষ প্রয়াস দেখা যায়। ব্রহ্মসংহিতার প্রথম শ্লোক

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্বকারণকারণম্॥

এই 'ব্রহ্মসংহিতা' পুস্তক শ্রীচৈতন্ত কর্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেও শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবানরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন।

গৌড়ীয় ধর্মের এই বৈশিষ্ট্য অবশ্য মালাধরের পরে প্রচারিত হইয়াছিল; কেন না শ্রীচৈতন্তই এই তত্ত্ব নিরূপণ করেন। মধ্বাচার্যের মতে হরিই পরতত্ত্ব :

শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ

এবং অখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যমতে

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ।

কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়েছেন,—

চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্ব-নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ২য়।

মালাধর পূর্ব হইতেই ইহার জন্য ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মালাধর কৃষ্ণের স্তবে বলিতেছেন,—

তুমি দেব নিরঞ্জন দেব প্রজাপতি।
তুমি দেব মহেশ্বর তুমি উমাপতি॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য তুমি তারাগণ।
তুমি দিবা তুমি রাতৃ দণ্ড প্রহরক্ষণ॥
তুমি জপ তুমি তপ তুমি জজ্ঞ দান।
তুমি জোগ তুমি ভোগ পরম গিয়ান॥
স্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি নারায়ণ।
তোমার নিদ্রা সে নিদ্রা জাগিতে জাগরণ॥
নির্লেপ গোসাঞি তুমি করিলে গর্ভবাস।
সেবক বৎসল তুমি করিলে প্রকাশ॥
মোহিয়া অসুর মার মানুস সরিরে।
পৃথুবির ভার হর মারিয়া অসুরে॥

এখানে একেশ্বরবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। ভাগবতের অনুসরণে, পৃথিবীর ভার-হরণ এবং অসুর-দলনই যে অবতারের মুখ্য প্রয়োজন, সে কথাও বলা হইয়াছে। মনুষ্যরূপে ভগবান্ লীলা করেন এবং তিনি তত্ত্বতঃ পরমৈশ্বর্যশালী হইলেও, মানুষের মতই তিনি ব্যবহার করেন।

কিন্তু মালাধরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উক্তি—

বাসুদেবসুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।৩—১ পৃঃ

এই উক্তির প্রশংসা করিয়া যখন শ্রীচৈতন্য কুলীনগ্রামবাসীদিগকে অভিনন্দন করিলেন, তখনই আমরা ইহার গুরুত্ব এবং প্রভাব বুঝিতে পারি। দাক্ষিণাত্যভ্রমণে রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর যে ইষ্টগোষ্ঠী হইয়াছিল, তাহাতেই কান্তাভাবে ভজনের প্রাধান্য দেখিতে পাই। বাৎসল্যভাবে ভজনের কথা বলিতে

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাভাব সর্বসাধ্য সার॥ চৈঃ চঃ, মধ্য ৮ম

এই কান্তাভাবের সূত্রস্বরূপ একটি পংক্তিমাত্র মালাধরে পাওয়া যায়। ইহার ভাষ্য বা ব্যাখ্যা আমরা কিছুমাত্র সেখানে পাই না। ঐ একটি ক্ষুদ্র পংক্তি সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে এমনভাবে আছে যে, সহসা কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করে না। কিন্তু একজনের দৃষ্টি এড়ায় নাই, তিনি প্রেমাবতার প্রেমৈকরসজীবিত শ্রীমন্মহাপ্রভু।

প্রথমত, ভগবদ্‌ভজনে ভক্তি যখন জ্ঞানের স্থান গ্রহণ করিল, তখন হইতে উহার সংজ্ঞা এবং লক্ষণ নির্দেশ করিবার প্রয়োজন হইল। ভক্তির অনেক প্রকার সংজ্ঞা আমরা পাই। কিন্তু ভক্তি অর্থে যখন অনুরক্তি বা প্রেম অবধারিত হইল, তখন ইহার স্বরূপ ও প্রকৃতি অনুসন্ধানের বিষয় হইল। বৈষ্ণবদিগের নিকট এই প্রেম এমন এক উচ্চ স্থান লাভ করিল যে, ইহার দ্বারা ধর্মমত এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। প্রেম মানব-মনের সর্বাপেক্ষা কমনীয় প্রকাশ। ভগবৎসম্বন্ধে প্রেমের প্রযোজনায় কান্তাভাবের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং সমস্ত বৈষ্ণবসাহিত্যে ইহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি রবীন্দ্রনাথেও এই কান্তাভাবের উপলব্ধি আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং ইহা সে সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল :

> ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত
> তব গম্ভীর আহ্বান কারে॥ গীতাঞ্জলি, পৃঃ ৫৫।

যাহা হউক, মালাধর এই কান্তভাবের পূর্বাভাস দিলেও যখন তিনি ইহার কোনও সবিস্তার বর্ণনা দেন নাই, তখন এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে তাঁহার ঐ 'প্রেমময় বাক্য' যে কাব্যের উৎকর্ষ-সূচকমাত্র নহে, ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। কি তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এবং তিনি প্রেমতত্ত্বনিরূপণে কতখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা বুঝিবার পক্ষে কোনও সাহায্যই তাঁহার কাব্য হইতে পাওয়া যায় না। তাঁহার এই গুরুত্বপূর্ণ বাক্যের সার্থকতা পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্য ও ধর্মমত হইতেই অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

মালাধরের মৌলিকতা

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কৃত্তিবাস যেমন রামের জীবনকথা লইয়া অনেকটা স্বাধীনভাবে রামায়ণ লিখিয়াছেন, মালাধরও তেমনি কৃষ্ণের চরিত-কথা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় লিখিয়াছেন। কৃত্তিবাসের ন্যায় মালাধরও বীররসকে স্বীয় কাব্যের প্রধান উপজীব্য করিয়াছেন। প্রাক্-চৈতন্য যুগের সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকেরা ভাগবতের নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব অথবা ব্রজের মধুর রস উপলব্ধি করিতে সমর্থ ছিল না।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের অনেক স্থলেই যুদ্ধের বর্ণনাই বেশী। প্রবলপরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে

অবলীলাক্রমে পরাভূত করিবার ঘটনাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। কবি ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিতেই ভালবাসেন বলিয়া উদ্ধব কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন; ভাগবতে উদ্ধবের বিশ্বরূপ দর্শনের কথা নাই। কিন্তু গোপীপ্রেমের মহিমা শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে উপলব্ধি করা সহজ ছিল না; কবি প্রেমানন্দ বলিয়াছেন,—

এ মন! শচীর নন্দন বিনে।
প্রেম বলি নাম, অতি অদ্ভুত, শ্রুত হৈত কার কানে।
শ্রীকৃষ্ণনামের, সগুণ মহিমা, কেবা জানাইত আর॥
বৃন্দা বিপিনের মহামধুরিমা প্রবেশ হইত কার॥

ইহা যে কবি ও ভক্তের অতিশয়োক্তি নহে তাহা মালাধর বসু ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণ-লীলার লেখকগণের রচনা আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

মালাধর বসু কৃষ্ণলীলাকে বাঙালীর ছাঁচে ঢালিয়া সাজাইয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় দেখি, শ্রীকৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে ভাত খাইতেছেন (৪২৮, ৫১১ পয়ার); মথুরায় গুয়া, জলপাই, কামরাঙ্গার গাছ আছে (১০২২), দুয়ারে দুয়ারে গুয়া নারিকেল শোভা পাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অথবা স্নেহভালবাসা প্রভৃতি ভাবের বর্ণনার আতিশয্য নাই, কবি সহজ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শান্তভক্তের রীতিতে শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণনা করিয়াছেন। কবিত্বশক্তি যাঁহার স্বাভাবিক ও অনায়াসলভ্য তিনিই এরূপভাবে বর্ণন করিতে পারেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি যে কিরূপ উচ্চশ্রেণীর ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত এমন কয়েকটী স্থান হইতে দিতেছি যাহার মূল ভাগবতে নাই।

ভয়ঙ্কর রসের বর্ণনায় কবির দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় অরিষ্টাসুরের বিবরণে—

পাএ পাএ ভূমিকম্প অরিষ্টগমনে
ডাহিন বামে বৃক্ষভাঙ্গে কন্ধর হেলনে॥
অতিভয়ঙ্কর রূপ আইসে গোকুলে।
দেখিয়াত ত্রাস পাইল সকল গোওালে॥
বিপরিত রাউ কাড়ে সিঙ্গে দুই কানে।
তার ডাকে ত্রাসে গরু ছাড়এ পরান॥ (১২৬৭-৬৯)

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বর্ণনার দৃষ্টান্ত দিতেছি:

বিকচ কুসুম পদ্ম সুগন্ধি বহলে।
নানাবিধ জলচর বিমল সলিলে॥
তার মাঝে বসি সব রাজহংস মেলা।
ভুঞ্জিয়া মৃণাল দণ্ড করে নানা খেলা॥
দেখিতে বিচিত্র রূপ লিলা মনোহর।
সকল লোকের মনে কৌতুক বিস্তর॥ (১৮৪৩-৪৭)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনায়—

পিতবস্ত্র পরিধান দেব বনমালি।
নুতন মেঘেতে জেন পড়িছে বিজুরি॥
নিলমনি জিনি তাঁর মুখানি অনুপাম।
তারমধ্যে সোভা করে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
চিত্রগতি চলে জেন নাটুয়া খঞ্জন।
দেখিয়া জুবতিগন স্থির নহে মন॥ (১০০৯-১০১১)

শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ কুমকুম পরিল।
নিল মেঘে জেন শক্রধনু প্রকাশিল॥ (১৪৪০)

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে মালাধরের মৌলিকতার বহু উদাহরণ আছে। যেখানেই তিনি মূল ভাগবতকে ছাড়িয়া নিজের সহজ কবিত্বশক্তির উপর নির্ভর করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন ধরা পড়ে। দীনেশচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে শুধু প্রাণের খেলা।

রাসলীলার বর্ণনায় মালাধর মূলের অনুসরণ হুবহু না করিলেও আমরা তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ না হইয়া পারি না। গোপীগণ বাঁশীর স্বরে ব্যাকুল হইয়া যখন 'রাত্রকালে ঘোরতর কানন ভিতরে' গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরিয়া 'মণ্ডলী করিয়া' দাঁড়াইলেন, তখন গোবিন্দ তাঁহাদিগকে গৃহে গিয়া পতি-পুত্র-সেবা করিতে উপদেশ দিলেন :

এতেক বিপ্রিয় যবে গোবিন্দ বলিল।
হেট মাথা করি গোপী কাঁদিতে লাগিল॥
স্তন বহিয়া আঁখির জল পড়ে ভূমিতলে।
বসন মলিন হৈল নয়ানের জলে॥
কি করিব কি বলিব অনুমান করি।
পদাঙ্গুলি ভূমে লিখি বলে ধীরি ধীরি॥ ইত্যাদি (১০৫৪-৫৬, ১৪৭ পৃঃ)

ইহাতে গোপীগণের আর্তি আতি সরল ভাষায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। এই রাসলীলার বর্ণনার পরে শ্যামদাসের ভণিতা রহিয়াছে :

শ্যামদাস বলে সুন সব ঠাকুরাণি।
কত সে দপদে তোমায় দেব চক্রপাণি॥ (১০৮০, পৃঃ ১৫০)

ইহার পরেও শ্যামদাসের ভণিতা রহিয়াছে (পদ সংখ্যা ১১১৭, পৃঃ ১৫৩)। যজ্ঞপত্নীর অন্নগ্রহণের বর্ণনায়ও শ্যামদাসের ভণিতা আছে (পদ সংখ্যা ৮৫৩, পৃঃ ১২৫)।

এই 'শ্যামদাস' ব্যক্তিটি কে? খুব সম্ভব ইনি একজন গায়ক বা পুথি-নকল-কারক হইবেন। যে-যে উপাখ্যান-রচনায় তিনি নিজের ভণিতা দিয়াছেন তাহা যে তাঁহারই রচনা একথা মনে করা যায় না। ১১০৪ সংখ্যক পদে যে 'শ্যামদাসের' ভণিতা পাই ঐ পদটি অত্র

কোন পুথিতে নাই। তারপরে ৮৬০ সংখ্যক পদের 'শ্যামদাস' ভণিতা শুধু (ঙ) এবং (খ) পুথিতে পাই। এই অধ্যায়টি যে মালাধর একেবারেই বাদ দিয়াছিলেন এবং শ্যামদাসই ইহা সম্পূর্ণ রচনা করিয়াছিলেন, একথা শ্রদ্ধেয় নহে। ১১৭১ সংখ্যক পদে যে 'শ্যামদাস' ভণিতা পাই সেখানকার অনেকগুলি পদই অন্য কোন পুথিতে নাই,—সুতরাং এগুলি শ্যামদাসের প্রক্ষিপ্ত রচনা হইতে পারে। (ক) পুথির প্রারম্ভের 'ক্ষিতি দুঃখমতি পাপের বসতি' প্রভৃতি পদেও 'রাধাদাসের' ভণিতা রহিয়াছে,—ইনিও কোন গায়ক বা লেখক হইবেন। এইরূপে গায়কগণ এবং লেখকগণের ভণিতা অন্যান্য পুথিতেও পাওয়া যায়। (ছ) পুথিতে দেখিতে পাই,—

সিসু হরিদাসে কহে এই সব বের্থান হে
কৃষ্ণ জাইবা মথুরা-নগরী॥ (৩।৶০ খ)

পোদ্মাবতি সুতে কহে গুণরাজ রচনয়ে
হরিদাস করিল রচন। (৩৮৶০ ক)

হরিদাস নাগ ভণে সুন দেবী সাবধানে
জে কিছু বলিলা নারায়ন॥ (৬৹০ খ)

সকল ভুবন সার শ্রীকৃষ্ণ অবতার
হরিদাস নাগ সুরচন॥ (১১।৶০ খ)

এই হরিদাসও কোন গায়ক বা লেখক হইবেন। ইহার ভিতর দ্বিতীয় ভণিতাটি দেখিলে স্পষ্ট মনে হয়, মালাধর বসুর রচনাতেই তিনি নিজে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন।

অবশ্য গায়ক এবং লেখক দ্বারা মূল গ্রন্থের ভিতরে যে স্থানে স্থানে কিছু কিছু পদ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাসক্রীড়া প্রভৃতি ব্যতীতও কতকগুলি রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা-সম্বলিত ভাগবত বহির্ভূত উপাখ্যানই ইহার সাক্ষ্য দিবে। আমরা আদর্শ পুথিতে দেখিতে পাই, রাসলীলার পর আর গোপীদের সহিত কোনও কৃষ্ণলীলার বর্ণনা নাই। অবশ্য রাসলীলা-বর্ণনার ভিতরে শুধু একটি পদে আমরা রাধার নাম পাইতেছি,—

রমনি মণ্ডল মাঝে দেব নারায়ন।
রাধার অঙ্গেতে যে অঙ্গের হেলন॥ (১১১৩)

কৃষ্ণ যেখানে বিশেষ গোপীকে লইয়া রাসে অন্তর্ধান করিয়াছিলেন, মালাধর সেখানেও রাধা নাম দেন নাই; তবে কৃষ্ণের অন্তর্ধানে গোপী-বিলাপের ভিতর কতকগুলি পদ ভাগবত-বহির্ভূত রহিয়াছে। যেমন,—

ত্রিভঙ্গিম হৈয়া প্রভু নন্দের নন্দন।
সুন্দর বংসির নাদ পুরএ খখন॥

সর্গ-বিদ্যাধরি দেবতার নারি।
কামবানে হত হৈয়া আপনা পাসরি॥
বৃন্দাবন মাঝে জবে বংসি নাদ পুরে।
অকালে ফুটএ ফুল সব তরুবরে॥
বৎসগন সঙ্গে আইসে বেনু বাজাইয়া।
গোকুলের রমনির চিত্ত সে হরিয়া॥
জমুনার কুলে জবে বংসিতে দেই সান।
ফিরিয়া জমুনা নদী বহই উজান॥
দরপে পাসান তরু বংসির নাদ সুনি।
জাহাত সুনিলে তপ ছাড়ে সব মুনি॥
কদম্বের তলে জবে বংসি নাদ দিল।
তা সুনি মউর পক্ষ নাচিতে লাগিল॥
সুখান জতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে।
বংসির নাদে ফুল ফল ধরে তরুগনে॥
জত পক্ষগন থাকে এই বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণের বংসির নাদ সুনি এক মনে॥
হেন বংসির নাদ কৃষ্ণ কেন নাহি পুরে।
কোথা গেলে পাব সখি নন্দের কুমারে॥

(১১৮৬-১১৯৫, পৃঃ ১৬২-৬৩)

এই বংশীর কথা এমন সুন্দর ভাবে ভাগবতে কোথাও নাই,—ইহা মালাধর বসুর নিজস্ব রচনা। এই মোহন মুরলীর সর্বচিত্তাকর্ষক সুর পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের বাঁশীর সুরের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। এই সকল ছাড়া আদর্শ পুথিতে ভাগবত-বহির্ভূত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সম্বলিত আর কোনও উপাখ্যান নাই। কিন্তু অন্য কয়েকখানি পুথিতে ভাগবতের বহির্ভূত অনেকগুলি লীলা বর্ণিত হইয়াছে—দানলীলা, নৌকালীলা, ভারখণ্ড প্রভৃতি। মুদ্রিত (ঘ) পুথিতে দেখিতে পাই, ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা ও তৎপরবর্তী জলকেলির মিশ্রণে একটি উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে,—তাহার মাঝে মাঝে বৈষ্ণব ধর্মের কিছু কিছু আধ্যাত্মিক কথাও মিশ্রিত হইয়া আছে।

চতুর্দ্দশ বৎসরের সর্বাঙ্গসুন্দর কিশোর কৃষ্ণ ষোড়শ সখী পরিবৃত হইয়া চিন্তামণি-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন।

সেই চিন্তামণি-মন্দিরে গোপীদের সহিত বিবিধ বিলাসে রাধাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে,—এবং

রাধা কৃষ্ণ দুই জন এক কলেবরে। (পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৮৯)

সকল গোপীর শ্রেষ্ঠ একলা রাধিকা।
রাধার অংশেতে এই সকল গোপীকা॥ (পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৮১)

এই বিহারের পর,—

রসের আয়াসে গিয়া যমুনার কুলে।
গোপী সঙ্গে ক্রীড়া করে যমুনার জলে॥ (ঐ, পৃঃ ঐ)

এই জলকেলির ভিতরে,—

ধেয়ে যায় বনমালী চন্দ্রাবলীর পাশে॥
হাঁসিয়াত চন্দ্রাবলী পলায় যায় দুর।
খসিয়ে পড়িল তার পায়ের নূপুর॥ (ঐ, পৃঃ ঐ)

কৃষ্ণ তাহা পাইয়া পীতধড়ার ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়া গোপীদিগকেই চোর ধরিলেন, গোপীরাও কৃষ্ণকে ধরিয়া তাঁহার ধড়ার ভিতর হইতে নূপুর বাহির করিয়া তাঁহাকে চোর বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া গালি দিতে লাগিল।

(ক) পুথিতে কৃষ্ণ কর্তৃক বরুণের হাত হইতে নন্দের উদ্ধার এবং রাসলীলা; ইহার ভিতরে দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। দানলীলায় দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া সকল গোপী মোহিত হইল; তখন,—

রাধিকা বলেন শুন এক যুক্তি করি।
পসরা সাজিয়া শুভে জাব মধুপুরি॥

এবং সেখানে,—

সভে জায়্যা গোবিন্দ ভেটিব বিকিছলে।

তাহার পরে দানলীলা অনেকখানি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ। মাঝখানে বড়ায়ী বুড়ী আসিয়া কৃষ্ণকে নৌকালীলাছলে রাধার সঙ্গে মিলিত হইতে পরামর্শ দিল; নৌকালীলার বর্ণনাও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ। কিন্তু নৌকালীলার পর গোপাঙ্গনাদের মথুরায় বিকিকিনি করিতে গমনের ভিতরে বেশ নূতনত্ব রহিয়াছে। কৃষ্ণের নৌকায় পার হইয়া আসিয়া—

পশরা করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিরে
শুধাইলে কহে কৃষ্ণ কথা।
দধি দধি নাহি বলে বিভোল হইয়া চলে
প্রবেশে ব্রাহ্মণ পাড়া জথা॥
কৃষ্ণ লিবে বলি ডাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্ব লোকে
দেখএ সকল কৃষ্ণময়।
শুনিঞা ব্রাহ্মণি আসি জিজ্ঞাসএ কাছে বসি
কোথা কৃষ্ণ কাহার তনয়॥

গোপি বলে কৃষ্ণ সেই নন্দের নন্দন জেই
গোকুল নগরে জড় রাএ।
জে জন দেখ্যাছে তারে সে কি পাশরিতে পারে
কৃষ্ণ বিনে মুখে না যায়্যাএ ॥

ইহার রচক গুণরাজখান যিনিই হউন, তাঁহার রচনার জন্য তিনি প্রশংসা পাইবার যোগ্য সন্দেহ নাই।

(গ) পুথিতে যজ্ঞপত্নীর অন্নগ্রহণের পরই নানাবিধ কৃষ্ণলীলার আরম্ভ।

রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,—

রাধা কানু পিরিত জে কি বোলি উত্তর।
উপমা কি দিব তাহে চন্দ্রের চিকুর ॥
দুহু প্রতি দুন জে বহুল অনুরাগ।
দুহার মুরতি দুই হিদএত জাগ ॥

এইরূপে বিশদভাবে রাধাতত্ত্ব লইয়া আলোচনা রহিয়াছে এবং অধ্যায়টির নাম দেওয়া হইয়াছে 'গোপিভাব'।

ইহার ভিতর দেখিতে পাই, একদিন কৃষ্ণ রাধাকে বড়ায়ী বুড়ীর সহিত যমুনার কূলে দেখিতে পাইয়া তাহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইলেন। কৃষ্ণ বড়ায়ীর কাছে গিয়া রাধার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—

ও চান্দ বদনি ধনি কুটিল নয়ানে।
হিদএ আমার হানি গেল পঞ্চবানে ॥ (পরিশিষ্ট, পৃঃ ৮৭৮)

বড়ায়ী রাধার পরিচয় দিয়া দান-ছল পাতিবার পরামর্শ দিয়া আসিল। বড়ায়ী গৃহে ফিরিলে রাধা প্রভৃতি তাহার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল; বড়ায়ী বলিল যে, বৃন্দাবনে ফুল তুলিতে যাইয়া তাহারা (গোপীরা) গাছ ভাঙ্গিয়াছে, এই জন্য বনদেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে না পাইয়া তাহাকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছিল,—যাহারা গাছ ভাঙ্গিয়াছে তাহাদের সহিত বনদেবতার মিলন করাইয়া দিবার সর্তে সে মুক্তি পাইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ সম্বন্ধে বড়ায়ী বলিল,—

অতি বিদ্ধ মুই দেখ হেন সাদ করে।
নিরবধি তানে রাখি হিয়ার মাঝারে ॥

গোপীগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলে বড়ায়ী যুক্তি দিল,—

সবে মিলি চল কালি দধি বিকিছলে।
তথাতে দেখিবা কৃষ্ণ কদম্বের তলে ॥ (পরিশিষ্ট, পৃঃ ৮৫৩)

এইরূপে দানলীলা সাধিত হইল।

নৌকাখণ্ড খুব বিস্তৃত। যমুনার জলে কৃষ্ণের নৌকা মগ্ন হইলে গোপীগণ যমুনার জলে ভাসিতে লাগিল। কবি বলিতেছেন,—

জমুনা জে গৌর হইল দ্রুহান আবাএ।
সকল জে গৌর হইল জথা জিব তাএ॥
পিরিতি পসার কৃষ্ণ প্রেমরসে ভরা।
জথ জিব আপনে সকল দেখে গোরা॥ (পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৭৯)

ইহা আমাদিগকে নরোত্তমদাসের গৌরাঙ্গী রাধা ও তাঁহার সখীগণের আগমনে সমস্ত কেলিকুঞ্জের গৌর শোভার কথাই মনে করাইয়া দিবে। তারপরে আবার নৌকা ভাসিয়া উঠিলে, সকল গোপী সহ কৃষ্ণ বিবিধ বিধানে নৌকার পূজা দিয়া সারি গান গাহিয়া চলিলেন :

সুরঙ্গ সিন্দুর দিলা নৌকার মাথাএ।
কেহ কেহ জয় দিয়া সুমঙ্গল গায়॥
... ...
কানু বোলে জদি গোপি পার হইতে চাহ।
নৌকার উপরে সবে সুমঙ্গল গাহ॥
... ...
এত সুনি গোপি গিত গাএ একবার।
সারি হই গিত গাহে সুনিতে সুসার॥ (পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৮২)

নৌকা সিন্দুরমণ্ডিত করিয়া নানা বিধানে পূজা করিয়া সারিগান গাহিয়া চলা পূর্ববঙ্গেরই বিশিষ্ট রীতি,—সুতরাং এই সকল রচনার কবি যে পূর্ববঙ্গের সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ইহার পর ভারখণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে ঘটনাবহুল ও বিচিত্র। শ্রীকৃষ্ণ কেন স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও গোপীদের ভার বহন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কবি অনেক কথা বলিয়াছেন :

পিরিতের বস কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
নৌকা লই বেহার জে পিরিত কারণ॥
পুর্ন ব্রহ্ম সুনাতন পিরিতের বস।
ত্রিজগত ভরি গাএ এ সকল রস॥
অনেক করেন কৃষ্ণ পিরিতি লাগিআ।
পিরিতির তরে ভার লইল কানাইআ॥
পিরিতি করিল গোপি জেই মতে চাএ।
সেই মত করে কৃষ্ণ বিদগধ রাএ॥ (পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৮৩)

(গ) পুথিতে ইহার পর ইন্দ্রযজ্ঞ বর্ণিত হইয়াছে,—তাহার পরে রাসলীলা। রাসলীলা-বর্ণনায় শারদ রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যে তান তুলিলেন তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বহু রাগরাগিণীর নাম করা হইয়াছে :

মল্লার গান ধরে গৌরি সৌরাষ্ট কেদার।
কামোড় কল্যান ভুরি কত জে প্রকার॥
বসন্ত ধানসি বুহি কামদ জে আর।
পাআড়ি সিন্দুরা গড়া সিধু বোল আর॥
গুঞ্জরি বড়ারি আর ভূপালি মঙ্গল।
সুনি দারু দ্রব হএ জে সিলা হএ জল॥
দারুন মল্লার সৌরি পঠএ মঞ্জরি।
অসেস প্রকারে গিত আলাপিলা হরি॥

রাসে গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণ যখন মুরলীতে তান ধরিলেন, তখন সেই রাধাকৃষ্ণলীলা-দর্শনের জন্য—

কৌতুক দেখিতে ব্রহ্মা আদি দেবগনে।
নানা বর্ন্ন রূপে প্রবেসিলা বৃন্দাবনে॥
চাতক হইআ পিএ ঘনে কুন জনে।
চক্রবাক হএ কেহ সরস সন্ধানে॥
কুকিল হইয়া কেহ সুললিত গান।
কপুত হইয়া কেহ রহে বৃন্দাবন॥
হংসরূপ হইআ ভ্রমএ সতত।
মউর হইআ কেহ সুখে করে নৃত॥
সারি সুক হইআ কেহ রঙ্গে গাএ গিত।
সেই রাগরঙ্গ সুনি চমকএ চিত॥
মন্দ মন্দ বহে কেহ মারুতের সঙ্গে।
লতা হইআ কেহ ফল ফুল ফুটে রঙ্গে॥

রাস-বর্ণনায় অনেক স্থলেই এইরূপ পরিবর্ধন রহিয়াছে।

ইহা ব্যতীত (ছ) পুথিতে আর একটি বিচিত্র লীলা পাইতেছি; 'আয়মন' গোপের স্ত্রী রাধা প্রত্যহ প্রভাতে আয়মনের সহিত মথন-স্থানে যাইত,—রাধা বাছুর ধরিত, আয়মন দুধ দুহিত। সেই গোষ্ঠে 'আবাল কানাই' আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন—

দেখিয়া রাধার রূপ নির্ম্মল লক্ষন।
আবাল গোবিন্দ তবে চাহে ঘনেঘন॥

এমন সময়ে হঠাৎ ঘনগর্জন করিয়া মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আয়মন, নন্দগোপ প্রভৃতি সকলে তখন গাভীর উদ্দেশে রওনা দিলেন,—নন্দ রাধিকাকে বলিয়া গেলেন সে যেন কৃষ্ণকে নির্বিঘ্নে বাড়ী পৌছাইয়া দেয়। তখন—

কাখেত কানাহি হাথে দুধের ভাণ্ড করি।
ঘড় বোলি চলি জায় রাধিকা সুন্দরী॥

কিন্তু চারিদিক্ একেবারে অন্ধকার করিয়া আসিল, এবং বর্ষণ ও বাত্যাস বাড়িয়াই চলিল। তখন আর চলিতে না পারিয়া রাধা কৃষ্ণসহ একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং সেইখানেই তাঁহাদের প্রেমমিলন হইল। তাহার পরে নানা বৈচিত্র্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমাস্বাদন দেখিতে পাই।

এই উপাখ্যানটি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ

মনে করাইয়া দিবে।

(ক), (গ), (ঘ) ও (ছ) পুথির উপরি উদ্ধৃত অংশগুলিকে আমরা নানা কারণে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করি। প্রধান কারণ এই যে, আদর্শ পুথিতে এবং অন্যান্য কতকগুলি পুথিতে ইহার কিছুই পাওয়া যাইতেছে না, অধিকন্তু যে যে পুথিতে এই সকল পাওয়া যাইতেছে তাহাদের পরস্পরের সহিত কোনই মিল নাই। সুতরাং এগুলি যে পরবর্ত্তী কালের গায়ক বা লেখকদের প্রক্ষিপ্ত রচনা এ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে। তাহা ছাড়া একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, এই উপাখ্যান-বর্ণনার ভিতরে চৈতন্য পরবর্তী যুগের প্রভাব রহিয়াছে। (গ) পুথির রচনায় প্রাদেশিকতা অতি স্পষ্ট।

এই সকল অংশ মালাধরের রচনা না হইলেও এগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। চৈতন্যদেবের পূর্বে বঙ্গদেশে রাধাকৃষ্ণলীলা-সম্বলিত নানারূপ ধামালী গান প্রচলিত ছিল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে কেহ কেহ এই ধামালীগানের মার্জিত সংস্করণ বলিয়া মনে করেন। চৈতন্য-পরবর্তী যুগেও যে এই জাতীয় গান প্রচলিত ছিল, এই সকল প্রক্ষিপ্ত রচনা সম্ভবতঃ তাহারই নিদর্শন। (ক) ও (গ) পুথিতে ধামালী কথাটির উল্লেখ পাইতেছি। যথা—

হাথে পরিহাথে নৌকা বাহে বনমালি।
থাকিয়া থাকিয়া বড়াই করএ ধামালি॥ (পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৮৩)

দেখিয়া যুবতি নারি, পথ আগুলিয়া হরি,
ঢামালি কি করহ কানাঞি।
যদি জাই মধুপুর বড়াই কহিব দুর
গোহারি করিব কংসে ঠাই॥ (ক পুথি)

অন্যান্য কৃষ্ণচরিতাখ্যায়কের উপর মালাধরের প্রভাব

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকালে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় সুপ্রচারিত হইয়াছিল। তাহা না হইলে শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের পয়ারাংশ "নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ" উদ্ধৃত করিয়া কুলীনগ্রামের লোকদিগকে সম্মান করিতেন না। রঘুনাথ ভাগবতাচার্যও খুব সম্ভব শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় পাঠ করিয়াছিলেন। সেইজন্য দুই এক স্থানে তাঁহার অনুবাদে গুণরাজখানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বর্ষাবর্ণনায় মেঘ ও বিদ্যুতের উপমায় কিরূপে ভাগবতাচার্য ভাগবতার্থ ছাড়িয়া গুণরাজখানকে অনুকরণ করিয়াছেন তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু এরূপ উদাহরণ বেশী পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ও মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলের বজ্রনাভের উপাখ্যানের ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্য দেখিয়া ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে মাধবাচার্য্য মালাধর বসুকে অনুসরণ করিয়াছেন। মাধবাচার্য, কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণকিঙ্কর দাস ও দুঃখী শ্যামদাস কি ভাবে মালাধরকে অনুসরণ করিয়া শ্লোকার্থ লিখিয়াছেন তাহার কয়েকটী উদাহরণ পূর্বে দিয়াছি। তাঁহাদের উপর মালাধরের প্রভাবের আরও কয়েকটি প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

(১) শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে দেবতাদের প্রতি দৈববাণী হইল যে "সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ"—দেবীরাও জন্মগ্রহণ করুন (১০।১।২৩)—কিন্তু মালাধর 'সুরস্ত্রিয়ঃ' অর্থে অপ্সরা ধরিয়া লিখিয়াছেন,—

জত সর্গ বিদ্যাধার তিলোত্তমা আদি করি
জন্ম গিয়া রাজার ভুবনে। (১০২)

মাধবাচার্যও মালাধরের ন্যায় বলিয়াছেন,—

সুরবধূ হও গিয়া বরজ সুন্দরী।
উর্ব্বশী প্রধান আদি স্বর্গ বিদ্যাধরী॥

(২) ভাগবতে (১০।১।৬৬) আছে যে কংস দেবকীর পুত্রগণকে জন্মিবামাত্র মারিয়া ফেলিতেন। কিন্তু মালাধর লিখিয়াছেন—"দৈবকীর ছয়পুত্র মারিল একুবারে" (১৩৪)। কৃষ্ণকিঙ্করও ঐরূপ লিখিয়াছেন—"দৈবকীর ছয়পুত্র আনহ সত্বর" (পৃঃ ১৩)।

(৩) শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে আসিলে কংস কারাগারে আসিয়া তাহা নিজে দেখিয়া গেলেন (ভাঃ ১০।২।২০); কিন্তু মালাধর লিখিয়াছেন যে, কংস দূতমুখে ঐ সংবাদ পাইয়াছিলেন (১৫০)। মাধব (পৃঃ ১৩), কৃষ্ণকিঙ্কর (পৃঃ ১৪) ও দুঃখী শ্যামদাস (পৃঃ ২২) এখানে ভাগবত ছাড়িয়া মালাধরকে অনুসরণ করিয়াছেন।

(৪) মালাধর স্বাধীনভাবে ব্রহ্মাকর্তৃক দেবকীর গর্ভস্তুতিতে লিখিয়াছেন,—

"তুমি দিবা তুমি রাত্র দণ্ড প্রহর ক্ষণ।" ইত্যাদি (পৃঃ ৩)

দুঃখী শ্যামদাস ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

তুমি দণ্ড তুমি রাতি শুভাশুভ লগ্নতিথি
দণ্ডক্ষণ প্রহর লক্ষণ। (পৃঃ ২২)

(৫) বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যমুনা পার হইতেছিলেন তখন যে কোন শৃগালী তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছিল এ কথা ভাগবতে নাই। উহা ভবিষ্যপুরাণের বশিষ্ঠ-দিলীপ-সংবাদে জন্মাষ্টমীব্রত-কথায় আছে। মালাধর ঐ মত অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—"শৃগালী রূপে দেখি আগে মহামায়া" (২০৭)। কৃষ্ণদাসও লিখিয়াছেন—"শিবারূপে পার হয় দেবী ভগবতী।" দুঃখী শ্যামদাস—"এমন সময় আড্ডা শৃগালী হইয়া।" দীন চণ্ডীদাস—"তুমি শিবারূপ হঞা, আগে আহ পার হঞা।"

(৬) ভাগবতে না থাকিলেও মালাধর লিখিয়াছেন—নবজাত কৃষ্ণের "দক্ষিণে লক্ষ্মি সোহে বামে সরস্বতি" (১৮০)। কৃষ্ণকিঙ্কর দাসও লিখিয়াছেন—"দক্ষিণাংশে লক্ষ্মী বামভাগে সরস্বতী" (পৃঃ ১৪)। দুঃখী শ্যামদাস—"দক্ষিণে সারদা বামে ক্ষীরোদনন্দিনী।"

(৭) মহামায়াকে কংস যখন আছাড় দিয়া মারিলেন, তখন তিনি আকাশে উঠিয়া বলিয়াছিলেন—"তোকে যে নিধন করিবে সে 'যত্র কচিৎ' জন্মিয়াছে" (ভা ১০।৪।১২) মালাধর এই অনির্দিষ্ট 'কোথাও'কে নির্দিষ্ট গোকুল করিয়াছেন; তাহাতে নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ হানি হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

"গোকুলে ত আছে সেই জন্মিল এখন"। (২২৭)

মাধবও সেইরূপ বলিয়াছেন—"তোমার জন্মিল কাল গোকুলে নিশ্চয়।" দীন চণ্ডীদাস ৫১ সংখ্যক পদে কংসের মুখ দিয়া এমন কথা বলাইয়াছেন যে, মনে হয়, কংস জানিতেন কৃষ্ণ গোকুলে জন্মিয়াছেন—

"গোকুলে জন্মিল তোর রিপু হঞা
এ কথা শুনিল কাণে।"

(৮) গোকুল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইবার উপদেশ উপনন্দ দিয়াছিলেন (১০।১১।২২); কিন্তু মালাধর উহা নন্দের উক্তি করিয়াছেন। (৪৩০)। দুঃখী শ্যামদাসও এখানে মালাধরকে অনুসরণ করিয়াছেন (পৃঃ ৪৪)।

(৯) স্যমন্তকমণি উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ পাতালে প্রবেশ করিলে বারদিন অপেক্ষা করিয়া দ্বারকাবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের জন্য শোক করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণকে ফিরিয়া পাইবার জন্য চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গার পূজা করিলেন—এই কথা ভাগবতের ১০।৫৬।৩৫ শ্লোকে আছে।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে মালাধর কল্পনাবলে লিখিয়াছেন যে, দেবকী পুত্রকে মৃত ভাবিয়া শোক করিলে রুক্মিণীর বাম উরুতে স্পন্দন হইল এবং তিনি বলিলেন,—

নাহি মরে তোমার পুত্র লয় মোর মনে।
সিথার সিন্দুর মোর আছএ উজ্জল।
কণ্ঠের হার কেয়ূর কর্ণের কুণ্ডল॥ (২৩১৪-১৫)

দুঃখী শ্যামদাস ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

বাম নেত্র ভুরু, কর বাম উরু
সঘন স্পন্দন করে।
সুপ্রসন্ন মন জানিল তখন
কুশল কৃষ্ণ শরীরে॥
দৈবকী গোচরে নিবেদন করে
শুন শুন ঠাকুরাণী।
মোর প্রভু সুখে আছেন কৌতুকে
হেন মনে অনুমানি॥
বাম অঙ্গ মোর উঘত অন্তর
সিন্দুর উজ্জল অতি। (পৃঃ ১৯৬)

শ্যামদাসের এইরূপ অনুকরণ-দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া গোবিন্দ-মঙ্গল লিখিয়াছেন। মালাধর চন্দ্রভাগা দুর্গার স্থানে চণ্ডিকা-পূজার কথা বলিয়াছেন। সেইজন্য মাধবও চণ্ডীপূজার কথা লিখিয়াছেন (পৃঃ ২০০-২০১)।

(১০) মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের ঘটনাবলীকে নাটকীয় ভঙ্গীতে বর্ণনা করিবার জন্য পূতনাবধের পর (২৯৯), তৃণাবর্ত (৩০২) ও বৎসাসুর (৪৪৩) এবং অঘাসুর-প্রেরণের (৪৭৮) পূর্বে, ধেনুক-বধের পর (৫৮৪), ও প্রলম্বাসুর-বধের পূর্বে (৭০২), বিস্তৃতরূপে কংসের দুশ্চিন্তা, মন্ত্রণা, শ্রীকৃষ্ণ-বধের জন্য অন্য অসুর-প্রেরণ প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ সকল স্থানে অনুরূপ কথা ভাগবতে নাই। কৃষ্ণকিঙ্কর দাস মালাধরের রীতি অনুসরণ করিয়া পূতনা-বধের পর (পৃঃ ১৭), তৃণাবর্ত-বধের পর (পৃঃ ১৯), বৎসাসুর-বধ (পৃঃ ২১) বকাসুর ও অঘাসুর-বধের পর (পৃঃ ২২), প্রলম্বাসুর-বধের পূর্বে (পৃঃ ২৭) কংসের মন্ত্রণা ও নূতন নূতন দৈত্য-প্রেরণের উদ্যোগ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, দুঃখী শ্যামদাসের ন্যায় কৃষ্ণকিঙ্কর দাসও শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস লিখিয়াছেন। দীন চণ্ডীদাসও মালাধরের অবলম্বিত উক্ত নাটকীয় ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া ৫৩ সংখ্যক পদে পূতনা প্রেরণের পূর্বে, ৭৩ পদে শকট-ভঞ্জনের পরে, ৭৪ পদে তৃণাবর্ত-প্রেরণের পূর্বে কংসের দুশ্চিন্তা ও মন্ত্রণা বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের ভাষা—আদর্শ পুথি

আমরা শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের যে পাণ্ডুলিপিখানিকে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা মালাধর বসুর কাব্য-রচনা-সমাপ্তিকালের অনেক পরে লিখিত ; সুতরাং ইহার ভিতরে আমরা মালাধর বসুর খাঁটি ভাষাটি পাইতে পারি না। আদর্শ পুথিতে আমরা দেখিতে পাই—স্বরবর্ণের ভিতরে ই, ঈ এবং উ, ঊ ইহাদের ভেদ রক্ষিত হয় নাই ; সাধারণত ঈ স্থলে ই এবং ঊ স্থলে উ-র ব্যবহারই অধিক, তবে ই-র স্থানে ঈ-র ব্যবহার মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। 'আ,' 'ই' প্রভৃতি স্বরবর্ণের স্থানে 'ঞ'-র ব্যবহার অনেক দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা,—ভ্রমিঞা, নাঞি, তেঞি, বড়াঞি, হেনঞি প্রভৃতি। তেঞি, নাঞি বড়াঞি প্রভৃতি স্থলে 'ঞ'-র ব্যবহার এই সানুনাসিক উচ্চারণের রীতির জন্য বলিয়াই মনে হয়। ইহা ছাড়া সাঁপ, কাঁড়, আঁচমন, হুইাঁর প্রভৃতি উচ্চারণ অতিরিক্ত সানুনাসিক উচ্চারণেরই পরিচায়ক। 'য়' স্থানে 'এ', 'উ' প্রভৃতি স্বরের ব্যবহার খুব বেশী ; যথা,—প্রলএ, করিএ, বিনএ, যাএ, খাএ, বাউ প্রভৃতি। য়-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতি তখনও পর্য্যন্ত ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাই ঘাউ, জীউ (জীব), রাউ, ছাওাল, গোওালা, ধাওা প্রভৃতি বর্ণবিন্যাস পাইতেছি। 'ঋ'-স্বর এবং 'র'-ফলার সহিত আগাগোড়া একটা গোলমাল দেখা যায় ; যথা,—শ্রৗষ্টি, শ্রীষ্টে, গৃহণে (গ্রহণে), স্রীগালি, পৃয়, ত্রিড়, ক্রূড়া প্রভৃতি। ঋ-স্থানে ই, এ প্রভৃতিও পাওয়া যায় ; যথা,—নিত্য (নৃত্য), কৈঁকলাস (কৃকলাস) প্রভৃতি। মাঝে মাঝে 'অ' ও 'উ'কারের স্থানে 'ও'কারের প্রয়োগ লক্ষণীয় ; যথা,—মোহৎসব, কথো, মধুসোদন, দ্রোজোধন, মোহাসয় প্রভৃতি। স্বরাঘাত হেতু অনেক স্থানে 'অ'কারের প্রলম্বীকরণ দেখা যায় ; যথা,—আপার, নয়ান, অনুপাম, হাতাস, উপায়া, আথেয়াতি, আসোয়াস্ত ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণের ভিতরে 'য' ও 'জ' এই উভয়ের স্থানেই সাধারণত 'জ' ব্যবহৃত হইয়াছে, 'য'-এর ব্যবহার অতি বিরল। 'শ', 'ষ' 'স' স্থানেও সাধারণত 'স' ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ণ' স্থানে সর্বত্রই 'ন'-এর ব্যবহার দেখিতে পাই। অনেক স্থানে মহাপ্রাণ বর্ণের স্থানে অল্পপ্রাণ বর্ণ এবং অল্পপ্রাণ বর্ণের স্থানে মহাপ্রাণ বর্ণের ব্যবহার দেখিতে পাই ; যথা,—সভার (সবার), নিধান (নিদান), অভিষেখ, বিভা (বিবাহ), কথো, গাখি, নিবেদিল, উদ্ধেস, কান্দ (স্কন্ধ), স্বপ্তন, গৃহস্থে, স্থাপন ইত্যাদি। যুক্তাক্ষর শব্দে সমীকরণের রীতি খুব দেখা যায় ; যথা,—আচম্বিত, জাম্বুবতী, সম্বর, মদ্ধে, চিহ্ন, সম্বিত ইত্যাদি। বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণও মাঝে মাঝে পাওয়া যায় ; প্রীতি অর্থে 'পিরিতি' কথাটির ব্যবহার স্থানে স্থানে পাওয়া যায় (দ্র° ১১০, ৪০১৯ পদ)। কতকগুলি শব্দকে অযথা রেফাক্রান্ত করিয়া তাহার ভিতরে একটা পাণ্ডিত্যপ্রকাশের চেষ্টা মধ্য বাঙলার একটা বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়েও এই রীতিটি খুব প্রচলিত। যথা,—অর্দ্ম, সর্জ্জ, রার্ধা, মূর্ত্ত্যু, কুর্দ্ধ, চির্ত্র, মির্ষ্টান্ন, লর্জ্জা, বৃর্দ্ধ, কর্জ্জল ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে আর একটি লক্ষণীয় উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য এই যে প্রায় সর্বত্রই 'চ্ছ'কে 'ৎস' এবং 'ৎস'কে 'চ্ছ' লেখা হইয়াছে ; যথা,—পুৎস, আৎসাদিল, ইৎসা, আৎসাদন, ভর্চ্ছন ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে শব্দরূপ-গঠনেরও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে'-র ব্যবহার অতি অল্প, শুধু আমা, তোমা, তাহা প্রভৃতি সর্বনামের সঙ্গেই ইহার কদাচিৎ ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু গমনার্থক ধাতুর সংযোগে অনেক স্থানেই 'কে' বিভক্তির ব্যবহার আছে। গমনার্থক ধাতু সংস্কৃতে সকর্মক, কিন্তু বাঙলায় সাধারণত ইহাকে অকর্মক ধরিয়া ইহার কর্মপদে সপ্তমী বিভক্তি ব্যবহার করা হয়; এই গমনার্থক ধাতুর কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তির যোগ রাঢ়ের ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য; যথা,—

> সূর্য্য গ্রহণে প্রভাসকে করিল গমন ॥ (৯০)
> রথে চড়ি গোকুলকে করহ গমন ॥ (১৬৬৮)
> ভারাবতারণে কৃষ্ণ পৃথুবিকে গেল ॥ (৫১১০)

গমনার্থক ধাতুর যোগে 'কে' বিভক্তির ন্যায় 'রে' বিভক্তির প্রয়োগও প্রচলিত ছিল; যথা—

> প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ গোঠেরে চলিল ॥ (৭৪৪)
> ধিরে ধিরে গোবিন্দাই তথারে জাইয়া ॥ (৭৭৭)
> পৃথুবির বচনে ব্রহ্মা খিরদেরে গিয়া। (১৯১৫)

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় একস্থানে* বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের এক স্থলে '-কের' প্রত্যয়াস্ত সম্বন্ধপদের প্রয়োগ আছে; যথা,—'দেখিয়া রাম দামোদর বৎসকের সঙ্গে'। কিন্তু 'বৎস' অর্থে 'বৎসক' কথাটি বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে; এখানে 'ক' বিভক্তিটি বোধ হয় স্বার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং তাহার সহিত '-এর' বিভক্তি যোগ করিয়া বোধ হয় 'বৎসকের' পদটি সম্পন্ন হইয়াছে।

কারক-বিভক্তি ব্যতীত অনুসর্গ-পদ (post-position) যোগে পদগঠনের রীতিও শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে বহু দেখিতে পাই; যথা,—তোর সম, বিনি বাএ, বিনি বুষ্টে, তোমা বিনু, ইহা বই, ইত্যাদি।

ধাতুরূপ-গঠনের ভিতরে তদ্ভব ক্রিয়াপদের সহিত তৎসম ক্রিয়াপদও পাওয়া যায়; যথা,—'অষ্টালিকা সহ দেখি সুখে নিবসন্তি' (২৪২৪)। সাধারণত ক্রিয়াপদে বচনভেদ মানা হয় নাই। কিন্তু '-এন' যোগে কিছু কিছু এবং 'অস্তি' যোগে বহু ক্রিয়াপদ দেখা যায়। ইহারা সকল ক্ষেত্রেই যে বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নহে, অনেকস্থলে একবচনেও ইহাদের ব্যবহার দেখা যায়; তবে সেখানে একটি প্রচ্ছন্ন সম্মান-বোধ রহিয়াছে; যথা,—

> তখন আইলেন কৃষ্ণ ছাওালের সঙ্গে। (১২২৪)
> আসিএন উগ্রসেন জুদ্ধ করিবারে ॥ (৩২৬৯)
> পারিসদগন স্তুতি করন্তি বিস্তর। (১৮১)

---

* সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮ সন, ৩য় সংখ্যা।

চতুর্দ্দশে নরসিংহ অদ্ভুত সরির।
হিরণ্যকসিপু মারি পিয়ন্তি রুধির॥ (২৯)

এইরূপ 'কহন্তি', 'ছাড়ন্তি,' 'পুজন্তি,' 'চাহন্তি' প্রভৃতি বহু ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়।

মধ্যম পুরুষে '-সি,' '-ইসি' প্রভৃতি বিভক্তি দেখিতে পাই; যথা,—

কোথা জাসি কোথা জাসি করি উচ্চস্বরে। (৮৩৮)
পড়িলিসি মোর হাতে নিকট মরণ। (২৩১৫) ইত্যাদি।

উত্তমপুরুষে '-অহো,' '-অহৌ,' '-ওহ,' '-উহ,' '-ওঁ,' '-ও,' '-অহুঁ,' '-ই' প্রভৃতি বিভক্তি গুলির ব্যবহার পাই; যথা,—

প্রনমহো নারাঅন অনাদি নিধন। (১)
সুনহ প্রলম্ব ভাই বলঙৌ তোমারে। (৭১১)
জোড় হাতে বলোঁ লোক সুন মহাসুখে। (৫০৪৩)
বর দেহ মহাদেবি পড়হুঁ চরনে॥ (২০৮৭) ইত্যাদি।

অতীতকালের ক্রিয়ারূপের ভিতরে বিশেষ লক্ষণীয় '-ই' যোগে ক্রিয়াপদ গঠন; যথা,—

প্রথমেত ব্রহ্মা হৈলা দেব শ্রীহরি।
দ্বিতিএ বরাহরূপে পৃথুবি উদ্ধারি॥ (১৯)
স্তনপান করিয়া হরি পুতনারে মারি॥ (৪৪)

দেখা যাইতেছে অতীতকালে স্বার্থে প্রযুক্ত 'ল' প্রত্যয়ের ব্যবহার তখন পর্য্যন্তও বাঙলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 'ল'-যুক্ত পদের পাশাপাশিই এই 'ই'-কারান্ত ক্রিয়াপদ পাইতেছি।

মাঝে মাঝে '-এন্ত' যোগে প্রত্যয় বিশেষণ (Participial adjective) দেখা যায়; যথা,—'জিয়ন্ত' (১৬৮৪), 'অলন্ত' (৩০৯৬), 'কুড়ন্তি,' 'গচ্ছন্তি' (২৯৩)। বৈদিক '-ত, -ইত' প্রত্যয়ান্ত শব্দ হইতে '-অ, -ইঅ' প্রভৃতির সহিত 'ল' যোগে যে অতীত কালের ক্রিয়াপদ গঠিত হয় উহা মূলত বিশেষণ বলিয়া প্রাচীন ও মধ্য বাঙলায় অনেক স্থানে বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়েও এ-জাতীয় ব্যবহার দুই এক স্থানে পাওয়া যায়। যথা,—

মরিল সরিরে জেন আইল পরানি। (৬৮৬)

বৈদিক কর্মবাচ্যের বিভক্তিজাত 'অএ' যোগে কর্মবাচ্যের ক্রিয়াপদ স্থানে স্থানে পাওয়া যায়; যথা,—

কৃষ্ণের চরিত্র কিছু করিয়ে (< ক্রিয়তে) রচন॥ (৫)
একবার নাম জদি লইএ তোমার। (৭৫০)

তবে বিশ্লেষণাত্মক কর্মবাচ্যের প্রয়োগও দেখা যায়; যথা—

দৈব নিবন্ধ না জায় খণ্ডন। (১৫৮)

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে 'চিয়াইয়া' (২৪৭), 'কোদালে' (১৩৩৫), 'মুকাইয়া' (১৮৭০, ১৮৭৬), প্রভৃতি নামধাতুর ব্যবহার পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ভ্রমণার্থে √বুল, প্রত্যাবর্তন অর্থে √নেউট (< সং নি+ √বৃত), অবতরণ অর্থে √উল (< ভু° প্রাকৃত √অল্লট্ট), √পেল (ফেলা অর্থে) প্রভৃতির বহু ব্যবহার পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে ব্যবহৃত শব্দগুলির ভিতরে তদ্ভব শব্দেরই আধিক্য দেখা যায়। মোটের উপরে শতকরা ৫১'৭ ভাগ শব্দ তদ্ভব, ৪৬'২ ভাগ তৎসম এবং ২'১ ভাগ অর্ধতৎসম শব্দ। ইহা ব্যতীত সামীপ্যার্থে ফার্সী 'বরাবর' কথাটির ব্যবহার একাধিক স্থলে দৃষ্ট হয় (১২১ পদ দ্র°)। (ঘ) পুথিতে ফার্সী 'কামান' শব্দটিও পাইতেছি (পৃষ্ঠা ৮২)। √এড়, √নড়, √মুড়, √পেল প্রভৃতি দেশী এবং প্রাকৃতিক ধাতুর ব্যবহারও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

ছন্দের দিক্ হইতে দেখিতে পাই, সমস্ত কাব্যখানি পয়ার এবং ত্রিপদীতে রচিত ; ইহার ভিতরে পয়ারের ভাগই বেশী। ত্রিপদীর ভিতরে $\frac{৮+৮}{১০}$ এই মাত্রার দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দই শুধু দেখিতে পাওয়া যায়। পয়ারে সর্বত্র চতুর্দশ অক্ষর রক্ষিত হয় নাই ; যথা,—

নারিল সহিতে রন ভঙ্গ দিল সুরপতি। = ১৬
না পাইল কুণ্ডল বড় হইল আথেব্যাতি ॥ = ১৬ (২৬৭৩)
বিংসতি সহস্র কন্যা বিভা করিতে একুবারে = ১৭
সোল সহস্র একসত আনিল নিজঘরে ॥ = ১৬ (২৬৮০)
সবংসে মুর মারি দেব গদাধর। = ১৩
গরুড় সহিতে গেলা পুরির ভিতর। = ১৪ (২৭০৫)
জেবা বোল বইল তুমি রাজাকে ভয় করি। = ১৬
সংগ্রাম পাইলে জুদ্ধ সহিবারে নারি ॥ = ১৪ (২৮৯৩)

অক্ষর সম্বন্ধে এই অনিয়মের কারণ বোধ হয় এই যে, এই কাব্যগুলি সুর-সংযোগে গীত হইত। আদর্শ পুথির ভিতরে প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে ললিত, শ্রী, ধানসি (ধানশ্রী), পঠমঞ্জরী, বসন্ত, কল্যাণ, মল্লার, গৌরী, সুহই, রামক্রীড়া, সিন্ধুড়া, তুড়ি, ভাটিয়ালি, কামোদ, কেদার, গান্ধারী, মহাবাড়াড়ি, পাহিড়া, ভৈরবী, বেলওয়ারী, সারেঙ্গ, গুজ্জরী প্রভৃতি বহু রাগরাগিণীর উল্লেখ রহিয়াছে।

মূলের সহিত প্রাসঙ্গিক ও আক্ষরিক তুলনা

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ও শ্রীমদ্ভাগবত—তুলনা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নহে। অনুবাদ হইলে কবির মৌলিকতার পরিচয়-প্রদানের অবসর অল্পই ঘটিত। অনুবাদ হিসাবে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শ্রীকৃষ্ণ-

বিজয় অপেক্ষা নির্ভরযোগ্য; কিন্তু কবি হিসাবে মালাধরই শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার অধিকারী। মালাধর কাব্যরস পরিবেশন করিয়া ভাগবতকে জনপ্রিয় করিতে প্রয়াসী ছিলেন, এজন্য তিনি ভাগবতের অনেকাংশ ইচ্ছামত বাদ দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ লীলার মূল ঘটনাগুলি প্রায় সমস্তই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। কোথায় তিনি মূলের আনুগত্য করিয়াছেন, কোথায় বা বাদ দিয়াছেন, কোথায় বা ভাগবতের উপরেও রঙ ফলাইয়াছেন তাহা না জানিলে মালাধরের কাব্যের প্রকৃত মূল্য আমরা দিতে পারিব না। এই জন্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত নিম্নে একটি তুলনামূলক আলোচনা সংযোজিত হইল :

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
১৮-৪০ 'সর্বলীলা'—	[দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুর অবতার-বর্ণনা ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে আছে। কিন্তু মালাধর ৮ম অবতার 'জড় ভরত' বলিয়াছেন। ভাগবতে দ্বাদশ অবতারের নাম অগ্নীধ্র ঋষির পুত্র নাভির ঔরসজাত ও মেরুদেবীর গর্ভসম্ভূত ঋষভ। ভরত এই ঋষভের পুত্র বটে।]*
৩৬ দ্বাবিংসে কল্কিরূপে ম্লেচ্ছের নিধন—	জয়দেবে আছে : ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ কেশব ধৃত-কল্কি-শরীর জয় জগদীশ হরে। ভাগবতে কিন্তু অন্যরূপ।]

* সাধারণতঃ ধারণা আছে যে অবতার দশটি। কিন্তু ভাগবতে বলিতেছেন :

অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

হে দ্বিজগণ, সত্ত্বনিধি হরির অবতার অসংখ্য। যেমন ক্ষয়রহিত জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র সরসী উদ্ভূত হয়, সেইরূপ অব্যয় অক্ষয় ভগবান্ হইতে নানা অবতার হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়ে ২৩টি অবতারের কথা আছে। একাদশ স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ে ২১টি অবতারের উল্লেখ আছে (নরনারায়ণকে এক ধরিলে সংখ্যা হয় ২০)। বোপদেব 'মুক্তাফলে' অবতার-সংখ্যা ৪০; রূপগোস্বামী ৪১ অবতারের কথা বলিয়াছেন। ইঁহারা কেহই ভরতকে অবতার মধ্যে গণনা করেন নাই। ভক্তমালেও অবতার-গণনায় ভরতের নাম নাই। ভক্তমালে অবতার-সংখ্যা ২৪। ভরত রাজর্ষি ঋষভের পুত্র হইলেও তিনি ভগবৎ-কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভরতের বিচিত্র চরিত্র পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মর্ষি ভরত ব্রহ্মজ্ঞান সমাধি লাভ করিয়া মূকবধির ভাবে কালযাপন করিতেন। তিনি সিন্ধুদেশস্থ রহূগণ নরপতিকে আত্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৩৭ কৃষ্ণরূপে পূর্ণ প্রভু—	এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—১।৩।২৮
৪১-১০১ সমস্ত লীলার সূচী। [ভাগবতের শেষে এইরূপ একটি সূচী আছে।]	
পৃষ্ঠা ২১—কংশাদি মহাসুরে ইত্যাদি	১০।১।১৪-১৮
১১২ তবে রাজা কংসাসুর ১০।১।২১ কংস রথের অশ্বের রশ্মি গ্রহণ করিয়াছিলেন।	
১১৩ দৈববাণী—	১০।৪।৮
১২২ কংস কর্তৃক বসুদেবের অন্য পুত্র ত্যাগ—	১০।১।৪৩
১৬০-৬১ দেবকীর অষ্টম গর্ভ ও দেবগণের স্তব—	১০।২।১৯-৩৬
১৬৯-৭২ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম—	১০।৩
১৮০ দক্ষিণে লক্ষ্মী শোভে বামে সরস্বতী—	[ভাঃ নাই।]
১৮৯-৯২ পূর্ব জন্মে বসুদেব দেবকীর তপস্যা—	১০।৩।৩০-৩২
১৯০ দেবমানে দ্বাদশ সহস্র বৎসর—	দিব্যবর্ষসহস্রাণি দ্বাদশেয়ুর্মদাত্মনোঃ। ৩০
১৯২ না মাগিলে মুক্তিপদ আমার মায়ায়	ন বব্রাথেঽপবর্গং মে মোহিতৌ মম মায়য়া। ১০।৩২
১৯৩ গ্রাম্য বিষএ জন্ম লইলাঙ আমি—	অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়াবনপত্যৌ চ দম্পতী। ১০।৩২
১৯৪ তুমি সুত প্রজাপতি—	সুতপা প্রজাপতি—২৮
২০৮ যমুনা কল্লোল দেখি পাইল তরাস—	গম্ভীর তোয়ৌঘজবোর্মি ফেনিলা। ৪০
২০৯	[ভাঃ শৃগালীর কথা নাই।]
৪১ পৃঃ পাদটীকা—কোলে কৃষ্ণচন্দ্র জলেতে পড়িলা	[ভাঃ নাই।]
২১৮ ছয়পুত্র চাঁদের সমান—	পাবকোপমাঃ ১০।৪।৩
২১৯-২৯ যোগমায়ার জন্ম	১০।৩।৪১ [দ্র° ভাগবতে এখানে গোকুলের নাম নাই।]
২৪৮ নন্দোৎসব কুড়ি সহস্র গাবি দিল—	ধেনূনাং নিযুতে প্রাদাৎ। ১০ *

* তুলনীয় : রঘুনাথ ভাগবতাচার্য—দশ লক্ষ গাভী

মাধবাচার্য—দুই নিযুত ধেনু দ্বিজে দিলা হরষিতে।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
২৫৮-৭১ পুতনা-বধ	১০,৬
২৫৯ করিয়া মোহন বেশ পরম সুন্দরি	শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবাগতাং পতিং। ৫ গোপীরা মনে করিয়াছিলেন যে পতিকে দেখিবার জন্য লক্ষ্মী আসিয়াছেন।
২৭০ প্রাণ সহিতে স্তন পিএ নন্দের কুমার মূর্ত্তি ধরে আপনার	গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎপ্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ। ৯ প্রসার্য্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা ১০।৬।১২
২৭৯ লাঙ্গলের ইস	ঈশামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যং। ১৪
গিরিসম স্কন্ধ নাসিকা	গিরিকন্দর নাসিকং। ঐ
২৮০ গণ্ড শৈল দুই স্তন	গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং। ঐ
অন্ধকূপ দুই আঁখি	অন্ধকূপগভীরাক্ষং। ১৫
২৮১ বড় বড় দিঘির পাড়	পুলিনারোহভীষণং। ১৫
২৮৩ গাএর গন্ধ...অগোর	ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ। ২৫
২৮৪ গোসাঞির...মাতৃপদগতি	অবাপ জননীগতিং। ২৭
২৯০ রক্ষা বান্ধে...গঙ্গাজলে	রক্ষাং চ চক্রুঃ শকৃতা দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ। ১৭
দুই পদ দুই উরু	দুই পদ—অজ, দুই উরু—যজ্ঞ, কটিতট—অচ্যুত। ১৯
২৯১ উদর রাখুন দেব হঁসে কণ্ঠে সূর্য—বিষ্ণু ভুজে	হৃদয়ং ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং (ইন—সূর্য) বিষ্ণুর্ভুজং
২৯৩-৯৮ শকট ভঞ্জন	১০।৭।৭ { ভাঃ বালকেরা বলিল রুদতানেন পাদেন ক্ষিপ্তমেতৎ ন সংশয়ঃ। কিন্তু —ন তে শ্রদ্দধিরে গোপা বালভাষিতমিত্যুত॥

[মালাধর এখানে সুন্দর বাৎসল্য-রসের অবতারণা করিয়াছেন :

সিশুর বচন সুনি জসোদা নন্দের রাণি মিথ্যা না ছুসিয় পুত্রখানি।]

৩০২ তৃণাবর্তের বায়ুরূপে গোকুল আক্রমণ	বাত্যারূপধরো ৭।২৩
৩০৬ সংসারের ভার হৈল সকল সরিরে	জগতাম্ ভারেণ পীড়িতা (শ্রীধরস্বামী)

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবে মাধবাচার্য লিখিয়াছেন :

বাজায় বিবিধ বাদ্য রাধা চন্দ্রাবলী আদি কোকিল জিনিয়া যার গানে।

(তাহা হইলে মাধবাচার্যের মতে শ্রীরাধা কৃষ্ণ হইতে বয়োজ্যেষ্ঠা ?)

সুরদাস বিস্তৃতভাবে নন্দোৎসব বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৩১২ মরিয়া জিল পুত্র মোর আবার সুন্দরে	নিবৃত্তিংগমিতোঽত্যগাৎ পুনঃ ৭।২৭ নিবৃত্তিংগমিতঃ মৃত্যুংপ্রাপিতঃ (শ্রীধরস্বামী)। ১৮
৩১৪ ধর্ম্মহিংসা...অসুরে	১০।৭।২৭
৩১৬ ১৭ কৃষ্ণবদনে বিশ্ব নিরীক্ষণ	১০।৭।৩০
৩১৮ কি দেখিল কি দেখিল	[ভাঃ নাই ।]
৩২০-২৬ গর্গমুনি-বসুদেব-সংলাপ	১০।৮।১
৩২৪ দৈবকী অষ্টম গর্ভে কভু কন্যা নহে —	দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রীভবিতুমর্হতি। ৮।৬
৩৩২ কৃষ্ণ বলরামের নাম করণ	১০।৮।৯
৩৩৩ বলে অধিক নাম	বলাধিক্যাদ্ বলং বিদুঃ ৮।৭
৩৩৪ রামগুণ দেখি	রময়ন্ সুহৃদোগুণৈঃ। ঐ
গর্ভ সঙ্কর্ষণ নাম —	গর্ভসঙ্কর্ষণস্তু ন প্রকাশয়তি (শ্রীধর স্বামী)
৩৩৬ আর অনেক নাম ..সংসার	বহূনি সন্তি নামানি ৮।১১
৩৩৭ ইহা হৈতে...গোঙাল	অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ৮।১২
৩৪১-৪৩ মৃত্তিকা ভক্ষণ	১০।৮।২৫-২৭
৩৪৫ মুখবিবরে বিশ্বদর্শন	১০।৮।২৮-৩০
৩৪৮ কিবা দেখি কোথা আছি	কিংস্বপ্ন এতদুত দেবমায়া। ৩০

[ইহার পরে কৃষ্ণের বালচরিত্র যাহা ভাগবতে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে নাই]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৩৫৮-৫৯ দধিভাণ্ড ভঞ্জন	১০।৯।৩
৩৬৩ শিকা হইতে নবনীত চুরি	১০।৯।৬
৩৭১ উদূখল বন্ধন	১০।৯।১০
৩৭৪ অঙ্গুলি...আঁটে	তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্‌যদা দত্তবন্ধনং। ১৩
৩৭৫ সদয়...বন্ধন মানিল	কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে। ১৩
৩৭৮ যমলার্জুন ভঙ্গ	৯ম ও ১০ম অধ্যায়
৩৮১ নলকুবের মুনিগ্রিব	নলকূবর মণিগ্রীব। ১৯
৩৮২ স্ত্রিগণ লইয়া সেই যমুনার জলে	গঙ্গায়াম্। ১০।১০।২
৩৮৮ হিত উপদেশ সাপ...	তয়োরনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যন্নিদং জগৌ। ১০।৫
৩৯০ সত্তেক বৎসর...	লব্ধ্বা দিব্যশরচ্ছতে। ১৯
৩৯৪ আড় হৈয়া...	তির্যগ্‌গতমুলূখলং ২২
৩৯৬ নির্ঘাত শব্দ	নির্ঘাতভয়শঙ্কিতাঃ ১০।১১।১ 'নির্ঘাতো বজ্রপাতঃ' (শ্রীধরস্বামী)

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৪০১ ভাল হৈল ইত্যাদি	ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ ১০।১০ ৩২
৪০২-৪ বলিব তোমার গুণ সেই হউক বাণী ইত্যাদি	বাণীগুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তবপাদয়োর্নঃ। স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস জগৎপ্রণামে দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাং ॥ ৩৩
৪০৭ আমা দরশনে	দর্শনান্ন ভবেদ্বন্ধঃ ৩৬
৪১৪ তোমার পুত্র (এই পংক্তিটি ৪১৩ হইবে, ইহার পর ৪১৫ পংক্তি ৪১৪র পূর্বে যাইবে এবং ৪১৪ কলি ৪১৫ হইবে।)	বালা উচুরনেনেতি ১১।৪
৪১৬ ইহার পূর্বে দুই এক কলি বোধ হয় পড়িয়া গিয়াছে।	
৪১৬ ফল ভক্ষণ লীলা	১০।১১।৯
৪১৮ নানা রত্ন হৈল	ফলৈরপূরয়দ্রত্নৈঃ ১১।৯
৪২৫ আইলে বিহানে	প্রাতরেব কৃতাহারঃ ৯
৪২৬ তোমার উপেক্ষা	প্রতীক্ষতে ত্বাং দাশার্হ ভোক্ষ্যমাণো ব্রজাধিপঃ ৯
৪২৭ আর ছাওাল সব	বয়স্যাংস্তে মাতৃমৃষ্টস্বলঙ্কৃতান্ ৯
৪৩০ গোকুল ত্যাগের পরামর্শ	১০।১১।১০
৪৩৮ জমুনার কূলে	বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ ১৮
৪৪১ রাখন্তি বাছুর	চারয়ামাসতুর্বৎসান্ ২০
৪৪৫ বৎসাসুর বধ লীলা	১০।১১।২২
৪৪৫ বাছুররূপে সান্তাইল	তং বৎসরূপিনং বীক্ষ্য বৎসযূথগতং হরিঃ ২৩
৪৪৬ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইল	দর্শয়ন্ বলদেবায় ২৩
৪৪৯ পাছুকার দুই পা	গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহলাঙ্গুলমচ্যুতঃ ২৪
৪৫০ গাছে ঠেকী প্রান দিল	ভ্রাময়িত্বা কপিথাগ্রে প্রাহিণোদ্গতজীবিতং ২৪
৪৫৩ পুষ্পবরিসনে	দেবাশ্চ পরিসন্তুষ্টা ববৃষুঃ পুষ্পসন্ততিং ২৪
৪৫৬ বকাসুর-বধ লীলা	১০।১১।২৬
৪৬১ আচম্বিতে...গিলে নারায়ণে	কৃষ্ণং অগ্রসদ্ বলী ২৬
৪৬৫ পুনরপি	হন্তুং পুনরভ্যপদ্যত ২৭

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৪৭০ উভে চির	দদার লীলয়া বীরপবৎ ২৮
৪৭১ গোবিন্দ উপরে	সমাকিরন্ নন্দনমল্লিকাদিভিঃ ২৯
৪৭৮ অঘাসুর-বধ লীলা	১০।১২।১২
৪৭৯ তোমার ভগিনি	স বকীবকানুজঃ ১৩
৪৮৫ অজগররূপ	ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্বপুঃ ১৫
৪৯২ একথানি উষ্ঠ...গগনমণ্ডলে	ধরাধরৌষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো ১৬
৪৯৪ দারুন ঝড়	পকষানিলশ্বাসদবেক্ষণোষ্ণঃ ১৬
৪৯৩-৯৪ রাঙ্গামুখ	সত্যমর্ককরারক্তমুত্তরাহনুবদ্ঘনং ১৯
৪৯৫ সভে সান্ধাইল	তাবৎ প্রবিষ্টাস্ত্বসুরোদরান্তরং পরং ন গীর্ণাঃ শিশবঃ সবৎসাঃ ২৫
৪৯৬ কৃষ্ণ নাহি সান্তাএ	শ্রীকৃষ্ণস্য প্রবেশং প্রতীক্ষমাণেন (শ্রীধর স্বামী)
৪৯৯ আকাসে থাকি	তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ ২৮
৫০২-৩ মাথা কুটি	মূর্দ্ধন্ বিনির্ভিদ্য বিনির্গতো বহিঃ ৩০
৫০৫ ইশ্বরে প্রেবেস	মহজ্জ্যোতিঃ···বিবেশ তস্মিন্ ৩২
৫০৭ ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্ষয় করি	অঘোঽপি যৎস্পর্শনধূতপাতকঃ ৩৭
৫১১ পুলিন ভোজন লীলা	১০।১৩।২
৫১১ সিকা মুকাইয়া	মুক্তা শিক্যানি বুভুজুঃ ৫
৫১২ পানি পিয়া	বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্ত শনৈস্তৃণং। ৪
৫১৪ কেহো হাতে	কেচিৎ পুষ্পৈর্দলৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ শিগ্‌ভিস্ত্বগ্‌ভির্দৃষদ্ভিশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ। ৭
৫১৬ ব্রহ্মমোহন লীলা	১০।১৩
৫১৭ একুবারে ব্রহ্মা	নীত্বান্যত্র। ১২
৫১৯ ভাত না এড়িহ কেহ	মিত্রাণ্যাশান্মা বিরমতেহাস্তেতো বৎসকানহং ১০
৫২৩ জত বৎস জত সিসু	উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ১৫
৫২৪-২৫ জে মত আকৃতি জার	যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পক বপুঃ ১৬
৫৩৬ তবে সব চতুর্ভুজ	চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ ৪২
৫৩৭ আপন হেন ব্রহ্মা	আত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈঃ ৪৬ আত্মা ব্রহ্মা তদাদি (শ্রীধর স্বামী)
৫৪০ চারি মুকুট লোটাএ পাত্র	স্পৃষ্ট্বা চতুর্মুকুটকোটিভিঃ ৫৭
৫৪৩-৪৪ অজ করি নাম	১০।১৪।১৩
৫৪৯ অবস্ত থাকএ পুত্র	উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য ১৪।১২

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৫৫৫ দণ্ড দুই তিন	ক্ষণার্দ্ধং মেনিরে ।৪১
৫৭৬ তাল ভক্ষণ লীলা	১০।১৫।১৮
৫৮১ দুই পাএ লাথি মারি	খাভ্যাং পদ্‌ভ্যাং বলং বলী ১৫।২১
৫৮৯-৬৮০ কালিয় দমন	১০।১৫-১৬
৫৮৯ বলাই এড়িয়া	যযৌ রামমৃতে ১৫।২৯
৫৯৩ অমৃত দৃষ্টি দিয়া	ঈক্ষয়ামৃতবর্ষিণ্যা স্বনাথান্ সমজীবয়ৎ ১৫।২৯
৫৯৯ দৃঢ় পরিকর বান্ধি	গাঢ়রসনো ১৬।৬
৬০৯ কৃষ্ণের মর্ম্মস্থানে	সংদশ্য মর্ম্মসু রুষা ভুজগশ্চছাদ ১৬।৯
৬১৬-৭ নির্ঘাত সব্দ	অথব্রজে মহোৎপাতাঃ ।১১
৬৩৩ নাহি কান্দে বলমত্ত	প্রহস্য…প্রভাবজ্ঞোঽনুজস্য ।১৫
৬৩৭ বিশম্ভর মূর্ত্তি হএ	কৃষ্ণস্য গর্ভজগতোঽতিভরাবসন্নং ।২৭
৬৪২ খলরূপ করি	বয়ংখলাঃ সহোৎপত্ত্যা ।৪৯
৬৪৫ কতকত জন্ম লক্ষ্মি	যদাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা চরত্তপো বিহায়… সুচিরং ধৃতব্রতা । ৩২
৬৫৪-৭২ কালিয়ের পূর্ববৃত্তান্ত	১০।১৭।১-৯
৬৭৪ আমার পদচিহ্ন	নাত্মাস্মৎপাদলাঞ্ছিতং । ১০।১৬।৫৬
৬৭৬ নানা উপহার	দিব্যাম্বর স্রঙ্‌মণিভিঃ ১৬।৫৬
৬৮০ সর্পে হৈতে	কীর্ত্তয়ন্ ভয়োঃ সন্ধ্যো র্ন যুষ্মদ্ ভয়মাপ্নুয়াৎ । ১৬।৫৪
৬৯১-৯৮ দাবাগ্নি ভক্ষণ লীলা	১০।১৭।১৫
৬৯১ সুতিয়া রহিল	কালিন্দ্যা উপকূলতঃ ।১০।১৭।১৫
৬৯৮ বিশ্বরূপ হৈয়া	
৭০২-৩০ প্রলম্বাসুর বধ	১০।১৮
৭১০ বড় খরা	গ্রীষ্মো নামর্ত্তুঃ ১৮।২
৭১৫ ঘুচিল নিদাঘতাপ	স চ বৃন্দাবন গুণৈর্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ ১৮।২
৭১৭ অসুরের মায়া	তদ্বিদানপি দাশার্হঃ ১৮।১১
৭১৮ ভাণ্ডিরকে যাই	ভাণ্ডীরকং নাম বটং ১৮।১৪
৭১৯ বহিয়া ভাণ্ডিরে	যত্রারোহন্তি জেতারো ১৮।১৩
৭২৫ মথুরায়	সঙ্কর্ষণস্থ স্কন্ধেন শীঘ্রমুৎক্ষিপ্য দানবঃ। নভস্থৌ প্রজগামৈব (বিষ্ণুপুরাণ)
৭২৭ মুথটির ঘায়	শিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা ১৮।১৮

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৭৩৯ অরণ্যাগ্নি হইতে রক্ষণ	১০।১৯।১
৭৪৬ বর্ষার বর্ণনা	১০।২০।২
বৈষ্ণব জন যেন	অবিভ্রন্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া ২০।১১
৭৪৭ গিরিস্নিগ্ধ হৈল	গিরয়ো বর্ষধারাভিঃ ।১৩
৭৪৮ দুই দিগে	মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাঃ ।১৪
৭৪৯ মেঘের সঙ্গে	নৈর্ঘংন চক্রুঃ কামিন্তঃ ।১৫
৭৫০ ময়ূর নৃত্য করে	মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টা প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ ।১৮
বৈষ্ণব জন	অচ্যুতজনাগমে ।১৮
৭৫১ নানাবরণ ধরে	আসন্নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ ।১৯
৭৫৩-৫৮ শরৎ বর্ণন	১০।২০।২৫
৭৫৪ হরি সেবি	ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি বাভ্রা ঘহ্বাথ,পঙ্কযানিলা। ২৫ (অপকষঃ শাস্তঃ—শ্রীধর স্বামী)
৭৫৫ কুটুম্ব সেবনে	যথায়ুরন্বহং ক্ষযং নরা মূঢ়াঃ কুটুম্বিনঃ ।৩০
৭৫৬ সেতু বান্ধে	কর্ষকা দৃঢ়সেতুভিঃ ।৩৪
৭৫৮ বৃন্দাবনে বাঁসি বাএ	চুকুজ বেণুং ২১।২
৭৬০ মাথাএ ময়ূর পুৎস	বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং ২১।৫
৭৬৩ গোপীদের ব্রতানুষ্ঠান	১০।২২
৭৬৫ মৃত্তিকা পৃতিমা	কৃত্বা প্রতিকৃতিং...সৈকতীং ২২।১
৭৬৬ স্বামি করি	নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ। ২
৭৬৮ ৯৭ বস্ত্রহরণ	১০।২২।৬-১৯
৭৭৭ নহে বা গোহারি	নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবাম হে ।১১
৭৮৫ বিবস্ত্রে করহ	যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ।১৪
৮০২-৫২ যজ্ঞপত্নীস্থানে অন্ন ভিক্ষা	১০।২৩
৮১৫ না শুনিল	শৃণ্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ ।৬
৮১৯ বিপ্রের নারিগন	মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ ।১০
৮৩০ ভাই বন্ধু নিসেদিল	নিষিধ্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভি র্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ ।১৪
৮৫১ না ছাড়িব তোমারে	পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ ।২৫
৮৫৫ অভাগ্য করিয়া মানে	অস্মত্পান্ কৃতাগসঃ ।৩০
৮৫৬ স্ত্রির সমান বুদ্ধি	আত্মানঞ্চ তথাহীনম্ ।৩১
৮৫৮ কংস ভএ	কংসাদ্ভীতা ন চালয়ন্ ।৩৭
৮৬১-৯৯ ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ ও গোবর্দ্ধন পূজা	১০।২৪

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৮৬৭ কার পূজা কর	কিং ফলং কস্য বোদ্দেশঃ ২৪।২
৮৭০ বৃষ্টির কারণে	পর্জন্যো ভগবানিন্দ্রো ২৪।৮
৮৭৪ কোথাহ না শুনি	কিং মহেন্দ্রঃ করিষ্যতি ২৪ ২২
৮৭৫ বিধাতা লেখিল কর্ম্ম	কর্মণা জায়তে জন্তুঃ ২৪।১২
৮৮০ আমার সহায়	অদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ ২৪।২৪
৮৯০ আর এক মুর্ত্তি হৈয়া	কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং ২৪।৩১
৮৯২ সকল ভুঞ্জিল	শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরি বলিমাদদ্ বৃহদ্বপুঃ ২৪।৩১
৯০০-৪২ ইন্দ্রের কোপ ও গোবর্দ্ধন ধারণ	১০।২৫
৯২২ হের মরে গাবি	গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্ত্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ ।১১
৯৩০ ছত্র হেন পর্ব্বত	ছত্রাকমিব বালকঃ ।১৯
৯৩৪ পর্বত পড়িব গাএ	ন ত্রাস ইহ বঃ কার্যঃ ।২০
৯৩৭ সাতদিন সিলাবৃষ্টি	সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ ।২২
	ববৃষুর্জলশর্করাঃ ।২৫।৯
৯৩৯ মুসলধারা করি	স্থূণাস্থূলা বর্ষাধারা । ২৫।১০
৯৫২ সুরেশ্বর অভিমানে	সত্ত্বং মমৈশ্বর্যমদপ্লুতস্য । ৭
৯৫৫ ইন্দ্রদেবে অভিষেক	ঐরাবতকরোদ্ধুতৈশ্চাকাশগঙ্গায়াঃ ১০।২৭।২০-২১
সুরভির দুগ্ধ দিয়া	সুরভিঃপয়সাত্মনঃ ২০
৯৬১ নন্দ কর্ত্তৃক কৃষ্ণের ঐশ্বর্য বর্ণন	১০।২৬
৯৬৩-৭৮ বরুণালয় হইতে নন্দ মোক্ষণ	১০।২৮
৯৬৩ রাক্ষসী বেলাতে	অবজ্ঞায়াসুরীং বেলাং ১০।২৮।১
৯৯৬ গর্গমুনিবরে	ইত্যদ্ধা মাং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে ১০।২৬
৯৯৭-৯৯ কৃষ্ণের মহিমা	১০।২৬
১০২৫ রাসলীলা	১০।২৯
১০২৮ চন্দ্রের কিরণে	দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং । ২৯।৩
১০২৯ কাম অবতার করি	গীতং অনঙ্গবর্দ্ধনং ।৪
১০৩১-৩৭ কেহো স্বামির কোলে	১০।২৯.৫-৬
১০৩৮ গোবিন্দে দিয়া মতি	তদ্ভাবনাযুক্তা । ৮
১০৩৯ ঘুচিল বন্ধন	সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ । ১০

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
১০৪০ কৃষ্ণের সরিবে	সচ্চিদানন্দদেহপ্রাপ্তিরপি সুচিন্ত্যা (বৈষ্ণবতোষণী) ।১১
১০৫০ স্বামি ছাড়িয়া	ভর্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং ।২৩
১০৫৩ স্বামির সেবা	শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ ।২১
১০৫৪ এক্তেক বিপ্রিয় হেট মাথা	ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যঃ ।২৫ কৃত্বা মুখান্যব । ২৬ [অব—অবাঙ্কিকৃত্বা—শ্রীধর]
১০৫৬ পদাঙ্গুলি ভূমে লিখি	চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ ।২৬
১০৬৩ অধরামৃত দিয়া	সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ ।৩২
১০৭৪ শুনিয়া বংসির নাদ	কলপদায়ত-বেণুগীত ।৩৭
১০৮১ (পাদটীকায়) চন্দ্রবেড়িয়া তারাগণ	এণাঙ্ক ইবোডুভির্বৃতঃ ।৪০
১০৮৫ যত গোপি তত কৃষ্ণ	যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ১০।৩৩।৩
১০৮৬ সজল জলদ	তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ।৭
১০৮৭ নীলমণি...কনকের মাল	মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ৬ পরবর্তী কাব্য তুঃ কাঞ্চনমণিগণ জনু নিরমায়ল (গোবিন্দদাস)
১০৮৯ রাধার অঙ্গেতে	শ্রীরাধৈব সহ অন্তর্ধানং জ্ঞেয়ং (বৈষ্ণবতোষণী)
১০৯০ চিত্রলেখা সসিলেখা	ভাঃ নাই ।
১০৯১ —১১১৪ রাসক্রীড়া	৩৩।৩—২১ মালাধরের মৌলিক কবিত্ব লক্ষণীয় ।
১১১৫ ব্রহ্মরাত্র করি	ব্রহ্মরাত্রে উপাবৃত্তে ।৩৮
১১১৮ এক নারি লইয়া	অন্তর্ধান রাস ১০।২৯।৪৩
১১২১ মান উপজিল	১০।৩০।৩১
১১২২ কান্ধে করি লেহ	ঐ
১১২৬ অন্তর্ধ্যান হৈল	১০।৩০।৩২
১১৩৬ তুলসিরে দেখি	গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ১০।৩০ ৭
১১৩৮ সাপত্নিক ভাব	তুলনীয় : উত্তর না পাই সতিনিসম মানই (উদ্ধবদাস)
১১৪১ জাতিযূথি মালতিরে	মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে ।৩০ ৮
১১৫৫ একে একে জিজ্ঞাসিল	এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্ ।৩০।২১

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
১১৯৯ সত যুগ হেন	ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ।৩১
১২০২ কোথা আছ	চলসি যদ্ ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
১২০৩ পাএ পাছে বেথা	যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহংস্তনেষু ভীতাঃ ৩১।১৯
১২০৬ সদয় হৃদয়	ভাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ ৩২।২
১২০৭ মরিল সরিয়ে	প্রাণমিবাগতং ৩২।৩
	তু° মরণ শরীরে পরাণ পাইল (জ্ঞানদাস)
১২১২ কামে হত চিত্ত	ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ৩৩।২০
১২১৫ কাছে জেন আছে নারি	মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ৩৩।৩৭
১২১৭ হরে পরনারি	পরদারাভিমর্ষণং ১০।৩৩
১২১৯ ভালমন্দ পোড়ে অগ্নি	বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা ৩৩।২৯
১২২১ বিস হেন বিসম বস্ত···খাএ	যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষং ৩৩।৩০
১২৩০ আচম্বিতে মহাসর্প	যদৃচ্ছয়াগতো নন্দং শয়ানমুরগোঽগ্রসীৎ ৩৩।৪
১২৩৩ মাথায় লাথি	তমস্পৃশৎ পদাভ্যেত্য ভগবান্ ৩৪।৬
১২৩৬ অঙ্গিরা	ঋষীন্ বিরূপাঙ্গিরসঃ প্রাহসং রূপদর্পিতঃ ৩৪।১০
১২৪৫ শঙ্খচূড়...মায়া ধরি	শঙ্খচূড় ইতি খ্যাতো ধনদানুচরোঽভ্যগাৎ । ৩৪।১৭
১২৪৭ বলদেবে থুইয়া গেল	তস্থৌ রক্ষন্ স্ত্রিয়ো বলঃ ৩৪।২০
১২৫৪ অরিষ্টাসুর বধ	১০।৩৬।১
১২৭০ গর্ভিনি গাবি সভের	গর্ভাঃ স্রবন্তি স্ম ভয়েন বৈ ৩৬।৪
১২৭৬ ক্রোধে সিংহ	বিষাণেন জঘান সোঽপতৎ ৩৬।১২
১২৯৩ নিগড় দিয়া	লোহময়ৈঃ পাশৈর্ববন্ধ সহ ভার্যয়া ৩৬।১৭
১২৯৯ অক্রুরের হাতে ধরি	গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং ততোক্রূরমুবাচ হ ৩৬।২২
১৩০৩ কর লৈয়া লড়	সাত্ত্বোপায়নৈঃ ৩৬।২৪
১৩০৪ ধনুর্মখ জজ্ঞ	ধনুর্যাগ ৩৬।২১
১৩০৯ নিষ্কণ্টকে পৃথুবি ভুঞ্জিব	ভোক্ষ্যে মহীং ৩৬।২৬
১৩১০ কেশি বধ	১০।৩৭।১
১৩১৫ হাত শতেক অন্তরে	ধনুঃ শতান্তরে ৩৭।৪
১৩১৬ হাত পুরাইয়া দিল	বক্তে্র ভুজমুত্তরং স্ময়ন্ প্রবেশয়ামাস ।৩৭।৫
১৩১৭ সকল হারের বাউ	নিরুদ্ধ বায়ুশ্চরণাংশ্চ নিক্ষিপন্ ৩৭।৭
১৩২১ ফুটি কাকুড়ি...খান খান	তদ্দেহতঃ কর্কটিকা ফলোপমাৎ ।৮

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
১৩২৬ চোর রাজা খেড়ি	চৌরপালাপদেশতঃ ।২১
১৩২৯ দ্বার ঢাকিয়া	পিলয়া পিদধে দ্বারং ।২৪
১৩৩৭ পথর ঘুচায়া	গুহাপিধানং নির্ভিদ্য ।২৭
১৩৫০ অক্রুরের গোকুলে গমন	১০।৩৮
১৩৫৬ দিন অবসেসে	সূর্যশ্চাস্তগিরিং ।৩৮।২৩
১৩৫৮ কৃষ্ণের দুই পাএ ধরি	পপাত চরণোপান্তে ।৩১
১৩৫৯ প্রেমেতে পুলক তনু	পুলকাচিতাঙ্গ ।৩২
১৩৭১ ঘোষনাত দিল নন্দ	এবমাঘোষয়ৎ ক্ষত্রা নন্দগোপশ্চ ।৩৯।১১
১৩৭৪ অচেতন…গোপিগণ	বভুবুর্ব্যথিতা ভৃশং ।১২
১৩৮৬ অক্রুর বলিয়া নাম	ক্রূরস্ত্বমক্রূর সমাখ্যয়া ৩৯।১৮
১৩৯০ জলের ভিতর দেখি	তাবেব দদৃশেঽক্রূরঃ ৩৯।৩৭
১৩৯১-৯২ স্তুতি করে সব নাগলোকে	সিদ্ধৈর্ভুজঙ্গপতিভিরসুরৈর্নতকন্ধরৈঃ ৩৯।৩৮
সহস্র মস্তকে	সহস্রশিরসং দেবং সহস্রফণমৌলিনং ৩৯।৩৯
১৪০১ পদরেণু দিয়া শুদ্ধ	পুনীহি পাদরজসা ৪১।১০
১৪০২ তোমার পদসম্ভবা	আপস্তেঽঙ্ঘ্রি ৪১।১২
	[আপো গঙ্গাঙ্ঘিধানাঃ (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)]
১৪১১ রজকে দেখি	১০।৪১।২৮
১৪১৬ ঘাড় কাত্তা মারি	রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাহরৎ ৩৯।৩১
১৪১৯ নাগরিয়া…কুড়াইল	শেষাণ্যাদত্ত গোপেভ্যঃ ৩৯।৩২
১৪২৪ মালাকারে দেখি	সুদাম্নো ভবনং মালাকারস্য জগ্মতুঃ ৩৯।৩৫
১৪৩২ দেখিয়া কুবুজি নারি	১০।৪২।১
১৪৩৫ ত্রিবঙ্কা	ত্রিবক্রনাম্নী ৪২।৩
১৪৪৩ কুবুজ সর্জ্জ করে	ঋজ্বীং কর্ত্তুং মনশ্চক্রে ৪২।৬
১৪৪৯ ভাই বলাই দেখিল	কৃষ্ণো রামস্যপশ্যতঃ ৪২।৮
১৪৫১ পথিকের প্রাণ তুমি	নঃ পান্থানাং ত্বং পরায়ণং ৯
১৪৫২ বস্ত্র ছাড়ি দেহ	উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য ৪২।৮
১৪৫৪-৫৭ কংসপুরী বর্ণনা	১০।৪১।১৭-২০
১১৭পৃঃ পাদটীকা (রমণীগণের রাম কৃষ্ণ দর্শন)	১০।৪১।২১-২৭
১৪৮৪-৯৪ কুবলয়াপীড় বধ	১০।৪৩।১
১৪৮৮ হাত সত্তেক অন্তরে	ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিং ৪৩।৭
১৪৯২ বোলে চাকভাঙরি	বভ্রাম ভ্রাম্যমাণেন ৪৩।৮

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
১৪৯৫ দন্ত উপাড়িয়া নিল	দন্তমুৎপাট্যতেনেভং হস্তিপাংশ্চাহনদ্ধরিঃ ৪৩।১০
১৪৯৯-১৫০৪	মল্লানামশনির্ণৃণাং নরবরঃ ৪৩।১৪

[দ্রষ্টব্য—'নৃণাং নরবরঃ' মালাধরে নাই। অধার্মিক রাজাদের স্থলে মালাধর 'রাজা' বলিয়াছেন। 'গোপানাং স্বজনঃ'এর টীকায় পুত্রাদিরূপঃ' আছে, তাহারই অনুবাদ 'দেখে জেন সিসুগণ'। কোলের ছাওাল—স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। 'অবিদুষাং বিরাট্‌' অনুবাদে নাই। 'তত্বং পরং যোগিনাম্‌'—অনুবাদে নাথ-বৌদ্ধপ্রভাব লক্ষণীয়। বৃষ্ণীনাং পরদেবতা - পরা সর্বতঃ শ্রেষ্ঠা যা দেবতা (বৈষ্ণব তোষণী)—কুলের পৃদিপ উহার মর্মার্থ।]

১৫০৬-১১৪ পুরবাসী কর্তৃক কৃষ্ণের লীলানুস্মরণ	১০।৪৩।২১-২৫
১৫১৮ রাজার সন্তোষ প্রজা	করবাম প্রিয়ং রাজ্ঞঃ ৪৩।২৭
১৫২৪ আমি ছাওাল	বালা বয়ং তুল্যবলৈঃ ক্রীড়িষ্যামো ৪৩।২৮
১১২৬ সহস্র হস্তির হস্তি	লীলয়েভো হতো যেন সহস্রদ্বিপসত্ত্বভৃৎ ৪৩।১৯
১১২৭ তুমি যদি ছাওাল	ন বালো ন কিশোরস্ত্বং ৪৩ ২৯
১৫৩৫ রামকৃষ্ণ কোমল সরির	ক চাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ ৪৪।৭
১৫৩৯ না জানি পুত্রের বল	পুত্রয়োরবুধৌ বলং ৪৪।১৭
১৫৪০-৫০ চাণুর ও মুষ্টিকের সহিত মল্লযুদ্ধ	১০।৪৪।১৭-২২
১৫৫৪ সভা হৈতে বাহির কর	নিঃসারয়ত দুর্বৃত্তৌ
১৫৫৫ নন্দ ঘোষে বন্দি কর	ধনং হরত গোপানাং নন্দং বধ্নীত ৪৪।২৪
১৫৫৮ ঘুচাহ বাজনা	স্তবারয়ৎ সতূর্য্যানি ৪৪।২৪
১৫৬২ যত্ত সিংহ হেন	হরির্যথেভং ৪৪।২৭
১৫৬৪ মঞ্চ হৈতে পড়িল	নিপাত্য রঙ্গোপরিতুঙ্গমঞ্চাৎ ৪৪।২৭
১৫৬৫ সংসারের ক্ষয় হৈল	পপাত বিশ্বাশ্রয়ঃ ৪৪।২৭
১৫৬৮ কংকন্য ন্যোধ আদি	কঙ্কন্যগ্রোধকাদয়ঃ ২৮
১৫৮৩ বন্ধন মুক্যায়া	মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ ৪৪।৩৪
১৫৯১ যদুবংসে বৃষ্টিবংসে	যদূনামকরোন্নৃপং ৪৫।১০
১৫৯৩ যদুবংসে নৃপাসনে	যযাতিশাপাৎ যদুভির্নাসিতব্যং নৃপাসনে ৪৫।১১
১৫৯৫ মায়া পাতি কোলে বসি	নিজাং মায়াং ততান জনমোহিনীং ৪৫।১
১৬০৭ অবন্তিনগরে	১০।৪৫।২৩
১৬০৮ জানিল চৌষট্টি বিদ্যা	অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃ কলাঃ ২৭

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
১৬১১ গুরুদক্ষিণা	১০।৪৫।২৮
১৬১৪ দাম্পত্যে করিয়া যুক্তি	সংমন্ত্র্য পত্ন্যা ২৯
১৬১৮ পঞ্চ জন্য সম্ব আছে	দৈত্যঃ পঞ্চজনো মহান্
	অন্তর্জলচরঃ কৃষ্ণ শঙ্খরূপধরোঽসুরঃ ৩১
১৬২১ সবির বিচারি	নাপশ্যদুদরেঽর্ভকং ৩১
১৬২২ রামকৃষ্ণের যমপুরী গমন	৪৫.৩১
১৬৪৬-৪৯ উদ্ধবকে গোকুলে প্রেরণ	১০।৪৬।১ ৪
১৬৬৭ পাপিষ্ঠ অক্রূর	অক্রূর আগতঃ কিম্বা ৪৬।৩৭
১৬৬৮ সেই কৃষ্ণ হেন দেখি	কোঽয়মপীব্যদর্শনঃ কুতশ্চ
	[অপীব্যং সুন্দরং—(শ্রীধর)]
	কস্তাচ্যুতবেশভূষণঃ ৪৭।২
১৬৭২ ভ্রমরগীতা	১০।৪৭।৯-১৮
১৬৭৬ স্ত্রিজিত কৃষ্ণ সভায়	অর্থ হয় না।
	বোধ হয় পাঠ এইরূপ:—
	স্ত্রীজিত কৃষ্ণ সভায় (সবে) ভাণ্ডয়ে কপটে।
	স্ত্রীজিতঃ কাময়ানাং ৪৭।১৫
১৬৮০ বনচারি গোপি	কেমা স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচার দুষ্টাঃ ৪৭।৫২
১৬৯৮ ১৭০৬ কুবুজার প্রতি অনুগ্রহ	১০।৪৮।১-৮
১৭০৮ অক্রূরকে হস্তিনাপুর প্রেরণ	১০।৪৮।১০—২৯
১৭১০ ১২ অক্রূর কৈল জল	১০।৪৮।১২-২৩
১৭১৪ তুমি গুরুজন	ত্বং নো গুরুঃ ৪৮।২৫
১৭২৭ অর্থি প্রার্থি	অস্তিপ্রাপ্তিশ্চ কংসস্য মহিষ্যৌ ৫০।১
১৭৪৪ তেইস অক্ষোহিনি	অক্ষৌহিণীভির্বিংশত্যা তিসৃভিশ্চাপি
	সংবৃতঃ ৫০।৩
১৭৪৮ তালধ্বজ রথখান সর্গ হইতে	সুপর্ণ তালধ্বজচিহ্নিতৌ ৫০।১৬
১৭৫০-৫১ রাজা এড়ি মার	মাগধস্ব ন হন্তব্যো ৫০।৬
১৭৫৭-৬০ যুদ্ধক্ষেত্রের রুধির নদীর বর্ণনা	১০।৫০।২১
	সংছিদ্যমানদ্বিপদেভবাজিনামঙ্গ-
	প্রসূতাঃ শতশোঽসৃগাপগাঃ
	ভুজাহয়ঃ পুরুষশীর্ষকচ্ছপাঃ
	হতদ্বিপদ্বীপ হয়গ্রহাকুলাঃ ॥ ২০

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
	করোরুমীনা নরকেশশৈবলা
	ধনুস্তরঙ্গায়ুধগুল্মসংকুলাঃ ॥
	অচ্ছুরিকাবর্ত্তভয়ানকা মহা-
	মণি প্রবেকাভরণাশ্মশর্করাঃ ॥ ২১

[দ্রষ্টব্য : মালাধরে কচ্ছপের স্থলে কুম্ভীর, মূলে মৃত অশ্বের সহিত গ্রাহ বা কুম্ভীরের তুলনা আছে। পতাকার সহিত হংসের পাঁতির তুলনা বাঙ্গালী কবির সম্পূর্ণ মৌলিক কল্পনা। ২১ শ্লোকে 'অশ্মশর্করা' (প্রস্তর খণ্ড, কাঁকর) আছে, মালাধর তাহার স্থানে 'কর্করা' বলিয়াছেন ; অর্থ হয় না। বোধ হয় উপলখণ্ড অর্থে কঙ্কর শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন।]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
১৭৮৫ সপ্তদশ বার যুদ্ধে	এবং সপ্তদশকৃত্বস্তাবত্যক্ষৌহিণীবলঃ। ৫০।৩৪
১৭৮৭ কালযবন সনে	বীরো যবনঃ প্রত্যদৃশ্যত। ৫০।৩৬
	অকস্মাৎ কালযবনঃ সংপ্রাপ্তঃ (স্বামীর টীকা)
১৭৯৭ দুর্গ করি রহি...লঙ্ঘিতে না পারে	তস্মাদদ্য বিধাস্যামো দুর্গং দ্বিপদদুর্গমং। ৫০ ৪০
১৮০২ দ্বাদস জোজন	দুর্গং দ্বাদশ যোজনং অন্তঃ সমুদ্রে ৫০।৪১
১৮০৫ বিস্বকর্ম্মাকে	দৃশ্যতে যত্র হি ত্বাষ্ট্রং বিজ্ঞানং ৫০।৪২
	অচীকরদ্ বিশ্বকর্মণা কারিতবান্ (বৈষ্ণবতোষণী)
১৮২১-২৪ জঁরাসন্ধ কর্ত্তৃক পুনরাক্রমণ	১০।৫২।৫
১৮২৬ লুকাইলা···পর্ব্বত গহ্বরে	তুঙ্গমারুহতাং গিরিং প্রবর্ষণাখ্যং ৫২।৯
১৮৩২ অগ্নিদগ্ধ পর্বত হইতে পলায়ন	ভাগবতে অন্যরূপ—
	দশৈকযোজনাত্তুঙ্গান্নিপেততুরধো ভুবি ৫২।১১
১৮৩৮ কাল যবন কর্ত্তৃক দূত প্রেরণ	হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব, ৫৭ অধ্যায়
কাল সর্প·····ঘটেতে পূরিয়া	
ভাঃ নাই	ততঃ কুম্ভে মহাসর্পং
১৮৫৭ মুচুকুন্দ কর্ত্তৃক কাল যবন বিনাশ	১০।৫১।৮
১৮৬০ রাজার দিল বরে	১০।৫১।১১
১৮৭৭ বুকে লাথি মারি	মুচুকুন্দম্ পদা সমতাড়য়ৎ ৫১।৭
১৮৭৮ দরসনে ভস্মরাসি	ভস্মসাদভবৎ ক্ষণাৎ ৫১।৮
১৮৮৯ তোমার সে তেজপুঞ্জ	তেজসা তেহবিষহ্যেণ ৫১।২১
১৮৯৪ হের দেখ জবন মৈল	অয়ঞ্চ যবনো দগ্ধো রাজংস্তে তিগ্মচক্ষুষা ৫১।২৪
১৯০৬ বরে লোভাইলে তবু	বরৈঃপ্রলোভিতস্তাপি ৫১।৩৯
১৯০৭ বদরীকাশ্রমে নরনারায়ণ	বদর্যাশ্রমমাসাদ্য নরনারায়ণালয়ং ৫২।৪

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
১৯০৮ জন্মান্তরে…ব্রাহ্মণ সরিরে	ভূত্বা দ্বিজবরস্ত্বং বৈ মামুপৈষ্যসি কেবলং ৫১।৪৩

[দ্রষ্টব্য—ভাগবতে কালযবন বধের পর জরাসন্ধের পুনরাক্রমণ বর্ণিত হইয়াছে।
মালাধর কালযবন প্রসঙ্গ পরে দিয়াছেন।]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
১৯১২ রেবতীর বিবাহ	১০।৫২।১২
১৯১৮ কন্যা…ব্রহ্মার সদনে	ব্রহ্মণাচোদিতঃ প্রাদাৎ ৫২।১২

[দ্রষ্টব্য—বলভদ্রের সহিত রেবতীর বিবাহ মালাধর যেরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,
ভাগবতে তাহা নাই]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
১৯৪৬ রুক্মিণীর বিবাহ	১০।৫২।১৩
১৯৬৪ সিসুপাল জোগাবর	রুক্মী চৈদ্যমমন্যত ৫২।১৮
১৯৮০ ডাক দিয়া…কুলের ব্রাহ্মণ	আপ্তং দ্বিজং কঞ্চিৎ ১৯
১৯৮৮ নহেবা ছাড়িব প্রাণ	জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ৫২।৩৫
১৯৯০ আছএ উপায়	১০।৫২।৩৪
২০০১ দুর্গম লঙ্ঘিয়া	যস্ত্বমাগতো দুর্গং নিস্তীর্য ২৭ [দুর্গং সমুদ্রং—শ্রীধর]
২০১১ দারুকে ডাকিয়া	দারুকেত্যাহ সারথিং ৫৩।৪
২০২০ বসুদেব সুত কৃষ্ণ	ভুক্তবৎ পরিতোষে ভগবান্ কৃষ্ণস্তমনুমোদতাং ৩৯
২০৭১-৭২ কোন দানে…প্রণামত করি	ন পশ্যন্তী ব্রাহ্মণায় প্রিয়মন্যৎ ননাম সঃ ২৫
২০৭৮-৭৯ হরিল চেতন	হৃতচেতস উজ্ঝিতাস্ত্রাঃ ৪১
২০৮১ সিংহের গর্জ্জন	শৃগালমধ্যাদিব ভাগহৃদ্ধরিঃ ৪৪
২০৯২ জরাসন্ধের উক্তি	১০।৫৪।৯
২০৯৫ কাল সমুখে নহে	যদা কালঃ প্রদক্ষিণঃ ১৫ [প্রদক্ষিণঃ অনুকূলঃ—শ্রীধর]
২০৯৭ তিনি কৃষ্ণ না মাইলে	—অহত্বা সমরে কৃষ্ণমপ্রত্যূহ্য যবীয়সীং। কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি…১৫
২০৯৯ কোথা জাসি	ক্ক যাসি স্বসারং মে মুষিত্বা ধ্বাঙ্ক্ষবৎহবিঃ [ধ্বাঙ্ক্ষঃ কাকঃ—শ্রীধর]

[দ্রষ্টব্য—চতুর্ভুজ হওয়ার কথা ভাগবতে নাই]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
২১০৪-৯ কৃষ্ণের সহিত রুক্মীর যুদ্ধ	১০।৫৪।১৭-১৮
২১১৪ সির দাড়ি মুড়াইয়া	সশ্মশ্রুকেশং প্রবপন্ ব্যরূপয়ৎ ২০

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
২১১৬ মরণ অধিক লাজ	বপনং শ্মশ্রুকেশানাং বৈরূপ্যং সুহৃদো বধঃ ২১
২১২০ ভোজ কটক নামে	চক্রে ভোজকটং নাম নিবাসায় মহৎপুরং ৩৬
২১২৮ দ্বারকা আইলা লক্ষ্মি	রুক্মিণ্যা রময়োপেতং ৪০
২১২৯ শম্বরাসুর-বধ	১০।৫৫

[দ্রষ্টব্য—(খ) ও (ঘ) পুথিতে এই বিষয়টি পরে বর্ণিত হইয়াছে। ৩৪৮ পৃষ্ঠার ফুটনোট-রূপে উহা দেওয়া হইয়াছে।]

২১৪৪ হরিল ছাওাল	তং শম্বরং কামরূপী হৃত্বার্ভকং ।৫৫।৩
২১৪৫ গিলিলেক মৎস্য	তং নির্জগার বলবান্ মৎস্যঃ ৪
২১৫০ মায়ারতি	বালং মায়াবত্যৈ ন্যবেদয়ন্ ৫

[(ঘ) পুথিতে মায়াবতী আছে ৩৫০ পৃঃ]

২১৬০ কহন্তি শ্রীজার ভাব	রতিরঙ্গসৌহৃদৈঃ ।৫৫।১০
২১৬১ পুত্রভাব এড়ি কেন	মাতৃভাবমতিক্রম্য বর্তসে কামিনী যথা। ঐ
২১৭০ মায়ানারি নিজরূপে	মায়ানারী-সৃজন মালাধরের মৌলিক কল্পনা। ভাঃ আছে, পাচিকারূপে নিযুক্তা হইয়াছিলেন। নিরূপিতা শম্বরেণ সা সূপৌদনসাধনে ।৫৫।৮
২১৮৯ নানা অস্ত্র...রতি উপদেশে	প্রভাবজ্ঞেবং দদৌ বিদ্যাং...মায়াবতী ১৩
২১৯৬-২২০৬ [শাক্তপ্রভাব লক্ষণীয়]	
২২১৭ কৃষ্ণের সদৃশে	কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীতা (লজ্জিতা) ২১
২২১৯ জিত যদি মোর পুত্র	এতত্তুল্যো বয়োরূপো যদি জীবতি কুত্রচিৎ ২৪
২২২২ দুই স্তনে দুগ্ধ পড়ে	স্নেহস্নুত পয়োধরা ২২
২২২৮ সত্যভামা-বিবাহ	১০।৫৬
২২৩০ নিরাহারে সূর্য্য	আসীৎ সত্রাজিতঃ সূর্যঃ ৫৬।২
২২৩৪ স্যমন্তক মনি	প্রীতস্তস্মৈ মণিং প্রাদাৎ স চ তুষ্টঃ স্যমন্তকং। ঐ
২২৩৬ সূর্য্য আইলা আপুনি	এষ আয়াতি সবিতা ত্বাং দিদৃক্ষুঃ। ঐ
২২৩৮ খেলে পাসা সারি	দীব্যন্তেঽক্ষৈঃ ৪
২৩৩৯ মনি পায়্যা আসে	নাসৌ রবির্দেব সত্রাজিন্মণিনা জ্বলন্ ৮
২২৪২ নিত্য অষ্টভার স্বর্ণ	১০।৫৬

[ভার অর্থাৎ—চতুর্ভিব্রীহিভির্গুঞ্জাং গুঞ্জাঃ পঞ্চ পণং পণান্।
অষ্টৌ ধারণমষ্টৌ চ কর্ষং তাংশ্চতুরঃ পলং।
তুলাং পলশতং প্রাহ ভারঃ স্যাদ্বিংশতিস্তুলাঃ।]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
২২৪৩ খণ্ডিলেক ক্ষুধা তৃসা	১০।৫৬।১১
২২৪৪-৪৫ মাগিল রাজারে মুনি	স যাচিতো মণিং কাপি...
.. কৃপিন হইল রাজা	নৈবার্থকামুকঃ প্রাদাৎ ১২
২২৫৪-৫৫ সিংহ কর্ত্তৃক প্রসেন বধ	৫৬।১৪
২২৫৭ পুত্রে মনি দিয়া	সোঽপি চক্রে কুমারস্ত মণিং ক্রীড়নকং বিলে। ঐ
২২৬১ প্রসেনে মারিয়া···নারায়ন	প্রায়ঃ কৃষ্ণেন নিহতো ১৫
২২৭৭ দ্বাদস দিবস	প্রতীক্ষ্য দ্বাদশাহানি ২৪
২২৯৩-৯৫ জাম্বুবানের সঙ্গে যুদ্ধ	১০।৫৬।১৫
২৩০৩ কৃষ্ণের জন্ত দেবকী প্রভৃতির শোক	১০।৫৬।২৪
২৩১৭ পুজ দেবি চণ্ডিকা ভবানী	উপতস্থুশ্চন্দ্রভাগাং দুর্গাং ২৫

[দ্রষ্টব্য—ভাগবতে শাক্ত প্রভাবের দৃষ্টান্ত মালাধরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
২৩২৬ তিন নবদিবস জুদ্ধ	আসীত্তদষ্টাবিংশাহং ১৭
২৩২৮ সেই রামমুর্ত্তি	১০।৫৬।২১
২৩৩৯ গোবিন্দেরে কন্যা	কন্যাং জাম্ববতীং মুদা।৫৬।২৪
২৩৪৯ মনি দিয়া সুদ্ধ	মণিং তস্মৈ স্তবেদরং ২৭
২৩৮০-৮১ কন্যাদান জৌতুক	সত্রাজিৎ স্বসুতাং শুভাং। মণিঞ্চ স্বয়মুদ্যম্য কৃষ্ণায়োপজহার সঃ।৩১
২৩৮৭-৮৮ কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক মণি প্রত্যর্পণ	৫৬।৩৩
২৩৯৩ জতুগৃহ-দাহ-সংবাদ	৫৭।১
২৩৯৭ লোকাচার উর্দ্দেস	কুল্যকরণে। ঐ [কুলোচিতব্যবহারার্থং—শ্রীধর]
২৩৯৯ ভিন্ন মহাজন	৫৭।২
২৪০২ কৃতবৃদ্ধা সতধর্ম্মা	শতধন্বানমূচতুঃ অক্রূরকৃতবর্ম্মাণৌ। ঐ
২৪০৪ সতধন্নায···প্রতিজ্ঞা করিয়া	যোঽস্মভ্যং সংপ্রতিশ্রুত্য ৩ [অস্মভ্যমিতি শতধন্বাপেক্ষয়া বহুত্বং —বৈষ্ণবতোষণী]
২৪০৮ মাথাকাটি মনি	শয়ানমবধীল্লোভাৎ ৩
২৪১২ তেলকুণ্ডে বাপ এড়ি	তৈলদ্রোণ্যাং মৃতং প্রাস্য জগাম গজসাহ্বয়ং ৪

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
২৪২৫-২৬ অক্রুর করে···	ভাগবতে কৃতবর্মার উক্তি ৬
২৪২৮ সপ্তবৎসরের কৃষ্ণ	ভাগবতে অক্রূরের উক্তি ৭
২৪৩০ তোমা ঠাঞি থুইল	মহামণিংতস্মিন্ন্যস্ত ৮
২৪৩৭ হরির বিচারি	বাসসো ব্যচিনোন্মণিং ১১
২৪৩৮ মিথ্যা কাজে বধিল	বৃথাহতঃ শতধনুঃ । ঐ
২৪৪০ জনক দেখিতে	অহং বৈদেহমিচ্ছামি দ্রষ্টুং ১৩
	[মধুকনায় ইতি মথা—শ্রীধর]
২৪৪১ দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ শিক্ষা	ততোঽশিক্ষদ্গদাং কালে ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ ১৫
২৪৪৯ অক্রূরের পলায়ন	৫৭।১৮
২৪৫৩ গান্ধারি তনয়	স্বসুতাং গান্দিনীং প্রাদাৎ ২১
২৪৫৭ শফাল্কের পুত্র	দেবে বর্ষতি কাশীশঃ শ্বফল্কায়াগতায় তাং ।২১
২৪৬৭ সত্রাজিতের মনি	ন্যস্ত স্বধ্যাস্তে শতধন্বা ২৩
২৪৭২-৮১ কলঙ্ক মোচন	স্যমন্তকং দর্শয়িত্বা জ্ঞাতিভ্যো রজ আত্মনঃ
	[রজঃ মিথ্যাভিশাপং—শ্রীধর]

[মালাধর এই সংক্ষিপ্ত বাক্যকে নাটকীয় রূপ দান করিয়াছেন]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
২৪৯১ অক্রূরকে দিলেন মনি	তস্মৈ প্রত্যর্পয়দ্বিভুঃ ২৮
২৪৯৩ হিত উপদেশ কথা	বৃজিনহরং সুমঙ্গলঞ্চ ২৯
২৪৯৬ কালিন্দীর বিবাহ	১০।৫৮।১২-১৫
২৫০২ হস্তিনা-গমন	৫৮।১
২৫০৫ কৈল কোলাকুলি	ফাল্গুনং পরিরভ্যাথ যমভ্যাঞ্চাভিবন্দিতঃ ৩
২৫০৮ ভ্রমি বনে বন	বিহর্তুং বিপিনং মহৎ ১১
২৫০৯ জাহ্নবির কুলে	বীভৎসুর্যমুনামগাৎ ১২

[মালাধর যমুনা ও গঙ্গার মধ্যে গোল করিয়াছেন]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
২৫১১ বলিল অর্জ্জুনে	প্রপচ্ছ প্রেষিতঃ সখ্যা ফাল্গুনঃ ১৩
২৫১২ তপ করে তেজি অন্ন পানি	দদৃশতুঃ কন্যাং চরন্তীং চারুদর্শনাং । ঐ

[এখানে চরন্তীং অর্থে বৈষ্ণবতোষণী যে "যথা চরন্তীং তপঃ" বলিয়াছেন, মালাধর তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন ।]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
২৫১৯ সূর্য্যের তনয়া	অহং দেবস্য সবিতুর্দুহিতা পতিমিচ্ছতী ১৩
২৫৩০ পুরির নির্ম্মান করিল বিচিত্র বেসে	কারয়ামাস নগরং বিচিত্রং ১৬
২৫৩৩ খাণ্ডব দাহন	১০।৫৮।১৭

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
২৫৩৬ ইন্দ্রের কানন···	অগ্নয়ে খাণ্ডবং দাতুং ১৭
	[খাণ্ডবং ইন্দ্রস্য বনং—শ্রীধর]
২৫৪১ মিত্রবৃন্দার স্বয়ম্বর	১০।৫৮।২১
২৫৪৪ বিন্দ অরবিন্দ	বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ ২১
২৫৪৮ সভা মধ্যে কন্যা তুলি	প্রসহ্য হৃতবান্ কৃষ্ণো। ঐ
২৫৫৩ ভদ্রার বিবাহ	১০।৫৮।৩৫
বসুদেবের ভগীনি	শ্রুতকীর্ত্তেঃ সুতাং ভদ্রামুপযেমে পিতৃষস্বঃ। ঐ
২৫৬১ নাগ্নজিতী বা সত্যার বিবাহ	১০।৫৮।২২
	[ভদ্রার বিবাহের পূর্বে নাগ্নজিতীর বিবাহ —ভাগবত]
২৫৬২ বৈষ্ণবের সিমা	আসীদ্রাজাতিধার্মিকঃ ২২
২৫৬৭ এই সাত বৃস	ন তাং শেকুর্নৃপা বোঢ়ুমজিত্বা সপ্তগোবৃষান্ ২৩
৫৭৪-৭৫ শক্তির স্তব	[ভাগবতে নাই]
২৫৭৯ কোশিক নগরে	স কোশলপতিঃ প্রীতঃ ২৫
২৫৯৩ সাত মুর্ত্তি হৈয়া বান্ধে	আত্মানং সপ্তধা কৃত্বা ৩০
২৬০০ লক্ষনার বিবাহ	১০।৫৮।৩৬
ভদ্ররাজা	সুতাঞ্চমদ্রাধিপতের্লক্ষ্মণাং ৩৬

[ভাগবতে এখানে সংক্ষেপে লক্ষণার বিবাহ উল্লিখিত হইয়াছে। মালাধর যে স্বয়ংবরের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন উহা ১০।৮৩ অধ্যায় হইতে গৃহীত।]

২৬৩৮ অষ্ট নাইকা	১০।৫৮।৩৭
	ভৈষ্মী জাম্ববতী ভামা সত্যা ভদ্রা চ লক্ষণা। কালিন্দী মিত্রবিন্দা চেত্যাষ্টৌ পত্ন্যো মহাস্ত্রিয়ঃ॥ — শ্রীধর
৪১ নরকাসুর বৃত্তান্ত	১০।৫৯।১
৪৩ মনিপর্বত জিনি	হৃতামরাদ্রিস্থানেন ৫৯।১
	[অমরাদ্রি-মণিপর্বত—শ্রীধর]
৪৬ অদিতির কুণ্ডল···হরি	হৃতকুণ্ডলবন্ধুনা ৫৯।২
	[হৃতে কুণ্ডলে যস্যাঃ সা অদিতির্বন্ধুর্মাতা যস্য তেন—শ্রীধর]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৪৯ দ্বারকা আইলা ইন্দ্র	ইন্দ্রেন জ্ঞাপিতো ভৌমচেষ্টিতং। —শ্রীধর দ্বারাবত্যাং ততঃ শৌরিঃ শক্রস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ। আজগাম··· —বিষ্ণুপুরাণ
৫৭ কুবের জিনিঞা	মন্দরস্থ তথা শৃঙ্গং হৃতবান্ মণিপর্বতং —বিষ্ণুপুরাণ
৬৬ সত্যভামা লয়্যা রথে	সভার্যো গরুড়ারূঢ়ঃ ৩ [সত্যভামাকে পারিজাত আনিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সেইজন্য সত্যভামার সহিত গমন—হরিবংশ]
৬৭ মুরদৈত্য বধ	১০।৫৯।৪
৬৮ পরম জোতিস পুরি	প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং যযৌ ৩
৭৯ তবে সাতপুত্র তার	তস্যাত্মজাঃ সপ্ত পিতুর্বধাতুরাঃ ৮
৮৪ ঘটপাতি	

[শাক্তপ্রভাবের নিদর্শন মালাধরে বহু ; ভাগবতে এস্থলে শক্তিপূজার কথা নাই। শক্তিপূজায় ঘট পাতিবার পদ্ধতি লক্ষণীয়।]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৯৪ মেঘেতে চিকুর জেন	সতড়িদ্‌ঘনং যথা ১১
২৭০০ পৃথিবী কর্তৃক কৃষ্ণের স্তব	১০।৫৯।১৭—২৪
৭ খিরদে	ক্ষীরোদ সমুদ্রে
৯ কুণ্ডল আনিয়া দিল	১০।৫৯।১৭
১৫ একে একে করিল বিভা	যথোপযেমে ভগবাংস্তাবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ ৩১
৩৪৮-৫৫ পৃষ্ঠা পাদটীকা প্রদ্যুম্ন-জন্ম ও শম্বরাসুর-বধ, মালাধর ২৭৭-৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য	১০।৫৫
২৭২৪ পারিজাত হরণ	১০।৫৯।২৮ (সংক্ষেপে বর্ণিত) [বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে বিস্তৃত বর্ণনা আছে]
৭১ প্রাণের বল্লভা তুমি	ন মে জাম্ববতী তাদৃগভীষ্টা ন চ রুক্মিণী —বিষ্ণুপুরাণ
২৮১২ কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ	সেন্দ্রান্ বিবুধান্নির্জিত্যোপানয়ৎ পুরং ২৮ [সেন্দ্রান্···ইতি ইন্দ্রকৃষ্ণয়োঃ সংগ্রামঃ উক্তঃ —শ্রীধর]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
২৬ আনিঞা কপিল	স্থাপিতঃ সত্যভামায়া গৃহোদ্যানোপশোভনঃ ২৯
৩২-৮০ রুক্মিণীর সহিত প্রেম কলহ	১০।৬০।১-৫৫
৩৪ সুন্দরি কৃষ্ণকে বাউ করে	বালব্যজনমাদায়...সখীকরাৎ ৭
৩৬-৪৬ কৃষ্ণের ছলনাময় আত্মনিন্দা	৬০।১০-২০
[শ্রীকৃষ্ণ নিজের যে সকল দোষ বা ত্রুটির কথা উল্লেখ করিলেন, যাহাধরে তাহা এই :— (১) অন্য নৃপতিগণের তুলনায় নির্ধনত্ব (২) অরাজত্ব (৩) সমুদ্রের কূলে বাস (৪) অসমত্ব	ভাগবতে এই সকল দোষ উল্লিখিত হইয়াছে : (১) অসমত্ব, (২) ভয়, (৩) দুর্গাশ্রয়ণ, (৪) বলবানের সহিত কলহ, (৫) অরাজত্ব, (৬) অবিজ্ঞত্ব, (৭) অলৌকিক চেষ্টা, (৮) অবসন্নতা, (৯) নিষ্কিঞ্চনত্ব, (১০) তৎপ্রীতি, (১১) আঢ্যানাদর, (১২) অনৌচিত্য, (১৩) নির্গুণত্ব, (১৪) ভিক্ষুকগণ কর্তৃক বৃথা শ্লাঘা, (১৫) ঔদাসীন্য, (১৬) অকামত্ব।
২৮৪৭ পদাঙ্গুলি ভূমে লেখে	ভুবং লিখন্তাগ্রভিঃ ২২
৪৯ কদলির গাছ যেন	সহসৈব মুহ্যন্ রম্ভেব বাতবিহতা ২৩
৫০ খসিয়া পড়ে	হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ২৩
৫২ শ্রীকৃষ্ণের চারি হস্ত	পর্যঙ্কাদবরুহ্যাশু তামুত্থাপ্য চতুর্ভুজঃ ২৫ [চতুর্ভুজ ইত্যুত্থাপনাশেষণ বক্ত্রপরিমার্জনা-র্থম্ আবিষ্কৃত চতুর্ভুজ ইত্যর্থ—শ্রীধর]
৫৮-৭৭ রুক্মিণী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-নিন্দা খণ্ডন	১০।৬০।৩১-৫৫
২৮৮২-৩১৩৬ উষার বিবাহ ও বাণরাজার উপাখ্যান	১০।৬২
৮২ হুনিতপুরের রাজা	শোণিতপুরং ৬২।১২
৮৮ সর্বদাস্রবান রাজা (সম্ভবতঃ 'সর্বজ্যেষ্ঠ বাণরাজা')	৬২।১
৯৪ বিনি যুদ্ধে ভয় (ভার)	পরংস্তারায় মেঽভবৎ ৩
৯৬ রথধ্বজ ভাঙ্গিব যখন	কেতুস্তে ভজ্যতে যদা ৪
আসিয় স্বহায় হব	সংযুগং মৎসমেন তে ৪
৯৯ হরগৌরী পূজে	[বিষ্ণুপুরাণ ও বৈষ্ণবতোষণী দ্রষ্টব্য]
২৯০৩ যেলিব উত্তম বর	...গৌরীতামাহ ভাবিনীং অলমত্যর্থতাপেন ভর্তা। ত্বমপি রংস্যসে—বিষ্ণুপুরাণ

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৪ স্বপ্নাবাদশী	বৈশাখশুক্লদ্বাদশ্যাং স্বপ্নে —বিষ্ণুপুরাণ
৮-৯ উষার স্বপ্ন	১০।৬২।৯
১৩ চিত্রলেখা সখি	বাণস্য মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডশ্চিত্রলেখা চ তৎসুতা ৮
১৭ শ্যামল সুন্দর	দৃষ্টঃ কশ্চিন্নরঃ স্বপ্নে শ্যামঃ কমললোচনঃ ৯
২৩ ব্রহ্মাণ্ড নন্দিনি	৬২।৮
৩১ পটে লেখি	দেবগন্ধর্বসিদ্ধচারণপন্নগান্।
	দৈত্যবিদ্যাধরান্ যক্ষান্ মনুজাংশ্চ যথালিখৎ ১০
৪৭ কামাচারগতি	যোগিনী ১১
	গৃহ্যতাং তামসীবিদ্যা সর্বলোক-প্রমোহিনী
	—হরিবংশ
৭৮ রথে কুমার চড়িল	ভাগবতে আছে :
	তত্র সুপ্তং সুপর্য্যঙ্কে প্রাদ্যুম্নিং যোগমাস্থিতা ১২
২৯৮৯ পুরুস সঙ্গে	যদুবীরেণ ভুজ্যমানাং হতব্রতাং ১৫
৯৫ সহিস্ত পাঠায়	ততঃ প্রব্যথিতো বাণো......কন্যকাগারং প্রাপ্তোঽদ্রাক্ষীৎ ১৭
৯৭ উসা সনে পাসা খেলে	দীব্যন্তমক্ষৈঃ প্রিয়য়া ১৯
৩০২৪ নাগপাসে	৬২.২১
২৫ উষার বিলাপ	৬২।২১
৩২ পুজিলাঙ হরগৌরী	[বিষ্ণুপুরাণ দ্রষ্টব্য]
৫২ এথা পুরিমধ্যে	চত্বারো বার্ষিকা মাসা ব্যতীয়ুরনুশোচতাং ৬৩।১
৬০ নারদের আগমন	নারদাত্তদুপাকর্ণ্য বার্তাং বদ্ধস্য কর্ম চ ২
৩১৩ পৃঃ শেষ পংক্তি	['কুড়া করি' সম্ভবতঃ 'দৃঢ় করি' হইবে।]
৩০৬৯ বেড়িল সুনিতপুরী	রুরুধুর্বাণনগরং সমন্তাৎ ৪
৮৪ কৃষ্ণ সঙ্গে জুদ্ধ করে	আসীৎ সুতুমুলং যুদ্ধমদ্ভুতং লোমহর্ষণং।
	কৃষ্ণ শঙ্করয়োঃ ... ... ॥ ৬
৮৮ কুম্ভকর্ন	কুম্ভাণ্ডঃ কূপকর্ণশ্চ ৯
৯১ সহিতে না পারি	মোহয়িত্বা গিরিশং ৭
৯৩ হইয়া দিগম্বরি	তন্মাতা কোটরী নাম নগ্না মুক্তশিরোরুহা ৯
৯৪ এড়িলেন ... বিমুখ হইয়া	ততস্তির্য্যঙ্মুখো নগ্নামনিরীক্ষন্ ১০
৯৫ মহেশ্বর জর পাচে (পাঠে-পাঠায় ?)	জ্বরস্ত্রিশিরাস্ত্রিপাৎ ১১
৯৭ বৈষ্ণব জর প্রীজিলা তখন	নারায়ণদেবন্তং দৃষ্ট্বা ব্যসৃজজ্জ্বরং ১২

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৯৮ শিবজ্বর কর্ত্তৃক কৃষ্ণের স্তুতি	৬৩।১৪-১৭
৩ শিব-জ্বরকে অভয় দান	৬৩।১৮
৪ এই ত প্রতাপ…	যো লৌষ্যরতি সম্বাদং তস্য ত্বল্লো ভবেদ্‌ভয়ং ১৭
১০ শিব কর্ত্তৃক কৃষ্ণের স্তব	৬৩।১৮-৩০
১৮ পূর্ব্বে প্রসাদে (প্রহ্লাদে)	প্রহ্লাদায় যরোদত্তো ন বধ্যো মে তবাষ্বয়: ৩১
২১ চারিখানা রাখিব হাত	চত্বারোঽস্য ভুজাঃ শিষ্টাঃ ৩৩
৩৬ সুনিলে মুকুতি হএ	সংস্মরেৎ প্রাতরুত্থায় ন তস্য স্যাৎ পরাজয়: ৩৬
৩৭-৯৬ নৃগরাজার শাপ মোচন	১১।৬৪।১
৪১ কৈঁকলাস অতি মহাকাএ	কৃকলাসং গিরিনিভং ৬৪।৩
৪৬ নির্জ্জল কূপেতে	নিরুদকে কূপে ২
৫৯ দু আঙ্গুলি দিয়া	বীক্ষ্যোজ্জহার বামেন তং করেণ স লীলয়া ৪
৬০ ইক্ষাকুর পুত্র	নৃগোনাম নরেন্দ্রোঽহমিক্ষাকুতনয়: প্রভো ৭
৩১৬৩ বৃষ্টিধারা জতেক	যাবত্যঃ সিকতাভূমের্যাবত্যো দিবিতারকাঃ ৮
৬৭ হেমশৃঙ্গী	কপিলা হেমশৃঙ্গীঃ ৮
৬৬ দৈবে সান্তাইল	ভ্রষ্টা পৌর্নমগোধনে ১১
৭১ ধেনু লইয়া দ্বিজদ্বয়ের কলহ	১০।৬৪।১২
৭৬ এক লক্ষ ধেনু দিব	গবাং লক্ষং প্রকৃষ্টানাং দাস্যামি ১৩
৭৭ আর সক্তি ছিল	ভাগবতে : বিপ্রগণ ধেনু না লইয়াই গমন করিলেন।
৮৪ ভুঞ্জিবে ত কোন ভোগ	পূর্ব্বং ত্বমশুভং ভুঙ্ক্ষ্ব উতাহো নৃপতে শুভং ১৬
৮৯ রথে চড়ি	বিমানাগ্র্যমারুহৎ ২০
৯২ বিস হইতে বিসম ব্রহ্মস্ব	ব্রহ্মস্বং হি বিষং প্রোক্তং ২১
ব্রহ্মস্ব বংসনাস	হিনস্তি বিষমত্তারঃ ..
	কুলং সমূলং দহতি ব্রহ্মদারণিপাবকঃ ২২
৯৪ কোটি কোটি পুরুস	কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে ব্রহ্মদায়াপহারিণঃ ২৫
৯৭ দুর্যোধন-কন্যা লক্ষণার স্বয়ংবর	১০।৬৮
৩২১২ ভিষ্ম দ্রোন কুপকর্ম্ম	ইতি কর্ণঃ শলোভূরির্যজ্ঞকেতুঃ সুযোধনঃ ...কুরুবৃদ্ধানুমোদিতাঃ ৪ [কুরুবৃদ্ধো ভীষ্মঃ—শ্রীধর]
১৬ কড়াজুদ্ধ করি	কৃচ্ছ্রেণ ৬৮।৮
১৭ মায়া জুদ্ধে সাম্বিরে	জিত্বাধর্ম্মেণ ধার্ম্মিকং ১৪

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
২০ হাথ ধরি...বিস্তর	সান্ত্বয়িত্বা তু তান্ রামঃ ৯
২৪ জানাইতে পাঠাইলা	উদ্ধবং প্রেষয়ামাস ১০
২৮ উগ্রসেন মহারাজা	উগ্রসেনঃ ক্ষিতীশেশো যদ্ব আজ্ঞাপয়ৎ প্রভুঃ ১৩
৪২ পাএর পাদুকা	আরুরুক্ষতূ্যপানদ্বৈ শিরো মুকুটসেবিতং ১৬
৪৬ সান্তাইল ঘরে	অসভ্যাঃ পুরমাবিশন্ ২১
৪৭ গঙ্গাএ পেলাও	লাঙ্গলাগ্রেণ নগরম্...বিচকর্ষ স গঙ্গায়াং ২৮
৪৯ উলটিয়া আইসে	জলযানমিবাঘূর্ণং গঙ্গায়াং নগরং পতৎ ২৮
৬০-৬১ এথন ত গঙ্গামুখে...	অদ্যাপি চ পুরং হ্যেতৎ সূচয়দ্রামবিক্রমং ৩৬
৩২৭১ বলদেবের নন্দ-গোকুলে আগমন ও যমুনাকে আকর্ষণ	১০।৬৫
৭৪ ডাকী বলে যমুনারে 'তৃসাএ আকুল'—মালাধরের যোজনা	স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থমীশ্বরঃ ১৫
৭৭ জলেতে লাঙ্গল	অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষহ ২।১৬
৮১ দিবিধ বানর	দ্বিবিদো নাম বানরঃ ১০।৬৭
৮২ উপহাস করে	দর্শয়ন্ স্বগুদং তাসাং রামস্য চ নিরীক্ষতঃ ১০
৮৬ দেব ঋষি মুনিগণ	জয় শব্দো নমঃ শব্দঃ সাধু সাধ্বিতিচাম্বরে ১৮
৮৯ নারদের বিস্ময়	১০।৬৯
৩২৯২ সত্যভামার সিদ্ধ	গোবিন্দং লালয়ন্তং সুতান্ শিশূন্ ১৭
৩৩০৮ শৃগাল বাসুদেবের বৃত্তান্ত	১০।৬৬
১১ আমাকে বাসুদেব বলি	বাসুদেবোঽবতীর্ণোঽহমেক এব ন চাপরঃ ৩
১৮ কাসিরাজা সঙ্গে করি	[ভাগবতে কৃষ্ণ কাশী গমন করিয়াছিলেন]
২২ তোর চিহ্ন এড়িতে বল	দূতবাক্যেন মামাহ তান্যস্ত্রাণ্যুৎসৃজামি তে ১০
২৩ চক্র গোটা দিয়া	শিরোবৃশ্চদ্রথাঙ্গেন ১১
২৬ কাশীরাজ-বধ	১০।৬৬।১১
২৭ রাজার অন্তঃপুরে	অপাতয়ৎ কাশিপুর্যাং । ঐ
৩৪ রাজা মাগ বর	বরং বৃণীষেত্যুক্তবান্ [—শ্রীধর] ১৪
৩৬ কৃত্যা অগ্নি দেহ	কৃত্যানলঃ ২২ [অভিচর্য্যতে মার্য্যতেঽনেনেতি অভিচারঃ কৃত্যানলঃ—শ্রীধর]
৩৯ রক্ষ রক্ষ বলি	ত্রাহি ত্রাহি ত্রিলোকেশ ১৯

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৪৩ ত্রাশে পালাএ	বিভ্রমমুখো নিবৃত্তঃ ২২
৪৪ কাসিপুরি দহে	দগ্ধা বারাণসীং সর্ব্বাং ২৩
৪৮ ব্রহ্মমুহুর্ত্তেক করি	ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে উত্থায় ১০।৭০।৩
৪৯ জোগে মন দিয়া	ব্রহ্ম অজাপ বাগ্‌যতঃ ৫
৫৮ দূতকর্তৃক জরাসন্ধের অত্যাচার বর্ণন	১০।৭০।১৮
৫৯ তার সঙ্গে নারাইল	যে চ দিগ্বিজয়ে তস্য সন্নতিং ন যযুর্নৃপাঃ ১৯
৬৩ কৃষ্ণ-সভায় নারদের আগমন	১০।৭০।২৬
৭৭-৮১ ইন্দ্রালয়ে পাণ্ডুর দর্শন ইত্যাদি	[মহাভারত সভা° দ্রষ্টব্য]
রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান	যক্ষ্যতি ত্বাং মখেন্দ্রেণ রাজসূয়েন পাণ্ডবঃ ৩২
৮২ উদ্ধবের সহিত জরাসন্ধ-বধের মন্ত্রণা	১০।৭১
৮৬ বিসেসে তোমার বধ (বধ্য)	[ভীমাদেব তস্য মৃত্যুর্বিহিতঃ—শ্রীধর]
৮৭ সন্ন্যাসির রূপে	ব্রহ্মবেশধরো গত্বা ৬
৯৪ পাইল হস্তিনা নগর	শক্রপ্রস্থমুপাগমৎ। ২১
৯৫ বন্ধুজন লৈয়া	সোপাধ্যায়ঃ সুহৃদ্বৃতঃ। ঐ
৯৯ পুষ্পাঞ্জলি পেলি	নার্ঘ্যোঽবিকীর্য্য কুসুমৈঃ ২৯
১৪০৪ রুক্মি সত্যভামা	আনর্চ্চ রুক্মিণীং সত্যাং ৩৬
৯ রাজসুই জজ্ঞ হৈলে	ভাগবতে অনুরূপ ১০।৭২।৩—১০ যক্ষ্যে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয়। মহাভারতে নারদ কর্তৃক পাণ্ডুর আদেশ জ্ঞাপন দ্রষ্টব্য; সভাপর্ব, ১২শ অঃ
১৬ পাঠাইল পশ্চিম দিগ	সহদেবং দক্ষিণস্যামাদিশৎ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ দিশি প্রতীচ্যাং নকুলমুদীচ্যাং সব্যসাচিনং। প্রাচ্যাং বৃকোদরং মৎস্যৈঃ কেকয়ৈঃ সহ মদ্রকৈঃ ॥ ১০।৭২।১২ [অতএব এখানে মালাধর দিক্‌ভুল করিয়াছেন]
১৯-৩৭ কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ	ভাগবতে নাই। [মহাভারত সভা° দ্রষ্টব্য]
২৬ সন্ন্যাসির বেসে	ব্রহ্মলিঙ্গধরাস্ত্রয়ঃ ৭২।১৫
৩৭-৮০ জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত	শত্রোর্জন্মমৃতী বিদ্বান্ জীবিতঞ্চ জরাকৃতং ৩৪ [মহাভারত সভা° দ্রষ্টব্য]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৮৪ খিড়কি দুয়ার পথে	অদ্বারেণ প্রবিষ্টাঃস্ম নির্ভয়া রাজকিল্বিষাৎ। মহাভারত সভা ৪১
	অদ্বারেণ রিপোর্গৃহং দ্বারেণ সুহৃদোগৃহম্। প্রবিশন্তি নরা ধীরা দ্বারাণ্যেতানি ধর্ম্মতঃ॥ মহাভারত সভা ৪৯
৯৪ ব্রাহ্মণের বেস	রাজন্যবন্ধবো হেতে ব্রহ্মলিঙ্গানি বিভ্রতি।৭২।২০
৯৫ পূর্ব্বে দেখিয়াছি	দৃষ্টপূর্ব্বানচিন্তয়ৎ ২০
৯৯ জেবা বলি মহারাজা	বলের্ন্নু শ্রূয়তে কীর্ত্তিঃ ২১
৩৫০২ জেই চাহ সেই দিব	হে বিপ্র বৃয়তাং কামো দদাম্যাত্ম-শিরোঽপি বঃ ২৩
৫ ভীমার্জ্জুনকৃষ্ণের পরিচয়	৭২।২৪
৭ উৎকট হাসি	রাজা জহাসোচ্চৈঃ স মাগধঃ ২৪
৮ পলাইয়া গেল	৭২।২৫
১০ সিসু অল্প বএ	অয়ন্তু বয়সা তুল্যোঽনাতিসত্ত্বো ন মে সমঃ ২৬
১১ কিছু ভিমসেন সম	ভীমস্তুল্যবলো মম ২৬
১৪ দুই গোটা গদা	ভীমসেনায় প্রাদায় মহতীং গদাং। দ্বিতীয়াং স্বয়মাদায়... ২৭
১৬ বাহির হইয়া	নির্জ্জগাম পুরাদ্বহিঃ ২৭
২০ ডাহিন পাকে বাম পাকে	সব্যং দক্ষিণমেব চ ২৯
২৩ গদাযুদ্ধ ত্যাগ	[এই সুন্দর রীতিটির উল্লেখ ভাগবতে নাই। মহাভারতে বরং ইহার বিপরীত।]
২৭ এক গাছ যেনা	দর্শয়ামাস বিটপং পাটয়ন্নিব সংজ্ঞয়া ৩৫ [বিটপং শাখাং —শ্রীধর]
৩২ হাহাকার হইল	হাহাকারো মহানাসীৎ ৩৬
৩৭-৩৮ সহদেবকে রাজ্য-প্রদান ও রাজগণের মোচন	৭২।৩৭
৪০-৪৬ রাজগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব	৭৩।৬-১৩
৪৫ রার্য্যমদে মত্ত	[রাজ্যচ্যুতির্ভবদনুগ্রহ এব —শ্রীধর] ৭৩।১১
৫৮ জরাসিন্ধ হইল	মোনিরে মাগধং শান্তং রাজাচাপ্তমনোরথঃ ২৭
৬২ ময়দানব কর্ত্তৃক সভা নির্মাণ	মোচয়িত্বা ময়ং যেন রাজ্ঞে দিব্যা সভার্পিতা। ১০।৭১।৩৯

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৬৫ জলে স্থলজ্ঞান করি	জলংমত্বা স্থলেঽপতৎ। ৭৫।২৫ [ভাগবতে রাজসূয়-সমাপ্তির পর ঘটিয়াছিল]
৭০-৭২ পরাসর-রেনুকানন্দন	রামো ভার্গব আসুরি। ১০।৭৪।৭
৭৪ ভিষ্মদ্রোনকৃপ	১০।৭৪।৮
৭৫ সিসুপাল সাব	[মহাভারত সভাপর্ব দ্রষ্টব্য]
৮৫ সহদেব কর্ত্তৃক কৃষ্ণ-বরণ প্রস্তাব	১০।৭৪।১০
৮৮ ভীষ্মের সমর্থন	[মহাভারত সভাপর্ব দ্রষ্টব্য]
৯৬ পাদোদক লইয়া রাজা	তৎপাদাববনিজ্যাপঃ শিরসা লোকপাবনীঃ সভার্যঃ সানুজামাত্যঃ সকুটুম্বোঽবহন্মুদা ২০
৯৭ এতেক কৃষ্ণের পুজা	ইত্থং নিশম্য দমঘোষসুতঃ ২০
৯৮ আসন ছাড়িয়া	স্বপীঠাদুত্থায় ২০
৩৬০০ বড় বড় রাজা আছে	সদস্পতীনতিক্রম্য ২২
৩৬০২ সমুদ্রের তিরে বৈসে	সমুদ্রং দুর্গমাশ্রিত্য ২৫
১৮ উঠিলেন ভিমার্জ্জুন	ততঃ পাণ্ডুসুতাঃ ক্রুদ্ধা মৎস্য সৃঞ্জয়কেকয়াঃ। উদায়ুধাঃ সমুত্তস্থুঃ··· ২৬
২০-৩৮ শিশুপালের জন্মবৃত্তান্ত	[মহাভারত সভা ৪২ অধ্যায়]
৩৯ কাটিল মস্তক	শিরঃ ক্ষুরান্তচক্রেণ জহারাপততো রিপোঃ। ১০।৭৪।২৭
৪১ সান্তাএ কৃষ্ণের সরিরে	চৈদ্যদেহোত্থিতং জ্যোতির্বাসুদেবমুপাবিশৎ ২৭
৫৬ তিন অবতারে গোপাঞি	জন্মত্রয়ানুগুণিতবৈরসংরব্ধয়া ধিয়া ২৮
৬২ সাব রাজার কাহিনী	১০।৭৬
৬৩ রুক্মি সয়ম্বরে	শিশুপালসখঃ সাল্বো রুক্মিণ্যুদ্বাহ আগতঃ যদুভির্নির্জিতঃ সংখ্যে···। ৭৬।১
৬৪ আরাধে সঙ্করে	ইতি মূঢ়ঃ প্রতিজ্ঞায় দেবং পশুপতিং প্রভুং ২
৬৫ দ্বাদস বৎসর	সংবৎসরান্তে ভগবানাশুতোষঃ ৩
৭১ অন্তরিক্ষে রহিব মায়া পুরিত রচিয়া	অভেদ্যং কামগং বব্রে ৩
৭৪ দ্বারকার ঘর ভাঙ্গে	পুরীং বভঞ্জোপবনান্যুদ্যানানি চ ৫
৯১ উত্তপাত দেখিয়া	নিমিত্তান্যতিঘোরাণি পশ্যন্। ৭৭।৬
৯৫ প্রদ্যুম্ন (দ্যুমান্) নামেতে বির··· পাএবর (পাত্রবর ?)	সাল্বামাত্যো দ্যুমান্নাম। ৭৬।১৭
৯৯ মারিলেক···হৃদএ চাপিয়া	তং দ্যুমদ্গদয়া শীর্ণবক্ষঃস্থলমরিন্দমঃ ১৮

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৩৭০০ দারুকপুত্র	দারুকাত্মজঃ ১৮
২ সংগ্রাম স্বীকার	অহো অসাধ্বিদং ১৮
৩ জদুবংসে জত জত রাজা	ন যদুনাং কুলে জাতঃ শ্রূয়তে রণবিচ্যুতঃ ১৯
৪-৫ সাস্ত্রমত কর্ম্ম…সারথি পালায়	ধর্ম্মং বিজানতায়ুষ্মন্ কৃতমেতন্ ময়া বিভো। সূতঃ কৃচ্ছ্রগতং রক্ষেদ্রথিনং সারথিং রথী। ২২
৮ প্রদ্যুম্ন উপরে (দ্যুমান্ উপরে ?)	বিধমস্তং স্বসৈন্যানি দ্যুমন্তং রুক্মিণীসুতঃ প্রতিহত্য… ৭৭।২
১৯ বসুদেবের চুলে ধরি	বসুদেবমিবানীয় ১৬
২১ এত বলি মুণ্ড তার কাটিল	এবং নির্ভৎস্য মায়াবী খড়্গেনানকদুন্দুভেঃ। উৎপাট্য শিরঃ… ১৭
২৫ হাতাসএ (হতাশায় ? অথবা, মাতা সএ ?)	ততো মুহূর্ত্তং প্রকৃতাবুপপ্লুতঃ ১৮
৩৩ মায়াত করিয়া জুঝে	মহানুভাবস্তদবুধ্যতাসুরীং মায়াং ১৮
৩৮ কাটিল সকল মাথা (মায়া ?)	সৌভঞ্চ শত্রোর্গদয়া রুরোজ হ (বভঞ্জ) ২৩
৪১ অনিরুদ্ধ বিবাহ ও রুক্মি-বধ	১০।৬১
৪৭ ভোজরাজার কটক	পুরং ভোজকটং জগ্মুঃ। ৬১।২০
৫১ আজ্ঞা পাইলে…চারুমতী	[চারুমতী রুক্মিণী-তনয়ার নাম—৬১।১৮ দ্রষ্টব্য] রুক্মীর পৌত্রীর নাম রোচনা ৬১।১৯
৩৭৫৭ রাজকুড়া নাহি জানে	অনক্ষজ্ঞো হ্যয়ং রাজন্ ৬১।২১
৬৩ রুক্মির সাতত পাসা	তেনাক্ষৈরুক্মিণ্যাদীব্যত ২১
৬৪ সহস্রেক পন কৈল	শতং সহস্রমযুতং রামস্তত্রাদদে পণং ২১
৬৭ তবে দন্তবক্র বলে হাসে দন্ত দেখাইয়া	জিতবানহং ইত্যাহ রুক্মী কৈতবমাশ্রিতঃ ২২ দন্তান্ সন্দর্শয়ন্ন চ্চৈঃ ২১
৬৮ অন্তরিক্ষে আকাসবানি	তদাব্রবীন্নভোবাণী ২৪
৭ রুক্মী-বধ	১০।৬১।২৫
৭৬ ভাই দেখি…লাজে	নিহতে রুক্মিণি শ্যালে না ব্রবীৎ সাধ্বসাধু বা ২৫
৩৭৮৪-৩৮০২ দন্তবক্র বধ	১০।৭৮
৯৫ হাত পা আছাড়ি	প্রসার্য্য কেশান্ বাহ্বঙ্ঘ্রীন্ ধরণ্যাং ন্যপতদ্ব্যসুঃ ৬
৯৬ পাঠাইল বৈকুণ্ঠপুরে	ততঃ সূক্ষ্মতরং জ্যোতিঃ কৃষ্ণমাবিশদদ্ভুতং ৬

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৯৭ তার ভাই বিদূরথ	বিদূরথস্তু তদ্ভ্রাতা ৬
৯৮ তিন জন্মে মুক্তি	[শ্রীধর স্বামীর টীকা দ্রষ্টব্য। ৭৮৷২]
৪৪০৩-৪৪৩৭ বজ্রনাভ-বধ কথা	ভাগবতে নাই ; হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব ৯৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৪৪৩৮ সুদামা বিপ্রের কাহিনী	১০৷৮০
৪৩ পুরুবে কহিলে মোরে	নন্থ ব্রহ্মন্ ভগবতঃ সখা সাক্ষাচ্ছ্রিয়ঃ পতিঃ ৬
৫১ দেখিবত গিয়া	অয়ং হি পরমো লাভ উত্তমশ্লোকদর্শনং ৮
৫৩ সন্দেশ হইলে কিছু	অপ্যস্ত্যুপায়নং কিঞ্চিৎ ৯
৫৪ অনেক যতনে খুদ	যাচিত্বা চতুরো মুষ্টীন্ বিপ্রান্ পৃথুকতণ্ডুলান্ ৯
৫৫ কৃষ্ণবস্ত্রে কানি খানি	চৈল খণ্ডেন তান্ বদ্ধা ৯ [চৈলস্য জীর্ণবস্ত্রস্য খণ্ডম্—বৈষ্ণবতোষণী]
৫৯ পালঙ্ক এড়িয়া	...প্রিয়াপর্যঙ্কমাশ্রিতঃ। সহসোত্থায় চাভ্যেত্য...। ১২
৬৫ সেই গুরু ঘরে	কথয়াঞ্চক্রতুর্গাথাঃ পূর্বা গুরুকুলে সতোঃ ২৯
৬৭ ৭৭ গুরুগৃহে কাষ্ঠ আনয়ন	১০৷৮০৷২৭-৩৩
৮৬ ভক্তি করি অল্প দিলে	অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্না ভূর্যেব মে ভবেৎ। ৮১৷৩
৮৮ এক মুষ্টি খুদ কৃষ্ণ	ইতি মুষ্টিং সকৃজ্জগ্ধ্বা দ্বিতীয়াং জগ্ধুমাদদে। তাবৎ শ্রীর্জগৃহে হস্তং তৎপরা পরমেষ্ঠিনঃ ৮
৯১ কতকাল বন্দি আমা	এতাবতালং বিশ্বাত্মন্ সর্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে ৯ [অয়ং ভাবঃ এতাবতা পুংস ইহামুত্র চ মৎকটাক্ষবিলাসভূতানাং সর্বসম্পদাং সমৃদ্ধয়ে অলং অতঃপরং দ্বিতীয়মুষ্টাদনেন মা মামেতদধীনাং কুরু। —শ্রীধর স্বামী]
৪৪৯৮ ভাল হৈল ধন মোরে	অধনোঽয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ। ৮১৷১৬
৪৫০১-১০ সুদামার পুরী বর্ণনা	১০৷৮১৷১৭-২১
১১ সকল হরির ভোগ	বিষয়ান্ জায়য়া ত্যক্ষ্যন্ বুভুজে নাতিলম্পটঃ ৩১ [নাতিলম্পটঃ তেষু অনাসক্ত এব বুভুজে —বৈষ্ণবতোষণী]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
২২ সূর্য্যগ্রহণে মহাস্নান	১০।৮২।২
২৩ পরশুরাম তপ তথা	৮২।৩
২৫ সেমন্ত পঞ্চকে	সমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং যযুঃ ২
	[সমন্তপঞ্চকং কুরুক্ষেত্রং—শ্রীধর]
।০-৩১ কুন্তী-বসুদেব সম্ভাষণ	৮২।১৪
৩৯ ৪৬ যশোদা কৃষ্ণ কোলে করি	৮২।২৩

[মালাধর এই মিলনের যে করুণাপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা ভাগবতে নাই]

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৫১-৪৬৩৯ কৃষ্ণমহিষীগণের সহিত দ্রৌপদীর কথোপকথন	১০।৮৩
৪৬৪৬ বসুদেবের প্রশ্ন	৮৪।২২
৫১ গঙ্গা থাকিতে	গাঙ্গং হিত্বা যথান্যাম্ভস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে ২৪
৪৬৭০-৭৪ বসুদেবের যজ্ঞে মুনিগণ	৮৪।১
৬১-৬৩ যজ্ঞের প্রশংসা	কর্মণা কর্মনির্হার এষ সাধুনিরূপিতঃ। যচ্ছ্রদ্ধয়া যজেদ্বিষ্ণুং সর্বযজ্ঞেশ্বরং মখৈঃ ॥ ২৬
৪৭১৭-৪০ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন এবং ভৃগুমুনির বৃত্তান্ত	১০।৮৯।১
৩১ বুকে লাথি মারি	পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ ২
	[ভা॰ বৈকুণ্ঠে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল]
৪৭৪১ বৃকাসুরের বৃত্তান্ত	১০।৮৮
৪৮ কাটিয়া গায়ের মাংস	আত্মক্রব্যেণ জুহ্বানোঽগ্নিমুখং হরং ১২
৪৯ মস্তক কাটিতে	শিরোঽবৃশ্চৎ ১৩
	[অবৃশ্চৎ ছেত্তুমুদ্যতঃ—শ্রীধর]
৫৫ ভস্মরাশি হব	যস্য যস্য করং মূর্দ্ধ্নি ধাস্যে স ম্রিয়তামিতি ১৫
৫৭ তোমার সিরে হাত	স্বহস্তং ধাতুমারেভে ১৬
৫৮ সিবের পশ্চাতে একা	তেনোপসৃষ্টঃ সংত্রস্তঃ পরাধাবন্ সবেপথুঃ ৪
৬৩ দ্বারিকা নগর	বৈকুণ্ঠমগমৎ ১৮
৬৬ বড়ুরূপে রহিলা কৃষ্ণ	দূরাৎ প্রত্যুদিয়াদ্ভূত্বা বটুকো যোগমায়য়া ১৯
৭৪-৭৭ পাগলের বোলে	১০।৮৮।২২
৭৮ নিজ সিরে হাত দিয়া	ভিন্নধীর্বিস্মৃতঃ শীর্ষ্ণি স্বহস্তং কুমতির্ন্যধাৎ ২৪
৯৫-৪৮৯৬ ব্রাহ্মণ শিশুর অকাল মরণ	১০।৮৯।১০

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৪৮৪৪ ব্রাহ্মণ পুত্র রক্ষার্থ অর্জ্জুনের গমন	৮৯।১২-১৮
৫১ গাণ্ডিব ধনু ··· সংসারে	গাণ্ডীবং যস্য বৈ ধনুঃ। ১৫
৫৬ রাখিতে তোমার পুত্র	অনিস্তীর্ণপ্রতিজ্ঞোঽগ্নিং প্রবেক্ষ্যে। ১৪
৬২ তনু সনে লৈয়া	সদ্যোঽদর্শনমাপেদে সশরীরো বিহায়সা। ১৯
৪৮৭৭ চক্রে কাটি অন্ধকার	সহস্রাদিত্যসঙ্কাশং স্বচক্রং প্রাহিণোৎ। ২৩
৭৭ পুরুসবর	বিভুংমহানুভাবং পুরুষোত্তমোত্তমং। ২৮
৮৪ জেমতে দেখিব	যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা। ৩২
৪৮৯০-৪৯৪৫ দেবকীর মৃতপুত্র আনয়ন	১০।৮৫।২৬-৪৬
৪৯০৭ বলির সদনে যাত্রা	৮৫।২৮
৩৩ মারিচির পুত্র	আসন্ মরীচেঃ ষট্পুত্রাঃ। ৩৮
৩৪-৩৭ এক দিন অঙ্গিরা	ভাগবতে অন্যরূপ দেবাঃ কং জহসুর্বীক্ষ্য সুতাং অভিযুমুস্ততঃ। ৩৮ [কং—প্রজাপতিং]
৪৯৬৬ ৫০১৪ সুভদ্রা হরণ	১০।৮৬
৪৭-৬৬ অর্জ্জুনের বনগমন	ভাগবতে অর্জ্জুনের তীর্থযাত্রামাত্র বর্ণিত হইয়াছে। ৮৬।১ —মহাভারত দ্রষ্টব্য।
৬৭ ভূমিতে ভূমিতে গেলা	ত্রিদণ্ডী দ্বারকামগাৎ। ২
৭৮ বলভদ্র মত বিভা	দুর্য্যোধনায় রামস্তাং দাস্যতি। ২
৫০১৫-৭৭ অজামিলের মুক্তি	৬ষ্ঠ স্কন্ধ। ১ অধ্যায়
৫০৭৮-৫১০১ লীলাবসানের সংকল্প	১১।১
৫১১০ ব্রহ্মশাপ	জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুষলং কুলনাশনং ১১।১।১৬
৩৪-৩৫ ব্যাধ কর্ত্তৃক লৌহ প্রাপ্তি	১১।১।২৩
৫০৩১-৫৫৬৩ উদ্ধবের প্রতি পরমতত্ত্ব উপদেশ	১১।৬-৭
৫০৯৬ আমার বংসেতে যত	গতোঽপ্যগাহং হি ভারং যদ্বাদবং কুলমহো অবিষহ্যমাস্তে ১১।৩
৫০৯৮ ব্রহ্মসাপে বংস	শাপব্যাজেন বিপ্রাণাং সংজহ্রে স্বকুলং বিভুঃ। ৫
৫১৬১ রাজা নিমিস মহাসত্র	নিমেঃ সত্রং উপজগ্মুঃ ১১।২।২৪
৬২ নর (নব) সিদ্ধাগন	(নব যোগীন্দ্র কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন।) —১১।২।২০-২১

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত
৫১৯৪-৫২৮৫ চতুর্বিংশতি গুরুতত্ত্ব কথন	পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ। কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্‌গজঃ ॥ ১১।৭।৩৩
	মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ। কুমারী শরকৃৎসর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ ॥৩৪
৫১৮৬ তরুণ রাহ্মা···অবধূত	অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ং। কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্মবিৎ ॥ ৭।২৫
৫২৩১ বরিসাতে সব জল	নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ ১৩,৬
৫২৫০ দারি হৈয়া নগরে [দারি—বেশ্যা: ওড়িয়া]	ধার্ষ্যবদম্বতী। ২৬
৫২৬৩ নৈরাস পরম ধর্ম্ম	আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং ১১।৮।৪৪
৫২৬৫ কুরল পক্ষ আর শুক্র	সামিষং কুররং জঘ্নুঃ ১১।৯।২
৫২৭৭ একবিংসে বক	ভাগবতে বকের কথা নাই— যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্তমিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে ১১।৯।১৩ [পরমহংসদেবের উপদেশে বকের কথা আছে, কিন্তু বক সেখানে শিক্ষাগুরু নহে, ব্যাধ বটে]
৫২৮২ ত্রোয়োবিংসে মর্কট	মর্কট নহে; মাকড়সা যথোর্ণনাভি র্হৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্ত্রতঃ ৯।২১
৫২৯১ আপনে আপন গুরু	আত্মনোগুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ। ১১।৭।২১
৫৩০১ একমাস বুদ্বুদ	অহোরাত্রেণ কললং বুদ্বুদঃ পঞ্চভির্দিনৈঃ। গরুড় পুরাণ উত্তরখণ্ড ৪।১২
৫৩২১-৩১ যোগক্রিয়া	১১।১৪।৩২-৩৭
২৬-২৭ সুসর্ম্মা নামেতে	ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ীত্রয় (যোগশাস্ত্র ও তন্ত্র) সুষুম্নার মধ্যে চিত্রা নামে নাড়ী আছে (যোগশাস্ত্র)
ম চারিদলে	'মূলাধার' পদ্মের চারিদল ঐ
ছদল পদ্ম	দশদল ?

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত ও অন্যান্য
২৯ নাভিসরোজ	দশদল বিশিষ্ট 'মণিপুর' পদ্ম (যোগশাস্ত্র)
হৃদয় কমল	'অনাহত' চক্র
৫৩৩৪ ভক্তিতে নারায়ণ	১১।১৪।২০-২১
৩৮ আপনে আপন বৈরি	আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। —গীতা, ৬ অধ্যায়
৪৭ ৫৯ বিভূতি যোগ	১১।১৬ —গীতা, ১০ অধ্যায়
৬৭ বিশ্বরূপ প্রদর্শন	ভাগবতে নাই; —গীতা, ১১ অধ্যায়
৯০ যোগে দেহ মন	যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্ম বিশুদ্ধয়ে —গীতা, ৬অঃ
৯৪ সাধু সঙ্গ মেলা করি	সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্ ১১।২৬।২৬
৯৯ মনের বিরোধ (নিরোধ ?) কর	১১।২৩।৪৬
৫৪১৫-২১ চতুর্বর্ণের বিচার	১১।১৭।১১
২২-৪৭ চতুরাশ্রম বিচার	১১।১৭।৩১
২৩-২৬ ব্রহ্মচর্য্য	১৭।৩১
২৭-৩৯ গার্হস্থ্য	১৭।৪৩-৫১
৩১ অতিত আসিয়া জাএ	অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে। স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি। হিতোপদেশ
৪০-৪২ বানপ্রস্থ	১১।১৮
৪৩-৪৫ সন্ন্যাস	ঐ
৩৮ সভা হৈতে ভাল	সর্বেষামাশ্রমেষু গৃহস্থ এব বিশিষ্যতে (বশিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র) ৮।১৪
২৮-৩৬ মালাধর পঞ্চঋণের কথা বলিয়াছেন কিন্তু ৪টির উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, পিতৃঋণ, দেবঋণ, ব্রহ্মঋণ, প্রজাপতিঋণ	জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণৈর্ঋণবান্ ......প্রজয়া পিতৃভ্যঃ। তৈত্তিরীয়ক ৬।৩ ১০ ৫ ঋণং দেবস্য যাগেন ঋষীণাং পাঠকর্মণা। সন্তত্যা পিতৃণাং ঋণং শোধয়িত্বা পরিব্রজেৎ॥
পঞ্চ যজ্ঞ	দেব-ভূত-পিতৃ-ব্রহ্ম-মনুষ্যানামনুক্রমাৎ। মহাসত্রাণি জানীয়াত্ত এব হি মহামখাঃ। কর্মপ্রদীপ, গরুড়পুরাণ (পূর্বঃ ৯৩।১৩)
৭৪ সত্ত্ব রজ তম	১১।২৪
৭৮-৭৯ অষ্টাঙ্গে জোগের জোগি	যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি —পাতঞ্জল যোগসূত্র

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত ও অন্যান্য
জপিলে অমরাসন (যম আসন ?) আর প্রণামে (প্রাণায়ামে ?) সন্ত্যাহার (প্রত্যাহার ?)	যোগশাস্ত্র দ্রষ্টব্য
৮০ পদ্মাসন	উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরূ সংস্থৌ প্রযত্নতঃ। উরূ মধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বা ততো দৃশৌ॥ —যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ
সস্তিক আসন	উরূ জঙ্ঘান্তরাধায় প্রপদে জানুমধ্যগে। যোগিনো যদবস্থানং স্বস্তিকং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥ —শ্রীধর
৫৪৮১-৯৮ যোগপ্রকরণ	ভাগবতে বিস্তৃত বর্ণনা নাই; মালাধর যোগশাস্ত্র তন্ত্র ও বিবিধ পুরাণ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন—যথা, যোগবাশিষ্ঠ, ঘেরণ্ড-সংহিতা, স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, যোগ-চিন্তামণি ইত্যাদি।
৯১ পুরক কুম্ভে পুরে রেচে	প্রাণস্ত শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ ১১।১৪।৩৩
৫৫০১ প্রণাম (প্রাণায়াম)	ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং ত্যজেৎ পিঙ্গলয়া ততঃ। পিঙ্গলাপূরিতং বায়ুমিড়য়া চ পরিত্যজেৎ॥ —শ্রীধর
২ ছয় চক্র ভেদি	মূলাধার চক্র, স্বাধিষ্ঠানচক্র, মণিপুর চক্র, অনাহত চক্র, বিশুদ্ধ চক্র ও আজ্ঞা চক্র। ষট্চক্র ভেদ করিলে সাধক সহস্রারে পৌঁছিতে পারেন; সেই সহস্রদল পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি শিবের সহিত মিলিত হইলে সাধক মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করেন (যোগশাস্ত্র দ্রষ্টব্য, ভাগবতে নাই)।
৪ কুণ্ডলি আকার	কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারে সার্দ্ধত্রিকুণ্ডল ভাবে বাস করেন (হঠযোগপ্রদীপিকা)
৬ আসন প্রবন্ধে	যোগশাস্ত্রে বহু আসনের উল্লেখ আছে—যথা পদ্মাসন, শীর্ষাসন, শবাসন ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	ভাগবত ও অন্যান্য
৯ সাপিনি বন্ধদেসে নিব	যোগশাস্ত্রে বলে যে মূলাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী নিদ্রিতা থাকেন, সাধক তাঁহাকে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রভৃতির দ্বারা জাগরিত করিয়া ষট্‌চক্রের মধ্য দিয়া সহস্রার পদ্মে লইতে চেষ্টা করেন।
অমৃতে সরির সিঞ্চিব'	সমাধিতে সহস্রার হইতে অমৃতধারা বর্ষিত হইয়া কুলকুণ্ডলিনীকে সঞ্জীবিত করে, উহার নাম 'অমৃত বারুণী'।
১১ আছে চারি দল	মূলাধার পদ্মের চারি দল
১৩ সলিপুরে (মণিপুরে)	নাভিমূলে মণিপুর পদ্মের দশ দল
১৪ হৃদগ্রে দল	দ্বাদশ দল যুক্ত অনাহত পদ্ম হৃদ্দেশে অবস্থিত।
৫৫১৫ বিসুদ্ধ নাম	বিশুদ্ধ কমলের ষোলদল
১৭ আজ্ঞ নামে বর্ণ	আজ্ঞা চক্র বা কমলের দুইদল
২৩ স্রবনেতে না সুনে	সমাধির অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে
২৭ চতুর্ভুজ রূপ আমা	সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজং ১১।১৪।৩৭
৫১ কেনে হাসে কেনে কান্দে	বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি কচিচ্চ। বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ মদ্‌ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥ ১১।১৪।২৪
২৮-৪৩ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানরূপ	১১।১৪।৩৮-৪৩
৩৮ ৫৬৭৫ যদুবংশ ধ্বংস	১১।৩০
৫৭৫৬-৭৬ শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমন	১১।৩১
৫৮০৬ কলির প্রবেশ ও তাহার দোষবর্ণন	১২শ স্কন্ধ

[ভাগবতের যে অধ্যায় বা শ্লোক সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রায়শঃ বহরমপুর সংস্করণ অনুসারে]

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁহাদের অপরিমেয় সৌজন্য, সহায়তা ও সমর্থন না পাইলে এই দুরূহ কাজ আমি সম্পন্ন করিতে পারিতাম না, তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ করা সম্ভব না হইলেও আমি সর্বান্তঃকরণে তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। যাঁহার নামে আমি এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়াছি, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন; আমি তাঁহার দেশসেবাব্রত-সমুজ্জ্বল দীর্ঘজীবন কামনা করি।

অতঃপর আমার শ্রদ্ধেয় সহকারী প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি যেরূপ অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত সুদীর্ঘ পুথি একাধিকবার নকল করিয়া মুদ্রণোপযোগী করিয়া দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

ইহার পরই, আমার প্রতিভাবান ছাত্র ও বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক শ্রীমান শশিভূষণের নামোল্লেখ করিতে হয়। ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত, এম্.এ., পি.আর্.এস্., পিএচ্.ডি.-কে সহকারী হিসাবে পাইয়াছিলাম বলিয়াই এই সুবৃহৎ গ্রন্থ সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। বাঁকিপুর বি. এন্. কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমান বিমানবিহারী মজুমদার, এম্.এ., পি.আর্.এস্., পি.এচ্.ডি., ভাগবতরত্ন, অনেক বিষয় পরামর্শ দানে ও তথ্যসংগ্রহের দ্বারা আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। যখনই আমি তাঁহাকে এই গ্রন্থ সম্পর্কে কোনও কাজের ভার দিয়াছি, তখনই তিনি অকাতর পরিশ্রমে তাহা সম্পন্ন করিয়া আমার শ্রম লাঘব করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্.এ., ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গাঙ্গুলি, বি.এ., মহাশয়দ্বয়ের নিকটও তাঁহাদের আনুকূল্য ও সৌজন্যের জন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম।

পরিশেষে নিবেদন, বৈষ্ণব সাহিত্যের এই অমূল্য অবদান সম্পাদন করিতে গিয়া যে সকল ভ্রম বা ত্রুটি করিয়াছি, তাহা আমার অক্ষমতারই জন্য, তবে শ্রমের ত্রুটি করি নাই। সুধী সজ্জন সমস্ত দোষত্রুটি ক্ষমা করিয়া লইবেন, ইহাই বিনীতভাবে প্রার্থনা করি।

সম্পাদক

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়

নির্ঘাটন বন্দনা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নম নম ॥
নম ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ ॥১॥
প্রণমহো নারাঅন অনাদিনিধন।
স্রীষ্টী স্থিতি প্রলএ জাহার[১] কারন ॥২॥
একভাবে বন্দো হরি করি জোড় হাথ।
[২]বসুদেব সুত কৃষ্ণ[২] মোর প্রাননাথ ॥৩॥
ব্রহ্মা মহেস্বর বন্দো স্থিতি[৩] সংহার[৩]।
গনপতী [৪] নমোহি বিঘ্নী করতার[৪] ॥৪॥
সব দেবগণের সে বন্দিয়া চরণ।
কৃষ্ণের চরিত্র কীছু করিয়ে রচন ॥৫॥
লক্ষ্মি সরস্বতি বন্দো তাঁহার দুই নারী।
জাহার প্রসাদে সব লোক পুরস্করি ॥৬॥

(ক) পুথি—বন্দনা নাই।
(খ) পুথি আরম্ভ—৺শ্রীশ্রীহরিচরনস্মরনং। অথ পুস্তক বিষয় লিখ্যতে।
নারায়নং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবিং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদিরয়েৎ ॥
(গ) আরম্ভ নাই।
(ঘ) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণেভ্যো নমঃ। নারায়ণং প্রভৃতি।
(চ) আরম্ভ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। ইহার পরে পুথির পাতা খণ্ডিত।

১ যত তাহার কারণ।—(ঘ) পুথি। ২-২ নন্দনন্দন কৃষ্ণ।—(খ) পুথি।
৩-৩ সৃষ্টির সংহার (গ), সৃষ্টির সহায়। (ঘ) ৪ কর পার। (খ) বিঘ্ন হরতার। (ঘ)

ত্রিভুবনেশ্বরি দেবি[১] জগতজননি[২]।
প্রকৃতি স্বরূপা দেবি স্রীষ্টির পালনি ॥৭॥
জার[৩] পদসেবি ইন্দ্র জগতের রাজা[৩]।
ব্রহ্মা আদি দেবগনে করে জার পুজা ॥৮॥
শুম্ভ আদি দৈত্যের[৪] সে করিয়া নিধন।
দেব লোক[৫] রক্ষা কৈল চরাচর গন ॥৯॥
জাঁহার প্রসাদে মোর হৈল আচম্বিত।
মুক্তি[৬] দায়ক করনি[৬] কৃষ্ণের চরিত ॥১০॥
গোসাঞীর জর্ম্ম কর্ম্ম কে[৭] কহিতে পারে[৭]।
লোকহিত কারনে জতেক অবতারে[৮] ॥১১॥
আকাসের তারা জদি একে একে গনি।
সমুদ্রের জল জদি[৯] ঘটে পরমানি[৯] ॥১২॥
পৃথুবির রেনু জদি করিএ গনন।
তবুত বলিতে নারি কৃষ্ণের করন[১০] ॥১৩॥ *
সংসার সাগর জদি[১১] করিতে তারন।
ভাগবত অবতরি হিতের কারন ॥ ১৪ ॥

---

১ দেবি স্থলে বন্দো। (খ)

২ জননী স্থলে গোষামি। (চ)

৩-৩ জাহার পাদপদ্ম স্মরি ইন্দ্র ত্রিজগতের রাজা। (গ) ত্রি(জ)গতে। (খ) ইন্দ্র হইলা রাজা। (চ)

৪ (খ) ও (ঘ) অসুরের।

৫ (খ), (গ) ভবি। দেব ঋষি ব্রহ্ম ঋষি জন্মের কারন। (চ)

৬-৬ মুক্তি দায় কর বলি। (গ) মুক্তি দাও করি বলি। (ঘ)
যা(র) কৃপায় বলিব কৃষ্ণের চরিত্রে। (চ)

৭-৭ কি বর্নিতে পারি। (খ)

৮ অবতরি। (খ)

৯-৯ ভরে ঘটে ধরে আনি। (খ)

১০ কারণ (ঘ)

* ১৩ সংখ্যক পদের পরে (ঘ) পুথিতে এই অতিরিক্ত পদটি দৃষ্ট হয়—

বরিষার বৃষ্টিধারা গণিবারে পারি।
কৃষ্ণের চরিত্র তবু বর্নিবারে নারি॥

১১ লোক (ঘ)

ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া ॥১৫॥ *
স্থন হে পণ্ডীত লোক একচিত্ত মনে।
কলি ঘোর তিমির জাতে বিমোচনে ॥১৬॥ †
ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকীক[১] কহিল লোক স্থন মহাস্থখে[১] ॥১৭॥

সর্ব্বলীলা

সংসারের সার গোসাঞি কমললোচন।
সভার[২] কারন প্রভু[২] দেব নিরঞ্জন ॥১৮॥

---

* ১৫ সংখ্যক পদের পর (খ) ও (গ) পুথিতে এই অতিরিক্ত পদটি দৃষ্ট হয়—

ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তে কারণে ভাগবত গীত ছন্দে গাহি।

† এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই। ইহার স্থলে (চ) পুথিতে নিম্নোক্ত পদ দৃষ্ট হয়—

কলি ভব সাগর সে হইবে তারন।
একচিত্ত হএ শুন কৃষ্ণের চরন।

(ঘ) পুথিতে নিম্নোক্ত পদগুলি দৃষ্ট হয়—

কলিকালে পাপচিত্ত হব সব নর।
পাঁচালি রসে লোক হইব বিস্তর।
গাইতে গাইতে লোক পাইবে নিস্তার।
শুনিলা নিষ্পাপ হব সকল সংসার।
সাদরে শুনিহ- না করিহ হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে এই হইল ভেলা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে যার বাসনা।
যেই যাহা কৈল তাহা করায়ে ঘটনা।
ইহা বুঝি লোক সব শুন সাবধানে।
যাইবে বৈকুণ্ঠপুরী চড়িয়া বিমানে।

(খ) পুথিতে এই পদের পরেই কংসের জন্ম অধ্যায়।

১-১ লৌকিকে কহিতে সার শুন মহা সুখে (গ) ২-২ সভাকারে চল গোসাঞী (গ)

প্রথমেতে ব্রহ্মা হৈলা দেব শ্রীহরি ।
দ্বিতিএ বরাহরূপে পৃথুবি উদ্ধারি ॥১৯॥
তৃতিএ নারদ মুনি বিদিত সংসারে ।
চতুর্থেতে নরনারায়ন অবতারে ॥২০॥
বদরি[কা]স্রমে তপ করিল বিস্তর ।
জগতে[১] গাইল জার মহিমা অপার[১] ॥২১॥

* কংশ রাজার জন্ম লিক্ষতে

ক্ষিতি মধ্যে পুরিখান অতি অনুপাম ।
মধুপুরি নরপতী উগ্রসেন নাম ॥
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা বিদিত ভুবনে ।
হরি নাম ছাড়ি তার অন্ন নাহী মনে ॥
তাহার রমনী অতি মনরম সুন্দরি ।
রূপে সম নাহী তারে জিনে বিদ্যাধরি ॥
উগ্রসেন মহারাজা সিরে ধরে দণ্ড ।
অসিম সাহস রাজা প্রতাপ প্রচণ্ড ॥
দানে ধর্ম্মে মহারাজা রূপে জেন রাম ।
কণ্ঠে সরস্বতি বৈসে জপয়েতে নাম ॥
নিজ বাহুবলে রাজা সাসে বসুমতি ।
তার কন্যা উপজিল ত্রিভুবনের সতি ।
দেবকী তাহার নাম থুইল হরসীতে ।
তার গর্ব্বে জন্মিলা জেন জগন্নাথে ॥
বড়ই সুন্দরি দেবী হরসীত মন ।
আর কতোদিনে দেখি ঋতুস্নান হয় ॥
ঋতুস্নান করি দেবি করে নানা বেস ।
ললাটে সিন্দুর অঙ্গে পুষ্পে ভরে কেস ॥
মালতি লবঙ্গ যুতি পরি গন্ধফুলে ।
চাপা নাগেশ্বর কুন্দ মৃনাল বকুলে ॥
মৃগমদ চন্দনে লেপিলা কলেবর ।
বিধুরি জিনিঞা অঙ্গ সুন্দর অধর ॥

১-১ মহিমা গাইল গীত সকল সংসার (গ)

সিন্দুরে মণ্ডীত মুক্তা জিনীএল দসন।
নয়নকটাক্ষ বানে উজ্জলিত গুন॥
পরিধা বিচিত্র বস্ত্র লথাটে তিলক।
সসি জিনী মুখ তার তিমির আলক॥
করেত কঙ্কন রত্ন সঙ্খ পরি হাথে।
নপুর সুনাদ ধ্বনি বাজয়ে চলিতে॥
কাম রতি হয়্যা সতি পুষ্পের উর্দ্দানে।
স্থতিয়াছে সতি পতি ভাবি মনে মনে॥
কৃষ্ণের চরিত্র নর সুন এক মনে।
গুনরাজ খান ভনে গোবিন্দ চরণে॥

দির্ঘছন্দ।

হেন কালে দৈব গতি — ধাইল অপ্সরপতী
মায়া পাতি করয়ে গমন।
নানা আভরন — সুসীত চন্দন
নানা গন্ধ করিয়া লেপন॥
কিঙ্কিনী ধাগর কাসী — নপুর সুনাদ বাসি
নানা রঙ্গে সঙ্গে নৃত্য গনে।
রাজ নিত্য জেন হয় — দির্ঘ্য বধ দিয়া যায়
অপ্সরকে ভ্রময়ে গগনে॥
সুরা পুরিত মুখে — সুরঙ্গ অধর সুখে
ধাইল অসুর মহারাগে।
দেখিতে দেবের সৃষ্টি — মুর্চ্ছা পড়িল দৃষ্টি
তপ বিধি বিড়ম্বিল লাগে॥
তেন কর্ম্ম সুন্দরি নারি — রূপ জিনী বিদ্যাধরি
রম্ভা তিলোত্তমা নহে সমা।
জন্ম জন্ম তপ করি — তবে কাম্য করি যারি
তবে যেনে তেন কর রামা॥
এ সব বিভব জত — সব হৈল বিস্মিত
কাম বানে প্রান নিল হরি।
সব কার্য্য পরিহরি — জন্মান্তর তপ করি
জদি মিলে হেনক সুন্দরি॥

এইত পরম সতি পতি বিনে নাহী গতি
প্রান গেলে না তজিব আনে।
মনেতে উপায় করি উগ্রসেন রূপ ধরী
উপনিত হইল সেইখানে।

উগ্রসেন রূপ ধরী নিজ রূপে পরিহরি
উপনিত মন্দরীর পাশে।
অসুর রহি পাসে গেল সতী সচেতন হৈল
চিয়াইলা নাকের নিশ্বাসে।

পাশে দেখি সতি পতি হরসীত হৈল মতী
লজ্জায়ে মুখেতে নাহী বানী।
আপনেতে নরপতি বকিয়া সম্ভোগরতী
এই মনে ভাবিল কামিনি।

গোসাঞি বিমতি ছিল মুর্চ্ছেতে সদয় হৈল
রতি অঙ্গে জানিল কামিনি।
হইয়া চেতন সতী অসুর না পায় পতি
নিরংশে হইল আপনি।

দৈবের নিবন্ধ ছিল কংস গর্ব্বে উপজিল
সতি হৈল সচিন্তিত মতি।
মোর নিজ পতি নয় কুবুদ্ধি লাগিল কায়
কোন পাপে রতি হৈল মতি।

পরিচয় দেহ মোরে বারে বারে বলি তোরে
ত্রিভুবনে সার তুমি সতি।
বলে গুনরাজ খানে হরি পদে বহু মনে
গোবিন্দ চরনে মোর মতী।

জোড় হাথ করি অসুর কাপে মন ভয়।
কন্যার সম্মুখে কিছু জোড় হাতে কয়।
অহিত অসুররাজ বড় মহাবির।
তোমার জৌবন দেখি হইলাম অস্থির।
তোমার উদরে মোর হইবেক বংস।
ত্রিভুবন জিনি তার নাম হব কংস।
আগে সব পাপমতী না পাইবে গতি।
সাপিয়া করিব ভস্ম অসুর পাপমতি।

পামর ভুঞা পরউচিষ্ট না করিলি ঘেনা।
মধুপানে মত্ত হয়্যা না চিন আপনা।
আমার দুহিতার নাম দৈবকি সুন্দরি।
তার গর্ব্বে জন্মিবেন দেবতা শ্রীহরি।
সেইত করিব দুষ্ট তোর বংশ ক্ষয়।
অপমর পাপমতি জবে আছ তয়।
নিজ রূপ ধরি তবে অসুর চলিল।
অপমান পাইয়া সতী নিজঘরে গেল।
স্বামি না কহে সতি লোক লজ্জা ডরে।
দিনে দিনে কংস তার বাড়ীলে উদরে।
জনমিল কংসাসুর মনমা উদরে।
চলিতে না পারে সতি উদরের ভরে।
নয় মাস দশ দিন সংপুর্ন হইল।
হেনকালে মনমাদেবী পুত্র প্রসবিল।
ভূমেতে পড়িল বির কাঁপে বসুমতি।
ঋসি তপস্বি বলে কিবা হৈল গতি।
সমুদ্র উথাল বাজে চন্দ্রসূর্য্য কাঁপে।
কালিনাগ উপজিল নারায়ন সাপে।
হিরন্যগর্ভের তনয় উপজিল আপার।
গোসাঞী সাপে জন্ম হৈল অবতার।
এই সব কারণে হৈল নাম তার কংশ।
কৃষ্ণ রূপে নারায়ন করিবেন ধ্বংস।
এত শুনী মুনীগন অনুমান করি।
চলিলা ত মুনিগন জার জেই পুরি।
নিতি নিতি পুত্র পালে মনমা সুন্দরী।
যেমত ব্যবহার রাজে পালে জত্ন করি।
অতি সে প্রবল দেখী উগ্রসেন রায়।
এই ত পুত্রস নহে আমার তনয়।
ক্রোধে চলে মনমাকে বলে নরপতি।
কহত সকল কথা জদি হয় সতি।
স্বামির বচনে সতি প্রনতি করিলা।
কহোন সকল কথা নির্ভয় হইলা।
তোমারে ভাবি আমি অনুমান কৈল।
তোমা রূপ ধরি আসি অসুর ছলীল।

আম্যর নিবন্ধ ছিল সত্তির সমাখে।
তোমাকে না কহী আমি লোকভয় লাজে।
দ্রাম্মল অসুর নাম জানিয়া তাহার।
সাপিল তাহারে আমি করি হাহাকার।
দেবকী উদরে এক জম্মিবেক বংসে।
তার ঠাঞী অসুরের হইবে বিনাসে॥
শুনিঞা সতির বানি বৃদ্ধ নরপতি।
কংশ নাম থুইল তার করিয়া যুগতি।
দিনে দিনে বাড়ে রূপ হইল মুরতী।
কোলে নাহী করে রাজা নাহিক পিরিতী।
পরে সন্ত্রাস নাহি নাহি করে কোলে।
কংস দেখি নরপতি নহে কুতুহলে।
এ সব দেখিয়া কংস নিবেদিল মায়ে।
প্রনতি করিয়া কহি কর সর্ব্বপায়ে॥
কাহার তনয় আমি স্বরূপ কহ মোরে।
বাপ হয়্যা স্নেহ্‌ কেন নাহি করে মোরে।
কহিল সকল কথা সনয়া সুন্দরী।
সেশব উত্তর কংশ তাহা মনে করি।
তপ বিনে কিছু নহে ত্রিভুবনে সার।
যে তপ করয়ে সেই ভুঞ্জয়ে সংসার॥
করিব সম্বর শক্তি চিন্তীয়া উপায়।
সমুদ্রের কুলে নিতি কংশাসুর জায়।
কথোকাল গেল তার ফলমুল ভক্ষনে।
আর কথোকাল গেল ভক্ষন পবনে।
কথোকাল গেল তার করি উপবাস।
অতিসয় সুক্ষ হৈল আছে মাত্র শ্বাস।
অতি সুক্ষ হৈল তোনু শ্বাস মাত্র আছে।
তবে ভোলানাথ দরসন দিল কাছে।
শিবের চরণে কংশ প্রনতী করিল।
বাপ হৈয়া মোরে বিস্তর অপমান কৈল।
বাপ হয়্যা কোথা কার করে অপমান।
পৃথীতে মহীব রাজা আমার সমান।
এ তিন ভুবনে জত আছে নরপতী।
সভাকে জিনিব আমী শুন পশুপতি॥

পঞ্চমে কপিল মুনি জোগের নিধান।
মুনি রূপে জোগ সব করিল বাখান[১] ॥২২॥
দত্তাত্রেয় মোহাজোগি ষষ্ট রূপ ধরি।
জা[২] সেবি কার্ত্তিকবির্য্য জগতে অধিকারি[২] ॥২৩॥

সব দেবগন মোরে করিবেক ক্ষয়।
দেব মুনি বিদ্যাধর আমার নির্ণয়॥
তবে জখন মরণ পথ হইব আমার।
আমারে মারিতে আসিব সংসারের সার॥
মিত্র্যুভাব করিলে ঝাট মিক্রি নয়।
সত্রু ভাব করিলে শর্ত্তরে মিক্রি হয়॥
মনোনিত বর কংশে দিল সপ্তপতী।
বর পায়্যা ঘর গেলা হরসীত মতী॥
মাএর চরনে কংস প্রনতি করিল।
জত জত বর পাইল মায়েরে কহীল॥
পাইক রাউত দিল জত অসুর রায়।
নিজ পুত্র সঙ্গে দিল সকল সহায়॥
মস্তকে ধবল ছত্র হরসিত হয়্যা।
উগ্রসেন রাজা পুইল বন্দি করিয়া।
জত জত রাজা সব দিগে দিগে আছে।
ভয় পায়্যা রাজা সব রহে তার কাছে॥
জরাসিন্ধু মহারাজা সংগ্রামে হারিয়া।
অস্তি পাস্তি দুই কন্যা কংসে দিয়া॥
জত জত দেবগণ অষ্টো বিদ্যাধর।
সভে আসি তার পাশে খাটেন কিঙ্কর।
মহারাজা হৈল কংস আপনার তেজে।
পৃথিবির রাজা আসি কংসে রাজে পুজে।
কৃষ্ণের পাদপদ্ম ভাবি অনুক্ষনে।
পাঁচালির ছন্দে রচে গুনরাজখানে॥

কংস-রাজার জন্ম সমাপ্ত।

১ উখান (খ) ২-২ যাঁরে সেবি কার্ত্তিক হন জগত অধিকারী (খ)

সপ্ত[1] প্রথমেত (?) জজ্ঞ রূপ দক্ষিনা সহচরি[1] ।
অষ্টমেত জড়রূপে ভরথ অবতরি ॥২৪॥
নবমেত পৃথুরূপে মহিমা আপার ।
পৃথুবি দুহিয়া কৈল জিবের নিস্তার[2] ॥২৫॥
দসমেত মিনরূপে বেদ[3] উদ্ধারিল[3] ।
একাদসে[4] কুর্ম্মরূপে অবতার কৈল[4] ॥২৬॥
জলমদ্ধার[5] পৃথুবি প্রীষ্ঠে তুলি লৈল ।
দ্বাদসে ধন্বন্তরি অমৃত মথিল ॥২৭॥
ত্রয়োদসে স্ত্রীরূপে মহিল অসুরে ।
সমুদ্র মথিয়া অমৃতে তুষ্ট কৈল সুরে ॥২৮॥
চতুর্দ্দসে নরসিংহ অদ্ভুত সরির ।
হিরণ্যকসিপু মারি পিয়ন্তি রুধির ॥২৯॥
পঞ্চদসে বামনরূপে[6] অবতার করি[6] ।
ছলিয়াত বলে নিল রসাতলপুরি ॥৩০॥
পরুসরাম রূপে সোড়স অবতার ।
নিঃক্ষেত্রি প্রথুবি কৈল তিন সাতবার ॥৩১॥
সপ্তদসে ব্যাসরূপে বেদ[7] সাখা করি[7] ।
ধর্ম্ম[8] বুঝাইয়া লোকে নিস্তার সে করি[8] ॥৩২॥
অষ্টাদসে শ্রীরাম রূপে দসরথের ঘরে ।
একা প্রভু[9] চারি অংসে অবতার করে ॥৩৩॥

১-১ সপ্তমেতে যজ্ঞরূপে দক্ষিণ…(ঘ)
২ আহার (ঘ)
৩-৩ বেদের উদ্ধার (চ)
৪-৪ একাদশরূপে গোসাঞী কূর্ম্ম অবতার (চ)
৫ জলে মগ্না (ঘ)
৬-৬ বটু দ্বিজ রূপ ধরি (চ)
৭-৭ অবতার করি (ঘ)
৮-৮ বেদশাখা বুঝাইয়া ধর্ম্ম অবতরি (গ)
ধর্ম্ম বুঝাইএ ভবসাগরে উদ্ধারি (চ)
৯ বিভু (ঘ)

সমুদ্র বাঁধিয়া কৈল সিতার উদ্ধার।
সবংসে রাবণ রাজায় করিল সংহার ॥৩৪॥
উনবিংসে হলধর রূপে অবতার।
বিংসতি রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিদিত সংসার ॥৩৫॥
একবিংসে বৌদ্ধ রূপে জগত[১] মোহন[১]।
দ্বাবিংসে কল্কি[২] রূপে ম্লেছের নিধন[২] ॥৩৬॥
হেনমতে অবতার[৩] অংসে অবতরি।
কৃষ্ণ[৪] রূপে[৪] পুর্ন্ন প্রভু আপনে শ্রীহরি ॥৩৭॥
কৃষ্ণের চরিত্র নর সুন এক মনে।
জাহা হৈতে[৫] নর্কবাস হইবে তারনে[৫] ॥৩৮॥
বাপ ভগিরথ মোর মা ইন্দুমতি।
জার[৬] পুণ্য হইতে মোর নারায়নে মতি[৬] ॥৩৯॥
জক্ষ রক্ষ সর্ব্ব জনে করিয়া বিনএ।
গুনরাজ[৭] খান বলে কৃষ্ণের বিজয়ে[৭] ॥৪০॥

ললিত রাগ ॥

প্রথমে কহিব জন্ম অদ্ভুত কাহিনি।
অজ হইয়া জন্ম[৮] হইল দেব চক্রপানি[৮] ॥৪১॥
বসুদেব থুইল নিঞা নন্দ ঘোস ঘরে।
যসোদার কন্যা আনি ভাণ্ডিল রাজারে ॥৪২॥

১-১ অবতার করি (ঘ)
৩ নারায়ণ (ঘ)
৫-৫ শুনিলে গর্ভবাস করিবে তারণে (ঘ)
গর্ভবাস নহিবে ত্রিভুবনে (চ)
৬-৬ যাঁহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণচন্দ্রে মতি (ঘ)
তাহার প্রসাদে হইল কৃষ্ণেতে ভকতি (চ)
৭-৭ মালাধর বসু বলে শ্রীকৃষ্ণবিজয় (গ)
৮-৮ গর্ভবাস কইলা চক্রপাণি (চ)
২-২ কলঙ্করূপে ম্লেচ্ছকে সংহারি (ঘ)
৪-৪ পরং ব্রহ্ম

শৃগালির রূপে দেবি আগে মহামাএ।
ফনাছত্র ধরিয়া বাসুকি পাছু যাএ ॥৪৩॥
দুগ্ধের ছাওয়াল হইয়া দেব শ্রীহরি।
স্তনপান করিয়া হরি পুতনারে মারি ॥৪৪॥
ভাঙ্গিল সকটখান সব্দ গেল দুর।
যাহা শুনি ত্রাসে মোহ পায়[১] সুরপুর[১] ॥৪৫॥
তৃনাবর্ত্ত মাইল কৃষ্ণ গলাচাপি ধরি।
মৃত্তিকা ভক্ষনে বিশ্বরূপ[২] দেখাইল হরি[২] ॥৪৬॥
গর্গমুনি আসি কৈল নাম করণ।
দধি খায়া ভাণ্ড ভাঙ্গে দেব নারায়ন ॥৪৭॥
উদুখল দিয়া যসোদা বান্দিল তাহারে।
জমল অর্জ্জুন দুই ভাঙ্গিল গদাধরে ॥৪৮॥ *
সাপে[৩] মুক্ত কৈল দুই[৩] কুবেরু নন্দন।
ধান্য দিয়া ফল খাইল দেব নারায়ন ॥৪৯॥
সেই ধান্য পায়া তার নানারত্ন হৈল।
গোকুল ছাড়িয়া বৃন্দাবন বাস কৈল ॥৫০॥
বৎসক[৪] মারিল[৪] কৃষ্ণ[৫] ইসত লিলাএ।
পানি পিতে মাইল কৃষ্ণ বক মহাকাএ ॥৫১॥

১-১ গেলা কংসাপুর (খ)　　　২-২ দেহ দেয়াল্যা শ্রীহরি (চ)

* এই স্থল হইতে কৃষ্ণের বাললীলা (খ) পুথিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা এইরূপ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ক্রিড়া লিখতে।
কৃষ্ণের অদ্ভুত কথা শুন একচিত্তে।
শিশুকালে বালক্রিড়া কৈল জেন মতে॥
অদ্ভুত কথা যত বালক্রিড়া কৈল।
কুবের কুমার দুই সাপে মুক্ত হৈল।

(খ) পুথিতে ইহার দ্বিতীয় পদের প্রথম কলি এইরূপ—

বলিব ত বালক্রীড়া যত যত কৈল।

৩-৩ মুক্ত হৈয়া ঘর গেলা (খ), (গ)

৪-৪ বৎস বধ কৈল (খ)　　　৫ গোষ্ঠে (চ)

অঘাসুর মারি কৈল ব্রহ্মার মোহন।
ধেনুক মারিয়া কৈল তাল ভক্ষণ ॥?২॥
তবেত করিল হরি[1] কালিয় দমন।
বলভদ্র বলে মায়া ছাড়ি নারায়ণ ॥৫৩॥
দাবাগ্নি ভক্ষন করি প্রলম্ব বধ কৈল[2]।
অগ্নি পিয়া বৃন্দাবনে গোকুল[3] রাখিল[3] ॥৫৪॥
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া[4] গোপিকা তুসিল।
যজ্ঞপত্নির[5] স্থানে অন্ন মাগিয়া খাইল ॥৫৫॥
পর্ব্বত ধরিয়া হরি[6] গোকুল রাখিল।
পুনরপি[7] নিজ স্থানে পর্ব্বত এড়িল[7] ॥৫৬॥
বরুণের ঘরে[8] কৈল নন্দের উদ্ধার।
গোপি লইয়া বৃন্দাবনে করিল[9] বেহার[9] ॥৫৭॥
সর্প মারি নারায়ণ[10] সাঁপ খণ্ডাইল।
কাত্যায়নি মোহৎসব বৃন্দাবনে কৈল ॥৫৮॥ *
কেশী বধ[11] ব্যোম বধ একে একে কৈল[11]।
অক্রুর গোকুল আসি রামকৃষ্ণ লৈল ॥৫৯॥
মথুরা প্রেবেসে হরি রজক মারিল।
মালাকারে বর দিয়া কুবজ সর্জ্জ কৈল ॥৬০॥

১ কৃষ্ণ (খ), (গ), (চ)
২ মারিল (খ)
৩-৩ বালক রাখিল (খ), (ঘ)
ভ্রমন করিল (চ)
৪ হরি (খ), (ঘ)
৫ মুনিপত্নির (খ)
৬ কৃষ্ণ (খ)
৭-৭ (ঘ) পুথিতে এই কলির স্থানে আছে—
বরুণের গৃহ হইতে নন্দ উদ্ধারিল।
৮ গৃহ (খ)
৯-৯ বেহার করিল (খ)
১০ সুদর্শনের (খ) (ঘ)
* ইহার পরে (গ) ও (ঘ) পুথিতে এইরূপ আছে—
শঙ্খচূড় মারি কৃষ্ণ গোকুল রাখিল।
১১-১১ অরিষ্ট ব্যোম অসুর মারিল (ঘ)

একে একে মধুপুরি সকল দেখিল।
ধনুক ভাঙ্গিয়া তথা রজনি বঞ্চিল ॥৬১॥ *
মল্লযুদ্ধ স্থানে জত[১] কৈল কংসাসুরে[১]।
কুবলয় হস্তি মাইল রাজার[২] দুয়ারে ॥৬২॥
যুদ্ধ স্থানে গিয়া কৃষ্ণ অদ্ভুত মূর্ত্তি কৈল।
জাহার চিত্তে যেই ছিল তেমতি দেখিল ॥৬৩॥
চানুর মুষ্টিক দুই মারিল মুরারি।
মঞ্চ হইতে ভূম্যে পাড়ি কংস রাজায় মারি ॥৬৪॥
কংশ নারি বিলাপ যত মথুরাএ[৩] কৈল[৩]।
বালকরূপে[৪] পিতৃ মাতৃ দুঁহা সম্ভাসিল[৪] ॥৬৫॥
উগ্রসেনে অভিষেখ মথুরা নগরে।
বাপ মাএ পরিচয় কৈল গদাধরে ॥৬৬॥
বলিব ত বালক কৃড়া কৈল নারায়নে[৫]।
পড়িল চৌসট্টি বিদ্যা গুরু[৬] সন্নিধানে[৬] ॥৬৭॥
আনিল গুরুর পুত্র যমঘর[৭] হইতে।
ঘরে ঘরে মধুপুরি[৮] ভ্রমিল যেমতে[৮] ॥৬৮॥
অক্রুরের ঘর দিয়া দেব শ্রিহরি।
উদ্ধব পাঠায়া সান্ত কৈল গোপনারি ॥৬৯॥ †

* ইহার পর (খ) (ঘ) পুথিতে এইরূপ আছে—রাজ সম্ভাষণে কৃষ্ণ প্রভাতে চলিল।

১-১ স্থানে কৈল শঙ্খাসুরে (চ) — ২ মধ্য (খ)

৩-৩ করিল মথুরাতে (চ) — ৪-৪ ……… করিল যে তথাতে (চ)

৫ গদাধরে (ঘ) — ৬-৬ গুরুর ঘরে (ঘ)

৭ যমপুর (খ) — ৮-৮ মথুরা দেখিল ভাল মতে (চ)

† (খ) পুথিতে এখানে এই পদটি নাই। সেখানে ৭০ সংখ্যক পদের পরে নিম্নের পদ দুই দেখা যায়।

অক্রুরের ঘরে গেলা দেব শ্রীহরি।
অক্রুরে পাঠায়া পাণ্ডবের উদ্দেস করি।
পাণ্ডবের বার্ত্তা গিয়া অক্রুর আনিল।
উর্দ্ধবে পাঠায়া গোপনারি শান্ত কৈল।

উদ্ধব সহিত গেলা কুব্জির ঘরে।
কুব্জির মনোপুর্ন কৈল গদাধরে ॥৭০॥
অষ্টাদসবার[১] যুদ্ধ জরাসিন্ধু করি[১]।
সমুদ্রে[২] করিয়া স্থান কৈল দ্বারাপুরি[২] ॥৭১॥
গোমন্তদাহন[৩] কৃষ্ণ জেন মতে কৈল।
মথুরার লোক সব দ্বারিকা চলিল[৩] ॥৭২॥
কাল জবন বধ বলিব এক চিত্তে।
মুকুন্দ মুক্তি পদ পাইল জেমতে।৭৩॥
রেবতিরে বিভা কৈল দেব হলধরে।
কান্ধে হাল[৪] দিয়া বলাই ছোট কৈল তারে ॥৭৪॥
কহিব অদ্ভুত রুক্মি[৫] সয়ম্বরে।
জাহাতে[৬] হল্য কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বরে।৭৫॥
জাম্বুবতী সত্যভামা বিভা এক বারে।
মুনি[৭] হরণে কুড়া জত[৭] কৈল গদাধরে ॥৭৬॥
তবে ত কালিন্দি বিভা হস্তিনা নগরে।
মিত্রবৃন্দা ভদ্রার বলিব সয়ম্বরে ॥৭৭॥
নগ্নজিতা লক্ষনা এ দুই সুন্দরি।
বলদ[৮] বান্ধিয়া বিভা করিল শ্রীহরি[৮] ॥৭৮॥
নরক রাজা মারি বিভা কৈল গদাধরে।
সোল সহস্র এক সত কন্যা[৯] এক বারে ॥৭৯॥

১-১ জরাসিন্ধু সঙ্গে (সনে) যুদ্ধ অষ্টাদশ করি (খ), (ঘ)
২-২ সমুদ্রকে স্থান মাগি কৈল দ্বারিকা নগরী (ঘ)
৩-৩ মহা মহা যুদ্ধ হরি নানামতে কৈল। মথুরা ছাড়িয়ে কৃষ্ণ দ্বারকায় রহিল। (চ)
৪ লাঙ্গল (ঘ) ৫ রুক্মিনীর (খ), (ঘ)
৬ যাহা হইতে (খ)
৭-৭ একে একে বলি যত (খ)
৮-৮ বৃষ বান্ধি মৎস বিন্ধি বিভা কৈলা হরি (খ), (ঘ)
৯ পালা (খ), বিভা (ঘ)

সম্বর[১] রাজায় বধ[১] কৈল কামদেবে।
ইন্দ্র জিনি পারিজাত আনিল গদাধরে[২] ॥৮০॥
রুক্মিরভস[৩] কুড়া কৈল গদাধরে।
বান[৪] জুদ্ধে অনিরুদ্ধ উসা সয়ম্বরে[৪] ॥৮১॥
জেনমতে নৃগ[৫] রাজার সাঁপ বিমোচন।
বলের[৬] বিক্রম দুর্য্যোধনের কন্যা হরণ ॥৮২॥
জমুনা টানিল বল[৭] দিয়া তাহে হাল। ※
দ্বিবি[*] বানর বধ বিক্রমে বিসাল ॥৮৩॥
আসিয়া নারদ মুনি দ্বারিকা নগরে।
দেখিল[৮] শ্রীহরি মুনি প্রতি ঘরে ঘরে[৮] ॥৮৪॥
শ্রীগাল বাসুদেব বধ করিল শ্রীহরি।
বলিব জেমতে পুড়িল কাসিরাজার পুরি ॥৮৫॥
জরাসিন্ধু মহারাজায় বধিল জেমতে।
রাজসূএ সিশুপালে বধিল[৯] জগন্নাথে ॥৮৬॥
বলিব সাম্বের যুদ্ধ একচিত্ত মনে।
আপনা পাসরিলা জাতে[১০] দেব নারায়নে ॥৮৭॥
প্রদ্যুম্নে[১১] যুদ্ধ কৈল যেন মনে।
রুক্মি দন্তবক্রের বলিব নিধনে ॥৮৮॥ ※

১-১ শম্বরের বধ গিয়া (খ), (ঘ)
২ মাধবে (খ), (ঘ)
৩ রুক্মিনীরে রহস্য (খ), রুক্মিনীর রস (ঘ)
৪-৪ তবে ত কালিন্দী বিভা হস্তিনানগরে (চ)
৫ নৃগ (খ)
৬ যেন মতে (খ)
৭ বলাঞী (খ)
※ এই পদটি (চ) পুথিতে নাই।
৮-৮ দেখিল ত শ্রীহরি প্রতি ঘরে ঘর (খ), (ঘ)
৯ মহিল (খ), মাইল (ঘ)
১০ গণা (খ), (ঘ) (চ)
১১ মুচুকুন্দ প্রদ্যুম্নে (ঘ)
※ ৮৮ সংখ্যক পদের স্থলে (খ) পুথিতে এই পাঠ আছে :—
রুক্মিনীর বক্রের বলিব নিধনে। একে একে যত দুষ্ট মাইল নারায়নে।

বজ্রনাভ বধ কথা অদ্ভুত সংসারে।
খুদ লয়া গেলা বিপ্র[1] দ্বারিকা নগরে ॥৮৯॥
কহিব সকল কথা অদ্ভুত কথন।
সূর্য্য গ্রহনে[2] প্রভাসকে[3] করিল গমন ।৯০॥
বসুদেব যজ্ঞ কথা কহিব ভাল মতে।
লাথি মারি ভৃগু কৃষ্ণে পরিক্ষা লইতে ॥৯১॥
ব্রকাসুরে[4] বধ কৈল জেমন প্রকারে[4] ।
জেই[5] মতে ব্রাহ্মনের মাইল কুমারে[5] ।৯২।
আনি দিল ব্রাহ্মনের এ[6] নব কুমারে[6] ।
অর্জ্জুন[7] সহিত গিয়া সপ্তদিপ পারে[7] ।৯৩।
মাএর [8] সে সট পুত্র আনিল জেমনে।
বলিব সুভদ্রা হরি নিলেন অর্জ্জুনে[8] ।৯৪।
নারায়ন নাম[9] ফল[9] কহিব[10] এক[11] মনে[11] ।
অজামিল[12] মুক্ত পদ পাইল জেমনে[12] ।৯৫।
ব্রহ্মা[13] আদি দেবগণ আসি[13] দ্বারিকা নগরে।
বৈকুণ্ঠে[14] জাইতে ঝাট বৈল গদাধরে[14] ।৯৬।

১ গোবিন্দ (খ) ২ গ্রহে (খ), (ঘ), (চ)
৩ সোমযুক (?) (চ)
৪-৪ বটুরূপ ধরি বৃকাসুর বধ করে (গ)
৫-৫ ৯২ সংখ্যক পদের পাঠান্তর—
যেন মতে ব্রাহ্মণের মরিল কুমার। যমের ভুবন হৈতে করিল উদ্ধার। (খ)
৬-৬ সে সব কুমার (খ)
৭-৭ আনিল অর্জ্জুন সঙ্গে সপ্তদ্বিপ পার (গ), (চ)
৮-৮ ৯৪ পদের পাঠান্তর—
সহ রাজার সপ্ত পুত্র আনে যেন মতে। কহিব সুভদ্রা হরে অর্জ্জুনে যেমতে। (গ)
৯-৯ কথা হইল (গ) ১০ শুন (চ)
১১-১১ একে একে (খ), (ঘ)
১২-১২ বুঝিয়া করিল লোক সংসার তরনে (গ), (চ)
১৩-১৩ বলিলেক ব্রহ্মা আসি (গ).
১৪-১৪ বৈকণ্ঠ নগরে পুনি চলিলা শ্রীহরি (গ); বলিলা বৈকুণ্ঠে চল দেব গদাধরে (চ)

ব্রহ্ম শাঁপ লক্ষ করি উৎপাত করিল।
উদ্ধবেরে দয়া করি জোগ সিখাইল[১] ॥৯৭॥
বিশ্বরূপ[২] উদ্ধবেরে দেখাইল শ্রীহরি।
সরির[৩] ছাড়িয়া গেলা বৈকুণ্ট পুরি[৩] ॥৯৮॥
সর্গারোহন কথা কহিব একে একে।
অর্জ্জুনের[৪] অপমান কৈল[৫] হিন লোকে ॥৯৯॥
ভারাবতারনে হরি জগতে[৬] অবতার।
একে একে বলিব জত কৈলেন প্রচার ॥১০০॥
এক চিত্তে স্থন নর সংসার তারনে।
গুনরাজ খান বলে বন্দিয়া নারায়নে ॥১০১॥ *

১ সব কৈল (খ), (গ)
২ নানারূপ (চ)
৩-৩ প্রভাসে যাদব সব যুদ্ধ করি মরি (খ), (ঘ), (চ)
প্রভাসে ত যুদ্ধ করি যদুবংশ মারি (গ)
৯৮ সংখ্যক পদটি (খ), (গ) ও (ঘ) পুথিতে এইরূপ দেখা যায় :—
বলদেব অনুতাপ শুনিয়া শ্রীহরি।
শরীর ছাড়িয়া—ইত্যাদি।
বলদেবের নির্ব্বান কথা—ইত্যাদি (ঘ)
বলদেব নিজ্জিব শুনিয়া শ্রীহরি—ইত্যাদি (গ
৪ বলহীন (খ)
৫ দিল (গ)
৬ গোকুলে (খ), (ঘ) ; কৈল (খ), (চ)

* এই অধ্যায়ের পরই (ক) পুথিতে 'ক্ষিতি দুঃখ মতি' প্রভৃতি পদ রহিয়াছে। (খ), (গ), (ঘ), (চ বা আদর্শ (ঙ) পুথিতেও ইহা নাই। তৎপরে (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (চ) পুথিতে 'কংশাদি মহাসুরে' প্রভৃতি পদগুলি রহিয়াছে। আদর্শ পুথিতে ইহার প্রথম অংশ লিপিকর-প্রমাদে বাদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। আদর্শ পুথিতে যতখানি নাই তাহা (ক) পুথির পাঠ-অবলম্বনে দেওয়া গেল। (ক) পুথির 'ক্ষিতি দুঃখ মতি' প্রভৃতি ও 'কংশাদি মহাসুরে' প্রভৃতি প্রায় একই ঘটনা। একই কবি একই ঘটনাকে এইরূপ দুইবার লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না,—অধিকন্ত 'রাধা দাসের' ভণিতাও পাওয়া যাইতেছে; তাই 'ক্ষিতি দুঃখ মতি' প্রভৃতি পদ কয়েকটি পাদটীকায় দেওয়া গেল। ইহার পরে (ক) পুথির পাঠের অংশ [ ] বন্ধনীর ভিতরে দেওয়া গেল।

ক্ষিতি দুঃখ মতি পাপের বসাত
সহিতে নারীঞা তায়।
গাবি রূপা হঞা দেবলোকে নি(গি?)ঞা
কান্দিয়া কহে বসুন্ধর ॥

প্রজাপতি শুন মোর নিবেদন।
কংস নরপতি অতি পাপ মতি
করে পাপ আচরন।ধ্রু।

সে ভার সহিতে নারিঞা কহিতে
আইনুঁ তোমার ঠাঁঞ।
ভারে টলমল জাই রসাতল
বলিয়া কান্দএ গাই।

শুনি দেবগণ করে অনুমান
থিরোদ উর্ত্তর কুলে।
চড়িয়া বিমানে আনন্দ মরনে
ফুকারি ফুকারি বলে।

দেবের বিনতি শুনিঞা ত্রিপতি
কহেন আকাশবানি।
বসুদেব ঘরে দৈবকি উদরে
জনম লভিব আমি।

রাগ।

এথা নৃপ দেবক দেবকি নিজকন্যা।
বসুদেবে দেন বিভা রূপে অতি ধন্যা।
বহু ধন অশ্ব গজ রথ দিল দান।
নানা বাদ্যে বাজে ঘরে করিলে পয়ান।
কংস নরপতি নিজ ভগ্নি ভগ্নিপতি।
আগুয়ান রাখিতে চলিলা মহামতি।
হেনকালে দেববানি উঠিল গগনে।
ইহার অষ্টম গর্ভে তোমার নিধনে।
শুনি কোপে কেশে ধরি ভগ্নিকে বধিতে।
বসুদেব প্রবোধ করিল নানা মতে।

সব সুত অম্বিকার বিদায় হরিসে (?)।
চলিলা মন্দিরে নিজ কহে রাধা দাসে ॥

রাগ ॥

বসুদেব মহাশয় দৈবকীর গর্ভ হয়
বিৰ্ম্মা খি (আঁখি ?) মেলি চাও ॥
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম দেখিবারে পায় ।
মায়ারূপে............দুইজনে ।
লোটায়্যা পড়িল দুঁহে কৃষ্ণের চরণে ।

....

দেবকী বলেন প্রভু কি বর মাগিব ।
তোমা হেন পুত্র আমি উদরে ধরিব ॥
দশ মাস দশ দিন গর্ভে দিব স্থান ।
এই বর দেহ মোরে ভগবান ।
উথা সে জশোদা মাগে গোবিন্দেরি বর ।
তুমি পুত্র আমার হইবে গদাধর ॥
নানা রঙ্গ লিলা রসে বঞ্চিবে আঙ্গনে ।
চান্দ মুখে স্তন দিব দেখিব নয়নে ॥
আর এক নিবেদন শুন গোবিন্দাই ।
অন্ত কালে চরণ যুগলে দিবে ঠাঞি ॥
দুহাঁর বচন শুনী বলে দামুদর ।
বরদান দিল আমি সুখে রাহ ঘর ।
দ্বিতীয় জনম জবে হইব আমার ।
সেইকালে মনবাঞ্ছা পুরিব তুমার ॥
হেন মতে হরসিতে কথো কাল গেল ।
এক দুই ত্রিতীয় জনম আসি হইল ।
দ্বিয়াপ সময়ে উথা আসি ভগবান ।
অসুরের ভএ বসুমতি কম্পবান ।
হেন কালে বসুমতি অসুরের ডরে ।
কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে গেলা ব্রহ্মার গোচরে
শ্রিকৃষ্ণবিজয় বর শুন এক মনে ।
গুণরাজ খান বলে গোবিন্দ চরনে ।

পৃথুবি রোদন

[কংশাদি মহীসুরে[1] পিথুবির[2] গুরুভারে[2]
কম্পমান[3] দেখি বসুমতী।
সহিতে নারিব বল[4] জাব আমি রসাতল[5]
সুন সুন দেব প্রজাপতি।
প্রিথুবির ক্রন্দন সুনি প্রজাপতি বলে[6] বানি[6]
নষ্ট হইল শকল সংশার।
প্রবল অসুর বলে জাব[7] আমি[7] রশাতলে
কেমনে হইবে প্রতিকার[8] ॥
ইন্দ্রয়াদি দেবগনে বসিয়াত এক[9] স্থানে[9]
যুক্তি করে দেব প্রজাপতি।
অসুর প্রবল বলে জাএ দেবী রশাতলে
কহিল[10] আমারে[10] বসুমতি ॥
চল[11] শভে জাই তথা দেব হরি আছে যথা[11]
খিরোদ শমুদ্রের তিরে।
কহিব শমস্ত[12] ময়[12] অশুরের[13] জত ভয়[13]
অবশ্য[14] করিব প্রতিকার[14] ॥
এত শুনি[15] দেবগন সভে হয়্যা এক মন
হরির[16] উদ্দিসে জাএ ত্রীত[16]।

---

১ মহাসুরে (খ), (গ), (ঘ) ২-২ পিথুবি দলন করে (গ)
৩ কম্পিলেক (গ) ৪ ভার (খ), (গ), (ঘ), (চ)
৫ পাতাল (গ) ৬-৬ মনে গুনি (খ), (গ), (ঘ), (চ)
৭-৭ দেবী যায় (খ), (ঘ) ৮ উদ্ধার (চ)
৯-৯ একাসনে (ঘ) ১০-১০ নিবেদন এই (গ), (চ) ; এই নিবেদন (খ) ; নিবেদন কৈল (খ)
১১-১১ নারিব সহিতে ভার যাই আমি রসাতল (গ)
১২-১২ সকল তত্ব (খ), (ঘ) ১৩-১৩ অসুরে করয়ে যত (খ), (গ)
১৪-১৪ প্রভু হৈতে হব প্রতিকারে (খ) ; জানি হরি করিব প্রতিকারে (গ)
১৫ বলি (খ), (ঘ) ১৬-১৬ হরির উদ্দেশে চল জাই (খ) ; ক্ষীরোদ সমুদ্রে সবে যাই (ঘ)

চলিলাত দেবগন জথা আছে নারাঅণ
খিরোদ[১] সায়রে উপনিত[১] ॥ *
ইন্দ্রয়াদি দেবগন[২] সভে[৩] করে নিবেদন[৩]
অসুরেতে[৪] করিল নিধনে[৪] ।
সকল সংশার নষ্ট[৫] সুন প্রভু[৬] রাখ শেচষ্ট[৬]
নিবেদন তুমার চরনে ॥
কংশ আদি মহাসুরে মুষ্টিক চাসুর বিরে
ত্রিনাবর্ত্ত সকট পুতুনা ।
অঘোশুর[৭] ধেনুক কেশী অরিষ্ট[৮] রাবণ রাশি[৮]
আর তার ভাই অষ্ট জনা ॥
জ্জরাসিন্ধু মহামতী মগধ নরপতি
বান[৯] বাহু শতু শেচক ধরা[৯] ।
রুকি তথি পাপাশয় মথুরাদি[১০] মাআময়[১০]
সার্ম্বপাল[১১] বিবিধ বানরা ॥

১-১ ক্ষীরোদ সমুদ্রে লাগ পাই (খ) (ঘ)

* ইহার পরে (খ) পুথিতে অতিরিক্ত পাঠ,—

যত সব দেবগণে সবে গেলা ব্রহ্মা স্থানে
গেল সতে যথা দেব হরি ।
ক্ষিরোদ উত্তরতিরে উর্দ্ধবাহু যুড়ী করে
চতুর্মুখে ব্রহ্মা স্তুতি করি ।
তুমি দেব সংশার তুমি সর্ব্ব আধার
সৃষ্টী স্থীতি প্রলয়-কারণ ।
তোমার সৃজন সৃষ্টী কেন নাহি দেহ দৃষ্টী
অসুরের করহ নিধন ।

২ দেব যত (খ), (ঘ) ৩-৩ ভয়ে সব চমকিত (খ) ; হয়ে সব চমকিত (ঘ

৪-৪ আইলাম তোমার স্মরণে ৫ মজে (খ) ; মাজে (ঘ) ৬-৬ দেব দেব রাজে (খ), (ঘ)

৭ অরিষ্ট (খ), (ঘ) ৮-৮ অগাসুর বনবাসী (খ), (ঘ)

৯-৯ বাণ বাহু সহস্রেক ধর (ঘ) ; শাবপৌত্র বিবিধ বানর (খ)

১০-১০ পথরাদি মহাশয় (ঘ) ১১ পৌণ্ড্র (ঘ) ; পৌত্র (খ)

বাসুদেব শ্রীগাল বিক্রমেতে বিশাল
সিসুপাল এ কালজবনে।
অসুর প্রবল বলে প্রিথি জায় রসাতলে
নিবেদন তুমার চরণে ॥*
ব্রহ্মার বচন সুনি হাসি কয় চক্রপানি
সুন ব্রহ্মা না করিহ ভয়।
জদি[1] অসুরের বলে[1] জায় দেবি রসাতলে
তার[2] আমি চিন্তিএ রিদয়[2] ॥
সবে জাহ নিজ ঘর মনে না করিহ ডর
এ[3] কারোন[3] সুন প্রজাপতি।
অবনী[4] মণ্ডলে গীয়া নিজ নিজ অংশ হয়্যা
রাজ গ্রিহে হৈব উপনিতী[5] ॥

জত সর্গ বিদ্যাধরি তিলোত্তমা আদি করি
জম্ম গিয়া রাজার ভূবনে[6]।
সুরপুরে জত বৈসে কৈল আমি অদেসে
চল ঝাঁট সব দেব গনে ॥ ১০২ ॥

---

* এই পদের স্থানে (খ) পুথির পাঠ এইরূপ :—

দন্তবক্র শিশুপাল সুরঘোষ বিশাল
বচন রাজা মহশ্রেষ্ঠ ধর।
কৃকি দুষ্ট পাপাসর সখর যে মায়ামোর
বজ্রনাভ এ কালজবন।
এত সব মহাসুরে প্রথীবির গুরুতরে
যায় দেবী পাতাল ভূবন।
শুন দেব কহি তর্ত্তে না বহে বাউ যেনমতে
চন্দ্র সূর্য্য না করে উদয়।
নাহি তপ যজ্ঞ দান তহি তের্থ কাশীস্থান
অসুরেতে সব হরী লয়।

১-১ অসুর প্রবল বলে (খ), (ঘ) ২-২ জানি আমি করিব উপায় (খ); চিন্তিব উপায় (ঘ)
৩-৩ এক বোল (খ), (ঘ) ৪ পৃথিবী (খ), (ঘ) ৫ উৎপত্তি (খ), (ঘ) ৬ ভবনে (ক), (খ)

স্বরসেন[১] জত্থ রাজা[১]   বসুদেব তার প্রজা
দেবকী তাহার বনিতা।
দৈবকী উদরে আমি   জন্মিব স্থনহ তুমি
মনে কিছু না করিহ চিন্তা ॥ ১০৩ ॥

প্রথমেত ছয়জন   কংসে করিব নিধন
সপ্তমেত অংস অবতারে।
অষ্টম গর্ভে তার   জন্ম হব আবার[২]
সরূপেত কহিল তোমারে ॥ ১০৪ ॥

এত সব উত্তর   কহিলত গদাধর[৩]
পুনরপি মহামায়া আনি।
স্থন দেবি ভবানি   স্রৌষ্ঠী[৪] স্থিতি কারনি[৫]
তুমি[৬] দেবি জগত জননি[৪] ॥ ১০৫ ॥

তুমি দেবি সংসার   তুমি[৬] দেবী আধার[৬]
দুঃখ স্থখ দারিদ্র খণ্ডিনি[৭]।
তোমা সেবি সর্ব্বজন   বিপদ[৮] বিমোচন[৮]
তুমি দেবি বিপদ[৯] নাসিনি[৯] ॥ ১০৬ ॥

আমার বচন ধরি   জাহ ঝাঁট নিজ পুরি
সটগর্ভ আন ঝাঁট করি।
দেবকী উদরে[১০] লিঞা   য়েকে একে জন্ম[১১] দিয়া[১১]
পুনরপি জাহিহ[১২] সেই পুরি ॥ ১০৭ ॥

১-১ স্বদর্শণ বসুরাজা (ক)   ২ অবতার (গ)
৩ দামোদর (ক)   ৪-৪ ত্রিজগৎ মোহিনি (ক), (ঘ) ; ত্রিভুবন মোহিনি (খ)
৫-৫ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী (ক), খ), (ঘ)
৬-৬ তুমি ধরা অবতার (ক)   ৭ নাশিনী (খ), (ঘ)
৮-৮ বিঘ্ন কর বিনাশন (ক)   ৯-৯ জগৎ জননী (ক), (খ), (গ)
১০ গর্ভে (ক)   ১১-১১ জন্মাহ গিয়া (ঘ)
১২ যিহ (ক), (খ), (গ)

তবে[1] জোগনিদ্রা হৈয়া   দৈবকী উদর পায়্যা
সপ্তম গর্ভ কাটি[2] আনি[1] ।
গর্ভপাত ছল[3] করি   রোহিনী উদরে ভরি
রূপধর[4] জগত মোহিনী[4] ॥ ১০৮ ॥

তবে নন্দ ঘরে জায়্যা   জসোদা উদর পায়্যা
কংসরাজা মহিবার তরে ।
ভাগিয়াত কংস[5] রাজ[5]   জাইহ তুমি নিজ রার্ধ্য[6]
জস জেন ঘোসএ সংসারে ॥ ১০৯ ॥

তবে[7] দেব[7] শ্রীহরি   দেবগণে আজ্ঞা করি
শুনি সভে গেলা নিজ ঘরে ।
গোসাঞের আজ্ঞা জত   পিরিতে ধরিয়া তত্ব
সেইরূপ ধরিল সত্বরে ॥ ১১০ ॥

উথা কংস[8] নৃপবরে[8]   ভগিনি আনিঞা ঘরে
বিবাহের কৈল শুভদিন ।
বসুদেব বর আনি   বিবাহ দিল ভগিনি
জৌতুক দিল নানা ধনে ॥ ১১১ ॥

দৈবকী বিবাহ করি   বসুদেব মধুপুরি
কৌতুকে করিল গমনে ।

১-১ জোগ নিদ্রা দিয়া তাতে   দৈবকী গর্ভ হৈতে
সপ্তম কাড়িআ ত আনি । (ক)

২ কাড়ি (খ), (গ)

৩ ছলা (ক), (খ), (গ)

৪-৪ গর্ভবাস করিবে আপনি (ক) ; সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে আপনি (খ), (গ)

৫-৫ কংসগুরে (ক)

৬ পারে (ক) ; বিদ্যালয়ে (খ), (গ)

৭-৭ এত সব (খ), (গ)

৮-৮ নৃপ কংসাসুরে (ক), (খ), (গ)

তবে রাজা কংসাসুর অসু বুজে কথোদুর
পন বুজে লৈয়া বন্ধু জনে ॥ ১১২ ॥ *

হেনই সমএ বানি হইল আকাসে ধনি
সুন কংস অদ্ভুত কথা।
দৈবকী উদরে তোর অষ্টম গর্ব্বে ঘোর
মৃর্ত্তু রূপ উপজিব তোথা ॥ ১১৩ ॥

সুনি কংস বিমন ভগিনি[1] বধিবার মন[1]
এমন চেষ্টা হইল তাহার।
দেখিয়াত বসুদেব কৈল তারে অনুসেব
নহে রাজা হেন ব্যবহার[2] ॥ ১১৪ ॥

ইহার উদরে জবে জন্মিব[3] সিসু তবে
দিব তোরে না করিব আন।

* ১১২, ১১৩, ১১৪ পদের (ক) পুথির পাঠান্তর :—

বসুদেব হরশিতে বিদায় হইয়া জাত্যো
পৌরুশ করিয়া কংস কয়।
দৈবকিয়ে বিভা করি বসুদেব নিজপুরি
কৌতুকে চলিলা নিজালয়।
হেনত সময় শুনি আকাশেতে দৈববানি
সুন কংস অদ্ভুত কথন।

....

দৈবকি অষ্টম গর্ভে তোর শত্রু জন্ম তবে
তার ঠাঞি তোমার বিনাশ।
হইল আকাশ বানি চমৎকার নৃপমনি
শুনে বড় হইল তরাস।
সেই ক্ষেনে কংস রাএ ভগিনিকে মারিতে চাএ
হেন মন হইল তাহার।
বুঝিয়া তাহার মতি বসুদেব করে স্তুতী
কেন হেন কর অব্যবহার।

১-১ ভগ্নি কর নিধন (খ) ২ বিচার (খ), (গ) ৩ উপজিব (ক), (খ)

ভগিনি[১] জিবন তোর নাহি ভয় কংসাসুর[১]
একবার দেহ প্রান দান ॥ ১১৫ ॥
সুনিঞা[২] করুন বানি সদয়ত নৃপমনি
ভাল ভাল বৈল সর্ব্ব জনে[২] ।
বিমন হইল রাজা না করিল তার পুজা
ঘর গেলা বিরস বদনে ॥ ১১৬ ॥
হরির[৩] চরন মনে গুনরাজ খাঁন ভনে
কৃষ্ণবিজয় সুন সর্ব্বজনে ।
কলিকাল সর্ব্ব তন্ত্র আর নাহি কোন মন্ত্র
হরি হরি করহ স্মরনে[৩] । ১১৭॥

শ্রীরাগ

ভএ চমকীত বসুদেব মহাসএ ।
দৈবকী সহিত গেলা আপন নিলয়ে ॥১১৮॥
কংসের পাপ চেষ্টা[৪] দেখিয়া আপুনি ।
আর[৫] কন্যা বিভা কৈল দেবিত রোহিনি[৫] ॥১১৯॥
তবে কথোকালে দৈবকী ভাবিনি ।
ধরিল প্রথমগর্ভ কংস রাজা সুনি ।১২০॥ *

১-১ নিজ ভগী হএ তোর না বধিহ নৃপবর (ক)
২-২ সুনিঞাত নৃপমনি তাহার করুন বানি
দয়া করি ক্ষেমা কৈল মনে। (ক)
৩-৩ গোবিন্দ চরণতলে গুনরাজ খান বলে
শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় নর সুন।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয় পুন জন্ম নাহি হয়
এই কথা ভস্মাদি পুরাণে। (ক)
৪ চিত্ত (ক) ৫-৫ গুপতে কৈল বিভা নামেতে রোহিণী (ক), (খ), (ঘ)
* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
দিনে দিনে কংস রাজা গণিতে লাগিল।
এমন সময়ে দেবী পুত্র প্রসবিল।

উপনিত[১] পুত্র লৈয়া কংস বরাবরে।
সুন্দর দেখিয়া কংস দয়া কৈল তারে[১] ॥১২১॥
ইহা হৈতে ভয়[২] মোর[৩] না হইল বানি[৩]।
দৈবকীর অষ্টম গর্ব্ভ মোরে দিহ আনি ॥১২২॥
লৈয়া জাহ ঘরে তুমি আপন কুমার। *
তাহা লৈয়া গেলা বসু আপন দুয়ার ॥১২৩॥
তাহা না মারিল রাজা কংস নরপতি।
তিন চারি পাঁচ ছয় হইল উৎপতি ॥১২৪॥
ছয়[৪]জন না মাইল কংস মহাসএ।
হেনকালে নারদ মুনি আইল তথাএ[৪] ॥১২৫॥
দেখিয়া নারদ মুনি উঠে কংস রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তার বড় কৈল পুজা ॥১২৬॥
নানা দেসের নানা কথা কহে মুনিবর।
নিভৃতে রাজায় কীছু বলিল উত্তর ॥১২৭॥ §

১-১ আসিআ দিলেন শিশু রাজার গোচরে।
সুন্দর দেখিয়া কংস না মারিল তারে। (ক)
'উপনিত' স্থানে 'উপনিল' (ক)

২ মৃত্যু (ক), (খ), (ঘ)

৩-৩ নহে শুনি দৈববাণি (ক)
নাহি কহিল জবানি (গ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—
ইহা হইতে ভয় কিছু নাহিক আমার।
তবে বসুদেব গেলা লৈয়া নিজ সুত।
দেখিয়া দেবকী মনে হইল কৌতুক।
তবে কতদিনে হইল দ্বিতীয় কুমার। (ক)

৪-৪ ছয় পুত্র দৈবকীর না করিল বধ।
হেনকালে তথাকালে আইল নারদ। (ক)

§ অতিরিক্ত পাঠ :—
নারদ বলেন শুন কংস নরোপতি।
সুরপুরে শুনিলাঙ দেবতার যুক্তি। (ক)

তোমারে অনেক মন্দ পৃথুবিতে বৈল।
স্থনিঞাত প্রজাপতি গোসাঞে[1] নিবেদিল ॥১২৮॥
গোসাঞের[2] আজ্ঞা হৈল তোমা মারিবার তরে।
আপুনি অষ্টম গর্ভে দৈবকী উদরে ॥১২৯॥
সকল দেবতা জন্ম কৈল মহিতলে।
একে[3] একে নাস করিব[3] তোমার সকলে[3] ॥১৩০॥ *
বুঝিয়া সত্বরে থাক না করিহ আন।
তোমা বধিবারে সব দেবের অনুমান[4] ॥১৩১॥
বলিয়া[5] নারদ গেলা কংস মনে গুনে।
ডাক দিয়া পাত্র মিত্র বন্ধুজন আনে[5] ॥১৩২॥
নারদে কহিল জত মিথ্যা কীছু নহে।
কেমতে ভাল হএ চিন্তহ উপাএ ॥১৩৩॥

শুনিঞাত কংসরাজা চমকিত মনে।
বিরলে বসিল রাজা নারদের সনে॥
নিভৃতে বসীয়া কথা কংসরাজ শুনে।
নারদ কহেন কথা শুন সাবধানে॥ (খ)
শুনিয়াত কংসরাজা চমকিত মনে।
নারদ কহন্তি কথা শুনি নিজ কানে॥ (ঘ)

১ কৃষ্ণ (ক); ঈশ্বরে (খ)
২ গোবিন্দের (ক); ঈশ্বরের (খ)
৩-৩ একে একে বিনাশিব সকল অসুরে (ক)
* অতিরিক্ত পাঠ :—
কহিতে আইলু রাখি শুন সাবধানে।
তোমারে বধিতে সব দেবের পরানে॥ (ক)
৪ পরান (ঘ)
৫-৫ এত বলি নারদ চোলা নিজালয়।
শুনি চমৎকার রাজা হইল বিস্ময়॥
ত্রাসিত হইয়া রাজা মনে মনে গুনে।
ডাকিয়া আনিল রাজা পাত্রমিত্রগণে॥ (ক)

মন্ত্রনা[১] করিল তবে সকল অসুরে
দৈবকীর ছয়পুত্র মারিল একুবারে[১] ।১৩৪॥
বসুদেব দৈবকী আনিঞা কারাগারে।
লোহপাস নিগড় দিয়া বান্ধিল তাহারে ॥১৩৫
জথাজোগ্য জথাদান বিষ্ণুর সেবন।
গো ব্রাহ্মন দেব করএ হিংসন ॥১৩৬॥ *
আদেসিল কংসরাজা সকল অসুরে।
জেই জথা গাএ তথা বিষ্ণু হিংসা করে ॥১৩৭
হেনক্রি সময়ে দৈবকীর গর্ভ সাত মাস।
জোগনিদ্রা ভগবতি গেলা তার পাস ॥১৩৮॥
নিদ্রাছলে গর্ব্ভ কাটি আনিল সত্বরে।
প্রেবেস করাইল নিঞা রোহিনি উদরে ॥১৩৯॥
দৈবকীর গর্ভপাত জানাইল[২] রাজারে[২] ।
সুনিঞাত[৩] হরসিত হইল নৃপবরে[৩] ॥১৪০॥

১-১ এখানে (খ) পুথির পাঠ :—

মন্ত্রণা করিল তবে সকল অসুরে।
যেই যথা পাত্র সেই বিষ্ণু হিংসা করে ॥
আদেশিল কংস রাজা সকল অসুরে।
দৈবকীর ছয় পুত্র মার একেবারে।

* (ক) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

এই সব মন্ত্রনা করিল সর্ব্বজন।
দৈবকীর ছয় পুত্র মারিল তখন।
নিগুড় বন্ধন দিয়া রাখে কারাগারে।
গো-ব্রাহ্মণ হিংসে সকল অসুরে।
কারাগারে দুইজন কথোদিন যায়।
গুনরাজখান বলে গোবিন্দ বিজয়।

২-২ শুনি নৃপবর (ক)
জানাইল কিঙ্কর (গ), (ঘ)

৩-৩ হৃস্টচিত্ত করি তারে না করি ডর (ক)
সুনিঞাত হৃস্টচিত্ত হইল নৃপবর (খ), (ঘ)

নারায়ন[১] অংসতেজ জগত দিপন।
সুক্ররূপ ধরিল গোসাঞি সংসার কারন[১] ॥১৪১॥
রোহিনি দেবি গেলা নন্দঘোস ঘরে।
বসুদেব[২] বন্দিসালে পাঠাইল তারে[২] ॥১৪২॥
তোমা বই সখা নাই এ তিন ভুবনে।
পাহিল[৩] আপন জায়া আপন ভুবনে[৩] ॥১৪৩॥
দৈবে আমার হেন হইল বন্ধন।
পুত্র[৪] হএ ভাল মতে করিহ পালন[৪] ॥১৪৪॥
গুপ্ত[৫] বেসে রোহিনির কথোকাল গেল।
সর্ব্বগুনে সম্পুর্ন পুত্র প্রসবিল[৫] ॥১৪৫॥
পুত্রের সহিতে দেবি নন্দঘোস ঘরে।
না জানিল কেহো আছে গুপ্তবেসে তারে ॥১৪৬॥
কথোকালে বন্দিসালে দৈবকী সুন্দরী।
বসুদেব সঙ্গে তথা রিতুস্নান করি ॥১৪৭॥
দৈব[৬] নিবন্ধ তাহা না জায় খণ্ডন।
পুনরপি গর্ভ তার হইল ততক্ষন[৬] ॥১৪৮॥
হরি হরি নারায়ন গর্ভবাস লৈল।
জগত মোহিনি রূপ দৈবকী ধরিল ॥১৪৯॥

১-১ অংশরূপ নারায়ণ জগত পালন।
মায়ারূপ ধরিলেন সৃষ্টির কারণ॥ (ক)

২-২ বসুদেব দৈবকী পাঠাইল কারাগারে। (খ)

৩-৩ রাখিহ আপন নারী আপন সদনে (ক), (খ), (গ)

৪-৪ কারাগারে মরিব আমরা দুইজন (ক)

৫-৫ (ক) পুথির পাঠ :—
রোহিণী লইয়া পুত্র নন্দ গৃহে বৈসে।
কেহ না জানিল তথা আছে গুপ্তবেশে॥

৬-৬ গোবিন্দের আজ্ঞা কভু না হএ লঙ্ঘন।
বন্দিশালে পুনর্ব্বার গর্ভের লক্ষণ॥ (ক)
গোসাঞির আজ্ঞা কভু খণ্ডন না হয়।
পুনরপি বন্দীশালে গর্ভকেত পায়। (খ), (গ)

(দেখিয়াত[১] তেজরূপ জগতে অনুচরে।
দৈবকী উদরে গর্ভ জানাইল রাজারে[১] ॥১৫০॥)
শুন শুন অহে রাজা কংস নৃপবরে
দুই মাস গর্ভ হৈল দৈবকী উদরে ॥১৫১॥ *
ত্রাসে কাল কাল রাজা বলে উচ্চস্বরে।
উর্দ্ধমস্ত হইয়া গেলা সেই কারাগারে ॥১৫২॥
দৈবকী অষ্টম গর্ভ দেখি কংসাসুরে।
সরূপে দেখিল গর্ভ দৈবকী উদরে ॥১৫৩॥
কাল কাল জম জম বলে নরপতি।
বড়রূপে[২] রাখিয় ইহা করিয়া সঙ্গতি[২] ॥১৫৪॥
প্রতিদিন[৩] আমারে করাইহ স্বঙরন।
সরূপেতে এই গর্ভ আমার মরন ॥১৫৫॥
বলিয়াত কংস রাজা গেলা নিজবাস।
মূর্ত্তিরূপে[৪] গর্ভবাসে কৃষ্ণ চিন্তিয়া হতাস[৪] ॥১৫৬॥ §

১-১ গর্ভ দেখি অনুচর চলিল সত্বরে।
নিবেদন করে গিয়া রাজার গোচরে। (ক)

* অতিরিক্ত পাঠ :—
এত শুনি কংসরাএ চলিল সত্তরে।
দৈবকীর গর্ভ দেখি ত্রাসিত অন্তরে।
আমারে যেমন যম কালের শমনে।
যত্নে রাখিহ সবে হয়্যা সাবধান। (ক)
শুনিয়াত কংস রাজা দেখিতে আইল।
দৈবকীর গর্ভ দেখি ত্রাস উপজিল। (খ), (ঘ)

২-২ ভাল মতে রাখিহ সত্তে করিয়া শকতি। (খ), (ঘ)
৩ প্রতি মাসে (ঘ)
৪-৪ নিদ্রা নাহি যা৫ কংস ভাবিয়া তরাস (ক)
'হতাশ'এর স্থানে 'আভাস' (ঘ)

§ অতিরিক্ত পাঠ :—
শত্রুরূপে কৃষ্ণ গর্ভে জনমিল আসি।
তবে চিত্তে শান্ত পায় ইহারে বিনাশি। (ক)

তিন চারি পাঁচ সাত গনিঞা অনুচরে।
পৃতিমাসে[১] রাজায় গিয়া করাএ গোচরে ॥১৫৭॥
ধরিল দৈবকী গর্ভ দেখিতে তেজময়।
দেবলোকে মর্ত্তলোকে করে জয় জয় ॥১৫৮॥
নিরঞ্জন নির্লেপ[২] দেব শ্রীহরি।
মানুস সরির ধরি গর্ভবাস করি ॥১৫৯॥
অদ্ভুত[৩] চমৎকার সকল সংসারে।
ব্রহ্মা আদি দেবগনে আইলা দেখিবারে ॥১৬০॥
জ্যোতির্ম্ময় দেখি ব্রহ্মা দৈবকী উদরে।
প্রনাম[৪] করিয়া[৪] স্তুতি করিল বিস্তরে ॥১৬১॥

ব্রহ্মার স্তব

তুমি দেব নিরঞ্জন[৫] দেব প্রজাপতি।
তুমি দেব মহেস্বর তুমি উমাপতি[৬] ॥১৬২॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি তারাগন।
তুমি দিবা তুমি রাত্র দণ্ড প্রহর[৭] ক্ষণ[৭] ॥১৬৩॥ *
তুমি জপ তুমি তপ তুমি জজ্ঞদান।
তুমি জোগ তুমি ভোগ পরম[৮] গিয়ান[৮] ॥১৬৪॥

---

১ প্রতিদিন (ক), (খ), (ঘ)
২ নিরাকার (ক), (খ), (ঘ)
গুনি (ক)
৪-৪ দণ্ডবৎ প্রণাম (খ), (ঘ)
৫ নারায়ণ (ক)
৬ সর্ব্বগতি (ক), (খ), (ঘ)
৭-৭ প্রহরণ (ক), (খ), (গ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—
তুমি ইন্দ্র বরুণ তুমি হুতাশ পবন।
দশ দিক পাল তুমি সবার কারণ ॥ (ক), (খ), (ঘ)
৮-৮ তুমি ব্রহ্মজ্ঞান (ক), (খ), (ঘ)

শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি নারায়ন।
তোমার[১] নিদ্রা সে নিদ্রা জাগিতে জাগরন[১] ॥১৬৫॥
নির্লেপ গোসাঞি তুমি করিলে গর্ভবাস।
সেবক[২] বৎসল[২] তুমি করিলে প্রকাশ ॥১৬৬॥
মোহিয়া অসুর মার মানুস সরিরে।
পৃথুবির ভার হর মারিয়া অসুরে ॥১৬৭॥
এতেক বলিয়া সভে পরনাম করি।
চলিলাত দেবগন জার জেই পুরি ॥১৬৮॥ *

ঠাকুরের জর্ম্ম

দসমাস গর্ভ[৩] হৈল[৩] দৈবকী উদরে।
দিগুন করিয়া রক্ষক দিল কংসাসুরে ॥১৬৯॥
ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষে অস্টমি সুভতিথি।
সুভক্ষন সুভযোগ রোহিনি নিসাপতি ॥১৭০॥
দিন অস্ত গেল নিশি প্রথম প্রহর।
মেঘে আৎসাদিত হৈল গগন[৪] মণ্ডল[৪] ॥১৭১॥ §

১-১ পরম স্বরূপ তুমি নিদ্রা জাগরণ (ক) ২-২ ভক্ত বৎসল (ক), (খ)

* (ক) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

এত বলি দেবগণ গেলা নিজালয়।
দশমাস হইল গর্ভ কংস রাজে কয়॥
ডাকিয়া বলেন কংস রক্ষক (?) সকলে।
সাবধান হইও শতে প্রসব হইলে॥
সেরাত্র আমারে গিয়া দিবে সমাচার।
নিশ্চয় ইহার হাতে মরণ আমার॥
সত্তরে থাকিহ সবে নিশিতে জাগিয়া।
তবে চিত্তে শান্ত হয় শত্রুরে নাশিয়া॥

৩-৩ পূর্ণ গর্ভ (ক), (খ), (গ) ৪-৪ সকল সংসার (ক), (খ)

§ অতিরিক্ত পাঠ :—

গগণ মণ্ডল সব মেঘে আচ্ছাদিল।
অতি ঘোরতর নিশি অন্ধকার হৈল॥ (ক), (খ), (গ)

দুয়ারি প্রহরি তারা সভে[১] নিদ্রা[১] গেল।
ঘোরতর[২] মহানিসি অন্ধকার হৈল[২] ॥১৭২॥
দুইত প্রহর গেল চাঁদের উদয়।
নগরেত সুরগুরু মিথুনে অৰ্দ্ধকায় ॥১৭৩॥ *
প্রসন্নত নদ[৩] নদি[৩] প্রসন্ন জামিনি।
প্রসন্নত নিসাপতি[৫] আর[৫] দিনমণি[৫] ॥১৭৪॥
প্রসন্নত দসদিগ[৬] প্রসন্ন সাগর।
দেবগন লৈয়া দেখে দেবপুরন্দর ॥১৭৫॥
হেনই সমএ ক্ষেন মাহেন্দ্র হইল।
সুন্দরি[৭] দৈবকী দেবি পুত্র প্রসবিল ॥১৭৬॥ §

১-১ যোগ নিদ্রা (ক); কেহ না জানিল (খ)
২-২ অতিশয় নিদ্রায় সভে অচেতন (খ)
* অতিরিক্ত পাঠ:—
বৃশে উচ্চ চাঁদ মকরে ভূমী সুত।
তুলা শনি কন্যা বৃধ অতি সে অদ্ভুত।
চাঁদের হোরায়ে দেখি ত্রিকুল [ত্রিগুণ (খ)] সমর।
স্বর্গ হৈতে [শুদ্ধি হেতু (ঘ)] দৈত্যগুরু মিথুনে অৰ্দ্ধকায়। (খ), (ঘ)
৩-৩ দশদিগ (ক), (খ), (গ)
৪ তারাগণ (ক), (খ)
৫-৫ চাঁদেতে রোহিণী (ক), (খ); প্রসন্ন রোহিণী (গ)
৬ নদনদী (ক), (খ)
৭ আনন্দে (ক)
§ অতিরিক্ত পাঠ:—
চন্দ্র যেন উদয় আকাশে।
কারাগার আলো হৈল তিমির বিনাশে।
কৃষ্ণ অষ্টমি রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
হেন কালে ভূমিষ্ঠ হইল দামোদর।
মন্দ মন্দ বৃষ্টী করে জত মেঘগণে।
জয় জয় শব্দ হইল সকল ভুবনে।
উলসিত বসুমতী কৃষ্ণ দরশনে।
অন্তরিক্ষে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে। (ক)

জয় জয় সব্দ হৈল সকল ভুবনে।
গোবিন্দবিজয়[১] গুনরাজখান ভনে[১] ॥১৭৭॥
সঙ্খ চক্রে গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা।
মকর কুণ্ডল কর্ন্নে হৃদে[২] বনমালা ॥ ১৭৮॥
হিরামন মানিক মকুট সোভে সিরে।
নানারত্ন[৩] অঙ্গজ[৩] বলয়া দুই করে ॥ ১৭৯॥
পাএতে[৪] নুপুর বাজে শ্রীবৎসাদি পতি[৪]।
দক্ষিনে লক্ষ্মি সোভে বামে সরস্বতি ॥১৮০॥
পারিসদগণ স্তুতি করন্তি বিস্তর।
দেখিয়াত[৫] বসুদেব পড়িলা ফাঁফর[৫] ॥১৮১॥
নারায়ন রূপ দেখি মনে মনে গুনে।
কী করিব কী বলিব কিছুই না জানে ॥১৮২॥
জগতের নাথ প্রভু[৬] সংসারের সার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জাহার অধিকার ॥১৮৩॥ *
তবেত দৈবকী দেবি জোড়হাত করি[৭]।
অনেক[৭] প্রকারে গোসাঞেরে স্তুতি করি ॥১৮৪॥
হেন অদ্ভুত কথা কোথাহ না স্থনি।
মানুস[৮] উদরে জন্ম লৈল চক্রপানি[৮] ॥১৮৫॥

১-১ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ইত্যাদি (খ) ; কৃষ্ণ আবির্ভাব কৈল গুণরাজ ভণে (ঘ)
২ গলে (ক), (খ), (ঘ)
৩-৩ রত্ন অঙ্গুরি শোভে (ক) ; হেমের অঙ্গুরি (খ), (ঘ)
৪-৪ চরণে নপুর শোভে গলে গজমতী (ক)
৫-৫ বসুদেব দৈবকীর কাঁপিল অন্তর (ক), (ঘ)
দেখিয়া দৈবকীদেবী কাঁপিল অন্তর (খ)
৬ হরি (ক), (খ), (ঘ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—
হেন পূর্ণ (ব্রহ্ম) দেব আসিয়া জন্মিল।
বসুদেব দৈবকীর আনন্দ বাড়িল। (ক), (ঘ)
৭-৭ একমন চিত্তে গোবিন্দে-স্তুতি করি (ক), (খ), (ঘ)
৮-৮ তোমাকে মারিয়া মোর লইব পরাণি (খ)

জেবা[১] দুষ্ট কংসরাজা তোমার নাম স্থনি।
তোমাকে মারিয়া আমার লইব পরানি[১] ॥১৮৬॥
কোন[২] কর্ম্ম[৩] করিব গোসাঞি বলহ উপায়।
জাবত[৩] নাহিক জানে দুষ্ট কংসরায় ॥১৮৭
স্থনিঞা মাঞর বোল হাসেন শ্রীহরি।
কহি আমি স্থন মাতা একমন করি ॥ ১৮৮॥ *
প্রথমেত[৪] জন্ম জখন তোমার আছিল।
আমাএ ভকতি করি বড় তপ কৈল[৪] ।১৮৯॥
দেবমানে দ্বাদস[৫] সহস্র বৎসর[৫] ।
নিরাহারে দুহেঁ তপ করিলে বিস্তর ॥১৯০॥
তোমার[৬] তপের ফলে এই রূপ ধরি।
তবেত্ত সদয় হৈলাঙ আপনে শ্রীহরি[৬] ॥১৯১॥
বর মাগ বইলাঙ হইয়া[৭] সদএ[৭] ।
না মাগিলে মুক্তি পদ আমার মায়াএ ॥১৯২॥

১-১ দুষ্টমতি দুরাশয় কংশ নৃপমণি।
শুনিলে তুমার নাম বধিবে এখনি। (ক), (ঘ)
(খ) পুঁথিতে এই পদটি নাই।

২-২ কি বুদ্ধি (ক), (খ), (ঘ)

৩ যেন মতে (ক), (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—
শ্রীকৃষ্ণ বিজয় নর শুন একমনে।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দ চরণে।
হাসিয়া গোবিন্দ কিছু (তবে) বলে দৈবকীরে।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুন কহিগো তুমারে। (ক), (খ)

৪-৪ তৃতীয় জনম তোর আছিল যখন।
ভক্তি করি মোরে তুমি করিলে স্তবন। (ক), (খ), (ঘ)

৫-৫ তপ কৈলে দ্বাদশ বৎসর (ক), (খ), (ঘ)

৬-৬ তপে তুষ্ট হইয়া আমি এইরূপ ধরি।
তুমারে দরশন দিলাঙ দয়া করি। (ক), (খ), (ঘ)

৭-৭ সদয় হৃদয় (ক), (ঘ)

মাগিলেত পুত্র হউক দেবচক্রপানি।
গ্রাম্য[১] বিসএ জন্ম লইলাঙ আমি[১] ॥১৯৩॥
হেনইত বর আমি দিল একমতি।
পৃশ্নিরূপা দেবি তুমি মুত প্রজাপতি ॥১৯৪॥ *
পৃশ্নি গর্ভে জন্ম[২] তোমার বিদিত ভূবনে[৩]।
কহিল প্রথম জন্ম[৪] স্থন একে[৫] মনে[৫] ॥১৯৫॥
দিতিএ অদিতি দেবি কস্তপ প্রজাপতি[৬]।
বামন রূপে জন্ম লইল উৎপতি ॥১৯৬॥
উপেন্দ্র বলিয়া নাম ঘোসএ সংসারে।
বলিকে ছলিয়া নিল রসাতলপুরে ॥১৯৭॥
এখনে তৃতিয় জন্ম তোমার উদরে।
খণ্ডাইব[৭] পৃথুবির ভার গুরুতরে[৭] ॥১৯৮॥
তোমরা তপ কইলে স্থন মহাসএ
না মাগিলে মুক্তিপদ আমার মায়ায়ে ॥১৯৯॥ §
মুক্তি ভাব এড়ি কিবা পুত্রভাব করি।
আমার প্রসাদে যাবে বৈকুণ্ঠপুরি ॥২০০॥
কিছু[৮] কংস ভয় তুমি[৮] না করিহ মনে।
মোহিয়া[৯] মারিব[৯] আমি জত দুষ্টগনে ॥২০১॥

১-১ সেই তপে আসি হেথা জনমিল আমি (ক)
জন্মিনু আপুনি (ঘ)
* (ক), (খ), (ঘ) পুথিতে এই পদটি নাই।
২ পুত্র (ক), (খ), (ঘ) ৩ সংসারে (ক)
৪ গর্ভ (ক), (খ), (ঘ) ৪-৫ সাহরে (ক)
৬ যার পতি (ক), (খ), (ঘ)
৭-৭ মায়াতে ভুলিয়া তুমি হইলে অস্থির (ক), (খ), (ঘ)
§ (ক), (খ), (ঘ) পুথিতে এই পদটি নাই।
৮-৮ কংসাসুরে ভয় কিছু (ক), (ঘ)
দুষ্ট কংসাসুর ভয় (খ)
৯-৯ একে একে বধিব (ক), (ঘ)

আমা লৈয়া যাহ তুমি নন্দ ঘোস ঘরে[১]।
উপজিল[২] মহামায়া[২] জসোদা উদরে ॥২০২॥
আমা এড়ি তাহা আনি ভাণ্ড কংসরাজ।
হরিব পৃথুবিভার করিব দেব কাজ ॥২০৩॥
এতেক[৩] বলিয়া তবে দেব শ্রীহরি।
মোহিয়া বাপমাএ সিসুরূপ ধরি[৩] ॥২০৪॥
দিভূজ কুমার তবে হইল আচম্বিতে।
নিগড় খসিল[৪] বসুদেব হরসিতে ॥২০৫॥
সকল[৫] দ্বার মুক্ত হৈল প্রহরি নিদ্রা গেল।
সিসু কোলে বসুদেব গোকুল চলিল[৫] ॥২০৬॥
শ্রীগালি রূপে দেবি আগে মোহামাএ।
ফনাছত্র ধরিয়া বাসুকী পাছু[৬] জাএ ॥ ২০৭॥ *
জমুনা[৭] কল্লোল দেখি পাইল তরাস[৭]।
কেমনে হইব পার ছাড়এ তরাস[৮] ॥২০৮॥

---

১ পুরে (খ)
২-২ মহামায়া জন্মিয়াছে (ক), (খ)
৩-৩ বাপ মাকে এত বলি কহিল মুরারী।
পুনর্ব্বার শিশুরূপ হইল মায়া করি। (ক)
৪ ঘুচিল (ক), (ঘ)
৫-৫ সকল দুয়ারে খিল কপাট ঘুচিল [খুলিল (ঘ)]
দুয়ারী প্রহরী সব ঘোর নিদ্রা গেল। (খ), (ঘ)
৬ আগে (ক), (ঘ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—
হেন কালে বসুদেব কৃষ্ণ করি কোলে।
পশির উদর যেন চলিল গোকুলে। (ক), (খ), (ঘ)
৭-৭ যমুনার বন্যা দেখি মনে ভাব ত্রাস (খ)
যমুনা কল্লোল শুনি বসুদেবের ত্রাস (ক), (ঘ)
৮ নিশ্বাস (ক), (খ), (ঘ)

না[১] করিহ ভয় কীছু হৈল দৈব বাম্নি[১]।
সৃগালিত[২] আগু জাএ আঠু এক পাম্নি[২] ॥২০৯॥
সেই পথে চলি গোকুল গেলা নন্দের নিলয়ে।
প্রসবিয়া কণ্যা তথা জসোদা নিদ্রা জায়ে ॥২১০॥ *

১-১ ভয় নাত্রি বলিয়া আকাশবাণী শুনি (ক)
ভয় না করিহ কিছু আকাশে হৈল বাণী (খ)
ভয় নাই ভয় নাই আকাশেতে শুনি (ঘ)

২-২ সৃগালী পাত্রহ দেখ এক হাটু (আঁটু) পানি (ক), (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

পশ্চাৎ করিয়া সৃগালী আগু চলে।
তা দেখিয়া বসুদেব নামিলেন জলে।
হেনকালে গোবিন্দের পূর্ব্বস্মৃতি হইল।
কোলে হইতে পিছলিয়া জলেতে পড়িল।
আস্তে ব্যেস্তে বসুদেব হাতাড়িয়া বুলে।
কেন হেন বিধি মোরে লিখিল কপালে।
হায় হায় মনস্তাপ করেন বিস্তর।
যমুনার মনবুঝি আইলেন গদাধর।
হাতাড়িতে আচম্বিতে কৃষ্ণ হাথে পাএ।
পার হৈয়া বসুদেব নন্দ গৃহে যাএ।
দ্বিতীয় প্রহর গেলা রাত্রি নিশা ভাগে।
দুয়ারী প্রহরী আর কেহ নাত্রি জাগে।
গোকুলে প্রবেশ গিয়া নন্দের ভুবনে।
প্রসবিয়া যশোমতী নিদ্রা অচেতনে।
কিবা পুত্র কিবা কন্যা কিছুই না জানে।
যোগনিদ্রা অচেতন সূতিকা ভবনে।
হেন কালে বসুদেব তথাকারে গেল।
পুত্রকে এড়িয়া কন্যা কোলেতে করিল।
গোকুল পশ্চাৎ করি যাইত ত্বড়াতড়ি।
[গোকুল পশ্চাতে রাখি কন্যা কোলে করি (ঘ)]।
সেইত্র পথ দিয়া পুন আইলা নিজপুরী [মধুপুরী (ঘ)]।
(ক), (খ)

কন্যা বধ

পুত্র এড়ি বসুদেব কন্যা কোলে করি।
সেই পথে তেন মতে আইলা মধুপুরি ॥২১১॥
কন্যা দিয়া দৈবকীকে কহি সব কথা।
পুনরপি নিগড় কপাট হৈল তথা ॥২১২॥
উঙা চুঙা করিয়া কান্দএ কন্যা খানি।
চিয়াইল[১] প্রহরি সব ক্রন্দন শুনি[১] ॥২১৩॥
আস্তে ব্যস্তে জানাইল কংস[২] বরাবরে[২]।
উপজিল[৩] সিসু দেখ দৈবকী উদরে[৩] ॥২১৪॥

যমুনার মধ্যে দিয়া শৃগালী আগে যাএ।
তাহা দেখি বসুদেব জলেতে নামএ।
যমুনার মধ্যে যবে বসুদেব গেলা।
কোলে হৈতে কৃষ্ণচন্দ্র জলেতে পড়িলা ॥
আহা দৈব বিধি কিবা কৈল বিরম্বন।
ত্রৈলক্ষের নাথ মুই হারলু এখন।
আস্ত পুত্র পুত্র বলি করেন রোদন।
তোমা না পাইলে জলে তেজিব জীবন।
হাতাড়য়ে বসুদেব মাথে হাত হানি।
তাহা দেখি দয়া কৈল দেব চক্রপানি।
মনে কৈল নারায়ন যমুনার নীরে।
পাএ পাথা নিয়া যাব নন্দ ঘোষ ঘরে।
আপনাকে ধন্য করি যমুনা মানিল।
আমার জলেতে প্রভু প্রবেশ করিল।
বাপের দুর্গতি দেখি ত্রৈলোক্যের নাথে।
অকস্মাৎ আপনি লাগিলা আসি হাথে।
কোলে করি চুম্ব দিয়া বসু লৈয়া যাএ।
পার হৈয়া বসুদেব নন্দ ঘর পায়। (খ)

১-১ জাগিল প্রহরী ক্রন্দনের শব্দ শুনি (ঘ)
২-২ কংশ নৃপবরে (ক); কংশাবরে (খ); কংশাসুরে (ঘ)
৩-৩ দৈবকীর পুত্র হৈল কহিল তুমারে (ক)

শুনিঞা ধাইল রাজা আউদড়[১] চুলে[১]।
দেখিলন্ত[২] কন্যা গিয়া দৈবকীর কোলে[২] ॥২১৫॥
কাড়িয়া লইল কন্যা দুষ্ট কংসাসুরে।
কান্দিয়া[৩] দৈবকী[৩] দেবি বলিল তাহারে ॥২১৬॥
ভাই ভাই বলি দেবি কান্দে লোটাইয়া।
চণ্ডালে ত হেন কর্ম্ম না করে আসিয়া ॥২১৭॥
মারিলে ত ছয় পুত্র চাঁদের সমান।
একেবারে[৪] মারিলে না করিলে আন[৪] ॥২১৮॥
না থুইলে বংস মোর পৃথুবি ভিতরে।
ভাই হৈয়া কাল[৫] কেন হইলে আমারে[৫] ॥২১৯॥
মোর পুত্র মারিবারে নারদমুনি বৈল।
মারিলে ত ছয় পুত্র কীছু না বলিল ॥২২০॥ *
এখনে ত কন্যা হৈল তোমার সক্র নএ।
না[৬] মারিহ এই কন্যা সুন কংসরাএ[৬] ॥২২১॥
এতেক বলিয়া দেবি পড়িলা চরনে।
কান্দিতে কান্দিতে বলে কন্যা দেহ দানে ॥২২২॥†
না সুনিল বোল তার দুষ্ট কংসরাএ[৭]।
কোল হৈতে কন্যা কাড়িয়া লৈয়া জাএ ॥২২৩॥ ‡

১-১ বাহু উৰ্দ্ধ তুলে (ঘ)
২-২ দেখিল সুন্দরী কন্যা যশোদার কোলে। (ক)
৩-৩ কান্দিতে কান্দিতে (ক), (খ), (ঘ)
৪-৪ একেবারে ছয়জনে হইলে পরান (খ)
'মারিলে' স্থানে 'বিনাশিলে' (ক)
৫-৫ কালরূপ হৈলে ব্যবহারে (খ), (ঘ)
* পদটি (ক), (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।
৬-৬ না মারিহ কন্যাখানি করি এ বিনয় (খ); 'সুন কংসরাএ' স্থানে 'শুন কংশরায়' (ঘ)
† এই পদটি (ক), (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।
৭ দুরাচারে (ক); কংশাসুরে (খ), (ঘ)
‡ এই কলিটি ও পরপদের প্রথম কলিটি (ক), (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

সত্বরে লইয়া গেল সিলার উপরে।
দুই[১] পা উর্দ্ধ কৈল কন্যা মারিবারে[১] ॥২২৪॥
হাতে হৈতে খসি[২] গেলা আকাস উপরে[২]।
অষ্টভূজা[৩] রূপধরি বলএ রাজারে[৩] ॥২২৫॥*
হাসিয়া হাসিয়া তারে বলে ভগবতি।
আমারে অনেক দুঃখ দিলে পাপমতি ॥২২৬॥
তোমাতে মারিতে হৈল পুরূস রতন।
গোকুলে ত আছে সেই জন্মিল এখন ॥২২৭॥
বুঝিয়া সত্বরে থাক না করিহ আন।
তোমা মারিবারে সব দেবের অনুমান ॥২২৮॥

১-১ দুই পাএ ধরিয়া তুলিল মারিবারে। (ক)
২-২ পিছলিয়া উঠিল অম্বরে (ক)
খসিয়া গেলেন ভগবতী (খ), (ঘ)
৩-৩ ডাকিয়া বলেন দেবী শুন নৃপবরে (ক)
ডাক দিয়া বলে শুন কংশ নরপতি (খ)
ডাক দিয়া বলে দেবী শুন পাপমতি (ঘ)
* ইহার পরে অন্যান্য পুথির পাঠ এইরূপ :—
আমারে মারিতে কেন করহ যতন।
তুমারে মারিব যেই নন্দের নন্দন॥
গোকুলেতে জন্মিল সেই আজিকার রাতি।
কহিল তুমারে আমি শুন নরপতি॥
আমাকে ত দুঃখ কেন দিলে পাপমতি।
তোমাকে মারিতে জন্মে আজিকার রাতি। (ক)
তোমা মারিবার তরে পুরুষ রতন।
গোকুলেতে সুখে আছে জন্মিল এখন।
না করিহ হেলা শুন কংস নরপতি।
তোমাকে মারিতে সব দেবের যুগতি। (খ)
আমাকেত দুঃখ কেন দিলে দুষ্টজন।
তোমাকে মারিতে জন্মিলা পুরুষ রতন।
গোকুলে জন্মিল সেই আজিকার রাতি।
না করিহ হেলা তুমি কংশ নরপতি। (ঘ)

বলিয়াত গেলা দেবি আপনার বাস।
মুর্চ্ছিত হইয়া রাজা ছাড়এ[1] নিস্বাস[1] ॥২২৯॥
নিকট মরন দেখি[2] কান্দে কংসরাএ।
ডাক দিয়া পাত্রমিত্র আনিল তথাএ ॥২৩০॥*
কান্দিতে কান্দিতে সভায় কংস বলয়।
গুনরাজখান বলে কৃষ্ণের বিজয়। ২৩১॥
স্তুন[3] ভাই[3] চানুর মুষ্টিক মহাসএ।
কেসি ধেনুক স্তুন জত বৈল মহামাএ। ২৩২॥
ভগিনি[4] পুত্তনা স্তুন বক অঘাসুর।
তৃণাবর্ত্ত আর[5] স্তুন প্রলম্ব অসুর ॥২৩৩॥
আমার[6] মরন আজি বৈল মহামাএ।
গোকুলেত বৈসে সেই চিন্তহ উপাএ[6] ॥২৩৪॥
সিস্তুকালে না মাইলে হৈব বড় কাল।
প্রবল[7] হইলে মারিতে হৈব বড়ই জঞ্জাল ॥২৩৫॥
এতেক[8] করুন বানি বৈল সভার ভিতরে।
স্তুনিঞা কুমন্ত্রিগন দিলত উত্তরে[8] ॥২৩৬॥
কেন অসুখ[9] রাজা ইন্দ্র জদি হয়।
একাকি[10] মারিব তারে না লিব স্বহায়[10] ॥২৩৭॥

১-১ পাইল ত্রাস (ক), (খ) ২ জানি (ক), (খ), (ঘ)

* এই কলিটি ও পরের পদের প্রথম কলি (ক), (খ), (ঘ) পুথিতে নাই।

৩-৩ রাজা বলে (ক) ৪ বহিনী (ক), (খ), (ঘ) ৫ অরিষ্ট (ক), (খ

৬-৬ আমার মরণ দেবী ভবানী বলিল।
গোকুলে নন্দের ঘরে তার জন্ম হইল।
তাহারে মারিতে শত্রে চিন্তহ যুপায়।
জেমন প্রকারে মোর শত্রু নাশ যাএ। (ক)

৭ প্রবীন (ক), (খ), (ঘ)

৮-৮ এতেক করুণা করি বলিল রাজন।
শুনিয়া রাজারে কিছু বলে মন্ত্রিগন। (ক)

৯ মনস্তাপ কর (ক) ; চিন্তা কর (ঘ)

১০-১০ আমরা মারিয়া দিব না করিহ ভয় (ক) ; 'লিব স্বহায়'-এর স্থানে 'করিহ ভয়' (ঘ

মানুস হইয়া জন্মিল[1] দেব শ্রীহরি।
মানুসের[2] প্রানে আমা কী করিতে পারি[2] ॥২৩৮॥
জথা পাব তথা খাব মানুস মরির।
একে একে পাঠাহ রাজা আছে জত বির ॥২৩৯॥
পুতনা পাঠায় কাঁট সেই ত গোকুলে।
বিস[3] স্তনে মারুক গিয়া সিসু করি কোলে[3] ॥২৪০॥
মন্ত্রনা[4] করিয়া নড়ে কংস নরপতি।
নড়িলা পুতুনা নারি সভার জুগতি[4] ॥২৪১॥
তবে[5] আসি কংস রাজা বসুদেব আনি[5]।
বন্দি ছোড়াইয়া তারে বলে প্রিয় বানি ॥২৪২॥
মিথ্যা দুঃখ দিল তোমায় সুন মহাসএ।
মিথ্যাপুত্র মারিল দোস ক্ষেমহ আমাএ ॥২৪৩॥
আমাকে মারিবারে হৈল আজিকার রাতি।
গোকুলে তাহার[6] জন্ম কৈল ভগবতি[6] ॥২৪৪॥
না লইহ দোস মোর পড়হুঁ চরনে।
চল ঘর জাহ ভগ্নি[7] হরসিত মনে ॥২৪৫॥*

১ উপজিল (খ), (ঘ)
২ তথাপি মারিব তারে কারে ডর করি (ক)
'মানুষের প্রাণে' স্থলে 'তাহার শকতি' (খ); 'মানুষ শকতি' (ঘ)
৩ বিশস্তন দিয়া জেন মারিয়ে ছাবালে (ক)
৪ এইত মন্ত্রনা করি সবে গেল ঘর।
বসুদেব দৈবকীরে আনে নৃপবর॥ (ক)
৫ অপরাধ ক্ষেমা মোরে করহ ভগিনী (ক)
৬ জন্ম তার শুন ভগিপতি (ক); 'কৈল' স্থানে 'বৈল' (খ), (ঘ)
৭ ভগিপতি (খ), (ঘ)
* এখানে (ক) পুথির পাঠ এইরূপ—
বিনয় করিয়া বলে শুন মহাশয়।
মনে না করিহ কিছু .... ।

হেন[১] মতে কংসরাজা আপন ভবনে।
গোকুলে কৃষ্ণের কথা শুন সর্ব্বজনে[১] ॥২৪৬॥
চিয়াইয়া[২] জসোদা[২] পুত্র দেখি পাসে।
পুন্নিমার চন্দ্র জেন উদয় আকাসে ॥২৪৭॥
জয়[৩] জয় সব্দ হৈল গোকুল নিলএ।
বৃর্দ্ধকালে উপজিল নন্দের তনএ ॥২৪৮॥
পুত্রোৎসব করি নন্দ ব্রাহ্মনকে আনি।
কুড়ি সহস্রে গাবি দিল কনক সালিনি[৩] ॥২৪৯॥
ত্রিপুরূসে সর্ব্ব লোকে মোহৎসব করি।
সর্ব্বধনে সম্পুর্ন হৈল নন্দের[৪] নগরি[৪] ॥২৫০॥
ঘোসনাত দিল নন্দ সব[৫] ঘরে ঘরে[৫]।
কর লৈয়া জাব কালি রাজার দুয়ারে ॥২৫১॥*

তুষিয়া তাহারে পাঠাইল নিজপুর।
বসুদেব দৈবকী গেলেন নিজপুর ॥ (ক)

১-১ এতেক বচন যদি (তবে) কংস রাজা কৈল।
বসুদেব দৈবকী (দুঁহে) ঘরকে চলিল ॥ (খ), (গ)

২-২ হেনকালে নন্দরাণি (ক) ; তথা চিয়াইয়া যশোদা (খ), (ঘ)

৩-৩ (ক) পুথির পাঠ :—

শুনিয়া গোকুলবাসি আনন্দ হৃদয়।
বৃদ্ধকালে জসোদার হইল তনয়॥
নাড়ি ছেদনে জয় জয় শব্দ হৈল।
বিংশতি সহস্র ধেনু ব্রাহ্মণে দিল॥

'গোকুল' স্থানে 'নন্দের' (খ) ; 'নিলএ' স্থানে 'আলয়' (ঘ)

৪-৪ নন্দ ঘোষের বাড়ি (ঘ)

৫-৫ সকল নগরে (খ), (ঘ)

* এইখানে (ক) পুথির কয়েকটি পদের পাঠ উদ্ধার করা যায় নাই ; তাহার পরের পাঠ—

বৃদ্ধবাল্য স্ত্রীপুরুষ যতেক রাইল।
তৈল হরিদ্রাএ পথ কর্দ্দম হইল।

দধি দুগ্ধ ঘ্রত ঘোল সকটে সকটে ভরিয়া[১]।
লড়িলাত নন্দ ঘোস রাজ কর লৈয়া ॥২৫২॥*
কর লৈয়া মেলানি দিল কংস নৃপবর।
সম্ভাসা করিতে গেলা বসুদেবের ঘর ॥২৫৩॥

আশিশ করিল সব আয়া গেল ঘর।
নন্দ যাও মধুপুর লয়্যা রাজ কর॥
হেনকালে নন্দ ঘোষ বলে গোয়ালারে।
কর লইয়া জাব চল রাজার দুয়ারে।

১ পুরিয়া (খ), (ঘ)

* ইহার পরে (ক) পুথির পাঠ :—

মথুরা নগরে গিয়া হইল উপনিত।
শুন রাজখান বলে শ্রীকৃষ্ণ চরিত।
কর দিয়া নন্দঘোষ করিল প্রণতি।
হেনকালে জিজ্ঞাসা করেন নরপতি।
শুনিলত তোমার পুত্র হইল বৃর্দ্ধকালে।
নন্দ বলে মহারাজা তব পুণ্য ফলে।
বিদায় হইয়া নন্দ ঘোষ মোহাশয়।
সম্ভাষিতে গেল বসুদেবের আলয়।
উঠিয়াত বসুদেব করিল অঞ্জলি।
হরিশে পুলক দোঁহে করে কোলাকুলি।
শুনিল তুমার পুত্র বৃর্দ্ধকালে হল্য।
আমার পুত্র কংস বিনাশিল।
বংশ রক্ষা হেতু এক পুত্র তোমার ঘরে।
জত্ন করি পালন করিহ তাঁহাকারে।
………………শুনহ আমার।
অনেক হইব বিঘ্ন পুত্রের তুমার।
দুষ্টমতি দুরাচার কংস নৃপমনি।
সংক্ষেপে কহিল ঘরে জাহ ইহা জানি।
শুনিল বিশেষ কথা রাজার ভবনে।
সাবধান হইয়া রাখ আপন নন্দনে।
এতেক শুনিঞা নন্দ চলে নিজ ঘরে।
পুতুনা রাক্ষসী চলে গোকুল নগরে।

উঠিয়াত কোলাকোলি কৈল দুই জনে।
হরিসে দুহাঁর জল পড়িছে নয়ানে ॥২৫৪॥
সুনিলত বৃদ্ধকালে তোমার পুত্র হইল।
আমার জতেক পুত্র কংসেতে মারিল ॥২৫৫॥
বংসরক্ষা একপুত্র আছে তোমার ঘরে।
মাএর সহিত পালন করিছ তাহারে ॥২৫৬॥
ঝাঁট করি চল সখা না থাকীহ এথা।
বড় বিঘ্ন হব তোমার পুত্র আছে জথা ॥২৫৭॥
সুনিঞা মেলানি কৈল নন্দ মহাসএ।
উথাত[১] পুতুনা গেল গোকুল নিলএ[১] ॥২৫৮॥
করিয়া মোহনবেস পরম[২] সুন্দরি[২]।
কটাক্ষে পুরুসের মন লএ[৩] সেই[৩] হরি ॥২৫৯॥
নানারত্ন অভরন পরি[৪] পুষ্পমালা[৪]।
ঘরে ঘরে বুলে সেই পাতিয়া[৫] নানাছলা[৬] ॥২৬০॥*
কোথাহ না দেখে দস দিনের ছাওাল[৭]।
আচম্বিতে গেলা নন্দঘোসের দুয়ার ॥২৬১॥

১-১ পুতনা রাক্ষসী গিয়া গোকুলেত ঘর (খ), (গ)
২-২ তৈলক্ষা সুন্দরী (ক), (খ), (ঘ)
৩-৩ লইয়া যায় (ক), (খ), (ঘ)
৪-৪ পাতি নানা পুষ্পমালা (ক), (খ), (ঘ)
৫ করি (ক)
৬ ঠাকলা (খ), (ঘ)

* ইহার পরে ২৬১, ২৬২ পদের (ক) পুথির পাঠ :—

রাক্ষসীর মায়া কেহ বুঝিতে না পারে।
আচম্বিতে উপনীত নন্দের মন্দিরে ॥
জশোদা জশোদা বলি ডাকেন রাক্ষসী।
আস্তে বেস্তে জশোদা তাহার কাছে আসি ॥
কংসের ভগিনী কন্যা জানে সর্বজন।
বেস্ত হইয়া জশোমতী দিলেন আসন ॥
হেনকালে গোবিন্দাই মনে মনে হাসি।
আমা মারিবারে হেথা আইল রাক্ষসী ॥

৭ কুমার (খ)

সিসুরূপে গোবিন্দাই মনে মনে হাসি।
আমাকে মারিতে কংস পাঠাইল রাক্ষসি ॥২৬২॥
মারিব রাক্ষসি হেন চিন্তিল উপায়।
সুনি চমৎকার জেন লাগে কংসরায় ॥২৬৩॥
পুতুনা বসিল গিয়া ছাওালের পাসে।
উপকথা[১] কহে রাক্ষসি মনে মনে হাসে ॥২৬৪॥
ভাল ভাল ছাওাল দেখিতে সুন্দর।
দেখি দেখি বলি কোলে করিল কোঙর ॥২৬৫॥
এমন সুন্দর সিসু কোথাহ না দেখে।
ইহা বলি বিসস্তন দিল তার মুখে ॥২৬৬॥
স্তন পিয়া নারায়ন[২] মনে মনে হাসে।
জুড়িল চুমুক প্রান স্তন মুখে আসে ॥২৬৭॥
বিপরিত ডাক ছাড়ে রাক্ষসি দারুনি।
এড়[৩] এড় স্তন মোর জাএত পরানি[৩] ॥২৬৮॥
কি করে জসোদা ছাওাল তোমার।
চুমুক জুড়িয়া প্রান লএত আমার ॥২৬৯॥
ডাক ছাড়িয়া[৪] মুর্ত্তি ধরে আপনার।
প্রান[৫] সহিতে[৫] স্তন পিএ নন্দের কুমার ॥২৭০॥
ডাক ছাড়ি প্রান দিল পুতুনা রাক্ষসি।
হেন বেলে নন্দ ঘোষ কর দিয়া আসি ॥২৭১॥
ডাকের[৬] সন্দে ত্রাস পাএ জত গোকুল বাসি।
নন্দ ঘরে গিয়া দেখে দারুন রাক্ষসি ॥২৭২॥
প্রান ছাড়ি পড়ে রাক্ষসি গোকুল[৭] নগরে[৭]।
বুকে বসি স্তন পিএ নন্দের কুমারে ॥২৭৩॥*

১ নানাকথা (ক) ২ গোবিন্দাই (ক), (খ), (ঘ)
৩-৩ বুক মোর জাএ ফাটা চায় নয়নখানি (ক); 'জাএত' স্থানে 'বাঁচাএ' (ঘ)
৪ ছাড়ি পুতনা (খ), (ঘ) ৫-৫ বুকে বসি (ক), (খ), (ঘ)
৬ বিপরিত (খ) ৭-৭ পৃথিবী উপরে ঘ * ২৭৩–২৭৬ নং পদ (ক) পুথিতে নাই।

ডাক ছাড়ি প্রান দিল পুতুনা রাক্ষসি।
বুকে[১] হাত দিয়া জান নন্দ ধনবাসি[১] ॥২৭৪॥
আস্ত ব্যস্তে নন্দ ঘোস পুত্র কৈল কোলে।
কি হৈল কি হৈল বলে সকল গোকুলে ॥২৭৫॥
কেমতে রাক্ষসি মৈল করন্তি বাখান।
বসুদেব জত বৈল কাছু নহে আন ॥২৭৬॥
পড়িল পুতুনা পথ ছয়[২] কোস জুড়ি[২] ।
গোকুলের গাছ ঘর ভাঙ্গে মড়মড়ি ॥২৭৭॥
অতি[৩] ত প্রচণ্ডরূপ দেখি ভয়ঙ্কর।
এক কোস জুড়ি তার মস্তক ডাগর[৩] ॥২৭৮॥
লাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি।
গিরিসম[৪] স্কন্ধ[৪] নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি ॥২৭৯॥ *
গণ্ডশৈল[৫] দুই স্তন[৫] কপিল কেস ভার।
অন্ধকুপ দুই আখি[৬] গভির[৬] তাহার ॥২৮০॥
বড় বড় দিঘির পাড় তার হাত-পা ধরি।
উদর গোটা জেন তার সুখান পোখুরি ॥২৮১॥
দেখিয়াত ত্রাস[৭] পাইল[৭] সকল নগরে।
খানি খানি করি কাটি পোড়াইল তারে ॥২৮২॥

১-১ হেন বেলা নন্দ ঘোষ ঙর দিয়া আসি (খ), (গ) ২-২ ছয় জোজন (ক) ; ছয় ক্রোশ (খ, গ)

৩-৩ রাক্ষসীর শরীর দেখিতে ভয়ঙ্কর।
দোজনেক দেহখান আছে পরিসর। (ক)
ঢুর্জ্জয়-রাক্ষসী বড় দেখি ভয়ঙ্কর।
এক ক্রোশ শরীর খান আছে পরিসর। (খ)
ভয়ঙ্করী রাক্ষসী দেখিতে ভয়ঙ্কর।
এক কোস জুড়ি তার আছেরে প্রখর। (গ)

৪-৪ গিরিকন্দর যেন (গ)

* এই কলিটি, পরের পদটি ও তৎপরবর্ত্তী পদের প্রথম কলিটি (ক) ও (খ) পুথিতে নাই।

৫-৫ গণ্ড শৈলজ স্তন (গ) ৬-৬ নাভী গভীর (গ)

৭-৭ পালায় ত্রাসে (খ)

গাএর গন্ধ বাহিরাএ[১] অগোর কস্তুরি।
স্তন পিয়া গোবিন্দাই[২] তার প্রান হরি ॥২৮৩॥*
রাক্ষসি পুতুনা হৈয়া[৩] দুষ্ট মতি[৩]।
গোসাঞির[৪] পরসে পাইল মাতৃপদগতি ২৮৪॥
বিসস্তন দিয়া পুতুনা মাতৃ[৫] পদ পাএ[৫]।
স্তনামৃত দিয়া জসোদা কোন[৬] পদে জাএ[৬] ॥২৮৫॥†
নন্দ ঘোস জসোদার কী কব কাহিনি।
আর[৭] জম্মে[৭] দুই জনে সেবিল[৮] চক্রপানি ॥২৮৬॥‡
তপ[৯] ফলে বর তারে দিলা নারায়ন।
নন্দ ঘোস জসোদা হৈল দুই জন[৯] ॥২৮৭॥
কহিল সকল কথা বুঝহ সংসারে।
গুনরাজখাঁন বলে কৃষ্ণ অবতারে ॥২৮৮॥

কৌরাগ

পুত্র পুত্র বলি দুহে জসোদা রোহিনী জাএ
আইলাত জথা গোবিন্দাই।
ঘোররূপা রাক্ষসি দেখিয়াত ভয়বাসি
সিস্থ দেখি করে অতেথাই ।২৮৯॥

---

১ গৌরাঙ (খ) ২ নারায়ণ (খ), (গ)
* এ পদটি (ক) পুঁথিতে নাই।
৩-৩ মেল পাপিষ্ট মতি (ক); মারি পাপিষ্ট মতি (খ), (গ) ৪ কৃষ্ণের (গ)
৫-৫ মাতৃ লোকে যায় (খ), (গ) ৬-৬ কমন কি ফল পায় (খ), (গ)
† এ পদটি (ক) পুঁথিতে নাই।
৭-৭ জন্মে জন্মে (ক), (খ), (গ) ৮ আরাধিল (ক), (গ); আরাধি (গ)
‡ অতিরিক্ত পাঠ :—

নন্দঘোষ যশোদা পূর্ব্বে তপ করি।
তপ করি এক মনে আরাধিয়া (লা) হরি॥ (ক), (খ), (গ)
জন্মে জন্মে আরাধিলা দেব নারায়ণ।
নন্দ ঘোষ যশোদা সে সেই দুইজন। (খ)

৯-৯ 'হৈল দুই জন' স্থলে 'সার্থক জীবন' (ক)

তিঁতিল লোচন জলে নিজ সিস্থ করি কোলে
রক্ষা বান্ধে দিয়া গঙ্গাজলে।
দুই পদ দুই উরু অজদেব রক্ষা করু
অচ্যুত জঘন রাখিলে ॥২৯০॥
কটি জঠর দেসে হৃদয়ে কেসব বৈসে
উদর রাখুন দেব ইসে।
কণ্ঠে সূর্য্য বিষ্ণু ভূজে মুখে রুদ্র কর্ম্ম তেজে
মস্তক রাখুন ঋসিকেসে ॥২৯১॥
কুড়ণ্ডি গোবিন্দ দেবে সয়নে রাখুন মাধবে
গচ্ছন্তি বৈকুণ্ঠে দেবদেবে।
রাখিলন্ত স্রীপতি ডাখিনি মাতৃকাগতি
সর্ব্বত্রেতে রাখুন সম্ভবে ॥২৯২॥
এত সব রক্ষা করি আনিএাত ব্রেজেস্বরি
স্যুয়াইল সকট উপরে।
রতন কাঞ্চন জত আনিএাত বিধিমত
বস্তুদান কৈল দিজ বরে ॥২৯৩॥
সকল গোকুল নারি একে একে সভা করি
কুড়া করে জসোদাসুন্দরি।
পুত্রের জনম দিনে কাজর দিল নয়ানে
স্যুন্য ঘরে আছেন শ্রীহরি ॥২৯৪॥
সিস্থর চরিত্র করি দুই পাত্র লাথি মারি
ভাঙ্গিল সকট জাএ গড়াগড়ি।
জতেক গোকুলে বৈসে সভে পাল্য তরাসে
দেখিতে আইসে রড়ারড়ি ॥২৯৫॥
ভাঙ্গিল সকট খান সব্দ গেল না[না] স্থান
সব্দ গেল জগত সকলে।
ভাঙ্গিয়া সকট হরি ভূমে জায় গড়াগড়ি
মাএ আসি পুত্র কৈল কোলে ॥২৯৬॥

পুত্র পুত্র বলিয়া বুকে থায় হানিয়া
কে সকট ভাঙ্গিল আসিয়া।
তোমার পুত্রের পাএ সকট ভাঙ্গিল ঘাএ
সভে তারে বলিল ধাইয়া ॥২৯৭॥
সিসুর বচন স্থনি জসোদা নন্দের রানি
মিথ্যা না ডুসিয় পুত্রখানি।
এতবলি নন্দরানি কোলে করি পুত্র আনি
হর্স হৈলা জসোদা রোহিনি ॥২৯৮॥
পুতুনা মরন জানি সকট ভঞ্জন স্থনি
ত্রাসে কংস মনেতে চিন্তিল।
এতেক বিক্রম তার সরূপে আমার কাল
সিসুকালে পুতুনা মারিল ॥২৯৯॥
সকট ভাঙ্গিল পাএ সিসুরূপে বজ্রকাএ
মারিব তারে কেমন প্রকারে।
এত সব অনুমানি তৃনাবর্ত্তে ডাকী আনি
চল জাহ গোকুল নগরে ॥৩০০॥
নন্দের নন্দন বালা তারে না করিহ হেলা
মার গিয়া পাতি নানা ছলা।
গুনরাজখান বলে স্থন সভে মহিতলে
কৃষ্ণ কথায় না করিহ হেলা ॥৩০১॥*

---

* ২৮৯ সংখ্যক পদ হইতে ৩০১ সংখ্যক পদের পাঠ (ক), (খ), (ঘ) পুথিতে অনেকখানি অনুরূপ; (ক) পুথির পাঠ এবং (খ) ও (ঘ) পুথির পাঠান্তর দেওয়া গেল।

পুত্র পুত্র বলি রানি[1] ধাএ জসোদা রোহিনি
বেগে[2] গীয়া[2] পুত্র নিল কোলে।
হয় তুমী বিধে আই মার্কণ্ডের পরমায়ি
রক্ষা বান্ধে দিয়া গঙ্গা জলে।

---

১ বাণী (খ) ২-২ যাত্র হয়্যা (খ); সত্বরেতে (ঘ)

রাজার আদেসে তৃনাবর্ত্ত মহাসুরে।
বাউরূপ ধরি জায় গোকুল নগরে ॥৩০২॥
অতি ত প্রচণ্ড তেজ দেখিতে ভয়ঙ্কর।
ধুলায় পুরিল সব গোকুল নগর ॥৩০৩॥

দুই পদ দুই উরু   রাখেন তুমার[১] পুরুন্দর[১]
অচ্যুত[২] জংঘেতে[৩] বসিল।
কটিতে জঠর দেসে   রিদএ কেসব বক্ষে
আজদেবে সর্ব্বাঙ্গ রাখিল॥
কণ্ঠে[৪] বস্তা[৪] বিষ্ণু ভুজে   মাথা রাখে দেব রাজ
আর[৫] রাখেন শ্রিমধুসুদন।
পাস রাখেন[৬] হ্রিসিকেস   পিষ্ট রাখেন মহেশ
মুখ রাখেন দেব সড়ানন॥
কর্ন রাখেন হনুমান[৭]   চূড়া[৮] রাখেন[৮] ভগবান[৯]
জঘন[১০] রাখেন ভুজঙ্গম[১১]।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর   তিন দেবে দেউন বর
দিনে দিনে বাড়ুক কল্যাণ॥ *
ছাবালে জে কোলে করি   রক্ষা বান্ধে ব্রজেশ্বরি
[সুতা] ইল[১২] সকট উপরে।
পুত্রের জনম দিনে   কাজল দিল লোচনে
আনন্দেতে আপনা পাসরে॥

১-১ তোমার গুরু (খ) ; তোমার সুর গুরু (ঘ)   ২ অদ্ভুত (ঘ)
৩ যথাএ (খ)   ৪-৪ কণ্ঠে সুধ (খ) ; কন্ঠ পুরি (ঘ)   ৫ আয়ু (ঙ), (খ), (ঘ)
৬ রাখুন (খ), (ঘ)   ৭ পবন (ঘ)   ৮-৮ আজ্ঞা রাখুন (খ), (ঘ)
৯ হনুমান (ঘ)   ১০ জংঘা ভুজ   ১১ ভুজঙ্গ (খ) ; নিরঞ্জন (খ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

ক্রীড়ায় গোবিন্দ দেবে   শয়নে রাখ মাধবে
পঙ্কজ্জি (পঙ্ক রাখুন) বৈকুণ্ঠ দেবে।
ডাহিনে রাখ শ্রীপতি   বামে রাখে পার্ব্বতী
ষড়াঙ্গ (অষ্টাঙ্গ) রাখুন সব দেবে॥ (খ), (ঘ)

১২ শোয়াইল (খ) ; শুয়াইল (ঘ)

যত গোকুলের নারি   আনন্দে[1] চামালি করি
ক্রীড়া করে জসোদার পাসে।
কামন্দেতে[2] নিমগন   ক্রিড়া করে গোপিগন[2]
হস্ত ধরে গোবিন্দাই হাসে॥
শিসুরূপে[3] শ্রীহরি[4]   দুই পাএ লাথি মারি
ভাঙ্গিল সকট দুলাইয়া[3]।

....

সকট[5] ভাঙ্গীল পাএ   ভাণ্ড গড়াগড়ি জাএ[5]
শব্দ সুনি জসোদা ধাইল।
পুত্র পুত্র বলি রানি[6]   বক্ষেতে[7] মুষ্টিক হানি[7]
কোলে করি ছাওাল লইল॥
সকটে[8] ছাওাল ছিল   কেমনে ভাঙ্গীয়া গেল[8]
শিসুগনে[9] জসোদা সুধায়।
তুমার পুত্রের পাএ   সকট ভাঙ্গীয়া[10] জাএ[10]
দেখি ভাণ্ড গড়াগড়ি জাএ।
সব ছাওালের বানি   সুনিঞা জসোদা রানি
কেন দোস দেহ মোর সুতে।
এত বলি জসোমতি   কোলে করি জগ্নপতি
ঘরকে চলিল হরসিতে।*

১ হরিষে (খ) ; কৌতুকে (ঘ)
২-২ যতেক গোকুলে বসে   সকল গোপিনী আইসে (খ), (ঘ)
৩-৩ শিশুর চরিত্র করি (খ), (ঘ)
৪ দেবহরি (খ) ; শ্রীহরি (ঘ)
৫-৫ ভাঙ্গিল শকট শান   ভাণ্ড গেল (যায়) নানা স্থান (খ), (ঘ)
৬ রাণী (ঘ)
৭-৭ বুকে হাত হানিয়া (খ) ; শিরেতে কর হানি (ঘ)
৮-৮ সকল ছাওয়াল বলে   সকট ভাঙ্গিল বলে (ঘ)
৯ ছাওয়ালেরে (খ), (ঘ)
১০-১০ ভাঙ্গিল যায় (খ)

* এই পদটি (ঘ) পুঁথিতে নাই। (খ) পুঁথির পাঠ এইরূপ :—

ছাওয়ালের বাক্য শুনি   যশোদা নন্দের রাণী
কেন মিথ্যা দোষ পুত্রখানি।
এত বলি নন্দরাণী   কোলে করি হরি আনি
হর্ষ মনে চলিলা জননী।

কোথা[1] হৈতে[1] কোথা জাই কীছুই না দেখি ।
কিহো[2] কাহো ন লখি ধুলায় পুরিল আখি[2] ।৩০৪॥
মাএর কোলে থাকীয়া হাসেন গদাধরে[3] ।
বাউরূপে[4] তৃনাবর্ত্ত আইসে মারিবারে[4] ॥৩০৫॥

পুতুনা মরন বানি সকট ভঞ্জন শুনি
ত্রাস পা'য় কংস মনে গুনে[1] ।
সরুপে রামার কাল নন্দ ঘোস ছাওয়াল
মহামায়া কহিল গগনে[2] ।
সেই[3] কথা মনে লখী বিকমে বিসাল দেখি[3]
স্তনপানে পুতুনা মারিল ।
শকট ভাঙ্গীল পাএ শিশুকালে[4] ভজরাএ[4]
মনে জানি নিশ্বাস ছাড়িল ।
কেমনে মারিব তারে কংস[5] রাজা চিন্তা করে[5]
ত্রিনাবর্ত্তে ডাকে[6] দিআ মানে[6] ।
শুন ত্রিনাবর্ত্ত মোর অবর্ত্ত[7] সামর্থ তোর[7]
আমি বিনা কেহো নাহি জানে[8] ।
জাহত গোকুল পুরি মারিবে উপাএ করি
শিশু বলি না বাসিহ[9] ডরে ।
নন্দের নন্দন বালা তারে না করিহ হেলা
ত্রিড়[10] করি কহিল তুমারে[10] ।

১-১ হাতাহাতি (ক), (খ), (ঘ)   ২-২ ধুলায় পুরিল সভাকার দুই আঁখি (ক), (খ), (ঘ)
৩ দামোদরে (ক), (খ), (ঘ)
৪-৪ তৃণাবর্ত্ত বীর আইল রামা মারিবারে (ক) ; 'তৃণাবর্ত্ত' স্থানে 'অসুর' (খ)

---

১ শুনি (খ), (ঘ)   ২ আপনি (খ), (ঘ)
৩-৩ হইয়া চাওয়াল বিক্রমেতে বিশাল (খ), (ঘ)
৪-৪ শিশুরূপে ব্রজকায় (খ) ; শিশুরূপে ব্রজকায় (ঘ)
৫-৫ কংশ চিন্তে উপায় (খ), (ঘ)   ৬-৬ ডাকিল সত্বরে (খ), (ঘ)
৭-৭ অতুল তোমার সামর্থ (খ) ; বিষম তোমার সামর্থ (ঘ)
৮-৮ কেহো ইহা না জানে সংসারে (খ), (ঘ)
৯ জানিহ (খ), (ঘ)   ১০-১০ এত বীর বলিল তুমারে (ঘ)

সংসারের[১] ভর হৈল সকল সরিরে।
এড়িলেন জসোদা পাইয়া মহাভরে[১] ॥৩০৬॥
হেন[২] বেলায় তৃনাবর্ত্ত আসি কৈল কোলে[২] ।
বাউরূপে সিসু আকাসে নিঞা তুলে ॥৩০৭॥*
তথাই[৩] ত শ্রীহরি[৩] গলা চাপিধরি।
আকাস[৪] হৈতে পাড়িয়া তার প্রাণ হরি[৪] ॥৩০৮॥
পড়িয়া[৫] মরিল তৃনাবর্ত্ত দেখে সর্ব্বজনে।
গলাচাপি বুকে বসি কান্দে নারায়নে[৫] ॥৩০৯॥

১-১ মায়া করি জশোদার কোলে ভর দিল।
সহিতে না পারিল ভর ভূমেতে রাখিল।
কৃষ্ণকে রাখিয়া দেবী গৃহ কার্য্য করি।
হেনকালে তৃনাবর্ত্ত লইয়া যায় হরি ॥ (ক)

'সকল' স্থানে 'কৃষ্ণের' (খ) ; 'পাইয়া মহাভরে' স্থানে 'কৃষ্ণে ভূমের উপরে' (খ)

২-২ অনেক দিলেক পাক কৃষ্ণ করি কোলে (ক)
বিস্তার ফেরায় পাক কৃষ্ণ করি কোলে (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—গগন মণ্ডলে দুষ্ট মারিবারে চাএ।
চাক ভাওরি যেন কৃষ্ণকে ফিরাএ॥
অনেক প্রবন্ধে কৃষ্ণে মারিতে নারিল।
হেনকালে গোবিন্দাই উপাএ চিন্তিল ॥ (ক)
গগন মণ্ডলে দুষ্ট তুলিল শ্রীহরি।
কৃষ্ণকে ফিরাএ পাক চাক [ভাওরি (ঘ)] ভাওরি। (খ), (ঘ)

৩-৩ কোলে থাকি কৃষ্ণ তার (ক), (খ)
কোপ করি কৃষ্ণ তার (ঘ)

৪-৪ প্রাণ নিঞা দিল পাড়এ শ্রীহরি (ক)
আকাশ হৈতে প্রাণ তার লইল শ্রীহরি (ক), (খ)

৫-৫ তৃনাবর্ত্ত বীরে মারি শ্রীমধুসূদন।
বুকেতে বসিয়া তার কান্দে নারায়ন। (ক)

না দেখিয়া জসোদা[১] বুকে ঘাউ হানি[১] ।
কোথা গেল কেবা[২] নিল মোর চক্রপানি[২] ॥৩১০॥*
কথোতুরে অসুর উপরে দেব শ্রীহরি ।
ত্রাসে ধায়্যা কোলে করে জসোদা সুন্দরি ॥৩১১॥
কর্ত্তবিঘ্ন বিধাতা লেখিল ইহারে ।
মরিয়া জিল পুত্র মোর আবাল সুন্দরে ॥৩১২॥†

১-১ পুত্র মরে কাঁদে নন্দরানি (ক)

২-২ কে মারিল পুত্র যদুমনি (ক) ; কে মারিল মোর পুত্র খানি (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—এইখানে রাখিল আমি পুত্র শুয়াইয়া ।
আহা মরি বাছা মোর কে নিল হরিয়া ।
কান্দিয়া জশোদারানি খুজে ঘরাঘরি ।
কোথায় না পায় দেখা জশোদা সুন্দরি ।
হেনকালে একজন সমাচার দিল ।
না জানি তুমার পুত্রে অসুরে মারিল ।
এত শুনি যাএ রানি দেখি কথোদুরে ।
বুকেতে বসিয়া আছে মারিয়া অসুরে ।
দেখিয়া ধাইল রানি আউদড় চুলে ।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া পুত্র নিল কোলে ।
মরিএ বাঁচেলে বাছা রূপের মুরারি ।
আন্ধার করিয়া ছিলে গোকুল নগরি । (ক)
কান্দিয়া জশোদা বুলে সকল নগরি ।
পুত্র দেখি জিন হৈল বা সে ব্রজেশ্বরি ।
মরিছিল বাছা মোর রূপে মুরারি ।
অনাথ করিয়াছিল গোকুল নগরি । (খ)
কান্দিয়া জশোদা বুলে গোকুল নগরি ।
কতদুরে অসুর উপরে দেখিল শ্রীহরি ।
তৃণাবর্ত্ত পড়ি মৈল দেখে ব্রজপুরি ।
ত্রাসে জসোদা আসি পুত্র কোলে করি ।
মরি ছিলে বাছা মোর রূপের মুরারি ।
অনাথ করিয়াছিল গোকুল নগরী । (ঘ)

† ৩১২ ও ৩১৩ পদের স্থানে (খ) ও (ঘ) পুথির পাঠ :—
এত বিঘ্ন বিধি মোর লিখিল কপালে
চক্রাবর্ত্ত বাউরূপে আকাশেতে তোলে ।

চক্রাবর্ত্ত বাউ আসি তুলিল ইহারে।
না মরিল পুত্র মোর মরিল অসুরে ॥৩১৩॥
ধর্ম্ম[১] হিংসা জেই করে অকালে সে মরে।
মোর পুত্র রক্ষা পাল্য মরিল অসুরে[১] ॥৩১৪॥
এত[২] বলি জসোদা পুত্র আনি ঘরে[২]।
স্নান করাইয়া রক্ষা বাধিল[৩] তাহারে[৩] ॥৩১৫॥
কাখে করি জসোদা[৪] পুত্র মুখ চাই।
মায়া প্রকট[৫] তারে করে গোবিন্দাই[৫] ॥৩১৬॥
হাসিআত হাইতুলে কমললোচন[৬]।
তাহার ভিতরে[৭] দেখে সকল ভুবন[৭] ॥৩১৭॥
কি দেখিল কি দেখিল সপ্নহেন মানি।
মায়াপাতি[৮] আংসা দিল দেব চক্রপানি[৮] ॥৩১৮॥*

মারিতে নারিয়া দুষ্ট কুমারে ফেলিল।
তুমি না মরিলে বাছা অসুর মরিল ॥
কত বিঘ্ন লিখি বিধি তোমার কপালে।
আকাশে তুলিয়া দুষ্ট তোমাকে পিশিল ॥

১-১ ধর্ম্ম হিংসা জেই করে তারে হিংসে হরি।
রাখিল তুমারে কৃষ্ণ দুষ্টজনে মারি। (ক)

দ্বিতীয় কলির স্থানে :—

তোমারে রাখিল গোসাঞী অসুরাকে মারি (খ)
তোমাকে রাখিল হরি অসুরকে মারি (ঘ)

২-২ জশোমতি [জশোদারাণী (খ), (ঘ)] পুত্র নিল কোলে (ক), (খ), (গ)
৩-৩ বাঁধে গঙ্গাজলে (ক), (খ)   ৪ দুগ্ধ দিয়া (ক)
৫-৫ কিছু বিহিত করেন গোবিন্দাই (ক), (ঘ); 'গোবিন্দাই' স্থানে 'গোসাঞী' (খ)
৬ শ্রীমধুসূদন (ক)   ৭-৭ উদরে দেখি দেখে ত্রিভুবন (ক); 'দেখী' স্থানে 'জশোদা' (খ)
৮-৮ আরবার মুখ দেখী যেন অনুমানি (ক)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

মুখ মিতাদিয়া রাণি কিছু না দেখিল।
মায়াতে জশোদারাণি ভুলিয়া রহিল। (ক)

স্নহ[১] সকল লোক বলি বারে বারে[১] ।
গুনরাজর্খান বলে কৃষ্ণ[২] অবতারে[২] ॥৩১৯॥

শ্রীরাগ

কথোকালে বসুদেব গর্গ মুনি আনি ।
নিভৃতে বসিয়া কিছু তারে কৈল বানি ॥৩২০॥
আমার[৩] পুত্র গোকুলে আছে স্নন মুনিবর[৩] ।
নামকরন[৪] তার করহ সত্বর[৪] ॥৩২১॥
জদু বংসে জত জেই হএ নৃপমনি ।
তাহা সভার নাম সঙ্খা করিলা আপুনি ॥৩২২॥*
বসুদেবের[৫] বোল তবে স্ননি গর্গ মুনি[৫] ।
ভারাবতারনে[৬] আইলা দেবচক্রপানি[৬] ॥৩২৩॥
দৈবকী অষ্টম গর্ভে কভু[৭] কণ্যা নহে[৭] ।
মায়া পাতিয়া সেই গোকুলে আছএ[৮] ॥৩২৪॥
হরিসে পর্শিলা[৯] মুনি স্মঙরি নারায়ন[৯] ।
আজিত্ত আমার হৈল সফল জিবন ।৩২৫॥
দেখিবত নারায়ন গোকুল নগরে ।
হরসিতে[১০] গেলা মুনি নন্দঘোসের ঘরে ॥৩২৬॥
দেখিয়াত্ত নন্দঘোস সম্ভ্রমে উঠিয়া ।
বসাইল আসনে মুনি পাদ্ব অর্ঘা দিয়া ॥৩২৭॥

১-১ অদ্ভুত অমৃত কথা স্নন সর্ব্বজন (ক), (গ)
'সর্ব্বজনে' স্থানে 'একমনে' (ঘ)

২-২ গোবিন্দ চরণে (ক), (খ), (গ)
'কাছে' স্থানে 'স্নানহ' (খ), (গ)
নামাকরণ পইল ওহে সত্তর (খ)

৩-৩ মোর পুত্র আনহ মুনিবর (ক)

৪-৪ নাম থুঁজিয়া আইল গিয়া স্নহ উত্তর (ক) ;

* ৩২২ সংখ্যক পদটি অন্য পুথিতে নাই ।

৫-৫ এত স্ননি গর্গমুনি অন্তরে গুনিল (ক)

৬-৬ ভারাবতরণ হেতু গোবিন্দ আইল (ক)

৭-৭ কন্যাকে ভুলায়ে (ঘ)

৮ নির্লয় (খ) ; নিলয়ে (ঘ)

৯-৯ পুলক মুনি তুরিতে গমন (ক) ; 'স্মঙরি নারায়ন' স্থানে 'করিয়া ধেয়ান' (ঘ)

১০ আগে যেয়ে (ক), (খ), (ঘ)

কোন[১] ভাগ্যে তোমার চরন আইল মোর ঘরে[১]।
কি[২] করিব আজ্ঞা মুনি করহ আমারে[২] ॥৩২৮॥
এত[৩] সুনি বলে মুনি সুনহ গোওাল।
বসুদেব পাঠাইল তোমার দুয়ার[৩] ॥৩২৯॥
তাঁহার[৪] পুত্রের নাম থুইব এখন[৪]।
রোহিনি সহিত আন মোর বিদ্যমান ॥৩৩০॥
তবে নন্দঘোস বলে জুড়ি দুই কর।
আমার পুত্রের নাম থুয়[৫] মুনিবর ॥৩৩১॥
ভাল ভাল বলি মুনি বলিল বচন।
আনিঞা[৬] দুহার কৈল নাম করন[৬] ॥৩৩২॥
রোহিনির পুত্রের নাম রোহিনিয় ধরি।
বলে অধিক নাম বলভদ্র করি ॥৩৩৩॥
রাম গুন দেখি রাম বলে সর্ব্বজন।
গর্ভ সঙ্কর্সন নাম থুইল সঙ্কর্সন ॥৩৩৪॥
হের জে তোমার পুত্র বড় সুলক্ষন।
অভিনব অবতার জেন নারায়ন ॥৩৩৫॥
তে কারনে কৃষ্ণনাম থুইল ইহাঁর।
আর অনেক নাম ঘুসিব সংসার ॥৩৩৬॥

১-১ মুনিরে দেখিয়া নন্দ হরষিত মন (ক) (খ)

২-২ আজ্ঞা কর মুনি আইলে কিসের কারণ (ক)
কি আজ্ঞা করহ মোরে কহ মুনিজন (খ)
কি করিব গোসাঞী আজ্ঞা করহ মোরে (গ)

৩-৩ মুনি কহে শুন নন্দ কহিয়ে তোমারে।
বসু দেব পাঠাইয়া দিলেন আমারে॥ (ক)

দ্বিতীয় কলির স্থলে :—
বসুদেব কৈল মোরে আসিতে সকাল (খ)

৪-৪ তার বোলে আইলাঙ তোমার সদনে [ভবনে (গ)] (খ), (গ)
পুত্রের রাখিব তাঁর নাম সে কারনে (ক)

৫ রাখ (ক) ৬-৬ মায়ে পোয়ে রোহিনী [দেবি (খ), (গ)] আইল ততক্ষণ (ক), (খ), (গ)

ইহাঁ হৈতে অনেক সঙ্কট এড়াইবে গোআল।
বড় বড় কর্ম্ম করিব এইত ছাওাল ॥৩৩৭॥*
চিন্তা না করিহ কাছু শুন ব্রজেশ্বর।
কহিল সকল কথা আমি[১] জাই ঘর[১] ॥৩৩৮॥
এতবলি নিজস্থানে গেলা গর্গ মুনি।
হরসিত[২] নন্দঘোস জসোদা রোহিনী[২] ॥৩৩৯॥
নানা কৃড়া করি কৃষ্ণ সিস্তুরূপ ধরি।
সর্ব্বজন হরসিত গোকুল নগরি ॥৩৪০॥*
হেনমতে শ্রীহরি করে নানা কেলি।
মাটি[৩] খাএ গোবিন্দাই জসোদা কেবলি[৩] ॥৩৪১॥
ধাইয়া জসোদা গিয়া পুত্র ধরি করে।
কেন মাটি খাস বাছা কীবা নাঞি ঘরে ॥৩৪২॥
মাটি নাঞি খাই আমি মিথ্যা বলিল গিয়া।
হএ নয় মুখ মোর দেখনা আসিয়া ॥৩৪৩॥†

১-১ হরিশ অন্তর (ক) * ৩৩৭ পদ সংখ্যা (গ) পুথিতে নাই।

২-২ শুনরাজখান বলে শুন চক্রপানি (ক)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

একদিন ধূলাএ খেলাএ নারায়ন।
হাসিয়া হাসিয়া করে মৃত্তিকা ভক্ষন।
কৌতুক করিয়া মাটী খাএ গোবিন্দাই।
জশোদারে সমাচার দিলেন বলাই।
কানাই খায়েন মাটী শুন ... ।
নিষেধ না মানে মাটী খাএ জাদুমনি ॥ (ক)

৩-৩ ধাইয়া বলাই গিয়া জশোদারে কহি (খ), (ঘ)

† অতিরিক্ত পাঠ :— কানাই খাইছে মাটী দেখ দেখ আসি।
আমি নিষেধিল হবে যায় হাসি হাসি ॥ (খ: গ)

এই স্থান হইতে (ক) পুথির পাঠ :—

মন্দিরে * * * মাটী পেল।
ঘরে দিব ক্ষির খণ্ড খাবে গিয়া চল।
এ খীর নবনি চাছি কিছুই না খায়।
মৃত্তীকা ভক্ষনে তুমী কত সুখ পায়।

মায়াপাতি মুখমেলি কমললোচন।
হাসিয়া জসোদা করে মুখ নিরক্ষন ॥৩৪৪॥

মায়ের বচন শুনি বলে গোবিন্দাই।
মৃত্তিকা না খাই মিছা কহিল বলাই॥
জদি মুখে মাটি মোর দেখ বিচারিয়া।
গোবিন্দ মেলেন মুখ দেখে উঁকি দিয়া॥
জদি বিস্তারিত মুখ কৈল চক্রপানি।
ত্রিভুবন মুখে তার দেখে নন্দ রানি॥
সাগর সঙ্গম চরাচর উপবন।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল দেখীল দেবগন॥
চন্দ্র সূর্য্য দিবারাত্রি সাগর পর্ব্বত।
নদনদি উদরে দেখীল ত্রিজগত॥
আপনা দেখীলা রানি বিস্ময় ভাবিল।
জসোদা বলিল কিবা স্বপন দেখীল॥
দেখীল দেখীল বলে নন্দরানি।
আর বার মুখ বাছা মেল জদুমনি॥
মেলরে বদন বাছা মেল আরবার।
দ্রু অঙ্গুলি মুখে তুমি গিলিলে সংসার॥
মাএর বচনে মুখ বিস্তার করিল।
কমল বয়ানে রানি কিছু না দেখিল॥
কৃষ্ণের মায়াএ স্থির হব কন জন।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দ চরন॥

বিভাস রাগ।

একদিন কানাঞি খেলেন নানা রঙ্গে।
আঙ্গীনাতে খেলা করে সিসুগন সঙ্গে॥
ক্ষেনে হাসে ক্ষেনে কান্দে ক্ষেনে গড়াগড়ি।
ধুলা ধুসর কৃষ্ণ বুলে হামাগুড়ি॥
কানাঞি বলাই খেলা করেন বাহিরে।
তার সনে শিশুগন নানা ক্রিড়া করে॥
হেন কালে দধি মথি জসোদা সুন্দরি।
গাএন কৃষ্ণের গুন উচ্চস্বর করি॥

মাটি নাহি তথা দেখে সকল ভুবন।
সর্গ মর্ত্ত পাতাল জতেক দেবগন ॥৩৪৫॥
চন্দ্র সুর্য্য দিবারাত্র সাগর পর্ব্বত।
সাগর পর্ব্বত নদি দেখি ত্রিজগত ॥৩৪৬॥

দুগ্ধ মন্থনের শব্দ গোপাল পাইয়া।
হামাকুড়ি দিয়া জাএ হাসিয়া হাসিয়া॥
মায়ের বদন হেরি দুটা কর পাতে।
হাসিয়া জশোদা খির ননি দিল হাথে॥
জত দেয় তত খাএ করএ জঞ্জাল।
ধরিল মাথানি দণ্ড নন্দের গোপাল॥
পু…… ধরে দণ্ড নন্দ দুলালিয়া।
পুন পুন জশোমতী দিছেন ঠেলিয়া॥
তবেত জশোদা রানি কোপে হাথে ধরি।
চাপড় মারিয়া কৃষ্ণে এক পাশ করি॥
গাভি না দুহিতে তুমি খির শর খায়।
দধি দুগ্ধ খায় ভাণ্ড ভাঙ্গীয়া পেলায়॥
এত বলি খির শর শিকাএ তুলিয়া।
জমুনার জলে গেল কলশি লইয়া॥
নন্দ গেছে গোঠেরে জশোদা গেল নিরে।
শর ঘরে গোবিন্দ নবনি চুরি করে॥
পিঁড়ার উপরে পিড়া দিয়া ইদুখল।
ভাঙ্গীয়া শীকার ভাণ্ড খাইল শকল॥
কিছু খাএ কিছু পেলে নন্দ দুলালিয়া।
হেন কালে জশোদা আইল জল লয়া॥
মাএর শবদ শুনি কৃষ্ণ পালাইল।
দেখিয়া যশোদা রানি মুখে হাথ দিল॥
ডাকিলা জশোদা রানি শুনগো রোহিনি।
শর খাইয়া পালাল্য জদুমুনি॥
অতি ক্রোধে নন্দরানি তাড়াইয়া জাএ।
ধরিতে না পাই দেই কৃষ্ণে ধাইয়া বেড়াএ॥
ধাইতে ধাইতে রানির ঘাম নিকলিল।
তা দেখীয়া গোবিন্দের দয়া উপজিল॥

অদ্ভুত দেখিয়া জসোদা মনে মনে গনি।
কিবা দেখি কোথা আছি কীছুই না জানি ॥৩৪৭॥
কিবা স্বপ্ন কীবা তন্দ্রা দেখিল মোহন।
কীবা ইন্দ্রজাল কীবা কৃষ্ণের কারন ॥৩৪৮॥
জানি কীবা হেন দেখি দেব শ্রীহরি।
দেখাইল[১] আমারে মুর্ত্তি দেবরূপ ধরি[১] ॥৩৪৯॥
খণ্ডিল জসোদার সব মোহ পাস।
পুত্র লৈয়া হরসিতে গেলা নিজ বাস ॥৩৫০॥

থকিত হইয়া ধিরে জাএ জদুমনি।
হেনকালে ধাইয়া ধরিল নন্দরানি।
গোপাল ধরিয়া রানি বলে শঙ্কাকারে।
কার না ছাওাল রাছে কেবা হেন করে।
দুটী হাথে ধরি রানি শ্যাম চান্দে বান্ধে।
ধুনি ধুনি ফুকারি ফুকারি জাদু কান্দে।
না বান্ধ না বান্ধ মা বন্ধনে পাছে মরি।
হের দেখ কর পদ ফিরাইতে নারি।
জত দড়ি রানে রানি কিছুই না আঁটে।
কৃষ্ণের পরশে দড়ি দুই আঙ্গুলি টুটে।
দেখিয়া গোলকনাথ মাএর বিকলি।
আপনি বন্ধন তবে নিল বনমালি।
উদুখলে গোপালেরে বান্ধিয়া রাখিল।
গৃহ কর্ম্মে নন্দরানি বিভোল হইল।
বন্ধনে থাকিয়া কৃষ্ণ দুই বৃক্ষ দেখে।
নল কুবের দুখ পাএ রিশি শাপে।
সেই ত বৃক্ষের কথা শুন সর্ব্ব জনে।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দ চরনে।

মঙ্গলরাগ।

শুন শুন সর্ব্ব জন এক মন চিত্তে।
জমল অর্জুন বৃক্ষ হৈল কেন মতে।

১-১ দেখাইল বিষরূপ সিশুরূপ ধরি (খ), (ঘ)

হেনক কৃষ্ণের মায়া স্থন সর্ব্ব জনে।
গুনরাজ খান বলে শ্রীকৃষ্ণ[১] চরনে ॥৩৫১॥
কথোকালে গোকুলেতে দেব শ্রীহরি।
মানুস সরির হৈয়া বালক ক্রিড়া করি ॥৩৫২॥
কথো[২] হাথে কথো[২] পাএ বুলে ঘরে ঘরে।
ছাওালের সঙ্গে বুলে ধুলায় ধুসরে ॥৩৫৩॥
দুই ভাই একুঠাঞি ছাওালের সঙ্গে।
ছাওালের সঙ্গে ক্রিড়া করে নানা রঙ্গে ॥৩৫৪॥
একদিন গোকুলে নন্দের ঘরনি।
গৃহ কর্ম্মে দাসিগন ডাক দিয়া আনি ॥৩৫৫॥
আপনি মথএ দধি করি উচ্যস্বরে।
গিত রূপে[৩] গাএ রানি কৃষ্ণ জত করে ॥৩৫৬॥
রোহিনি সহিত গায় কৃষ্ণের কাহিনি।
তথা[৪] ক্রিড়া করি বুলে[৪] দেব চক্রপানি ॥৩৫৭॥
গাই নাহি দুইতে বৎস মেলিয়া পাঠায়।
দধি দুগ্ধ খাইয়া ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া পেলায় ॥৩৫৮॥
দধির মথন দণ্ড চাপিয়া সে ধরি।
জত সুনি তাহা সব খায় একুবেরি ॥৩৫৯॥*
তবেত জসোদা ক্রোধে তার হাথে ধরি।
চাপড় মারিয়া কৃষ্ণে এক ভিতে করি।৩৬০॥
দধি দুগ্ধ জত সব সিকাএ তুলিয়া।
কেমনে খাইবে পুত্র খায় না আসিয়া ॥৩৬১॥
সুনিঞা মাএর বোল হাসে মনে মনে।
ছাওালের চরিত্র তবে করে নারায়নে ॥৩৬২॥

১ গোবিন্দ (ঘ)
২-২ কখনে হাথে কখনে (খ), (ঘ)
৩ ছন্দে (খ)
৪-৪ শিশু ক্রীড়া কৈল যত (খ), (ঘ)
* ৩৫৯ নং পদের দ্বিতীয় কলি এবং ৩৬০ নং পদের প্রথম কলি (ঘ) পুথিতে নাই।

পিড়ির উপরে উদুখল দিয়া দড়ি।
সিকাএ টান দিয়া ভাণ্ড ভাঙ্গিয়াত পাড়ি ॥৩৬৩॥
তা দেখিয়া জসোদা হাথে বাড়ি কৈল।
বাড়ি দেখি গোবিন্দাই পালাইয়া গেল ॥৩৬৪॥
হাথে বাড়ি জসোদা জায়[১] ধাওাধাই[১]।
হাথে[২] হাথে কৃষ্ণ পালাইয়া জাই[২] ॥৩৬৫॥*
ধাইয়া জসোদা জায়ে আউদড় চুলে।
ঘর্ম্মে[৩] তোল রোল হৈল সকল সরিরে[৩] ॥৩৬৬॥
দেখিয়া মাএর দুঃখ সদয় হৃদয়ে।
মাএ ধরা দিল কৃষ্ণ কান্দে উভরাএ ॥৩৬৭॥
ভয়ে কান্দে গোবিন্দাই মায়াত পাতিয়া।
বাড়ি পেলি জসোদা ধরিলেন গিয়া ॥৩৬৮॥†
ধরিয়া বলিল সুন নন্দের নন্দন।
দধি খায় ভাণ্ড ভঙ্গ কর[৪] দুগ্ধন্দনা[৪] (?) ॥৩৬৯॥
গৃহকর্ম্ম নাহি পাঙ তোমার লাগিয়া।
দধি দুগ্ধ খাইয়া ভাণ্ড পেলাহ ভাঙ্গিয়া ॥৩৭০॥
ঘরে আনি জসোদা উপায় স্রৌজিয়া।
জগতের নাথ বাঁধে উদুখল দিয়া ॥৩৭১॥
তখনেত স্রীহরি করিল কপটে।
জত দড়ি আনে জসোদা বান্ধিতে না আঁটে ॥৩৭২॥
আনিল ঘরের দড়ি জতেক আছিল।
তবুত ছাওাল কৃষ্ণে বাঁধিতে নারিল ॥৩৭৩॥‡

১-১ পাছু ধেএগ যায় (ঘ)   ২-২ হাসি হাসি গোবিন্দাই ধাইয়া পালায় (ঘ)
* ৩৬৫ নং পদ (খ) পুথিতে নাই।
৩-৩ ধাইতে জসোদা হইল ঘর্ম্মে [ঘাম (গ)] তোলবালে (খ), (ঘ)
† ৩৬৮ নং হইতে ৩৬৯ নং পদ (ঘ) পুথিতে নাই।
৪-৪ করহ ক্রন্দন (খ)
‡ ৩৭৩ ও ৩৭৪ নং পদ (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

ঘরে ঘরে আনে দড়ি বান্ধে তার পেটে।
জত দড়ি আনে অঙ্গুলি দুই নাঞি আঁটে ॥৩৭৪॥
আসিয়া জাইয়া জসোদার ঘর্ম্ম নিকশিল[1]।
সদয়[2] হৃদয় কৃষ্ণ বান্ধন মানিল[2] ॥৩৭৫॥
বান্ধিয়া জসোদা বলে সুন গোবিন্দাই[3]।
কেমনে খাইবে[4] আসি মোর ঘোল দই[4] ॥৩৭৬॥
বন্ধনে থাকহ জাই দধি মথিবারে[5]।
গৃহকর্ম্ম করিয়া সিমুকাব[6] তোমারে ॥৩৭৭॥
এত[7] বলি জসোদা জায় মোহাসুখে।
তথা হৈতে শ্রীহরি দুই বৃক্ষ দেখে[7] ॥৩৭৮॥
রুসির সাঁপে দুইজন পাএ মো[হা] দুখ।
সাঁপ খণ্ডাইব আজি করাইব সুখ ॥৩৭৯॥
এই দুই বৃক্ষের কথা সুন এক চিত্তে।
জমল অর্জ্জুন দুই হৈলা জেন মতে ॥৩৮০॥
নল কুবের মুনি গ্রিব কুবের কুমার।
মনে[8] মর্ত্ত হৈয়া করে জলেতে বেহার ॥৩৮১॥
স্ত্রিগন লইয়া সেই জমুনার জলে।
বিবস্ত্রে ক্রিড়া করে বস্ত্র এড়ি কুলে ॥৩৮২॥

---

১ নিরূপিল (ঘ)

২-২ সদয় হইলা দড়ি বান্ধিতে আটীল।
তাহা দেখি গোবিন্দের দয়া উপজিল ॥ (খ)
কৃষ্ণের কৃপাতে দড়ি বাঁধিতে আঁটিল।
কৃষ্ণ দেখি জশোদা হরষিত হইল। (ঘ)

৩ কানাঞি (খ), (ঘ)

৪-৪ খাইলে দধি দেখিব কেবাই (খ)

৫ মন্থিবারে (ঘ)

৬ শিখাব (ঘ)

৭-৭ কৃষ্ণ বাঁধি জশোদা ঘর যায় সুখে।
বন্ধনে থাকিয়া হরি দুই বৃক্ষ দেখে। (ঘ)

৮ মদে (ঘ)

হেন বেলায় সেই [প]থে নারদ তপোধন।
কৌতুকেত [১] সেই পথে করিলা গমন [১] ॥৩৮৩॥
মুনি [২] দেখি সম্ভ্রমে সেই নারিগন [২]।
কুলে উঠি বস্ত্র পরি করিল প্রনাম [৩] ॥৩৮৪॥
মত্ত হৈয়া বস্ত্র নাহি পরি দুই জন।
কুর্দ্ধ [৪] হৈয়া বলে মুনি সাঁপ বচন [৪] ॥৩৮৫॥
লোকপালের [৫] পুত্র হৈয়া তোর নহে মতি।
বিবস্ত্রে কৃড়া কর লইয়া জুবতি ॥৩৮৬॥
ধনমদে [৬] মত্ত হৈয়া প্রানি হিংসা করে [৬]।
তোর [৭] সম পাপিষ্ঠ নাহিক সংসারে [৭] ॥৩৮৭॥
হিত [৮] উপদেস সাঁপ দিল মুনিবরে [৮]।
বৃক্ষ হৈয়া থাক গিয়া গোকুল নগরে ॥৩৮৮॥
দ্বাপরে আসিব হরি [৯] মানুস [৯] হইয়া।
পৃথুবির ভার হরিব গোকুলেত গিয়া ॥৩৮৯॥

১-১ কৌতুক হয়্যা বস্ত্র না পরিল দুইজন (ক)
কৌতুক হয়্যা অন্তরীক্ষে করেন ভ্রমন (খ)
২-২ মুনিরে দেখিয়া উঠে সকল যুবতী (ক)
৩ প্রণতী (ক); সম্ভাষণ (খ)
৪-৪ তাহা দেখি কুপিত হইল তপোধন (ক); দেখিয়া কুপিত হইল নারদ তপোধন (খ)
৫ দিকপালের (ক)
৬-৬ ধনের গরবে তোর এত অহঙ্কার (ক)
'ধনের গরবে' স্থানে 'ধনদর্পে' (ক); 'বলদর্পে' (খ)
৭-৭ তাহাকে অধিক পাপি কেবা আছে আর (ক)
সম্মুখ হইতে ঘুচ তুমি পাপাচার (খ)
৮-৮ কুপিয়া নারদ মুনি শাপ দিল তারে (ক)
মনোকষ্ট পাইয়া মুনি শাপ দিল তারে (খ)
মনে কষ্ট করি মুনি শাপ দিল তারে (গ)
৯-৯ কৃষ্ণ নররূপ (খ)

তাঁহার [1] পরসে মুক্ত হব দুই জনে[1] ।
সতেক [2] বৎসর গিয়া থাক দেব মানে[2] ॥৩৯০॥
সাঁপ দিয়া অন্তরিক্ষে গেলা মুনিবর [3] ।
বৃক্ষ হৈয়া উপজিল দুই [4] সহোদর[4] ॥৩৯১॥
দ্বাপর জুগে হরি মানু[সি] হইয়া ।
প্রথুবির ভার হরিব গোকুলে আসিয়া ॥৩৯২॥ *
মুনির সাঁপে [5] দুহার হউক অব্যাহতি[5] ।
ধিরে ধিরে তার পাসে গেলা জদুপতি [6] ॥৩৯৩॥
দুই গাছের মদ্ধে গিয়া জাই গোবিন্দাই ।
আড় হৈয়া উদুখল লাগিল তথাই ॥৩৯৪॥
টানিল উদুখল স্থনি মড়মড়ি ।
ভাঙ্গিলত দুই গাছ জায় গড়াগড়ি ॥৩৯৫॥
গাছের সব্দে লোক লাগিল তরাস ।
নির্ঘাত সব্দ স্থনি [7] ছাড়এ নিশ্বাস[7] ॥৩৯৬॥
গাছে হৈতে বাহির হইল দুই সহোদর ।
গোসাঞির পরসে হৈল দিগুন সুন্দর ॥৩৯৭॥
করজোড় করিয়া বলএ দুই জনে ।
প্রনাম করিয়া স্তুতি করে[8] বিবিধ বিধানে[8] ॥৩৯৮॥

১-১ তাহার পরশে তোর পাপ বিমোচনে (খ)
তাহার প্রসাদে তোর পাপ বিমোচনে (ঘ)

২-২ বৃক্ষ হৈয়া শতেক বৎসর দেবমানে (খ)

৩ তপোধন (খ), (ঘ)

৪-৪ সেই দুইজন (খ), (ঘ)

* ৩৯২ নং পদ (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

৫-৫ বচনে হউক দুইজনের গতি (ঘ); 'বচনে' স্থানে 'চরণে' (খ)

৬ শ্রীপতি (খ), (ঘ)

৭-৭ যেন পড়িল আকাশে (খ), (ঘ)

৮-৮ এক মনে (খ); দুইজনে (ঘ)

তুমি দেব নারায়ন ব্রহ্মা মহেস্বর।
স্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় অনাদি [১] ইশ্বর[১] ॥৩৯৯॥
তুমি দেব তুমি নর পশু পক্ষগন।
তুমি সর্ব্ব আধার তুমি সভার জিবন ॥৪০০॥*
ভাল হৈল মুনি দিল সাঁপ বচন।
তে কারনে পরসিল তোমার চরন ॥৪০১॥
বলিব[২] তোমার গুন সেই হউক বানি।
সেই কর্ন্ন হউক তোমার কথা শুনি[২] ॥৪০২॥
সেই হস্ত হউক জে তোমার কর্ম্ম করে।
সেই মস্তক হউক জে তোমায় নমস্করে ॥৪০৩॥
সেই [৩] দৃষ্টি তোমায় দেখে নিরন্তরে।
বহুত প্রনতি দুহেঁ করিল সত্বরে[৩] ॥৪০৪॥†
এতেক বলিল স্তুতি সেই দুই জন।
হাসিয়াত দয়া করি বলেন নারায়ন ॥৪০৫॥
নলকুবের মুনি গ্রীব কুবের [৪] কুমারে[৪]।
আমার প্রাসাদে [৫] স্থিতি থাকীব তোমারে[৫] ॥৪ ॥

১-১ তুমি সর্ব্বেশ্বর (খ), (ঘ)

* এস্থলে (খ) ও (ঘ) পুথির পাঠ এইরূপ :—

আমার শকতি স্তুতি কি বলিতে [করিতে (ঘ)] পারি।
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের তুমি অধিকারী।

২-২ তোমার নাম লিয়ে সেই হউক বাণী।
মুনির প্রসাদে মোরা দেখিনু চক্রপাণি। (ঘ)

৩-৩ সেই চক্ষু হয় যে তোমাকে নিরক্ষরে।
সেই মন হয়ে যে তোমাকে ধিয়ায়ে। (খ), (ঘ)

অতিরিক্ত পাঠ :—

† সেই পাদ হউক যে তোমার ক্ষেত্র যায়।
সেই জিহ্বা হউক যে তোমার প্রসাদ খায়। (ঘ)

৪-৪ এহে চল দুঁহে ঘর (খ)

৫-৫ চরণে ভক্তি থাকে নিরন্তর (খ)

আমা দরসনে লোক নহেত বিফল।
জে [১] জন মনেতে করে তার সকল সফল[১] ॥৪০৭॥
বর পায়্যা দুই জনে প্রনাম [২] সে করি।
চরনে [৩] পড়িয়া লড়ে আপনার পুরি[৩] ॥৪০৮॥
হেন অদ্ভুত কথা সুন এক মনে।
গুনরাজ [৪] খান বলে হরির চরনে[৪] ॥৪০৯॥

সুই রাগ

পড়িল দুই গাছ সভে পাইল [৫] ডরে[৫]।
বিনিবাএ [৬] বরিসনে গাছ কেন পড়ে ॥৪১০॥
নন্দঘোষ জসোদা বুকে ঘায় [৭] হানি।
ধাইয়া গিয়া কোলে [৮] কৈল দেব চক্রপানি।৪১১॥
কে [৯] কইল কে ভাঙ্গিল কহ সিসুগন[৯]।
কেনমতে[১০] এড়াইল কমললোচন[১০] ॥৪১২॥
সুনিঞা ছাওাল বলে সুন নন্দরানি।
স্নান করাইয়া রক্ষা বাঁধে জসোদা রোহিনি।৪১৩॥
এইমতে কপোট কৃড়া করে চক্রপানি।
তোমার পুত্র ভাঙ্গিল গাছ উদুখল টানি ॥৪১৪॥

১-১ যার চিত্তে [চিত্তে (ঘ)] যে বা যাকে হয়েত সকল (খ), (ঘ)
২ প্রদক্ষিণ (খ), (ঘ)
৩-৩ প্রণাম করিয়া দুঁহে যায় [গেলা (ঘ)] নিজ পুরি (খ), (ঘ)
৪-৪ মালাধর বসু বলে গোবিন্দ চরণে (খ), (ঘ)
৫-৫ আইল উভুরড়ে (খ) ; ধরে উভরড়ে (ঘ)
৬ বিনি বাত (খ) ; বিনি ঝড় (ঘ)
৭ ঘাত (খ) ; কর (ঘ)
৮ বুকে (খ), (ঘ)
৯-৯ কে ভাঙ্গিল গাছ দুঁহে [বলে (গ)] সব সিশুগণে (খ), (ঘ)
১০-১০ কেমনে আইল [এড়াইল (ঘ)] মোর কোলের নন্দনে (খ), (ঘ)

তা সভার বোলে নন্দ মনে মনে হাসি।
কেন মোর ছাওালে কর উপহাসি ॥৪১৫॥
কাখে করি গোবিন্দেরে নন্দঘোষ আনি।
কে ফল খাইব বলি তার ডাক সুনি ॥৪১৬॥ *
ডাক সুনি গোবিন্দাই ধাণ্য নিল করে।
রড় দিয়া ফল [১] খাতে জায় গদাধরে[১] ॥৪১৭॥
ধাণ্য দিয়া ফল তার লয় গদাধরে।
নানা রত্ন হৈল তার ধাণ্য সকলে ॥৪১৮॥
গোসাঞির পরসে [২] তার হৈল নানা ধন।
ফল লৈয়া সস্থ সঙ্গে খাএ নারায়ন ॥৪১৯॥
রজনি প্রভাতে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই।
কৃড়া [৩] করি দুই ভাই[৩] আইলা তথাই ॥৪২০॥
ছাওালের সঙ্গে খেলা খেলে দামোদর।
আকাসেতে বেলা হৈল দিতিয় প্রহর ॥৪২১॥
স্নান [৪] ভোজন করি সবে নন্দ আইলা ঘর।
ডাক দেহ ভোজন করুক রাম দামোদর[৪] ॥৪২২॥
পুত্র আনিতে জায় [৫] জসোদা জমুনার কুলে[৫]।
কৃড়া [৬] করে নারায়ন ছাওালে ছাওালে[৬] ॥৪২৩॥

* এইস্থলে কয়েকটি লাইন (খ) ও (ঘ) পুথির পাঠে অন্ত ক্রমে রহিয়াছে।

১-১ গেলা কৃষ্ণ ফল কি করে [আনিবারে (ঘ)] (খ), (ঘ)

২ প্রসাদে (খ), (ঘ)

৩-৩ খেলাইতে পুনরপী (খ), (ঘ)

৪-৪ ভোজন করে নন্দ ঘোষ নিজ ঘর।
ভোজনে ডাকহ তবে রাম দামোদর। (খ)
ভোজন করিতে নন্দ ঘোষ আসি ঘরে।
জশোদারে বইল ডাক রাম দামোদরে। (ঘ)

৫-৫ রাণী জমুনা কুল জায় (খ), (ঘ)

৬-৬ ছাওয়ালের সঙ্গে তথা দুইভাই খেলায় (খ), (ঘ)

আকাসেতে[১] বেলা হৈল দিতিয় প্রহর।
ভাত নাহি খায় কেন নাঞি আস্য ঘর ॥৪২৪॥
দুই প্রহর বেলা হৈল আইলে বিহানে।
অর্ম্ন নাহি খায় নাহি কর স্নান[২] পানে ॥৪২৫॥
প্রসর্ন্ন[৩] (?) হইল স্তন[৩] খাও ঝাট আসি।
তোমার[৪] উপেক্ষা করি নন্দ উপবাসি[৪] ॥৪২৬॥
আর ছাওাল সব ভূঞ্জিয়া সুন্দর।
তুমি দুই ভাই ভোখে ধুলাএ ধুসর ॥৪২৭॥
আইস বাপু বলরাম কানাঞি লইয়া।
ভাত খায়্যা পুনরপি গেলাহ আসিয়া ॥৪২৮॥
হাথে ধরি জসোদা আনিল দুই জনে।
ঘরে আনি দুহাঁরে করাল্য ভোজনে ॥৪২৯॥ *

মল্লার রাগ

হেন বেলায় নন্দ ঘোস মনে মনে গুনি।
ডাক দিয়া মোক্ষ মোক্ষ গোআলাকে আনি ॥৪৩০॥
গোকুলে আসিয়া হৈল বড় উৎপাত।
কত ভয় এড়াও[৫] না পাঙ সুযাস্ত ॥৪৩১॥
পুতুনা রাক্ষসি মৈল অদ্ভুত সরিরে।
আচম্বিতে সকট ভাঙ্গিল মোর ঘরে ॥৪৩২॥

---

১ আইস আইস (খ), (ঘ)
২ স্তন (খ), (ঘ)
৩-৩ পানাইল স্তন মোর (খ), (ঘ)
৪-৪ তুঁহার [তোমার (ঘ)] বিলম্বে নন্দ আছে উপবাসী (খ), (ঘ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—হেনমতে কানাঞীর অদ্ভুত লীলা।
বালকের সঙ্গে নিতি নিতি করে খেলা। (খ)
হেনমতে রাম কানাঞী করে অদ্ভুত লীলা।
বালকের সঙ্গে পাতে নিতি নিতি করে খেলা। (ঘ)
৫ এড়াইব (খ) ; যে হইব (ঘ)

মরিল তৃনাবর্ত্ত ঘোর দরসন।
বিনি বাএ ভাঙ্গিয়া পড়ে জমল অর্জ্জুন ॥৪৩৩॥
সভে আসি হিংসা করে মোর বালক[১] কানে[১]।
এড়াইব কতেক বিঘ্ন স্থন সর্ব্ব[২] জনে[২] ॥৪৩৪॥
পরিহার[৩] করি বলো স্থন মোর বোল।
আন ঠাঁই জাই চল ছাড়িয়া গোকুল[৩] ॥৪৩৫॥
ভাল ভাল বলিয়াত গোয়ালা বলিল[৪]।
ছাড়িয়া গোকুল বৃন্দাবনেরে চলিল ॥৪৩৬॥
ঘরের জতেক সজ্জ একত্র করিয়া।
সকটে চলিলা সভে সিঙ্গা বাজাইয়া ॥৪৩৭॥
জমুনার কুলে[৫] গোবর্দ্ধন নিকটে।
বৃন্দাবন পাইয়া সভে রহাইল সকটে ॥৪৩৮॥
বান্ধি ঘর দ্বার বিবিধ প্রকারে।
গাছ পালা রূইল হৈল বিচিত্র নগরে ॥৪৩৯॥
মহাস্থখে বৈসে লোক[৬] সেই বৃন্দাবনে।
কৌতুকে বাছুর রাখি[৭] বুলে নারায়নে[৭] ॥৪৪০॥
একদিন রামকৃষ্ণ গোপ সিস্থ লৈয়া।
রাখন্তি বাছুর সভে জমুনা কুলে গিয়া ॥৪৪১॥

বসন্ত রাগ

জমল অর্জ্জুন ভঙ্গ স্থনি কংস রাএ।
কানাঞি মরন হয় কেমন প্রকারে[৮] ॥৪৪২॥

১-১ কোলের নন্দন (খ) ; গোকুলের নন্দন (ঘ) ২-২ সর্ব্ব জন (খ), (ঘ)

৩-৩ পরিহার করি গো শুন সর্ব্বজনে।
গোকুল ছাড়িয়া চল যাই বৃন্দাবনে ॥ (ঘ)

৪ উঠিল (খ), (ঘ) ৫ তীরে (খ), (ঘ)

৬ নন্দ (খ), (ঘ) ৭-৭ রাখে নন্দের নন্দনে (ঘ) ৮ উপাএ (খ), (ঘ)

এতেক[১] চিন্তিয়া বৎস অসুরকে আনি[১]।
বড়[২] সত্রু হৈল মোর নন্দের পোখানি[২] ॥৪৪৩॥
বাছুর[৩] রাখে ছাওাল সঙ্গে জমুনার কুলে[৩]।
বাছুর[৪] রূপে মায়গিয়া পাতি নানা ছলে[৪] ॥৪৪৪॥
রাজার[৫] আদেসে দুষ্ট বৎসক অসুরে[৫]।
বাছুর রূপে সান্ধাইল গোঠের[৬] ভিতরে ॥৪৪৫॥
দেখিয়া জানিল কৃষ্ণ সেই[৭] মায়াসুরে[৭]।
অঙ্গুলি দিয়া দেখাইল ভাই হলধরে[৮] ॥৪৪৬॥
হেরে দেখ বৎস অসুর পাপমতি।
আমা মারিতে পাঠাইল কংস নরপতি ॥৪৪৭॥
মারিতে আইল পাপ[৯] মরিব এখন।
কৌতুকে দেখহ ভাই উহার মরন ॥৪৪৮॥ *
এত বলি সান্ধাইল বাছুর[১০] ভিতরে।
পাছুকার দুই পা লেঙ্গ সনে ধরে ॥৪৪৯॥

১-১ এত অনুমান [করি (খ)] কংশ বৎসক ডাকি আনি (খ), (ঘ)
২-২ বড়ই প্রবল শত্রু হইল চক্রপাণি (খ), (ঘ)
৩-৩ গোকুলে বাছুর রাখে ছাওয়ালের [বালকের (ঘ)] সঙ্গে (খ), (ঘ)
৪-৪ নানা মায়া পাতিয়া তার মার গিয়া রঙ্গে (খ), (ঘ)
৫-৫ রাজ আজ্ঞা পাইয়া বৎসক জমুনার তীরে (খ)
রাজার আদেশে বৎস জমুনার তীরে (ঘ)
৬ বাছুর (ঘ) ৭-৭ চিনিল অসুরে (খ), (ঘ)
৮ বলায়েরে (খ) ; বলাইরে (ঘ)
৯ দুষ্ট (খ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—
এত বলি গোবিন্দাই পড়ি পীত ধড়ি।
উভু ছান্দে বান্ধে চূড়া দিয়া ছান্দন দড়ি।
মালসাট মারিয়া চলিলা দেব শ্রীহরি।
অসুরে মারিতে কৃষ্ণ নিজ রূপ ধরি। (ঘ)
১০ গোঠের (ঘ)

পাক[১] দিয়া উভকরি পেলে গোবিন্দাই।
গাছে ঠেকী প্রান দিল অসুর তথাই[১] ॥৪৫০॥
মায়া ছাড়ি প্রান দিল বাছুর ভিতরে।
পর্ব্বতকায় দেখি ত্রাস পাইল ছাওালেরে ॥৪৫১॥*
হেন অদ্ভুত কথা সুন সর্ব্ব জনে।
মরিল বৎসাসুর গুনরাজ ভনে ॥৪৫২॥
পড়িল[২] বৎসাসুর দেখে দেবগনে[২]।
কৃষ্ণের[৩] উপরে কৈল পুষ্প বরিসনে ॥৪৫৩॥
জয় জয় সব্দ হৈল দুন্দুবি আকাসে।
সুনিঞাত ত্রাস পাইল গোকুলে জত বৈসে ॥৪৫৪॥
বৎস[৪] বধ[৪] সুনি কংস অদ্ভুত কথা।
বড়ই প্রবল রিপু[৫] বাড়ে মোর তোথা ॥৪৫৫॥
এতেক[৬] চিন্তিয়া ডাকী বকবির আনি।
বড় সক্র হৈল মোর নন্দের পোথানি[৬] ॥৪৫৬॥
সুন ভাই বক তুমি না করিহ হেলা।
বড়ই প্রবল সক্র নন্দ ঘোসের বালা ॥৪৫৭॥
সিসু[৭] সঙ্গে বাছুর রাখে জমুনার তিরে।
সত্বরেত গিয়া তুমি মারহ তাহারে ॥৪৫৮॥

---

১ উভকরি পাক দিয়া পেলিলেন দূরে।
গাছে ঠেকি প্রাণ দিল দুরন্ত অসুরে ॥ (খ), (ঘ)

* ৪৫১ হইতে ৪৫২ সংখ্যক পদ (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

২-২ পড়িল বৎসক বীর হর্ষ দেবগণ (খ)
পড়িল বৎসক বীর হরিষ সর্ব্বজনে (ঘ)

৩ গোবিন্দ (খ), (ঘ)   ৪-৪ বৎসক মরণ (খ), (ঘ)

৫ শত্রু (খ), (ঘ)

৬ কেমনে মারিব এবে চিন্তে মনে মনে।
ডাক দিয়া বকভাই আনিল তখনে ॥ (খ), (ঘ)

৭ ছাওয়াল (খ), (ঘ)

রাজার[১] আদেশে বির[২] লড়িলা সত্বরে।
বকরূপে দেখে[৩] গিয়া[৩] জমুনার তিরে ॥৪৫৯॥
বাছুর রাখিয়া শ্রান্ত হইলা[৪] কানাই[৪]।
জমুনার জল খাইতে[৫] লড়িলা তথাই ॥৪৬০॥
আচম্বিতে বকাসুরা গিলে নারায়নে।
আকাসেত হাহাকার করে দেবগনে ॥৪৬১॥
হেনবেলে গোবিন্দাই বকমায়া জানি।
আড় হৈয়া তার[৬] মুখে রহে[৬] চক্রপানি ॥৪৬২॥
না[৭] পারে গিলিতে বকা পড়এ সরিরে
উগারিয়া পেলে কৃষ্ণ নিজরূপ ধরে ॥৪৬৩॥
দস জোজন উভ বকা দেখিতে ভয়ঙ্কর।
দুই জোজন আড়ে তার সরির ডাগর[৭] ॥৪৬৪॥
পুনরপি রুসি জায় কৃষ্ণ গিলিবারে।
হাসিয়া[৮] চাপিয়াত কৃষ্ণ বলিল তাহারে[৮] ॥৪৬৫॥

---

১ কংসের (খ), (গ) ২ বক (খ), (ঘ)
৩-৩ ধরি রহে (খ) ; রহে গিয়া (ঘ) ৪-৪ কানাই বলাই (খ)
৫ পিতে (খ) ৬-৬ গলে তার লাগিল (খ) ; তার বুকে লাগে (গ)

৭-৭ না পারে গিলিতে বকা হইলা বাহির।
নিজমূর্ত্তি ধরে বকা দেখিতে ভয়ঙ্কর।
দশ-জোজন বকা বাড়ায় আপন কলেবর।
আড়েতে দুই জোজন শরীর ডাগর। (খ)
না পারে গিলিতে বকা পোড়য় শরীর।
উগারিয়া ফেলে কৃষ্ণে হইলা বাহির।
নিজমূর্ত্তি ধরে বকা দেখিতে ভয়ঙ্কর।
দুই যোজন হয় বকের শরীর ডাঁগর। (ঘ)

৮-৮ হাসি হাসি বলে তবে দেব গদাধরে। (খ)

তোর ডরে[১] পথ না বহে দেবগন।
আজিত মরন[২] তোর জমের করন[২] ॥৪৬৬॥
তোমারে[৩] মারিয়া করিব দেবের কাজ[৩]।
ভালমতে ভয় জেন পাএ কংসরাজ ॥৪৬৭॥
এত বলি দামোদর[৪] পরি বিরধড়া[৫]।
উভকরি চুড়া বান্ধে বাছুরের[৬] দড়া[৬] ॥৪৬৮॥
মালসাট মারিয়াত দেব শ্রীহরি।
দুই হাতে দুই ঠোঁট[৭] চাপিয়াত ধরি ॥৪৬৯॥
লিলাএত[৮] এক টান দিল ভগবান[৮]।
উভে[৯] চির হৈল বকা হৈল দুই খান[৯] ॥৪৭০॥
জয় জয় সব্দ হৈল সকল ভুবনে[১০]। *
গোবিন্দ উপরে কৈল পুষ্প বরিসনে[১১] ॥৪৭১॥

১ ভয়ে (খ)

২-২ প্রসন্ন তোরে জমের স্মরণ (খ)
প্রসন্ন তোরে জমের করন (ঘ)

৩-৩ তোরে মারি তুষ্ট করো দেবের সমাজ (খ)
তোরে মারি তুষ্ট করিব দেবতা সমাজ (ঘ)

৪ গোবিন্দাই (খ), (ঘ)   ৫ পীত ধড়ি (খ), (ঘ)

৬-৬ ছান্দন দড়ি (ঘ) ; ছাঁদন দড়ি (খ)

৭ ওষ্ঠ (খ)

৮-৮ ঈষত হাসিয়া কৃষ্ণ মারিলেন একটান (খ) (ঘ)

৯-৯ মাঝে মাঝে চিরিয়া করিল দুইখান (খ)
মাঝামাঝি চিরিয়া করিল দুইখান (ঘ)

১০ সংসারে (খ), (ঘ)

* ইহার পরে (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
বক মহাবীর মাইল [মারে (ঘ)] নন্দের কুমারে।
আকাশে দুন্দুবি [দুন্দুভি (খ)] বাজে হর্ষ দেবগণ।

১১ বরিষণ (খ), (ঘ)

বকের মরন দেব[১] দেখএ নয়ানে[১]।
লড়িলাও[২] দেবগন হরসিত মনে[২] ॥৪৭২॥ *
সুনিঞা কৃষ্ণের কথা সভার তরাস।
গুনরাজ খাঁন বলে হরিপদে[৩] আস[৩] ॥৪৭৩॥
জমুনার তিরে কৃষ্ণ বক বধ কৈল।
সুনিঞাত কংসরাজায় ত্রাস বড়[৪] পাইল[৪] ॥৪৭৪॥
কহ কহ আরে দুত[৫] কহ আর বার।
কেমনে মারিল বক নন্দের কুমার ॥৪৭৫॥
মহাসক্ত[৬] বক বির বিদিত সংসারে।
একেস্বর ইন্দ্র জিনিতে সেই বির পারে ॥৪৭৬॥
ছাওাল[৭] হইয়া কৃষ্ণ মারিল তাহাএ[৮]।
সরূপ হইল জত বৈল[৯] মহামাএ[৯] ॥৪৭৭॥
এতেক[১০] চিন্তিয়া[১০] রাজা ছাড়ন্তি নিস্বাস।
ডাক দিয়া অঘাসুর আনি নিজ পাস ॥৪৭৮॥

১-১ দেখে যার যেই স্থান (খ), (ঘ)

২-২ বক মারি ঘরে আইলা নন্দ পুত্রকান (খ)
বক মারি ঘরে আইলা নন্দের পোকান (ঘ)

* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

গিলিলেক বকা কৃষ্ণে দেখে সর্ব্বজন।
না মরিল কৃষ্ণ হইল বকার মরণ॥
আনন্দে [তে (ঘ)] ছাওাল [শিশু সব (ঘ)] গণ যায় নিজ ঘরে।
কহিল যে মতে বগা [বকা (ঘ)] মালা গলাধরে॥
বক মহাবীর মাইল নন্দের কুমার।
হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কে করিব আর [করিতে পারে (ঘ)]।

৩-৩ গোবিন্দের দাস (খ), (ঘ)
৪-৪ উপজিল (ঘ)
৫ দুষ্ট (খ)
৬ মহাবল (খ)
৭ শিশু (খ), (ঘ)
৮ লীলায় (খ), (ঘ)
৯-৯ কুশি মহাশয় (ঘ)
১০-১০ চিন্তিয়া গুণিয়া (খ) ; চিন্তিয়া গণিঞা (ঘ)

সুন ভাই অঘাসুর অদ্ভুত কাহিনি।
উপজিলে মারে কৃষ্ণ তোমার ভগিনি ॥৪৭৯॥
তৃনাবর্ত্ত মারিল কৃষ্ণ ইসত লিলাএ।
বৎসক [১] মারিল গোঠে[১] বক মহাকাএ ॥৪৮০॥
ছাওয়াল [২] হইয়া করে[২] এত বড় কর্ম্ম।
আমার [৩] মরন হেতু[৩] গোকুলে তার জর্ম্ম ॥৪৮১॥
তোমা [৪] বই সখা নাঞি[৪] এ তিন ভুবনে।
ঝাঁট করি মার গিয়া নন্দের নন্দনে ॥৪৮২॥
কংসের কাতর বোল সুনি অঘাসুরে।
চিন্তা না করিহ আমি মারিব তাহারে ॥৪৮৩॥
আমি [৫] সব থাকীতে পাঠায় আন জন।
না পারে মারিতে লর্জ্জা ঘোসে সর্ব্ব জন[৫] ॥৪৮৪॥
রাজার আদেসে লড়ে [৬] হরসিত মনে।
অজগর রূপ [৭] ধরি রহে বৃন্দাবনে ॥৪৮৫॥
এথাত রামকৃষ্ণ [৮] পুহাইল রাতি।
বাছুর রাখিতে গেলা ছাওয়াল সঙ্গতি ॥৪৮৬॥

১-১ পানি পীতে মারিল কৃষ্ণ (খ), (ঘ)

২-২ শিশু হয়ে করে সেই (গ)

৩-৩ স্বরূপে আমার শত্রু হেতু (গ)

৪-৪ তোমার বিষম মাল্লা (ঘ)

৫-৫ এখানে (খ) পুথির পাঠ :—

এ বোল শুনিয়া রাজা আনন্দ হইল।
সিংহাসন হৈতে উঠি আলিঙ্গন দিল।

(গ) পুথির পাঠ :—

এ বোল শুনিয়া কংশ আনন্দে বিহ্বোল।
সিংহাসন হইতে নামি তারে দিলা কোল।

৬ ধায় (খ) ; ধাই (ঘ) ৭ মূর্ত্তি (ঘ)

৮ শ্রীবৃন্দাবনে (খ) ; গোবিন্দাই (গ)

সিকায় করিয়া অন্ন লৈহ সব ছাওালে।
বাছুর রাখিয়া[1] অন্ন খাব[1] জমুনার কুলে ।৪৮৭।
লড়িলা ছাওাল সব কানাঞি[2] লইয়া[2] ।
জার[3] জে বাছুর সভে আগে চালাইয়া[3] ।৪৮৮।
সিঙ্গা বাজাইয়া তবে রাম দামোদর।
বাছুর লৈয়া গেলা বৃন্দাবনের ভিতর ।৪৮৯।
হেন[4] বৃন্দাবনেতে[4] সুখে বৎস রাখি।
আচম্বিতে[5] অজগর[5] মহাকায় দেখি ।৪৯০।
কুড়ি জোজন[6] সাপ দেখিতে ভয়ঙ্কর।
তিন জোজন আড়ে সরির ডাগর ।৪৯১।
একখান উস্ট[7] তার পৃথ্বিবি[8] তলে[8] ।
আর উস্ট খান তার গগনমণ্ডলে[9] ।৪৯২।
রাঙ্গামুখ খান তার অরুন কীরন।
জিহি[10] গোটা পাইল তার সকল ভুবন[10] ।৪৯৩।
মেঘখান উরিল[11] জেন ডুবিয়া[11] আকাস।
দারুন ঝড় বহে তার নাকের নিস্বাস ।৪৯৪।
স্বাসে[12] সম্ভাইল উদরে ছাওাল বাছুরে[12] ।
সভে[13] সাম্ভাইল[13] কৃষ্ণ একেলা বাহিরে ।৪৯৫।

১-১ রাখিতে গায় (খ) ২-২ গোড়াইয়া (খ)
৩-৩ নিজ নিজ বৎস (বাছুর (ঘ)) সব আগে চালাইয়া (খ), (ঘ)
৪-৪ শিশু সঙ্গে বৃন্দাবনে (খ), (ঘ) ৫-৫ বৃন্দাবনে অজগর (খ); মহাসর্প অজাগর (ঘ)
৬ দীর্ঘ (খ) ৭ ওষ্ঠ (খ), (ঘ)
৮-৮ পৃথিবী ভিতরে (ঘ) ৯ আকাশ উপরে (ঘ)
১০-১০ জিহ্বা দেখিয়া তরাস পায় সকল ভুবন (খ), (ঘ)
১১-১১ উঠিল জেন ঢুড়িলা (খ)
* এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।
১২-১২ স্বাসের থায়ে শিশু সব সাম্ভাল উদরে (খ)
সকল ছাওয়াল তারে সাম্ভালে উদরে (ঘ)
১৩-১৩ সবে (ভে) রহিলা (খ), (গ)

কৃষ্ণ নাহি সাম্ভাএ[১] সাপা চিন্তে মনে মনে[১]।
মুখ খান নাহি বুজে এই[২] সে কারণ[২] ॥৪৯৬॥
বাহিরে থাকীয়া তবে চিন্তেন গোপাল।
মারিব অসুরা আজি বাছুর ছাওাল ।৪৯৭॥
জাবত জঠরানলে ছাওাল না মরে।
তাবত অসুরা মারিব চিন্তিলা গদাধরে[৩] ।৪৯৮॥
দৃঢ়[৪] পরিকর বান্ধি[৪] সাম্ভাইলা উদরে।
আকাসে থাকী দেবগন হাহাকার করে ॥৪৯৯॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ পরমাদ গণি।
অসুর উদরে প্রেবেস করিলা চক্রপানি ॥৫০০॥
উদরে প্রেবেস করি অসুরা দেখিল।
দুই উষ্ট এককরি মুখান বুজিল ॥৫০১॥
উদরে প্রেবেস[৫] করি[৫] মায়াত পাতিল।
সকল দ্বারে তার বাউ বন্দি হৈল ।৫০২॥
বাউ নাহি বাহিরাএ ফুটএ সরির।
মাথা ফুটি দ্বার করি হইলা বাহির ॥৫০৩॥
দ্বার খান প্রসর্ম্ম করি গোবিন্দ ধরিল।
সেই পথে ছাওয়াল[৬] বাছুর[৬] বাহির হইল ।৫০৪॥
প্রাণ বাহির হৈল তার সেই পথ দিয়া।
ইশ্বরে[৭] প্রেবেস কৈল য্যোতির্ম্ময় হৈয়া[৭] ॥৫০৫
সকল বাহির হৈল বাছুর ছাওাল।
সেই পথে বাহির হৈল সুন্দর গোপাল ।৫০৬॥

১-১ সাম্ভায় অসুর চিন্তে মনে (ঘ) ; সাম্ভাএ পেটে অসুর চিন্তে মনে (খ)
২-২ কৃষ্ণের কারণে (খ), (গ) ৩ দামোদরে (খ)
৪-৪ দৃঢ় করি কক্ষ (খ) ; দৃঢ় করি ধরি (ঘ) ৫-৫ সাম্ভাইলা কৃষ্ণ (গ) ; সাম্ভাইলা কৃষ্ণ (গ)
৬-৬ শিশু সব (খ) ; বৎসক শিশু সব (ঘ)
৭-৭ কৃষ্ণের শরীর প্রেবেসে জ্যোতির্ম্ময় হৈয়া (গ)
কৃষ্ণদেহে প্রবেশ করে জ্যোতির্ম্ময় হৈয়া (ঘ)

গোসাঞির পরসে মৈল পাপিষ্ঠ অসুরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম[১] ক্ষয় করি সাম্ভাইল উদরে[১] ॥৫০৭॥
মুক্তিপদ পাইল অসুরা দেখে দেবগণ।
কৃষ্ণের উপরে কৈল পুষ্প বরিসন ॥৫০৮॥
মরিল অঘাসুর কংস রাজা সুনে।
গুণরাজ[২] খান[২] বলে কৃষ্ণের চরণে ॥৫০৯॥
মারিল অঘাসুর দেব বনমালি।
হরিসে ছাওাল সঙ্গে[৩] করে নানা কেলি[৩] ॥৫১০॥
সুন ভাই খুধা বড় পাইল আমারে।
সিকা[৪] মুকাইয়া ভাত খাই[৪] জমুনার তিরে ॥৫১১॥
পানি পিয়া সুখে ঘাস খাউক বাছুরগণ।
চারি পাশে বসিলা সভে মধ্যে নারায়ণ ॥৫১২॥
সকল সিকার ভাত একত্র করিল।
সব ছাওালে ভাত কৃষ্ণ বাঁটিয়াত দিল ॥৫১৩॥
কেহো হাতে কেহো পাতে কেহো ফুল দলে[৫]।
কিহো সিকাএ কেহো চুপুড়ি নিল কোলে ॥৫১৪॥
জেই জথা পাএ তথা করএ ভোজন।
হেনমতে বালক ক্রিড়া করে নারায়ন ॥৫১৫॥
উথা[৬] সর্গে ব্রহ্মার কৌতুক বাড়িল[৬]।
কৃষ্ণ পরিক্ষিতে ব্রহ্মা সেই[৭] ঠাঞি আইল[৭] ॥৫১৬॥

১-১ অধর্ম্ম ক্ষয় গেল কৃষ্ণ সাম্ভাল্য উদরে (খ) ;
অধর্ম্ম ক্ষয় গেল সান্ধাইল কৃষ্ণের শরীরে (ঘ)
২-২ মালাধর বসু (খ), (ঘ)
৩-৩ সব করে [সেই (ঘ)] কোলাকুলি (খ), (ঘ)
৪-৪ সভে মেলি ভোজন করে (খ)
৫ খোলে (খ)
৬-৬ স্বর্গে থাকি দেখি ব্রহ্মা কৌতুক মনে (খ) ;
স্বর্গ হইতে দেখে ব্রহ্মা কৌতুক বড় হইল (ঘ)
৭-৭ আইলা তখনে (খ) ; তথায় আইল (ঘ)

জমুনার কুলে জত বাছুর আছিল।
একুবারে ব্রহ্মা সব বাছুর হরিল ॥৫১৭॥
উথা[১] ছাওাল বলে সুনহ কানাঞি[১]।
কোথা গেল বাছুর সব দেখিতে না পাই ॥৫১৮॥
ভাত না এড়িহ কেহো বলেন নারায়ণ।
বাছুর উদ্দেসে আমি করিব গমন ॥৫১৯॥
বাছুর উদ্দেসে[২] তবে লড়িলা[২] গোপাল।
এথা চুরি কৈল ব্রহ্মা সব ছাওাল ॥৫২০॥
উদ্দেস করিয়া কৃষ্ণ বাছুর না পাইল।
লেউটিয়া আসি এথা সিস্থ না দেখিল ॥৫২১॥
বাছুর[৩] নাহি ছাওাল নাহি কৃষ্ণ মনে গুনে[৩]।
ধ্যানে জানিল ব্রহ্মা হরিল আপনে[৪] ॥৫২২॥
আমা পরিক্ষিতে ব্রহ্মার হাস্য উপজিল।
জত বৎস জত সিশু তখনি[৫] সৃজিল ॥৫২৩॥
জেমত[৬] আকৃতি জার জেমন বএসে।
জেনমত জার অঙ্গ জার জেন কেসে[৬] ॥৫২৪॥

১-১ এথা শিশু সব বলে শুন গোবিন্দাই (খ)
২-২ চাহিতে গেলা আপুনি (খ)

৩-৩ শিশু না দেখিয়া কৃষ্ণ মনে মনে গুনি (খ);
বৎস শিশু না দেখিয়া কৃষ্ণ মনে গুনি (গ)

৪ আপনি (খ), (গ)
৫ এতেক (খ)

৬-৬ পাঠ। যেমত রূপ তেমত বয়েস।
যেমত আকৃতি যার জেনমত কেশ। (খ);
জেনমতে জেমত ধাম যতেক বয়েস।
জেনমতি জেমত প্রকৃতি যেমন বেশ। (গ

জেনক[১] বচন জার জার জেই ঘর।
সেই মতে হৈয়া গেলা আপনে দামোদর[১] ॥৫২৫॥ *
হেন[২] মতে ব্রহ্মা মোহিল দামোদরে।
না লখিল কেহো হৈল এক বৎসরে[২] ॥৫২৬॥
দিন দুই চারি[৩] আছে বৎসর পুরিতে।
দুই ভাই বনে গেলা বাছুর[৪] রাখিতে ॥৫২৭॥
পুনরপি ব্রহ্মা আসি দেখিল কানাঞি।
সেই ছাওাল সেই বাছুর দেখিল সেই ঠাঞি ॥৫২৮॥
জতেক বাছুর ছাওাল হরিয়া আনিল।
পুনরপি আরবার কেমতে আইল ॥৫২৯॥
সেইগুলা আইল কীবা আমাকে ভাণ্ডিয়া।
সকল আছএ ব্রহ্মা দেখিল আসিয়া ॥৫৩০॥
পুনরপি এথা আসি দেখিল সেই মনে।
অদ্ভুত দেখিয়া ব্রহ্মা চিন্তে মনে মনে ॥৫৩১॥ †

১-১ জেমত যাহার বাণি তেমত কর্ম্ম করে।
তেমত আকৃতি প্রকৃতি সৃজিল গদাধরে॥ (গ);
জেইমত কথা যার জেমত কর্ম্ম করে।
আকৃতি প্রকৃতি সৃজিল গদাধরে॥ (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ (ঘ) পুথি :—
যার যেবা বাছুর লইয়া সবে গেলা ঘরে।
সেই যেমতে গিয়া স্তন পান করে।
সেই সেই মতে গেলা আপনার ঘরে।
হেন মতে ব্রহ্মাকে মোহিল গদাধরে।
বৎস শিশু লইয়া গেলা আপনার পুরে।
কেহ না লক্ষিত হইল এক বৎসরে॥

২-২ কেহো না জানিল হৈল এক সম্বৎসর।
হেন মতে নানা মায়া করে দামোদর॥ (খ)

৩ তিন (খ), (ঘ) ৪ বাছুরি (খ)

† ৫৩১ সংখ্যক পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

গোসাঞির মায়াতে[১] ব্রহ্মা চিন্তে একমনে[১]।
মায়াপাতি বঞ্চে এথা দেব নারাঅনে[২] ॥৫৩২॥
এত চিন্তি গেলা ব্রহ্মা জথা দামোদর।
না দেখিল সিসু বৎস গোসাঞি[৩] একেস্বর ॥৫৩৩॥
তবে কথোক্ষণে দেখে দ্বিতিয় বলাই।
পুনরপি সিসু বৎস দেখিল তথাই ॥৫৩৪॥
তবে[৪] সব[৪] চতুর্ভুজ দেখে প্রজাপতি।
সঙ্খচক্রগদাপদ্ম লক্ষ্মি সরস্বতি ॥৫৩৫॥
একজনে[৫] এক ব্রহ্মা করএ স্তবন।
মুর্ত্তিমন্ত[৬] দেখে ব্রহ্মা পারিসদগণ ॥৫৩৬॥
আপন হেন দেখে ব্রহ্মা সভার নিকটে।
দেখিয়া পড়িল ব্রহ্মা বড়ই সঙ্কটে ॥৫৩৭॥
কেন[৭] হেন কৈল আমি ব্রহ্মা মনে গুনি[৭]।
পাছে নির্দ্দয় হন মোরে দেব চক্রপানি ॥৫৩৮॥
রথে হৈতে উলি ব্রহ্মা দুই কর[৮] জুড়ি[৮]।
দণ্ডবত[৯] হৈয়া ব্রহ্মা পৃথ্বিতে পড়ি[৯] ॥৫৩৯॥

১-১ মায়ায় মুগ্ধ ব্রহ্মা মনে গুনি (খ);
মায়া ব্রহ্মা মনে মনে গুনি (ঘ)
২ চক্রপানি (খ), (ঘ)
৩ কৃষ্ণ (খ), (ঘ)
৪-৪ মহাকারে (খ), (ঘ)
৫ একজনাকে (ঙ)
৬ মূর্তিমন্ত (খ), (ঘ)
৭-৭ হেন মায়া কৈল ব্রহ্মা মনে মনে গুনি (খ);
হেন মায়া হৈল মনে মনে মনে গুনি (ঘ)
৮-৮ পরণাম করি (খ), প্রণাম করি (ঘ)
৯-৯ করপুটে স্তুতি করে দুই হাতে [কর (ঘ)] জুড়ি (খ), (ঘ)

চারি[১] মুকুট লোটাএ পাএ[১] তিতেঁ আখির জলে।
কান্দিতে কান্দিতে ব্রহ্মা কাতর[২] বোল বলে[২] ॥৫৪০॥*
আমারেত[৩] এত কেন পাতহ মায়াএ[৩]।
আমা হেন কোটি ব্রহ্মা আখির[৪] নিমিসে হএ[৪] ॥৫৪১॥
অজ্ঞ করি নাম মোর তৃজগতে বৈল।
সেই[৫] মদে মত্ত হৈয়া তোমা না গুনিল[৫] ॥৫৪২॥
তোমার নাভিপদ্মে আমার উৎপতি।
আমি অজ্ঞ নহি তুমি অজ্ঞ শ্রীয়পতি ॥৫৪৩॥†
সত্ব রজস্তম তুমি তৃগুনধারি[৬]।
সংসার[৭] কারণে আমা শ্রীজিলে শ্রীহরি[৭] ॥৫৪৪॥
তোমার মহিমা কহি কাহার সাহসে।
কোটি কোটি ব্রহ্মা জার লোমকুপে বসে ॥৫৪৫॥‡

১-১ এতেক বলিয়া ব্রহ্মা (খ) ২-২ সকরুণ বলে (খ, ঘ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
চারিমুকুট সনে ব্রহ্মা ধরনি লোটায়।
না চিনিল পাপ চক্ষে তোমার মায়ায় ॥

৩-৩ এত মায়া কেন গোসাই করহ আমারে (খ);
এত মায়া কেন গোসাই পাতহ আমায় (ঘ) ৪-৪ তোমার শরীরে (খ)

৫-৫ সেই বোলে অন্ধ হয়্যা তোমা না চিনিল (খ);
সেই বোলে অন্ধ হয়্যা গোয়ালা চিনিল (ঘ)

† (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
অজর অনাদি তুমি দেব নারায়ণ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথ সবার কারণ ॥
(ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
আগু অনাথ তুমি নারায়ন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড তুমি তুমি সে কারণ ॥

৬ ত্রিগুণধারি (খ)

৭-৭ সংসার সবা সৃজিল তুমি দেবতা শ্রীহরি (খ)
আমারে সৃজিল তুমি দেব শ্রীহরি (ঘ)

‡ (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—তোমার মহিমা বলি কাহার শকতি।
কত কত দেব স্তুতি করে নিতি নিতি।

হেনমতে[১] এক ব্রহ্মাণ্ড জাহার ভিতরে[১]।
আউটহস্ত প্রমান আমার[২] সরিরে[৩] ॥৫৪৬॥
তোমার[৪] কটাক্ষে হএ আমার মরন।
তুমি সংসারের সার জগত কারণ[৪] ॥৫৪৭॥
তোমার সেবক সঙ্গ কত ভাগ্যে[৫] পাই।
না পাতিয় মায়া মোরে স্থন গোবিন্দাই ॥৫৪৮॥
অবস্থ থাকএ পুত্র জননি জঠরে[৬]।
চরণের ঘাত লাগে[৭] তাহার সরিরে ॥৫৪৯॥
সেহ জদি অপরাধ[৮] হএ স্থন গদাধর[৮]।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড[৯] তোমার উদর ভিতর[৯] ॥৫৫০॥
তবে কেন প্রসন্ন[১০] মোরে নহ চক্রপানি[১০]।
কান্দিতে কান্দিতে ব্রহ্মা বলে এত বানি ॥৫৫১॥

১-১ কোটি ব্রহ্মার এক তুমি [আমি (খ)] তথির [তাহার (খ)] ভিতরে (খ), (গ)
২ মোহন (খ)　　　　৩ কলেবরে (খ)

৪-৪ তা সব নিমিষে ব্রহ্মা কোটির স্বজন।
কটাক্ষে সৃজিতে পার কটাক্ষে নিধন॥
সংসারের সার তুমি জগৎ কারণ।
আদি অন্ত মধ্যে তুমি হয় নিরঞ্জন॥ (খ);

আঁখির নিমিষে কোটি ব্রহ্মার সৃজন।
কটাক্ষে সৃজহ পুন করহ নিধন॥
সংসারের সার তুমি জগৎকারণ।
আদি অন্ত মধ্য নাহি নাম নারায়ন॥ (ঘ)

৫ পূর্ব্বে (খ), (ঘ)　　　　৬ উদরে (খ), (ঘ)
৭ বাজে (খ), (ঘ)
৮-৮ অপরাধি হয় নারায়ণ (খ);
পাপ হয় শুন নারায়ণ (ঘ)
৯-৯ ব্রহ্মা আছে তোমার সৃজন (খ);
কোটি ব্রহ্মা ইঙ্গিতে করহ সৃজন (ঘ)
১০-১০ নিৰ্দ্দয় মোরে হয় চক্রপানি (খ)

ব্রহ্মার করুনা সুনি সদয়[1] শ্রীহরি।
আছিল জতেক মায়া সকল সংহরি ॥৫৫২॥
দুই ভাই সিসুরূপ হইলা তখন[2]।
দেখিয়াত[3] হৈলা ব্রহ্মা হরসিত মন[3] ॥৫৫৩॥
আনিঞাত দিল ব্রহ্মা বাছুর ছাওয়ালে।
প্রদক্ষিণ হৈয়া লড়ে রাম গোপালে ॥৫৫৪॥
হরসিতে গেলা ব্রহ্মা আপনার ঘর।
দণ্ড দুই তিন ছাওাল মানিল বৎসর ॥৫৫৫॥
হাথে ভাত করি ডাকন্তি[4] গোওালে।
আইস[5] ভাত খাই বাছুর চরুক জমুনার কুলে[5] ॥৫৫৬॥
হেনমতে ক্রিড়া করে ছাওালে ছাওালে।
বেলা অবসেস দেখি লড়িলা গোপালে ॥৫৫৭॥
সকল ছাওাল সঙ্গে সিঙ্গা বাজাইয়া।
ঘরে[6] ঘরে আইলা সভে বাছুর লইয়া[6] ॥৫৫৮॥ *
অঘাসুর বধ জত দেখিল ছাওালে।
ঘরে[7] ঘরে কৃস্ন কথা কহন্তি গোপালে[7] ॥৫৫৯॥
সুনিঞা কৃষ্ণের কথা গোকুলনিবাসি[8]।
কৃষ্ণের জতেক কর্ম্ম নহেত মানুসি ॥৫৬০॥

---

১ দেব (খ), (ঘ)
২ নারায়ণ (ঘ)
৩-৩ হরসিতে আইলা [হইলা (ঘ)] ব্রহ্মা আনন্দিত মন (খ), (ঘ)
৪ ডাকয়ে (খ) ; ডাকিল (ঘ)
৫-৫ সম্প্রতি দিলেন কৃষ্ণ যমুনার কুলে (খ) ;
ভাত খাও শিশু বৎস যমুনার কুলে (ঘ)
৬-৬ লড়িলাত গদাধর সব শিশু লইয়া (ঘ)
* ৫৫৯ এবং ৫৬০ সংখ্যক পদ (খ) পুথিতে নাই।
৭-৭ ঘরে গিয়া বলে শিশু অসুর মারিল গোপালে (ঘ)
৮ ব্রজবাসী (খ), (ঘ)

দৈব হৈয়া জনমিল[১] নন্দের কুমার[২]।
দেবের[৩] অধিক কর্ম্ম দেখিএ ইহাঁর[৩] ॥৫৬১॥
জেই জেই অসুর আইসে কৃষ্ণ মারিবারে।
আসিয়া পতঙ্গ জেন অগ্নিএত মরে ॥৫৬২॥
অঘাসুর মারিয়া জেন রাখিল সিসুগণে[৪]।
তার[৫] সত্রুক্ষয় জাউক জে সুনে জে ভনে[৫] ॥৫৬৩॥
ঘরে ঘরে কৃষ্ণকথা সকল গোকুলে।
গুনরাজ খান বলে বন্দিয়া গোপালে ॥৫৬৪॥

সারেঙ্গ রাগ

রজনি প্রভাত হৈল রাম দামোদর।
বাছুর[৬] রাখিব বলি হইলা সত্বর[৬] ॥৫৬৫॥
বাছুর রাখিতে গেলা জমুনার কুলে।
উদিত হইলা ভানু জেন প্রাতকালে। ৫৬৬[*] ※
প্রভাতে[৭] ভোজন করি[৭] সিঙ্গা বাজাইয়া।
পশ্চাত চলিলা সিসু বাছুর[৮] লইয়া[৮] ॥৫৬৭॥
একত্র হইয়া সভে জমুনার তিরে।
নানা বিধি কুড়াকরি[৯] জায় ধিরে ধিরে[৯] ॥৫৬৮॥ †
কোথাহ[১০] কোকিল পক্ষ[১১] সুনাদ সে[১১] পুরে।
তার সঙ্গে রা কাড়ে দেব[১২] দামোদরে ॥৫৬৯॥

---

১ উপজিল (খ), (ঘ) — ২ কোঙরে (গ)
৩-৩ দেবের অধিক কর্ম্ম যত কৃষ্ণ করে (খ); দেবের অসাধ্য যত সব কর্ম্ম করে (গ)
৪ বন্ধুজনে (খ), (ঘ) — ৫-৫ তার নাশ হউক শুনে সেই জনে (খ), (ঘ)
৬-৬ বাছুর লইয়া যায় জমুনার তীর (খ), (ঘ) — * ৫৬৭ সংখ্যক পদ (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।
৭-৭ ভোজন করিয়া সবে (খ), (ঘ) — ৮-৮ বৎস চালাইয়া (গ)
৯-৯ জল ক্রীড়া করি ধীরে ধীরে (গ) — † এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।
১০ কতিরেঁ (ঘ) — ১১-১১ সুস্বর নাদ (ঘ)
১২ রাম (খ)

কোথাহ[১] মর্কট সিস্থ লাফ দেই রঙ্গে।
তার[২] সঙ্গে লাফ দেই সিস্থগণ সঙ্গে[২] ॥৫৭০॥
কোথাহ[৩] মউর পক্ষ নানা নৃত্য করে।
সেইরূপে নাচে তথা দেব দামোদরে[৩] ॥৫৭১॥
কোথাহ[৪] পক্ষগণ আকাসে উড়ি জায়[৪]।
তাহার ছায়ার সঙ্গে ধাইয়া[৫] বেড়ায়[৫] ।৫৭২॥
কোথাহ বুলেন[৬] ফুল তুলিয়া মুরারি।
কথো[৭] কানে কথো হৃদে নানা বর্ন্নে পরি[৭] ॥৫৭৩॥
হেনমতে[৮] বৃন্দাবনে খেলেন[৯] গোপাল।
বড়[১০] খুধা হইল সব[১০] বলএ ছাওাল ॥৫৭৪॥
স্থন[১১] রাম স্থন কৃষ্ণ দেব বনমালি[১১]।
বিনি[১২] কীছু না খাইলে চলিতে না পারি।৫৭৫॥

---

১ কতহ (খ)
২-২ হেন মতে রাম কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে (খ);
হেন মতে রাম কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে (গ)
৩-৩ চিত্র বিচিত্র গতি মউর [ময়ুরে (ঘ)] নৃত্য করে।
তা [তাহা (ঘ)] দেখি তেমত নাচে রাম দামোদরে ॥ (খ), (ঘ)
৪-৪ আকাশেতে পক্ষগণ উড়িয়াত যাই (খ)
৫-৫ বুলে গোবিন্দাই (খ)
৫৭৩ সংখ্যক পদের (গ) পুথির পাঠ :—
কতিহোঁ পক্ষগণ আকাশে উঠিয়া।
তার ছায়া সঙ্গে ফিরে দুই ভাই ফিরিয়া ॥ (গ)
৬ বনের (খ)
৭-৭ কথো গলে কথো মাথে কথো কর্ণে পরি (খ);
কত গলে কত কানে কত মাথে পরি (ঘ)
৮ হেনমতে (ঘ) ৯ বিহরে
১০-১০ শ্রমযুক্ত হয়্যা কিছু (খ)
শ্রম ক্ষুধা পাইয়া কিছু (ঘ)
১১-১১ শুন ওহে [শুনহ (ঘ)] বলরাম শুনহ মুরারি (খ), (ঘ)
১২ বনে (ঘ)

হেরে জে[১] তালের বোন নিকটে জে দেখি[১]।
কংসের তালবন ধেনুক বির রাখি[২] ॥৫৭৬॥ *
ধেনুক[৩] মারিয়া তাল খাউক ছাওাল[৩]।
তোমার মনে লএ তবে[৪] চলহ গোপাল ॥৫৭৭॥ †
হাসিয়া লড়িলা তবে সিসুর বোল[৫] সুনি।
তাল খাইতে লড়ে তবে দেব চক্রপানি ॥৫৭৮॥ ‡

১-১ হের তালবন ঐ দেখহ সমুখে (খ) ;
হেরি তালবন এই দেখিল সম্মুখে (ঘ)

২ রাখে (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ (খ) :—
ধেনুক রাখে ডরে সভে তাল খাই।
ছাওালের কথা সুনী হাসেন বলাঞী।

৩-৩ ধেনুক মারহ জবে সভে খাই তাল (খ)
ধেনুক মার জবে তবে খাইব তাল (ঘ)

৪ জবে (খ) ; যদি (গ)

† অতিরিক্ত পাঠ :—
ছাওালের কথা সুনী হাসে নারায়ন।
তাল খাইবারে ইচ্ছা কেন সিসুগন ॥ (খ)
শুনিয়া ছাওালের কথা হাসেন নারায়ণ।
তাল খাইবারে চাহে সব শিশুগণ ॥ (গ)

৫ কথা (ঘ)

‡ অতিরিক্ত পাঠ :—
বালকের সঙ্গে তালবনে প্রবেসিল।
তাল গাছে গিয়া তবে বলাই চড়িল।
জত পাকা তাল ছিল সকল পাড়িল।
দেখিতে দেখিতে বড় কৌতুক জন্মিল।
আস্তে ব্যস্তে শিশুগণ তাল কুড়াইয়া খাই।
ছাওালের রঙ্গ দেখি হাসে গোবিন্দাই। (খ) ;

বালকের সঙ্গে তালবনে প্রবেশিল।
তালগাছে গিয়া তবে বলাই চড়িল।

সত্বরেত[১] বলরাম[১] তাল লড়া দিল।
কাঁচা পাকা জত ছিল সকল পড়িল ॥৫৭৯॥
গাছের মড়মড়ি শুনি[২] ধেনুক অসুরে[২]।
কে ভাঙ্গিল তাল বলি[৩] ধাইল সত্বরে[৪] ॥৫৮০॥
দেখিল[৫] ছাওাল তাল কুড়াইয়া খাই।
দুইপাএ[৬] লাথি মারি পেলিল বলাই[৬] ॥৫৮১॥ *
লাথি[৭] খায়া বলাএর গলাচাপি ধরে।
দুইপাএ ধরি পেলে গাছের উপরে[৭] ॥৫৮২॥
গাছে ঠেকী অসুর পড়ে ভূমিতলে।
রক্ত উঠি মইল হাসে সকল ছাওালে ॥৫৮৩॥

গাছে উঠি বলদেব তাল নাড়া দিল।
যত ছিল পাকা তাল সকলি পড়িল॥
আস্তে ব্যস্তে শিশু তাল কুড়াইয়া খাই।
বালকের রঙ্গ দেখি হাসে গোবিন্দাই॥ (গ)

১-১ আরবার বলাই গিয়া (খ), (ঘ)
২-২ ধেনুক বীর শুনি (ঘ)
৩ বল (খ); বলী (ঘ)
৪ আপনি (ঘ)
৫ ব্রজ (খ), (ঘ)
৬-৬ দূরে হইতে দেখে তাল পাড়েন বলাই (খ), (গ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—
আসিয়া ধেনুক বলাইর গলা চাপি ধরে।
ক্রোধে বলদেব তারে এক লাথি মারে॥ (খ), (ক)

৭-৭ বলায়ের লাথির ঘাএ পড়ে গিয়া দূরে।
হাড় গুড় চুর হইল মারিল অসুরে॥ (খ);

লাথি খাইয়া বলদেবে ক্রোধে চাপিয়া ধরে।
তুলিয়া ফেলিল ধেনুক পড়ে গিয়া দূরে।
হাড় গোড় চূর্ণ হৈল মইল অসুরে।
মইল ধেনুক বীর গেল যমঘরে॥ (ঘ)

বলদেবের ঘাএ অসুর পড়িয়া মরিল।
তার ঠেলাঠেলি[১] গাছ অনেক ভাঙ্গিল ॥৫৮৪॥ *
মরিল অসুর দুষ্ট[২] ভাঙ্গিল সব[৩] তাল[৪]।
তাল[৫] খায়া ছাওাল সঙ্গে লড়িলা গোপাল[৬] ॥৫৮৫॥
জানাইল[৭] দুত গিয়া কংস বরাবরে।
ধেনুক মারি তাল খাইল নন্দের কুমারে ॥৫৮৬॥
ইহা সুনি কংস রাজা ছাড়ন্তি নিশ্বাস।
মনে মনে চিন্তে রাজা ছা[ড়ি]এ নিশ্বাস ॥৫৮৭॥
কৃষ্ণ বিজয় নর সুন এক মনে।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দ চরনে[৮] ॥৫৮৮॥

১ ঠেলাঠেলি (খ) ; ঠেকাঠেকিয়ে (গ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

গাছে ঠেকিয়া ধেনুক ভূমে পড়ি মরে।
মুখে কানে নাকে রক্ত পড়ে পঞ্চধারে। (খ), (গ)

২ বলাই (খ), (গ)

৩ তালবন (খ), (গ)

৩-৪ আনন্দিত হৈয়া নাচে সব শিশুগণ (খ) ;
তাল কুড়াইয়া খায় সব শিশুগণ (গ)

৫-৮ এখানে (খ) ও (গ)এর পাঠ এইরূপ :—

মরিল ধেনুক বীর দেখিল ছাওয়াল।
হরিষে চলিলা ঘর সুন্দর [নন্দের (খ)] গোপাল।
বালকের সঙ্গে রাম কানু গেলা ঘরে।
জানাইল গিয়া দুত কংশ বরাবরে।
ধেনুক মারিয়া কানাঞী [সব (গ)] তাল খাইল।
শুনিয়া চিন্তিত রাজা নিশ্বাস ছাড়িল।
অন্তর কম্পিত কংশ [রাজা (খ)] পাইলেক ত্রাস [ত্রাস (খ)]।
মনে মনে গুণে কংশ [রাজা (খ)] না করে [কেহ (খ)] প্রকাশ।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় নর শুন এক মনে।
গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ চরণে।

যমক ছন্দ

আর দিন কৃষ্ণ বৎস সি[সু] লৈয়া।
বাছুর রাখিতে গেলা বলাই এড়িয়া ॥৫৮৯॥
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে জায় দেব বনমালি।
কৌতুকে কৌতুকে গেলা জথা নাগ কালি ॥৫৯০॥
তৃসাএ আকুল হৈয়া পিল তার পানি[১]।
বিসজল খাইয়া সিসু ছাড়িল[২] পরানি[২] ॥৫৯১॥
চারি দিগ চাহিয়া দেখেন সব সিসু মইল।
কালির বসতি কৃষ্ণ মনেতে জানিল ॥৫৯২॥ *
অমৃত দিষ্টি দিয়া কৃষ্ণ সভারে জিয়াইল[৩]।
কেমনে ঘুচএ কালি চিন্তিতে[৪] লাগিলা[৪] ॥৫৯৩॥
ইহার বসতি স্থান[৫] এই স্থল নহে।
সিসু লৈয়া কৃড়া আমি করিব এথাএ ॥৫৯৪॥
জেজন আসিয়া পিপ[৬] এই হ্রদে পানি।
জল খায়্যা লোকসব তেজিব পরানি ॥৫৯৫॥
কৌতুকে সছন্দে কৃড়া করিব কাননে।
কেমনে বঞ্চিব লোক এই বৃন্দাবনে ॥৫৯৬॥

---

১ জল (খ), (ঘ)
২-২ মরিল সকল (খ), (ঘ)
* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
চিন্তিয়া জানিল তবে আপনি গোপাল।
বিস পানে মৈল সব জিয়াব ছাওাল ॥
৩ জিয়াই (খ), (ঘ)
৪-৪ চিন্তিল তথাই (খ), (ঘ)
৫ জোগ্য (খ) ; যোই (ঘ)
৬ পিব (খ), (ঘ)

এথা হৈতে কালিনাগ আন ঠাঞি জাউ [১]।
বৃন্দাবনে লোক সব সুখে জল খাউ[২] ॥৫৯৭॥
এতেক চিন্তিয়া হরি চারি দিগে চাই।
আচম্বিতে কদমতরু দেখিল তথাই ॥৫৯৮॥
লাফ[৩] দিয়া কদম্ব গাছে গোবিন্দাই চড়ি।
দ্রঢ় পরিকর বান্ধি মধ্য হ্রদে পড়ি[৩] ॥৫৯৯॥
সাপের উপরি পড়ি দেব গদাধর।
জল কুড়া করি মধ্য হ্রদের উপর ॥৬০০॥
বেড়িলেক নাগগন মানুস সব্দ সুনি।
সেই নাগ চাপি বৈসে দেব চক্রপানি ॥৬০১॥
ক্রোধে[৪] নাগগন[৫] সব লইল কামড়ে।
জেই কামড় পায়ে তার দন্ত ভাঙ্গিয়া পড়ে ॥৬০২॥
ভাঙ্গিল দসন সভে[৬] পালাইল ডরে।
ধাইয়া কালিরে তবে করাইল গোচরে ॥৬০৩॥
সুন সুন নাগরাজ অদ্ভুত কথা।
এক গোটা মানুষে কৈল পঙ্কলি[৬] অবস্থা ॥৬০৪॥
তাহাসনে আমরা বিস্তর কৈল রন।
মস্তক ভাঙ্গিল কার ভাঙ্গিল দসন ॥৬০৫॥
লজ্জিল তোমার পুরি পাইল তরাসে।
পালাইয়া আইলা তোমার পাসে ॥৬০৬॥

---

১ জাব (খ) ; যাউক (ঘ)
২ খাব (খ) ; খাউগ (ঘ)
৩-৩ ইহার বসতি যোগ্য এই স্থান নয়।
লাফ দিয়া গোবিন্দাই কদম্বে চড়য়।
দৃঢ় পরিকর বান্ধি মধ্য হ্রদে পড়ি।
মনুষ্য শব্দ পাইয়া সর্ব্ব নাগ বেড়ি। (ঘ)
৪-৪ আসিল হগনে (ঘ)   ৫ সর্প (খ), (ঘ)
৬ অনেক (খ)

প্রান রাখ প্রান রাখ সুন নাগরাজ।
এক গোটা[১] মানুস আসি করাইল লাজ ॥৬০৭॥
হেন অদ্ভুত না সুনি এতিন ভুবনে।
মানুস হইয়া করে নাগের অপমানে ॥৬০৮॥
সুনিঞা ধাইল কালি নাগের বচনে।
বেড়িয়া কামড় খাএ কৃষ্ণের[২] মর্ম্মস্থানে ॥৬০৯॥
কালিদহে ঝাঁপ দিল কানাঞি আসিয়া।
ব্রজ[৩] ছাওাল ধায়্যা জানাইল গিয়া[৩] ॥৬১০॥
সুন জসোদা সুন নন্দ গোওাল।
কালিদহে ঝাঁপ দিল তোমার[৪] গোপাল ॥৬১১॥

বাড়াড়ি[৫]

কি করহ নন্দ ঘোষ জসোদা রোহিনি।
কী করহ গোওাল সব সুনহ কাহিনি ॥৬১২॥
বাছুর রাখিতে গেলাও জমুনার তিরে[৬]।
তৃসাএ আকুল হৈয়া পিল তার নিরে[৭] ॥৬১৩॥
বিসজল খায়্যা মৈল সব ছাওালে।
সভাকারে[৮] জিয়াইলা[৮] সুন্দর গোপালে ॥৬১৪॥
জিয়াইয়া ঝাঁপ দিল কালির উপরে।
বেড়িয়া খাইল কালি কৃষ্ণ তথা মরে ॥৬১৫॥
নির্ঘাত সব্দ হৈল রক্ত[৯] বরিসন[৯]।
উল্কাপাত হইল কীবা অরিষ্ট[১১] লক্ষ্মণ[১০] ॥৬১৬॥

১ শিশু (খ), (ঘ)
২ শিশুর (ঘ)
৩-৩ গোয়ালা ছাওয়াল নন্দঘোষে জানাইল গিয়া (গ)
৪ সুন্দর (খ); বালক (ঘ)
৫ মারাটী রাগ (খ), (গ)
৬ কুলে (খ), (ঘ)
৭ জলে (খ), (ঘ)
৮-৮ যমুনাতে ঝাঁপ দিল (খ)
৯-৯ অরিষ্ট লক্ষণ (খ); অনিষ্ট লক্ষণ (ঘ)
১০-১০ রক্ত বরিসন (খ)

ভূক্রিকম্ফ হইল তথা ঘোর দরসন।
নিশ্চএ জানিল সভে কৃষ্ণের মরন ॥৬১৭॥
ধাইয়া জসোদা জায় বুকে ঘাউ[1] হানি।
তার পাছু কান্দিয়া চলিলা রোহিনি ॥৬১৮॥
ধাইয়া জসোদা[2] জায় আউদড় চুলে।
স্ত্রীপুরূসে[3] জায় সভে ছাড়িয়া গোকুলে[3] ॥৬১৯॥
জমুনার কুলে[4] গিয়া না দেখি কানাই।
ভূম্যে লোটাইয়া জসোদা[5] কান্দেন তথাই ॥৬২০॥

এ পাপ জমুনা কুলে　　দুঃসহ কালির জলে
　　কেমতে সহিবে বিস জাল।
দুকুলে জতেক বৈসে　　মরিল নাগের স্বাসে
　　উঠপুত্র আবাল[6] গোপাল।৬২১॥
কালির উপর দিয়া　　না জায় পক্ষ উড়িয়া
　　চন্দ্র সুর্য্য না করে গমন।
কার বোলে এথা আসি[7]　　ঝাঁপ দিলে জলে[8] পসি[8]
　　উঠ পুত্র কমল লোচন ॥৬২২॥
ভাই বলভদ্র হোর[9]　　সঙ্গের বালক তোর
　　সব[10] বাছা দেখ সিসুগন[10]।
হের পুত্র সিঙ্গা লড়ি　　পরিধান পিত ধড়ি
　　লৈয়া কর ঘরকে গমন ॥৬২৩॥

---

১ ঘাত (খ), কর (ঘ)　　২ নন্দঘোষ (খ), (ঘ)
২-৩ স্ত্রী-পুরুষ ধাইল যত আছিল গোকুলে (খ), (ঘ)
৪ তীরে (খ), (ঘ)　　৫ সঙ্গে (খ)
৬ এ বাল (ঘ)
৭ আসিয়া (খ)　　৮-৮ ঝাঁপ দিলা (খ); নন্দে ছুপি (ঘ)
৯ হের (ঘ)
১০-১০ কুলে চাহে সব বাছাগণ (খ);
দেখ যত গোকুলের গণ (ঘ)

হের[1] সব দেখ জত বাপ মায় বন্ধু কত[2]
গোকুলে জতেক বসএ।
তুমি সভাকার প্রান ইথে[3] কীছু নাঞি আন[3]
তুমি জিলে সকল জিয়এ ॥৬২৪॥
না জাইব কেহ ঘর সুন পুত্র দামোদর
প্রান দিব কালির উপরে।
কি করিব ধন জন না[4] জাইব[4] বৃন্দাবন
সুন্য আজি গোকুল নগরে ॥৬২৫॥
আকাসে দুফর বেলা উঠ পুত্র নন্দবালা
স্তন পিয় বসিয়া মাএর কোলে।
তোমা জবে না দেখিব দস দিগ সুন্য হব
আস্ত পুত্র মাএর বোলে[5] ॥৬২৬॥
পুতুনা আইল জবে না মরিলা পুত্র তবে
না মরিল সকট উপরে।
তৃনাবর্ত্ত মহাসুরে জবে নিল আকাসেরে
তাহে না মরিলা দামোদরে ॥৬২৭॥
বৎসক মারিলে গোঠে সাভাইলে[6] বক পেটে
ঠোট[7] চিরি লইলে পরানি।
জেবা দুষ্ট অঘাসুরে দেব কাঁপে জার ডরে
তার প্রান লইলে চক্রপানি ॥৬২৮॥

---

১ দেব (ঘ)
২ শত (খ), (ঘ)
৩-৩ বিপদের পরিত্রাণ (গ)
৪-৪ আজি শূন্য (খ)
৫ কোলে (ঘ)
৬ সাম্ভাইলে (খ) ; সান্ধাইলে (ঘ)
৭ ওষ্ঠ (খ), (ঘ)

মারিলে ধেনুক বনে তাল খাইলে দুইজনে
গোকুলের বালক লইয়া।
সাত বৎসর তোরে ভালমতে নাঞি পুরে
কালিদহে[1] মারিলে আসিয়া[1] ॥৬২৯॥

এতেক বিলাপ বানি জসোদা[2] রোহিনি[2]
পড়ি[3] ভূম্যে[3] গড়াগড়ি বুলে।
নন্দ কান্দে উভরায় সকল গোওালা ধায়
আজি মৈল সকল গোআলে[4] ॥৬৩০॥

বৃন্দাবনে জত বৈসে সে[5] সকল স্ত্রী পুরুষে
জমুনাতে দিয়া[6] রড়ারড়ি।
না দেখিয়া গোবিন্দাই সভে কালিদহে চাই
কান্দে সভে দিয়া গড়াগড়ি ॥৬৩১॥

তুমি সভাকার প্রান ইথে কীছু নহি আন
কে[7] আর রাখিব আমায়[7]।
আজি[8] হৈতে সুন্ন হৈল সকল গুয়ালা মৈল
আজি মৈল তোমার বাপমায়[8] ॥৬৩২॥

১-১ কালিদহে প্রাণ দিলে গিয়া (খ);
প্রাণ দিলে কালীতে আসিয়া (ঘ)

২-২ কান্দে যশোদা রোহিণী (খ), (গ)

৩-৩ পৃথিবীতে (খ), (গ)

৪ গোকুলে (খ), (ঘ)

৫ বসতি (খ)

৬ গিয়া (খ)

৭-৭ আর কেবা আমারে রাখিবে (খ);
কে আর রাখিব আমা সবায় (গ)

৮-৮ এত সব কহি কথা ভূমে সবে করে মাথা
তোমা বিনে কেহ নাঞী জিবে (খ)

কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্বঙরিয়া   সভে[১] কান্দে লোটাইয়া
কান্দে সভে গোবিন্দ চাইয়া[২] ।
নাহি কান্দে বলমত্ত[৩]   জে জানে কৃষ্ণের তত্ত্ব
ধিরে ধিরে বৈল কাছু গিয়া ॥৬৩৩॥

তুমি দেব নারায়ন   স্রীষ্টী স্থিতি কারণ
তুমি দেব সংসারের সার ।
ব্রহ্মার স্তবনে[৪]   ভূমি ভার হরনে
গোকুলে করিলে অবতার ॥৬৩৪॥

গোকুলের জত জন   তুমি তার প্রানধন
তোমা বিনে মরএ এখন ।
আমার বচন স্থনি   মায়া ছাড় চক্রপানি
কালি নাগে কর বিমোচন ॥৬৩৫॥

ভাএর বচন রাখি   মাএর ক্রন্দন দেখি
হাসিয়া[৫] উঠিলা দেবহরি[৫] ।
কালিদহের ভিতর   উঠিয়াত গদাধর
কালির মস্তকে নিত্য[৬] করি ॥৬৩৬॥

বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হএ   কালির ত প্রান জাএ[৭]
মোহ গেল সর্প অধিকারি ।
দেখিয়া তরাস পাল্য   কালির[৮] স্ত্রী আইল[৮]
স্তুতি করে করজোড় করি ॥৬৩৭॥

---

১ ভূমে (খ), (ঘ)
২ জাবিয়া (খ)
৩ বলভদ্র (খ), (ঘ)
৪ স্তুতি বচনে (খ), (ঘ)
৫-৫ হাসিয়াত দেব [দেবতা (খ)] শ্রীহরি (খ), (ঘ)
৬ নৃত্য (খ), (ঘ)
৭ লয়ে (খ)
৮-৮ কালির স্ত্রী ধাইয়া আইল (খ) : কালী নাগের স্ত্রী আইল (ঘ)

হরির চরন মনে গুণরাজ খান ভনে
কৃষ্ণ[১] বিজয়[১] স্থন সর্ব্বজনে।
কলিকাল সর্ব্ব তন্ত্র আর নাহি কোন মন্ত্র
হঁরি হরি করহ স্মরনে ॥৬৩৮॥

ধানসী রাগ

তুমি দেব নারায়ন জগত অধিকারি।
স্রীষ্টী স্থিতি প্রলয় তুমিত[২] স্রীহরি[২] ॥৬৩৯॥
তুমি[৩] দেব তুমি নর পসু পক্ষগন।
তুমি সর্ব্ব আধার জগত জিবন[৩] ॥৬৪০॥
সকল স্রীজিলে তুমি অখিল[৪] সংসার।
তুমি প্রান হরিলে কে দিবেক আর ॥৬৪১॥
তুমি স্হজিলে আমায় খলরূপ করি।
ভালমন্দ জ্ঞান নাহি পাইলে সংহারি ॥৬৪২॥
বৃত[৫] উপবাসে কালি[৫] কৈল আরাধন।
তার ফলে পাইল কালি তোমার চরন ॥৬৪৩॥
কোটি কোটি জন্ম ব্রহ্মা[৬] তপ করি মরি।
তবুত তোমার মায়া বুঝিতে না পারি ॥৬৪৪॥
কত কত জন্ম লক্ষি তপ করি মৈল।
তে কারনে তোমার পাদপদ্ম পরসিল ॥৬৪৫॥

১-১ কৃষ্ণ জয় (খ), (গ) ২-২ তুমি অধিকারী (ঘ)

৩-৩ তুমি দেব নিরঞ্জন সবার কারণ।
তুমি দেব তুমি নর পশু পক্ষীগণ। (ঘ) ;
'তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু' (খ)
'তুমি দেব তুমি নর' স্থানে

৪ অখণ্ড (ঘ)

৫-৫ কত উপবাসে কত (ঘ) ৬ যদি (ঘ)

হেন পাদপদ্ম কালির মস্তক উপরি।
কত ভাগ্য কালির কহিতে না পারি ॥৬৪৬। ※
এত বলি নাগিনী জুড়ি দুই কর।
স্বামি ভিক্ষা[1] দেহ মোরে তৃদসইস্বর ॥৬৪৭।
নাগিনির করুনা[2] সুনি দয়া উপজিল।
কালির মাথার পাদপদ্ম ঘুচাইল ॥৬৪৮॥
তবে কালি নাগ কাছু সম্বিত[3] পাইয়া[3]।
কর জোড়ে স্তুতি করে গোবিন্দ দেখিয়া ॥৬৪৯॥
খল করি প্রভু মোরে জন্মাইলে শ্রীহরি।
আপন সভাব আমি পাসরিতে নারি ॥৬৫০॥
জাতি ধর্ম্ম দোস কৈল ক্ষম[4] একবার[4]।
কি করিব আজ্ঞা কর দেব দামোদর[5] ।৬৫১॥
কালির[6] বচন শুনি হাসেন বনমালি[6]।
জমুনা ছাড়িয়া ঝাঁট জাহ নাগ কালি ॥৬৫২॥
জেই জন জল খাএ[7] মরএ তখন।
তোমার বিস্রামে[8] কার না রহে জিবন ॥৬৫৩।

※ অতিরিক্ত পাঠ (খ) ও (ঘ) পুথি :—

ভাল হৈল নাগ জন্ম হৈল মহীতলে।
ভাল হৈল ঘর কৈল যমুনার জলে ॥
আজি [আজি হৈ (গ)] সুপ্রভাত [প্রভাত (ঘ)] কালীকে দিনমণি।
মাথে [মস্তকে (ঘ)] পাদপদ্ম দিলেন চক্রপাণি ॥

১ দান (ঘ)
২ কথা (গ)
৩-৩ সংবিত পাইয়া (খ) ; লজ্জিত হইয়া (ঘ)
৪-৪ ক্ষেমহ আমারে (খ) ; ক্ষমা কর মোরে (ঘ)
৫ দামোদরে (খ), (ঘ)
৬-৬ এতেক শুনিয়া তবে দেব বনমালী (ঘ)
৭ পিয়ে (খ)
৮ নিবাসে (খ)

শুনিঞা কৃষ্ণের বোল কালি এক মনে।
অবধান কর গোসাঞি করি নিবেদনে ॥৬৫৪॥
তোমার বচন লঙ্ঘি কাহার পরানে।
আপন বৃত্তান্ত কহি তোমার চরনে ॥৬৫৫॥
গরুড় সহিত বাদ বিদিত তোমারে[১]।
যথা নাগ পায় তথা ভখএ[২] আমারে ॥৬৫৬॥
হেন[৩] মতে ক্ষয় করি সব নাগগন।
তবে পরমিত্ত কৈল কস্যপ তপোধন[৩] ॥৬৫৭॥
একদিন এক সর্প দিহ উপহার।
না খাইব গরুড় আসি নাগ[৪] তোমার ॥৬৫৮॥
এমন নিয়ম করি কথো কাল বসি।
আমার মরন দিন তবে হৈল আসি ॥৬৫৯॥
উপহার লৈয়া গেলাও গরুড়ের পাসে।
মরিব মরিব বলি পাইল তরাসে ॥৬৬০॥
আচম্বিতে মনে মোর পড়িল তখন।
জমুনার হ্রদে গেলে গরুড় মরন ॥৬৬১॥
পুর্ব্বে সৌভরি[৫] মুনি[৬] তপেত বিসাল।
এই হৃদে তব[৬] তিহোঁ কৈল চিরকাল ॥৬৬২॥
এক গোটা মৎস তবে সিসুগন লইয়া।
চারিভিতে চরে মৎস মুনিকে বেড়িয়া ॥৬৬৩॥ *
হেন কালে এক পক্ষ গরুড় বংসে আসি।
গিলিলেক মৎস গোটা এই[৭] হ্রদে পসি[৭] ॥৬৬৪॥

---

১ সংসারে (খ)
২ খায়ত (গ)
৩-৩ হেনমতে নাগগণ সব ক্ষয় হইল।
তবে পরমমিত্র কশ্যপ তপোধন কৈল। (ঘ)
৪ সর্প (খ)
৫-৬ সাভরি মুনি (খ); সাত ঋষি মুনি (ঘ)
৬ তপ (খ), (ঘ)
* এই কলিটি ও পরের কলিটি (খ) পুথিতে নাই।
৭-৭ হ্রদে সাস্তাইয়া (ঘ)

দেখিয়া করুন চিত্ত করে তপোধন।
ক্রোধ চিত্ত সাঁপ মুনি দিল ততক্ষন ॥৬৬৫॥
জেই পক্ষ আসিব এথা মৎস খাইবারে।
জল পরসিলে সেই ছাড়িব সরিরে ॥৬৬৬
না জানিঞা জেই পক্ষ আসিব এই জলে।
প্রান ছাড়ে পক্ষ সব জল পরসিলে ॥৬৬৭॥
তে কারনে কোন পক্ষ এথা নাহি আসি।
পরম হরিসে আমি জমুনাতে বসি ॥৬৬৮॥
আর কেহো নাহি জানে এসব উত্তর।
জানিঞা আইলাঙ এথা আমিত সত্বর ॥৬৬৯॥
পালাইয়া আসিতে আমা গরুড় দেখিল।
আমারে খাইতে পাছু গরুড় খেদিল ।৬৭০॥
পালইয়া এথাকে আমি আইলাঙ ডরে[১]।
মুনি সাঁপ স্মংরিয়া গরুড় বাহুড়ে ॥৬৭১॥
তেকারনে বসি এথা সুন চক্রপানি।
কেমতে গরুড় ঠাঞি রহিব[২] পরানি ॥৬৭২॥
কালির বচন শুনি হাসেন গদাধর।
না খাইব গরুড় তোরে[৩] না ভাবিহ ডর ॥৬৭৩॥
আমার পদচিহ্ন তোর মস্তকে দেখিয়া।
না খাইব গরুড় তোরে জাহত ছাড়িয়া ॥৬৭৪॥
গোসাঞির আজ্ঞাতে কালি হরসিত হৈয়া।
প্রদক্ষিন হৈয়া লড়ে পরিবার লৈয়া ॥৬৭৫॥
গোসাঞেরে আনিঞা দিল নানা উপহার।
নানা রত্ন নানা মুনি জতেক[৪] প্রকার ॥৬৭৬॥

---

১ রড়ে (খ), (গ)
২ বাচিব (খ) ; রাখিব (গ)
৩ ত্রাস (গ)
৪ অনেক (খ) ; বিবিধ (ঘ)

ছাড়িয়া জমুনা কালি আন ঠাঞি বসি।
নানা রত্নে ভূসিত হৈলা গোবিন্দাই আসি ॥৬৭৭॥
উঠিয়া সম্ভ্রমে সভে[1] দেখি চক্রপানি।
মরিল সরিরে জেন আইল[2] পরানি ॥৬৭৮॥
আসিয়াত[3] কোলে কৈল জসোদা সুন্দরি।
নন্দ আদি গোপ নাচে উভ বাহু করি।৬৭৯॥
কালিয়দমন কথা জেই জন সুনে।
সর্পে হৈতে কভু[4] তার নহেত মরনে[4] ॥৬৮০॥
কৃষ্ণ কথা সুনিলে তিন লোকে তরি।
গুনরাজ খান বলে বন্দিয়া শ্রীহরি ॥৬৮১॥
সপরিবারে[5] কালি ছাড়িয়া চলিল।
দেখিয়া গোকুল বাসি বড়[6] ত্রাস পাইল[6] ॥৬৮২॥
সরুপে মানুস নহে দেব গদাধরে।
সিশু[7] হৈয়া জে করে তা না পারে সুরাসুরে[7] ॥৬৮৩
কুলে[8] হৈতে বিস জালা সহিতে না পারি।
পাদপদ্ম চিহ্ন দিয়া পাঠাইল শ্রীহরি ।৬৮৪
মহাকায়[9] সর্প সব উঠিয়া চলিল।
গহন[10] গহ্বর গিরি কাননে ঢুকীল[10] ॥৬৮৫॥
কোটি কোটি সর্প জায় নাহি দিস পাস।
মনুষ্যের কাজ[11] আছুক[11] দেবতাএ ত্রাস।৬৮৬॥

---

১ তবে (ঘ)
২ পাইল (খ), (গ)
৩ খাওা আসি (খ), খাইয়া আসি (গ)
৪-৪ মৃত্যু তার না হয় ভুবনে (গ)
৫ সপুত্র বান্ধবে (খ), (ঘ)
৬-৬ ত্রাস উপজিল (খ), (গ)
৭-৭ সিশু হয় জে কর্ম্ম করে দেবে লাগে ডরে (খ); শিশুরূপে যেই করে নারে সুরেশ্বরে (ঘ)
৮ দুরে (খ)
৯ মহামহা (খ), (গ)
১০-১০ গহন কানন গিরি সবে প্রবেশিল (গ)
১১-১১ প্রাণ নাই (খ), (গ)

জসোদা রোহিনির চিত্তে দয়া উপজিল।
পুত্র পুত্র বলি দুহেঁ কান্দিতে লাগিল ॥৬৮৭॥
মাগাত পাতিয়া তবে দেব গদাধরে।
জসোদা রোহিনি কোলে সিস্তু[১] ভাব[১] করে ॥৬৮৮॥
অনাথ করিয়া মোরে ছিলাত কানাঞি।
মোর ভাগ্যে[২] তোমাকে[২] রাখিল গোসাঞি ॥৬৮৯॥
হেনমতে হর্সে সভে কহন্তি[৩] কাহিনি।
দিনমনি অস্ত গেলা হইল[৪] রজনি ॥৬৯০॥
ফল মুল দধি দুগ্ধ কীছু ত খাইয়া।
সুতিয়া রহিলা সভে জমুনা কুলে গিয়া[৫] ॥৬৯১॥
সর্ব্বলোক নিদ্রা জায় অচেতন হৈল।
দাবাগ্নি আসিয়া তবে সভারে বেড়িল ॥৬৯২॥
জৈষ্ট মাসে দাবাগ্নি বনে উপজিল।
পুড়িয়া সকল বন জমুনা কুল[৬] পাইল ॥৬৯৩॥
অগ্নি সব্দ শুনিঞা সকল গোওাল[৭]।
ত্রাসে উঠি রোল[৮] সভে করিল বিসাল[৮] ॥৬৯৪॥
অহে রাম অহে কৃষ্ণ করহ উপাএ।
দাবাগ্নিতে পুড়িয়া মরে তোমার বাপ মাএ ॥৬৯৫॥
সভে জত বসি এথা তুমিসে[৯] জিবন[৯]।
দাবাগ্নিতে পুড়িয়া মরি[১০] করহ রক্ষন[১০] ॥৬৯৬॥
তুমি সভার[১১] নাথ জে বসএ এথায়ে।
তোমা বিত্তমানে অগ্নি প্রান নিতে[১২] চায়ে[১২] ॥৬৯৭॥

১-১ পুত্রভাব (গ)
৩ করন্তি (গ)
৪ পাইয়া (খ), (ঘ)
৭ রাখোয়াল (ঘ)।
৯-৯ সভার প্রাণ (খ)
১১ প্রাণ (খ), (ঘ)

২-২ ভাগ্যের ফলে তোমা (খ)
৪ প্রবেশ (খ)
৬ কুপ (খ)
৮-৮ বলে প্রাণ রাখহ গোপাল (খ)
১০-১০ কর প্রাণ দান (খ); রাখ নারায়ণ (ঘ)
১২-১২ লৈয়া যায় (খ), (ঘ)

এতেক কাকুতি কৃষ্ণ সভাকার সুনি।
বিস্বরূপ হৈয়া কৃষ্ণ[1] পিলেন আগুনি[1] ॥৬৯৮॥
খণ্ডিল সভার ত্রাস প্রভাত হইল।
আনন্দিত সর্ব্ব[2] লোক[2] ঘরকে চলিল ॥৬৯৯॥
কৃষ্ণ[3] বিনে কার আন নাহি মনে।
গোবিন্দ বিজয় শুন রাজ খান ভনে ॥৭০০॥
কালিয় দমন কথা কংসেত সুনিল।
জেমন প্রকারে কৃষ্ণ দাবাগ্নি ভখিল ॥৭০১॥
সুনিঞা মুর্চ্ছিত হৈল কংস নৃপবর।
প্রলম্ব অসুরে রাজা ডাকীল সত্বর ॥৭০২॥
সুনহ প্রলম্ব ভাই বলতোঁ[4] তোমারে।
বড় সত্রু হৈল মোর গোকুল নগরে ॥৭০৩॥
হেন কর্ম্ম করে[5] জাহা না পারে পুরন্দরে[5]।
জমুনা ছাড়িয়া কালি পাঠায়[6] অন্তরে[6] ॥৭০৪॥
সত্বরে গোকুল তুমি করহ গমন।
জাইয়া[7] প্রলম্ব তারে মারহ এখন[7] ॥৭০৫॥
চল মহাসুর তুমি গোকুল নগরে।
মায়া[8] পাতি মার গিয়া রাম দামোদরে[8] ॥৭০৬॥
সিসুভাব করি তারে না করিহ হেলা।
মার গিয়া দুই ভাই পাতিয়া নানা ছলা ॥৭০৭॥[9]

১-১ অগ্নি পিল চক্রপানি (খ);
কৃষ্ণ অগ্নি পিল চক্রপানি (ঘ)

২-২ গোয়ালা সব (ঘ)

৩ কৃষ্ণকথা (খ), (ঘ)

৪ বলিছে (খ), (ঘ)

৫-৫ করিতে নারে দেব পুরন্দর (খ)

৬-৬ যায় কেশোত্তর (খ)

৭-৭ জাই গিয়া মার ভাই তাহারে এখন (খ)

৮-৮ শুনিয়া প্রলম্ববীর বাহিত সত্বরে (ঘ)

৯ ৭০৭ ও ৭০৮ নং পদ (খ) পুথিতে নাই।

রাজার আদেসে অসুর নানা[1] মায়া করি[1]।
বৃন্দাবনে রহে গিয়া মানুস রূপ ধরি ॥৭০৮॥
রজনি প্রভাত হৈল উঠিল গোপাল।
ডাকিয়া আনিল জত গোকুল ছাওাল ॥৭০৯॥
বড়[2] খরা লাগে গাএ[2] গৌষ্টের তপনে।
জল কুড়া করি গিয়া চল বৃন্দাবনে ॥৭১০॥
করিয়া মোহন বেস সিঙ্গা বাজাইয়া।
লড়িলা ছাওাল সব বাছুর চালাইয়া ॥৭১১॥
প্রথম বএস কৃষ্ণ[3] সপ্তম বৎসর।
ভুবন মোহনরূপ ধরে গদাধর ॥৭১২॥
লড়িলাত বৃন্দাবনে সুসিতল স্থানে।
ভাণ্ডির নিকটে গিয়া রহে নারায়নে ॥৭১৩॥*
নব কীসলয় জত একত্র করিয়া।
তাহার উপরে বসি হরসিত হৈয়া ॥৭১৪॥
ঘুচিল নিদাগ তাপ বৃন্দাবন গুনে।
বসন্ত মানিঞা বসি সব সিসুগনে ॥৭১৫॥
হেনকালে তার পাসে বসিলা অসুরে।
সিসুরূপে সান্তাইলা সিসুর ভিতরে ॥৭১৬॥
অসুরের মায়া তবে গোবিন্দ জানিল[4]।
অসুর মারিতে কৃষ্ণ উপায় চিন্তিল[5] ॥৭১৭॥

১-১ মায়ারূপ ধরি (গ)

২-২ বড় রৌদ্র লাগে গায়ে (গ) ; বড়ই প্রবল গাত্র (খ) ৩ প্রভুর (ঘ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

দধি দুগ্ধ খিরখণ্ড কিছুমাত্র পাইয়া।
চলিল ছাওাল সব কৌতুক করিয়া ॥
লড়িলাত বৃন্দাবনে সুশীতল হৈয়া।
চালিলা বালক সভ আনন্দ হইয়া ॥ (খ)

মূলের ৭১৬, ৭১৭ পদ (ঘ) পুথিতে নাই।

৪ চিন্তিল (খ) ; বুঝিল (গ) ৫ বুঝিল (খ), (গ)

আইস আইস সভে ভাণ্ডিরকে জাই।
সব ছাওালে গিয়া ভাণ্ডিরে খেলাই ॥৭১৮॥
জেই জন জিনে তারে কান্দেতে করিয়া।
বহিয়া[১] ভাণ্ডিরে তারে এড়িবেক নিয়া[১] ॥৭১৯॥
কুড়া করি গোবিন্দাই সব সিস্থ লৈয়া।
খেলায় অসুর তথা সিসুরূপ হৈয়া ॥৭২০॥
শ্রীদাম নামেতে গোপ কৃষ্ণকে জিনিল।
বহিয়া কানাঞি তারে ভাণ্ডিরে রাখিল[২] ॥৭২১॥
পুনরপি[৩] সিসুরূপে খেলেত অসুরে[৩]।
কপট করিয়া সেহ[৪] বলদেবে হারে ॥৭২২॥
লাফ[৫] দিয়া বলদেব তার কান্দ চড়ে।
কান্দে করি অসুরা মথুরা মুখে লড়ে[৫] ॥৭২৩॥
তবে কথো দুরে গিয়া নিজ মূর্ত্তি[৬] ধরে।
আকাস প্রমান বির[৭] বাড়ায় সরিরে[৮] ॥৭২৪॥
মথুরার মুখ[৯] করি[৯] বলাই লৈয়া জায়।
দেখিয়াত গোবিন্দাই পশ্চাত[১০] গোড়াই[১০] ॥৭২৫॥
কানাঞি[১১] বলেন বলাই[১১] ভাই হেলা কেন কর।
আপনার মূর্ত্তি ধরি অসুর সংহার ॥৭২৬॥

১-১ কান্ধে করি লব তারে ভাণ্ডিরে বহিয়া (খ);
বহিয়া ভাণ্ডির বনে এড়িব তারে নিয়া (গ)

২ থুইল (খ), এড়িল (গ)

৩-৩ তবে মায়া করি সেই প্রলম্ব অসুরে (খ), (ঘ)

৪ সেই (খ); ভরে (ঘ)

৫-৫ জিনিয়া বলাই তার কান্ধের উপরে।
লম্ফ দিয়া চড়ে গিয়া অসুর উপরে। (খ);
জিনিয়া বলাই তার কান্ধের উপরে।
লম্ফ দিয়া যায় তবে সেইত অসুরে। (গ)

৬ রূপ (খ)

৭ অসুর (খ)

৮ কলেবরে (খ), (ঘ)

৯-৯ মুখে অসুর (গ)

১০-১০ পাছু আর গোড়ায় (গ)

১১-১১ শুনশুন বলদেব (খ)

গলা[১] চাপি ধরে তার বল মহাবির।
মুখটির ঘাএ তার ভাঙ্গিলেন সির ॥৭২৭॥
লাফ দিয়া ভূম্যে পড়ে বল মহাবিরে।
ধড়পড়াইয়া মরে প্রলয় অসুরে[১] ॥৭২৮॥
মরিল অসুর তবে দেখি দেবগন।
দুহাঁর উপরে কৈল পুষ্প বরিসন ॥৭২৯॥
হরসিত দুই ভাই সব সিশু লৈয়া।
ঘরকে চলিলা সভে সিঙ্গা[২] বাজাইয়া[২] ॥৭৩০॥
বাছুর চালায়া ঘর আইলা শ্রীহরি।
আনন্দিত সর্ব্বলোক গোকুল নগরি ॥৭৩১॥*
প্রলম্ব মরন সুনি কংস নৃপবরে।
সিংহাসন হৈতে পড়ে ভূমের উপরে ॥৭৩২॥
বলের[৩] বিজয়[৩] নর সুন এক মনে।
গুনরাজখান[৪] বলে গোবিন্দ চরনে[৪] ॥৭৩৩॥
প্রলম্বের বধ গোঠে হইল জেমতে।
সুনিঞা চমৎকার[৫] লাগে সভাকার চিত্তে ॥৭৩৪॥
সুভক্ষনে উপজিল[৬] কানাঞি বলাই।
জাহার প্রসাদে সব সঙ্কট এড়াই ॥৭৩৫॥

১-১ কৃষ্ণের বচনে বলাই দৃঢ় মুষ্টি করি।
দুই হাত [পায় (গ)] দিয়া তার গলা চাপি ধরি॥
মুটকী মারিল তার মস্তক উপরে।
সান্ধাইল [সাম্ভাইল (খ)] মুণ্ড গোটা স্কন্ধের ভিতরে॥
ধড়ফড় করে তার সকল শরীরে।
লাফ দিয়া ভূমে পড়ে বলরাম বীরে॥
পড়িয়া মরিল দুষ্ট [তবে (খ)] প্রলম্ব অসুরে।
দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি করিল প্রচুরে॥ (খ), (গ)

২-২ বাছা চালাইয়া (গ)

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই। ৩-৩ বলদেব বিজয় (খ)

৪-৪ কৃষ্ণের বিজয় গুণরাজখান কহে (খ) ৫ অদ্ভুত (খ) ৬ জনমিল (খ)

ভক্ষদ্রব্য খাইয়া কৃষ্ণ রজনি বঞ্চিল।
প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ গোঠেরে চলিল ॥৭৩৬॥
সকল গোওালা সিস্থ[১] সঙ্গেতে করিয়া।
লড়িলা গোঠেরে কৃষ্ণ বাছুর চালাইয়া ॥৭৩৭॥
জমুনার কুলে[২] বৎস সুখে তৃন খাএ।
রৌদ্রে পিড়িত হৈয়া রহে তরুছাএ ।৭৩৮॥
হেনকালে আচম্বিতে বনপুড়ি আইসে।
অগ্নি[৩] দেখিয়া[৩] সিস্থ পাইল[৩] তরাসে ।৭৩৯॥
সুন সুন রামকৃষ্ণ সুনহ বচন।
গ্রাসিতে[৫] আইসে অগ্নি কর নিবারন[৬] ॥৭৪০॥
তুমি গোপের নাথ[৭] তোমাতে সরন।
তোমা বিগ্বমানে কেন আমার মরন ॥৭৪১॥
একবার[৮] নাম জদি লইএ তোমার।
তার জন্ম পৃথুবিতে নাহি হএ আর[৮] ॥৭৪২॥
ছাওালের কথা শুনি হাসে চক্রপানি।
আখির নিমেসে কৃষ্ণ পিলেন আগুনি ॥৭৪৩॥
দেখিল বালক অগ্নি পিল নারাঅন।
উভবাহু করি নাচে সব সিস্থগন ॥৭৪৪॥
তবে নারায়ন সব সিস্থ[৯] লৈয়া।
কৈতুকে ভ্রমিঞা বুলে হরসিত[১০] হৈয়া ॥৭৪৫॥

---

১ ছাওয়াল (ঘ) ২ তীরে (খ), (গ)
৩ পলাইতে নারে (খ), (গ) ৪ পড়িলা (গ)
৫ পুড়িলা (খ) ৬ রক্ষণ (খ), বিমোচন (গ)
৭ ঠাকুর (ঘ)
৮ একবার যগুপি লোক তোমার নাম লয়।
তবে জন্ম পুনরপি পৃথিবীতে না লয়।
ইহাতে তোমার আমি সবের সঙ্গতি।
কি করিতে পারে মোর অগ্নির শকতি। (গ)
৯ শিশুগণ (খ), (ঘ) ১০ আনন্দিত (খ), (গ)

জল জন্তু স্থল জন্তু সুন্দর মূর্ত্তি[১] ধরে।
বৈষ্ণব জন জেন সেবিয়া হরিরে ।৭৪৬॥
বরিসনের ধারা পায়্যা গিরি [২]সুস্থ হৈল।
হরি সেবি লোক জেন চেতন পাইল ।৭৪৭॥
দুই দিগে বন বাড়ি পথ আৎসা[৩] দিল।
বেদ না জানিঞা জেন দিজ নষ্ট হৈল ॥৭৪৮॥
মেঘের সব্দে বিজুলি আকাসেত[৪] জাএ।
নিঙ্কন পুরুসে জেন কামিনি না ভাএ ।৭৪৯॥
মেঘের সব্দ[৪] সুনি[৪] মউর নৃত্য করে।
বৈষ্ণব জন জেন বিষ্ণু অনুসরে[৫] ।৭৫০॥
নানা[৬] বরন ধরে বন বরিসার কালে[৬]।
কৌতুকে খেলায় কৃষ্ণ ছাওালের মেলে[৭] ॥৭৫১॥

ভৈরবি

মিস্টান্ন[৮] দধি লৈয়া জমুনার তিরে।
ছাওালের সঙ্গে তথা ভূঞ্জে দামোদরে ।৭৫২।
হেন মতে খেলাএ বরিসা সমএ।
হরসি[ত] সর্ব্বলোক সরত উদএ ।৭৫৩।
আকাসে নির্ম্মল পথ পঙ্ক[৯] ঘুচিল[৯]।
হরি[১০] সেবি মন জেন নির্ম্মল হইল[১০] ॥৭৫৪॥
অগাধ জলচর জেন না[১১] জানে টুটপানি[১১]।
কুটুম্ব সেবনে[১২] জেন মরন[১৩] না মানি[১৩] ॥৭৫৫॥

১ রূপ (খ), (গ) ২ আইনা (খ)
৩ আইসে (খ), (গ) ৪-৪ সব্দেতে যেন (গ) ৫ অনুচরে (খ), (গ)
৬-৬ নানারূপ ধরে গিরি বরিসার কালে (খ) ৭ কোলে (খ), বিশালে (গ)
৮ মিষ্টান্ন (খ) ৯-৯ পঙ্কেশ মুচিল (খ); পরশে ঘুচিল (গ)
১০-১০ হরি সেবি লোক জেন নির্ম্মল হইল (খ)
১১-১১ চরে প্রচু পানি (খ) ১২ পোষণে (খ), (গ)
১৩-১৩ সুখ হেন জানি (খ); দুঃখ নাহি জানি (গ)

দৃঢ় করি সেতু[১] বান্ধে[১] কৃসকে রাখে পানি।
গোবিন্দ সেবিয়া জোগি[২] রাখএ পরানি ॥৭৫৬॥
সব[৩] তাপ সিত চন্দ্রমা হরিল[৩]।
গোবিন্দ সেবিয়া[৪] জেন গোপি[৫] তুষ্ট[৬] হৈল ॥৭৫৭॥
সরতে পুষ্প ফুটি সুগন্ধি বাত বহে।
বৃন্দাবনে বাঁসি বাএ[৭] নন্দের তনয় ॥৭৫৮॥
সুনিঞা[৮] কৃষ্ণের বেনু[৮] অদ্ভুত চরিত।
সুনিঞা বংসির নাদ জুবতি মোহিত ॥৭৫৯॥
মাথাএ মউর পুৎস[৯] কর্ন্নে পুষ্প কুঁড়ি।
নর্ত্তকের বেস কৃষ্ণ পরি পিত[১০] ধড়ি ॥৭৬০॥
ব্রজবনিতা সব দেখি মোহ জাএ।
দেখিয়া সুন্দর[১১] কৃষ্ণ প্রান স্থির নএ ॥৭৬১॥
মানুস সকতি রূপ বর্ন্নিতে না পারি।
কতেক মোহন রূপ ধরিল মুরারি ॥৭৬২॥

পাহিড়া

সরত নিবড়িল[১২] হেমন্ত উদয়ে[১৩]।
বৃজকণ্যা সব ব্রত করিতে চলএ ॥৭৬৩॥

১-১ আঁখি বান্ধি (খ) ২ যেন (খ)
৩-৩ শিশির সিতলা পানি সিত চন্দ্রমা হরিল (খ); শরতের শীত তাপ চন্দ্রমা করিল (গ)
৪ দেখিয়া (খ); পরশে (গ) ৫ যোগী (গ)
৬ হৃষ্ট (খ) ৭ রাএ (গ)
৮-৮ দেখিয়া শুনিয়া কৃষ্ণের (খ); দেখি শুনি গোবিন্দাইর (গ)
৯ পুচ্ছ (খ), পুচ্ছ (গ)
১০ রাঙ্গী (গ) ১১ সুন্দরী (খ)
১২ নিবর্ত্তি (খ); নিবৃত্ত (গ) ১৩ সময় (গ)

জমুনার কুলে বস্ত্র অলঙ্কার এড়ি।
বিবস্ত্রে স্নান করি পুজে দেবি চণ্ডি ॥৭৬৪॥
মৃত্তিকা পৃতিমা করি দেই পুষ্প পানি।
বর মাগে স্বামি হউক দেব চক্রপানি ॥৭৬৫॥
তোমার প্রসাদ দেবি হউক আমারে।
স্বামি করি দেহ মোরে নন্দের কুমারে ॥৭৬৬॥*
প্রীতিদিন জায় সভে জমুনার কুলে[১]।
পুজন্তি চণ্ডিকা[২] দেবি জমুনার জলে[৩] ॥৭৬৭॥
একদিন বস্ত্র এড়ি সব গোপিগন।
হরসিতে জলক্রীড়া করে এক মন ॥৭৬৮॥
ধিরে ধিরে গোবিন্দাই তথারে জাইয়া।
উঠিলা কদম্ব গাছে বস্ত্র রত্ন লৈয়া ॥৭৬৯॥
কথো ক্ষণে জলে হৈতে উঠে নারিগন।
কুলে উঠি না দেখিল বস্ত্র আভরন ॥৭৭০॥
হরিয়া বা কে নিল বস্ত্র অলঙ্কার।
কেমতে জাইব ঘর নাই[৪] পৃতিকার ॥৭৭১॥
এত দিন ক্রীড়া করি জমুনার জলে[৫]।
এত পরমাদ কভু নহিল আমারে ॥৭৭২॥
কংস রাজা দুরুবার তবু চোর আছে।
আচম্বিতে দেখি কৃষ্ণ কদম্বের গাছে ॥৭৭৩॥

---

* অতিরিক্ত -

তোমার চরণে মাতা এই মাগী বর।
বর দেহ স্বামি হউন দেব দামোদর ॥ (খ)

১ জলে (খ) ২ পার্ব্বতী (খ), (ঘ)
৩ কুলে (ঘ)
৪ কোন (খ) ৫ তীরে (খ), (ঘ)

কান্দে[১] বস্ত্র করিয়া হাথে অলঙ্কার[১]।
গাছে থাকী[২] হাসে নাচে নন্দের কুমার ॥৭৭৪॥
কানাঞি দেখিয়া গোপি বলে কষ্ট[৩] বানি।
কেন হেন কর্ম্ম কর নন্দের পোথানি ॥৭৭৫॥
জলেতে থাকীয়া সিতে বড় কষ্ট পাই।
দেহ বস্ত্র অলঙ্কার সভে ঘর জাই ॥৭৭৬॥
নহে বা গোহারি[৪] জাব কংস বরাবরে।
চোরবাদে জেন তোমারে সাস্তি[৫] করে ॥৭৭৭॥
আপনা চিনিঞা দেহ বস্ত্র অভরন[৬]।
বস্ত্র অভরন[৭] পরি করিব গমন ॥৭৭৮॥
দেহ বস্ত্র অলঙ্কার নন্দের নন্দনে।
বিনতি করিয়া বলি তোমার চরনে ॥৭৭৯॥
গোপির বচনে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল।
গাছ হৈতে বস্ত্র লৈয়া ভূমেতে নাবিল[৮] ॥৭৮০॥
সুন সুন কন্যাসব আমার উত্তর।
কি করিতে পারে তোমার কংস নৃপবর ॥৭৮১॥
রুষ্ট হৈয়া তোমরা জদি করিবে গোহারি।
কংসের সকতি আমার কী করিতে পারি ॥৭৮২॥
কত বির পাঠাইল আমা মারিবারে।
সভাকে মারিয়া পাঠাইলু জম ঘরে ॥৭৮৩॥
আম্যকে মাগহ জদি করিয়া ভকতি।
আমার বচন তবে সুনহ জুবতি ॥৭৮৪॥

১-১ আনন্দে বস্ত্র পরি হাতে লৈয়া অলঙ্কার (ঘ)
২ থৈক (খ)
৩ দুষ্ট (ক); কষ্ট (খ)
৪ গোহারে (খ)
৫ সাজাই করে (ঘ)
৬ অলঙ্কার (ঘ)
৭ অলঙ্কার (গ), (ঘ)
৮ উত্তরিল (খ); নাম্বিল (ঘ)

বিবস্ত্রে করহ কৃড়া[1] জমুনার জলে।
এই অপরাধে[2] ব্রত হইব বিফলে॥৭৮৫॥
জদিবা সফল ব্রত হইব তোমার।
কুলে উঠি বস্ত্র লেহ করি নমস্কার॥৭৮৬॥
কৃষ্ণের বচনে সভে লাজে[3] হেট মাথা[3]।
কি করিব সব সখি বল[4] বুদ্ধি কথা[4]।৭৮৭॥
সিতে কম্পমান সভে জলে স্থির নহে।
না সুনিলে কানুর বোল প্রান নাহি রহে॥৭৮৮॥
ত্রাসে সিতে নারিগন অনুমান[5] করি।
কুলে উঠে নারিগন লর্জ্জা পরিহরি।৭৮৯॥
দক্ষিন হস্ত গোপিগন স্তন আৎসা দিয়া।
বাম হস্তে জোনি[6] ঢাকী লর্জ্জা তো পাইয়া।৭৯০॥
একত্র হইয়া তবে সব গোপিগন।
ধিরে ধিরে বস্ত্র লিতে করিল গমন।৭৯১॥
দেখিয়াত হাসে কৃষ্ণ কান্দে বস্ত্র লৈয়া।
ঝাঁট[7] চলি আস্য সভে বস্ত্র লেহসিয়া[7] ॥৭৯২॥
দর্প করি জত বোল বলিলে আমারে।
কর জোড় করি দোস ক্ষমতোঁ তোমারে॥৭৯৩॥
কৃষ্ণের বচন দড়[8] সুনিএগ জুবতি।
জোড় হাত করি সভে করিল প্রনতি॥৭৯৪॥
দেখিয়া সভার অঙ্গ হাসে[9] গোবিন্দাই[9]।
কৌতুক[10] পাইয়া কৃষ্ণ সভাপানে চাই[10] ॥৭৯৫॥

---

১ প্রান
২ পাপে (ঘ)
৩-৩ হেট মাথা করি (ঘ)
৪-৪ অনুমান করি (ঘ)
৫ অভিমান (ঘ)
৬ নাভি (খ) ; ভগ (ঘ)
৭-৭ চিনিয়া আপন বস্ত্র লহত আসিয়া (খ)
৮ হেট (ঘ)
৯-৯ হাস্ত উপজিল (খ)
১০-১০ জনম দরিদ্র যেন কত রত্ন পাইল (খ) ;
পরম হরিষে হরি সবাপানে চাহি (ঘ)

দেখিয়া সভার অঙ্গ আনন্দ হইল।
হাথে[১] হাথে একে একে সভার বস্ত্র দিল[১] ॥৭৯৬॥
বস্ত্র অলঙ্কার[২] পায়া সব গোপিগন।
আনন্দিত[৩] হৈয়া সভে করিলা গমন[৩] ॥৭৯৭॥
কন্যাগন ঘর[৪] জায় হরসিত হৈয়া।
কৃষ্ণের চরিত্র পথে[৫] কহিয়া কহিয়া ॥৭৯৮॥
কৃষ্ণ ছাড়িয়া গোপির আন নাহি মনে।
গুনরাজ খাঁন বলে[৬] গোবিন্দ চরনে ॥৭৯৯॥

রামক্রী রাগ

বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া নন্দের নন্দন[৭]।
লড়িলা[৮] ভাণ্ডিরে তবে জথা সিসুগণ[৮] ॥৮০০॥
সব ছাওাল[৯] তথা নানা ক্রিড়া করে।
শ্রাস্ত[১০] হৈয়া সিসুগণ বলে দামোদরে ॥৮০১॥
সুন সুন রামকৃষ্ণ আমার বচন।
খুধা বড় পাইলেক করাহ ভোজন ॥৮০২॥
ছাওাল বচন সুনি দেব শ্রীহরি।
কোথা গেলে পাব অন্ন অনুমান করি ॥৮০৩॥

১-১ কতাকে সভার বস্ত্র হাতে হাতে দিল (খ);
এক হাতে এক হাতে সভার বস্ত্র দিল (গ)

২ অম্বর (গ)
৩-৩ আনন্দিত হৈল তবে সভাকার মন (খ)
৪ চলি (গ), (ঘ)
৫ সবে (খ)
৬ ভণে (ঘ)
৭ গোপাল (খ), (ঘ)

৮-৮ লড়িল ভাণ্ডিরে কথা সকল ছাওাল (খ);
লড়িলা ভাণ্ডির বনে যথা ছাওয়াল (ঘ)

৯ বৎস (খ); আর (ঘ)
১০ শ্রান্ত (ঘ)

জোগ[1] নিদ্রা মনে করি চিন্তিল উপায়।
অঙ্গিরস নামে মুনি জজ্ঞ করয় ।৮০৪॥
তথা অন্ন আন গিয়া খাউক সর্ব্বজনে।
জানিঞা সকল তত্ব বৈল নারায়নে ।৮০৫॥
শ্রীদাম গোপেরে বৈল সুনহ বচন।
চলহ[2] জজ্ঞ জথা করএ ব্রাহ্মন[2] ।৮০৬॥*
আমার নাম করিয়া অন্ন আনহ মাগিয়া।
দিবেক প্রচুর অন্ন ঝাট আন গিয়া ।৮০৭॥
কৃষ্ণের বচনে[3] জায় কথো[4] সিসুগণ[4]।
জজ্ঞসালে[5] জজ্ঞ জথা করএ ব্রাহ্মণ[5] ।৮০৮॥
প্রণাম[6] করিয়া বলে দিজের চরনে।
দুইকর জুড়ি সিসু করে নিবেদনে ।৮০৯॥
মোর বোলে অবগতি কর দিজবর।
বোল দুই চারি তোমায় করিব গোচর[6] ।৮১০॥
নন্দের নন্দন দুই কানাঞি বলাই।
প্রণাম[7] করিয়া পাঠাইল তোমার ঠাঞি[7] ॥৮১১॥
দুইভাই বাছুর রাখি জমুনার তিরে।
খুধাতুর[8] হৈয়াছে দুহাঁর সরিরে ।৮১২॥

---

১ ধ্যান (খ)
২ ২ চল গ হ যজ্ঞ যথা করে বিপ্রগণ (গ)
* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।
৩ আজ্ঞায় (খ)
৪ ৪ সিসু চারি পাঁচ (খ)
৫ ৫ ব্রাহ্মণ সদনে গিয়া একত্রিতে আছে (খ)
৬-৬ প্রণাম করিয়া কৈল যুড়ি দুই কর।
বোল দুই চারি বল শুন দ্বিজবর॥ (গ)
৭ ৭ প্রণাম জানাই তার সব বিপ্র ঠাঞি (খ)
৮ ক্ষুধাযুক্ত (গ)

তোমরা[১] করিছ জজ্ঞ[১] দুভাই স্থনিঞা।
বলিলেন অন্ন কীছু আনহ মাগিয়া ॥৮১৩॥
অন্ন[২] মাগিলেন কৃষ্ণ তোমার সদনে[২]।
অন্ন দিলে লৈয়া জাই স্থনহ ব্রাহ্মনে ॥৮১৪॥
না স্থনিল দিজবর তাহার বচন।
জন্মান্তরে[৩] নাহি সেবে গোবিন্দ[৪] চরন ॥৮১৫॥
না স্থনিল বোল কেহো না দিলেক ভাত।
লেউটিয়া আইলা সিস্থ জথা জগন্নাথ ॥৮১৬॥
না দিলেক ভাত দিজ কহি কৃষ্ণ ঠাঁই।
স্থনিঞা হাসিলা তবে[৫] রামগোবিন্দাই[৫] ॥৮১৭॥

মল্লার রাগ

আমার বচন জদি[৬] নাকর লঙ্গন।
আর বার জায়[৭] সিস্থ স্থনহ বচন ॥৮১৮॥
জেখানে রন্ধন করে বিপ্রের নারিগন।
তা সভারে কহ গিয়া আমার বচন ॥৮১৯॥
নন্দের নন্দন রাম কানু দুই ভাই।
অন্ন মাগি[৮] পাঠাইল তোমা সভার ঠাঁঞি ॥৮২০॥
ইহা বলি অন্ন মাগিহ মোর নাম করি।
পাইবে প্রচুর অন্ন দিব বিপ্রনারি ॥৮২১॥
স্থনিঞা কৃষ্ণের বোল জায় আরবার।
সত্বরে পাইল গিয়া জজ্ঞের দুয়ার ॥৮২২॥

১-১ তোমার যজ্ঞের শব্দ (ঘ) ২-২ এ বলিল আমা সবায় পাঠায় নারায়ণে (ঘ)
৩ সমাদরে (গ) ৪ কৃপাময় (ঘ)
৫-৫ কানাই বলাই (খ); রামকৃষ্ণ দুই ভাই (ঘ)
৬ শিশু (ঘ) ৭ যাহ (খ), (ঘ)
৮ মাগিতে (খ)

ধিরে ধীরে গেলা জথা রান্ধএ ব্রাহ্মণি।
নিভৃতে বলিল সুন সব ঠাকুরাণি।৮২৩॥
রাম কৃষ্ণ দুইভাই বাছুর রাখিয়া।
পাঠাইল তোমা সভার ঠাঁঞি অর্ন্ন মাগিয়া॥৮২৪॥
দেহত বিসিস্ট অর্ন্ন সুন নারিগণ।
খাইয়া জে¹ তুস্ট হএন রাম নারায়ণ॥৮২৫॥
সুনিঞা সিশুর বোল দিজের রমণি।
আজি সুপ্রভাত বুঝি² পুহাইল² রজনি॥৮২৬॥
ভারাবতারনে³ রামকৃষ্ণ অবতারে।
মাগিয়া পাঠাইল অর্ন্ন তৃদশ ইস্বরে³ ৮২৭॥
সফল হইল জর্ম সুন নারিগন।
আজি⁴ সে দেখিব সভে কৃষ্ণের চরন⁴ ॥৮২৮॥
বিবিধ প্রকারে অন্ন বেঞ্জন লইল।
হাথে থাল করি সব ব্রাহ্মনি চলিল॥৮২৯॥
কোথা জাসি কোথা জাসি করি উচ্চস্বরে⁵।
ভাই বন্ধু নিসেদিল রহাবার⁶ তরে⁶ ॥৮৩০॥
সসুর সাসুড়ি স্বামি সভে নিসেদিল।
তা সভার বোল তারা কানে না সুনিল॥৮৩১॥

---

১ যেন (খ), (ঘ)

২-২ মোরে হইল (খ); কিবা পোহাল (ঘ)

৩-৩ (খ) পুথির পাঠ :—

ভারাবতারনে রামকৃষ্ণ অবতার।
সে দুঁহে মাগিল অর্ন্ন তোমা সে আমার॥
জে বলুক সে বলুক [illegible] বিস্তর।
দেখিতে গিয়া চল রামদামোদর॥

৪-৪ অর্ন্ন লয়া দেখি গিয়া কৃষ্ণের চরণ (খ);
অন্ন নিয়া দেখি গিয়া গোবিন্দ চরণ (ঘ)

৫ উচ্চস্বরে (খ), (ঘ)

৬-৬ নিষেধে বাপ মায় (খ), (ঘ)

কুৰ্দ্ধহৈয়া[১] গুরুজন পথ আগুলিল।
ধরাধরি এড়াইয়া[২] সত্বরে চলিল ॥৮৩২॥ ※
গুরু গর্ব্বিত কেহো রাখিতে নারিল।
ঠেলাঠেলি করি সব ব্রাহ্মনি চলিল ॥৮৩৩॥
হাথে থালে অন্ন লৈয়া সব দিজনারি।
ব্রজসিন্ধু[৩] সঙ্গে গেলা জথাত শ্রীহরি[৩] ॥৮৩৪॥
একভাবে[৩] চিন্তি[৪] সভে গোবিন্দচরন।
তা সভাকে দেখিয়া তুষ্ট[৫] হৈলা[৫] নারায়ন ॥৮৩৫॥
তা সভারে স্নেহ করি নন্দের নন্দন।
সদয় হইয়া কীছু বলিল বচন ॥৮৩৬॥ *
কেন হেন সাহস করিলে দিজনারি।
আপনে আইলা কেন জজ্ঞ পরিহরি ॥৮৩৭॥
স্ত্রী হৈয়া এতদূর করিলে গমন।
না[৬] লিবেক তোমারে জ্ঞাতি বন্ধু জন[৬] ॥৮৩৮॥
গোবিন্দ বচন স্তুনি সব নারিগনে।
হাসিয়া বলিল সভে গোবিন্দ চরনে ॥৮৩৯॥ †

১ ক্রোধ করি (খ) ২ ছাড়াইয়া (গ)

※ (খ) পুথিতে ৮৩২, ৮৩৩ পদের স্থলে এই পদ আছে :—

উন্মত্ত চিত্ত হৈয়া সবেত চলিল।
সত্বরেত গিয়া গোবিন্দ চরণ দেখিল॥ (খ)

৩ ৩ দাঁড়াইল গোবিন্দ ঠাঁই গিয়া এক সাথী (খ)

৪ ৪ এক চিত্তে ভাবে (খ) ৫-৫ বলিল (গ)

* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

৬ ছাড়ি সব তোমার কুটুম্ব পরিজন (খ);
ছাড়িলেক তোমাকে স্বামী যত বন্ধুজন (গ)

† (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

কি করিব স্বামী পুত্র সব বন্ধুজন।
তোমার স্মরণে যুচে সকল বন্ধন।
না নিহে স্বামী মোর সেই ভাল হইল।
তোমার চরণ-পদ্ম দরশন পাইল।

তুমি স্মামি তুমি পুত্র তুমি বন্ধুজন।
তুমি ইষ্ট তুমি মৈত্র দেব নারায়ন ॥৮৪০॥

বেলোয়ার রাগ

কী করিব ঘরদ্বার সব মায়াবন্ধ।
তুমি সবে সত্য আর মিথ্যা সব ধন্ধ ॥৮৪১॥
তোমাকে[১] জানে হেন কে আছে সংসারে[১]।
মহিমা বলিতে তোমার অনন্ত না পারে ॥৮৪২॥
সিব শুখ নারদ প্রসাদ[২] দৈত্য সিসু।
তোমার[৩] মহিমা তারা গাএ কীছু কীছু[৩] ॥৮৪৩॥
ব্রহ্মা[৪] সনকাদি তারা অন্ত নাহি পাএ[৪]।
উদ্দেসে তোমার[৫] গুন ভক্ত সব গাএ ॥৮৪৪॥
হেন নারায়ন তুমি নররূপ ধরি।
বৃন্দাবনে ব্রজসিসু[৬] লৈয়া কৃড়াকরি[৬] ॥৮৪৫॥
হেন[৭] মতে তোমা চিন্তি দেখি হেন মনে।
কৃপা করি অন্ন মাগিলে নারায়নে[৭] ॥৮৪৬॥
তেঞিসে দেখিল প্রভু তোমার চরন।
সফল[৮] হইল আজি আমার জনম[৮] ॥৮৪৭॥
দ্বিজ নারির বোল শুনিঞা গদাধর।
প্রনাম[৯] করিয়া বৈল মধুর উত্তর[৯] ॥৮৪৮॥

১-১ তোমাকে জানয় সব এ সব সংসারে (ঘ)
২ প্রহ্লাদ (গ)
৩-৩ সনক সনাতন রূপ জানে কিছু কিছু (ঘ)
৪-৪ ব্রহ্মা আদি মুনি যার অন্ত নাহি পায় (ঘ)
৫ তার (ঘ)
৬-৬ ক্রীড়া কর আপনি শ্রীহরি (ঘ)
৭-৭ কেমনে দেখিব তোমা চিন্তি মনে মনে।
কত তপ ফলে তোমা দেখিনু নয়নে ॥ (ঘ)
৮-৮ জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ (ঘ)
৯-৯ সদয় হইয়া তারে দিলেন উত্তর (ঘ)

স্ত্রি হৈয়া এত তুমি করিলে সাহস।
আসিতে এথাকে না গুনিলে অপজস ॥৮৪৯॥
আমা বিসএ তোমার হেন[১] দৃঢ় মতি[১]।
গৃহ ছাড়ি অন্ন লৈয়া আইলে সিগ্রগতি ॥৮৫০॥
না ছাড়িব তোমারে কেহো ভ্রাতৃ[২] বন্ধু পতি।
আমার প্রসাদে হব উত্তম গতি ॥৮৫১॥
আমার প্রসাদে স্মৃতি থাকীব তোমারে।
এত বলি বিপ্রনারি পাঠাইল ঘরে ॥৮৫২॥
মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গেত বনে অন্ন আনি।
ব্রাহ্মন সম্মাদ রচে শ্যামদাস বানি ॥৮৫৩॥ *
লড়িলা সকল নারি হরসিত মনে[৩]।
গোবিন্দেরে[৪] অন্ন দিয়া গেলা নিজ স্থানে[৪] ॥৮৫৪॥
স্থনিঞা ব্রাহ্মন সব নারির বচন।
অভাগ্য করিয়া মানে আপন জিবন ॥৮৫৫॥
কেন তপ করিল কেন পড়িল অম্বরে[৫]।
স্ত্রির[৬] সমান বুদ্ধি নহিল আমারে[৬] ॥৮৫৬॥
গোসাঞির[৭] মায়াতে চিত্ত স্থির নহিল।
সংসার বিষএ মোরা কৃষ্ণ পাসরিল[৭] ॥৮৫৭॥
বিসাদ করিয়া দিজ করে আত্মঘাই।
কংস ভএ নাঞি গেলাঙ গোবিন্দের ঠাই ॥৮৫৮॥

১-১ এত বড় আরতি (ঘ)　　২ মাতৃ (খ)
* ৮৫৩ নং পদটি (গ) পুথিতে নাই।
৩ হইয়া (ঘ)
৪-৪ ঘর গেলা সব নারী গোবিন্দে অন্ন দিয়া (গ)
৫ অক্ষরে (খ), (ঘ)
৬-৬ নারীর সমান বুদ্ধি নহিল শরীরে (ঘ)
৭-৭ গোসাঞী মাগিল তাত ইহা না শুনিল।
গোবিন্দ মায়াতে চিত্ত স্থির না হইল। (ঘ)

এত[১] বলি বিপ্রনারি অত্তেক্ষেপ করে।
এথা সেই অন্ন লৈয়া রামদামোদরে ॥৮৫৯॥
জমুনার কুলে বসি সব ছাওালে।
ভূঞ্জিয়া সকল অর্ন্ন চলিলা গোপালে[১] ॥৮৬০॥
কৃষ্ণের চরিত্র নর সুন এক মনে।
অন্তকালে জাবে নর বৈকুণ্ঠভূবনে ॥৮৬১॥
স্রবনে সন্তোস[২] দুঃখ সোক নাহি রহে।
গুনরাজ খান বলে[৩] কৃষ্ণের বিজয়ে[৩] ॥৮৬২॥

কৌরাগ

হেন মতে কথোকালে রাম গোবিন্দাই।
ইন্দ্র জজ্ঞ সম্ভ্রম হইল তথাই ॥৮৬৩॥
নন্দ আদি গোপ জত একত্র হইয়া।
করিব ইন্দ্রের পুজা উপহার লৈয়া ॥৮৬৪॥
ঘোসনাত দিল নন্দ সকল নগরে।
দধিদুগ্ধ মিষ্টার্ন্ন লইয়া সত্বরে ॥৮৬৫॥
লড়িলা জমুনা কুলে ইন্দ্র পুজিবারে।
তা দেখিয়া হাসি কীছু বৈল গদাধরে ॥৮৬৬॥
কার পুজা কর গোপ[৪] বলহ[৪] আমারে।
কোথা জাহ সজ্জ[৫] লৈয়া[৫] কাহা পুজিবারে। ৮৬৭॥

---

১ ১ ইহা বলি বিপ্র সব আক্ষেপ না করি।
অন্ন করি গেলা সবে যার যেই পুরি॥
এথা সেই অন্ন লইয়া রাম দামোদরে।
সব শিশু মিলি বসি জমুনার তীরে॥
ভুঞ্জিয়া সকল অন্ন নড়িলা গোপালে।
সব ছাওয়াল লইয়া খেলে নন্দলালে॥ (ঘ)

২ অমৃত (ঘ)
৩-৩ শুনে গোবিন্দ চরণে (ঘ)
৪-৪ বাপ কহনা (গ)
৫-৫ সাজাইয়া (ঘ)

কৃষ্ণের বচন স্তুনি নন্দ গোওাল।
কহিএ সকল কথা স্তুনহ গোপাল ॥৮৬৮॥
গোপজাতি চাহি আমি গরুর[১] পোসন।
ভালমতে ঘাস হৈলে জিএত গোধন ॥৮৬৯॥
বিনি বৃষ্টে ঘাস নহে স্তুন দামোদর[২]।
বৃষ্টির কারনে পুজি দেব পুরন্দর ॥৮৭০॥
তাঁর পুজা করি আমি সকল সমএ।
তুস্ট হৈয়া ইন্দ্র[৩] তবে[৩] ভাল বরিসএ ॥৮৭১॥
তে কারনে ইন্দ্র পুজি জমুনার কুলে।
তাহার প্রসাদে গরু থাকএ কুসলে ॥৮৭২॥
কহিল সকল কথা স্তুন দামোদর।
বসিয়া[৪] দেখহ পুজি দেব পুরন্দর[৪] ॥৮৭৩॥
বাপের বচন স্তুনি হাসেন চক্রপানি।
কোথাহ না স্তুনি ইন্দ্র বরিসএ পানি ॥৮৭৪॥
বিধাতা লেখিল কর্ম্ম সেইস হইব।
কাহার সকতি তাহা অধিক করিব ॥৮৭৫॥
হেন বিপরিত কেবা তোমাকে বুঝাইল।
গোসাঞির নিবন্ধ জেবা[৫] কে ঘুচাইল[৫] ॥৮৭৬॥
ছাওাল জ্ঞান জবে না কর আমারে।
বোল দুই চারি আমি বলিএ তোমারে ॥৮৭৭॥
কোথা বা বৈসহ তুমি কোথা পুরন্দরে।
কেমনে পুজা খায়্যা কেমতে হিত করে ॥৮৭৮॥
জে তোমায় বুঝাইল তাহার নাহিক চেতন।
তাহা হৈতে হিত[৬] তাহা[৬] না জানে কোন জন ॥৮৭৯॥

---

১ গোধন (খ)   ২ গদাধর (খ)
৩-৩ ইন্দ্ররাজ (খ), (ঘ)
৪-৪ বসিয়া হরিবে দেখ পুজি পুরন্দর (ঘ)
৫-৫ তবে কেবা ঘুচাইল (গ)   ৬-৬ ভাল হয় (ঘ)

গোপজাতি[১] আমরা অরণ্যে করি ঘর[১]।
আমার সহায় গোবর্দ্ধন গিরিবর ।৮৮০॥
উহার প্রসাদে গরু সুখে ঘাস খাইয়া।
আপন ইৎসায় সুখে থাকেত সুতিয়া ॥৮৮১॥
জবে মন্দ করে গিরি সহস্র সিখরে।
এক গ্রাস পেলিয়া গরু চাপিয়াত মারে ।৮৮২॥
ইহা এড়ি পুজ কেন দেব পুরন্দর।
পর্ব্বত মারিলে কি করিব সুরেস্বর ॥৮৮৩॥
ভাল ভাল বলি[২] উঠে সকল গোওাল।
ভাল কথা কহিলেক নন্দের ছাওাল ॥৮৮৪॥
চল চল নন্দঘোস চল[৩] সেই ঠাঞি।
পর্ব্বত পুজিতে ভাল বলিল কানাঞি ॥৮৮৫॥
এক চিত্ত হইয়া জায়ে সব গোপগনে।
ছাড়িল ইন্দ্রের পুজা কৃষ্ণের বচনে ॥৮৮৬॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত অন্ন উপহার লইল।
পর্ব্বত[৪] পুজিতে সব গোওালা চলিল[৪] ॥৮৮৭॥
পর্ব্বত[৫] পুজিব সভে হরসিত হৈয়া[৫]।
রাম[৬] কৃষ্ণ দুই ভাই সঙ্গতি করিয়া[৬] ॥৮৮৮॥
তবে দেব দামোদর মনেতে গুনিল।
এক মুর্ত্তি গোপসঙ্গে তথাই রহিল ॥৮৮৯॥
আর এক মুর্ত্তি হৈয়া পর্ব্বত উপরে।
মুর্ত্তিমান পর্ব্বত দেখিল সংসারে ॥৮৯০॥
গোওালা লইয়া গেল জত উপহার।
দধি দুগ্ধ মিষ্টাই[৭] জতেক পৃকার ।৮৯১॥

১-১ গোয়ালা তো জাতি আমি অরণ্য করি ঘর (ঘ)
২ করি (ঘ) ৩ যাই (ঘ)
৪-৪ কৃষ্ণের সহিত গিরি পুজিতে চলিল (ঘ) ৫-৫ পুজিল পর্ব্বত গোপ হরষিত হইয়া (গ)
৬-৬ কৃষ্ণ বলভদ্র দু'ভাই সহায় করিয়া (ঘ) ৭ মিষ্টান্ন (খ); মিষ্ট অন্ন (ঘ)

পর্ব্বত[১] রূপধরি কৃষ্ণ সকল ভুঞ্জিল[১] ।
দেখিয়া গোওালা সব চমৎকার পাইল[২] ॥৮৯২॥
নন্দের[১] নন্দন কৃষ্ণ ভাল বোল বৈল ।
তাহার বোলেতে সভে পর্ব্বত পুজিল ॥৮৯৩॥
হেন অদ্ভুত আর কোথাহ না দেখিল ।
সাক্ষাৎ হইয়া পর্ব্বত মোর পুজা খাইল ॥৮৯৪॥
পর্ব্বত হইয়া ধরে মানুসের রূপ ।
খাইল সকল দ্রর্ব্য দেখিল সরূপ[*] ॥৮৯৫॥
এত কাল ইন্দ্র পুজি কভু না দেখিল ।
প্রত্তক্ষ হইয়া কভু দর্ব্য না খাইল ।৮৯৬॥
ভাল ভাল সুভ হৈল গোকুলে এত কালে ।
পর্ব্বত পুজিতে বৈল নন্দের গোপালে ॥৮৯৭॥
মুর্ত্তিমানে[১] খাইল জতেক উপহার ।
এত দিনে সুভ জোগ হইল আমার[১] ॥৮৯৮॥
প্রদক্ষিন করি গিরি সভে ঘর জাই ।
হাসিতে হাসিতে তবে চলে দুই ভাই ॥৮৯৯॥

---

১ ১ পর্ব্বতের রূপ হৈয়া কানাঞী ভুঞ্জিল (খ)
২ হইল (খ)

১ ১ এখানে (খ) পুথির পাঠ এইরূপ :—

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ ভাল বোল বৈল ।
হেনক অদ্ভুত আর কভু না দেখিল ।
পর্ব্বত হইয়া মানুষরূপ হইল ।
এতকাল পুজি ইন্দ্র কভু না দেখিল ।
প্রত্যক্ষ হইয়া দ্রব্য কভু না খাইল ।
দেখিয়া গোয়ালা সব জ্ঞান উপজিল ॥

মুর্ত্তিমান হৈয়া গিরি সকল ভুঞ্জিলে ।
এত কালে শুভ দিন হইল গোকুলে । (গ)

পাহিড়ারাগ

ভাঙ্গিল ইন্দ্রের পূজা কৃষ্ণের বচনে।
সুনিঞা[১] ইন্দ্রের বড় কোপ হৈল মনে[১] ॥৯০০॥
হের নন্দঘোস দেখ কৃষ্ণ লক্ষ হৈয়া।
ভাঙ্গিলেক মোর জজ্ঞ পর্ব্বত পুজিয়া ॥৯০১॥
খাইল সকল কৃষ্ণ জত উপহার।
আমারে করিল হেলা নন্দের কুমার ॥৯০২॥
ভারাবতারনে কৈল গোকুলে অবতার।
ভাঙ্গিল আমার পূজা করি অহঙ্কার ॥৯০৩॥
করিব গোকুল নাস করি[২] অনুমান।
কেমনে গোকুল রাখে নন্দের পোকান[৩] ॥৯০৪॥
অনেক করিয়া কোপ দেব পুরন্দর।
জত মেঘ জত বাউ[৪] ডাকীল সত্বর ॥৯০৫॥
সমুদ্রের জল লৈয়া সকল গোকুলে।
বরিসনে পুর জেন[৫] না জানি স্থল জলে ॥৯০৬॥
আবর্ত্ত সাম্বর্ত্ত[৬] মেঘ দ্রোন[৭] পুস্কর।
চৌসষ্ঠি মেঘ লৈয়া লড়হ[৮] সত্বর ॥৯০৭॥
উনপঞ্চাস বাউ[৯] সঙ্গে দিল তার[৯]।
বাউ মেঘে আবর গিআ[১০] গোকুল নগর[১০] ॥৯০৮॥
প্রলয়কারন[১১] হেন বাউ উপজিল।
গোকুলের ঘরদ্বার বৃক্ষসে[১২] ভাঙ্গিল ॥৯০৯॥

১-১ শুনি পুরন্দর তবে ক্রোধ করে মনে (ঘ)
২ কহিল (ঘ)
৩ পুত্র কান (ঘ)
৪ জল (ঘ)
৫ গিয়া (ঘ)
৬ সাবর্ত্ত (ঘ)
৭ দোণাদি (ঘ)
৮ চলহ (ঘ)
৯-৯ বায়ু দিল সংহতি তোমারে (ঘ)
১০-১০ বৃন্দাবন পুরে (ঘ)
১১ প্রলয় কালের (ঘ)
১২ সকল (খ), (ঘ)

মেঘ[১] ধুলাএ হৈল ঘোর অন্ধকার[১] ।
দিবারাত্ৃ নাহি জানি[২] রবির প্রচার ॥৯১০॥
দেখিয়াত নন্দ ঘোস জত গোপগন ।
অকালেত[৩] এত কভূ নহে বরিসন ॥৯১১॥
মুসলধারাএ বৃষ্টি অনেক[৪] হইল ।
না জানিএ জলস্থল সকল পুরিল ॥৯১২॥
ভাসিয়া বেড়ায়[৫] লোক গোকুলে জত বৈসে ।
সিতে বাতে মরে লোক পাইয়া তরাসে ॥৯১৩॥
বজ্রাঘাত[৬] জত মেঘেতে মারিল[৬] ।
বজ্রাগ্নি[৭] হৈতে[৭] সব গোকুল পুড়িল ॥৯১৪॥
কোপে ইন্দ্র বরিসএ গোকুল নগরে ।
জন্তু নাস করিল[৮] তার[৮] কৃষ্ণের উদ্বরে ॥৯১৫॥
কেমনে পাইব রক্ষা চিন্তে মনে মনে ।
সকল গোকুল লৈল কৃষ্ণের স্মরনে ॥৯১৬॥
তোমার বচনে ইন্দ্রের[৯] জন্তু নাস কৈল ।
তাহার কারনে ইন্দ্র এত কোপ[১০] কৈল ॥৯১৭॥
তেঞি সে বরিসে ইন্দ্র লৈয়া মেঘগন ।
মজিল গোকুল আজি না[১১] দেখি রক্ষন[১১] ॥৯১৮॥
তোমা[১২] বিগুমানে এত পরমাদ হএ ।
পিড়া পাইয়া লোক কৃষ্ণ স্মরন লএ[১২] ॥৯১৯॥

১-১ বায়ু মেঘে ধূলায় হইল অন্ধকার (গ) ২ তথা (গ)
৩ আকালেতে (খ, ঘ) ৪ বিস্তর (গ)
৫ বুলয় (ঘ) ৬-৬ বজ্রাঘাত ইন্দ্র যত মেঘেতে মারিল (খ)
৭-৭ বজ্রের অগ্নিতে (ঘ) ৮-৮ কৈল তারে (গ)
৯ কৃষ্ণ (ঘ) ১০ ক্রোধ (গ)
১১-১১ তাহার কারণ (গ)
১২-১২ মজিল গোকুল আজি নাহিক উপায় ।
তুমি বিগুমানে এত পরমাদ হয় ॥ (গ)

তুমিত সভার নাথ গোকুল অধিকারি।
তোমার বচনে ইন্দ্রের জজ্ঞ নাস করি ॥৯২০॥
কোপে ইন্দ্র বরিসএ মারিবার তরে।
কেমতে পাইব রক্ষা বলহ আমারে ॥৯২১॥
হের মরে গাবি সব সিতেত কাঁপিয়া।
বৎস[১] কোলে করি আছে হেটমাথা হৈয়া ॥৯২২॥
অনেক মরিল গাবি বাত বরিসনে।
নষ্ট হৈল বৃন্দাবন তোমার কারনে ॥৯২৩॥
সকল গোকুল কান্দে করি গণ্ডগোল।
মাথে[২] হাত দিয়া কান্দে করি মোহারোল[২] ।৯২৪॥
কি করিলি নন্দ ঘোস ছাওাল বচনে।
কোপে আসি করে ইন্দ্র সভার মরনে ॥৯২৫॥
দেখিল প্রমাদ কৃষ্ণ গোকুল নগরে।
মনে মনে চিন্তি তবে দেব দামোদরে[৩] ॥৯২৬॥
বুদ্ধি নাহি ইন্দ্র করে আমা সনে বাদ।
আজি পাঠাইব তারে দিয়া অবসাদ ৯২৭॥
লাফ দিয়া গেলা জথা গোবর্দ্ধন গীরি।
নখে[৪] বিদারিয়া[৪] পর্ব্বত মাঝে ধরি ॥৯২৮॥
ধরিআত টান দিল দেব গদাধর।
মূলে[৫] হৈতে উপাড়িয়া তুলে গিরিবর[৫] ॥৯২৯॥
ছত্র[৬] হেন পর্ব্বত রহিল তথাই।
বাম হস্ততলে দিয়া তুলিল কানাঞি ॥৯৩০॥

---

১ বাছা (ঘ)
২-২ মাথায় হাতে কান্দে নন্দ করি মহারোল (ঘ)
৩ গদাধরে (ঘ)
৪ ৪ নখরে ধরিয়া পর্ব্বত (ঘ)
৫-৫ মূলে হইতে উপাড়িল গোবর্দ্ধন গিরিবর (ঘ)
৬ ছাতা (ঘ)

ডাকদিয়া বলে তবে দেব দামোদরে।
না করিহ ভয় কেহো[1] রাখিব সভারে ॥৯৩১॥
উভেচারি জোজন পর্ব্বতের তলি।
আড়ে চৌদ্দকোস বঠে গোবর্দ্ধন গিরি ॥৯৩২॥*
গোকুলে[২] জতেক বৈসে নর পসুগন।
পর্ব্বতের তলে আসি হরসিত মন[২] ॥৯৩৩॥
পর্ব্বত[৩] পড়িব গাএ মনে না ভাবিহ।
নিশ্চিন্দে থাকহ সভে চিন্তা না করিহ[৩] ॥৯৩৪॥
গোওালা গোধন গোকুলে জত বৈসে।
থাকীল[৪] পর্ব্বত তলে মনের হরিসে[৪] ৯৩৫॥
নাহি দেখি মেঘ বাত[৫] নাহি বরিসন।
আনন্দিত[৬] হৈয়া রহে গোপগোপিগন[৬] ॥৯৩৬॥
পর্ব্বত উপরে ইন্দ্র হস্তিতে চড়িয়া।
সাতদিন সিলাবৃষ্টি করিল আসিয়া ॥৯৩৭॥
পর্ব্বতের গাছে পালা জতেক আছিল।
সিলা বজ্রাঘাত হৈতে স[ক]ল ভাঙ্গিল ॥৯৩৮॥
বরিসএ পুরন্দর মুসল ধারা করি।
রাখিল গোকুল কৃষ্ণ পর্ব্বত মাঝে ধরি ॥৯৩৯॥

---

১ কিছু (খ)

* ৯৩২ সংখ্যক পদটি (গ) পুথিতে নাই।

২-২ গোকুলের যত আছে নর পশুগণ।
পর্ব্বতের তলে আসি রহে সর্ব্বজন ॥ (খ)

৩-৩ পর্ব্বত পড়িবে গায় মনে না করিহ।
নিশ্চিন্তে থাকত সব মনে ভয় না করিহ ॥ (খ)

৪-৪ থাকিয়া পর্ব্বত তলে পরম হরিসে (খ)

৫ বায়ু (খ)

৬-৬ নাহি শিলা বজ্রাঘাত বায়ুর বাজন (খ)

সাতদিন বরিসন[1] গোকুল নগরে।
পর্ব্বতের তলে ইন্দ্র কী করিতে পারে ॥৯৪০॥*
অবসাদ পাইল সকল বাউগন[2]।
খণ্ডিল[3] সভার ভয় বাত বরিসন[3] ॥৯৪১॥
উঠিল সকল লোক দেখি গদাধর।
নিজস্থানে তেনমতে রাখিল গিরিবর ॥৯৪২॥
কৃষ্ণের মোহত্ব দেখি সকল গোওাল।
স্বরূপে মানুস নহে নন্দের ছাওাল ॥৯৪৩॥

---

১ বরিসয়ে (ঘ) ২ মেঘগনে (ঘ)

৩-৩ কান্দিতে কান্দিতে বলে ইন্দ্রের চরণে (গ)

* ৯৪০ ও ৯৪১ সংখ্যক পদ (গ) পুথিতে নাই। ইহার পরিবর্ত্তে এবং ৯৪২ সংখ্যক পদের স্থানে নিম্নলিখিত পদগুলি রহিয়াছে :—

শুন শুন ইন্দ্ররাজ করি পরিহার।
গোকুলে যতেক কৈল কি কহিব আর॥
সাত দিন শিলাবৃষ্টি করিল গোকুলে।
পর্ব্বত ধরিয়া পুরি রাখিল গোপালে॥
অনেক যতনে কিছু করিতে নারিল।
মানুষ হইয়া হরি গোকুলে রাখিল॥
ছাওয়াল হইয়া কৃষ্ণ হেন কর্ম্ম করে।
বাম হস্ত দিয়া পর্ব্বত তুলিয়াত ধরে।
কোন কর্ম্ম করিতে নারিল বলিল তোমারে।
নাহি জল নাহি বল শুন পুরন্দরে।
এতেক শুনিয়া ইন্দ্র গুনি মনে মনে।
খণ্ডিল সকল কোপ হইল চেতনে॥
ভারাবতারণে হৈল দেবচক্রপাণি।
বসুদেব ঘরে জন্ম লভিল আপনি॥
সংসারের সার গোসাঞী দেব গদাধরে।
কি করিতে কিবা হৈল চিন্তি পুরন্দরে॥
কৃষ্ণে বল হৈল দেখি সকল গোয়াল।
স্বরূপে মানুষ হয়ে নন্দের ছাওয়াল॥

সাতবৎসরের সিসু গিরিবর ধরি।
অবতার করিল[1] কীবা আপনি শ্রীহরি[1] ॥৯৪৪॥
মনুস্যের কর্ম্ম নহে বলে[2] সর্ব্বজনে[2]।
চলিলা গোওালা সব জার জেই স্থানে[3] ॥৯৪৫॥
হেনকালে আসি ইন্দ্র কৃষ্ণ বরাবরে।
প্রনাম করিয়া স্তুতি করিল বিস্তরে ॥৯৪৬॥
তুমি দেব নারায়ন জগত[4] অধিকারী।
আমা হেন কোটি ইন্দ্র নিমিসে সংহারি ॥৯৪৭॥
স্রৌষ্ঠি স্থিতি প্রলয় তুমি সে কারন।
তোমার মায়াতে স্থির হএ[5] কোন জন ॥৯৪৮॥
কোটি[6] কোটি[6] জন্ম জদি তপ করি মরি।
তবুত তোমার মায়া বুঝিতে না পারি ॥৯৪৯॥
ত্যজ কোপ নারায়ন পড়ঁহু চরনে।
ত্রাসে[7] কম্প লোহ ঝরে সহস্র নয়ানে[7] ॥৯৫০॥
ইন্দ্রের আখির জলে বয়ান[8] ভিজিল।
চরণে পড়িয়া ইন্দ্র বিনতি[9] করিল[9] ॥৯৫ ॥ *
সুরেশ্বর[10] অভিমানে তোমা না চিনিল।
বিসয়[11] মদে মত্ত[11] হৈয়া তোমা পাসরিল ॥৯৫২॥

১-১ করয়ে আপনি শ্রীহরি (গ) — ২-২ শুন সর্ব্বনর (গ)
৩ ঘর (ঘ) — ৪ সংসার (গ)
৫ নহে (গ) — ৬-৬ লক্ষ লক্ষ (গ)
৭-৭ আমাকে করহ কৃপা দেব নারায়নে (গ)
৮ চরণ (ঘ) — ৯-৯ বিস্তর বলিল (গ)
* (গ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

অবশ্য থাকয়ে পুত্র জননী উদরে।
চরণে ঘাও বাজে মায়ের শরীরে॥
সেই অপরাধ যেন মায়ে নাহি পায়।
তেমত আমাকে গোসাঞী হউন সদয়।

১০ সুরাসুর (ঘ) — ১১-১১ বিষ হইয়া (গ)

বারেক ক্ষেমহ দোস পড়হুঁ চরণে।
আমারে করহ দয়া দেব নারায়নে ॥৯৫৩॥
ইন্দ্রের বচন সুনি দেব শ্রীহরি।
খেমিল সকল দোস জাহ নিজপুরি ॥৯৫৪॥
তবে দেব পুরন্দর গঙ্গা[১] জল লৈয়া।
অভিসেখ[২] করিল[২] সুরভির দুগ্ধ দিয়া ॥৯৫৫॥
কৃষ্ণের অভিসেখ করি বলে পুরন্দর।
আজি হৈতে নাম তোমার গোবর্দ্ধনধর ॥৯৫৬॥
এতবলি[৩] দেবরাজ[৩] প্রদক্ষিণ করি।
হরিসে চলিয়া[৪] গেলা[৪] আপনার পুরি ॥৯৫৭॥
গোবর্দ্ধন ধারণ কথা কংসেত সুনিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা ভূমেত পড়িল ॥৯৫৮॥
লিলাএত গোবর্দ্ধন ধরিল গোবিন্দে।
মালাধর[৫] বসু[৫] বলে পাঁচালি প্রবন্ধে ॥৯৫৯॥

মালসি

পর্ব্বত ধরিয়া হরি গোকুল রাখিল।
আপনি আসিয়া ইন্দ্র অভিসেখ কৈল ॥৯৬০॥
দেখিয়া গোকুলে বলে মানুস নহে কান।
রাত্রিদিবা[৬] এই কথা ঘরে ঘরে গান[৬] ॥৯৬১॥
হেনমতে শ্রীহরি গোকুলেতে বৈসে[৭]।
দ্বাদসিতে নন্দঘোস জমুনা[৮] প্রেবেসে[৮] ॥৯৬২॥
রাক্ষসি বেলাতে নন্দ জমুনাতে নাই।
ধরিয়া বরুন দুত নন্দ লৈয়া জাই ॥৯৬৩॥

---

১ দুগ্ধ (গ)
২-২ বৃক্ষের অভিসেক করে (ঘ)
৩-৩ এতেক বলিয়া ইন্দ্র (গ)
৪-৪ চলিল ইন্দ্র (ঘ)
৫-৫ গুনরাজ খান (গ)
৬-৬ ঘরে ঘরে এই কথা সর্ব্বলোক গান (ঘ)
৭ বসয়ে (ঘ)
৮-৮ স্নান করয়ে (গ)

দেখিয়া বরুণ ভাল বলিল দুতেরে।
ভাল করিলে দুত তুমি আনিলে ইহাঁরে ॥৯৬৪॥
ইহাঁর প্রসাদে আমি দেখিব গদাধরে।
ভারাবতারনে গোসাঞি গোকুল[১] নগরে[১] ।৯৬৫॥
ইহাঁর উদ্দেসে হব প্রভুর গমন।
সবান্ধবে দেখিব আজি প্রভুর চরণ ॥৯৬৬॥
হরসিত হৈয়া নন্দে রাখিল বরুণ।
কৃষ্ণেরে কহিতে জায় দেখিল জে জন ॥৯৬৭॥
স্তনহ[২] জসোদা রানি অদ্ভুত কাহিনি।
জমুনাতে নন্দঘোসে খাইল কুম্ভিরিনি ॥৯৬৮॥
জমুনার[৩] জলেতে নন্দ ডুব দিল।
পুনরপি জলে হৈতে নন্দ না উঠিল[৩] ॥৯৬৯॥
জমুনাতে মৈল নন্দ দেখিল দাণ্ডাইয়া।
উদ্দেস করহ তারে কানাঞি পাঠায়া[৪] ।৯৭০॥
বজ্রাঘাত হৈল[৫] সব্দ[৫] জসোদা স্তনিল।
জন্মান্তরে কত আমি খণ্ডব্রত কৈল ।৯৭১॥
স্নান করিতে গেলা প্রভু দৈবে মোরে ভাণ্ডি।
ভর দুইপ্রহর বেলায় মুঞি হৈলুঁ রাণ্ডি ॥৯৭২॥ *
ভূমে্য লোটাইয়া কান্দে জসোদা সুন্দরি।
জমুনাতে[৬] মৈল নন্দ স্তনহ শ্রীহরি[৬] ।৯৭৩॥ †

১-১ গোকুলে অবতারে (ঘ) ২ দেখিল (?)

৩-৩
জমুনাতে নন্দঘোষ যখন ডুবাইল।
পুনরপি নন্দ ঘোষ উঠি না আইল। (ঘ)

৪ লইয়া (ঘ) ৫-৫ হেন বাক্য (?)

* ৯৭২ সংখ্যক পদটি (ঘ) পুথিতে নাই। ৬-৬ আজি হইতে অস্ত হইলা আমার মুরারী (ঘ)

† (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
বিধবা হইলা মুঞী টুটিল গৌরব।
কান্দয়ে জশোদা রানী করিয়া রৌরব।

সংসারের সার তুমি দেব চক্রপানি।
জমুনাতে তোমার বাপে খাইল কুম্ভিরিনি ।৯৭৪।
কেমনে উদ্ধার হএ[১] চিন্তহ উপাএ[১]।
মাএর বোল সুনি কৃষ্ণ জমুনাকে ধাএ ॥৯৭৫॥
কটি তটে পিত ধড়ি কানাঞি[২] বান্ধিল[২]।
নন্দের উদ্দেসে কৃষ্ণ জলেতে[৩] নামিল ॥৯৭৬॥
জমুনার জলে গিয়া প্রেবিসি কানাঞি[৪]।
সব হ্রদ[৫] উকটিয়া নন্দ নাহি পাই[৫] ।৯৭৭॥
না পাইল[৬] নন্দঘোস না পাইল কুম্ভিরিনি[৬]।
ক্ষণেক রহিয়া তবে[৭] চিন্তিল চক্রপানি ॥৯৭৮॥

মল্লার রাগ

ধ্যান করি চিন্তিয়া দেব স্রীহরি।
ধরিয়া বরুনদুত লৈল তার পুরি ।৯৭৯॥
সেই পথে জলমদ্ধে করিল গমন।
বরুণের পুরি গেলা দেব নারায়ণ ।৯৮০॥
দেখিয়া বরুণ তবে স্রীমধুসোদন।
পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া[৮] সিঘ্র করিল গমন[৮] ।৯৮১॥

তোমার বাপ গেল যাহা স্নান করিবারে।
বাহুলিয়া পুনঃপি না আইল ঘরে।
অচেতন হইয়া কান্দে যশোদা সুন্দরী।
জমুনাতে মইল নন্দ সুনহ শ্রীহরি।

১-১ হব কইনা উপায়ে (ঘ)
২-২ টানিয়া পরিল (ঘ)
৩ জমুনায় (ঘ)
৪ গোসাঞী (ঘ)
৫-৫ হ্রদে উকটিল নন্দ কোথাও নাই (ঘ)
৬-৬ না দেখিল নন্দঘোষে না দেখিল কুম্ভিরি'নি (ঘ)
৭ মনে (ঘ)
৮-৮ দিয়া কৈল চরণ বন্দন (ঘ)

পাদ্য অর্ঘ্য হাথে দাণ্ডাইলা লোকপাল।
একমন করিয়া স্তুতি করিল বিসাল॥৯৮২॥
ভারাবতারনে গোসাঞি আইলা গোকুলে।
দেখিতে চরণ[1] তোমার মোর[1] কুতুহোলে॥৯৮৩॥
কেমতে তোমার চরণ আইসে মোর পুরি।
তেকারণে নন্দঘোসে আমি কৈনু চুরি॥৯৮৪॥
আর কোন প্রকারে[3] নহিব গমন।
লেহত আপন বাপ শ্রীমধুসোদন॥৯৮৫॥
শ্রীষ্টিস্থিতি কারণের[2] তুমি অধিকারি।
মুক্তিদায়ক প্রভু[4] দেব শ্রীহরি॥৯৮৬॥
সফল হইল জর্ম্ম দেখিলু চরণ।
বাপ লৈয়া ঘর গোসাঞি করহ গমন॥৯৮৭॥
এত বলি আনি দিল নানা উপহার।
নানা রত্ন নানা মনি নানা[5] অলঙ্কার॥৯৮৮॥
হরসিতে নন্দ ঘোস সঙ্গে দামোদর[6]।
বরুণের পুরি হৈতে দুহেঁ আল্যা ঘর॥৯৮৯॥
মরি ছিল নন্দঘোস সুনি ব্রজবাসি।
নন্দেরে[7] দেখিতে গোপ ধাইয়াত আসি[7]॥৯৯০॥
সুনিঞা কৃষ্ণের[8] কথা নন্দঘোস মুখে।
হরসিতে লোক সব নাচে মোহাসুখে॥৯৯১॥
সুন সুন নন্দঘোস জসোদা রোহিনি।
মানুস রূপে তোমার ঘরে জন্মিলা চক্রপানি॥৯৯২॥

---

১ ১ চরণপদ্ম মোর বড় (ঘ)

২ মতে (ঘ)　　৩ প্রকারে ঘ

৪ তুমি (ঘ)　　৫ দিল ঘ

৬ গদাধর (ঘ)

৭ ৭ নন্দকে দেখিতে সব গোয়াল ত আসি ঘ　　৮ সকল (ঘ)

হেনকর্ম্ম নাহি করে[1] দেবের সকতি।
দেবের অধিক কৃষ্ণ[2] সুন বৃজপতি ॥৯৯৩॥
সুনিঞা গোপের বাক্য নন্দ[3] গোওাল।
মানুস নহেন কানাঞি আমার ছাওাল ॥৯৯৪॥
নারায়ন অংস গোসাঞি মানুস[4] রূপধরি।
পৃথুবির ভারহরি দুস্ট দৈত্য মারি ॥৯৯৫॥
ইহাঁ হৈতে ভয় কীছু নহিব আমারে।
এ বচন[5] বৈল[5] মোরে গর্গ মুনিবরে ॥৯৯৬॥
মুনির বাক্য মিথ্যা নয় পরতেক দেখিল[6]।
কৃষ্ণের প্রসাদে কত সঙ্কট এড়াইল ॥৯৯৭॥
জতেক[7] কংস দিলেক অসুরে[7]।
সভাকে মারিয়া কৃষ্ণ পাঠাইল জমঘরে[8] ॥৯৯৮॥
দেবরাজ ইন্দ্র আসি বাত[9] বৃষ্টি[9] কৈল।
পর্ব্বত ধরিয়া কৃষ্ণ গোকুল রাখিল ॥৯৯৯॥
কৃষ্ণ হৈতে ভয় নাহি সুন সর্ব্বজনে।
গুনরাজ খান বলে[10] গোবিন্দ চরনে ॥১০০০॥

বিভাস রাগ

কৃষ্ণের প্রসাদে লোক[11] বৈসে বৃন্দাবনে।
রোগ সোক ভয় দুঃখ কিছুই না জানে ॥১০০১॥

---

১ পারে (গ)
২ কথা (গ)
৩ শ্রীনন্দ (ঘ)
৪ শিশু (গ)
৫-৫ এ বোল বলিল (ঘ)
৬ হইল (ঘ)
৭-৭ তবে পাঠাইয়া দিল কংস অনুচরে (গ)
৮ পুরে (ঘ)
৯-৯ বাহ বরিসন (ঘ)
১০ ভনে (ঘ)
১১ গোপ (ঘ)

সর্ব্বক্ষন সর্ব্বজন গোবিন্দ গাইল[১]।
জন্ম[২] জন্মান্তরের জত পাপ[২] দূর হৈল ॥১০০২॥
হেনকালে হৈল কৃষ্ণ দ্বাদস বৎসর।
সর্ব্বাঙ্গ[৩] সুন্দর রূপ[৩] অতি মনোহর ॥১০০৩॥
পুর্ন্নিমার[৪] চাঁদ জিনি[৪] বদন কমল।
খঞ্জন জিনিঞা শোভে নয়ান জুগল ॥১০০৪॥
হিরামন মানিক্য সোভে কর্ন্নের[৫] কুণ্ডল[৫]।
মউরের পুৎস সোভে[৬] কুটিল কুন্তল ॥১০০৫॥
নানা বর্ন্নেরপুষ্প মালা হৃদয় উপরে।
সুবর্ন্ন অঙ্গুরি সোভে বলয়া দুই করে ॥১০০৬॥
পাএতে[৭] নুপুর সাজে শ্রীবৎসাদিপাতি।
কটিতে কীঙ্কিনি বাজে চলে মন্দ গতি ॥১০০৭॥
নর্ত্তকের বেস ধরে মকুট সোভে মাথে।
বালকের সঙ্গে খেলে দেব জগন্নাথে[৭] ॥১০০৮॥
পিতবস্ত্র[৮] পরিধান দেব বনমালি[৮]।
নুতন মেঘেতে জেন পড়িছে বিজুরি ॥১০০৯॥
নিলমনি[৯] জিনি তাঁর মুখানি অনুপাম[৯]।
তারমাঝে সোভা করে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥১০১০॥

---

১ গাইল (ঘ)।
২-২ জন্মে জন্মের পাপ সব (খ); জন্ম কৃত পাপ সব (ঘ)।
৩-৩ ভূবন মোহন রূপ (ঘ)। ৪-৪ পূর্ন্নিমার চন্দ্র যেন (ঘ)।
৫-৫ দু'কানে কুণ্ডল (ঘ) ৬ শিরে সোভে (ঘ)
৭-৭ এখানে (ঘ) পুথির পাঠ :—
পাএতে নুপুর সাজে মুকুট শোভে মাথে।
বালকের সঙ্গে বৎস রাখে জগন্নাথে॥
৮-৮ পিয়েন পাটের ধড়া পরে বনমালি (খ)
(ঘ) পুথিতে 'পাটের ধড়া'র স্থানে :—'পীতধড়া'
৯-৯ ভুরুটি জিনি মুখ তার মুখানি অনুপাম (খ);
নিলমনি দর্পন যেন মুখ নিরমান (ঘ)

চিত্রগতি চলে জেন নাটুয়া খঞ্জন। *
দেখিয়া জুবতিগন[১] স্থির নহে মন॥১০১১॥
কামেতে পিড়িত গোপি চিন্তে কৃষ্ণের চরন।
কেমত প্রকারে পাই নন্দের নন্দন॥১০১২॥
মদনে দগধ সব জুবতি সমাজ।
স্বামিরে ছাড়িলেক ভয় খণ্ডিলেক লাজ॥১০১৩॥
রাত্রদিনে[২] গোপির গোবিন্দে হৈল মতি[২]।
গৃহকর্ম ছাড়িলেক সকল জুবতি॥১০১৪॥
কোথা আছে গোবিন্দাই কোন[৩] তাঁর ঠাঞি।
কোন প্রকারে তার দরসন পাই॥১০১৫॥
হেন মতে গোবিন্দে[৪] চিন্তে গোপিগন[৪]।
অন্তরজামিনি[৫] গোসাঞি জানিলা তখন[৫]॥১০১৬॥
জানিঞাত গোসাঞি[৬] পাতি যোগ মায়া।
করিব ত রাস কৃড়া বৃন্দাবনে গিয়া॥১০১৭॥
লড়িলা জমুনা তিরে সুন্দর কানাই।
নানা পুষ্প বৃক্ষলতা আছএ তথাই॥১০১৮॥
একচিত্তে সুন নর সংসার তারন[৭]।
গুনরাজ খান বলে বন্দিয়া[৮] নারায়ন[৮]॥১০১৯॥

---

* ১০১১ সংখ্যক পদের প্রথম লাইনটি এবং ১০১২ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় লাইনটি (ঘ) পুথিতে নাই।

১ যুবতি নারী (ঘ)

২-২ রাত্রিদিন গোপ বধুর অন্ত নাহি মতি (খ)
'গোপির' স্থানে 'যুবতীর' (ঘ)

৩ যাব (ঘ)

৪-৪ চিন্তে গোপি গোবিন্দ চরণ (খ)

৫-৫ সভাকার প্রাণ প্রভু জানিল এখন (খ)

৬ গোবিন্দাই (খ), (ঘ)

৭ তারণে (খ)

৮-৮ গোবিন্দ চরণে (খ); গোবিন্দ চরণ (গ)

কৌরাগ

তুলসি[১] মালতি জাতি অমলকী কুন্দ জুতি
কুরুবক চাঁপা নাগেস্বর[১] ।
আওলা[২] বকুল মালি মধুকর করে কেলি
গন্ধঝিঁটি কেতকী কেসর ॥১০২০॥

অসোক বাসক কিয়া কিসুক রাঙ্গন[৩] চুয়া
সেফালিকা বৃক্ষের উপর ।
অসোক[৪] পাকুড়ি তাল নারিকেল তমাল
রামগুয়া দেখিতে সুন্দর ॥১০২১॥

সিমলি পলাস সত গুয়া জলপাই কত
কামরাঙ্গা রকত চন্দন ।
অর্জ্জুন খর্জুর খিরি[৫] গয়া[৬] আস্বত বোহারি[৬]
নয়ালি হেতাল[৭] ঘন বন ॥১০২২॥

নানাবর্ণে বৃক্ষলতা কড়িলু[৮] মাধবি লতা
নানা পক্ষনাদ[৯] মনোহর ।
সারি শুক নাদ পুরে মউরি পেখম ধরে
নানা জন্তু[১০] দেখিতে সুন্দর ॥১০২৩॥ *

১ তুলসি মালতি জুতি নানা পুষ্প আছে তথি
কুরুবক চাঁপা নাগেস্বর (খ) ;
তুলসি মালতি জুতি অমলক কুন্দ তথি
মরুবক চাম্পা নাগেস্বর (ঘ)

২ আউলা (খ) ; ওড়িলা (ঘ)   ৩ রঙ্গন (খ) ; রঙ্গিম (গ)
৪ অপূর্ব্ব (ঘ)   ৫ খেরি (খ)
৬-৬ গয়ামত বহুয়ারি (খ) ; বিকশিত বহুয়ারি (গ)   ৭ হেন্তালে (খ), (গ)
৮ কদাহ (খ), (ঘ)   ৯ পক্ষ পুষ্প (ঘ)   ১০ বৃক্ষ (গ)

* ১০২৩ সংখ্যক পদের শেষ দুই লাইন ও ১০২৪ সংখ্যক পদের প্রথম দুই লাইন (খ) পুঁথিতে নাই।

কাঞ্চন পারুলে ফুলে কুন্দ জোড়[1] সতদলে
কনক চম্পক মনোহর।
পদ্মো নিলৎপলদলে কহ্লার[2] কুমুদ জলে[3]
সিয়লিতে সোভে সরবর ॥১০২৪॥

রামক্রি রাগ

নানা গুনে[4] সম্পুর্ন মনোহর[5] বৃন্দাবন।
গোপি লৈয়া ক্রিড়া করিবার হৈল মন ॥১০২৫॥
সরত পুর্নিমা সসি করিল উদয়ে।
সুগন্ধি সিতল বাউ মনোহর বয়ে ॥১০২ ॥
কোকিলির[6] কলরব ভ্রমর ঝঙ্কার।
কুসুমিত দসদিগ বসন্ত অবতার ॥১০২৭॥
নব কীসলয় বৃক্ষ সোভে বৃন্দাবনে।
অধিক পিড়য়ে[7] কাম চন্দ্রের কীরনে[7] ॥১০২৮॥
কাম অবতার করি বংসি নাদ কৈল।
সুনিঞা গুয়ালা[8] নারি মুর্চ্ছিত হইল ॥১০২৯॥
জানিল গোবিন্দ[9] বেনু[10] বাএ বৃন্দাবনে।
চলি[11] গেলা গোপনারি আপনার মনে[11] ॥১০৩০॥

---

১ জুগ (ঘ) ২ সালুক (ঘ) ৩ কুলে (খ)
৪ বর্ণে (খ), (ঘ) ৫ দেখিল (খ) ; সেই (ঘ)
৬ কোকিলের (খ), (ঘ)
৭-৭ হইল বিধু চন্দ্রের কিরণে (খ) ;
বাড়িল বিধি চন্দ্রের কিরণে (ঘ)
৮ গোপের (খ) ; গোকুল (ঘ)
৯ গোসাঞী (খ) ১০ বংশী (খ), (ঘ)
১১-১১ চলিলা গোপিনি সব এক চিত্ত মনে (খ) ;
চলিল সকল নারী এক চিত্ত মনে (ঘ)

কেহো স্বামির কোলে আছিল সুতিয়া ।
কেহো উপকথা কয় বন্ধুজন লৈয়া ॥১০৩১॥
কেহো রন্ধন করে কেহোত ভোজন ।
সিসু[১] স্তন পিএ কার সয্যাতে গমন[১] ॥১০৩২॥
স্বামিরে অর্ঘ দেই কোন কোন নারি ।
সাসুড়ির সঙ্গে কেহো গৃহকর্ম্ম করি ॥১০৩৩॥
স্বামিরে[২] সেবএ কেহো সুবেস করিয়া[২] ।
কেসমার্জ্জন[৩] করে কেহো চিরনি লইয়া[৩] ॥১০৩৪॥
অলক তিলক করে কেহো পরএ[৪] কজ্জল[৪] ।
কণ্ঠে[৫] হার পরে কেহো শ্রবনে কুণ্ডল[৫] ॥১০৩৫॥
তাম্বুল খায় কেহো সুভাসিত কর্পূর ।
মৃগমদ পরে[৬] কেহো কপালে সিন্দুর ॥১০৩৬॥
জেই জেনমতে ছিল চলিল সত্বরে ।
বৃন্দাবনে বংসি বায় জথা[৭] দামোদরে[৭] ॥১০৩৭॥
কাহারে[৮] জাইতে রাখে তার নিজপতি[৮] ।
অনেক জতনে[৯] রহে গোবিন্দে[১০] দিয়া[১১] মতি ॥১০৩৮॥
গোবিন্দ চিন্তিয়া প্রান করিল গমন ।
মুক্তিপদ পাইল তার ঘুচিল বন্ধন ॥১০৩৯॥

১-১ স্তন পিয়ে শিশু করে শয্যাতে গমন (খ)

২-২ স্বামী সঙ্গে বসি কেহ করয়ে প্রবেশ (খ); স্বামী সঙ্গে রঙ্গে .... (ঘ)

৩-৩ একজন বিচারয়ে আর জনার কেস (খ); কেহ করে মস্তকের আঁচড়য়ে কেশ (গ)

নয়ানে কজ্জল (খ); নয়নে কাজল (গ)

৫-৫ কণ্ঠেতে ভূষণ পরে শ্রবনে কুণ্ডল (খ)

৬ লেপে (খ), (ঘ)   ৭-৭ নন্দের কুমারে (ঘ)

৮-৮ কোন কোন গোপিকে রাখিল তার পতি (খ)

৯ প্রকারে (খ)   ১০ কৃষ্ণে (গ)   ১১ পুরে (খ)

জ্যোতির্ম্ময় রূপে সেই বৃন্দাবনে গেল।
কৃষ্ণের সরিরে গিয়া প্রেবেস করিল॥ ০৪০॥ *
আর সব গোপ[১] নারি[১] কৃষ্ণ[২] পাসে গিয়া[২]।
কৃষ্ণ[৩] বেড়ি দাণ্ডাইল মণ্ডলি করিয়া[৩] ॥১০৪১॥
চিত্রের পুতলি হেন চারি দিগে রহি[৪]।
লাজ্জ[৫] ভয় সাঙ্কসে কেহো কীছু নাহি কহি[৫] ॥১০৪২॥
কামে[৬] পিড়িত গোপী চিত্রাপিতা হয়া।
গোবিন্দের নিকটে সভে দাণ্ডাইলা গিয়া[৬] ॥১০৪৩॥ †
গোবিন্দ[৭] দেখিতে[৭] গোপি এক দিষ্টি হৈল।
হাসি হাসি গোবিন্দাই তারে কীছু বৈল ॥১০৪৪॥
কেনে আইলা গোপি[৮] এই বৃন্দাবনে।
না করিলা ভয় কীছু গহন কাননে ॥১০৪৫॥
রাত্রকালে ঘোরতর কানন ভিতরে।
সিবা সত সঙ্কট[৯] গহন গভিরে[৯] ॥১০৪৬॥
স্বামি এড়ি[১০] নারি আইলে কেমন সাহসে।
এতরাত্রে বৃন্দাবনে কাহার উদ্দেশে ॥১০৪৭॥

* ১০৪০ সংখ্যক পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

১-১ নারীগণ (গ)

২-২ বৃন্দাবনে গিয়া (খ)

৩-৩ দাণ্ডাল্য গোবিন্দ পাসে চিত্রলেখা হয়া (খ)

৪ চায় (খ)

৫-৫ লাজ ভয় সাদরে সে কিছুই নাহি কহি (গ);
লজ্জা ভয়ে কেহ তারা কিছু নাহি কয় (ঘ)

৬-৬ কামেতে পীড়িত তবে গোপী সব হয়ে।
দাণ্ডাইল গোপী সব কৃষ্ণকে বেড়িয়ে॥ (ঘ)

† ১০৪৩ সংখ্যক পদটি (খ) পুথিতে নাই।

৭-৭ কৃষ্ণ নিরখিতে (খ)

৮ গোপী সব (খ), (ঘ)

৯-৯ নাদ করে গহন গম্ভীরে (ঘ); নাদ করে গহন ভিতরে (খ)

১০ ছাড়ি (খ), (ঘ)

নাকর সাহস সুন[1] আমার বচন[1] ।
ঘরে ঘরে চাহিয়া বোলে[2] তোমার বন্ধুজন ।১০৪৮।
ঝাট[3] ঘর জাহ[3] গোপি না থাকীহ এথা ।
উদ্দেস করিয়া স্বামি দুঃখ[4] পাএ তোথা[4] ॥১০৪৯॥
স্বামি ছাড়িয়া[5] নারির কেহো নাহিক সংসারে[5] ।
স্বামিসেবা করিলে হয় নরকে উদ্ধারে ॥১০৫০॥
স্বামি ধর্ম্ম স্বামি সর্গ স্বামি সে মুকতি ।
স্বামি তুষ্ট[6] নহিলে[6] হয় নরকে বসতি ॥১০৫১॥
এড়িয়াত্ত স্বামিপুত্র তেজি বন্ধু জন ।
আমার ঠাঞি গোপবধু আইলা কী কারন ॥১০৫২॥
ঝাঁট করি চল গোপি আপন ভবনে ।
স্বামির সেবা কর গিয়া পুত্রের পালনে ॥১০৫৩॥
এতেক বিপ্রীয়[7] জবে[7] গোবিন্দ বলিল ।
হেট মাথা করি গোপি কান্দিতে লাগিল ॥১০৫৪॥
স্তন[8] বাহিয়া[8] আখির জল পড়ে ভূমি তলে ।
বসন মলিন হৈল নয়ানের[9] জলে[9] ॥১০৫৫॥
কি করিব কি বলিব অনুমান করি ।
পদাঙ্গুলি ভূমে লেখি বলে ধিরি ধিরি ॥১০৫৬॥

১-১ গোনাক্রী সুনহ বচন (খ).
২ বুলে (খ), (ঘ).
৩-৩ ঝাট করি যাহ (খ).
৪-৪ দুঃখিত হব তথা (খ) ; দুঃখ পাব তথা (ঘ).
৫-৫ ছাড়ি প্রভু কেহো নাহিক সংসারে (খ) ;
ছাড়ি কেহ নাহি রহেত সংসারে (ঘ).
৬-৬ রুষ্ট হইলে (ঘ).
৭-৭ বচন যদি (খ), (ঘ).
৮-৮ বুক বাহি (খ) ; বুক বহি (ঘ).
৯-৯ নয়ন কজ্জলে (খ).

কামে দগধে চিত্ত গোপি অপমান[১] শুনি[১] ।
লাজ[২] সন্তাপে গোপি না নিস্বরে বানি[২] ॥১০৫৭
সঘনে নিস্বাস ছাড়ে করে নমস্কার ।
কেন নির্দ্দয় হৈয়া[৩] বল অবেভার ॥১০৫৮॥
ছাড়িয়াত[৪] স্বামি পুত্র তেজি বন্ধু জন ।
তোমাকে[৫] দেখিতে প্রাণ জাউক এখন[৫] ॥১০৫৯॥ *
ছাড়ে[৬] ছাড়ুক স্বামি তারে নাহি বেথা ।
তোমার বিপ্রিয় বোল শুনি মন কথা[৬] ॥১০৬০॥
কিলাগি নিঠুর এত[৭] বল চক্রপানি ।
তোমাকে[৮] ভজিয়া মনে তেজিব পরানি[৮] ॥১০৬১॥
জম্মে জম্মে পাই জেন তোমার চরন ।
তুমি স্বামি তুমি পুত্র[৯] তুমি বন্ধু জন ॥১০৬২॥

১-১ অনুমান শুনি (ঘ)

২-২ লজ্জার কারণ মুখে নাহি সরে বানি (খ) ;
লাজ সন্তাপ মুখে নাহি সরে বাণী (গ)

৩ প্রভু (গ) ৪ তেজিয়াত (খ)

৫-৫ এক ডাকে চিন্তি গোসাঞী তোমার চরন (খ), (গ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

কি করিব ঘর দ্বার স্বামি বন্ধু জনে ।
তোমার চরন চিন্তি তেজিব পরানে ॥ (খ) ;

কি করিব ঘর দ্বারে স্বামি বন্ধু জন ।
তোমায় দেখিতে প্রান জাউক এখন ॥ (ঘ)

না লেউক স্বামি মোর তারে নাহি বেথা ।
তোমার নিগ্রহ বচন মনে লাগে ব্যথা ॥ (খ) ;

ছাড়ি যাউক স্বামি মোর তার নাহি কথা ।
তোমার নিগ্রহ বচন মনে লাগে ব্যথা ॥ (ঘ)

৭ প্রিয় (খ)

৮-৮ তোমার চরণ চিন্তি তেজিব [ছাড়িব (ঘ)] পরানি (খ) ৯ ইষ্ট (ঘ)

না জাইব কেহো ঘর সব গোপনারী।
অধরঅমৃত[১] দিয়া জিয়ায় শ্রীহরি[১] ॥১০৬৩॥
নহে স্ত্রীবধ দিব তোমার উপরে।
স্ত্রীবধিয়া[২] বলি জেন বলএ সংসারে[২] ॥১০৬৪॥
তবে সে ঘুচিব[৩] মোর এই মনে দুখ[৩]।
একে কলঙ্কিনি হলুঁ তাহে[৪] তুমি বৈমুখ[৪] ॥১০৬৫॥
জত আশা করি[৫] আইলুঁ[৫] তোমার ঠাঁঞি।
না পুরিল আসা মোর[৬] বঞ্চিল গোসাঞি ॥১০৬৬॥ *
কৃপানিধি হইয়া[৭] কৃপা না করিলে তুমি।
ঘৃনা করি পরিহর কী বলিব আমি ॥১০৬৭॥
সিসুকাল হইতে সেবি তোমার চরন।
তবু না করিলে দয়া শ্রীমধু সোদন ॥১০৬৮॥ †
একবার জেইজন তোমাকে সোঙরে।
তারে না ছাড়হ তুমি বলএ সংসারে ॥১০৬৯॥
কায়মন বাক্যে আমি তোমাকে চিন্তিল।
তথাপি তোমার চিত্তে দয়া না জন্মিল ॥১০৭০॥
তোমা না দেখিয়া প্রাণ না পারি ধরিতে।
অঙ্গের ভূসন করি ইছিয়াছি চিত্তে ॥১০৭১॥ ‡
অনক্ষন তোমা বিনে আন নাহি মনে।
জাগিতে ঘোমাতে তোমা দেখিএ সপনে ॥১০৭২॥

১-১ অধরসুধা পানে আমি জিবাহ শ্রীহরি (খ);
'জিয়ায় শ্রীহরি' স্থানে 'চলহ মুরারী' (গ)
২-২ স্ত্রিবধিয়া বলি লোক বলিব তোমারে (খ);
স্ত্রীঘাতে যেন লোক বলয়ে তোমারে (গ)
৩-৩ ঘুচিবে গোসাঞী আমাদের দুঃখ (গ)
৪-৪ তাহাতে বিমুখ (গ) ৫-৫ চিত্তেতে করিনু (খ) ৬ শেষে (গ)
* ১০৬৬ সংখ্যক হইতে ১০৭৮ সংখ্যক পদ (খ) পুথিতে নাই। ৭ হরি (ঘ)
† ১০৬৮ ও ১০৬৯ সংখ্যক পদ (ঘ) পুথিতে নাই।
‡ ১০৭১ হইতে ১০৭৮ সংখ্যক পদ (ঘ) পুথিতে নাই।

তোমার কারনে মোর জেবা জত হৈল।
অঙ্গের ভূসন করি ইছিয়া লইল ॥১০৭৩॥
গুরু গর্ব্বিত করি না করিএ ভয়।
সুনিঞা বংসির নাদ প্রান স্থির নয় ॥১০৭৪॥
উড়ুপুড়ু করে প্রান কেমনে তোমা দেখি।
মনের মানস কথা মন তাহে সাখি ॥১০৭৫॥
রূপের অবধি তুমি গুনের সে সিমা।
তৃভূবনে দিতে নাঞি তোমার উপমা ॥.০৭৬॥
বনচারি আমি সভ দেখি কৈলে ঘৃনা।
সরির তেজিয়া তোমার দেহে হব লিনা ॥১০৭৭॥
তোমার চরন চিন্তি ঝাঁপ দিব জলে।
জন্মান্তরে পাই জেন তোমার পদতলে ॥১০৭৮॥ *
এতেক বিনতি[1] জবে গোপিনি বলিল[1]।
সদয়[2] হৃদয় কৃষ্ণ দয়া উপজিল[2] ॥১০৭৯॥
স্যাম দাস বলে সুন সব ঠাকুরানি।
কত সে দগদে তোমায় দেব চক্রপানি ॥১০৮০॥ †
চৌদিগে গোপিনিগণ মদ্ধে নন্দবালা।
পুর্ন্নিমার চাঁদ জেন উদয় সোলকলা ॥১০৮১॥ ‡

* অতিরিক্ত পাঠ :—

জঞ্জাল না কর প্রভূ দেহ আলিঙ্গন।
কাতর হইয়া বলি করহ রক্ষণ। (খ)

১-১ কাতর বোল গোপি সব বইল (খ);
বিনতি বলে গোপি সব কৈল (ঘ)

২-২ শুনিঞাত গোবিন্দাই দয়া উপজিল (খ)

† ১০৮০ পদ (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই

‡ ১০৮১ নং হইতে ১১১৭ নং পদ (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই। উহার পরিবর্ত্তে (খ) ও (ঘ) পুথিতে নিম্নোক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়—

আঁখির নিমিষে হইল কন্দর্প আকার।
মোহিয়াত গোপনারী ভুঞ্জিল শৃঙ্গার।

চন্দনে চর্চ্চিত তনু গলে বনমালা।
মধুলোভে মধুকর করে নানা খেলা ॥১০৮২॥
পদ্মিনি গোপনারি অঙ্গে পদ্মগন্ধ।
রসিক নাগর কৃষ্ণ রস অনুবন্ধ ॥১০৮৩॥
বিকসিতপদ্ম রমনির মুখ সোভে।
পদ্মবনে অলি জেন ধায় মধু লোভে ॥১০৮৪॥
যত গোপি তত কৃষ্ণ হএন গদাধর।
এক গোপি এক কৃষ্ণ দেখিতে সুন্দর ॥১০৮৫॥
সজল জলদ জিনি গোসাঞের কলেবর।
বিদ্যুতের যোতি জিনি গোপিনি সুন্দর ॥১০৮৬॥
মুকুতার মাঝে জেন সোভিছে প্রবাল।
নিলমনি গাঁথিল জেন কনকের মাল ॥১০৮৭॥
উস্বঃসিত পুলকীত সব গোপিগন।
সঘন কম্পিত তনু সাথিক লক্ষন ॥১০৮৮॥
রমনি মণ্ডল মাঝে দেব নারায়ণ।
রাধার অঙ্গেতে সে অঙ্গের হেলন ॥১০৮৯॥

নানা বিধি পরকারে কৌতুক করিল।
কৃষ্ণের আর্তি হইতে গোপির মান হইল ॥
গোপি লইয়া বৃন্দাবনে করেন ভ্রমণ।
এক গোপি লইয়া কৃষ্ণ হইলা অদর্শন ॥ ৫।
কোটি কামদেব জিনি অতি মনোহর।
গোপি মনোরথ পূর্ণ কৈল গদাধর ॥
চির পিপাসিনি যত চাতকিনি গনে।
মেঘ দেখি তারা যেন আনন্দিত মনে ॥
চাতকির প্রায় গোপি আসি বৃন্দাবনে।
বাঞ্ছাপূর্ণ কৈলে তার শ্যাম নবঘনে ॥
বৃন্দাবনে গোপিসনে ভ্রমে নারায়ণ।
চন্দ্র বেড়িয়া যেন শোভে তারাগণ ॥ (খ)

সসিরেখা চিত্রলেখা মদন মঞ্জরি।
মধুরতি রূপবতি সোড়স নাগরি ॥১০৯০॥
একে একে কৈল কৃষ্ণ সভারে তোসন।
লাখে লাখ রমনির মদ্ধে দেব নারায়ন ॥১০৯১॥
কোন্ রমনির কোলে গিয়া বসি।
মুখে মুখ দিয়া একত্রে বায় বাঁসি ॥১০৯২॥
কার সঙ্গে নাচে গায় কার সঙ্গে হাসি।
রসের সাগরে জেন সব গোপি ভাসি ॥১০৯৩॥
রসের আবেসে কারে কারে দেন কোল।
কার সনে হাস পরিহাস নানা বোল ॥১০৯৪॥
অধরে অধরে কার একত্র চুম্বন।
করেতে ধরিয়া কার দেই তাম্বুল চর্ব্বন ॥১০৯৫॥
কার মুখে মুখ দেই কার কান্ধে হাত।
কর্ন্ন পাতি স্থনে কার মিঠি মিঠি বাত ॥১০৯৬॥
কার সনে রঙ্গে ভ্রমি কার সনে বসি।
কাম কথা কহি কার সনে হাসি হাসি ॥১০৯৭॥
কুচ পরসিয়া লেই অঙ্গের সুগন্ধি।
কত কাম কলা রস প্রবন্দি ॥১০৯৮॥
নখঘাত কুচ আগে অধরে দংসিল।
দ্রঢ় আলিঙ্গনে কারে সন্তোস করিল ॥১০৯৯॥
চুম্বন করএ কারে ধরিয়া কবরি।
কাহারে চুম্বএ কপোল চাপিয়া ধরি ॥১১০০॥
কারে দেই চুম্বন কারে দেই কোল।
রমনিধি মাঝে জেন রসের হিল্লোল ॥১১০১॥
কারসনে বিলাসই কেহো ধরে মান।
তাহাসভা লৈয়া করে মদন সংগ্রাম ॥১১০২॥
নয়ান সন্ধানে তবে তার মান হরি।
বাহু পসারিয়া তাকে ডাকে নাম ধরি ॥১১০৩॥

বিবিধ প্রকারে কৃষ্ণ করেন বেহার।
বিপরিত কার সঙ্গে ভূঞ্জিল শ্রীঙ্গার ॥১১০৪॥
বড় বিদগধ সেই সব নারি।
সভে মেলি করে কত রসের চাতুরি ॥১১০৫॥
আপন গলার হার রসে খসাইয়া।
গোবিন্দের গলাএ দিয়া দেখে দাণ্ডাইয়া ॥১১০৬॥
আর গোপবধূ আনি করে আন কলা।
গোবিন্দের গলায় গাঁথি দেই বনমালা ॥১১০৭॥
কস্তুরি চন্দনে কেহো বনাঞিঞা বেস।
সিকীপুৎস রত্নমালা দিয়া বান্ধে কেস ॥১১০৮॥
সরেগতি গোপরামা রসেতে চতুর।
ধরিয়া প্রভুর পায় পরাএ নপুর ॥১১০৯॥
আপন নপুর রাঙ্গা পায়ে পরাইল।
প্রভুর চরন লৈয়া বুকে আরোপিল ॥১১১০॥
বিরহ বেদনা জত হৃদয়ে আছিল।
পাদপদ্ম পরসনে সব দুর হৈল ॥১১১১॥
হেন মতে বিলাসই সব ব্রজনারী।
রসের পসরা সব কাননে পসারি ॥১১১২॥
লম্পট নাগর কৃষ্ণ লুটই পসার।
চঞ্চল হইল চিত্ত মদন বিকার ॥১১১৩॥
নৃত্যগিত তালসঞে পঞ্চম প্রকাসে।
রসোমোহদধি মাঝে বৃজাঙ্গনা ভাসে ॥১১১৪॥
ব্রহ্মরাত্র করি প্রভু করিল বেহার।
গোপবধু বিনে কেহো নাঞি জানে আর ॥১১১৫॥
সর্ব্বলোক জানিল জেন সামান্য রজনি।
ব্রহ্মরাত্র বঞ্চে গোসাঞি লইয়া গোপিনি ॥১১১৬॥
মন দিয়া সুন সভে শ্যামদাসের বানি।
বৃন্দাবনে বিহারে গোপাল চূড়ামনি ॥১১১৭॥

আচম্বিতে গোপিমদ্ধে নাহি নারায়ন।
এক নারি[১] লৈয়া কৃষ্ণ করিলা গমন ॥১১১৮॥
তার[২] সঙ্গে কৃড়া করে[২] জমুনার তিরে।
সুগন্ধি কুসম তুলি বুলে ধিরে ধিরে ॥১১১৯॥
বাম হাত তার কান্ধে দিয়াত কানাঞি।
নানা রঙ্গে স্রীঙ্গার[৩] বঞ্চিল[৩] তথাই ॥১১২০॥
তবে সে সুন্দরীর[৪] মনে মান উপজিল।
চলিতে না পারি কৃষ্ণ[৫] তোমারে কহিল[৫] ॥১১২১॥
আমাসনে ইৎসা[৬] আছে কৃড়া করিবারে।
কান্ধে[৭] করি লেহ আমা বলিল তোমারে[৭] ॥১১২২॥
বসিলাঙ[৮] এই আমি[৮] চলিতে না পারি।
কথোদুর[৯] কান্দে করি লেহত স্রীহরি[৯] ॥১১২৩॥
সুনিঞা গোপির[১০] বাক্য[১০] মনে মনে হাসি।
নেউটিয়া গোবিন্দাই[১১] তার পাসে[১২] আসি[১৩] ॥১১২৪॥
চলিতে না পার জতি[১৪] গোওালার নারি।
কান্দে[১৫] করি লব উঠ[১৫] তৈলক্ষ সুন্দরি ॥১১২৫॥

১ গোপি (খ)
২-২ তারে লইয়া গেলা কৃষ্ণ (খ)
৩-৩ ঘুম বঞ্চিল (খ) ; ঘুম করিল (ঘ)
৪ গোপির (খ)
৫-৫ আমি তোমারে কহিল (খ) ;
আমি কৃষ্ণকে বলিল (গ)
৬ ইচ্ছা (খ), (ঘ)
৭-৭ বহিতে লহ মোরে কহিল তোমারে (খ)
৮-৮ বসিলাম এই ঠাঞি (খ) ;
বোস ল'য়ে এই ঠাঞি (ঘ)
৯-৯ কোলে করি লহ মোরে শুনহ শ্রীহরি (খ)
১০-১০ তাহার বোলে (খ) ;
গোপির বোল (ঘ)
১১ গদাধর (খ)
১২ পানে (খ)
১৩ বসি (খ)
১৪ যবে (খ) ; যদি (ঘ)
১৫-১৫ কান্ধে উঠ বহি লব (ঘ)

গোবিন্দের বাক্যে গোপি অনুমতি দিল।
কান্দেতে উঠিতে[১] কৃষ্ণ অন্তর্ধ্যান হৈল ॥১১২৬॥
চারিদিগে দেখি কৃষ্ণ না[২] পাই দেখিতে[২]।
মুর্ছিত হইয়া পড়ে[৩] লোটায়া ভূমিতে[৩] ॥১১২৭॥*

রামক্রী রাগ ॥

কুবোল বাহির হৈল আমার বদনে।
তে কারনে ছাড়ি[৪] গেলা নন্দের নন্দনে ॥১১২৮॥
হরি হরি প্রান মোর কেন নাঞি জায়।
জথা[৫] গেলে গোবিন্দের দরসন পায় ॥১১২৯॥
কে হরিয়া নিলা আজি মোর প্রাননাথ।
কান্দিতে কান্দিতে বলে আইস প্রান নাথ[৬] ॥১১৩০॥
সহজে অবলা মুঞি[৭] বুদ্ধিএ পাতল[৭]।
কি বলিতে কি বারাল্য পাল্য তার ফল ॥১১৩১॥
এতবলি কান্দে গোপি অচেতন হৈয়া।
শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ মনেতে[৮] ভাবিয়া ॥১১৩২॥

১ চড়িতে (খ)

২-২ দেখিতে না পাই (খ), (গ)   ৩-৩ রামা ভূমেতে লোটাই (খ), (গ)

* অতিরিক্ত পাঠ (খ) ও (গ) পুথি :—

কোন দেব [দৈব (গ)] বিধি মোরে লিখিল কপালে।
কড়ছের রত্ন মুঞী হারাইনু গোপানে ॥
কুবুদ্ধি লাগিল মোরে গোসাঞী বকিল।
তে কারণে মোর মনে মান উপজিল ॥

৪ ছেড়ি (গ)   ৫ কোথা (খ)

৬ জগন্নাথ (খ), (গ)

৭-৭ জাতি বুদ্ধেতে পাগল (খ) ;
আমরা বুদ্ধিতে পাতল (গ)

৮ হৃদয়ে (খ), (গ)

এথা গোপিগণ মধ্যে নাঞি গোবিন্দাই।
কৃষ্ণ[1] নাহি দেখি গোপি চাহিয়া বেড়াই[1] ॥১১৫৩॥ *
উনমতি[2] পাগলি[2] গোপি আন নাহি মনে[3]।
কৃষ্ণ চাহিয়া বুলে[4] সব বৃন্দাবনে[4] ॥১১৫৪॥
গাছে গাছে চাহে গোপি চাহে[5] তরুতলে[5]।
কৃষ্ণের[6] উদ্দেসে জায় জমুনার কুলে[6] ॥১১৫৫॥
কথোদুরে তুলসিরে দেখি সন্নিধানে[7]।
বেড়িয়া বসিলা তাঁকে[8] সব গোপিগনে[8] ॥১১৫৬॥
কোনদিগ[9] গেলা[9] কৃষ্ণ কহ[10] ঠাকুরানি।
গোবিন্দের প্রিয় তুমি ত্রিজগতে[11] জানি ॥১১৫৭॥
না ভাণ্ডিহ সত্য[12] বল[12] পড়হুঁ চরণে।
সাপন্তিক[13] ভাব কীছু না করিহ মনে ॥১১৫৮॥
অধর[14] সুধা রস করিলে নারায়নে[14]।
তেঞি[15] সে ভ্রমর বোলে তোমার সদনে[15] ॥১১৫৯॥

১-১ কৃষ্ণ হারাইয়া গোপি কান্দিয়া বেড়াই (খ) ;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোপি চাহিয়া বেড়াই (ঘ)

* (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—শুন লোকগণ হ'য়ে এক মনে।
মালাধর বসু বলে গোবিন্দ চরণে ॥

২-২ উন্মত্ত পাগলি (খ) ;
উন্মত্ত বাউলি (ঘ)

৩ মানে (ঘ)

৪-৪ বলে সব গোপিগণে (খ)

৫-৫ হইয়া ব্যাকুলে (খ) ; সব তরুতলে (ঘ)

৬-৬ চাহিতে চাহিতে চক্ষে লাগিল অঙ্গুলে (খ)

৭ গোপিগণে (খ) ; গোপিগণ (ঘ)

৮-৮ গিয়া তাহার চরণে (খ) ;
তবে জিজ্ঞাসা কারণ (ঘ)

৯-৯ কোথা গেলে পাব (খ)

১০ শুন (ঘ)

১১ মর্ত্তলোকে (খ)

১২-১২ সই মোরে (খ)

১৩ সাপত্তিক (খ)

১৪-১৪ অধর সুধার রস করিলে গোপালে (খ), (ঘ)

১৫-১৫ তেকারণে ভ্রমর বৈসে তোমার যে দলে (খ) ;
তেকারণে ভ্রমর বুলয়ে দলে দলে (ঘ)

মিথ্যা না বলিহ দেবি তোমার দাস হব।
কোথা গেলে গোবিন্দের দরসন পাব ॥১১৪০॥
ইহা বলি আন ঠাঞি জায় সব সখি।
জাতি জুতি মালতিরে কথোদুরে[1] দেখি ॥১১৪১॥
তুমি দেখিলে জাতে সুন্দর[2] মুরারি।
তোমা অনুগত বড়[3] দেব শ্রীহরি ॥১১৪২॥
আর কথোদুরে দেখি মাধবিলতা।
আইস বলি সুন[4] সখি কৃষ্ণের বনিতা ॥১১৪৩॥
ওথা গেলে অবস্থ দেখিব কানাঞি।
ইহা বলি তারে বেড়ি বসিলা তথাই ॥১১৪৪॥
তথা চক্রপানি না দেখিয়া হাতাস।
না পাইয়া প্রাননাথ ছাড়ন্তি নিশ্বাস ॥১১৪৫॥
আর কথো দুরে দেখিল কদম্ব তরুবর।
তোমার তলায় সদাই থাকে দামোদর[5] ॥১১৪৬॥
গলায় তোমার মালা মাথায়ে[6] মউর[7] পাখা।
কালা মেঘে চিকুর জেন আকাসেতে দেখা ॥১১৪৭॥
হেন প্রাননাথ মোর কোন দিগে গেল।
অভাগিনি নারি আমি গোসাঞি বঞ্চিল[8] ॥১১৪৮॥
কেনে বা উদ্দেস না বল তরুবর।
বিরহ সন্তাপে পোড়ে মোর[9] কলেবর ॥১১৪৯॥
বিলাপ করিয়া বোলে সকল জুবতি।
আকাসের মুখে চাহে দেখে নিসাপতি ॥১১৫০॥

---

১ সব ঠাঞী (খ); সম্মুখে তারা (ঘ)
২ গোবিন্দ (খ)
৩ নহে (খ)
৪ হের (খ)
৫ গদাধর (খ)
৬ মাথার উপর (খ), (ঘ)
৭ ছলে (খ)
৮ বঞ্চিল (খ)
৯ সহরি (খ)

কৃষ্ণ[১] মুখ জ্ঞান করি হরিস অন্তরে।
আমা ছাড়ি[২] নারি লৈয়া কৃষ্ণ[৩] কৃড়া করে ॥১১৫১॥
চাহিতে জানিল নহে[৪] কানাঞি সুন্দর।
তারাগন মদ্ধে সোভা করে সসোধর ॥১১৫২॥
কহ কহ নিশাপতি স্বরূপ উত্তর।
আমা এড়ি কোথা গেলা দেব দামোদর ॥১১৫৩॥
সুন সুন[৫] তারাগণ কহি এক চিত্তে।
বিরহ বেদনা তুমি জান ভাল মতে ॥১১৫৪॥
হেনমতে বৃন্দাবনে বুলে[৬] অচেতনে[৬]।
একে একে জিজ্ঞাসিল তরুলতাগণে[৭] ॥১১৫৫॥
কানাঞি[৮] বিরহে বুলে সকল গোপিনি।
হেনবেলে[৯] কোকিলির কলরব সুনি[৯] ॥১১৫৬॥
কৃষ্ণের বিরহে গোপি বুলে অচেতনে।
বজ্রাঘাত হেন সব্দ সুনিল স্রবনে ॥১১৫৭॥*
জেমনি জেমনি গোপি করএ স্মোরণ।
দুহাতে চাপিয়া গোপি রহিল স্রবন ॥১১৫৮॥
কোকিলির নাদ তারা বজ্রাঘাত মানি।
হেনবেলা হৈল তথা চাতকের ধ্বনি ॥১১৫৯॥

১ কুষ্ণ (খ)
২ তেজি (খ)
৩ উধা (খ)
৪ হয় (খ)
৫ ওহে (খ), (গ)
৬-৬ সব গোপিগনে (খ)
৭ সব তরুগনে (খ)
৮ কৃষ্ণের (খ)
৯-৯ কুকিলা রচে তবে সকল গোপিনি (খ)

১১৫৭ নং পদের স্থানে (ঘ) পুথির পাঠ :—

কেহ না বলিল আমি দেখিল কানাঞী।
কৃষ্ণ কৃড়া গোপিগন রচিল তথাই॥

* ১১৫৭ নং পদ হইতে ১১৬০ নং পদ (খ) ও (গ) পুথিতে নাই।

চৌদিগে চাতকপক্ষ করে পিউ পিউ।
তা সুনিঞা গোপিগণ নাঞি ধরে জিউ ॥১১৬০॥
কৃষ্ণের বিরহে গোপি হইলা আবেস।
কৃষ্ণলিলা[১] রচে গোপি ধরিয়া তার বেস[১] ॥১১৬১॥
কেহত পুতুনা হৈল কেহ হৈল কান।
কেহ[২] বলে স্তন পিয়া লইমু পরান[২] ॥১১৬২॥
কেহত সকট হয়ে কেহ তাহার উপরি।
কেহ সকট ভাঙ্গে পদঘাত করি ॥১১৬৩॥ *
তৃণাবর্ত্ত হইয়া কেহ আসিয়া সত্বরে।
হের লৈয়া জাই আমি দেব[৩] দামোদরে ॥১১৬৪॥
কেহ কৃষ্ণ হৈয়া তার গলা চাপি ধরি।
বুকেত[৪] বসিয়া কেহো তার প্রাণ হরি[৪] ॥১১৬৫॥
জসোদা হইয়া কেহো করে দর[৫] মন্থন।
দামোদর[৬] রূপে কেহো করএ ভক্ষন[৬] ॥১১৬৬॥[৭]
দধি চোর বলি কেহো বাঁধে দিয়া দড়ি।
জমল অর্জ্জুন হৈয়া কেহো জায় গড়াগড়ি ॥১১৬৭॥
আর কোন জন তবে বৎসরূপ ধরি[৮]।
কৃষ্ণ হৈয়া কোনজন[৮] তারে[৯] বধ করি[৯] ॥১১৬৮॥

১-১ কৃষ্ণক্রীড়া রচে গোপি প্রকার বিশেষ (ঘ)
২-২ গলা চাপি কেহ তার লইল পরান (ঘ)
* ১১৬৩ ও ১১৬৪ নং পদ দুইটি (ঘ) পুথিতে নাই।
৩ রাম। (খ)
৪-৪ বুকে বসি কান্দে কেহ সিশুরূপ ধরি (ঘ)
৫ দধি (খ), (গ)।
৬-৬ চোর হয়ে কেহ করে নবনী ভক্ষণ (ঘ)
৭ (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ :—
ধর বলিয়া তারে বলে কোন জন।
দামোদর হয়ে করয়ে ক্রন্দন ॥
৮ হয়ে। (গ)
৮ কেহ লয়
৯-৯ মারিল ধরিয়ে (ঘ)

আর কোনজন তবে বক রূপ ধরি[১]।
কৃষ্ণ হৈয়া কোনজন[২] তাহারে[৩] সংহারি[৩] ॥১১৬৯॥
অঘাসুর হৈয়া কেহো রহিলা কাননে।
অঘাসুর মারি কেহো লইলা পরাণে ॥১১৭০॥*
আর কোন জন তবে কালিনাগ হৈল।
কৃষ্ণ হৈয়া কেহো তার মস্তকে চাপিল ॥১১৭১॥
উঠিয়া[৪] উপরে কেহো তার প্রাণ হরি[৪]।
কেহ আসি স্তুতি করে হৈয়া তার নারি ॥১১৭২॥
ইন্দ্র হৈয়া আসি কেহো বরিসন কৈল।
কেহ[৫] বলে বরিসন সহিতে নারিল[৫] ॥১১৭৩॥
আর কোন জন তবে কৃষ্ণরূপ হৈল।
ডাক দিয়া বলে আমি পর্ব্বত ধরিল ॥১১৭৪॥ †
না করিহ ভয় কিহো আমি দামোদরে।
বাত বরিসনে আমি রাখিব সভারে[৬] ॥১১৭৫॥
রচিয়া কৃষ্ণের লিলা সকল রূপসি।
কৃষ্ণলিলা[৭] রচিয়া জমুনা কুলে আসি[৭] ॥১১৭৬॥ ‡

---

১ হইল (খ) ২ আর জন (খ)
৩-৩ তার প্রাণ লইল (খ); তারে বধ কৈল (ঘ)
* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
আর কোন জন তবে ধেনুক হইল।
কৃষ্ণ হইয়া কেহ তাহাকে মারিল॥
৪-৪ কেহ বলে বিষ জল সহিতে না পারি (খ);
কৃষ্ণ কেহ কালিয়ের মস্তক উপরি (ঘ)
৫-৫ কেহ বলে হের আমি পর্ব্বত ধরিল (খ)
† ১১৭৪ সংখ্যক পদটি (খ) পুথিতে নাই। ৬ তোমারে (ঘ)
৭-৭ পালাইয়া প্রানবাথ জমুনাতে আসি (ঘ)
‡ (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
পালাইয়া গ্রহ কোথা দেল নারায়ন।
এরেক দেখিয়া ধায় যত গোপীগন॥

তবে[1] কথোদুরে দেখিল এক জনে[1] ।
এড়িয়া[2] পালাইল জারে দেব নারায়ণে[2] ॥১১৭৭॥
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ করি[3] করএ ক্রন্দন[4] ।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি করএ স্মরণ[3] ॥১১৭৮॥
তবে সব গোপনারি[5] তারে জিজ্ঞাসিল ।
গোবিন্দ কপট জত[6] কহিতে লাগিল ॥১১৭৯॥
আমা লৈয়া গোবিন্দাই এই বৃন্দাবনে ।
করিল বিবিধ ক্রিড়া জত ছিল মনে ॥১১৮০॥
তবেত আমার[7] মনে মান উপজিল[7] ।
চলিতে না প্যারি আমি তাহারে[8] কহিল[8] ॥ ১১৮১॥
তবেত[9] আমারে[9] কৃষ্ণ বলিল বচন ।
আমার কান্দেতে গোপি[10] কর আরোহন ॥১১৮২॥
তাহাঁর বচনে আমি অনুমতি দিল ।
চড়িতে কানাঞির[11] কান্দে কোনদিগে গেল[11] ॥১১৮৩॥ *

ধাইয়া গোপীনি সব বেড়িল তাহারে ।
পাইল পাইল কৃষ্ণ বলে উচ্চস্বরে ॥

১-১ দেখিল সে কৃষ্ণ নহে নারী একজন (খ)
তবে কত দূরে এক নারীকে দেখিল (গ)

২-২ আমারে এড়িয়া গদাধর পলাইল (গ)

৩-৩ গোপী বলে ঘনে ঘন (খ)
বলি করেন স্মরন (গ)

৪ ক্রন্দন (খ), (গ)

৫ নারি গিয়া (খ) গোপী গিয়া (গ)

৬ সেই (খ)

৭-৭ আপন মনে মনে উপজিল (খ)

৮-৮ গোবিন্দে বলিল (খ)

৯-৯ আমার বোল শুনি (খ)

১০ গোপনারি (খ)

১১-১১ কানাঞী অন্তর্ধ্যান হইল (গ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
আমা বিড়ম্বিয়া কৃষ্ণ হইল অদর্শন ।
কোথা গেল প্রাননাথ না জানি সবিশন ।

গোসাঞের কপট কথা[১] সকলি স্থনিঞা।
কৃষ্ণেরে[২] চাহিয়া বুলে অচেতন হৈয়া[২] ॥১১৮৪॥
বসিয়া জমুনাকুলে সব গোপিগনে[৩]।
কৃষ্ণের চরিত্র জত করন্তি বাখানে ॥১১৮৫॥
ত্রিভঙ্গিম হৈয়া প্রভূ নন্দের নন্দন।
সুন্দর[৪] বংসির নাদ পুরএ জখন।১১৮৬॥
সর্গবিদ্যাধরি[৫] দেবতার নারি।
কামবানে হত[৬] হৈয়া আপনা পাসরি ॥১১৮৭॥
বৃন্দাবন মাঝে জবে বংসিনাদ পুরে।
অকালে ফুটএ ফুল সব তরুবরে ॥১১৮৮॥
বৎসগন সঙ্গে আইসে[৭] বেনু[৭] বাজাইয়া।
গোকুলের[৮] রমনির চিত্ত সে হরিয়া[৮] ।১১৮৯॥
জমুনার কুলে জবে বংসিতে দেই সান।
ফিরিয়া জমুনা নদি বহই[৯] উজান ॥১১৯০॥
দরবে পাসান তরু[১০] বংসির নাদ স্থনি।
জাহাত[১১] স্থনিলে তপ ছাড়ে সব মুনি[১১] ॥১১৯১॥
কদম্বের তলে জবে বংসি নাদ দিল।
তা স্থনি মউর পক্ষ নাচিতে লাগিল ॥১১৯২॥

১ ক্রীড়া (ঘ)
২-২ কৃষ্ণ কথা কহে গোপী সকলে মেলিয়া (খ)
কৃষ্ণে চাহি বুলে গোপী একত্রে চাহিয়া (ঘ)
৩ নারীগনে (খ), (ঘ)
৪ সুন্দর (ঘ)
৫ সর্গবিদ্যাধরি যত (খ), (ঘ)
৬ মর্ত্ত (খ)
৭-৭ যায় সিঙ্গা (খ)
৮-৮ গোকুল জনের চিত্ত লইল হরিয়া (ঘ)
'হরিয়া' স্থানে 'কাড়িয়া' (খ)
৯ ধরয়ে (ঘ)
১০ সব (খ), (ঘ)
১১-১১ যাহাত শুনি সমাধি ছাড়িল সব মুনি (খ)
যা শুনিয়া তপ ছাড়ে যত ঋষি মুনি (ঘ)

সুথান জতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে।
বংসির নাদে ফুল ফল ধরে তরুগনে ॥১১৯৩॥ *
জত পক্ষগন থাকে এই বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণের বংসির[১] নাদ সুনি একমনে[১] ॥১১৯৪॥
হেন বংশির নাদ কৃষ্ণ কেন নাহি পুরে।
কোথা গেলে পাব সখি নন্দের কুমারে[২] ॥১১৯৫॥ †
হরি হরি আরে বিধি কী লেখিল কপালে।
কড়ছের[৩] রত্ন মুঞি হারাসু গোপালে[৩] ॥১১৯৬॥
মনুস্য[৪] নহেন গোসাঞি দেব শ্রীহরি[৪]।
ব্রহ্মার বচনে আসি দুষ্ট[৫] দৈত্য মারি[৫] ॥১১৯৭॥
দুষ্ট মারি গোসাঞি[৬] করেন সিস্টের পালন[৬]।
আমা সভার প্রাণ প্রভু[৭] হর কী কারণ ॥১১৯৮॥
তোমা জবে না দেখিব দণ্ড[৮] দুইচারি[৮]।
সত[৯] জুগ হেন মোরা মনেতে করি[৯] ॥১১৯৯॥

* ১১৯৩ সংখ্যক পদটি (খ) পুথিতে নাই।

১-১ সুস্বর বংশি কর্ণ প্যাতি শুনে (গ)।
সুস্বর বংশী কান পাতি সুনে (ঘ)

২ সুন্দরে (খ)

† (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

কিবা সে মোহনরূপ কিবা সে অধর।
কোথা কে ছাড়িয়া গেল সে হেন নাগর॥

৩-৩ কোনখানে গেলে পাইব আমি গোপালে (খ)

৪-৪ স্বরূপে মানুষ নহে দেব অবতার (খ)
মনুষ্য নহেন গোসাঞী কৃষ্ণ অবতার (ঘ)

৫-৫ হরি তুমিভার (খ), (ঘ)

৬-৬ কর প্রভু শিষ্টের পালন (খ)

৭ গোসাঞী (ঘ)

৮-৮ দেব শ্রীহরি (খ)

৯-৯ যুগ প্রায় মানি আমরা দণ্ড দুই চারি (খ)
শত যুগাধিক মানি সকল সুন্দরী (ঘ)

জখন[১] আইসেন কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে[১] ।
কৌতুকে[২] চালায়া বৎস নানা রঙ্গচঙ্গে[২] ॥১২০০॥
হাতেতে[৩] মোহন বাঁসি রূপ[৩] কন্দর্প সমান ।
সেরূপ[৪] না দেখি আজি ছাড়িব পরান[৪] ॥১২০১॥
কোথা আছ কোথা ফির গহন কাননে ।
পাএ[৫] পাছে বেথা লাগে কমল লোচনে[৫] ॥১২০২॥
কর্কস হস্তে জখন তোমার পাএ ধরি ।
পাএ পাছে বেথা বাজে মনে ভয় করি ॥১২০৩॥*
হেন[৬] পাদপদ্ম প্রভু ভ্রমিছ কাননে ।
আমি সব মরিব তোমার নিছিয়া চরনে[৬] ॥১২০৪॥
আইস আইস প্রভু[৭] দেহ দরসনে ।
প্রনতি করিয়া বলি তোমার চরনে ॥১২০৫॥
কান্দে কান্দে[৮] গোপনারি[৮] ভুমে লোটাইয়া ।
সদয়[৯] হৃদয় কৃষ্ণ মেলিলা আসিয়া[৯] ॥১২০৬॥

১-১ বাছুর চালাইয়া যাহ ছাওয়ালের সঙ্গে (গ)
২-২ হাতে মোহন বাঁশী ক্রীড়া কর রঙ্গে (গ)
গোধন চালাবে শিশু বাজাইয়ে রঙ্গে (খ)
৩-৩ দেখিব তোমাকে এখন (গ)
৪-৪ সেরূপ চিন্তিয়া মনে ছাড়িব পরাণ (গ)
৫-৫ আমা সবে মরে যাই তোমার বিচনে (গ)
মূলের 'লোচনে' স্থানে 'চরণে' (খ)
* ১২০৩ ও ১২০৪ সংখ্যক পদ (খ) পুথিতে নাই।
৬-৬ একে বন আরে নিশি করিছ ভ্রমন ।
আমা সব মারবে তোমার নিছিয়া চরন (খ)
৭ প্রাননাথ (খ), (গ)
৮-৮ সব গোপনারি (খ), (গ)
৯-৯ দয়া করি গোবিন্দাই দেখা দিল গিয়া (খ)
দয়া করি গোবিন্দাই মেলিলা আসিয়া (গ)

গোবিন্দ দেখিয়া তবে সব গোপিগণ।
মরিল[১] সরিরে জেন পাইল জিবন[১] ১২০৭॥ *
প্রসন্ন বদন হৈল সব গোপিগনে।
হরিসে হইল অশ্রু সভার নয়ানে ১২০৮॥
ধাইল সকল গোপি দেখি গদাধর।
চৌদিগে রহিলা গোপি জুড়ি দুই কর ॥১২০৯॥ †

১-১ সর্ব্বয়ে পাইল গিয়া যথা নারায়ন (খ)

* ১২০৭ হইতে ১২১০ সংখ্যক পদগুলির (খ) পুথির পাঠান্তর এইরূপ—

গোবিন্দ দেখিয়া গোপীর হর্ষ হইল মন।
পড়িয়া ক্ষিতির তলে ধরিলা চরণ॥
হাসিয়া গোপিনী সব জুড়ি দুই কর।
চতুর্দ্দিক বেড়িলেক মধ্যে দামোদর॥
যে অঙ্গ দেখিল তার তথি মজে মন।
চন্দ্র বেড়িয়া যেন শোভে তারাগন॥
যত গোপী তত মূর্ত্তি ধরে গদাধর।
এক গোপী এক কৃষ্ণ দেখিতে সুন্দর॥
মরকত মধ্যে যেন দুই গোটা পলা।
এক সুতে গাঁথিল যে কনকের মালা॥

† (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

উল্লসিত পুলকিত সব গোপীগনে।
সঘনে কম্পিত তনু সাত্ত্বিক লক্ষণে॥
স্তব্ধপ্রায় সব গোপী হরষিত হয়ে।
শ্যাম অঙ্গ নিরখিয়ে চিত্ত মজাইয়ে॥
যেই অঙ্গ যেই নারী কইল নিরীক্ষণ।
সেই অঙ্গে মজি রহে সে জনার মন॥
চৌদিকে গোপনারী মধ্যে নারায়ন।
চন্দ্রমা বেড়িয়া যেন রহে তারাগন॥
যত গোপী তত মূর্ত্তি হইল গদাধর।
এক গোপী এক কৃষ্ণ দেখিতে সুন্দর॥
মুকুতার মাঝে যেন শোভিত প্রবাল।
নীলমণি গাঁথিল যেন কনকের মাল॥

চৌদিগে গোপনারি মদ্ধে নারায়ন।
চন্দ্র বেড়িয়া জেন সোভে তারাগন ।১২১০॥
গোপিনি সিন্দুর[১] পরে গোবিন্দ[১] পিতবাস।
নিলমেঘে জেন সক্র[২] ধনুর প্রকাস[৩] ॥১২১১॥
হেনমনে বৃন্দাবনে নন্দের কুমার।
কামে হতচিত্ত[৪] হৈয়া সৃজিল স্রৌঙ্গার[৪] ॥১২১২॥
আলিঙ্গন[৫] চুম্বন স্তন জঘন তাড়ন[৫]।
বিপরিত কার কার করিল তোসন ।১২১৩॥ *
তবে[৬] জলক্রীড়া করি দেব গদাধর[৬]।
লড়িলা সকল গোপি জার জেই ঘর ।১২১৪॥
স্বামির সর্ব্যাতে গিয়া গোপিনি[৭] স্তুতিল।
কাছে[৮] জেন আছে নারি সভাই[৯] মানিল[৯] ॥১২১৫॥

১-১ সিন্দুর পরে নীত (খ)   ২ শত্রু (গ)
৩ আম্প্রান (খ, গ)
৪-৪ মত্ত হইয়া বনে করিল শৃঙ্গার (গ)
সদের 'সৃজিল' স্থানে 'সৃষ্টিল' (খ)
৫-৫ অধর চুম্বন স্তন জঘন তাড়ন (গ)
* (গ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :
নানামতে ক্রীড়া করি দেব নারায়ন।
একলা ভুবন কৃষ্ণ সব গোপীগন॥
শ্রমযুক্ত হইয়া তবে জমুনার জলে।
যুবতীর সঙ্গে ক্রীড়া করিল গোপালে॥
(ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :
জেন মতে রাস ক্রীড়া করিলা নারায়ন।
জল ক্রীড়া করিবারে করিলা গমন॥
৬-৬ নানাবিধি জলক্রীড়া কৈল [করি (গ)] গদাধর (খ)
৭ যুবতী (খ, (গ))   ৮ কোলে (ঘ)
৯-৯ স্বামী সে জানিল (ঘ)

কেহো নাহি জানে কৃষ্ণ কৃড়া করে রঙ্গে।
পৃতিদিনে বৃন্দাবনে ব্রজবধু[১] সঙ্গে ॥১২১৬॥
ধর্ম্মময় গোসাঞি[২] কেন হেন কর্ম্ম করি[২]।
সংসারের সার[৩] হৈয়া হরে পরনারি ॥১২১৭॥
আত্মপর নাহি তার জগত ভিতরে।
পাপ পুন্য জত তাঁর না লাগে সরিরে ॥১২১৮॥
ভাল মন্দ পোড়ে অগ্নি দেখে জগজনে[৪]।
জেই দ্রব্য পোড়ে হয় অগ্নির সমানে ॥১২১৯॥
সংসারের সার গোসাঞি সব জিন্ন জাএ।
অন্য জন হৈলে তারে নরক ভূঞ্জাএ ॥১২২০॥
বিস হেন বিসম বস্তু মহাদেবে খাএ।
আর জন হইলে মৃর্চ্ছ্য ততক্ষনে পাএ ॥১২২১॥ *
সংসারিকা লোক না করিহ পরদার।
পরদার অধিক পাপ না জানিহ আর ॥১২২২॥
চৌরাসি[৫] নরক কুণ্ড জত জমলোকে।
পরদার করিলে তা ভূঞ্জয়ে একে একে ॥১২২৩॥
না[৬] করিহ পরদার স্তন সর্ব্বজনে[৬]।
পরনারি পরসনে নরকে গমনে ॥১২২৪॥
রাস[৭] কৃড়া কৈল কৃষ্ণ স্তন সর্ব্বজনে।
গুনরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ চরনে[৭] ॥১২২৫॥ †

১ ব্রজজনা (ঘ) ২-২ গোবিন্দ হেনই কর্ম্ম করি (ঘ)
৩ নাথ (খ, ঘ) ৪ সর্ব্বজনে (খ, গ)
* ১২২১ ও ১২২২ সংখ্যক পদ দুইটি ঘ পুথিতে নাই ৫ সহস্র (খ, ঘ)
৬-৬ ইহা শুনি পরদার ছেড় সর্ব্বজন (খ)
৭-৭ গোপী লইয়া রাস ক্রীড়া কৈল বৃন্দাবনে।
গুনরাজ খান মন গোবিন্দ চরণে। (খ)
† (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
শ্রীভাগবত গ্রন্থ ব্যাসদেব কইল।
গুনরাজ খান তাহা পাঁচালী রচিল॥

কাত্যায়ণী মহোৎসব *

হেনমতে বৃন্দাবনে গোপসব[১] বসি।
কাত্যাঅনি মোহৎসব দিন হৈল আসি ॥১২২৬॥
প্রতি ঘরে পুজার দ্রব্য লইল[২] উপহার।
সুবেস[৩] করিয়া[৪] সভে পরে অলঙ্কার ॥১২২৭॥
গোবর্দ্ধন[৫] নিকটে বৃন্দাবন ভিতরে[৫]।
দেবি পুজিবারে লোক ধাইলা[৬] সত্বরে ॥১২২৮॥
পুজিয়াত ভগবতি করিল জাগরন।
নৃত্য[৭] গিত বাদ্য সভে করিল আরাধন[৭] ॥১২২৯॥
আচম্বিতে মহাসর্প সেই বৃন্দাবনে।
নন্দ ঘোসে বেড়লেক খাইবার মনে ॥১২৩০॥
কৃষ্ণ[৮] কৃষ্ণ করি নন্দ ডাকে উচা রাএ।
তোমাহেন পুত্র থাকিতে সর্পে মোরে খাএ[৮] ॥১২৩১॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয় পুস্তক পাঁচালীর নাম।
সর্বজন মনোরম অতি অনুপাম।
কৃষ্ণবিজয় পুথি না থাকে যভার ঘরে।
থাকে ঘরে থাকে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে।

* এই অধ্যায়ের পূর্বে (ঘ) পুথিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-সম্বলিত আর একটি উপাখ্যান রহিয়াছে, তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

১ গোপ গোপী (খ), (ঘ)
২ নানা (ঘ)
৩ স্ত্রীবেশ (ঘ)
৪ হইয়া (ঘ)
৫ গোবর্দ্ধনের নিকটে কানন ভিতরে (ঘ)
৬ চলিলা (খ), (ঘ)

৭-৭ নৃত্য গীত বাদ্যে লোক আনন্দিত মন (খ)
নৃত্য বাদ্য ফুল ফল করি আহরণ (ঘ)

৮-৮ হরি হরি বলি নন্দ বলে উচ্চরায়।
তোমা হেন থাকিতে পুত্র মোর প্রাণ যায়॥ (ঘ)

সুনিঞা ধাইলা[1] কৃষ্ণ সর্পের নিকটে।
খেদাড়িয়া[2] আইসে সেই[2] দসন বিকটে ॥১২৩২॥
কোপে[3] কৃষ্ণ তাহার মাথায়[3] লাথি মারি।
সর্পরূপ ছাড়ি বিদ্যাধর মুর্ত্তি[4] ধরি ॥১২৩৩॥
রথে চড়িয়া গন্ধর্ব্ব কৃষ্ণে[5] স্তুতি করে।
মুনি সাঁপ হইতে গোসাঞি[6] তাহারে উদ্ধারে[6] ॥১২৩৪॥
সুদর্শন নাম মোর গন্ধর্ব্ব অধিপতি।
কৌতুকে করিয়ে ক্রড়া লইয়া জুবতি ॥১২৩৫॥
সেইপথ দিয়া জায় অঙ্গিরা তপোধন।
জটাভার মস্তকে গোপি[7] করিলা গমন ॥১২৩৬॥
বিরূপ দেখিয়া হাসি পাইল আমারে।
কোপে সাঁপ দিল মুনি না করি বিচারে ॥১২৩৭॥
আপনে সুন্দর তেঞি কর উপহাস।
সর্প হৈয়া বৃন্দাবনে কর গিয়া বাস ॥১২৩৮॥
ভারাবতারনে আসিব নারায়ন[8]।
তাঁহার পরসে হব সাঁপ বিমোচন ॥১২৩৯॥
সফল হইল সাঁপ সুন গদাধর।
তোমার[9] পরসে মুক্ত[9] মোর কলেবর ॥১২৪০॥
কৃষ্ণ প্রনমিঞা রাজা সর্গপুরি[10] জায়।
দেখিয়া সকল লোক চমতকার পায় ॥১২৪১॥

১ আইলা (খ) ; গেল (ঘ)
২-২ দেখিয়া না মুখে আস্যে (খ)
দেখিলে না যায় আইসে (ঘ)
৩-৩ কোপ করি কৃষ্ণ মাথে (গ)
৪ রূপ (খ), (ঘ)
৫ হরে (খ), (ঘ)
৬-৬ মোরে করিলে উদ্ধারে (গ)
প্রভু উদ্ধারিলে মোরে উদ্ধারে (গ)
৭ মুনি (খ), (ঘ)
৮ দেব নারায়ণ (খ), (ঘ)
৯-৯ তুয়া পদাঘাত মুক্ত (গ)
১০ সুরপুরে (খ)

দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম সব গোপগণ।
কানাঞি মানুষ নয় সত্য নারায়ন ॥১২৪২॥
অদ্ভুত দেখিয়া কর্ম্ম ত্রাস[১] দেবগনে[১]।
কাত্যাঅনি[২] পূজা করি গেলা নিজ স্থানে[২] ॥১২৪৩॥
বৃন্দাবনে[৩] নানা রঙ্গে আছেন দামোদর[৩]।
তারাগন[৪] বেষ্টিত জেন সসোধর[৪] ॥১২৪৪॥ *
হেন কালে সঙ্খচুড় আইলা মায়া ধরি।
কুবেরের অনুচর হরে[৫] পরনারি[৫] ॥১২৪৫॥
আচম্বিতে লৈয়া জায় গোপি একজনে।
রাখ গোবিন্দাই[৬] বলি[৬] করএ ক্রন্দনে ॥১২৪৬॥
আর্ত্তনাদ[৭] স্তনি কৃষ্ণ ধাইলা সত্বরে[৭]।
বলদেবে[৮] থুইয়া গেলা গোপি রাখিবারে ॥১২৪৭॥

১-১ ত্রাস পাইল মনে (খ)
সব গোপগনে (গ)
২-২ কাত্যায়িনী মহোৎসব গুনরাজ ভনে (গ)
৩-৩ চারিদিকে গোপীগন মাঝে দামোদর (খ)
৪-৪ চৌদ্দ বৎসরের শিশু দেখিতে সুন্দর (খ)
'জেন' স্থানে 'শোভে' (ঘ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :-

গোপী লইয়া বৃন্দাবনে বিহরে গোপাল।
স্বরূপে মানুষ নহে নন্দের ছাওয়াল॥
গোপী লই দুই ভাই বিহরে বৃন্দাবনে।
দিনে দিনে ক্রীড়া করে সকল কাননে॥
চারিদিকে গোপীগন মধ্যে গদাধর।
তারাগন বেড়িলেক জেন সসোধর॥

৫-৫ হরে গোপনারী (খ), (ঘ)
৬-৬ কৃষ্ণ বলি গোপী (খ)
৭-৭ আতুর বচন শুনি ধাইল সত্তরে (ঘ)
৮ বলরাম (খ), (ঘ)

মালসাট মারিয়া জাএত[১] শ্রীহরি।
কোথা আসি[২] আরে দুষ্ট হর পরনারি ॥১২৪৮॥
মোর হাথে পড়িলি আজি জাবে কোন স্থানে।
আজিত প্রসম্ব তোরে জমের করনে[৩] ॥১২৪৯
এত বলি চুলে ধরি পাড়িল তাহারে[৪]।
গলা চাপি প্রান নিল পড়িল কাঙ্করে ॥১২৫০॥
দেখিয়া জুবতিগন হরিস[৫] অন্তর[৫]।
কৃড়া সঙ্কলিয়া কৃষ্ণ চলি[৬] জাএ ঘর[৬] ॥১২৫১॥
প্রতিদিন কৃড়া কৃষ্ণ করে বৃন্দাবনে।
গুনরাজ খাঁন বলে হরির[৭] চরনে ॥১২৫২॥ *

ভৈরবি রাগ

জত কর্ম্ম কৈল কৃষ্ণ গোকুল নগরে।
তা সুনিঞা কংসরাজা কাঁপিল অন্তরে ॥১২৫৩॥ †
কী পাকে মরএ কৃষ্ণ চিন্তিল নৃপবরে।
ডাকিয়া অরিষ্ট বির আনিল সত্বরে ॥১২৫৪॥
স্তনহ কৃষ্ণের কথা অরিষ্ট মহাসএ।
বিপরিত কর্ম্ম করে নন্দের তনএ ॥১২৫৫॥

১ জায় দেব (খ) ২ আসি (ঈ)
৩ কারনে (গ) ৪ চুলে (খ)
৫-৫ হরষিত হইল (খ), (গ) ৬-৬ ঘরকে চলিল (খ), (গ)
৭ গোবিন্দ (খ)

* ১২৫২ সংখ্যক পদটি (গ) পুথিতে নাই, তাহার স্থলে নিম্নোক্ত পদটি দৃষ্ট হয়—

কৃষ্ণবিজয় শুন নর চিত্তে এক মতি।
চুক্তিয়া সংসার সুখ পাইবে মুকতি।

† ১২৫৩ হইতে ১২৬৩ সংখ্যক পদগুলি (খ) পুথিতে নাই।
(গ) পুথিতে ১২৫৩ ও ১২৫৪ সংখ্যক পদ দুইটির স্থলে এই পদটি দৃষ্ট হয়—

শুনিঞাত কংস রাজা চিন্তিত অন্তরে।
ডাকিয়া অরিষ্ট বীরে আনিল সত্বরে।

বড় বড় কর্ম্ম কৃষ্ণ সিসুকালে কৈল।
সাত বৎসরের কালে[১] পর্ব্বত ধরিল ॥১২৫৬॥
সুদর্শন গন্ধর্ব্বের[২] সাঁপ বিমোচনে[২]।
সঙ্খচুড় মহাবির[৩] মারে বৃন্দাবনে[৩] ॥১২৫৭॥
আপন মরন গনি বলিল তোমারে।
তারে[৪] মারে হেন বির না দেখি সংসারে[৪] ॥১২৫৮॥
তো[৫] হেন বির নাঞি আমার সমাজে।
তোমরা থাকীতে মরি ইহ বড় লাজে ॥১২৫৯॥
কাতর হইয়া কংস এত জবে বৈল।
শুনিঞা অরিষ্ট বির হাসিতে লাগিল ॥১২৬০॥
না করিহ ভয় কাছু সুন কংসরাজ।
ছাওাল গোটা মারিব কত[৬] বড়[৭] কাজ ॥১২৬১॥
আমি সব থাকীতে তুমি পাঠায় কোন জনে।
না পারে মারিতে লাজ ঘোসে জগজনে ॥১২৬২॥
মেলানি দেহ রাজা জাই গোকুল নগরে।
রামকৃষ্ণ মারিয়া পাঠাব জমঘরে ॥১২৬৩॥
ইহা বলি বন্দে বির কংসের চরনে।
কৃষ্ণ মারিবারে সিগ্র[৮] করিল গমনে ॥১২৬৪॥
ধরিলেক বৃসরূপ দেখিতে[৯] ভয়ঙ্কর।
দস জোজন কৈল বির সরির ডাগর ॥১২৬৫॥
কন্দগোটা উভ[১০] জেন পর্ব্বতের চুড়া।
জাতে[১০] ঠেকে সেই সব হইয়া জাএ গুড়া[১০] ॥১২৬৬॥

---

১ শিশু (খ)
২-২ গন্ধর্ব্বেরে করিল মোচন (ঘ)
৩-৩ মারি কৈল গোপীর রক্ষণ (খ)
৪-৪ তার হেন মহাবীর নাহিক সংসারে (ঘ)
৫ তোমা (ঘ)
৬ একি (খ)
৭ বীর (খ)
৮ অতি (খ)
৯ দেখি (খ), (ঘ)
১০-১০ জাহাতে ঠেকয়ে বীর সেই হয় গুড়া (খ)
স্কন্ধে ঠেকি বৃক্ষ সব হয়ে যায় গুঁড়া (ঘ)

পাএ পাএ ভূঞিকম্প অরিষ্ট গমনে।
ডাহিন বামে বৃক্ষ ভাঙ্গে অঙ্গের হেলনে[1] ॥ ২৬৭॥
অতি ভয়ঙ্কর রূপ আইসে গোকুলে।
দেখিয়াত ত্রাস পাইল সকল গোওালে[2] ॥১২৬৮॥
বিপরিত রাউ কাড়ে সিয়রে[3] দুই কান।
তার ডাকে ত্রাসে[4] গরু ছাড়এ পরান[4] ॥১২ ৯।
গর্ভিনি[5] গাবি সভের গর্ভপাত হৈল[5]।
ত্রাসে[6] বলে লোকসব[6] গোকুল মজিল ॥১২৭০॥
গোওালার[7] বোল শুনি কানাঞি[8] সত্বরে।
দেখি গিয়া মোহা বৃস গোঠের ভিতরে ॥১২৭১॥
হাসিয়া বলিল তারে দেব শ্রীহরি।
মরিতে আইলে অশুর বৃস রূপ ধরি ।১২৭২॥
পৃথুবির ভার হরো[9] তোমাকে মারিয়া।
মালসাট মারি কৃষ্ণ চলিলা ধাইয়া।১২৭৩॥
দুই হাথে দুই শৃঙ্গ লাফ দিয়া ধরি।
ধরিয়া বুলাএ[10] পাক চাক ভাওরি[11] ॥১২৭৪॥
ছুড়িয়া পেলিল তারে পড়ে হাত সাতে।
পুনরপি সিংহ সারি আইসে মারিতে ॥১২৭৫॥
ক্রোধে সিংহ উপাড়িয়া সিংহের[12] বাড়ি মারি[12]।
পড়িয়া বাড়ির ঘায় জায় গড়াগড়ি ॥১২৭ ॥

১ হৈলনে (খ), (ঘ)
২ গোকুলে (ঘ)
৩ সারে (খ), (ঘ)
৪-৪ উকড়িয়া গরুড় ছাড়ে প্রাণ (খ)
উপড়িয়া গরু তেজিল পরান (ঘ)
৫-৫ তার ডাক শুনি নারি গর্ভপাত হৈল (ঘ)
৬-৬ ত্রাসে গোয়ালা বলে (খ), (ঘ)
৭ গোপের (খ)
৮ কৃষ্ণ (ঘ)
৯ হরিব (ঘ)
১০ ফিরান (খ)
১১ ভাঁওরি (খ), (ঘ)
১২-১২ শিরে মাইল বাড়ি (ঘ)

পুনরপি উঠি ধায় কৃষ্ণ মারিবারে।
লেঞ্জে ধরি গোবিন্দাই আছাড়িল তারে ॥১২৭৭॥
সেই ঘাএ দুরাসুরে অসুর পড়ি মৈল।
গোবিন্দ উপরে ইন্দ্র[১] পুষ্প বৃষ্টি কৈল ॥১২৭৮॥
অসুর মারিল জবে দেব গদাধর।
আনন্দিত[২] সর্ব্ব[২] লোক গোকুল নগর ॥১২৭৯॥
সকল গোওালা[৩] চমতকার হইল[৪]।
হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কেহো না করিল ॥১২৮০॥
ঘরে ঘরে এই কথা সুনে[৫] সর্ব্বজনে।
সুনিল ত কংসরাজা অরিষ্ট মরনে ॥১২৮১॥
অচেতন হৈল রাজা শুনে মনে মনে।
পাত্র মিত্র লোক জত ডাক দিয়া আনে ॥১২৮২॥
আনিল জতেক বন্ধু সভাকে[৬] ডাকায়া।
হেনবেলে নারদ মুনি মেলিল আসিয়া ॥১২৮৩॥
নারদ দেখিয়া উঠে কংস নরপতি।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া কৈল অনেক[৭] প্রণতি ॥১২৮৪॥
তুষ্ট হৈয়া মুনি তারে কৈল প্রীয়বানি।
নিভৃতে[৮] আছহ কেন কংস নৃপ মনি ॥১২৮৫॥
তোমার ঘরে হৈল সত্রু দৈবকী উদরে।
অষ্টম গর্ভেতে হরি আপনে অবতারে ॥১২৮৬॥*

১ দেব (ঘ)। ২-২ আনন্দে নাচয়ে (ঘ)।
৩ লোকেরে দেখি (গ) ৪ পাইল (গ)
গোকুল সহ। (ঘ)
৫ ঘোষে (খ); কহে (গ)।
৬ সকলে (খ) ৭ বিস্তরে (ঘ) ৮ নিশ্চিন্তে (খ), (গ)
* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

উপজিল হরি তুমি নাহি দিলে মন।
গোকুলে নন্দের ঘরে সেই দুইজন ॥

প্রবল হইল সত্রু সুন নৃপবর।
জেনমতে ভাল হয় চিন্তহ সত্বর ॥১২৮৭॥
এতেক বলিল জবে নারদ মুনিবরে।
পাত্র মিত্র লৈয়া রাজা মন্ত্রনা সে করে ॥১২৮৮॥
বসুদেব দৈবকী আনিল সত্বরে।
চুলে ধরি খড়গ[1] তুলে তারে[2] কাটিবারে ॥১২৮৯॥
তবেত নারদমুনি তার হাথে ধরি।
রাজা হৈয়া কেন হেন কর[৩] দুরাচারি[৩] ॥১২৯০॥
ভগ্নিপতি বধ আমি[৪] কোথাহ না সুনি।
জে তোমার সত্রু হএ তারে মার আনি ॥১২৯১॥
ইহাকে মারিলে হয় ধর্ম্মের লঙ্ঘন।
ধর্ম্ম লঙ্ঘিলে হয় নিকট মরণ ॥১২৯২॥

মল্লার রাগ

নিগড় দিয়া দুহাকারে রাখ কারাগারে।
সত্রুকে মারিতে জত্ন কর[৫] নৃপবরে[৫] ॥১২৯৩॥
রিসির বচনে রাজা ক্রোধ সম্বরিল।
বন্দি করি কারাগারে দুহারে রাখিল ॥১২৯৪॥*

বসুদেব থুইল লইয়া নন্দঘোষ ঘরে।
জশোদার কন্যা আনি ভাণ্ডিল তোমারে।

১ খাড়া (ঘ)   ২ দুঁহে (ঘ), (খ)

৩-৩ আবস্থার করি (খ)
অব্যবহার করি (ঘ)

৪ কর (খ)   ৫-৫ করহ সত্বরে (ঘ)

* ১২৯৪ ও ১২৯৫ সংখ্যক পদ দুইটির পরিবর্ত্তে (গ) পুথিতে নিম্নোক্ত পদগুলি দৃষ্ট হয়—

মুনির বচনে রাজা ক্রোধ সম্বরিল।
কেসি মহাসুরে তবে ডাকিয়া আনিল।
গোকুল যাইতে রাজা তারে আদেশিল।
মনেতে ভাবিয়া কিছু তাহারে কহিল।

কেসি মহাসুরে রাজা ডাকীয়া আনিল।
কংসের আদেসে[১] কেসি গোকুলে চলিল ॥১২৯৫॥ ✻
তোমা হৈতে জদি তার না হএ মরণ।
অক্রুর পাঠায়া এথা আনিব দুইজন ॥১২৯৬॥
চিন্তিত হইয়া কংস মনে মনে গুনে।
অক্রুরকে ডাকীয়া রাজা আনিল তখনে ॥১২৯৭॥
আমার বচনে তুমি চলহ সকাল।
প্রবল হইল সক্র গোকুলে[২] গোপাল ॥১২৯৮॥
উঠিয়া আপনে রাজা অক্রুরের[৩] হাথে ধরি।
আমার আজ্ঞাতে[৪] চল গোকুল নগরি ॥১২৯৯॥ †
বলিয়া[৫] পাঠাইল রাজা তোমার ঠাঞি[৫]।
মল্ল জুদ্ধ ভাল জান তোমরা দুই ভাই ॥১৩০০॥
সুনিঞা কৌতুক বড় রাজার হইল।
আন গিয়া দুই ভাই আমা পাঠাইল ॥১৩০১॥
করাইব মল্লজুদ্ধ মল্লের সংহতি।
প্রবন্ধ[৬] করিয়া এথা আন সিগ্রগতি[৬] ॥১৩০২॥

চল মহাশয় কেশি গোকুল নগরে।
রামকৃষ্ণ মারিঞা তুমি আইসহ সত্বরে॥

১ আজ্ঞায় (খ)

✻ (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ :—

মন্ত্রনা করিল তবে কংস নৃপবরে।
কেমন উপায় করি কৃষ্ণ মারিবারে॥

২ নন্দের (খ) ৩ তার (খ) ৪ বচনে (খ)

† অতিরিক্ত :— আপুনি কহিতে তুমি তাহার গোচরে।
আমাকে পাঠালা রাজা তোমা লইবারে॥ (খ)

৫-৫ আমাকে পাঠালা রাজা তোমা সভার ঠাঞী (খ)
'তোমার' স্থানে 'তোমা দুহার' (ঘ)

৬-৬ কর লঞা চল আজ্ঞা কৈল [দিল (ঘ)] নরপতি (খ), (ঘ)

কর লৈয়া লড়[1] আজ্ঞা করিল[2] নৃপতি।
মল্লজুদ্ধ করাইয়া দুহার[3] সংহতি ॥১৩০৩॥*
ধনুর্ম্ময় জজ্ঞ[4] ব্রাহ্মণ[5] করুক জজ্ঞসালে।
পতকা নগরে দেহ পৃতি ঘরে[6] ঘরে[6] ॥১৩০৪॥

পাহিড়া রাগ

সব রাজা আনহ কৌতুক দেখিবারে।
সুবর্ন্নের মঞ্চ কর সভার ভিতরে ॥১৩০৫॥
কুবলয় হস্তি রাখ মধ্য দুআরে।
আসিতে নন্দের পুত্রে দন্তে[7] জেন চিরে[7] ॥১৩০৬॥
হেন মতে আনিঞা মারহ দুই জনে।
তবেত আমার সত্রু নাহি তৃভুবনে ॥১৩০৭॥
জরাসিন্ধু আদি জত মহারাজা বৈসে।
সভেত আমার পক্ষ পাইব[8] হরিসে ॥১৩০৮॥
নিস্কণ্টকে পৃথিবি ভূঞ্জিব এক মনে।
মন্ত্রনা করিয়া রাজা গেলা নিজ স্থানে। ১৩০৯॥
মহাবির কেসি জাএ গোকুল নগরে।
কম্পমান বসুমতি তার পদ ভরে ॥১৩১০॥

১ চল (খ) ২ দিল (ঘ) ৩ মল্লের (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

প্রবন্ধে আপনি যদি আন দুইজনে।
তবে রামকৃষ্ণ মারিব তোমার পূর্বে॥
যত্ন করিয়া এথা আন দুইজনে।
মল্লযুদ্ধ করাইব বধিব পরানে। (খ)
প্রবন্ধ করিয়া হেথা আন দুইজনে।
মল্লযুদ্ধ করাইয়া বধিব পরানে। (ঘ)

৪ যজ্ঞ (ঘ) ৫ বিপ্র (খ), (ঘ)
৬-৬ ঘরের চালে (খ), (ঘ) ৭-৭ পথে যেন মারে (ঘ)
৮ হইব (খ)

পর্ব্বত আকার সেই[১] অশ্বরূপ ধরে।
পৃথুবি[২] কোদালে খুরে গোষ্ঠের ভিতরে[২] ॥১৩১১॥ *
ত্রাসে[৩] পালাইলা লোক তার রব শুনি[৩]।
কেমতে[৪] অসুর মারি কৃষ্ণ মনে গুনি[৪] ॥১৩১২॥
অনুমান করি গেলা অশ্বের[৫] নিকটে।
কৃষ্ণকে খাইতে আসে দশন বিকটে ॥১৩১৩॥

---

১ বীর (খ) ২-২ ত্রাস উপজিল সব গোকুল নগরে (খ)

* (ঘ) পুথিতে এই পদটি নাই। পূর্ব পদের পরে (খ) ও (গ) পুথিতে নিম্নোক্ত পদ আছে—

গাছ ভাঙ্গে ঘর পাড়ে মানুষ সব মারে।
ধাইয়া গোওয়াল জানাই দামোদরে ॥ (খ)
ঘর ভাঙ্গি বৃক্ষ ভাঙ্গি গরু মানুষ মারে।
ধাইয়া গোওয়ালা সব জানাইল গদাধরে ॥ (গ)

ইহার পরে অতিরিক্ত পাঠ (খ) ও (ঘ) :—

শুন শুন রামকৃষ্ণ কি কর বসিয়া।
গোকুল বিনাশ [নাশ করে এক (ঘ)] কৈল অসুর আসিয়া ॥
অশ্বরূপ ধরে সেই [অসুর (ঘ)] পর্ব্বত আকার।
ঘর ভাঙ্গি মানুষ খায় [মারে (ঘ)] নাহিক নিস্তার ॥
এত দিনে মজিল যে [নষ্ট হইল (ঘ)] তোমার গোকুল।
কেহ নাহি রক্ষা পায় হইল [করিল (ঘ)] নির্ম্মূল ॥
তোমা অনুগত সব [তোমার স্মরণ যত (ঘ)] গোকুল নগরী।
অসুর মারিয়া রক্ষা করহ শ্রীহরি ॥
শুনিয়া গোপের কথা [ধাইয়া যায় (ঘ)] দেব দামোদর।
অসুর মারিতে কৃষ্ণ চলিলা [হইলা (ঘ)] সত্বর ॥
দেখিল সে মহাকায় [মহা অশ্ব (ঘ)] অসুর রূপ ধরে।
পৃথিবী কোদালে [পৃথিবীকে দলে (ঘ)] খুরে গোষ্ঠের ভিতরে ॥

৩-৩ ত্রাসে মরে লোক সব তার ডাক শুনি (খ) (ঘ)

৪-৪ মনে মনে অসুর মারি কৃষ্ণ মনে গুনি (খ)
কেমনে মারিব অসুর রণে মনে গুনি (ঘ)

৫ তাহার (খ) ; অসুর ঘ

বুঝিয়া তাহার মন দেব শ্রীহরি।
লেঞ্জে ধরি ফিরায়[1] তারে[2] চাকভাঙরি ॥১৩১৪॥
লিলাএ পেলিল তারে দেব দামোদরে।
পড়িল[3] অসুর গিয়া[3] হাত শতেক অন্তরে ।১৩১৫॥
পুনরপি ধাইয়া আসে কৃষ্ণ মারিবারে[4] ।
হাত[5] পুরাইয়া দিল তাহার উদরে[5] ।১৩১৬॥
বাড়াইল হাতখান তাহার[6] উদরে[6] ।
সকল[7] দ্বারের বাউ বন্দি করিল তারে[7] ॥১৩১৭॥*
উদর[8] ফুটিতে ডাক ছাড়এ অসুরে।
তার ডাকে দশদিগ কাঁপে থর হরে[8] ॥১৩১৮॥
ত্রাস পাইল তথা[9] জত নরনারি[9] ।
অন্তরিক্ষে দেবগণ সোঙরএ শ্রীহরি ॥১৩১৯॥
হাথখান লাড়ি কৃষ্ণ[10] পাড়িল তাহারে[10] ।
ভূমেতে পড়িয়া সেই দুষ্ট কেসি মরে ॥১৩২০॥
ফুটি[11] কাকুড়ি জেন হৈল থাল খান।
বাহির করিল কৃষ্ণ আপন হস্তখান ॥১৩২১॥

১ বুলাই নাক (খ)।　　২ যেন (ঘ)
৩-৩ পড়িল তো গিয়া (খ), (ঘ)　　৪ গিলিবারে (খ), (ঘ)
৫-৫ মনে চিন্তে কৃষ্ণ তার উদরে হাত দিবে। (খ)
'পুরাইয়া দিল' স্থানে 'পুরাইল কৃষ্ণ' (ঘ)।　　৬-৬ শরীর ভিতরে (খ), (ঘ)
৭-৭ রুন্ধিলেন দ্বার বাউ নহেত বাহিরে (খ)
* অতিরিক্ত পাঠ (ঘ) :—

বন্দি করিল বায়ু নহেত বাহিরে।
উদরে ফুটিয়া মরয়ে মহাবীরে॥

৮-৮ তার ডাকে থর থর কাঁপেত সংসারে।
ভূমিতে পড়িয়া মরে কেশী দুরাচারে॥ (খ)

৯-৯ ধাইয়া গেলা জত নরনারী (খ)।　　১০-১০ গোপিগণ পাড়িল অসুরে (ঘ)।
১১ ফুটিল (খ) ; ফুটিল (ঘ)।

পড়িয়া মরিল কেসি দেখিল[1] সংসারে[1] ।
পুষ্পবৃষ্টী[2] করিল ইন্দ্র কৃষ্ণের উপরে[2] ।১৩২২॥ *
সাধু সাধু বলি দেব ডাকে উচ্চস্বরে[3] ।
আজি হৈতে নির্ভয়[4] করিলে আমারে[4] ॥১৩২৩॥
মারিয়া কেসিরে তুস্ট করিলে সংসার[5] ।
কেসব[6] বলিয়া নাম আজি সে তোমার[6] ।১৩২৪॥
জোড়হাথে[7] স্তুতিকরি দেব জাএ[8] ঘর ।
সিস্তু সনে বৃন্দাবনে গেলা[8] দামোদর ॥১৩২৫॥
জমুনার কুলে কৃষ্ণ করে নানা কেলি ।
চোর রাজা খেড়ি খেলে দেব বনমালি ॥১৩২৬॥
কেহো রাজা কেহো চোর খেলে সেই ঠাঞি ।
বোোম নামে অসুর মেলিল তথাই ।১৩২৭॥
ধিরে ধিরে আসি[10] দুস্ট অলখিত মনে[10] ।
চুরি করি লৈয়া[11] জাএ সিস্তু জনে জনে[11] ॥১৩২৮॥
পর্ব্বত[12] গভ্বরে সিস্তু রাখে লুকাইয়া[12] ।
দ্বার ঢাকিয়া[13] রাখেন পাথর চাপাইয়া ।১৩২৯॥

১-১ দেখে দেবগন (খ) ;
২-২ গোবিন্দ উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ (খ)
* ১৩২২ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় লাইন হইতে ১৩২৪ সংখ্যক পদের প্রথম লাইন খঃ পুথিতে নাই।
৩ বানী (খ)
৪-৪ দেবে ব্রহ্মা কৈলে চক্রপাণি (খ) ৫ সংসারে (ঘ)
৬-৬ কেশব নাম হইল তাঁর সেই কালে (ঘ)
'আজি সে তোমার' স্থানে 'সুখয়ে সংসার' (খ)
৭ করপুটে (খ)
৮ গেলা (খ, ঘ) ৯ খেলে (খ) ; রাম (ঘ)
১০-১০ আচম্বিতে আসি সেই ঠাঁই (খ) ১১-১১ জনে জনে সিস্তু লইয়া যাই (খ)
১২-১২ পর্ব্বতের গুহা মধ্যে সিসুগণ থুয়া (খ)
'গভ্বরে' স্থানে 'কন্দরে' (ঘ) ১৩ মুদিয়া (খ)

বারে বারে সিস্থ লৈয়া রাখে সেই ঠাঞী।
অল্প ছাওাল দেখি চিন্তেন গোসাঞি[১] ।১৩৩০॥
অনেক ছাওাল লৈয়া আইলুঁ খেলিবারে।
কেবা নিল কোথা গেল চিন্তি গদাধরে ॥১৩৩১॥
মনে[২] মনে চিন্তি তবে দেব নারায়ন।
চুরি করি অসুরা নিল সব সিস্থগণ ॥১৩৩২॥
অসুর মারিতে কৃষ্ণ হইলা সত্বর।
দুই জনে জুদ্ধ হৈল অতি ঘোরতর।১৩৩৩॥
জগতের নাথ সনে করে মহারণ।
কাননের গাছ আনি করে বরিসন[২] ।১৩৩৪॥
আছাড়িয়া[৩] গোবিন্দাই মারিল তাহারে[৩] ।
মল্লছান্দে ছাঁদিয়া গলা চাপি ধরে ॥১৩৩৫॥
পড়িয়া মরিল দুস্ট[৪] অরণ্য ভিতরে।
লড়িলাত গদাধর[৫] সিস্থ আনিবারে।১৩৩৬॥
পাথর ঘুচায়া দূর[৬] করিল নারায়ন।
হরিসে বাহির হৈল সব সিস্থগণ।১৩৩৭॥
সিস্থগণ লৈয়া তবে নন্দের কুমার।
জমুনাতে গিয়া কৈল জল বেহার ॥১৩৩৮॥

---

১ গোবিন্দাই (খ); কানাই (ঘ)

২ ২ ১৩৩২ হইতে ১৩৩৪ সংখ্যক পদের পাঠান্তর :—

ত্রিজগত নাথ গোসাঞী মনেতে চিন্তিয়া।
জানিল অসুরা আসি নিলেক হরিয়া॥
ধাইয়া গেল গোবিন্দাই গুহার ভিতরে।
মায়া ছাড়িয়া অসুর নিজমূর্ত্তি ধরে॥
কৃষ্ণ সনে অসুর বিস্তর কৈল রন।
কাননের বৃক্ষ আনি করে বরিসন। (গ)

৩ ৩ ধাইয়া গিয়া গোবিন্দাই আছাড়ে তাহারে (গ)
'মারিল' স্থানে 'ফেলিল' (ঘ)
৪ অসুর (খ)
৫ দামোদর (খ), (ঘ)
৬ ছার (খ), (ঘ)

স্নান[1] করি সিসুগণ জায় নিজ স্থানে[1] ।
কেসিবধ ব্যোমবধ কংসরাজা সুনে ॥১৩৩৯॥
ত্রাসে মোহ পাইয়া[2] পড়ে ভূমি তলে।
গুণরাজ খাঁন বলে বন্দিয়া গোপালে ॥১৩৪০॥

মল্লার রাগ

উথাসে[3] নারদ মুনি গিয়া কৃষ্ণ ঠাঞি।
কংসের মন্ত্রনা জত কহিল তথাই।১৩৪১॥
জেমতে মারিতে রাজা বসুদেবে কৈল।
আমি হাথে ধরি তার মরন রাখিল ॥১৩৪২॥
তোমা দুই ভাই নিতে পাঠাব অক্রুর।
অক্রুর পাঠায়া তোমা নিব মধুপুর ॥১৩৪৩॥
তোমাকে মথুরা নিঞা কংস নৃপতি।
করাইব মল্লজুধ্য মল্লের সংহতি।১৩৪৪॥*
ঝাট গিয়া মার গোসাঞি দুষ্ট কংসরাএ।
বন্দিসালে দুঃখ পাএ তোমার বাপমাএ।১৩৪৫॥
এতেক কহিল জবে নারদ মুনিবর।
হাসিয়াত গদাধর দিলেন উত্তর।১৩৪৬॥
আসুন অক্রুর জাব মথুরা নগরে।
করিবত মল্লজুদ্ধ ভেটিব নৃপবরে ॥১৩৪৭
পাইয়া[4] উত্তর মুনি[4] গেলা নিজ ঘর।
সিসু লৈয়া কৃড়া করে দেব দামোদর ॥১৩৪৮॥

১-১ সব সিসু গেলা তবে নিজ নিজ স্থানে (খ)
২ গেল কংস (খ), (ঘ)
৩ তথায় (ঘ)
* এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।
৪-৪ তবেত নারদ মুনি (ঘ)

সমগ্র পদটির (গ) পুথির পাঠ :—

এতেক বলিয়া মুনি গেলা নিজ স্থান।
শিশু লইয়া ক্রীড়া করে নন্দপুত্র কান॥

রাজার আদেসে অক্রুর ঘরকে আসিয়া।
কৌতুকে বঞ্চিল নিসি হরসিত হৈয়া ॥১৩৪৯॥
কালিত দেখিব প্রভু[১] শ্রীমধুসোদন।
কোটি কোটি জন্মের পাপ হব বিমোচন[২] ॥১৩৫০॥
নানা মনোরথে অক্রুর রজনি বঞ্চিল।
প্রভাতে উঠিয়া অক্রুর গোকুল চলিল ॥১৩৫১॥
পথেত চলিলা অক্রুর রথেতে চড়িয়া।
কৃষ্ণ দরসনে জায় হরসিত হৈয়া ॥১৩৫২॥
ভাল হৈল কংস বৈল কৃষ্ণ আনিবারে।
তেঞি[৩] সে দেখিব প্রভু দেব দামোদরে[৩] ॥১৩৫৩॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ অনেক তপ কৈল।
তবুত নারায়ণ মুর্ত্তি[৪] দেখিতে না পাইল ॥১৩৫৪॥
সেই জগন্নাথ প্রভু[৫] দেখিব গোকুলে।
চরণ[৬] বন্দিয়া[৬] জন্ম করিব সফলে ॥১৩৫৫ *
পথে[৭] জাইতে মনে অনুমান করি[৭]।
দিন অবসেসে পাইল গোকুল নগরি ॥১৩৫৬॥
দেখিলত[৮] রামকৃষ্ণ বাছুরের সঙ্গে[৮]।
হাসিতে হাসিতে[৯] কৃষ্ণ সিঙ্গায়[১০] দিল রঙ্গে[১০] ॥১৩৫৭॥

---

১ গোসাঞী (খ), (ঘ)
২ খণ্ডন (খ), (ঘ)
৩-৩ দেখিব পরমব্রহ্ম নন্দঘোষ ঘরে (খ)
৪ রূপ (খ)
৫ আমি (খ)
৬-৬ পদরজ লয়া (খ)
* অতিরিক্ত পাঠ (খ) ও (ঘ)

প্রণাম করিব গিয়া লোটাইয়া শিরে [পড়িয়া শরীরে (ঘ)]।
হাতে অক্রুর বলিয়া মোরে তুলিব গদাধরে ॥
হাতে ধরি জিজ্ঞাসিব দেব নারায়ন।
তখন মানিব [জানিব (ঘ)] আমি সফল জীবন ॥

৭-৭ হেন অনুমান পথে মনে মনে করি (খ) ; মূলের 'মনে' স্থানে 'অক্রুর' (ঘ)
৮-৮ দেখিলা রাম দামোদর বৎসকের সঙ্গে (খ)
৯ খেলিতে (ঘ)
১০-১০ সিঙ্গা বাজাইলা রঙ্গে (খ)

রথে হৈতে অক্রুর তুলি[১] প্রণাম করি।
ভূমিতে লোটায়্যা কৃষ্ণের দুই পাএ ধরি ॥১৩৫৮॥ *
বন্দিলত[২] বলভদ্র[২] অক্রুর মহাসএ।
প্রেমেতে[৩] পুলক তনু গড়াগড়ি বুলে[৩] ॥১৩৫৯॥
নন্দঘোস[৪] জসোদা সম্ভ্রমে উঠিয়া।
বসাইল আসনে তারে পাদ্য অর্ঘ দিয়া[৪] ॥১৩৬০॥
মিষ্টান্ন পান দিয়া করাল্য ভোজন।
জিজ্ঞাসিল বার্ত্তা কেন করিলে গমন ॥১৩৬১॥
তবেত অক্রুর বলে করিয়া বিনএ।
কংসরাজা[৫] পাঠাইল তোমার নিলএ[৫] ॥১৩৬২॥
ধনুর্ম্ময়[৬] জজ্ঞ তথা করে নৃপবর।
দধি দুগ্ধ ঘৃত লেহ লহ সত্বর[৬] ॥১৩৬৩॥ †

১-১ উলি অক্রুর (ঘ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

হাথে ধরি তুলিল তারে দেবনারায়ন।
কার্য্য সিদ্ধি অক্রুর মানিল ততক্ষণ ॥
আমার কতেক ভাগ্য বলিতে না পারি।
রাজরাজেশ্বর মোরে তুলিলা হাথে ধরি।

২-২ তবে বলদেব বন্দে (খ)

৩-৩ নন্দ ঘোষ দামোদরে করিল বিনয় (খ), (ঘ)

৪-৪ তবে নন্দ বড় সংভ্রম করিয়া।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল তারে আপুনি আনিয়া ॥ (খ)
নন্দ যশোদা তবে সম্ভ্রমে উঠিল।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে বিনয় করিল ॥ (ঘ)

৫-৫ ধনুর্ম্ময় জজ্ঞ তথা করে কংস রায় (ঘ)

৬-৬ তে কারণে মোরে হেথা পাঠাইল সত্বর।
অতএব আইলাম আমি তোমা বরাবর। (ঘ)

† ১৩৬৩ সংখ্যক পদের পরে (ঘ) পুথিতে এইরূপ পদ দৃষ্ট হয়—
দধি দুগ্ধ ঘৃত লহ সকটে পুরিয়া।
সত্বরে চলহ নন্দ রাজকর লৈয়া।

দুই পুত্র লেহ নন্দ করিয়া সঙ্গতি।
মল্লজুদ্ধ করিবেন[১] দেখিব নৃপতি ॥১৩৬৪॥
মহাবল পুত্র তোমার সুনি[২] নরপতি[২]।
করাইব[৩] মল্লজুদ্ধ মল্লের সংহাত[৩]।১৩৬৫॥
জুদ্ধ দেখিতে রাজার কৌতুক বড় মনে।
তেকারণে আইলাঙ তোমার সদনে ॥১৩৬৬॥ *
রাজার আদেস এই[৪] সুন নন্দঘোস।
বিলম্ব না কর লড় করিয়া সন্তোস ।১৩৬৭॥
অক্রুর বচন শুনি নন্দ গোওাল।
কি করিব আজ্ঞা[৫] কর[৫] সুন্দর গোপাল ॥১৩৬৮
ভাল ভাল বলিয়া[৬] উঠিলা গদাধর[৬]।
করিবত মল্লজুদ্ধ ভেটিব নৃপবর ॥১৩৬৯॥
দধি দুগ্ধ কর[৭] লেহ[৭] সকট পুরিয়া।
ধনুর্ম্ময় জজ্ঞ রাজার দেখিবত গিয়া ।১৩৭০।
ঘোসনাত[৮] দিল নন্দ সকল গোকুলে।
কর লৈয়া জাব কালি রাজার দুয়ারে[৮] ।১৩৭১॥
কংসের[৯] আইল আজ্ঞা জাইতে তথারে।
সংহতি করিয়া লব রাম দামোদরে[৯] ।১৩৭২।

---

১ দুঁহার (খ), (ঘ) ২-২ সুন মহামতি (খ)
৩-৩ মল্লজুদ্ধি দেখিবেন মল্লের সংহতি (খ)
* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।
৪ রাখ (খ), (ঘ) ৫-৫ বুদ্ধি বল (খ)
৬-৬ করিয়া লড়িলা দামোদর (গ) ৭-৭ লহ নন্দ (ঘ)
৮-৮ সুনি গোপ নন্দ বেল সকল নগরে।
কর লেহ গোপ সব কংসের দুয়ারে। (গ)
ইহা শুনি বৈল [illegible] সকল নগরে।
কর লই যাব সবে রাজার দুয়ারে। (ঘ)
৯-৯ কংসের আরতি আনি দিল পাত্রবরে।
যবে যাবে দুই ভাই রাম দামোদরে। (গ)

এবোল বলিল নন্দ সভা বিদ্যমানে।
সুনিল জুবতি[1] কৃষ্ণ মথুরা গমনে ॥১৩৭৩॥
অচেতন[2] হইল সকল গোপিগণ।
লাজ ভয় দুর করি জুড়িল ক্রন্দন[2] ॥১৩৭৪॥
আজি হেন বুঝি মোরে বিধি বিড়ম্বিল।
মথুরা জাইব কৃষ্ণ এখনি সুনিল ॥১৩৭৫॥*
অনেক ভাগ্য করি সখি জম্মিলাঙ গোকুলে।
তেকারনে সঙ্গ পাইলাঙ সুন্দর[3] গোপালে ॥১৩৭৬॥
হেন[4] প্রাণনাথ প্রভু জাইব এড়িয়া[4]।
কত ধন পাব সখি জিবন রাখিয়া ॥১৩৭৭॥ †

১ শ্রীমতী (ঘ)

২-২ লজ্জা তেজী একে একে বলিল গোপন।
গুরুজন ভয় তেজি জুড়িল ক্রন্দন॥ (খ)
এত শুনি গোপীগন হইল অচেতন।
লাজ ভয় দুরে করি করিল ক্রন্দন॥ (ঘ)

* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

৩ নন্দের (খ), (ঘ)

৪-৪ হেন নিধি যায় সখি আমার ছাড়িয়া (ঘ)

† (খ) পুথিতে ১৩৭৭ সংখ্যক পদটি নাই।

অতিরিক্ত পাঠ (খ) পুথি—

হেন বুঝি কৃষ্ণ আমা সভাকে এড়িয়া।
পরান ছাড়িব সখি কৃষ্ণ না দেখিয়া॥
কি করিব ধন জন পুত্র বন্ধু জন।
আপুনি মরিলে তার নাহি দরশন॥
আর না দেখিব সখি শ্রীমধুসূদন।
মরিয়া রাখিব সখি শ্রীমধুসূদন॥

(ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ—

পাণের প্রাণনাথ মোরে যায়ত এড়িয়া।
তিলেক না জিব সখি কানু না দেখিয়া॥
যে কানু দেখিতে সখি নিমিখ না করি।
আঁখির আড়াল হইলে নিমেখেকে মরি॥

সভে মেলি রাখিব নন্দের নন্দন।
আপনে মইলে আর নাহি দরসন ॥১৩৭৮॥*
জদি গুরুজন লর্জ্জা দিবেক আমারে।
সকল সহিব সখি জিয়ন্ত সরিরে ॥১৩৭৯॥
অনুমান[1] করি গেলা[1] জার জেই ঘর।
সভে মেলি[2] ধরিয়া রাখিব গদাধর[2] ॥১৩৮০॥
রজনি প্রভাত হৈল অক্রুর উঠিয়া।
স্নান[3] তর্পন কৈল জলমদ্ধে[4] গিয়া ॥১৩৮১॥
নন্দ লৈয়া অক্রুর[5] করিল গমন।
সঙ্গতি করিয়া নিল রাম নারায়ন ॥১৩৮২॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল উপসন্ন[6] করি।
কর দিতে জাএ নন্দ কংসের[7] মধুপুরি[7] ॥১৩৮৩॥

তিলেক বিচ্ছেদ হইলে কত যুগ মানি।
রাত্রি দিন কৃষ্ণ বিনে অন্য নাহি জানি ॥
গুরু গর্ব্বিত দেখি ভয় না করিল।
জাতি ভয় লাজ কুল সকল তেজিল ॥
কি করিব ঘর দ্বার স্বামী বন্ধুজন।
আর না দেখিব সখি শ্রীমধুসূদন ॥
যখন মথুরা কৃষ্ণ করিবে গমন।
ধরিয়া রাখিব সখি কমললোচন ॥

* ১৩৭৮ সংখ্যক পদটি (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১-১ অনুমানি গোপী গেলা (খ), (গ)

২-২ সভক্তে রহিল সবে কৃষ্ণে রহাবারে (খ), (গ)

৩ দান (খ)

৪ জমুনায় (খ)

৫ মথুরাকে (খ)

৬ উপহার (খ)

৭-৭ মথুরা নগরি (খ)

রামকৃষ্ণ লৈয়া[১] অক্রুর চড়ি নিজ রথে[১] ।
রহিয়া[২] জুবতি সব কান্দে সেই পথে ॥১৩৮৪॥
দেখিল অক্রুর লৈয়া জায় চক্রপানি ।
কান্দিতে লাগিলা গোপি পড়িয়া ধরনি ॥১৩৮৫।
অক্রুর বলিয়া নাম[৩] কোন গুনে[৪] থুইল ।
তোমাকে[৫] অধিক ক্রুর[৫] কোথাহ না দেখিল ॥ ১৩৮৬॥
জগতের নাথ কৃষ্ণ[৬] আছিলা এথাই ।
সভাকার প্রান হরি লৈয়া জাসি[৭] কানাঞি ॥১৩৮৭॥
শ্রীকৃষ্ণ বিজয় নর শুন এক মনে ।
গুনরাজ খাঁন বলে কৃষ্ণ মথুরা গমনে ॥১৩৮৮॥*

১-১ নিল অক্রুর আপনার রথে (খ) ;
    তবে নন্দ চড়ে গিয়া রথে (ঘ)

২ দাণ্ডাইয়া (খ), (ঘ)　　৩ তোর (খ)　　৪ পাপী (ঘ)

৫-৫ তোমার সমান ক্রুর (খ)　　৬ গোসাঞী (ঘ)

৭ জায় হে (খ) ; জাও সে (ঘ)

* মূল পুথিতে কৃষ্ণের মথুরা-যাত্রায় গোপিনীদের বিলাপটি ছাড়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। (খ), (ঘ) পুথিতে এই বিলাপটি আছে। এখানে (ঘ) পুথির পাঠ ও (খ) পুথির পাঠান্তর দেওয়া হইল।

আজি শূন্য হৈল মোর গোকুল নগরী ।
গোকুলের বন্ধু কৃষ্ণ যায় মধুপুরী ।
আজি শূন্য হেল[১] মোর রসের বৃন্দাবন ।
শিশু নষ্ট কেবা আর রাখিবে গোধন ॥*
অনাথ হইল আজ সব ব্রজবাসী ।
এত সুখ দিল বিধি দিয়া দুঃখরাশি ।
আর না যাইব সখি চিন্তামণি ঘরে ।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে ॥
আর না দেখিব সখী সে চাঁদ বদন ।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন ॥
আর না যাইব সখী কল্পতরুতলে ।
আর কানু সঙ্গে সখা না গাঁথিব ফুলে ॥

১ সকল (খ)

* এখান হইতে ৮টি পদ (খ) পুথিতে নাই ।

হিন্দোল রাগ

মধ্যাহ্ন কালে গেলা জমুনার কূলে।
স্নান করিতে লাগিলা[১] অক্রুর যমুনার জলে[১] ॥১৩৮৯ *
জলের ভিতর দেখি রাম দামোদর।
দেখিয়া[২] অক্রুর বড় হর্ষিত অন্তর[২] ॥১৩৯০॥

১-১ গেলা অক্রুর এড়িয়া গোপালে খ.

* ১৩৮৯ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় কলিটি এবং ১৩৯০ সংখ্যক পদের প্রথম কলিটির স্থানে (ক) পুথির পাঠ :—

স্নান করিতে ডুব দিল জমুনার জলে।
সলিল ভিতর দেখে নন্দের গোপালে।

২-২ দেখিল কৌতুক বড় আনন্দ অন্তরে (ঘ)

শিয়র না দিব আর কানাইর হাতে।
নানা ফুল আর কৃষ্ণ না পরাবেন মাথে।
আর না দিবেন কৃষ্ণ চর্ব্বণ তাম্বুল।
কানুর বিহনে গোপী কান্দিয়া ব্যাকুল।
কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ।
অন্য ধনলোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে॥
কা[১] সনে[১] করিব ক্রীড়া যমুনার কূলে[২]।
কে আর ঘুচাবে[৩] সখী[৩] বিরহ আকুলে[৪]।
কেমনে ধরিব প্রাণ কানু না দেখিয়া।
রথে চাড়ি যান কৃষ্ণ না চান ফিরিয়া ॥*
মথুরা গেলেন কৃষ্ণ না আসিবে হেথা।
নানা রূপে[৫] যুবতিগণ নিবসয়ে তথা[৫] ॥

১-১ কি লয়া (খ)
২ জলে (খ)
৩-৩ নিভাব মোর (খ)
৪ আনলে (খ)

* এ পদটি (খ) পুথিতে নাই।

৫-৫ স্থনে সুন্দরী আছে তথা (খ)

অনন্ত মূর্ত্তি রাম দেখি সহস্র মস্তকে।
চারিভিতে[১] স্তুতি করে সব নাগলোকে ॥১৩৯১॥
কেজুর[২] কুণ্ডল[২] হার সহস্র ফেনাধরে।
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দেখে দামোদরে[৩] ॥১৩৯২॥
লক্ষি সরস্বতি তাঁর দেখি দুই পাসে।
দুই ভাই দেখিয়া অক্রুর মনে মনে হাসে ॥১৩৯৩॥
কুলে ছিল রামকৃষ্ণ[৪] কেন আইল এথা।
কুলে উঠি চাহে রাম কৃষ্ণ আছে তোথা ॥১৩৯৪॥
পুনরপি জলে নাবি দেখে দুই জন[৫]।
অদ্ভুত দেখিয়া[৬] অক্রুর চিন্তে মনে মন[৬] ॥১৩৯৫॥

---

১ চারিদিকে (খ)
২-২ হার কেউর রত্ন (খ)
৩ গদাধরে (খ)
৪ নন্দসুত (খ)
৫ জনে (খ)
৬-৬ লাগিল চিন্তে মনে মনে গুনে (খ)

তাহা সনে ক্রীড়া ববে করিব মুরারী।
পাসরিব আমা সবা আমি বনচারী ॥
যতদূর যায়[১] অক্রুর কানাঞী লইয়া।
ততদূর[২] চাহে গোপী[৩] একদৃষ্টি হৈয়া ॥
না দেখিয়া রথখান ধূলামাত্র দেখি।
চাহিতে চাহিতে গোপী না নিমিষে[৪] আঁখি ॥
কৃষ্ণ স্মরিয়া কান্দে সব গোপনারী।
রামকৃষ্ণ লৈয়া অক্রুর যায় মধুপুরী ॥

---

১ পাপী (খ)
২ এক চিত্তে (খ)
৩ চিত্রলেখা (খ)
৪ পাহাড়ে (খ)

আজি সুপ্রভাত[১] কীবা হইল আমারে[১] ।
চতুর্ভুজ রূপ আজি দেখিনু গদাধরে[২] ॥১৩৯৬॥
কোটি[৩] কোটি জন্মের মোর খণ্ডিল বন্ধন ।
আমারে সদয় হৈলা রামনারায়ন[৩] ॥১৩৯৭॥
স্নান সমাপিয়া তবে অক্রুর[৪] চলিল[৪] ।
কৃষ্ণ[৫] সঙ্গে রথে চড়ি মথুরাকে গেল[৫] ॥১৩৯৮॥
নন্দ আদি গোপ জত মথুরা নিকটে ।
বিলম্ব[৬] করিয়া[৬] আছে রহিয়া সকটে ॥১৩৯৯॥
হেন কালে অক্রুর বলিল তাঁহারে[৭] ।
বাসা করি রহ আজি আমার মন্দিরে[৮] ॥১৪০০॥
আইস আমার ঘর রাম দামোদর ।
পদরেণু দিয়া শুদ্ধ কর মোর ঘর ॥১৪০১॥
তোমার পাদসম্ভবা[৯] গঙ্গা তৈলক্য ভিতরে ।
মুক্তিপদ পায় তাতে জেই জন মরে ॥১৪০২॥
হেনক চরন গোসাঞি[১০] আসুক মোর ঘর ।
সরীর[১১] পবিত্র আমা কর দামোদর ॥১৪০৩॥

১-১ সুপ্রসন্ন কিবা হইল আমারে (খ) ;
পুষ্পপ্রভাত কিবা পোহাইল মোরে (ঘ)
২ দামোদরে (খ)
৩-৩ খণ্ডিল বন্ধন হইল সফল জীবন ।
ভাল মতে দয়া মোরে কৈল নারায়ন ॥ (খ)
কোটি জন্মের পাপ মোর খণ্ডিল বন্ধন ।
আমারে সদয় হইলা দেব নারায়ন ॥ (ঘ)
৪-৪ অক্রুর মহাশয় (খ)
৫-৫ কূলে উঠি রথে চড়ি কৃষ্ণ সঙ্গে যায় (খ)
৬-৬ কৃষ্ণের নিকটে (খ)
৭ গদাধরে (খ)
৮ নগরে (খ)
১৪০০ ও ১৪০১ সংখ্যক পদ দুইটি খ পুথিতে নাই ।
৯ পদরজে (ঘ)
১০ পদ্ম (খ)
১১ সবংশে (খ) ;
সবান্ধবে (ঘ)

তবে গোবিন্দাই বলে তাঁর হাথে ধরি।
রাজা সম্ভাসিয়া আসিব তোমার পুরি ॥১৪০৪॥
আজি উত্তরিব[১] রম্য এক স্থানে[১]।
প্রভাতে করিব কালি রাজ দরসনে[২] ॥১৪০৫॥
কৌতুক আছএ মোর মনের ভিতর।
ঘরে ঘরে দেখিব[৩] আজি মথুরা নগর[৪] ॥১৪০৬॥
এত বলি রামকৃষ্ণ জাএ রাজপথে।
কংস[৫] ঠাঞি অক্রুর জায় চাপি নিজ রথে[৫] ॥১৪০৭॥
প্রনতি করিয়া বলে অক্রুর[৬] নৃপবরে।
আনিলত নন্দঘোস রাম দামোদরে ॥১৪০৮॥
রাজকর লৈয়া আসি[৭] রহিলা নগরে।
প্রভাতে সাক্ষাত কালি করিব তোমারে ॥১৪০৯॥
রাজা এত বলিয়া অক্রুর গেলা ঘর।
ছাওালের[৮] সঙ্গে এথা বুলে রাম দামোদর[৮] ॥১৪১০॥
কথোদুরে রজকে দেখি নন্দের[৯] নন্দন[৯]।
বলিল পরিতে দেহ উত্তম বসন ॥১৪১১॥
শুনিঞা কৃষ্ণের বাক্য হাসিতে লাগিল।
কেনেরে পাপিষ্ঠ গোপ হেন বোল বৈল ॥১৪১২॥
খরতর কংসরাজা বড় নৃপবর।
তাহার বস্ত্র পাখালি আমি তাহার অনুচর ॥১৪১৩॥
বনে থাক গরু[১০] রাখ নাহি বুঝ কথা।
এবোল[১১] বলিলে তোর মৃত্যু হব এথা[১১] ॥১৪১৪॥

১-১ সব গোপ সঙ্গে রব একস্থানে (খ)   ২ সম্ভাষণে (ঘ)   ৩ ফিরিব (খ)
৪ ভিতর (ঘ)   ৫-৫ কংস গোচরিতে অক্রুর গেলা নিজ রথে (খ)
৬ শুন (খ), (ঘ)   ৭ আজি (ঘ)
৮-৮ বালক সহিতে হেথা থেকে দামোদর (ঘ)   ৯-৯ নারায়ন (খ)   ১০ ধেনু (খ)
১১-১১ মরনের ডর নাহি কহ হেন কথা (খ);
মরণকে ডর নাহি কহ হেন কথা (ঘ)

পথ ছাড়ি পালাহ[1] ঝাট নন্দের কুমার।
বস্ত্র লৈয়া জাব আমি[2] রাজার দুয়ারে ॥১৪১৫॥*
রজকের বোলে কৃষ্ণে কোপ[3] উপজিল।
ঘাড়কাতা[4] মারি তার মস্তক ছিণ্ডিল[5] ॥১৪১৬॥
আর জত অনুচর চাপড়ে মারিয়া।
লইল তাহার বস্ত্র গোবিন্দ কাড়িয়া ॥১৪১৭॥
কথো কথো ভাল বস্ত্র পরিধান কৈল।
ছাওালেরে কথো দিয়া নগরে পেলিল ॥১৪১৮॥
নাগরিয়া লোকসব বস্ত্র কুড়াইল।
তা দেখিয়া রাম কৃষ্ণ হাসিতে লাগিল ॥১৪১৯॥
দুত[6] জানাক্রিল গিয়া[6] কংস বরাবরে।
রজক মারিয়া বস্ত্র লৈল দামোদরে ॥১৪২০॥
সুনিঞাত কংস রাজা গুনে পরমাদ।
ধরনি[7] পড়িয়া[7] কান্দে ভাবিয়া বিসাদ ॥১৪২১॥
হরির[8] চরনে গুনরাজ খান ভনে।
পুন জন্ম নহে ভাই চিন্ত নারায়নে[8] ॥১৪২২॥

---

১ চল (খ)   ২ ঝাট (খ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

এখন শুনিলে তোর নাহিক নিস্তার।
পুনরপি হেন কথা না কহিব আর॥ (খ)

৩ রাস্ত (খ);
রক্ত (গ)

৪ ঘাড়থাকা (খ), (গ)   ৫ কাড়ি নিল (খ), (গ)

৬-৬ পালাইয়া গেল দূত (খ)

৭-৭ অবনি লোটাইয়া (খ)

৮-৮ গোবিন্দবিজয় নব গুন এক মনে।
গুনরাজখানে বলে গোবিন্দ চরনে॥ (খ)

বস্ত্র লৈয়া বেস করে রাম দামোদর।
কন্দর্প জিনিঞা রূপ দেখিতে সুন্দর ॥১৪২৩॥
কথোদূরে মালাকারে দেখি গদাধরে।
হাসিয়া হাসিয়া কিছু বলিল তাহারে ॥১৪২৪॥
সুগন্ধি কুসম মালা দেহত আমাদেরে।
বুলিয়া বসিলা পাসে রাম দামোদরে ॥১৪২৫॥
আমা হৈতে অনেক ভাল হইব তোমারে।
বিবিধ কুসম মালা দেহত আমারে ॥১৪২৬॥
দেখিয়াত মালাকার সম্ভ্রমে উঠিয়া।
পুজিলত দুইভাই পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া ॥১৪২৭॥
গন্ধপুষ্প মালা দিল উত্তম বসন।
নানাভোগ তাম্বুল দিয়া পুজি[1] নারায়ন[1] ॥১৪২৮॥
তুষ্ট হৈয়া বর তারে দিল নারায়ন[2]।
নানা[3] সুখ ভূঞ্জিহ মালি আমাতে হৈঞ মন[3] ॥১৪২৯॥
উত্তম[4] জাতি হৈল মালি কৃষ্ণের বরে[4]।
জশ[5] আচরএ জেন সংসার ভিতরে[5] ॥১৪৩০॥
হরিসে[6] দুই ভাই বর দিয়া তারে[6]।
রাজপথে চলি জায় মথুরা নগরে ॥১৪৩১॥
নানারঙ্গে চলি[7] জায় ছাওালের[8] সঙ্গে।
দেখিয়া কুবজি নারি বড় পাইল রঙ্গে ॥১৪৩২॥

১-১ পুজিল দুইজন (ঘ) ২ গদাধর (খ), (ঘ)
৩-৩ নানা ভোগ ভুঞ্জিহ মালি সংসার ভিতর (খ), (গ)
৪-৪ উত্তম গতি পাবে আমা দুঁহার বরে (খ)
৫-৫ বর দিয়া দুই ভাই চলিল নগরে (খ);
সর্ব্বলোকে খ্যাত হৈল মালাকর ঘরে (ঘ)
৬-৬ হরিষে বর দিয়া গেলা মালাকরে (ঘ)
(খ) পুথিতে এই পদটি নাই।
৭ রঙ্গে (ঘ) ৮ বালকের (ঘ)

তিন ঠাঞি বাঁকা দেখি হাস্ত উপজিল।
কার নারি কাঁবা নাম কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিল ॥১৪৩৩॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কুজি একমনে।
হাসিতে হাসিতে কহে গোবিন্দ চরনে ॥১৪৩৪॥
তৃবক্কা নাম মোর কংসের অনুচরি।
রাজাকে[১] জোগাঙ মুঞি কুমকুম কস্তুরি[১] ॥১৪৩৫॥
জোগান লইয়া জাই রাজার[২] দুয়ারে।
কি আজ্ঞা করহ মোরে নন্দের[৩] কুমারে[৩] ॥১৪৩ ॥
কন্দর্প সমান দেখোঁ তোমরা দুই জন।
তোমাকে সে ভাল সাজে সুগন্ধি চন্দন ॥১৪৩৭॥
লেহত সকল গন্ধ রাম দামোদর।
জে[৪] করে সে করুক মোরে কংস নৃপবর[৪] ॥১৪৩৮॥
এতেক বলিয়া গন্ধ গোবিন্দেরে[৫] দিল।
হরসিতে[৬] দুই ভাই সকলি পরিল ॥১৪৩৯॥
শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ কুমকুম পরিল।
নিল মেঘে জেন সক্রধনু[৭] প্রকাসিল[৭] ॥১৪৪০॥
ফটিকের বর্ন বলাই কস্তুরি পরিল।
কৈলাস সিখরে[৮] জেন কালিমা সোভিল[৯] ॥১৪৪১॥
গন্ধ[১০] পরিয়া তুষ্ট হইলা মুরারি।
খণ্ডাব কুবজ করিব তৈলক্যসুন্দরি[১০] ॥১৪৪২॥

১-১ রাজাকে জোগাই গন্ধ চন্দন কস্তুরি (খ);
গন্ধ চন্দন জোগাই কুমুম কস্তুরি (ঘ)
২ কাছেন (খ, ঘ)   ৩-৩ রাম দামোদরে (ঘ)
৪-৪ যে করুক সে করুক কংস তারে নাই ডর (খ);
জে করুক কংস রাজা তারে নাই ডর (ঘ)
৫ দুজনারে (ঘ)   ৬ হাসিয়াত (ঘ)
৭-৭ তাড়িৎ আকাশে সোভিল (ঘ)   ৮ পর্বতে (ঘ)   ৯ যে বল (ঘ)
১০-১০ তুষ্ট হইলা দুই ভাই সব গন্ধ পরি।
খণ্ডিলা কুবজা হৈল তৈলোক্যসুন্দরী। (খ)

পাএ[১] পাও দিয়া তার গোবিন্দাই ধরে[১]।
বাম হস্ত পিঠে দিয়া কুবজ[২] সর্জ্জ করে[২] ॥১৪৪৩॥
চিবুকে অঙ্গুলি দিয়া মুখানি তুলিল।
গোবিন্দ পরসে কুবুজি বিদ্যাধরি হইল ॥১৪৪৪॥
খণ্ডিয়া কুবজি কৈল ত্রৈলক্যসুন্দরি।
কামে হত[৩] হৈয়া কুবজি গোবিন্দেরে ধরি[৩] ॥১৪৪৫॥
কামানলে পোড়ে মোর সকল সরিরে[৪]।
ভুঞ্জিয়া স্ত্রীঙ্গার সুখ[৫] তুষ্ট কর মোরে[৫] ॥১৪৪৬॥
তোমাএ মজিল চিত্ত সুন জগন্নাথ।
পোড়এ সরির মোর নাপাও সুয়াস্ত ॥১৪৪৭॥
আলিঙ্গন দিয়া প্রান রাখ গদাধর।
নহে স্ত্রীবধ দিব তোমার উপর ॥১৪৪৮॥*
কুব্জির বচনে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল।
ডাহিনে চাহিতে ভাই বলাই দেখিল ॥১৪৪৯॥
লর্জ্জিত হইয়া তারে[৬] বলে গদাধর[৬]।
করিব সন্তোস তোরে আজি জাহ ঘর[৭] ॥১৪৫০॥
পথিকের প্রান তুমি পথিকের নারি।
তোর ঘরে রহিয়া জাব গোকুল[৮] নগরি ॥১৪৫১॥

১-১ পাও দিয়া গোবিন্দাই তার পাএ ধরি (খ);
এত বলি কুব্জী গোবিন্দ পায়ে ধরি (ঘ)

২-২ কুজ সোজা করি (ঘ)

৩-৩ কামে বশ হইয়া কৃষ্ণের বস্ত্র ধরি (খ);
কামে হতচিত্ত হয়ে গোবিন্দ পায়ে ধরি (গ)

৪ শরীরে (গ) ৫-৫ মোরে প্রাণ কর স্থির (খ)

* (খ) পুথিতে এই পদটি অতিরিক্ত আছে—
রাখহ পরান মোর সুন নারায়ন।
আলিঙ্গন দিয়া রাখ শ্রীমধুসূদন ॥

৬-৬ কৃষ্ণ বলিল কুবজিরে (খ) ৭ ঘরে (খ) ৮ মথুরা (খ)

নেউটিয়া জাহ তুমি কীছু না করিহ মনে।
বস্ত্র[1] ছাড়ি দেহ[1] জাব রাজ দরসনে ॥১৪৫২॥
কুবজি মেলানি দিয়া রাম দামোদরে।
কৌতুকে ভ্রমিঞা বুলে মথুরা[2] নগরে ॥১৪৫৩॥
ফটিকের পাঁচির[3] দেখে মুকুতার ঝারা।
নেতের পতকা উড়ে সুবর্ণের ধারা ॥১৪৫৪॥
সুধাকর[4] নির্ম্মিত কত ফটিকের চাল[4]।
বিচিত্র বিসেস[5] রক্ষক[5] দেখি যে বিসাল ॥১৪৫৫॥
নানা বর্ণের বৃক্ষ দেখি বান্ধিল পাথরে।
গোয়া নারিকেল দেখি দুয়ারে দুয়ারে ॥১৪৫৬॥
নানা বর্ণের বিচিত্র কংসের মধুপুরি।
সর্গে সোভা করে জেন ইন্দ্রের নগরি ॥১৪৫৭॥*

১-১ খাট বস্ত্র ছাড় (খ) ২ সকল (খ)
৩ কাথ সব (খ);
ঘর সব (খ)
৪-৪ চন্দ্রমণ্ডল জিনি ঘর ফটিকের চাল (খ) ৫-৫ বিচিত্র বৃক্ষ (খ)
* (খ) পুথিতে অতিরিক্ত পাঠ—

পথে চলি যায় কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে।
নগরিয়া লোক ধায় কৃষ্ণকে দেখিতে।
কেহ ঘরে ছিল কেহ আছিল বাহিরে।
গৃহকর্ম করে কেহ রন্ধন করে ঘরে।
স্বামীকে অর্ঘ্য দিতেছিল কোন কোন নারি।
শাশুড়ির সঙ্গে কেহ গৃহ কর্ম করি।
স্বামী সঙ্গে আছে কেহ করিয়া শয়ন।
পুত্রে স্তন দিয়ে কারে কেহ পরয়ে বসন।
কার সনে বসি কেহ করিছে ভোজন।
স্নান করিবারে হয়্যাছে গমন।
যেই যেন মতে ছিল সংভ্রমে উঠিয়া।
লোক সব দেখয়ে গোবাক্ষে মুখ দিয়া।
কৃষ্ণ দেখি নরনারি কামে অচেতন।
যেখানে দেখিয়ে কৃষ্ণ তথনি যায় মন।

মন্দ মন্দ গতি চলে নন্দের নন্দন।
রামকৃষ্ণ[1] দেখিতে চলে মথুরাপুরিজন[2] ॥১৪৫৮॥*
জজ্ঞসালে[3] গিয়া[3] কৃষ্ণ করিল প্রবেস।
কার জজ্ঞ কর দিজ[4] কহ উপদেস ॥১৪৫৯॥
হেন অদ্ভুত ধনু ধরে কোন জন।
বামহস্তে তুলি[5] কৃষ্ণ তাতে দিল গুন ॥১৪৬০॥†
আকর্ন পুরিয়া কৃষ্ণ তাতে দিল টান।
দসদিগ সব্দ গেল হৈল[6] দুইখান[6] ॥১৪৬১॥
মথুরার লোক সব পরমাদ গুনে।
কর্ন্নে তালি লাগিল কাছুই না সুনে ॥১৪৬২॥

আ ১৪৫৮ চুলে বসন পরিতে পরিতে।
চিত্রলেখা হেন সব দেখে রাজপথে॥
দুই ভাই শিশু সঙ্গে দেব বনমালি।
রাজপথে যাইতে করেন নানাকেলি।
ধনুর্দ্ধর জজ্ঞস্থান দেখি কতদূরে।
জজ্ঞ করে বিপ্রগন দেখয়ে কি করে॥

১ কংসেকে (ঘ)   ২ মথুরা ভুবন (ঘ)

* (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ—

শিশুগন সঙ্গে যায় দেব বনমালি।
রাজপথে যাইতে করিল নানা কেলি।
ধনুর্দ্ধর যজ্ঞ তবে দেখিল কতদূরে।
যজ্ঞ করে দ্বিজগণ বাধায় কিঙ্করে।

৩-৩ দেখি দেখি বলি (ক), (ঘ)   ৪ বিপ্র (খ)

৫ ধরি (খ); ধরিয়া (ঘ)

† অতিরিক্ত পাঠ—

তাহার বচনে কৃষ্ণ করিল সন্ধিধান।
বাম হাতে ধরি কৃষ্ণ ধনুকে দিল টান॥ (খ)

৬-৬ ভাঙ্গিল ধনুখান (ঘ)

জত[১] রাখিয়াছিল জত অনুচরগন[১]।
ধনুকের[২] বাড়িতে তার লইল জিবন[২] ॥১৪৬৩॥
পালাইয়া দুত কহে কংস বরাবরে।
ধনুক ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ[৩] জায় ধিরে ধিরে ॥১৪৬৪॥
দিন অস্ত গেল হৈল নিসা পরবেস।
বাসা[৪] করিবারে গেলা জথা নন্দঘোস[৪] ॥১৪৬৫॥
নগর নিকটে[৫] পুষ্পের উদ্যান।
বাসা[৬] করি রহিলা[৬] নন্দ সেই রম্য স্থান ॥১৪৬৬॥
মেলিলা তথাই রামকৃষ্ণ[৭] দুই ভাই।
ভক্ষদ্রব্য খাইয়া[৮] সুখে নিদ্রা জাই ॥১৪৬৭॥
এথা কংস নৃপবর দুতমুখে শুনি।
কৃষ্ণ জত কর্ম্ম কৈল মনে মনে গুনি ॥১৪৬৮॥
নিদ্রা নাহি হএ তার মরন নিকটে।
অসুচ অসুভ স্বপ্ন দেখিল বিকটে[৯] ॥১৪৬৯॥
সপ্নে[১০] প্রেতের সঙ্গ পাইল নৃপতি[১০]।
রাঙ্গা মাল্য রাঙ্গা বস্ত্র[১১] পরিয়া মুরতি[১১] ॥১৪৭০॥
রক্ত[১২] বরিসন দেখে পুরুস দিগম্বর[১২]।
ভএ[১৩] চমকাত রাজা[১৩] নিসা[১৪] ঘোরতর[১৪] ॥১৪৭১॥

১-১ যক্ষ রক্ষক তথা কংসের জে জন (খ);
যক্ষ রক্ষক ছিল যত অনুচর (ঘ)
২-২ ধনুক ভাঙ্গিতে তার বধিল জীবন (খ);
ধনুকের বাড়িতে জীবন লইল তার (ঘ)
৩ দুই ভাই (খ)
৪-৪ বাসা করিতে গেলা কৃষ্ণ নন্দঘোষ পাশ (খ), (ঘ)
৫ নিকট ভাল (খ), (ঘ)
৬-৬ বিশ্রাম করিল (খ), (ঘ)
৭ রাম গোবিন্দাই (খ)
৮ খাইয়া কিছু (খ), (ঘ)
৯ নিকটে (ঘ)
১০-১০ স্বপনেতে অমঙ্গল দেখে নরপতি (ঘ)
১১-১১ পরিয়াছে সকল যুবতী (খ)
১২-১২ চতুর্দিকে হয় দেখে রক্ত বরিষণ (ঘ)
১৩-১৩ ত্রাসে চমকিত রজনী (খ)
১৪-১৪ শয়নে জাগরণ (ঘ)

ত্রাসে[১] ভয়জুক্ত রাজা বঞ্চিল রজনি[১] ।
প্রভাতে উদয় তবে[২] হৈল[২] দিনমনি ॥১৪৭২॥
মল্ল জুধ্য করিতে[৩] কংস করিল আদেস[৩] ।
ডাক দিয়া পাত্র মিত্র আন সব দেস ॥১৪৭৩॥

ভৈরবি রাগ

দেখুক সকল লোক মঞ্চেতে বসিয়া ।
বসুদেব দৈবকীরে আন ডাক দিয়া ॥১৪৭৪॥
এক মঞ্চে বসি দেখুক পুত্রের মরন ।
হস্তি ঘোড়া রথ আন করিয়া সাজন ॥১৪৭৫॥
কুবলয় হস্তি রাখ মধ্য দুয়ারে ।
আসিতে নন্দের পুত্রে দন্তে জেন চিরে ॥১৪৭৬॥
তথা জদি নাহি মরে নন্দের[৪] নন্দন[৪] ।
মল্লজুধ্য করাইয়া বধিব জিবন ॥১৪৭৭॥
আদেসিয়া সর্ব্ব জনে কংস[৬] নৃপবর[৬] ।
অস্ত্র লৈয়া উঠে রাজা[৫] মঞ্চের উপর[৫] ॥১৪৭৮॥
এথা রামকৃষ্ণ[৭] প্রভাতে উঠিয়া ।
জমুনার[৮] জলে স্নান করিলত গিয়া[৮] ॥১৪৭৯॥
নানা অলঙ্কার পরি উত্তম বসন ।
নর্ত্তকের বেস ধরি করিল গমন ॥১৪৮০॥*

১-১ ত্রাস পাইল রাজা পোহাইল রজনী (খ)
২-২ কবি উঠে (খ), (ঘ)
৩-৩ করাবারে রাজার উর্দ্দেস (খ)
৪-৪ সেই দুই জন (খ), (ঘ
৫-৫ মঞ্চের উপরে (ঘ)
৬-৬ তাহে কংস নৃপবর (ঘ)
৭ রাম দামোদর (খ)
৮-৮ স্নান দান কৈল দুঁহে জলমধ্যে গিয়া (খ), 'করিলত' স্থানে 'আচরিল' ঘ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ—

রাওয়ালের সংকেতে নড়িলা গদাধর ।
করিলত মল্লযুদ্ধে রাজার গোচর ।

ছাওাল সঙ্গতি লড়িলা দুই ভাই।
কর লৈয়া আগে[১] নন্দ গেলা[১] রাজার ঠাঞি ॥১৪৮১॥ *
কর লৈয়া আদেশিল কংস নৃপবরে।
মল্ল জুদ্ধ উঠি দেখ মঞ্চের উপরে ॥১৪৮২॥
পাছু[২] আসি দুই ভাই রাম দামুদরে[২]।
হাসিতে হাসিতে গেলা রাজার[৩] দুয়ারে[৩] ॥১৪৮৩॥
দ্বারের মদ্ধে হস্তি আড় হৈয়া রহি।
জাইতে নাহিক পথ মাহুতেরে কহি ॥১৪৮৪॥
পথ ছাড়ি দেহ মাহুত জাব কংস ঠাঞি।
পথ ছাড়ি নাহি দিলে তোর[৪] জিবন নাঞি[৪] ॥১৪৮৫॥
রুসিল মাহুত কৃষ্ণের বচনে।
হস্তি হাঁকারিয়া দিল মারিবার মনে[৫] ॥১৪৮৬॥
রুসিয়া আইসে হস্তি কৃষ্ণ মারিবারে।
লাফ দিয়া তার লেঞ্জে ধরিল গদাধরে ॥১৪৮৭॥
লেঞ্জে ধরি কথো দুরে পেলাইল তারে।
পড়িলত গিয়া হাত সতেক অন্তরে ॥১৪৮৮॥ †
তুলাঞা আইসে হস্তি কৃষ্ণ মারিবারে।
শুণ্ড এড়ি গোবিন্দাই দন্ত চাপি ধরে ॥১৪৮৯॥
দন্তে ধরিলে সব্দ বিপরিত করে।
শুণ্ডে বেড়ি মারিবারে চাহে গদাধরে ॥১৪৯০॥
দন্ত এড়ি গোবিন্দাই শুণ্ড চাপি ধরে।
হস্তি[৬] মারিবার মন হইল সত্বরে[৬] ॥১৪৯১॥ ‡

১-১ নন্দ গেলা কংস (খ), (গ)
* এই পদটি (খ) পুঁথিতে নাই।
২-২ দেখা পশ্চাতে যান রাম দামোদরে (গ) ৩-৩ দ্বারের ভিতরে (খ)
৪-৪ পাঠাব যম ঠাঞী (খ); 'জিবন' স্থানে 'পতি' (গ) ৫ কারণে (গ)
† ১৪৮৮ ও ১৪৮৯ সংখ্যক পদ দুইটি (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।
৬-৬ হস্তি মারি জাব আমি কংস বধিবারে (গ) ‡ এই পদটি (খ) পুঁথিতে নাই।

সুণ্ড লিতে নারে বোলে চাকভাঙরি।
বড়[১] রাউ কাড়ে হস্তি ভূমে দন্ত সারি[১] ॥১৪৯২॥
টানিঞা ছিণ্ডিল সুণ্ড দেব শ্রীহরি।
ভূমেতে পড়িল তবে মাহুত দুরাচারি ॥১৪৯৩॥
ল্যাফ দিয়া চড়ে সেই হস্তির উপরে।
সেই ভরে মরিল হস্তি গেল জম ঘরে[২] ॥১৪৯৪॥
তার দন্ত উপাড়িয়া নিল দুই ভাই।
দন্তঘাতে মাহুত মারি পাঠাল্য[৩] জম ঠাঞি[৩] ॥১৪৯৫॥
হস্তিসনে মাহুত মারি পাঠাল্য জম ঘরে।
দন্ত কান্দে সাজাইলা মহল[৪] ভিতরে ॥১৪৯৬॥
হস্তি রক্ত লাগিল সকল সরিরে।
একেত সুন্দর কৃষ্ণ[৫] অধিক রূপ ধরে ॥১৪৯৭॥*
হাসিতে নাচিতে দুহেঁ করিল গমন।
সেইকালে নানামূর্ত্তি ধরে নারায়ন ॥১৪৯৮॥
মল্ল সব দেখে জেন বর্জ্জের[৬] সমান।
ধার্ম্মিক রাজা দেখে সুন্দর মুর্ত্তিমান[৭] ॥১৪৯৯॥
স্ত্রিগন দেখে জেন অভিনব মদন।
নন্দ আদি গোপ দেখে জেন সিসুগন ॥১৫০০॥

১-১ ভূমে দন্ত মারি হস্তি কৃষ্ণ মারিবারি (খ)
২ জমের দুয়ারে (খ)   ৩-৩ যম ঘরে পাঠাই (খ)
৪ সাজোর (খ) ; সাজ্যল (খ)   ৫ দুহেঁ (খ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ—

হস্তি সনে মাহুত মারিল গদাধরে।
দেবের অধিক কর্ম্ম জত কৃষ্ণ করে।
জেন অদ্ভুত কর্ম্ম কে করিব আর।
দেখি মথুরার লোকে লাগে চমৎকার।

৬ বজ্রের (খ)   ৭ মূর্ত্তি কাম (খ) ; সেই কাম (খ)

রাজা সব দেখে জেন দণ্ডহস্তে কাল।
বসুদেব দৈবকী দেখে কোলের ছাওাল ॥১৫০১॥
প্রান নিতে জম আসে দেখে কংস রাএ।
জোগিসিদ্ধাগন দেখে জোগসিধ্যামএ[১] ॥১৫০২॥*
জদুবংস বৃষ্টীবংস দেখিল তথাই।
কুলের পৃদিপ মোর সুন্দর কানাঞি ॥১৫০৩॥
বিবিধ প্রকারে দেখএ পুরজন।
মথুরা হইতে এই কৈল গোকুলে গমন ॥১৫০৪॥
বসুদেব থুইল নিঞা নন্দঘোসের ঘরে।
জসোদার[২] কন্যা আনি ভাণ্ডিল রাজারে ॥১৫০৫॥
পুতনা রাক্ষসি অই করিল নিধন।
তৃনাবর্ত্ত মাইল অই সকট ভঞ্জন ॥১৫০৬॥
জমল অর্জ্জুন দুই বৃক্ষত ভাঙ্গিয়া।
বৎসক মারিল এই গোঠ মাঝে গিয়া ॥১৫০৭॥
অঘাসুর মাইল এই বক বধ কৈল।
ধেনুক মারিয়া এই[৩] তাল খাইল ॥১৫০৮॥
দাবাগ্নি ভক্ষন করিল সিশুকালে।
প্রলম্ব মারিয়া গরু[৪] রাখিল গোপালে ॥১৫০৯॥
জমুনা হইতে এই কালি ঘুচাইল।
পর্ব্বত ধরিয়া এই গোকুল রাখিল ॥১৫১০॥†

১ যোগ মহাকার খ।

* ২য় কলিটি (খ) পুথিতে নাই, এখানে পরপদের প্রথম কলিটি আছে। (খ) পুথিতে ১৫০৩ সংখ্যক পদটি এইরূপ :—

যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ দেখেন তথাই।
এমত অদ্ভুত আমি কভু দেখি নাই॥

২ ইহা থুয়্যা (খ)

৩ বনে (খ)   ৪ সব (খ)

† ১৫১০ পদটি ও ১৫১১ পদের প্রথম কলি (খ) পুথিতে নাই।

অরিষ্ট কেসি এই করিল নিধন।
সর্প হৈতে নন্দঘোসে করিল নিধন[১] (বিমোচন ?) ॥১৫১১॥
গোপবধূ লৈয়া কৃড়া কৈল বৃন্দাবনে।
ব্যোম অসুরে এই করিল নিধনে[১] ॥১৫১২॥
মথুরা প্রবেসে এই রজক মারিল।
কুব'ঞ্জ সঙ্গ[২] করি[২] ধনুক ভাঙ্গিল ॥১৫১৩॥
কুবলয় হস্তি এই[৩] মারিল[৩] দুয়ারে।
এত কর্ম্ম করি দুহেঁ আইল[৪] অভ্যান্তরে[৪] ॥১৫১৪॥
একথা কহিতে হৈল মহা গণ্ডগোল।
নানা বাদ্য বাজে নাহি সুনে কারো বোল ॥১৫১৫॥

মেঘমল্লার রাগ

তবেত চাণুর আসি সভার ভিতরে।
বোল দুই চারি সুন[১] নন্দের কুমারে ॥১৫১৬॥
বনে থাক গরু রাখ[২] ছাওয়ালের[৩] সঙ্গে[৩]।
মল্লজুদ্ধ সুনি তোমার[৪] রাজা বড় রঙ্গে[৪] ॥১৫১৭॥
রাজার সন্তোস প্রজা করে সর্ব্বক্ষন।
রাজা সুখি হৈলে ভাল বলে[৮] সর্ব্বজন ॥১৫১৮॥
মল্লে মল্লে জুদ্ধ রাজা কৌতুক[৯] দেখিব[৯]।
তোমা দুইাসনে মল্ল জুদ্ধ করাইব[১০] ॥১৫১৯॥

১ বিমোচন (খ)
২-২ সুন্দরী কৈর (গ), (ঘ)
৩-৩ মারি মধ্য (গ)
৩-৪ সাক্ষাতে ভিতরে (ঘ)
৫ বলিল (ঘ)
৬-৬ নন্দের ছাওয়াল (ঘ)
৭-৭ বড় হরিষ অন্তর (ঘ)
৮ বাসি (ঘ)
৯-৯ দেখিব কৌতুকে (ঘ)
১০-১০ যুদ্ধ বড় পাব সুখে (ঘ)

সুসজ্জ হইয়া মল্লজুদ্ধ কর আসি।
কৌতুক দেখুক লোক সভাএত বসি ॥১৫২০॥
সুনিঞা চানুর বোল হাসি গদাধর।
কাল[1] দেস উচিত বাক্য দিলত উত্তর[1] ॥১৫২১॥
সেই প্রজা হএ জে রাজার করে সুখ।
করিবত মল্লজুদ্ধ নহিব বিমুখ ॥ ১৫২২॥
কীন্তু[2] একবোল সুনহ মহাসএ।
জেই[3] জেন মত জোগ্য দিবাত জুয়াএ[3] ॥১৫২৩॥
আমি ছাওাল তুমি বঠ[4] মহাকাএ[4]।
তোমাতে আমাএ জুদ্ধ সমোচিত নহে ॥১৫২৪॥

কৌরাগ

সুনিঞা চানুর[5] তবে বলে হাস্য বানি[5]।
ভালই ছাওাল তুমি নন্দের পোথানি ॥১৫২৫॥
সিসুকালে[6] মারিলে তুমি বড় বড় বিরে।
সহস্র হস্তির হস্তি মারিলে ডুআরে ॥১৫২৬॥
তুমি জদি ছাওাল নন্দের কুমার।
তোমাকে অধিক বির কে আচএ আর ॥১৫২৭॥
না করিহ মায়া তুমি সুনহ[7] বচন[7]।
তুমি[8] আমি বল মুষ্টিক চারি জন[8] ॥১৫২৮॥

১-১ কার উদ্দেশে কৃষ্ণ তারে দিলেন উত্তর (ঘ)
২ কিছু (ঘ)
৩-৩ সেই জনা যাগে যুদ্ধ তাহা দিতে হব (গ);
জেই জেন মত জোগ্য তেন দিতে হব (খ)
৪-৪ দুই মহাশয় (খ), (ঘ)
৫-৫ কৃষ্ণের বোল হেসে বলে বাণী (খ)
৬ শিশুক্রিড়ায় (ঘ)
৭-৭ নন্দের নন্দন (ঘ)
৮-৮ মুষ্টিক বলাই চারি জনে করে রন (খ);
তুমি আমি মুষ্টি বলাই এই চারিজন (ঘ)

চানুর বচনে হাসে নন্দের নন্দন।
তোমার মন[১] লএ জদি করিব সে রন[১] ॥১৫২৯॥
দ্রঢ় কাচ করি তবে বাঁধেন মুরারি।
পসারিয়া দুই বিরে জুদ্ধ তবে করি ॥১৫৩০॥
গোবিন্দ চানুর বিরে হৈল মহারন।
ডাহিন[২] বাম হাথাহাথি হৈল মহারন[২] ॥১৫৩১॥
কুণ্ডলি করিয়া দুহেঁ নানা পাক করি।
দুহেঁ দুহাঁর ছল চাহে ধরিতে না পারি ॥১৫৩২॥*
গারড়ের হেন জুদ্ধ মাথে মাথে করি।
বুকে বুকে রাক্ষসি জুদ্ধ অবতরি ॥১৫৩৩॥
মুঠকা মুঠকী দুহেঁ হৈল মহারন।
হাহাকার কার তবে বলে সর্ব্বজন ॥১৫৩৪॥
হের দেখ রাম কৃষ্ণ কমল সরির।
হের বজ্র অঙ্গ দেখ রাজার দুই বির ॥১৫৩৫॥
হেনক অন্যায় জুদ্ধ নাহি সুনি কোথা।
বিরসনে ছাওালেকে জুঝাএ মাথা মাথা ॥১৫৩৬॥
রাজা হৈয়া অকর্ম্ম করে কে আর বুঝাই।
ইহা দেখিলে পাপ হএ চল[৩] আন ঠাঞি[৩] ॥১৫৩৭॥
হাহাকার করি চিন্তে সোঙরএ গোসাঞি।
বসুদেব দৈবকী পুত্রের মুখ চাই ॥১৫৩৮॥
না জানি পুত্রের বল ত্রাস মনে গুনি।
কেমনে মল্লের ঠাঞি রহিব[৪] পরানি ॥১৫৩৯॥†

১-১ মন্ত্রন আছে করিব সে রন (খ) ২-২, হাহাকার করি তবে বলে সর্ব্বজন (ঘ)

* ১৫৩২-১৫৩৪ সংখ্যক পদগুলি (ঘ) পুথিতে নাই।

৩-৩ অন্য ঠাঞী জাই (খ) ৪ বাঁচিব (খ), (ঘ)

† (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

বাসুদেব দৈবকীর মুখ সুখাইল।
ত্রৈলোক্যের নাথ কৃষ্ণ মনেতে চিন্তিল।

বাপ মাএর দুঃখ দেখি শ্রীমধুসোদন।
সক্র[1] মারিবারে চেষ্টা[2] করিলা তখন[2] ॥১৫৪০॥
নানামত প্রকারে মহারন কৈল।
আচম্মিতে কৃষ্ণ তার কোলে সাম্ভাইল ॥১৫৪১॥
দুই পাএ ধরি তারে আছাড়িয়া মারি।
বাম হাত দিয়া তার গলাচাপি ধরি ॥১৫৪২॥
ডাহিন হাথে মুঠকা মারি ভাঙ্গল দসন।
মুখে কানে[৩] রক্ত পড়ে ঘোর দরসন ॥১৫৪৩॥
দেখিয়া ত চমতকার পাইল সর্ব্বজনে।
বালক হইয়া কৃষ্ণ করে মহারনে ॥১৫৪৪॥
মহাবির চানুর সেহ ঘায় সহি।
কৃষ্ণেরে পেলিয়া[৪] কহে আজি জাবি কহি ॥১৫৪৫॥
ধরিয়া কৃষ্ণের বুকে[৫] মুঠকা সে মারে।
কুপিয়া কানাঞি পুন ধরিল তাহারে ॥১৫৪৬॥
মধ্যদেসে ধরি তারে আছাড়িয়া মারি।
প্রান ছাড়িয়া চানুর গেল তার[৬] পুরি ॥১৫৪৭॥*
মুষ্টিক বলদেবে কৈল মহারন।
চানুর সহিতে জেন কৈল নারায়ন ॥১৫৪৮॥
বলাই সহিতে মুষ্টিক মহারন কৈল।
পাড়িয়া মুষ্টিক বলাই উপরে বসিল ॥১৫৪৯॥

১ চক্র (ঘ)
২-২ মন কৈলা নারায়ন (খ), (ঘ)
৩ নাকে (ঘ)
৪ কোপে কহি (খ)
৫ চুল (ঘ)
৬ যম (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ (খ) পুথি—

আইল মুষ্টিক বীর করিয়া তর্জ্জন।
গরুড় সম্মুখে যেন সর্পের মরন॥

চাপনের ভরে দুষ্ট মরিল অসুরে।
জয় জয় সব্দ কৈল সকল[১] সংসারে[১] ॥১৫৫০॥
চানুর মুষ্টিক জবে মারিল দুই ভাই।
আর মল্ল ধরি কংস আনিল তথাই ॥১৫৫১॥
জত জত মল্ল আইল তার বধিল জিবন।
প্রান লৈয়া পালাইল আর মল্লগন ॥১৫৫২॥*
দেখিয়াত কংসরাজা চিন্তিত অন্তরে।
মুখ[২] দৃঢ় করি আজ্ঞা করে নৃপবরে[২] ॥১৫৫৩॥

মল্লার রাগ

সুন সুন বিরভাগ আমার বচন।
সভা হৈতে বাহির কর এই দুইজন ॥১৫৫৪॥
নন্দঘোসে বন্দি[৩] কর[৩] নেহ কারাগারে।
মারিয়া সকল ধন নেহ ত উহারে ॥১৫৫৫॥
বসুদেব দৈবকি দুই জনারে নিঞা।
মাথা কাটি পেলাহ সসান ভূম্যে নিঞা ॥১৫৫৬॥
উগ্রসেন বাপে লেহ মাথা কাটিবারে।
বাপ হৈয়া প্রান হিংসা করিল আমারে ॥১৫৫৭॥
ঘুচাহ বাজনা[৪] সব কীছু নাহি কাজ।
মরন নিকট হৈল বলে কংসরাজ ॥১৫৫৮॥

১-১ দেবতার পুরে (খ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ -

সম্মুখে দেখিল আর জত মল্লগন।
পাঠাইল সেই মতে জমের ভুবন ॥
কংসে চিন্তিত দেখি বলে সর্ব্বজন।
সভা হৈতে বাহি কর এই জন ॥

২-২ দুঃখ দূর কর আজ্ঞা করিল নৃপবরে (ঘ)

৩-৩ বান্ধিয়া করি (ঘ)

৪ বাসনা (খ

কংসের বচনে কৃষ্ণ মনেতে চিন্তিল।
সভাকে মারিতে দুষ্ট কংস আদেশিল ॥১৫৫৯॥
এক লাফে উঠে কৃষ্ণ মঞ্চের উপরে।
জেই মঞ্চে[১] বসি আছে কংস নৃপবরে ॥১৫৬০॥
কৃষ্ণ দেখি কংস রাজা সত্বরে উঠিল।
সাক্ষাতে জম জেন ধরিতে আইল ॥১৫৬১॥
খাণ্ডা[২] বাহু রনে জায় জুঝে নৃপবরে[৩]।
মত্ত সিংহ[৪] হেন তারে ঝাপে গদাধরে ॥১৫৬২॥
বাম হাত দিয়া তারে[৫] কোলে[৬] চাপি ধরি।
ডাহিন হাথে খাণ্ডা কাড়ি পেলেন শ্রীহরি ॥১৫৬৩॥
মঞ্চ হৈতে পড়িল রাজা ভূমের উপরে।
বুকের[৭] উপর তার বসি গদাধরে[৮] ॥১৫৬৪॥
সংসারের ভর হৈল সকল সরিরে।
সেই ভরে মরিল রাজা দুষ্ট কংসাসুরে ॥১৫৬৫॥
হাহাকার হৈল তবে অসুর সমাজে।
হরসিতে পুষ্পবৃষ্টী কৈল দেবরাজে ॥১৫৬৬॥
বসুদেব দৈবক নন্দ আদি জত।
ঘুচিল[৯] সভার ভর[১০] হৈল হরসিত ॥১৫৬৭॥
কংকলা[১১] গ্রোধ আদি কংসের যত ভাই[১২]।
ভাএর মরনে জুদ্ধে আইল তথাই ॥১৫৬৮॥

---

১ খ।
২ খাণ্ডা লইয়া জুঝে নৃপবর (গ)
৩ খাণ্ডা হাতে জুঝে নৃপবর (ঘ)
৪ (ঘ) ৫ বুক (গ)
৬ ঘ
৭-৮ বুকে তার বসিল গদাধরে (ঘ) ৯-১০ ঘুচিল সভার ত্রাস (ঘ) (ঘ)
১২ বন্ধুবান্ধব কিবা জত ভাই (ঘ)

সভাকে[১] মারিল তথা দেব দামোদরে[১]।
জলন্ত অনলে জেন পতঙ্গ পুড়ি[২] মরে ॥১৫৬৯॥*
সবংসে মরিল[৩] কংস[৩] দেখি সর্ব্বজন।
জয় জয় সব্দ কৈল সকল দেবগন ।১৫৭০॥
সুন সুন অরে ভাই এক চিত্ত মনে।
কংসের মরন গুনরাজ খান ভনে ।১৫৭১॥

মহা বারাড়ি রাগ

কংস নারিগন জত আইল তখন[৪]।
মৃত[৫] স্বামি কোলে করি করএ রোদন ॥১৫৭২॥
আজি[৬] হৈতে মধুপুরি হইল অনাথ।
আজি হৈতে কংস নারি হইল হাবাত[৬] ॥১৫৭৩॥
তখনি জানিলুঁ প্রভু কুবুদ্ধি লাগিল।
ব্রাহ্মন[৭] দেবতায় জখন হিংসিতে লাগিল[৭] ॥১৫৭৪॥
ধর্ম্ম[৮] হিংসা জেই করে অকালে সে মরে।
আমাসভা অনাথ করি ছাড়িলে সরিরে ॥১৫৭৫॥

১-১ সভা মারি রামকৃষ্ণ পাঠায় জমঘরে (খ) ২ আসি (খ)
* (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ—
এন মতে রামকৃষ্ণ করে নানা কেলি।
বংশনাশ করিল কংসের দেব বনমালি॥
৩-৩ মারিল কৃষ্ণ (খ) ৪ সেইখানে (গ)
৫ মিত্র (খ); মরা (ঘ)
৬-৬ আজি হৈতে অনাথ হৈল কংসের মধুপুরি।
আজি হৈতে অনাথ হৈল কংসের সুন্দরী॥ (খ)
আজি হৈতে অনাথ হৈল কংসের সুন্দরী।
কোথাকারে প্রাননাথ গেলে তুমি ছাড়ি॥ (ঘ)
৭ গো ব্রাহ্মণ দেবতাব ততেক হিংসিল (খ), (গ)
গো ব্রাহ্মন দেবতায় যখন হিংসিল (ঘ)
২-২ দুঃখ দূর কর
৩-৩ বাহির করি (ঘ)
(খ)

আজি হৈতে নাহি[১] মোর[১] কূড়ার[১] বাসঘর[১]।
অকালে ছাড়িল প্রান কংস নৃপবর ॥১৫৭৬॥
দেব দানব প্রভু কাঁপে তোমার ডরে।
চাণ্ডালের সংগ্রামে প্রভু বিপাকে[২] সে মরে[৩] ॥১৫৭৭॥*
তৈলক্যের নাথ হৈয়া লোটাহ ভূমিতলে।
তোমার নারিগন কান্দে নাহি[৪] দেহ বোলে[৪] ॥১৫৭৮॥
এত[৫] বলি বিলাপ করি[৫] কংসের জত নারি।
ভূম্যে লোটায়া কান্দে স্মামি কোলে করি ॥১৫৭৯॥
দেখিয়াত নারায়ন দয়া উপজিল।
সদয় হৃদয় কৃষ্ণ দয়াবান[৬] হৈল[৬] ॥১৫৮০॥
দৈবেত করে হেন সুন নৃপ[৭] বানি।
করিব অনেক ভাল জত পারি আমি ॥১৫৮১॥
স্ত্রীগন প্রবোধিয়া বলিল সভারে।
শ্রার্দ্ধসান্তি কর গিয়া রাজার সংকারে ॥১৫৮২॥
এত বলি বাপ মাএ বৈল[৮] গদাধর।
বন্ধন মুকায়া[৯] সুহে পাঠাইলা ঘর ॥১৫৮৩॥
কংস বধ জেন মতে কৈল নারায়নে।
তার সত্রু নাস হয় জে শুনে জে ভনে ॥ ৫৮৪॥

১-১ শূন্য হইল (খ), (ঘ)
১-২ মো সবার ঘর (গ)
১-৩ ছাড়িলে ধরিরে (খ)
৩ এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।
২-৪ নাহি কর কোলে (খ);
তোমা লয়ে কোলে (ঘ)
৫-৫ এতেক বলিয়া কান্দে (খ)
৬-৬ প্রবোধ করিল (খ);
তারে প্রবোধিল (ঘ)
৭ রাণী (খ), (ঘ)
৮ আদি (খ), (ঘ)
৯ ছুটায়্যা (খ), (ঘ)

কৃষ্ণের চরিত্র নর স্তন এক মনে।
কলিঘোর[১] তিমির করিতে বিমোচনে[১] ॥১৫৮৫॥
হেন কথা স্তনিবারে না করিহ হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে[২] এই মাত্র ভেলা[২] ॥১৫৮৬॥
স্তন স্তন অহে নর বলি বারে বারে।
গুনরাজ খান বলে কৃষ্ণ[৩] অবতারে ॥১৫৮৭॥

রামকৃ রাগ

বালক কৃড়া করি কৃষ্ণ কংস বধ কৈল।
দেখিয়া সকল লোক চমৎকার পাইল[৪] ॥১৫৮৮॥ ৭২॥
জয় জয় সব্দ হৈল সকল ভুবনে।
কংস পক্ষ যত রাজা ত্রাস পাইল মনে ॥১৫৮৯॥ ৭[illegible]॥
লিলাএ মারিল কৃষ্ণ কংস মহাসএ[৫]।
একলা মারিল কাহো না নিল[৬] স্বহাএ ॥১৫৯০॥ [illegible]৪॥
উগ্রসেনে গদাধর আনিল সত্বরে।
জদুবংসে বৃষ্টিবংস[৭] কৈল নৃপবরে ॥১৫৯১॥
তুমি মধুপুরের রাজা বৈস নৃপাসনে[৮]।
সেবক হইয়া আমি করিব পালনে ॥১৫৯২॥
জদুবংসে নৃপাসনে নাহি অধিকার।
তুমি বৃর্দ্ধ মাতামোহো তোমায় দিল ভার ॥১৫৯৩॥
সেবক হইয়া বিপক্ষ মারিয়া দিব তোরে।
উগ্রসেনে রাজা কৈল মথুরা নগরে ॥১৫৯৪॥

১-১ কলিভব সংসার যাকে করিবে তারনে (খ) ; 'করিবে' স্থানে 'হব' (খ)
২-২ তরিতে বান্ধিয়া দিল ভেলা (খ)
৩ গোবিন্দ (খ)
৪ হইল (খ), (ঘ)
৫ মহাকায় (খ)
৬ না কৈল (ঘ)
৭ বৃষ্ণবংশে (ঘ)
৮ সিংহাসনে (খ)

রামকৃষ্ণ গেলা বাপমাউ দেখিবারে।
মায়া পাতি কোলে বসি কান্দে[১] গদাধরে[১] ॥১৫৯৫॥
সিসুভাব কার দুহেঁ করিল ক্রন্দনে।
সিসুকালে মা বাপ না কৈল পালনে ॥১৫৯৬॥
বাপ হৈল ভূমিতলে[২] আমার জনম[৩]।
মাএর স্তনের দুগ্ধ না কৈল ভক্ষন ॥১৫৯৭॥
কোলে নাহি সুতিলুঁ আমি সিসুকালে।
বাপ মাএ মায়া পাতি এই[৪] বোল[৪] বলে ॥১৫৯৮॥
বসুদেব দৈবকী কৃষ্ণের[৫] কথা সুনি।
উচ্চস্বরে কান্দে দুহেঁ পড়িয়া ধরনি ॥১৫৯৯॥
মোহ পায়্যা পিতা পুত্র কৈল কোলে।
দুহাঁর[৬] সরির তিতে[৬] নয়ানের জলে ॥১৬০০॥
ঘরে নিঞা গেলা রামকৃষ্ণ দুই জনে।
ডাক দিয়া আনি পুরোহিত ব্রাহ্মণে ॥১৬০১॥
জাতকর্ম্ম[৭] বিধানে কৈল চূড়া করণ[৭]।
সাস্ত্রবিধি[৮] কৈল জজ্ঞ পবিত্র ধারণ[৮] ॥১৬০২॥
গোসাঞির জন্মকালে জত মনে কৈল।
বিংসতি সহস্র গাবি[৯] বিপ্রে দান দিল ॥১৬০৩॥

১-১ কাঁদিল বিস্তরে (খ)
২ মহীতলে (খ, গ)
৩ জীবন (গ)
৪-৪ দুই ভাই (খ) ;
গোবিন্দাই (গ)
৫ পুত্রের (গ)
৬-৬ দুঁহেত তিতিলা জলে (খ) ;
শরীর তিতিল দুই (গ)
৭-৭ যতেক ধর্ম্ম বিধান করিল চূড়া কর্ণ (করণ ?) (গ)
৮-৮ সাস্ত্র মত যজ্ঞ কৈল পবিত্র বিধান (খ) ;
শাস্ত্রবিহিত করিল যজ্ঞ উপবীত ধারণ (গ)
৯ গরু (খ) ; ধেনু (গ)

কংস ভএ পালাইল জত বন্ধু জন।
সভাকে আনিল গোসাঞি শ্রীমধুসোদন[১] ॥১৬০৪॥
আশ্বাসিয়া রাজ্যভার দিল উগ্রসেনে।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দ চরনে।১৬০৫॥ *
বসুদেবে নিবেদিয়া রামনারায়ন।
পড়িবারে দুই ভাই করিলা গমন ॥১৬০৬॥
অবন্তি নগরে বস্তে বিপ্র সান্তিপন।
সর্ব্ব সাস্ত্র বিজ্ঞাত[২] জেন ব্যাস তপোধন ॥১৬০৭॥
পড়িল সকল সাস্ত্র তার উপদেসে[৩]।
জানিল চৌসট্টি বিদ্যা চৌসট্টি দিবসে ॥১৬০৮॥
দেখিয়া গুরুর মনে ত্রাস উপজিল। ৭২॥
মায়া পাতি কোন দেব আসিয়া[৪] পড়িল[৪] ॥১৬০৯॥
বিস্ময়[৫] লাগিল বড় গুরুদেবের মনে। ॥
বিদ্যা সমাপিয়া তারে বৈল দুই জনে[৫] ॥১৬১০॥
গুরু দক্ষিনা কা দিব বল দিজবর।
তোমা[৬] হৈতে জানিল[৬] বিদ্যা হইল গোচর ॥১৬১১॥
বিদায় পাইলে[৭] গুরু জাই আমি ঘর[৭]।
কীবা[৮] আজ্ঞা কর মোরে বলহ সত্বর[৮] ॥১৬১২॥

---

১ রাম নারায়ণ (খ)

* ১৬০৫ সংখ্যক পদটি (খ) পুথিতে নাই। ১৬০৫ পদের শেষ কলি ও ১৬০৬ পদের প্রথম কলি (ঘ) পুথিতে নাই।

২ বেত্তা (খ) ৩ উদ্দেশে (ঘ)

৪-৪ ছলিতে আইল (খ)

৫-৫ বিদ্যা সমর্পিয়া যবে কৈল দুই জনে।
নিবেদিল দুই জনে গুরুর চরণে ॥ (ঘ)

৬-৬ তোমার প্রসাদে সকল (ঘ)

৭-৭ আজ্ঞা হইলে জাই নিজ ঘর (ঘ)

৮-৮ কোন দান দিব দ্বিজ আজ্ঞা কর মোরে (ঘ)

সিস্তের বচনে গুরু গুনে মনে মন ।
সরূপে[১] মানুষ নহে এই দুই জন[১] ॥১৬১৩॥
দম্পত্যে[২] করিয়া জুক্তি বলিল তাঁর ঠাঞি[২] ।
সরূপে দক্ষিনা দিবে জেই আমি চাই ॥১৬১৪॥
সাগরের জলে মৈল আমার[৩] কুমার[৩] ।
তা[৪] দিলে দক্ষিনা পাই বলিল তোমারে[৪] ॥১৬১৫॥
গুরুর বচনে গেলা সমুদ্রের[৫] তিরে[৫] ।
গুরুপুত্র[৬] আনি দেহ বলিল তোমারে[৬] ॥১৬১৬॥
উঠিয়া[৭] সমুদ্র তবে জোড়হাত করি ।
তোমার গুরুর পুত্র আমি নাহি মারি ॥১৬১৭॥
পঞ্চজন্য সঙ্খ আছে আমার ভিতরে ।
আমারে থাকিয়া আমার বোল নাহি ধরে[৭] ॥১৬১৮॥
আমার জলেতে বৈসে সেই পাপ মতি ।
নিসেধ করিতে নারি আমার সকতি ॥১৬১৯॥

১-১ চলিবারে কোন দেব করিল গমন (খ)
২-২ মনেতে করিয়া যুক্তী বেল দুঁহার ঠাঞী (গ)
৩-৩ বালক আমার (খ)
৪-৪ পুত্র দিলে দক্ষিণা পাই বলিল তোমারে (গ) ;
পুত্র আনি দেহ দক্ষিণা না লব তোমার (ঘ)
৫-৫ সমুদ্র ভিতরে (খ) ;
যমুনার তীরে (গ)
৬-৬ বলিল গুরুর পুত্র আনহ সত্বরে (খ) ;
গুরু পুত্র দেহ কৃষ্ণ বৈল তোমারে (ঘ)
৭-৭ ১৬১৭-১৬১৮ পদের (খ) পুঁথির পাঠান্তর—
শুনিয়া সাগর তবে কৃষ্ণের বচন ।
সম্ভ্রমে আসিয়া কৈল চরণ বন্দন ।
তোমার গুরুর পুত্র আমি নাহি মারি ।
পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ তার প্রাণ মারি ।

সমুদ্রের বোল সুনি দেব[1] গদাধর ।
জলে[2] প্রেবেসিলা তবে দুই সহোদর[2] ॥১৬২০॥
জলের[3] ভিতরে গিয়া পঞ্চজন্য ধরি ।
গুরুপুত্র হেতু তবে সরির বিচারি[3] ॥১৬২১॥
না[4] পায়া গুরুর পুত্র পঞ্চজন্য করে ।
বৈবস্বত পুরি গেলা দুই সহোদরে[4] ॥১৬২২॥
পুরি প্রেবেসিয়া তবে দেব গদাধর[5] ।
পঞ্চজন্য নাদ কৈল সুনিতে ভয়ঙ্কর ॥১৬২৩॥
চমকীত জমরাজা ত্রাস[6] মনে গুনি[6] ।
ধ্যানে জানিল জম[7] আইসে চক্রপানি[7] ॥১৬২৪॥
হরাসতে পুলক[8] তবে জম নৃপবর[8] ।
নারোয়ন[9] মুর্ত্তি আজি দেখিব গদাধর[9] ॥১৬২৫॥
সফল হইব আজি আমার জনম[10] ।
পরস[11] করি[?] আজি প্রভুর চরন[11] ॥১৬২৬॥

১ হাসে (খ)
২-২ জলেতে প্রবেস তদা করিল সত্বর (খ) ;
জলে প্রবেশিয়া তারে বধিল সত্বর (ঘ)
৩-৩ শঙ্খরূপ ধরি তার সরির বিচারি ।
সখের উপরে সিসু না পাইল হরি । (খ)
(ঘ) পুথির পাঠান্তর—
শঙ্খরূপ ধরি তার শরীর বিদরি ।
তাহার উদরে শিশু না পাইল হরি ।
৪-৪ সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ লয়ে গদাধরে ।
যমরাজ পুরি গেলা যথা যমঘরে । (ঘ)
৫ দামোদর (খ)
৬-৬ ভয়ে মনে মনে (খ)
৭-৭ আইল দেব নারায়ণে (ঘ)
৮-৮ পুলকিত ধর্ম্ম রাজেশ্বর (ঘ)
৯-৯ নয়ন ভরিয়া আজ দেখি গদাধর (ঘ)
১০ জীবন (ঘ)
১১-১১ পরশিবে করে আমা কমললোচন (ঘ

পাত্ত অর্ঘ্য লইয়া জম উঠি জোড় হাথে।
অষ্টাঙ্গ[1] প্রনাম হৈয়া বসাইল জগন্নাথে[1] ॥১৬২৭॥
ভারাবতারনে গোসাঞি তোমার অবতার।
দুষ্ট[2] মারি খণ্ডাইলে পৃথুবির ভার[2] ॥১৬২৮॥
আজ্ঞি[3] সে জিবন মোর সফল হইল।
তোমার চরনপদ্ম পরস করিল[3] ॥১৬২৯॥
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব শ্রীহরি।
তোমার[4] চরনে সুদ্ধ হৈল মোর পুরি[4] ॥১৬৩০॥
জমের[5] বচন সুনি দেব চক্রপানি[5]।
অকালে মইল গুরুপুত্র দেহ মোরে আনি ॥১৬৩১॥
গোসাঞির বচনে জম ত্রাস পাইল মনে।
কেন হেন বোল বল দেব নারায়নে ॥১৬৩২॥
তোমার শ্রীজিত শ্রীষ্টি তুমি অধিকারি।
আমার সকতি কীছু[6] করিতে না পারি[6] ॥১৬৩৩॥
কর্ম্ম সুত্রে আইসে জাএ জত কর্ম্ম করে।
সাক্ষি রূপে আমা এড়িয়াছ গদাধরে ॥১৬৩৪॥*

১-১ প্রণাম করিয়া স্তুতি করে জগন্নাথে (খ)

২-২ বড় বড় বীর মারি খণ্ডাবে ভুমিভার (খ)

৩-৩ আজি মোর জন্ম কর্ম্ম হইল সফলে।
পরশিল মুঞী তোমার চরণকমলে॥ (খ)

৪-৪ তোমার পদরজে মুক্ত হইল মোর পুরি (খ);
তোমার চরণধুলে সির্দ্ধ মোর পুরি (গ)

৫-৫ শুনিয়া যমের বোল হাঁসে চক্রপাণি (খ)

৬-৬ কারে আনিবারে পারি (খ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

না ভুঞ্জাইলে কর্ম্ম ঘুচাতে না পারি।
কর্ম্ম খণ্ডাইয়া শিশু লহত শ্রীহরি।

জমের[১] বচনে তুষ্ট হইল দুই ভাই।
আনিঞাত দিল সিসু গুরুদেবের ঠাঞি[১] ॥১৬৩৫॥
জেইরূপে[২] মরিল সিসু সমুদ্রের জলে।
সেইরূপে[৩] আনি দিল গুরুদেবের কোলে ॥১৬৩৬॥
গুরুদক্ষিনা দিল করহ আদেস।
তোমা হৈতে পাইল বিদ্যা জাব নিজ দেস ॥১৬৩৭॥
দেখিয়া চিন্তিত বিপ্র চিন্তে মনে মন।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে এই দুই জন ॥১৬৩৮॥
গোসাঞি আইল[৪] কীবা মানুষ রূপ ধরি।
হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কার প্রানে[৫] করি ॥১৬৩৯॥
উঠিয়া সম্ভ্রমে গুরু করিল বিনএ।
পাইল দক্ষিনা তুমি[৬] জাহ নিজালএ ॥১৬৪০॥
হরিসে আইলা ঘরে রামনারায়ন।
বাপমাএ[৭] আসি কৈল চরন বন্দন[৭] ॥১৬৪১॥
হরির চরনে গুনরাজ খাঁন ভনে।
হরি[৮] স্মঙরন বন্ধু কর সর্ব্বক্ষনে[৮] ॥১৬৪২॥

১-১ কোলে করি শিশু লইয়া নড়িলা দুই ভাই।
আনিঞা দিলেন সিসু গুরুদেবের ঠাঞি। (খ);
সিসু আনি দিল জম গোবিন্দের ঠাঞী।
কোলে করি শিশু লয়ে চলিল তথাই। (গ)

২ যেন মতে (গ)
৩ তেন মতে (গ)
৪ চলিল (খ);
৫ শক্তি (খ)
৬ তুমি (খ)
পুত্র (ঘ)

৭-৭ আচম্বিতে গোকুল পুরি হইল স্মরণ (খ)
৮-৮ পড়িল চৌষট্টি বিদ্যা গুরু সন্নিধানে (খ)

বসন্ত রাগ

হেনমতে[১] নানা মতে রামনারায়ন[১]।
আচম্বিতে গোকুল পুরি হইল স্বঙরন ॥১৬৪৩॥[*]
হাথে ধরি উদ্ধবেরে বৈল নারায়ন[২]।
রথে চড়ি গোকুলকে[৩] করহ গমন[৩] ॥১৬৪৪॥
আমার বিচ্ছেদে গোকুলে জত বৈসে।
অনাথ হইয়াছে স্ত্রী আর পুরুসে ॥১৬৪৫॥
নন্দ জসোদার মনে আমি সর্ব্বিক্ষন।
আমা ছাড়ি নাহি তাঁর আর স্বঙরন ॥১৬৪৬॥
বিসেসে জুবতি সব হত[৪] কামানলে।
তার প্রান রাখ গিয়া কহি[৫] প্রিয় বোলে[৫] ॥১৬৪৭॥
দিবারাত্র জ্ঞান নাহি তাহার সরিরে।
চিন্তিয়া আমার লিলা প্রানমাত্র ধরে ॥১৬৪৮॥[৬]
বড় দুঃখিতা গোপি আমা সোঙরনে।
আসিবেন বলি কৃষ্ণ করায়া চেতনে ॥১৬৪৯॥
কৃষ্ণের বচন স্তুনি উদ্ধব মহাসএ।
কৃষ্ণেরে বন্দিয়া সেই গোকুল চলএ ॥১৬৫০॥

১-১ উদ্ধব পাঠাইয়া সব করিব তোষণ (গ)

* ১৬৪২ ও ১৬৪৩ সংখ্যক পদের স্থানে (গ) পুথিতে নিম্নলিখিত পদটি আছে—

হেনকালে উদ্ধব তথা আসিয়া মিলিল।
তা দেখিয়া নারায়ন মনেতে চিন্তিল॥

২ গদাধর (খ) ; দামোদরে (গ)

৩-৩ যাহ তুমি গোকুল নগর (খ) ;
যাহ তুমি গোকুল নগরে (গ)

৪ দুঃখিত (খ)

৫-৫ কহি প্রেম বোলে (খ) ; সিক্ষি প্রিয় বোলে (গ)

৬ ১৬৪৮ ও ১৬৪৯ সংখ্যক পদ (গ) পুথিতে নাই।

দিন[১] অবসানে[১] গেলা গোকুল নগরে।
উত্তরিলা[২] গিয়া তবে[২] নন্দ ঘোসের ঘরে ॥১৬৫১॥
কৃষ্ণ[৩] দূত দেখি হরসিত নন্দঘোস[৩]।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল অনেক সন্তোস ॥১৬৫২॥
হৃদএ সন্তোস করি দিল আলিঙ্গন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কৈল অনেক ক্রন্দন ॥১৬৫৩॥
ক্রন্দন সম্বলি নন্দ বলিল তাহারে।
কুসলে আছএ তথা রাম দামোদরে ॥১৬৫৪॥
বসুদেব দৈবকী রোহিনি সর্ব্বজন।
সভা লৈয়া মহাসুখে আছেন নারায়ন ॥১৬৫৫॥
আমারে এড়িয়া গেলা রামনারাঅনে[৪]।
আমা বই পাপি নাহি এ তিন[৫] ভূবনে[৫] ॥১৬৫৬॥
না কর ক্রন্দন উদ্ধব বলিল বচনে।
তোমা হেন ভাগ্যবান নাহি ত্রিভূবনে ॥১৬৫৭॥ *
সংসারের সার গোসাঞি দেব নিরঞ্জন।
তাহাতে তোমার এত মজিয়াছে মন ॥১৬৫৮॥
কোটি কোটি জন্ম যদি তপ করি মরি।
তথাপি[৬] সরন চির্ত্তে না হয় শ্রীহরি[৬] ॥১৬৫৯॥
হেন নারায়ন তোমার চির্ত্তে সর্ব্বক্ষন।
জিয়ন্ত সরিরে মুক্ত তোমরা দুইজন ॥১৬৬০॥ †

১-১ বেলা অবশেষ (ঘ)
২-২ উত্তরিল উর্দ্ধব গিয়া (খ); প্রবেশ করিল গিয়া (ঘ)
৩-৩ জানিয়া কৃষ্ণের দূত সম্বন্ধে নন্দঘোষ (ঘ)
৪ রাম দামোদর (খ); কৃষ্ণ দেব নারায়ণে (গ)
৫-৫ জগত ভিতর (খ)
৬-৬ তবু নারায়ণের মন লভিতে না পারি (গ)
* এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।
† এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।

মুক্ত পুরুস তুমি সুন বৃজপতি ।
তুমি জারে পরস সে পায় মুকতি ॥১৬৬১॥
এ বোল বলিয়া উদ্ধব নন্দ[১] তুষ্ট কৈল ।
ফল মুল অন্ন খায়া রজনি বঞ্চিল ॥১৬৬২॥
রজনি প্রভাত হৈল সব গোপিগন ।
কৃষ্ণরথ[২] দেখি সভে করিল গমন[২] ॥১৬৬৩॥
হোর রথ খান দেখ নন্দের দুয়ারে ।
পাপিস্ট অক্রুর কাবা আইল আর বারে[৩] ॥১৬৬৪॥
দেখিলত গিয়া নাহি অক্রুর তথাই ।
প্রাতকৃয়া করি উদ্ধব আইল তথাই[৪] ॥১৬৬৫॥
কৃষ্ণ ধ্যান করিয়া সব গোপিগন ।
সম্ব্রমে উঠিয়া করে মুখ নিরক্ষন ॥১৬৬৬॥
শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ কমললোচন ।
মকরকুণ্ডল সোভে নানা অভরন ॥১৬৬৭॥ *
সেই কৃষ্ণ হেন দেখি সুন[৫] গোপিগন ।
হৃদে বনমালা সোভে চাঁদবদন ॥১৬৬৮॥
সেই[৬] কৃষ্ণ হেন দেখি বলিতে না পারি ।
সাত পাঁচ মনে করি সকল সুন্দরি[৬] ॥১৬৬৯॥
গোপিসব দেখিয়া উদ্ধব সেই ঠাঞি ।
কৃষ্ণ স্বঙরি উদ্ধব বসিলা তথাই ॥১৬৭০॥†

---

১ তারে (খ)
২-২ কৃষ্ণ বলি দেখিতে সবে করিল গমন (ঘ)
৩ এথারে (খ) ৪ সেই ঠাঞী (গ)
* ১৬৬৭ ও ১৬৬৮ সংখ্যক পদ (ঘ) পুথিতে নাই ।
৫ সখি (খ)
৬-৬ হয় নহে কৃষ্ণ কেহ বলিতে না পারি ।
আসিয়া বলিল উদ্ধব স্মরিয়া শ্রীহরি । (গ)
† এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই ।

বিস্ময় না করি গোপি স্থির কর মন।
পাঠাইল[1] গোকুল আমা শ্রীমধুসোদন[1] ॥১৬৭১॥
কৃষ্ণদূত বলি আমা জান গোপনারি।
সুনিঞা[2] উদ্ধব বোল হৃদে মান ধরি[2] ॥১৬৭২॥
মধুকর লক্ষ করি বলে ধিরে ধিরে।
চরনে[3] আসিয়া কেন পড়হ আমারে[3] ॥১৬৭৩॥
এত পদ্মে মধু খায়্যা মন নাহি পুরে।
নিরস কুসম লাগি কেনে মন ঝুরে ॥১৬৭৪॥ *
নানা[4] নারি রঙ্গ সুখে তোমার সরিরে।
কষ্ট করি আইস কেন আমা ছলিবারে[4] ॥১৬৭৫॥
স্ত্রিজিত কৃষ্ণ সভায়[5] ভাণ্ড এটে পটে[5]।
সিতা লাগি সুপ্রনখার নাক কান কাটে ॥১৬৭৬॥
স্ত্রিবধের ভয় নাহি তাহার সরিরে।
স্তনপানে সিসুকালে মারিল পুতুনারে ॥১৬৭৭॥ †
তাহা[6] বই কপটি নাহি জগত ভিতরে[6]।
বলিকে ছলিয়া নিল[7] রসাতলপুরে ॥১৬৭৮॥

১-১ আসিবে দেখিতে তোমা কমললোচন (গ)
২-২ কহিতে লাগিল কিছু মনে মনে করি (ঘ)
৩-৩ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোপী কাঁদে উর্দ্ধস্বরে (ঘ)
* এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।
৪-৪ অন্য স্ত্রী সঙ্গে সেথা কৃষ্ণ কেলি করে।
কপট করি আইলা তুমি আমা ভাণ্ডিবারে। (ঘ)
৫-৫ সহজে জানিনু কপটে (ঘ)
† এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।
৬-৬ তাহাকে অধিক কপটিয়া নাহিক সংসারে (খ), (ঘ)
৭ থুইল (খ), (ঘ)

রাতৃদিনে তাঁর[১] লিলা করিছোঁ সোঙরন[১]।
তবুত ছাড়িল আমা কমললোচন ॥১৬৭৯॥ *
বনচারি গোপি[২] আমা[২] কুছিত দেখিয়া।
ছাড়িলেন[৩] কৃষ্ণ আমা পরনারি বলিয়া[৩] ॥১৬৮০॥
কহ কহ কৃষ্ণদুত সরূপ উত্তর।
কেমতে[৪] আছএ তথা রামদামোদর ॥১৬৮১॥
সত্রু মারি কেলি করি লইয়া পরনারি।
আমাকে না সোঙরিব আমি বনচারি ॥১৬৮২॥[৫]
এতেক[৬] বলিয়া গোপি হইলা অচেতন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গোপি করএ ক্রন্দন[৬] ॥১৬৮৩॥

১.১ তাহা বিনে অন্য নাহি মন (খ)

* (গ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ—

তাহার কপট বড় বিদিত সংসারে।
জানিয়ে কি কেন্দ্র কাজ পুড়য়ে শরীরে॥
কৃষ্ণ হেন জ্ঞান যার আছয়ে শরীরে।
গুণিতে গুণিতে সেই ছাড়ে কলেবরে॥
হেন জন চিত্তে আমি হৈল সর্ব্বক্ষণ।
কেমনে পাইব রক্ষা শুন সখীগণ॥

১.২ আমা সভা (খ); আমরা (গ)

১.৩ ছাড়িলেন কৃষ্ণ আমা মায়াত করিয়া (খ);
ছাড়িয়া আমায় আর শোভা না পাইয়া (গ)

৪ কুশলে (খ)

(গ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

বাপ মাতা বন্ধু জন লয়ে নিজ ঘরে।
তখন আমা সভাকে কি স্মরে গদাধরে॥

৬.২ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোপী ছাড়িল নিশ্বাস।
হরি হরি কৈবে মোরে কে কেল নৈরাশ॥ (খ)
এত বলি বিলাপ করি কাঁদে ভূমিতলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তিতে নয়নের জলে॥ (গ)

নয়নে[১] ঝরএ লোর গদ গদ স্বরে।
সঘনে কম্পএ তনু লোমাঞ্চ সরিরে ॥১৬৮৪॥
নিচল নিবস গোপি নাহিক চেতন।
কৃষ্ণভাবে ব্যাকুল সব গোপিগণ[১] ॥১৬৮৫॥
দেখিয়া উদ্ধবেরে চমতকার[২] পাইল[২]।
গোবিন্দচরনে ভক্তি গোপি জত কৈল ॥১৬৮৬॥
নমস্কার কৈল উদ্ধব গোপির চরণে।
তোমা সম ভাগ্যবান[৩] নাহি তৃভুবনে ॥১৬৮৭॥
বন্ধ স্ত্রী হইয়া গোবিন্দে এত মতি।
খণ্ডিল বন্ধন তোমার পাইলে মুকতি ॥১৬৮৮॥
না কর বিসাদ গোপি স্থির কর মন।
অচিরে[৪] আসিব এথা কমললোচন[৪] ॥১৬৮৯॥
আর বার গোপিগণ এই বৃন্দাবনে।
করিবে বিবিধ কৃড়া গোবিন্দের সনে ॥১৬৯০॥
তোমা বিনে তাঁর চিত্তে নাহিক জে আন।
রাতৃদিনে অনক্ষন তোমাকে ধেয়ান ॥১৬৯১॥
তাঁহাকে আরতি জেন দেখিল তোমার।
ইহাকে অধিক তুমি জানিহ তাহাঁর ॥১৬৯২॥

১-১ ১৬৮৪ ও ১৬৮৫ দুইটি পদের প রিবর্তে (খ) পুথিতে এই দুইটি পদ আছে—

কহ কহ কৃষ্ণদুত স্বরূপ কহ কথা।
নন্দের নন্দন পুন আসিবেন এথা।
কান্দিতে কান্দিতে গোপি হৈল অচেতন।
কৃষ্ণ ভাবে ভুলি গেল সব গোপীগন॥

(ঘ) পুথিতে পদ দুইটি নাই।

২-২ বিস্ময় জন্মিল (ঘ) ৩ ভাগ্যবতী (খ), (ঘ)

৪-৪ আস্বাদিয়া গোপীগন সেই বৃন্দাবন (ঘ)

এতেক কহিয়া উদ্ধব মাগিল মেলানি।
প্রনাম করিয়া বলে স্তন সব ঠাকুরাণি ॥১৬৯৩॥ *
তোমার বিরহ কথা কৃষ্ণেরে কহিয়া।
সত্বরে তাহাঁরে আমি আ সব লইয়া ॥১৬৯৪॥
এত বলি গোপি ঠাঞি হইল[১] বিদায়।
রথে চড়ি উদ্ধব মধুপুরি জায় ॥১৬৯৫॥
গোপির বিরহকথা গোবিন্দেরে কহি[২]।
গোপিকার চিত্তে আন নাহি তোমা বই ॥১৬৯৬॥
অহোন্নিসি[৩] গোপিগন তোমা চিন্তে মনে।
শ্রীকৃষ্ণ বিজয় গুনরাজ খান ভনে[৩] ॥১৬৯৭॥

বেলোওার রাগ ॥

সংসারের সার গোসাঞি কমললোচন।
আচম্বিতে কুবজি মনে হইল সোঙরন ॥১৬৯৮॥[†]
উদ্ধব[৪] সহিত গেলা কুবজির ঘর[৫]।
উদ্ধব[৪] বাহিরে রাখি প্রবেসিলা গদাধর[৫] ॥১৬৯৯॥
দেখিয়া সম্ভ্রম হৈল কুবজির মনে।
পাত্ত অর্ঘ্য দিয়া কৃষ্ণে বসালা আসনে ॥১৭০০॥‡

---

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—
দুষ্ট সব সংহারিতে তার অবতার।
দুষ্ট সংহারিঞা পুন আসিব পুনর্বার।

১ মাগিল (খ) ২ কই (খ)

৩ ৩ মাগিল মেলানি উদ্ধব গোপীর চরণে।
কৃষ্ণ-চরিত্র গুনরাজ খান ভনে ॥ (গ)

† (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—
কুবজির কথা প্রভুর হই স্মরণ।
মনোরথ পূর্ণ করিব বন্যাতি বচন॥

৪-৪ উদ্ধব সংহতি কার দেব গদাধরে (ঘ) ৫-৫ কৌতুকে প্রবেশ কৈল কুবজির ঘর (খ), (ঘ)

‡ ১৭০০ ও ১৭০১ পদ দুইটি (ঘ) পুথিতে নাই।

শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ প্রথম জৌবন।
কামদেব জিনি রূপ কামিনিমোহন ॥১৭০১॥
কৃষ্ণের[1] দেখিয়া রূপ মুর্ছিত হইল[1]।
রূপ[2] দেখি মোহ গিয়া ভূমেতে পড়িল[2] ॥১৭০২॥
মুগুন সঙ্গম তায় লজ্জায়[3] ব্যাকুলি।
তার[4] পাসে বসি কৃষ্ণ হাথে ধরি তুলি[4] ॥১৭০৩॥
করিল শ্রীঙ্গার কৃষ্ণ[5] বিবিধ বিধানে।
পুরিল[6] বাঞ্ছা তার জত ছিল মনে[6] ॥১৭০৪॥
ভক্তি করিয়া কুবজি চিন্তিল গদাধর।
ভক্তবৎসল[7] গোসাঞি নাহি আত্মপর ॥১৭০৫॥
দ্বারি হইয়া উদ্ধব আছিল দুআরে[8]।
কুবজির মনোরথ পুর্ন কৈল গদাধরে ॥১৭০৬॥
ভূঞ্জিয়া শ্রীঙ্গার[9] সুখ[9] দেব নারায়ন।
উদ্ধবের হাতে ধরি করিল গমন ॥১৭০৭॥

গৌরি রাগ ॥

হাসিতে হাসিতে পথে রাম দামোদর।
দুই ভাই[10] মেলিল গিয়া অক্রুরের ঘর[10] ॥১৭০৮॥

১-১ দেখিয়া কুবজি হৈল কামে অচেতন (খ), (ঘ)
২-২ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে হরিয়ে চেতন (ঘ)
৩ নাচয়ে (খ)
৪-৪ বসাইল গোবিন্দাই হাথে ধরি তুলি (খ) ;
বসাইল গোবিন্দ পাশে হাথে ধরি তুলি (ঘ)
৫ গোসাঞী (খ), (ঘ)
৬-৬ যেনমতে চিন্তিল কুবজি পুরাল তার মনে (ঘ)
৭ তাহাকে প্রসন্ন (ঘ) ৮ যেই ঘরে (ঘ)
৯-৯ সরস রস (ঘ)
১০-১০ বলভদ্র সঙ্গে গেল অক্রুরের ঘরে (ঘ)

সম্ভ্রমে উঠিয়া অক্রুর দুহাঁ কৈল[১] কোলে[১]।
বসাইল দুহাঁ[২] নিঞা রাম দামোদরে[২] ॥১৭০৯॥
দুইপদ পাখালিয়া অক্রুর লৈল জল।
সরির[৩] মস্তকে দিয়া হইল নির্ম্মল ॥১৭১০॥
সফল জিবন মোর তোমার গমনে।
পদরজে পবিত্র[৪] মোরে কৈল নারাঅনে ॥১৭১১॥
ভারাবতারনে গোসাঞি কৈলে অবতার।
তোমার প্রসাদে[৫] হৈল আমার উদ্ধার[৫] ॥১৭১২॥*
এতেক বিনয়[৬] স্তবে অক্রুর বলিল।
শুনিঞা[৭] গোবিন্দের মনে দয়া উপজিল[৭] ॥১৭১৩॥
প্রনাম করিয়া কৃষ্ণ জুড়ি দুই হাত।
তুমি গুরুজন হয় মাল্য [স্থ] খুল্লতাত ॥১৭১৪॥

১-১ কোলে করি (খ), (ঘ)
২-২ নিজ ঘরে বলরাম হরি (খ)
নিজ পাশে পুজিয়া শ্রীহরি (ঘ)
৩ সবংশে (খ), (ঘ)
৪ তুষ্ট (খ) ; মুক্ত (ঘ)
৫-৫ কটাক্ষে ভবসাগর উর্দ্ধার (খ) ;
কটাক্ষে ভবসাগর হব পার (ঘ)

* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ :—

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি মাত্র সার।
তোমার স্মরনে ভবসাগর [প্রসাদে হব সংসারে (ঘ)] উর্দ্ধার।

১১৭২ পরে অতিরিক্ত পদ (খ) পুথি :—

তব পাদজাতা গঙ্গা জগতপাবনি।
হেন পাদপদ্ম মোর ঘরে চক্রপানি।
আমা সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে।
সবংশে উর্দ্ধার আমা কৈলে নারায়নে।

৬ উত্তর (ঘ)
৭-৭ সদয় হৃদয় কৃষ্ণ দয়া উপজিল (খ)

আমি[১] সিসু ভ্রাতৃপুত্র ছাওাল তোমার[১] ।
গুরুজন হৈয়া কেন ‹ল অবেভার ॥১৭১৫॥
এতেক প্রবন্ধ করি মোহি তার মন ।
পুনরপি তারে কিছু বলেন নারায়ন ॥১৭১৬॥
হস্তিনাপুরে[২] আছে পাণ্ডুর তনএ ।
তাহর উদ্দেস লইতে অবস্য জুয়াএ[২] ॥১৭১৭॥
অকালে মরিল রাজা পাণ্ডু নরপতি ।
কেমতে ছাওাল তার পাএ অব্যাহতি ॥১৭১৮॥
বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাস্ট বুঝি তার মন ।
কেমতে সভার রাজা করএ পালন ॥১৭১৯॥
কাবা সত্রু ভাব তারে করে নরপতি ।
একে[৩] একে বুঝিবে সভাকার মতি[৩] ॥১৭২০।
কৃষ্ণের বচনে তবে অক্রুর চলিল ।
হস্তিনা পুরিতে জাএন রথেত উঠিয়া ॥১৭২১॥
সভাকে দেখিল তবে অক্রুর জত্নবর ।
সম্ভা[৪] সম্ভাসিয়া আসি মথুরা নগর[৪] ॥১৭২২॥ *
কহিল কৃষ্ণেরে আসি রাজার চরিত ।
বড় দুঃখ পায় কুন্তি কহিল বিদিত ॥১৭২৩॥

১-১ আমি শিশু ভ্রাতৃসপুত্র সেবক তোমার (খ) ;
আমি গুরু ভ্রাতৃপুত্র পোষ্য তোমার (ঘ)

২-২ চল কাটি জাহ তুমি আমার বচনে ।
হস্তিনা নগরে যথা পাণ্ডুর নন্দনে ॥ (খ), (ঘ)

৩-৩ ভিষ্ম দ্রোন আদি বুঝিহ সবার মতি (খ)

-৪ প্রতীক্ষে [প্রত্যেকে (গ)] ভ্রমিল সব কুটুম্বের দুয়ার (খ), (খ)

* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ :—

দেখিলাও ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর কুমার ।
পুত্রবশ [সব (ঘ)] হইয়া রাজা করে অবেভার ।
শোকে ব্যাকুল কুন্তি দেখিল অক্রুর ।
সম্ভা সম্ভাসিয়া আইল মধুপুর [মথুরা নগর (খ)] ।

দুর্য্যোধন-বস রাজা কহিল তোমারে।
বুঝিয়া[১] গোসাঞি তার কর পৃতিকারে[১] ॥১৭২৪॥
অক্রূর বচন সুনি দেব[২] গধাধর[৩]।
পাণ্ডুর নাহিক চিন্তা সুন জদুবর[৩] ॥১৭২৫॥
হেনমতে মধুপুরে আছেন নারায়নে।
গুনরাজ[৪] গাঁন বলে গোবিন্দচরনে[৪] ॥১৭২৬॥

ধানসি রাগ

অর্থি[৫] প্রার্থি (?) কংসনারি মগধকুমারি।
কংসের মরন বাপে করিল গোহারি[৫] ॥১৭২৭॥
চক্রবর্ত্তি রাজা তুমি মগধ অধিপতি।
পাতালে বাসুকী কাঁপে সর্গে সুরপতি[৬] ॥১৭২৮॥
জত জত রাজা বৈসে পৃথুবিমণ্ডলে।
সভে[৭] আসি খাটে তোমার ছত্রতলে[৭] ॥১৭২৯॥
রামকৃষ্ণ দুই ভাই নন্দের তনএ।
ছাওাল সঙ্গে গরু রাখে গোকুলে বসএ ॥১৭৩০॥
মারিল পুত্তনা স্তনপানে সিসুকালে।
তৃণাবর্ত্ত মারিয়া সে সকট ভাঙ্গিলে ॥১৭৩১॥*
জমল অর্জ্জুন ভাঙ্গে বৎসক বির মারে।
বক বির মারি পাঠাইল জমঘরে ॥১৭৩২॥

১-১ আপনে বুঝিয়া রাজা কর প্রতিকারে (খ)
২ হাসে (খ), (ঘ)　　৩ গদাধর (খ) ; জাদুবর (খ)
৪-৪ সুখে নিবসয়ে রাজা গুনরাজ ভনে (ঘ)
৫-৫ শোকপ্রার্থী কংস নারী মগধ ঈশ্বরী।
কৃষ্ণ কংসে মাইল বলি করিল গোহারী। (খ)
৬ বসুমতী (খ)
৭-৭ সবে তোমায় বাপ থাকে মর্ত্ত্যস্থলে (খ)
* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

পর্ব্বত ধরিয়া সেই গোকুল রাখিল।
অঘাসুর মারি সেই দাবাগ্নি ভখিল ॥১৭৩৩॥ *
কালিদহে ঝাঁপ দিয়া সর্প ঘুচাইল।
প্রলম্ব [মু] ধেনুক আদি বির সব মারিল ॥১৭৩৪॥
ব্যোম অরিষ্ট কেসি তোমার গোচর।
হেন সব বির মারি[১] পাঠায় জমঘর[১] ॥১৭৩৫॥
কুবলয় হস্তি বাপা[২] তোমায় গোচর[২]।
তাহাকে[৩] মারিলেক রামদামোদর[৩] ॥১৭৩৬॥
মুষ্টিক চাণুর আদি জত বির ছিল।
রাজার সমুখে বির সত সত মাইল ॥১৭৩৭॥
লাফ দিয়া উঠে রাজার মঞ্চের উপরে।
চুলে ধরি মঞ্চে হৈতে ভূমিতলে[৪] পাড়ে[৪] ॥১৭৩৮॥
রাজাকে মারিয়া[৫] মারে রাজার বন্ধুজন[৫]।
সবংসে রাজার কৃষ্ণ করিল নিধন ॥১৭৩৯॥

---

* ১৭৩৩-১৭৩৯ পদগুলির পরিবর্ত্তে (খ) পুথিতে এইরূপ দৃষ্ট হয় :—

পর্ব্বত ধরি গোকুল রাখি সাত বৎসরে।
প্রলম্বক সুরে মাইল বক অসুরে॥
ঝাঁপ দিয়া কালীদহে কালাকে ঘুচাই।
ধেনুকে মারিয়া তাল খাইল দুই ভাই॥
কেশী অরীষ্ট বাপ তোমাকে গোচর।
কুবলয় হস্তি মারে যমের দোসর॥
চাণুর মুষ্টিক মারেল কংশ নরপতি।
সবাকে মারিল কৃষ্ণ শুন মহামতি॥
বিধবা হইনু বাপ তোমা বিদ্যমানে।
যতেক করিল কৃষ্ণ কৈল নিবেদনে॥

১-১ মারে দুই সহোদর (খ)
২-২ যাহে জমের দোসর (খ)
৩-৩ বীর সব মারি আইল মথুরা নগর (খ)
৪-৪ পাড়ে নৃপবরে (খ)
৫-৫ বেড়িয়া মারে যত বন্ধুগণ (খ)

ছাওাল হৈয়া রামকৃষ্ণ[1] হেন কর্ম্ম করে[1] ।
মথুরাতে রাজা কৈল[2] উগ্রসেন বরে[2] ॥১৭৪০॥
বিধবা হইলু্ঁ বাপা তোমার গোচরে ।
নিবেদিল জত কৈল রামদামোদরে ॥১৭৪১॥
এতেক দুহিতার বাক্য শুনি জরাসন্ধ ।
রামকৃষ্ণ মারিবারে করিল প্রবন্ধ ॥১৭৪২॥ *
আশ্বাসিয়া কন্যা রাজা পাঠাইল অন্তপুরে[3] ।
সাজ[4] সাজ করিয়া দিল ঘোসনা নগরে[4] ॥১৭৪৩॥
তেইস অক্ষোহিনি সেনা একত্র করিয়া ।
বেড়িল মথুরাপুরি রাজচক্র লৈয়া ॥১৭৪৪॥
বন্ধিলেক[5] হাট ঘাট পাইক থরে থরে ।
না[6] করিহ ভয় কাছু বৈল গদাধরে[6] ॥১৭৪৫॥ †

১-১ হেন করে দুই চমে (ঘ) ২-২ করি উগ্রসেনে (ঘ)

* অতিরিক্ত পদ (খ) পুথি :—

জত জত রাজা বৈসে প্রথিবি ভিতরে ।
সভাকে পাঠাল্য দুত মগধ ইশ্বরে ।
সাজ সাজ বলি ঘোষণা দিলত নগরে ।
মথুরার বাহির গিয়া রামদামোদরে ।

অতিরিক্ত পদ (ঘ) পুথি :—

যত রাজা বৈসে পৃথিবী ভিতরে ।
সভারে পাঠাইল দুত মগধঈশ্বরে ।
মথুরার রাজা মারিব দামোদরে ।
সাজ সাজ বলি বলে সকল নগরে ।

৩ ঘরে (খ), (ঘ)

৪-৪ রামকৃষ্ণে মারিতে সাজে মগধ ইশ্বরে (খ) ;
যাত্রা করি যুঝিতে যায় মথুরা নগরে (গ)

৫ বেড়িলেক (খ) ; রুন্ধিলেক (ঘ) ৬-৬ মার মার শব্দ বিনে কিছু নাহি করে (খ)

† অতিরিক্ত পদ (খ) পুথি :—

তা দেখিয়া বলে কিছু রাম দামোদর ।
ভয় না করিহ কেহ বলিল সত্তর ।

নগর বাহির হৈয়া রামনারায়ন ।
আপনার অস্ত্ররথ[1] করিল স্মরন[1] ॥১৭৪৬॥
সঙ্খ[2] চক্র গদা পদ্ম আইল সর্গ হৈতে ।
হাথে করি নিল অস্ত্র দেব জগন্নাথে[2] ॥১৭৪৭॥
লাঙ্গল মুসল বলাই হাথে করি নিল ।
তালদ্ধজ[3] রথখান সর্গ হৈতে আইল[3] ।১৭৪৮॥
তালদ্ধজ রথে গিয়া বলাই চাপিল ।
গরুড়ধ্বজ রথে কৃষ্ণ আরোহন কৈল ॥১৭৪৯॥
দুই ভাই কথো সন্য দিল দরসন ।
দেখাদেখি দুই সঙ্গে বাজে মোহা রন ॥১৭৫০॥
সেনা[4] দেখিয়া কৃষ্ণ বলিল [বচন] উত্তর[4] ।
ইহা হৈতে খণ্ডিব পৃথুবির ভর ॥১৭৫১॥
না করিহ নৃপবধ বল মহামতি ।
রাজা এড়ি মার জত আইল জুদ্ধপতি ॥১৭৫২॥ *
মারিবত্ত মহারাজা মগধইস্বরে ।
রাজা জিলে পুনরপি আসিব জুঝিবারে ॥১৭৫৩॥

১-১ অস্ত্র দোঁহে লইল তখন (ঘ)

২-২ আইল দোঁহার অস্ত্র বৈকুণ্ঠপুরি হৈতে ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম নিল জগন্নাথে ॥ (ঘ)

৩-৩ তালধ্বজ রথখানি আরোহণ কৈল (ঘ)

৪-৪ সৈন্য দেখি কৈল কৃষ্ণ শুন হলধর (ঘ)

* ১৭৫২ ও ১৭৫৩ পদ দুইটির পরিবর্তে (ঘ) পুথিতে এই তিনটি পদ দৃষ্ট হয়—

প্রাণে না মারিও রাজা শুন নরপতি ।
রাজা এড়ি মারহ সকল সেনাপতি ।
না মারিহ মহারাজা মগধ ঈশ্বর ।
পুনরপি সৈন্য লয়ে আসিবে সত্বর ॥
সেইবার সৈন্য মারি পাঠাব যমঘর ।
পুনঃ পুনঃ আইসে যেন মগধ ঈশ্বর ।

এত অনুমানি[1] গেলা সন্যের ভিতরে।
দেখিয়াত রামকৃষ্ণ বলে নৃপবরে ॥১৭৫৪॥
আমার[2] ঠাক্রি প্রান লৈয়া পালাহ ছাওাল।
মরিতে আইলে কেন গরুয়া রাখাল[2] ॥ ৭৫৫॥
জদি[3] আমাকে তুমি দিবে দরসন[3]।
তোমাকে মুকল[4] আজি জমের করন ॥১৭৫৬॥
জরাসিন্ধু বোল সুনি হাসে গদাধর।
ক্রোধে[5] রথ চালাইল সন্যের ভিতর[5] ॥১৭৫৭॥
সন্য সাগর[6] মাঝে[6] কৃষ্ণ দুই ভাই।
মারিল[7] সকল সেনা হৈল ঠাক্রি ঠাক্রি[7] ॥১৭৫৮॥
সিশুপাল[8] দন্তবক্র পোণ্ড নরপতি[8]।
পালাএ সকল রাজা হইয়া বিরথি ॥১৭৫৯॥
রথ এড়ি পালাএ জরাসন্ধ নরপতি।
তাহার পিছে ধায় বল মহামতি ॥১৭৬০॥ *
গলাএ লাঙ্গল দিয়া পাড়ে ভূমিতলে।
মার মার হান হান এই বোল বলে ॥১৭৬১॥

---

১ বলি (খ)

২-২ মোর ঠাঞী মারিবারে আইলা চাণ্ডাল।
প্রাণ লইয়া পলাহ গরুর রাখাল ॥ (খ)

৩-৩ যদিবা আমারে আজি দিতে দরশন (খ)

৪ সকল (খ)

৫-৫ রথ চালাইয়া দিল সংগ্রাম ভিতর ( )

৬-৬ সমর মাঝে (খ)

৭-৭ গোবিন্দ সকল হৈল এক ঠাঞী (খ)

৮-৮ চলিয়া যাইল বলাই তাহার সংহতি (খ);
মুষল লয়ে যায় বলাই তাহার সংহতি (গ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ:—
ধর ধর বলাই তারে ডাকে উচ্চৈস্বরে।
প্রাণে কাতর হইয়া পালায় নৃপবরে।

রথি মহারথি পড়িল গনিতে না পারি।
হস্তি ঘোড়ার মুণ্ড জায় গড়াগড়ি ॥১৭৬২॥
তেইস অক্ষোহিনি সেনা কৃষ্ণ দুই ভাই।
কাটিয়া[১] করিল সেস পালাইতে নাঞি[১] ॥১৭৬৩॥
হেনকালে অন্তরিক্ষে আকাসবানি হয়।
না মারিহ জরাসিন্ধু তোমার বধ্য নয় ॥১৭৬৪॥
তা সুনিঞা বলদেব দুঃখ ভাবি মনে।
জরাসন্ধ ছাড়ি[২] দিল[২] আকাসবচনে ॥১৭৬৫॥
লড়িলাত জরাসন্ধ পাইয়া বড় লাজ।
নেউটিয়া দুই ভাই রহি জুদ্ধ মাঝ ॥১৭৬৬॥
অতি ঘোরতর নদি সংগ্রাম ভিতরে।
স্রীগাল[৩] কুকুর পিএ সন্যের রুধিরে[৩] ॥১৭৬৭॥
নদি মাঝে হস্তি দ্বিপ দেখি এ সকলে।
মানুস[৪] মস্তক কুম্ভির হয় জলে[৪] ॥১৭৬৮॥
বিচিত্র পতকা হৈল হংসের পাঁতি।
নখেতে কর্করা[৫] নদি করএ দিপতি ॥১৭৬৯॥*
রথধ্বজ পথ হৈল নদি খরতরে।
অশ্ব[৬] রথ মদ্ধে নদি দেখিত ভয়ঙ্করে[৬] ॥১৭৭০॥

১-১ কাটিয়া ফেলিল সেনা পলাইতে ঠাঞী নাই (খ) ;
কাটিয়া পাড়িল সেনা কানাই বলাই (ঘ)

২-২ এড়িলত (ঘ)

৩-৩ সকুনি গিধিনি সিভা পিএত রুধিরে (খ) ;
শিবা শত শকুন সম্ভের রুধিরে (ঘ)

৪-৪ রথধ্বজ নর্প কুম্ভিরিনি ভাসে জলে (ঘ)

৫ বধকা (খ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
সনিত জল হৈল হস্তি দ্বিপ থান থান।
মনস্থ মস্তক ভাসে কুম্ভিরের ঠান॥

৬-৬ নদি মধ্যে অশ্বরথ দেখি ভয় করে (ঘ)

কৃষ্ণ বলদেব[১] কৈল নদির প্রবন্ধ।
গুনরাজ খাঁন বলে ভঙ্গ জরাসন্ধ ॥১৭৭১॥

কানড় রাগ

জুদ্ধ জিনি দুই ভাই আসি মধুপুরি।
নানাবিধ বাদ্য বাজে দোসরি[২] মোহরি ॥১৭৭২॥
জয় জয় সব্দ হৈল সকল ভুবনে।
সর্গে থাকী পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগনে ॥১৭৭৩॥
পুরির[৩] বনিতা জত মঙ্গল দ্রব্য[৪] লৈয়া।
মস্তকে[৫] নিছিয়া গেলে[৫] জয় জয় দিয়া ॥১৭৭৪॥
বাপ মাএ দুহেঁ[৬] কৈল[৬] চরন বন্ধ(ন্দ)ন।
উগ্রসেনে[৭] বন্দিল গিয়া ভাই দুই জন[৭] ॥১৭৭৫॥
মিষ্ট অন্ন পান দুহেঁ ভোজন করিল।
বিচিত্র পালঙ্ক মাঝে দুভাই সুতিল ॥১৭৭৬॥
উথা জরাসিন্ধু রাজা গিয়া নিজালএ।
পাত্র মিত্র লৈয়া রাজা[৮] অপমান কহে ॥১৭৭৭॥
তেইস অক্ষোহিনি সেনা বড় বড় বির।
দুই ভাএর জুদ্ধেতে কেহো নহে স্থির ॥১৭৭৮॥
এত[৯] সন্য লৈয়া গেলাঙ কৃষ্ণ দুই ভাই।
দুভাএর সমুখে জুঝে হেন বির নাঞি[৯] ॥১৭৭৯॥

১ বলভদ্র (ব)　　২ ধুসরি (গ)
৩ পুর্ণ (গ)　　৪ বাদ্য (ঘ)
৫-৫ দুই ভাই উপরে ঢালে (খ); দুজার উপরে ঢালে (ঘ)
৬-৬ কৈল কৃষ্ণ (ঘ)
৭-৭ মিষ্ট অন্ন পানে দোঁহে করিল ভোজন (ক)　　৮ যুদ্ধের (খ), (গ)
৯-৯ একেশ্বর যুদ্ধ করে রাম দামোদর।
বিরথি করিল আমা সংগ্রাম ভিতর॥ (খ)

হেন অপমান কৈল সুন বন্ধুজন ।
পুনরপি কৃষ্ণ মারিতে করহ সাজন[১] ॥১৭৮০॥
বাছিয়া কটক লেহ তেইস[২] অক্ষোহিনি ।
জিউ[৩] সনে রামকৃষ্ণ বাঁধিয়া জেন আনি[৩] ॥১৭৮১॥
মন্ত্রনা করিয়া লড়ে[৪] মগধইস্বর ।
কটক নিঞা বেড়িল গিয়া মথুরা নগর ॥১৭৮২॥
পুনরপি রামকৃষ্ণ চড়ি নিজ রথে ।
কটক মারিয়া পাঠাইল জম ভিতে[৫] ॥১৭৮৩॥
পালাইয়া গেলা ঘর সেই[৬] পাপমতি[৬] ।
পুনরপি মথুরা বিড়ে[৭] লিয়া সেনাপতি ॥১৭৮৪॥
সেই পথে জুদ্ধে হারি পালাএ[৮] পাপাসএ[৮] ।
সপ্তদস[৯] বার জুদ্ধে হারিয়া পালাএ[৯] ॥১৭৮৫॥
অপমান পাইয়া রাজা দগ্ধ[১০] কলেবরে[১০] ।
অষ্টাদস বার জুদ্ধে উয্যগ সে করে ॥১৭৮৬॥
কালযবন সনে মন্ত্রনা করিয়া ।
আসি[১১] পুর্ব্বদিগ জাব রাজচক্র লৈয়া[১১] ।১৭৮৭॥ *
বেড়িল মথুরা পুরি সত্বরেত গিয়া ।
আর জত সেনাপতি আনিল ডাকীয়া ॥১৭৮৮॥ †

---

১ গমন (খ) ২ জিন (খ)
৩-৩ যেন মতে রামকৃষ্ণের জীয়ে নাহি প্রাণ (ঘ)
৪ তবে (খ
৫ পথে (খ), (ঘ) ৬-৬ সেই দুষ্টমতি (খ) ; মগধ নরপতি (ঘ)
৭ গেল (ঘ) ৮-৮ পালাইয়া যায় (খ)
৯-৯ সপ্তদশ যুদ্ধ করি পাইল পরাজয় (ঘ)
১০-১০ পুড়য়ে শরীর (ঘ) ১১-১১ শাল্য রাজা পাঠাইল মধ্যস্থ করিয়া (খ), (ঘ)

* ১৭৮৭ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় কলি এবং পরবর্তী পদের প্রথম কলির স্থানে (খ) পুথির পাঠ :—'বেড়িল মথুরা পুরি চক্রবেড় দিয়া', এবং (ঘ) পুথির পাঠ :—'বেড়িব মথুরা পুরি চক্রবর্ত্তী হবে'

† ১৭৮৮ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় কলিটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

তিন কোটি ম্লেছ আছে তোমার সঙ্গতি।
বেড়িবে দক্ষিন দিগ লৈয়া[১] সেনাপতি ॥১৭৮৯॥
উত্তরে সাল্ব পৌণ্ড কাসির[২] ইশ্বর[২]।
সিসুপাল[৩] রাজা গিয়া বেড়িল নগর[৩] ॥১৭৯০॥
বানভৌম মহারাজা পশ্চিমে[৪] হইল[৪]।
রামকৃষ্ণ[৫] মারিবারে এত জুক্তি কৈল[৫] ॥১৭৯১॥
সকল পৃথুবি মোর সুসারিত[৬] হব।
সকল কুটুম্ব মেলি বাঁটিয়া[৭] খাইব[৭] ॥১৭৯২॥
সাল্ব রাজা গিয়া বলিল কালজবনে[৮]।
সুনিঞা জবন[৯] রাজা আনন্দিত মনে[৯] ॥১৭৯৩॥
ভাল হৈল মহারাজা আইলা মোর ঘর।
জিয়ন্তে[১০] ধরিয়া দিব রামদামোদর[১০] ॥১৭৯৪॥ *
পাপিষ্ঠ[১১] জরাসন্ধ কুমন্ত্রনা করিল[১১]।
অবোধিয়া[১২] জরাসন্দ মহাসত্য লইল[১২] ॥১৭৯৫॥
এতেক[১৩] উদ্যোগ[১৩] তবে শুনি গদাধর।
নিভৃতে[১৪] মন্ত্রনা কৈল দুই সহোদর[১৪] ॥১৭৯৬॥

১ যোদ্ধা (ঘ)　　২-২ কাসি এজেশ্বর (খ)
৩-৩ সৈন্যগণ লয়ে সবে বেড়িল সত্বর (ঘ)
৪-৪ পশ্চিম দিগ নিল (খ) ; পশ্চিম দিগ গিয়া (ঘ)
৫-৫ মারিবত্ত রামকৃষ্ণ একত্র হইয়া (ঘ)　　৬ সুশাসিত (খ) ; সুবাসিত (ঘ)
৭-৭ নর বিক্রমীব (ঘ)　　৮ এসব বচন (ঘ)
৯-৯ হরষিত হৈল সে কাল যবন (ঘ)　　১০-১০ কৃষ্ণ মারিবারে আমি চলিব সত্বরে (ঘ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—

সাজিয়া আইসে গিয়া সকল নৃপবর।
দক্ষিণে চাপিয়া যায় মথুরা নগর ॥ (ঘ)

১১-১১ পাপি রাজা সব মিলি মন্ত্রনা করিল (ঘ)
১২-১২ প্রবোধিয়া জরাসন্ধে মহাসুখি হৈল (গ)　　১৩-১৩ এতেক উত্তর (খ) ; এত সব যুক্তি (ঘ)
১৪-১৪ বলদেব সনে যুক্তি করিল সত্বর (ঘ)

মথুরা ছাড়িয়া জাই সমুদ্রের তিরে।
দুর্গ[1] করি রহি জেন কেহো লঙ্ঘিতে না পারে ॥১৭৯৭॥
অতি দুর্গ স্থান কৈলে লঙ্ঘিবা কোন বিরে।
জুক্তি করি গদাধর লড়িলা সত্বরে ॥১৭৯৮॥ *
পশ্চিম[2] সমুদ্রে গেলা দেব গদাধরে।
সমুদ্র বলিয়া ডাকীল তিন সে উত্বরে ॥১৭৯৯॥
সম্ভ্রমে আইলা সমুদ্র জুড়ি দুই কর।
অষ্টাঙ্গ প্রনাম করি প্রনতি বিস্তর ॥১৮০০॥
নানারত্ন দিয়া আগে কৈল পরিহার।
কি কারনে আজ্ঞা মোরে হইল তোমার ॥১৮০১॥
সমুদ্রের স্তুনিঞা কৃষ্ণ বিনয় বচন।
জল ছাড়ি দেহ মোরে দ্বাদস জোজন[2] ॥১৮০২॥
ঘর করিব আমি তোমার ভিতরে।
দুষ্ট রাজা সব জেন লঙ্ঘিতে না পারে ॥১৮০৩॥

---

১ যুদ্ধ (খ)

* (খ) পুথির পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠ :—

অতি দুর্গম স্থান লঙ্ঘিবে কোন জন।
হেন যুক্তি রাম লৈয়া কৈলা নারায়ণ।
জুক্তি করি গদাধর লড়িল সত্বরে।
করিব দুর্গম পুর লঙ্ঘিব কোন বিরে ॥ (খ)

২-২ ১৭৯৯-১৮০২ সংখ্যক পদের ঘ. পুথিতে পাঠান্তর :—

যুক্তি করি মেলিলা তবে রাম দামোদর।
সমুদ্রের ঠাঞ গেলা দুই সহোদর।
সমুদ্র বলিয়া হরি দিলেন হাকার।
আসিয়া মিলিলা সমুদ্র লয়ে উপহার।
দণ্ডবত হয়ে হরিকে পুজিলা উত্তর।
কি করিব আজ্ঞা কর দেব দামোদর।
সমুদ্রের বোল শুনি দেব নারায়ণ।
জল ছাড়ি দেহ মোরে দ্বাদশ যোজন।

কৃষ্ণের বচনে ছাড়ি খাদস জোজন।
তাহাতে করিল গোসাঞি নগর পত্তন ॥১৮০৪॥
বিস্বকর্ম্মাকে গোসাঞি স্মওরন করিল।
আসিয়াত বিস্বকর্মা দরসন[১] দিল[১] ॥১৮০৫॥*
ইন্দ্রপুরি জেনমতে ইন্দের ভুবন।
তারে[২] অধিক কর নগর পত্তন[২] ॥১৮০৬॥
গোসাঞির আজ্ঞা[৩] সিরেতে বন্দিয়া[৪]।
বিস্বকর্মা[৫] রচে পুরি[৫] বৈকুণ্ঠ ভাবিয়া ॥১৮০৭॥
বিচিত্র চৌখণ্ডি ঘর দেখিতে সুন্দর।
আকাস মণ্ডল পাইল গোসাঞির ঘর ॥১৮০৮॥
সমুদ্রের[৬] জত জত বস্তু দুর্বা ছিল।
সমুদ্র আনিঞা দ্রব্য তুরিত জোগাইল[৬] ॥১৮০৯॥
নাটসাল পাটশাল অতি[৭] সুসোভিত[৭]।
চতুস্বালা রথসালা[৮] কনক রচিত[৮] ॥১৮১০॥
উগ্রসেন রাজধানি[৯] তিরপাট কৈল।
অক্রুর উদ্ধবের ঘর বিচিত্র বনাইল[১০] ॥১৮১১॥

১-১ উপনীত হইল (গ)

* (গ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

আজ্ঞা কর নারায়ণ ত্রিদশ ঈশ্বর।
কেমনে রচিব পুরী কেমন নগর॥

২-২ বৈকুণ্ঠ বান্ধিয়া করে পুরির গঠন (খ); তাহার অধিক কর আমার ভুবন (ঘ)

৩ বচন শিরে (ঘ) ৪ বন্দিয়া (খ), (ঘ)

৫-৫ রচিল গোসাঞীর পুরী (খ)

৬-৬ (ঘ) পুথির পাঠান্তর :—

রত্নাকরে যত যত রতন আছিল।
দিব্য দিব্য রত্ন আনি নগর গড়িল॥

৭-৭ প্রাচীর সুসজ্জিত (ঘ) ৮-৮ গোশালা ঘর অতি বিচিত্রিত (ঘ)

৯ রাজ দ্বার (খ), (ঘ) ১০ রচিল (খ), (ঘ)

পাত্রমিত্র বন্ধুজন জতেক আছএ।
মথুরা নগড়ে লোক জতেক বসএ ॥১৮১২॥
একে একে রচিল সভাকার ঘর।
গড় পাড়িখা দুর্গ করিল গদাধর ॥১৮১৩॥
নানাজাতি ঘর কৈল বিচিত্র নগরি[১]।
চারি[১] মুখ চতুষ্পাদ দেখিতে সুন্দরি[২] ॥১৮১৪॥ *
আড়কুলি কত কৈল আওারি আওারি।
দুইপাসে ঘর সব[৩] বসত দুই সারি[৩] ॥১৮১৫॥ †
আওারি আওারি সব হৈল ঠাঞি ঠাঞি।
এককুলি আরকুলি দিসা নাহি পাই ॥১৮১৬॥
চিত্র বিচিত্র হৈল[৪] দেখিতে নগর।
দ্বারকা বলিয়া নাম থুইল গদাধর ॥১৮১৭॥
দ্বিতিয় বৈকুণ্ঠ হৈল পুরি অনুপাম।
মহাদুর্গ পুরি হৈল দ্বারাবতি নাম ॥১৮১৮॥
মথুরা নগরে জত লোক জন ছিল।
ধনজন সনে লোক দ্বারকা চলিল ॥১৮১৯॥
সভাকে পাঠাইল তবে দেব শ্রীহরি।
দুই ভাই দুই রথে রহিলা মধুপুরি ॥১৮২০॥
হেনই সমএ জরাসিন্ধু[৫] মহামতি।
বেড়িল মথুরা পুরি রাজার[৬] সঙ্গতি[৬] ॥১৮২১॥

১ চত্বর (খ) ২-২ চতুষ্পথের পর সব দেখিতে সুন্দর (খ)

* অতিরিক্ত পাঠ :

চারু চতুঃশালা বিশাই করিলা ঠাঞী ঠাঞী।
রচিয়া মথুরা আইল রামগোবিন্দাই ॥ (গ)

৩-৩ কত সত দুই চারি (খ)

† ১৮১৫ হইতে ১৮১৭ সংখ্যক পদ (ঘ) পুঁথিতে নাই।

৪ অদ্ভুত (খ) ৫ নরপতি (খ), (ঘ)

৬-৬ সব সৈন্য সেনাপতি (খ)

তেইস অক্ষোহিনি সেনা মগধইস্বর ।
কালজবন সিসুপাল আদি নৃপবর ॥১৮২২॥
চৌদিগে[১] রাজাগণ দুই ভাই বেড়িল ।
তা দেখিয়া রথ দুহেঁ সর্গ পাঠাইল ॥১৮২৩॥
দেখা দেখি দুই ভাই পালাএ সত্তরে ।
লুকাইলা দুই ভাই পর্ব্বত কন্দরে ॥১৮২৪॥
তা দেখিয়া জরাসিন্ধু জত নৃপবরে ।
সর্ব্ব সঙ্গে বেড়িল গিয়া পর্ব্বত কন্দরে ॥১৮২৫॥
পর্ব্বত বেড়িয়া সেনা রহে থরে থরে ।
লুকাইলা দুই ভাই পর্ব্বত গম্ভরে[১] ॥১৮২৬॥*

১-১ ১৮২৩ হইতে ১৮২৬ সংখ্যক পদের (ঘ) পুঁথির পাঠান্তর :—

দেখিয়াত দুই ভাই রথ চালাইয়া ।
গোমন্ত গিরিবরে লুকাইল গিয়া ॥
দেখিয়াত জরাসন্ধ যত নৃপবর ।
সকল সেনা পিছে লয়ে যাইল সত্বর ॥
বেড়িল সকল সেনা পাইক আর ঘর ।
লুকাইল দুই ভাই পর্ব্বত ভিতর ।
গাছ কাটে পর্ব্বত ভাঙ্গে পর্ব্বতে উঠিয়া ।
চাহি না পাইল কৃষ্ণ সব সেনা লৈয়া ।
উঠিয়াও জরাসন্ধ প্রবন্ধ করিল ।
তৃণ কাষ্ঠ আনি তবে পর্ব্বত পোড়াইল ।

* (খ) পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ :—

আপনেত জরাসিন্ধু পর্ব্বতে চড়িয়া ।
গাছ কাটি পর্ব্বত ভাঙ্গে বন ঢকটিয়া ।
পর্ব্বত কন্দরে সব বুলে উকটিয়া ।
মার মার বলি রাজা বুলয়ে খুঁজিয়া ।
পর্ব্বত কন্দর যত সব উকটিল ।
অনেক যতনে দুহে দেখিতে না পাইল ।

অগ্নি দিয়া পোড়ায় গীরি হয় খান খান।
পর্ব্বতবাসি সভার না[১] রহে পরান[১] ॥১৮২৭॥
পসু পক্ষ গন পোড়ে জত হস্তিগন।
সিংহ ব্যাঘ্র পোড়ে কার নাহিক রক্ষন ॥১৮২৮॥*
গণ্ডা মহিস পোড়ে পোড়এ কটাস।
নকুল[২] ইন্দুর পোড়ে দিস পাস ॥১৮২৯॥
পর্ব্বত[৩] নিবাসী[৩] আছে জত মুনিবর।
কৃষ্ণ[৪] রক্ষ বলি ধ্বনি হইল বিস্তর[৪] ॥১৮৩০॥
স্তুনিঞাত কলরব রামনারায়ন।
কেমতে পাইব রক্ষা হুসি[৫] মুনিগন[৫] ॥১৮৩১॥
বিস্বম্ভর মুর্ত্তি হৈলা দেব গদাধর[৬]।
চাপি পর্ব্বত গেল পাতাল[৭] ভিতর ॥১৮৩২॥
উঠিল পাতালে জল পর্ব্বত উপরে।
নিভাইল আনল সব দেখি গদাধরে ॥১৮৩৩॥
অল্প ভর দিল গিরি উঠে নিজ স্থানে।
অস্ত্র লৈয়া দুই ভাই করিল গমনে ॥১৮৩৪॥
দস জোজন লাফে কটক[৮] এড়াইয়া[৯]।
মেলিলাত[১০] দুই ভাই দ্বারিকা আসিয়া[১০] ॥১৮৩৫॥
তবে জরাসিন্ধু রাজা না পায়া উদ্দেস।
চলিলা সকল রাজা জার জেই দেস ॥১৮৩৬॥

১-১ নাহি পরিত্রাণ (খ)
* ১৮২৮ এবং ১৮২৯ সংখ্যক পদ (খ) পুথিতে নাই।
২ নেউর (খ) ৩-৩ পশু পক্ষী পোড়ে (খ)
৪-৪ রামকৃষ্ণ বলি সবে ডাকে উচ্চস্বরে (খ);
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রোল শব্দ উঠিল সত্বর (গ)
৫-৫ পশু পক্ষীগণ (খ) ৬ বিশ্বেশ্বর
৭ ধরণী (গ) ৮ পর্ব্বত (খ)
৯ ডিঙ্গাইয়া ১০-১০ কোনখানে গেলা দুহে দেখিতে না পাই (খ)

দ্বারকা আসিয়া কৃষ্ণ বন্ধু[১]জন লৈয়া।
সুখে নিবসএ[২] রায্য উগ্রসেনে দিয়া ॥১৮৩৭॥ *
হেনকালে[৩] দ্বারি আসি জোড় হাথে কৈল[৩]।
কালজবন গোসাঞি দূত পাঠাইল ॥১৮৩৮॥
আন[৪] দূত বৈল কৃষ্ণ সভার ভিতরে।
দাণ্ডাইয়া কহে দূত জবন উত্তরে[৪] ॥১৮৩৯॥
জত জত রাজা বৈসে পৃথুবি মণ্ডলে।
সভে আসি থাটে আমার ছত্র[৫] তলে ॥১৮৪০॥†
পালাহ আপনা চিনি দ্বারকা ছাড়িয়া।
নহে আসি মোর আগে জুদ্ধ দেহসিয়া ॥১৮৪১॥
কহিল[৬] জবন আজ্ঞা করহ আদেস।
কি কহিব রাজারে গিয়া জাব নিজ দেস[৬] ॥১৮৪২॥

---

১ বহু (ঘ)　　২ নিবসন্তি (ঘ)

* (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

হেথা কালযবন রাজা দূত পাঠাইল।
রাজার আদেশে দূত দ্বারকা চলিল॥
কৃষ্ণেরে দ্বারকায় যাইয়া বলিল বচন।
জানাই দ্বারী যথা আছে রামনারায়ণ॥

৩-৩ এতেক শুনিয়া দ্বারী কৃষ্ণকে আসি কৈল (ঘ)

৪-৪
দূত লৈয়া গেল তবে কৃষ্ণের গোচর।
নিবেদি জবন আজ্ঞা শুন গদাধর॥
দণ্ডাইয়া কহে দূত জবন উত্তর॥ (ঘ)

৫ সবার (ঘ)

† (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

সকল আমার রাজা আমি অধিপতি।
দস্যুবৃত্তি কর তুমি বড় দুষ্টমতি॥
বড় বড় রাজা সনে যুদ্ধেতে আসিয়া।
সৃগাল সদৃশ হেন যায় পলাইয়া॥

৬-৬
কহিল তাহার আজ্ঞা এইত উত্তর।
কহিব রাজারে গিয়া নড়িব সত্বর॥ (ঘ)

দুতের বচন সুনি হাসেন[১] গদাধর[১]।
আমার[২] সন্দেস দিহ রাজার গোচর[২] ॥১৮৪৩॥
কাল সর্প এক আনি ঘটেতে পুরিয়া।
উত্তম বসনে ঘট মুদিত[৩] করিয়া ॥১৮৪৪॥
দুতকে[৪] কহিল কৃষ্ণ সুনহ বচন[৪]।
তোমার রাজাকে এই দিহ মোর ধন ॥১৮৪৫॥
মুকাইয়া[৫] দেখিলে জদি লএ তার মন।
আসিএ[৬] তোমার রাজা দিব তারে রণ[৬] ॥১৮৪৬॥
সন্দেশ লইয়া দুত করিল গমন।
কহিল রাজারে দিয়া কৃষ্ণের বচন ॥১৮৪৭॥
সুনিএগ্রা জবন রাজা ঘট মুকাইয়া[৭]।
দেখিলত কালসর্প উঠে ফেনা[৮] লৈয়া[৮] ॥১৮৪৮॥
জানিলেক কৃষ্ণ মোরে কৈল বিড়ম্বন।
কালসর্প[৯] হেন মানে আপন জিবন ॥১৮৪৯॥
দেখিয়াত সর্প[১০] কোপ বাড়িল বিস্তর।
পিঁপিলিকা ভরি[১০] সর্প[১০] পাঠাইলা সত্বর ॥১৮৫০॥
ঘট লৈয়া দুত পুন জায় কৃষ্ণ ঠাঞি।
সর্প জদি জিএ তবে জিবেক কানাঞি ॥১৮৫১॥
দুত গিয়া পুনরপি বলে গদাধরে।
মুকাইয়া[১১] দেখ ঘট কী আছে ভিতরে[১১] ॥১৮৫২॥

১-১ হাসিতে লাগিল (ঘ) ২-২ সন্দেশ লইয়া যাহ দুতেরে বলিল (ঘ)
৩ মর্দ্দিত (খ) ; বাঁধি দৃঢ় (ঘ) ৪-৪ দুতে দিয়া ঘট পাঠাইলা নারায়ণে (ঘ)
৫ মুচাইয়া (খ)
৬-৬ তবেত আসিব রাজা করিবারে রন (খ) ;
১৮৪৬ সংখ্যক পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।
৭ লুকাইয়া (খ) ৮-৮ ফোঁপাইয়া (ঘ)
৯ কৃষ্ণসর্প (ঘ) ১০-১০ ঘটে পুরি (খ), (ঘ)
১১-১১ লুকাইয়া দেখিল সর্প নাহিক ভিতরে (ঘ)

পিপিলিকাগন দেখি ঘটের চারি কাছে।
বেড়িয়া খাইল সর্পে কাঁটা মাত্র আছে ॥১৮৫৩॥
দেখিয়াত গদাধর[১] গুনে মনে মন।
বিস্তর সেনাতে আছে কালজবন ॥১৮৫৪॥
বিসেসেত গর্গমুনি মহাজোগ্য কৈল।
জদুবংস ত্রাস[২] হেতু জবন স্রজিল ॥১৮৫৫॥
আমার অবধ্য দুষ্ট কালজবন।
মনে মনে চিন্তে[৩] কৃষ্ণ তাহার মরন ॥১৮৫৬॥
মান্ধাতার পুত্র মুচকুন্দ নৃপবর।
সয়ন করিয়া আছে গোহার ভিতর ॥১৮৫৭॥
ত্রেতা[৪] যুগে[৪] অসুর হইল বিস্তর।
তা সনে করিল জুদ্ধ মুচকুন্দ নৃপবর ॥১৮৫৮॥ *
অহোরাত্র জুদ্ধ[৫] করি স্বাস্তী[৫] নাহি পাএ।
দেবতার[৬] বরে রাজা[৬] সুখে নিদ্রা জাএ ॥১৮৫৯॥
দেবতার করিল হিত মারিয়া অসুরে।
সব[৭] রাজা গেল আসি রাজায় দিল বরে[৭] ॥১৮৬০॥

---

১ গোবিন্দাই (ঘ)　　২ ত্রাস (ঘ)
৩ গুনি (ঘ)　　৪-৪ তৃতিয় যুগেতে (খ)

* ১৮৫৮-১৮৬০ সংখ্যক পদের (গ) পুথির পাঠ :—

ত্রেতাযুগে তিঁহ বহু অসুর মারিল।
দেখিয়াত দেবগণ বড় তুষ্ট হৈল॥
বর মাগ নৃপবর কৈবল্য এড়িয়া।
বড় তুষ্ট কৈলে তুমি অসুর মারিয়া॥
শুনিয়া দেবের বোল বলে নৃপবরে।
দেবমান মাগিলাম দ্বাদশ বৎসরে॥

৫-৫ দৈত্য মারি সোয়াস্তি (খ)　　৬-৬ সবে সত্য দেহ বর (খ)
৭-৭ সব দেবগণ বর দিলেন রাজারে (খ)

চিরদিন জুদ্ধে আসি শ্রম বড় পাইল।
নিদ্রাসুখ ভূঞ্জিবারে বর মাগি নিল ॥১৮৬১॥
জে জন করিব মোর নিদ্রার ভঞ্জন।
আমা[১] দরসনে তার হইব মরন[১] ॥১৮৬২॥
রাজায়[২] বর দিয়া সব রাজা গেলা ঘর[২]।
সুইয়াত নিদ্রা জায় সেই নৃপবর ॥১৮৬৩॥
এই ত উপায় মনে চিন্তি গদাধর[৩]।
চল[৪] দুত রাজায় গিয়া কহত সত্বর[৪] ॥১৮৬৪॥
সাজিয়াত[৫] জাব আমি বলিহ তাহারে।
আসুক তোমার রাজা জুদ্ধ করিবারে[৫] ॥১৮৬৫॥
শুনিঞা[৬] রাজার দুত কহিল বচন[৬]।
সাজিয়া জুঝিতে আইল কালজবন ॥১৮৬৬॥
থাক[৭] বলভদ্র তুমি দ্বারকা রাখিয়া।
একেলা চলিলা কৃষ্ণ রথেত চরিয়া[৭] ॥১৮৬৭॥
কালজবন সনে বড় জুদ্ধ কৈল।
ক্রতা[৮] করি নারায়ন[৮] রনে ভঙ্গ দিল ॥১৮৬৮॥
তার পাছে ধাএ দুষ্ট কালজবন।
না পালা না পালা বলে কঠোর বচন ॥১৮৬৯॥

১-১ দরসনে ভষ্মরাশি হব ততক্ষণ (খ)
২-২ বর দিয়া দেবগন গেলা নিজঘর (খ)
৩ নারায়ণ (ঘ)
৪-৪ চলি যাহ দূত তুমি তারে দিব রণ (খ)

৫-৫ সাজিয়া আসুক রাজা যুদ্ধ করিবারে।
সমুখ হইয়া আমি যুদ্ধ করিবারে॥ (খ)

৬-৬ রাজারে কহিল দুত কৃষ্ণের বচন (খ);
কহে তবে দূত গিয়া কৃষ্ণেরে বচন (ঘ)

৭-৭ বলভদ্র আদিকরি বাহিরে রাখিয়া।
বাহির হইলা কৃষ্ণ রথেতে চড়িয়া॥ (ঘ)

৮-৮ লিলায় মারিব বলি (খ); বিস্তর সৈন্য দেখি কৃষ্ণ (ঘ)

রথ ছাড়ি পালাইয়া জায় গদাধর।
দেখিয়া উলিল ভূম্যে জবন ইস্বর ॥১৮৭০॥ *
রথ ছাড়ি পাএ কৃষ্ণ পালাইয়া জায়।
রথে চড়ি জাই আমি ক্ষেতৃধর্ম্ম নয় ॥১৮৭১॥
উলিয়া ধাইল রাজা কৃষ্ণ অনুসরে।
সাঁভাইলা[১] গদাধর পর্ব্বত গভূরে[১] ॥১৮৭২॥ †
সয়ন করিয়া মুকুন্দ আছএ জথাই।
গুহার[২] উপর ভাগে রহিলা কানাঞি ॥১৮৭৩॥
ধাইয়া জবন জায় গুহার[৩] দুয়ারে।
এক বির নিদ্রা জায় গুহার ভিতরে ॥১৮৭৪॥ ‡
কৃষ্ণ জ্ঞান করি তারে বলে নরপতি।
পলাইয়া নিদ্রা জাসি স্থন পাপমতি ॥১৮৭৫॥
ধর্ম্ম স্থনিঞাছ নিন্দাইলে নাহি চিয়াইতে।
মায়া[৪] পাতি মিছা নিদ্রা[৪] জাসি গোবিন্দেতে ॥১৮৭৬॥
পালাইয়া গোপ তুমি ধম্ম বুঝাইল।
ইহা বলি বুকে লাথি মারি চিআইল ॥১৮৭৭॥

* এই পদটি (গ) পুঁথিতে নাই।

১-১ সাম্ভাইল কৃষ্ণ গিয়া গোহার ভিতরে (গ)

† ১৮৭২ ও ১৮৭৩ সংখ্যক পদ (খ) পুঁথিতে নাই।

২ তাহার (খ) ৩ ভিতর (খ)

‡ ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ সংখ্যক পদের স্থলে (ঘ) পুঁথির পাঠ :—

ধর ধর বলি সান্ধায় গোহার ভিতরে।
গোহার ভিতরে সান্ধাইল গদাধরে।
তথায় মুচকুন্দ রাজা ছিলেন শুইয়া।
নিজ পীত বস্ত্র তার অঙ্গে ঢাকা দিয়া।
নিভৃতে রহিল লুকাইয়া নারায়ণ।
কালযবন গিয়া দেখে করেছে শয়ন।

৪-৪ তেকারণে মায়া নিদ্রা (ঘ)

আখি পুছি দেখে রাজা কালজবন।
দরসনে ভস্মরাসি হইল তখন ॥১৮৭৮॥ *
জয় জয় সব্দ হৈল সকল ভুবনে।
বিস্ময় হইল তবে মুকুন্দের মনে ॥১৮৭৯॥
চাহিলন্ত চারি দিগ গোহার ভিতরে।
দেখিলন্ত পুরুস এক শ্যামল সুন্দরে ॥১৮৮০॥
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালা গলে[১]।
নারায়ন মুর্ত্তি দেখি দেব গদাধরে ॥১৮৮১॥
বিচিত্র মউরপুৎস মকুট সোভে সিরে।
গলাএ কৌস্তুভ মুনি বলয়া দুই করে ॥১৮৮২॥
সুবর্ন অঙ্গুরি সাজে[২] গলে বনমালা[২]।
পুর্নিমার চাঁদ জেন উদয় সোলকলা ॥১৮৮৩॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া মুকুন্দ নরপতি।
দুই কর জুড়ি প্রভুকে[৩] করে স্তুতি[৩] ॥১৮৮৪॥
মন্ধাতার পুত্র আমি বিদিত সংসারে।
দেববরে নিদ্রা জাই গোহার ভিতরে ॥১৮৮৫॥
কাম্য করি নিদ্রা জাই আছি চিরকাল।
জাবত না পাই দেখা রাম গোপাল ॥১৮৮৬॥
ভারাবতারনে গোসাঞি আসিব মহিতলে।
তাঁর দরসনে জন্ম হইব সফলে ॥১৮৮৭॥
সূর্য্য হেন দেখোঁ তেজ তোমার সরিরে।
কোন[৪] জাতি কিবা নাম বলহ আমারে[৪] ॥১৮৮৮॥

---

* (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

ভস্মরাশি হইল রাজা সে কালযবন।
জয় জয় শব্দ কৈল যত দেবগণ।

১ ধরে (খ), (গ)

২-২ হস্তে পারিজাত মালা (ঘ)

৩-৩ করে অনেক প্রণতি (ঘ)

৪-৪ কহত সকল কথা না ভাণ্ডিহ মোরে (ঘ)

তোমার সে তেজস্পুঞ্জ সহিতে না পারি ।
সরূপেত কহ মোরে তুমি কী শ্রীহরি ॥১৮৮৯॥ *
রাজার বচন সুনি হাসেন নারায়ন ।
কহন্তি[১] রাজারে তবে আদি অন্তের কথন[১] ॥১৮৯০॥
পৃথুবির বচনে ব্রহ্মা খিরদেরে গিয়া ।
অনেক করিল স্তুতি একমন[২] হৈয়া[২] ॥১৮৯১॥
তাহার[৩] বচনে জন্ম করিল মহিতলে ।
বসুদেব[৪] থুইল নিঞা নন্দের গোকুলে[৪] ॥১৮৯২॥
কংসে মারি কৈল আসি দ্বারিকা নিলএ ।
জবন[৫] মারিতে তোমায় করিল স্বহাএ[৫] ॥১৮৯৩॥
হের দেখ জবন মইল তোমার দরসনে[৬] ।
কহিল সকল কথা সুন[৭] মহাজনে[৭] ॥১৮৯৪॥
একথা সুনিঞা রাজার লোমাঞ্চিত গাএ ।
দণ্ডবত প্রনাম কৈল ধরি দুই পাএ ॥১৮৯৫॥
হরিসে আখির লোহ ধরিতে[৮] না পারি[৮] ।
স্তুতি[৯] করে নৃপবর করপুট করি[৯] ॥১৮৯৬॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু[১০] তুমি মহেস্বর[১১] ।
স্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমাতে[১২] গোচর[১২] ॥১৮৯৭॥
তুমি ইন্দ্র তুমি বাউ তুমিত আকাস ।
তুমি জল তুমি স্থল তুমিত[১৩] হুতাস[১৩] ॥১৮৯৮॥

---

* এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই ।
১-১ কহিল সকল কথা যত বিবরণ (ঘ)
২-২ দেবগণ লৈয়া (খ), (ঘ)
৩ ব্রহ্মার (খ)
৪-৪ এতেক চিন্তিয়া তবে দেবগণ বলে (ঘ)
৫-৫ যবনেরে বধ কৈনু তোমারে সহায় (খ)
৬ বিদ্যমানে (ঘ)
৭-৭ সুনহ রাজনে (খ)
৮-৮ সম্বরিতে নারে (ঘ)
৯-৯ করপুট করি স্তুতি করে নৃপবরে (ঘ)
১০ রুদ্র (ঘ)
১১ নারায়ণ (ঘ)
১২-১২ তুমি সে কারণ (ঘ)
১৩-১৩ পবন হুতাশ (ঘ)

ভবসাগর মাঝে প্রলয় সর্ব্বজন।
সেই[1] সাধু জেই তোমা করএ সোঙরন[1] ॥১৮৯৯॥
সংসার[2] সাপিনি এই লএত পরানি।
তোমা দরসনে বর মাগি চক্রপানি[2] ॥১৯০০॥
হেন রূপ আমি তোমার সাক্ষাতে দেখিল।
কোটি জন্মের সাধন ভাগ্য ছিল ॥১৯০১॥
তোমার[3] চরনপদ্ম করিল পরসে।
তবু পৃথুবিতে জন্ম করিব গর্ব্ভবাসে[3] ॥১৯০২॥
এতবলি কান্দে রাজা লোটায়া[4] ভূমিতলে[4]।
বর[5] মাগ মুচকুন্দ বলিল গোপালে[5] ॥১৯০৩॥

১-১ তোমা যেই চিত্তে নাই তাহার মরণ (গ)

২-২ (ঘ) পুথির পাঠ :—

শুনিয়া করুণা রাজার হাঁসে গদাধর।
বর মাগ যেই ইচ্ছা দিব নৃপবর॥
প্রভুর বোলেতে রাজা ত্রাস মনে গুনি।
তোমা দরশনে বর মাগি চক্রপানি॥

৩-৩ (খ) পুথির পাঠান্তর :—

তোমার চরণপদ্ম পরস করিল।
আপনারে ধন্য করি এখন জানিল॥
হেন পাদপদ্মে আমি করিল পরশে।
প্রথিবিতে বহু জন্ম করি গর্ভবাসে॥

মূল পদের দ্বিতীয় কলিটির স্থানে (ঘ) পুথির পাঠ :—

ইহা বই আর বর কি করিব আশে।

৪-৪ ভূমে লোটাইয়া (খ); পড়ে ভূমিতলে (ঘ)

৫-৫ বর মাগ রাজা কৃষ্ণে বলিল হাসিয়া (খ)
হাসিয়া তাহারে কিছু বলিল গোপালে (ঘ)

রাজা বলে আমি আর কী বর মাগিব।
জম্মে জম্মে তোমার চরন চিন্তিব ॥১৯০৪॥ *
হাসিয়া রাজারে বলিল চক্রপানি।
ভক্তি ছাড়ি বর না মাগিল নৃপমনি ॥১৯০৫॥*
আমার ভক্তিতে[১] তুমি মন কৈলে স্থির।
বরে লোভাইলে[২] তবু নহিলে বাহির ॥১৯০৬॥
আমার বচনে তুমি কর উত্তরে গমন।
বদরীকাশ্রমে নরনারায়ন[৩] ॥১৯০৭॥
জম্মান্তরে[৪] লভিব আমা ব্রাহ্মন সরিরে।
মুক্তিপদ পাইয়া তুমি জাবে মোর পুরে[৪] ॥১৯০৮॥
গোসাঞির[৫] বচনে রাজা করিল গমনে।
দ্বারিকা আইলা তবে[৬] দেব নারায়নে[৬] ॥১৯০৯॥
জবনের ধন জন[৭] জতেক আছিল।
সকল আনিঞা গোসাঞ দ্বারিকা পুরিল ॥১৯১০॥
মরিল জবন রাজা সুনিল সংসারে।
সুখে নিবসএ কৃষ্ণ হরি ভূমি ভারে ॥১৯১১॥ †

---

* ১৯০৪ ও ১৯০৫ সংখ্যক পদ (ঘ) পুথিতে নাই। ১৯০৩ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

আমি সেবক তুমি আমার ঠাকুর।
বর দিয়া ভাণ্ডিয়া করিতে চাহ দূর।

১ ভজনে (ঘ) ২ ভুলাইল (ঘ) ৩ যাহ যথা নারায়ণ (খ), (ঘ)

৪-৪ ছাড়িয়া শরীর জন্মে ব্রাহ্মণী উদরে।
মুক্তিপদ দিলা তারে যাহ নিজ ঘরে। (ঘ)

৫ প্রভুর (ঘ) ৬-৬ কৃষ্ণ বসিলা ভবনে (খ) ৭ খাজ (খ)

† অতিরিক্ত পাঠ :—

হেন অদ্ভুত কথা শুন একমনে।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দ চরনে। (খ)

হেন[1] অদ্ভুত[1] কথা স্থন এক মনে[2] ।
রেবতিরে বিভাহ বলাই করিল জেমনে[3] ॥১৯১২॥
ত্রেতা জুগে মহারাজা পৃথুবি মণ্ডলে ।
জিনিলেক সর্ব্ব রার্য্য নিজ বাহুবলে ॥১৯১৩॥
দুষ্ট দৈত্য মারি কৈল দেবের উদ্ধার[4] ।
ত্রিভুবন[5] কম্পিত ডরে প্রতাপ তাহার[5] ॥১৯১৪॥
হেনমতে রেবত রাজা স্থখে রার্য্য করি ।
রেবতি তাহার কন্যা পরম স্থন্দরি ॥১৯১৫॥
কন্যার[6] জোবন দেখি সেই নৃপবরে ।
কারে কন্যা দিব বিভা চিন্তিল অন্তরে ॥১৯১৬॥
সকল লক্কনজুতা রূপেত পার্ব্বতি ।
পৃথুবি[7] মণ্ডলে নাহি[7] তার জজ্ঞ পতি ॥১৯১৭॥
কন্যা লৈয়া গেলা রাজা ব্রহ্মার সদনে ।
প্রনাম করিয়া বলি ব্রহ্মার চরনে ॥১৯১৮॥
স্থন স্থন প্রজাপতি জগত ইশ্বর ।
প্রীথুবি[8] মণ্ডলে[8] নাহি মোর কন্যার জোগ্য বর ॥১৯১৯॥
আজ্ঞা নিতে আইলাঙ তোমার গোচর[9] ।
কারে কন্যা দিব বিভা বলহ উত্তর[10] ॥১৯২০॥

হেন অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে ।
পুনরপি গর্ভবাস বহিব গমনে ।
কৃষ্ণ চিন্ত কৃষ্ণ গাও না করিও আন ।
হরির চরণে ভনে গুণরাজ খান ॥ (ঘ)

১-১ বলের বিজয় (খ) ; বলাইর বিক্রম (ঘ)
২ চিত্তে (খ)
৩ যেমতে (ঘ)
৪ উপকার (খ)
৫-৫ ত্রিভুবনে শুনি কঠিনি প্রতাপ যাহার (খ)
ত্রিভুবনে শুখি তার প্রতাপ অপার (ক)
৬ কত্তো কালে (ঘ)
৭-৭ ত্রিভুবনে না দেখিল (খ)
৮-৮ ভূমণ্ডলে (ঘ)
৯ চরণে (খ), (ঘ)
১০ বিধানে (খ) ; বচনে (ক.

রাজার বচন সুনি বলে প্রজাপতি।
মুহুর্ত্তেক থাকহ[১] রাজা বলিব জোগ্য পতি[১] ॥১৯২১॥
ব্রহ্মার বচন রাজা সিরেতে বন্দিয়া।
ব্রহ্মার দ্বারে বসিলা সেই কন্যা লইয়া ॥১৯২২॥
মহুর্ত্তেক সন্ধা করি আইলা প্রজাপতি।
পুনরপি আজ্ঞা মাগে সেই নরপতি ॥১৯২৩॥
রাজার বচনে ব্রহ্মা বলে কুতুহলে।
কন্যা লৈয়া জাহ তুমি প্রীথুবি মণ্ডলে ॥১৯২৪॥
ভারাবতারনে গোসাঞের অবতার[২]।
বসুদেবের ঘরে জন্ম বিদিত সংসার ॥১৯২৫॥
বলে মহাবলি বলরাম নাম তাঁর।
তারে কন্যা দিলে জন্ম সফল তোমার ॥১৯২৬॥
অনেক[৩] কাল আছ রাজা দুয়ারে আমার।
দুই জুগ গেল তথা পৃথুবি ভিতর ॥১৯২৭॥
কন্যা[৪] বিভা তৃতা জুগে আইলা দ্বাপরে[৪]।
কলিকাল প্রত্যাসন্ন সুন নৃপবরে ॥১৯২৮॥ *
অনেক পুরুস হৈল[৫] তোমার পৃথুবি ভিতর[৫]।
আমার[৬] বচনে চল দ্বারিকা নগর[৬] ॥১৯২৯॥
কন্যা বিভা দিয়া তুমি কর বন বাস।
তপস্যায়[৭] ছাড়ি সরির আইস করিলাম[৮] ॥১৯৩০॥

১-১ থেহে দেব কন্যার যোগ্য পতি (ঘ)
২ অংশ অবতার (ঘ) ৩ বহুত (ঘ)
৪-৪ ত্রেতাযুগে আইলে রাজা আসি দ্বাপর (খ)
* এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।
৫-৫ তোমার হৈল নৃপবর (খ); রাজ্য কৈল নৃপবর (ঘ)
৬-৬ তিন যুগ হৈল তথা প্রথিবি ভিতর (খ)
কাল যুগ প্রবেশন চলহ সত্বর (ঘ)
৭ যোগে (ঘ) ৮ কৈলাস (খ), (ঘ)

ব্রহ্মার সুনিঞা কথা প্রদক্ষিন করি[১] ।
কন্যা লৈয়া জায় রাজা দ্বারকা[২] নগরি[২] ॥১৯৩১॥
অতি ছোট দেখি রাজা নরপশুগন ।
আতি[৩] অদ্ভুত চির্ত্তে জম্মিল তখন[৩] ॥১৯৩২॥
প্রেবেস করিল রাজা দ্বারকা ভিতরে ।
অদ্ভুত[৪] দেখিয়া সভে আইলা দেখিবারে[৪] ॥১৯৩৩॥
উগ্রসেন আদি[৫] জত দ্বারিকার জন[৫] ।
কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে করিলা গমন ॥১৯৩৪॥
তবে নৃপবর জিজ্ঞাসি একে একে ।
বলভদ্র দেখি রাজার বাড়িল[৬] কৌতুকে ॥১৯৩৫॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় তোমায় কন্যা দিব দান ।
জাইব[৭] উত্তর দেস কর সন্নিধান[৭] ॥১৯৩৬
কন্যা দিয়া হরিসে লড়িলা নৃপবর ।
আনন্দিত সর্ব্বলোক দ্বারিকা নগর ॥১৯৩৭॥
গন্ধ[৮] চন্দন পরি কস্তুরি বিমলে[৮] ।
আনন্দিত[৯] সর্ব্বলোক দ্বারকা নগরে[৯] ॥১৯৩৮॥

---

১ হয়ে (ঘ) ২-২ আনন্দিত হয়ে (ঘ)
৩-৩ অদ্ভুত দেখিয়া রাজা ভাবে [ভাবে (ঘ)] মনে মন (খ), (ঘ)
৪-৪ অপূর্ব্ব পাইয়া সবে আইলা দেখিবারে (খ)
অপূর্ব্ব দেখিয়া লোক ধায় কুতূহলে (ঘ)
৫-৫ আদি করি বড পুরজন (ঘ)
৬ জন্মিল (ঘ)
৭-৭ যাহার উত্তরে আমি করি সম্প্রদান (খ)
'সন্নিধান' স্থানে 'সম্বিধান' (ঘ)
৮-৮ কুঙ্কুম বলাই কস্তুরিত পরি (খ)
৯-৯ অগুরু চন্দন গন্ধ কুম কুম কোস্তরি (ঘ)
প্রতিঘরে পরশিল দ্বারকা নগরী (ঘ)

নানাবাদ্য[1] নিত্যগিত হর্স সর্ব্বক্ষনে।
বিভা কৈল বলভদ্র কন্যা শুভক্ষনে[1] ॥১৯৩৯॥
আতি[2] দির্ঘ্য কন্যা অতি রূপবতি।
তাহার দৃষ্টান্ত দিতে হেন আছে কতি[2] ॥১৯৪০॥
বলভদ্র কন্যা দেখি লাঙ্গল আনিল।
লাঙ্গল[3] আনি রেবতির কান্দে ঠেকাইল[3] ॥১৯৪১॥
ইসত লিলাএ বলাই লাঙ্গল চাপিল।
ঘুচাইল দির্ঘা তনু প্রমান রাখিল ॥১৯৪২॥ *
একেত সুন্দরি কন্যা দিগুন হৈল রূপ।
দেখিয়া সকল লোক পাইল অদ্ভুত ॥১৯৪৩॥ *
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি কন্যা কী কহিব কথা।
সংসারে[4] উপমা নাঞি গোসাঞির[5] বনিতা ॥১৯৪৪॥
বিভা করি বলরাম গেলা বাসঘর।
গুণরাজ খাঁন বলে বিভা[6] হলধর ॥১৯৪৫॥

পঠমঞ্জরি রাগ

কৃষ্ণ[7] অবতার[7] নর শুন এক চিত্তে।
রুক্মি বিবাহ কৃষ্ণ কৈল জেনমতে ॥১৯৪৬॥ †

১-১ রেবতী করিল বিহা দেব সঙ্কর্ষণ।
হরষিতে নৃত্যগীত করে সর্বজন॥
বড়ই আনন্দ হৈলা দ্বারকা নগরে।
শুভক্ষণে রেবতী বিভা কৈল হলধরে॥ (ঘ)

২-২ অতি দীর্ঘকায় কন্যা যোগ অনুসারে।
তাহার সদৃশ কন্যা নাহিক সংসারে॥ (ঘ)

৩-৩ কাঁধে দিয়া টানি তার তনু ছোট কৈল (ঘ)

* ১৯৪২ ও ১৯৪৩ পদ (ঘ) পুথিতে নাই।

৪ সমুদ্রে (ঘ) ৫ প্রভুর (ঘ)

৬ ভাবি (খ); ভাবিহ (গ) ৭-৭ গোবিন্দ কিঙ্কর (ঘ)

† ১৯৪৬ সংখ্যক পদটী (ঘ) পুঁথিতে নাই

বিদর্ভ নগরে রাজা ভিস্মক[1] মহাশয়।
কন্যার[2] বিবাহ হেতু মনেতে ভাবয়ে[2] ॥১৯৪৭॥
সয়ম্বর স্থান রচ কৈল সর্ব্বজনে।
রুক্মির বিবাহ দিব কর শুভক্ষণে[3] ॥১৯৪৮॥
আদেসিল নরপতি হরসিত হৈয়া।
রাজা আনিবারে দুত দিল পাঠাইয়া ॥১৯৪৯॥
পুরির নির্মান কৈল বিচিত্র সুবেসে।
নেতের পতাকা উড়ে সুবর্ন কলসে ॥১৯৫০॥
নানা চির্ত্তে ধাতু কৈল নগর চত্তর।
দ্বারে দ্বারে কলা রুইল গোবাক সুন্দর ॥১৯৫১॥
সয়ম্বর[4] স্থান কৈল কনক রচিত।
দুই সারি মঞ্চ কৈল কনক[5] রচিত[5] ॥১৯৫২॥
যত যত রাজা আসিব দেখিতে সয়ম্বর।
তার তরে সজ্জ কৈল সোনা রুপার ঘর ॥১৯৫৩॥
যত যত রাজার সৈন্য করিব গমন।
তা সভার তরে কৈল[6] অনেক আয়োজন ॥১৯৫৪॥
জরাসিন্ধু মহারাজা রাজচক্র লৈয়া।
কতুক[7] দেখিতে আইলা[7] রুক্মিনির বিভা[8] ॥১৯৫৫॥ *
দুর্য্যোধন সত ভাই পাণ্ডব পঞ্চ জন।
দ্রোন কর্ন সহিতে সভে করিলা গমন ॥ ১৯৫৬॥ †

---

১ ভিস্মক (খ); ভীষ্মক (ঘ) ২-২ রুক্মিণীর যৌবন দেখি প্রথম সময় (খ), (ঘ)
৩ আয়োজনে (ঘ) ৪ ঘরে ঘরে (খ) ৫-৫ রত্ন বিভূষিত (খ), (ঘ)
৬ এড়িল (খ), (ঘ) ৭-৭ সবে উর্দ্ধিরিল গিয়া (খ) ৮ বিয়ে (ঘ)

* অতিরিক্ত :—

শুনিয়া রুক্মিণীর বিভা সব নৃপবর।
হরিষে আইলা সবে বিদর্ভ নগর। (খ), (ঘ)

† অতিরিক্ত :—

শিশুপাল দণ্ডচক্র কাশী নরপতি।
বাম ভৌম দৈয়া আইল শাল্ব মহামতি। (খ), (ঘ)

আইলা সকল রাজা দেখিতে সয়ম্বর।
পুজাইয়া[1] রহাইল[1] বিদর্ভ ইস্বর ॥১৯৫৭॥
বিবাহ জোগ্য কন্যা মোর আছএ নিলএ।
নিবেদিল সভাকারে আপন বিনএ ॥১৯৫৮॥ *
বসুদেবসুত[2] কৃষ্ণ[2] প্রথম জৌবন।
আমার কন্যার জোগ্য বর লএ[3] মোর মন[3] ॥১৯৫৯॥ †
এতেক বলিল রাজা সভার ভিতরে।
সুনিয়া রুক্মি বলে উচ্চস্বরে ॥১৯৬০॥ ‡
গোওয়ালা প্রসিল[4] উগ্রসেনের অনুচর।
আমার ভগ্নির জোগ্য চিন্তিলে ভাল বর ॥১৯৬১॥
অজ্ঞাত[5] বসতি করে সমুদ্র কুলে রহে।
সংগ্রামেতে[6] স্থির নহে জেন[6] স্রীগাল পলাএ ॥১৯৬২॥
আছএ উত্তম বর সুন সর্ব্বজনে।
অস্ত্রে[7] সাস্ত্রে কুলে সিলে[7] গুণের নিধানে ॥১৯৬৩॥

১-১ পুজিলা বসাইল সবার (খ), (গ)

* অতিরিক্ত :—

মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাইল ভোজন।
গন্ধ চন্দন [পুষ্প (ঘ)] দিল নানা আভরণ।
মণ্ডলী করিয়া রাজা সভার ভিতর।
দুই কর [হাত (ঘ)] জুড়িয়া বলে বিদর্ভ ঈশ্বর॥ (খ), (ঘ)

২-২ শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ (খ), (গ)   ৩-৩ সুন নৃপগণ (খ)

† অতিরিক্ত :—

বাসুদেব সুত কৃষ্ণ দ্বারকায় বৈসে।
তারে কন্যা দিতে যদি সভার যুক্তি আইসে [মন তোষে (ঘ)]॥(খ), (ঘ)

‡ অতিরিক্ত :—

তারে কন্যা দিতে লইয়াছে মোর মন।
কহিল সভার আগে এই নিবেদন॥ (খ)

৪ পুষিল (খ), (ঘ)   ৫ অজ্ঞাতে (খ) ; চোরা (ঘ)

৬-৬ সংগ্রাম দেখিয়ে যেন (খ), (ঘ)   ৭-৭ বংস কর্ম্ম বিদ্যা সর্ব্ব (খ)

দম[১] ঘোস সুত বির বিদিত সংসারে।
সিসুপাল জোগ্যবর বলিল[২] তোমারে ॥১৯৬৪॥
মধ্যদেসে বস্তে রাজা জগতে পুজিত।
আমার[৩] ভগ্নির জোগ্য বর সভার মনোহিত[৩] ॥১৯৬৫॥
সুনিঞাত জরাসিন্ধু হাসিতে লাগিল।
আমার মনের কথা রূক্মি সে কহিল ॥১৯৬৬॥
কহিল অধম কৃষ্ণ গোওালা ত নহে।
কভূ ক্ষেত্রি কভূ গোপ নাহিক নিস্চএ[৪] ॥১৯৬৭॥
তুমিত বংসজ্ঞ রাজা জগতে ঘোষএ।
তারে কন্যা দিতে কেন তোমার মন লএ ॥১৯৬৮॥
তোমার কন্যার জোগ্য বর সিসুপাল রাজা।
কন্যা দিয়া নানা ধনে কর তার পুজা ॥১৯৬৯॥
সুভক্ষণ সুভদিন কর নরপতি।
তবেত থাকীব সভে কন্যার সঙ্গতি ॥১৯৭০॥
চোর বড় দুষ্ট কৃষ্ণ বলিল[৫] তোমারে[৫]।
উপায় সৃজিয়া পাছে জদি কন্যা হরে ॥১৯৭১॥
তবেত সকল রাজা মারিব তাহারে।
সিসুপালে দিব[৬] বিভা বলিল তোমারে[৬] ॥১৯৭২॥
তবেত সকল রাজা অনুমতি দিল।
সিসুপালে[৭] কন্যা দিতে বিদর্ভ চলিল[৭] ॥১৯৭৩॥

---

১ দামু (ঘ)　　　　২ নিবেদি (খ)

৩-৩ আমার অধিক কুল সভার বিদিত (খ), (ঘ)

৪ বিৰ্ণ্ণ (খ), (ঘ)

৫-৫ দস্যুবৃত্তি করে (খ), (ঘ)

৬-৬ কন্যা দেহ শুন নৃপবরে (খ)

কন্যা দেহ বলিল তোমারে (ঘ)

৭-৭ সিসুপাল করি বিভা সুদৃঢ় জানিল (খ) ; মূলের 'বিদর্ভ'-এর স্থানে ভীষ্মক (ঘ)

করুনা ছন্দ

তবেত রুক্মিনি দেবি মনেত চিন্তিল।
সিসু পালে করিব বিভা সুব্রচ জানিল ॥১৯৭৪॥*
মুর্ছিতা পড়িলা ভূম্যে হরিয়া চেতন।
বিসাদ ভাবিয়া দেবি করএ ক্রন্দন ॥১৯৭৫॥ †
কান্দএ[1] রুক্মিনি দেবি[1] ছাড়িয়া নিস্বাস।
হরি হরি দৈব মোরে করিলে নৈরাস ॥১৯৭৬॥
সুনিঞা কৃষ্ণের কথা সিসুকাল হৈতে।
আরাধিনু[2] হরগৌরি[3] একমন চিত্তে ॥১৯৭৭॥
সেই সে হইব স্বামি তৃদসইস্বর।
বাপের চিত্তে কেন আনিল আর বর ॥১৯৭৮॥
একমনে চিন্তি আমি তাঁহার[4] চরণ।
হইব[4] আমার স্বামি দেব নারায়ন[4] ॥১৯৭৯॥
এতেক চিন্তিয়া দেবি স্থির কৈল মন।
ডাক দিয়া আনিল দেবি[5] কুলের ব্রাহ্মন ॥১৯৮০॥
প্রনতি করিয়া বৈল দিজের চরনে।
আমার সম্বাদ লৈয়া করহ গমনে ॥১৯৮১॥
দ্বারিকা জাহ জথা তৃদসইস্বর[6]।
আমার বিবাহ কথা করাহ গোচর ॥১৯৮২॥
লোক মুখে সুনি কৃষ্ণ জগতে পুজিত।
কামদেব জিনি রূপ কামিনি মোহিত ॥১৯৮৩॥
সংসারের সার গোসাঞি কমললোচন।
হইব আমার স্বামি দেব নারায়ন ॥১৯৮৪॥

---

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।
† এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।
১-১ মূর্চ্ছিতা পড়িলা ভূমি (ঘ) ২ ভগবতী (খ) ৩ চণ্ডীর (খ)
৪-৪ অবশ্য হইবে স্বামী কমললোচন (ঘ) ৫ বৃদ্ধ (খ), (ঘ) ৬ জগৎ ঈশ্বর (খ)

তাঁহার চরণ[1] বিনু আন নাহি মনে।
জন্মে জন্মে পাই জেন তাঁহার চরনে ॥১৯৮৫॥ *
একমনে[2] চিত্তে[2] আমি চিন্তি গদাধর।
এথা[3] সে আনিল বাপ আমার আন বর[3] ॥১৯৮৬॥
বিস্তর বিনয় মোর বলিহ তাঁহারে।
আসিয়া আমারে ঝাঁট লেন গদাধর ॥১৯৮৭॥
নহেবা ছাড়িব প্রান সোঙরি নারায়ন।
জন্মে[4] জন্মে[4] পাই জেন তাঁহার চরন ॥১৯৮৮॥
জদি বা তোমারে কীছু বলেন গদাধর।
কেমনে হরিব গিয়া রাজার ভিতর ॥১৯৮৯॥
তবেত তাঁহারে তুমি বলিহ[5] উত্তর[5]।
আছএ উপায় স্তন তৃদসইস্বর ॥১৯৯০॥
কুলকর্ম্মাগত[6] আছে বিবাহ পুর্ব্ব দিনে।
অবস্য পুজিব গৌরি বাহির উত্থানে ॥১৯৯১॥
সখি সঙ্গে জাব আমি চণ্ডিকার ঘর।
তথা হৈতে হরি আমা লেনু গদাধর ॥১৯৯২॥
চল ঝাঁট দ্বিজবর পড়হুঁ চরনে।
ঝাঁট করি আন গিয়া কমললোচনে ॥১৯৯৩॥
দেবির আদেসে দিজ চলিলা[7] সত্বরে।
মেলিলাত[8] গিয়া দিজ দ্বারিকা নগরে[8] ॥১৯৯৪॥
ব্রাহ্মনে বিরোধ নাহি দ্বারকা[9] নগরে।
গড় পরিখানা[10] এড়ি গেলা অভ্যন্তরে ॥১৯৯৫॥ †

---

১ পাদপদ্ম (খ), (ঘ)
২-২ কায়মনচিত্তে (ঘ)
৪-৪ জন্মান্তরে (খ), (ঘ)
৬ কুল ক্রমগতি (খ); কুল ক্রমাগত (ঘ)
৮-৮ শীঘ্রগতি মিলিল যথা ত্রিদশ ঈশ্বর (ঘ)
১০ পরীক্ষা (খ), (ঘ)
* এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।
৩-৩ তবে কেন বাপের চিত্ত হৈল অন্য বর (ঘ)
৫-৫ বলিহ দ্বিজবর (খ)
৭ লড়িল (খ), (ঘ)
৯ কৃষ্ণের (খ), (ঘ)
† এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।

পালঙ্কিতে বসি আছেন দেব নারায়নে।
পালঙ্কি নিকটে দ্বিজ করিল গমনে ॥১৯৯৬॥
দেখিয়া ব্রাহ্মন কৃষ্ণ উঠিয়া সত্বরে।
হাথে ধরি বসাইল পালঙ্ক উপরে ॥১৯৯৭॥
জল দিয়া করাইল পাদ প্রক্ষালন।
মিস্ট অন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজন ।১৯৯৮॥
সয়ন করাইল নিঞা পালঙ্ক উপরে।
পায়[১] জাতি জাতি[১] কৃষ্ণ বলে ধিরে ধিরে ।১৯৯৯।
কোন দেশে ঘর দিজ কেন করিলে গমন।
অধর্ম্ম[২] রাজ্যের রাজা না করে পালন ।২০০০।*
দুর্গম লঙ্ঘিয়া তুমি করিলে গমন।
কহিবার জোগ্য হয় কত[৩] কথন[৩] ॥২০০১॥†
কৃষ্ণের বচনে[৪] তুষ্ট হইলা দিজবর।
দ্রুত হৈয়া আইলাঙ তোমার নগর[৫] ॥২০০২॥
বিদর্ভ নগরে রাজা ভিস্মক মহামতি।
তাহার কণ্যা রুক্মি রূপেত পার্ব্বতি ।২০০৩॥
সর্ব্বগুনে[৬] সম্পুর্ন্না সেই লক্ষ্মি অবতার।
তোমাবিনে আন চিত্তে নাহিক তাহার[৬] ॥২০০৪॥

১-১ পাতি পাড়িজাতি (ঘ)
২ সধর্ম্মে (খ)
* (ঘ) পুথিতে এই কলিটি ও পরের পদের প্রথম কলিটি নাই।
৩-৩ কহত এখন (ঘ)
† এই পদটি (খ) পুথিতে নাই। (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

অধর্ম্ম রাজ্যের রাজা করিল অপমান।
মম চিত্রে পোষে কিবা নিজ প্রকাশন ॥ (ঘ)

৪ বাক্যে (খ), (ঘ) ৫ গোচর (ঘ)
৬-৬ সর্ব্বগুনময়ই রামা লক্ষ্মির সমান।
তোমা বই তার চিত্তে নাহি লয় আন ॥ (খ), (ঘ)

কায় মন বাক্যে দেবি তোমাকে বনিতা।
রুক্মি বাক্যে সিসুপালে দেই তার পিতা ॥২০০৫॥ *
কালিত তাহার বিভা স্তন গদাধর।
রথে চড়ি ঝাঁট চল বিদর্ভ নগর ॥২০০৬॥
হেলা করি জদি তুমি না জাবে তথায়[১]।
তোমা স্তরিয়া দেবি ছাড়িব[২] সরিরে ॥২০০৭॥
ব্রাহ্মন বচন স্তুনি গুনি মনে মনে।
আমার বনিতা সেই করএ স্মোঙরন ॥২০০৮॥
তার জোগ্য বর আমি আমার সে নারি।
কাহার সকতি বিভা করিবারে পারি ॥২০০৯॥
জাইব বিদর্ভ রার্য্য হরিব রুক্মিনি।
আনিএগ্রা করিব বিভা স্তন দিজমনি ॥২০১০॥
দারুকে ডাকিয়া[৩] বৈল দেব গদাধর।
রথ সাজ ঝাঁট জাব বিদর্ভ নগর ॥২০১১॥
সাজিয়া সারথি রথ আনিল সত্বরে।
ব্রাহ্মন সহিত রথে চড়ি[৪] গদাধরে ॥২০১২॥
এথা সে ভিস্মক রাজা পুরোহিত লৈয়া।
কন্যার অধিবাস করে নানা ধন[৫] দিয়া ॥২০১৩॥
নানাবিধ দান করে সেই নৃপবর।
আনন্দিত[৬] সর্ব্বলোক বিদর্ভ নগর ॥২০১৪॥
নর্ত্তকী নাচএ গিত গাএত গায়নে।
হরসিত সর্ব্ব লোক[৭] উল্লসিত মনে ॥২০১৫॥

---

* অতিরিক্ত পাঠ :—
কায়মনবাক্যে তোমাকে করয়ে স্মরণ।
তোমা ছাড়ি অন্য বর নাহি তার মন ॥ (খ), (ঘ)

১ তথারে (খ) ; তথাকারে (ঘ)   ২ ত্যাজিবে (ঘ)
৩ আনিয়া (খ), (ঘ)   ৪ উঠিল (খ)
৫ রত্ন (খ), (ঘ)   ৬ আমন্ত্রিত (ঘ)   ৭ রাজ্যে (খ)

এথা দম ঘোস রাজা ছেদির ইস্বর।
পুত্রের অধিবাস করে লৈয়া দিজরাজ[১] ॥২০১৬॥
প্রভাতে উঠিয়া রাজা স্নান দান[২] কৈল[২]।
গোপ্য মঙ্গল[৩] দ্রব্য[৩] পুত্রেরে রচিল ॥২০১৭॥
অনেক[৪] উৎসব হৈল বিদর্ভ নগরে[৪]।
কান্দএ রুক্মিনি দেবি সোঙরি গদাধরে ॥২০১৮॥
কি দোসে বিমুখ মোরে হইলা ভবানি।
তে কারনে স্মামি[৫] মোর নহিলা চক্রপানি[৫] ॥২০১৯॥ *
প্রনমোহ নারায়ন করি জোড়হাত।
বসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাননাথ ॥২০২০॥ *
হাহা[৬] বিধি কত মোর[৬] লেখিলে কপালে।
কড়ছের রত্ন মুঞি হারাহুঁ (ই) গোপালে ॥২০২১॥[৭]
এরূপ জৌবন মোর জাউক রসাতলে।
কৃষ্ণের বনিতা বিভা করে শিসুপালে ॥২০২২॥
পুজিলুঁ মুঞি হরগৌরি একচিত্ত মনে।
তবু তুষ্ট[৮] নহিলা মোরে দেব নারায়নে ॥২০২৩॥

---

১ দ্বিজবর (খ), (ঘ) ২-২ করাইল (ঘ)

৩-৩ মঙ্গল্য বিধি (খ)
মাঙ্গল্য বিধি (ঘ)

৪-৪ ব্রাহ্মণের বিলম্ব দেখি দ্বারকা নগরে (খ)
২০১৮ সংখ্যক পদের (ঘ) পুথির পাঠ :—

দেখিয়া শুনিয়া তবে দেবী ত রুক্মিনী।
কাঁদিয়া বিকল হয়ে কৃষ্ণে মনে গুণি।

৫-৫ না আইলা দেব চক্রপানি (খ)

* ২০১৯ ও ২০২০ সংখ্যক পদ (ঘ) পুথিতে নাই; ২০২০ পদ (খ) পুথিতে নাই।

৬-৬ হা হা দৈববিধি কিবা (খ)
হা হতাস বিধি কি (ঘ)

৭ এই কলিটি ও পরবর্ত্তী পদের প্রথম কলিটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

৮ স্বামী (ঘ)

কিবা সে কুছিত রূপ সুনিঞা[১] আমার।
ঘৃনা করি না আইলা তৃদসের[২] সার[২] ॥২০২৪॥
আমার ব্রাহ্মন কীবা[৩] চলিতে নারিল।
পথে জাইতে[৪] কিবা পড়িয়া রহিল ॥২০২৫॥
আমার সম্বাদ কীবা না পাইল গদাধরে।
তে[৫] কারনে না আইলা[৫] বিভা করিবারে ॥২০২৬॥
হরি হরি প্রান মোর সরিরে[৬] আছএ।
সিংহের বনিতা আমি স্রীগালে[৭] হরি লএ[৭] ॥২০২৭॥
মুর্ছিতা পড়িলা ভূমে কান্দিয়া সুন্দরি।
প্রান জাউক মোর সোঙরিয়া শ্রীহরি ॥২০২৮॥
এথা পথে রথে চড়ি দেব গদাধর।
সুনিঞাত বলদেব চিন্তিল অন্তর ॥২০২৯
রুক্মির সয়ম্বরে সব রাজা গিয়া।
সিসুপালে দিব বিভা কৃষ্ণকে জিনিয়া ॥২০৩০॥
মহা অনুবন্ধ তথা করিল নৃপবরে।
একেলা লড়িলা[৮] কৃষ্ণ কন্যা হরিবারে।২০৩১॥
এতেক চিন্তিয়া গদ[৯] সার্তকি[১০] আনিঞা[১০]।
পসচাতে লড়িলা বল কথ সন্য লৈয়া ॥২০ ২॥
মিলিলাত দুই ভাই বিদর্ভ নগরে।
জানাঞিল গিয়া দুত বিদর্ভইশ্বরে[১১] ॥২০৩৩॥

---

১ দেখিয়া (ঘ)
২-২ সংসারের সার (খ) ; নন্দের কুমার (ঘ)
৩ কৃষ্ণ (খ)
৪ দুর্গে (খ) ; দুর্গমে (ঘ
৫-৫ বিদর্ভ না আইলা কৃষ্ণ (খ)
না আইল কৃষ্ণ মোরে (ঘ)
৬ এখন (খ), (ঘ)
৭-৭ সৃগালে হরয়ে (খ) ; সৃগালের নাড়ে (ঘ)
৮ চলিলা (খ), (ঘ)
৯ গদ' (খ), (ঘ)
১০-১০ সার্থক লইয়া (ঘ)
১১ ভীষ্মক রাজারে (খ)

সুন সুন মহারাজা বিদর্ভ ইস্বর।
বিভ দেখিবারে আইলা রামদামোদর ।২০৩৪॥
সুনিঞা সম্ভ্রমে[১] রাজা পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া।
রাম কৃষ্ণ আনিবারে সড়ঙ্গে[২] পুজিয়া ॥২০৩৫॥
তবে জরাসিন্ধু রাজা গোবিন্দে দেখিয়া।
হেটমাথা করি গুনে[৩] ভয় ক্রোধ হৈয়া ।২০৩৬॥
তেইস অক্ষোহিনি সেনা একত্র করিয়া।
গেলাঙ মথুরাপুরি রাজচক্র লৈয়া ।২০৩৭॥
সিসু হৈয়া দুই ভাই জিনিল আমারে।
হারিয়া আইলুঁ[৪] জুদ্ধে নারিলুঁ সহিবারে ॥২০৩৮॥
এখনে গরুড় সঙ্গে ভাই দুই জন।
সভা জিনি কন্যা লৈয়া করিব গমন ।২০৩৯॥
এতেক চিন্তিয়া মনে রাজা জরাসন্ধ।
ভিস্মকেরে বলে কীছু করিয়া প্রবন্ধ ॥২০৪০॥
বৃদ্ধ রাজা গর্ব্বিত তে কারনে সহি।
অব্যহার[৫] জত কর কহিতে না জাই ।২০৪১॥
আমিসব[৬] মোহারাজা মোহাযুদ্ধপতি।
গোওালা চাণ্ডাল সঙ্গে করাহ সঙ্গতি[৭] ॥২০৪২॥
ইন্দ্রজাল বিদ্যা করি কংসেরে মারিল।
না বুঝিয়া লোকসব বড়াঞি[৮] তারে দিল[৮] ॥২০৪৩॥
রাজসিংহ দেখি জেন সোগাল পালাএ।
চণ্ডাল বসতি করে সমুদ্র কূলে রহে ।২০৪৪॥

১ সম্বরে (খ)   ২ সপ্তাঙ্গে (গ)
৩ চিন্তে (খ)   ৪ গেলাম (খ)
৫ অবেভার (খ) ; অব্যবহার (গ)
৬ আসি সব (ঘ)   ৭ সংহতি (খ) ; বসতি (ঘ)
৮-৮ বড়াই গাইল (খ), (ঘ)

হেন গোপ আন তুমি সভার ভিতরে।
রাজপুজা লৈয়া[1] জাহ তারে পুজিবারে[1] ॥২০৪৫॥
না রহি[1] কেহ এথা বলিল[2] তোমারে[2]।
কন্যা বিভা দেহ তুমি গোপের কুমারে ॥২০৪৬॥
এতেক কৃষ্ণের নিন্দা স্তুনি নৃপবর।
হেটমাথা করি কাছু না দিলা উত্তর ॥২০৪৭॥ *
তবে কর্থ[3] কৌসিক[3] দুষ্ট নৃপবর।
কোলে করি লৈয়া গেলা রাম দামোদর ॥২০৪৮॥
নানা তীর্থের জল ঘটেত পরিয়া[4]।
অভিসেক[5] করিল রাজা[5] নিজ রার্য্য দিয়া ॥২০৪৯॥
কথরাজা[6] ছত্র ধরে মস্তক উপরে।
চামর ঢুলায় কৌসিক নৃপবরে ॥২০৫০॥
ঐরাবতে[7] সর্গ হৈতে আইলা পুরন্দর।
সচি সঙ্গে আইলা[8] সভার[9] ভিতর[9] ॥২০৫১॥
সুরভির দুগ্ধে কৃষ্ণে অভিসেথ কৈল।
রাজ রাজেস্বর বলি সিংহাসন দিল ॥২০৫২॥
তবে সচিদেবি গোবিন্দে[10] দেখিয়া[10]।
করিল মঙ্গল ধ্বনি জয় জয় দিয়া ॥২০৫৩॥

১-১ না লইব সবে কাব গর (খ)
এড়িয়াছ সেবং পুজিবারে (ঘ)
২-২ সবে যাব ঘরে (ঘ)
* এই কলিটি ও পরের পদের প্রথম কলিটি (খ) পুথিতে নাই।
৩-৩ কুস্ত কৌসিক (ঘ) ৪ পুরিয়া (খ), (ঘ)
৫-৫ কৃষ্ণের অভিসেক কৈল (খ)
অভিষেক কৈল কৃষ্ণে (ঘ)
৬ কথরাজা (খ) ; কুত্তরাজা (ঘ) ৭ হেনকালে (খ) ; হেন বেলা (ঘ)
৮ বগুাইলা (খ), (ঘ) ৯-৯ কৃষ্ণের গোচর (ঘ)
১০-১০ গোবিন্দ পাসে গিয়া (খ) ; গোবিন্দ কাছে গিলা (ঘ)

পুষ্পবৃষ্টী করি ইন্দ্র গেলা নিজ ঘর।
রাজরাজেস্বর হৈয়া আছে গদাধর ॥২০৫৪॥
কৃষ্ণের প্রতাপ দেখি সভে বিস্ময়[১] মানি[১]।
ত্রাসে[২] হেট মাথা করি মনে মনে গুনি[২] ॥২০৫৫॥ *
কৃষ্ণবিজয় নর শুন এক মনে।
মহারাজা হৈল কৃষ্ণ গুনরাজ ভনে ॥২০৫৬॥ *

কৌ রাগ

মহারাজা হৈয়া আছে[৩] দেব শ্রীহরি।
রাজহস্তিগন মধ্যে সিংহ অবতরি ॥২০৫৭॥
এথা সে রুক্মিনি দেবি সখিগন লৈয়া।
চণ্ডিকা পুজতে জায় কৃষ্ণচিত্ত[৪] হৈয়া ॥২০৫৮॥
নানা বাদ্য দুন্দুবি বাজে রথেত চড়িয়া।
বিপ্রনারি ভট্টনারি সংহতি[৫] করিয়া[৫] ॥২০৫৯॥
কথো দুর হৈতে চণ্ডিকা মণ্ডপ দেখিল।
রথে[৬] হৈতে উলি পদে গমন করিল[৬] ॥২০৬০॥ †
পতিব্রতা ব্রাহ্মনি[৭] সংহতি করিয়া।
ভবানি পুজা কৈল নানাদ্রব্য দিয়া ॥২০৬১॥ †
নানা[৮] আয়োজন[৮] বিবিধ প্রকারে।
কর্পুর তাম্বুল দিয়া পরিহার করে ॥২০৬২॥

১-১ বিস্ময় পাইল (খ)　২-২ হেট মাথে রাজা সব এক মুক্ত হৈল (খ)
* ২০৫৫ ও ২০৫৬ সংখ্যক পদ দুইটি (খ) পুথিতে নাই।
৩ কৃষ্ণ (খ)　৪ একচিত্ত (খ)
৫-৫ বন্ধুগন লৈয়া (খ)　৬-৬ রথ ছাড়ি পদব্রজে গমন করিল (খ)
† ২০৬০ ও ২০৬১ পদ (খ) পুথিতে নাই।
৭ রমনীকে (খ)　৮-৮ চোৱা চোষ্য মত মধু (খ) ধুপ দীপ নৈবেদ্য (খ)

বর দেহ মহাদেবি পঙক্তি চরনে।
স্বামি করি দেহ মোরে কমললোচনে[১] ॥২০৬৩॥
সৃষ্টির পালনি দেবি বিদিত সংসারে[২]।
গোবিন্দ[৩] হইব স্বামি বর দেহ মোরে[৩] ॥২০৬৪॥
নানাবিধি পরকারে পুজিল হরগৌরি।
চলিল সুন্দরি রামা আদে[৪] ... করি[৪] ॥২০৬৫॥
এতেক[৫] বিনয় বৈল[৫] সকরুন বানি।
শুভ[৬] সুচক অঙ্গে লক্ষিল আপুনি[৬] ॥২০৬৬॥

রামক্রি রাগ

বাম উরু নেত্র বাহু করিল স্ফন্দন[৭]।
দক্ষিন দিগে দেখিল সেই[৮] কুলের ব্রাহ্মন ॥২০৬৭॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া বলে শুন দিজবর।
আইলা কী প্রাননাথ দেব গদাধর ॥২০৬৮॥
বিপ্র[৯] বলে আইলা কৃষ্ণ সুনহ রুক্মিনি।
সভামদ্ধে বসি আছেন হৈয়া[১০] নৃপমনি ॥২০৬৯॥
সফল তোমার জন্ম এরূপ জৌবন।
আইলা তোমার স্বামি দেব[১১] নারায়ন[১১] ॥২০৭০॥

১ দৈবকিনন্দনে (খ)
২ ভুবনে (খ)
৩-৩ হইব আমার স্বামি দেব নারায়নে (খ)
অতিরিক্ত পাঠ :—
বর দেহ মহামায়া হরের ঘরণি।
অবশ্য হইব স্বামি দেব চক্রপানি ॥ (খ)
৪-৪ স্মরিয়া শ্রীহরি (ঘ)
৫-৫ দেবিকে করিয়া স্তুতি (খ)
এতেক বন্দিয়া রামা (ঘ)
৬-৬ শুভক্ষণ হৈল কিছু দেখিল আপনি (ঘ)
৭ স্পন্দন (খ), (ঘ)
৮ বৃদ্ধ (ঘ)
৯ দ্বিজ (ঘ)
১০ রাজ (ঘ)
১১-১১ কমললোচন (ঘ)

সুনিঞা দক্ষের বোল জগতমোহিনি।
কোন দানে তুষ্ট আজি করো দিজমনি ॥২০৭১॥ *
না পায়া জোগাদান প্রনামত করি।
ব্রাহ্মনে মেলানি দিয়া চলিলা সুন্দরি ॥২০৭২॥
শ্যামা সুকেসি[১] কন্যা উন্মর্ত্ত[২] পয়োভার।
নাভি গোভির কন্যা কম্বু[৩] কণ্ঠে সোভে হার ॥২০৭৩॥
সরত পুর্ন্নিমাসসি জিনিঞা বদন।
সিন্ধুরে মার্জ্জিল[৪] মুকুতা[৫] জিনিঞা দসন ॥২০৭৪॥
পদে পদে ধ্বনি জেন রাজহংসি চলে।
বাহু মৃনাল তায়[৬] কঙ্কন[৬] সোভে করি[৭] ॥২০৭৫॥
কুটিল কুন্তল সোভে মস্তক[৭] উপরে।
আকাস[৮] মণ্ডলে জেন রাহু সসোধরে[৮] ॥২০৭৬॥ †

---

* অতিরিক্ত পাঠ :—

তোমার ভার্গ্যের সিমা বলিতে না পারি।
তোমা বিভা করিবারে আইলা শ্রীহরি ॥ (খ)

১ শ্রীকেশি (খ)
২ উন্নত (খ)
৩ কম্বু (খ)
৪-৫ মার্জ্জিত হও (খ)
৫ সম (খ) ; রত্ন (খ)
৬-৬ বলয়া দুই করে (খ)
কঙ্কন দুই করে (ঘ)
৭ কবরি (খ) ; চুড়ায় (ঘ)
৮-৮ অধর বান্ধুলি ফল বদন সসোধরে (খ)
তাহা বেড়ি রত্নমালা শোভে থরে থরে (ঘ)

† (খ ও ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
[(ঘ) পুথির পাঠ অবলম্বনে (খ) পুথির পাঠান্তর]

কৌস্তারর[১] মাঝে শোভে চন্দনের বিন্দু[১]।
রাহু গরাসিল যেন পুর্নিমার ইন্দু ॥ *

১-১ কপালে কস্তুরি মধ্যে সিন্দুরের বিন্দু (খ)

* অতিরিক্ত (খ) :—

সিন্দুর চন্দন বেড়ি শোভিছে কস্তুরা।
বেশ আভরনে কি করিব সহজে সুন্দরি।

মর্ত্ত[১] গজ গতি রামা[১] জায় ধিরে ধিরে।
জগত মোহিনি রামা[২] জায় সয়ম্বরে[২] ॥ ২০৭৭॥ *

১-১ মর্ত্তগজগামী রামা (খ)
মত্তগজগামিনী রামা (ঘ)

২-২ যৌব লক্ষি অবতারে (খ)
রামা লক্ষ্মী অবতারে (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

কনক পুষ্পের মালা পরিয়া জে কালে।
পুরুস বিমুখি রামা আইল সয়ম্বরে॥
রূপ অভরনে দেখি করে ঝলমল।
চাহিতে লাগয়ে জেন সুর্য্যের মণ্ডল॥
ষোল বৎসরের রামা রূপেতে অদ্ভুত।
শ্যামদাস [গুণরাজ খাঁন (খ)] বলে দেখি কৃষ্ণের কৌতুক॥ (খ), (ঘ)

কামের কামিনী যিনি উন্নত বক্ষ।
দিব্য বস্ত্র পরিধান হাতে দিব্যশঙ্খ॥
শঙ্খের উপরে শোভে কণকের চুড়ি।
পাটি থোপ বাজুবন্দ তার মাঝে[১] বেড়ি॥
তাহার উপরে সাজে বিচিত্র কেয়ুর।
সুবলিত বাহু তাহে[২] রতন[২] প্রচুর॥
কণক অঙ্গুরী[৩] সাজে[৪] অঙ্গুলীর মাঝে।
করতল উৎপল রাতুল বিরাজে॥
তাহার[৫] উপরে শোভে নানা লক্ষ মণি[৫]।
নখপাতি শোভে তার চন্দ্রকান্ত জিনি॥
চঞ্চল খঞ্জন জিনী দুইটি[৬] নয়ন।
কর্ণের কুণ্ডল তার বিচিত্র গঠন॥
নাশাগ্রেতে নাকচোনা তাহে গজমতি।
যৌবনে শোভয়ে[৭] তার[৭] মুকুতার জ্যোতি॥ *

১ জুড়ি (খ)
২-২ রূপ শোভিছে (খ)
৩ মুদ্রি (খ)
৪ বাজে (খ)
৫-৫ তাহার উপর ভাগে শোভে নখমনি (খ)
৬ বিলোল (খ)
৭-৭ ছুটিছে জেনে (খ)

* কনক মুকুর জিনি মুখ অনুপাম।
তার মধ্যে সোভা করে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥ (খ)

আগে জান গোবিন্দাই রথেত চড়িয়া।
মুসল হাতে বলাই জাএ পাছু সৈন্য লইয়া ॥২০৮২॥
রুক্মিনি হরন দেখি সব নৃপবর।
অস্ত্র লৈয়া রথে চড়ি ধাইলা সত্বর ॥২০৮৩ *
সিসুপাল[১] রুক্মি রাজা সভা আগে ধায়।
রাজ[রা]লৈয়া জরাসিন্ধু পাছু জায়[১] ॥২০ ৪॥
কোথা জাসি জাসি হরিয়া পরনারি[২]।
স্রীগা[৩] হইয়া আসি ভাঙ্গিলে কেসরি[৩] ॥২০০৫॥
না পালা না পালা বলে সব নৃপবর।
শুনিঞা রহিলা জুদ্ধে রাম দামোদর ॥২০৮৬॥
কথো সন্য লৈয়া আগে বলাই সুন্দর।
রাজাগন সনে জুদ্ধ করিল বিস্তর ॥২০৮৭॥
লাজে ভএ সিসুপাল আগে ধনুক জোড়ে।
তিন বানে বলদেব তার ধনুক কাটি পাড়ে ॥২০৮৮॥
আর ধনুক লৈয়া করে বান বরিসন।
আসিতে[৪] আকাসে বান[৪] কাটে সঙ্করর্সন ॥২০৮৯॥

* অতিরিক্তপাঠ —ধাইল কৃষ্ণের পাছু সব রাজাগণ।
মার মারি সঙ্গে ডাকে সব রাজাগন॥ (খ)

১ ১ রুক্মিনির সহিত আগে সিসুপাল জায়।
রাজচক্রবর্ত্তী হৈয়া জরাসিন্ধু পাছু আয়॥ (গ)
রুক্মিনীর আগে গাত শিশুপাল মহাশয়।
রাজচক্র লয়ে জরাসন্ধ চলয়॥ (ঘ)

২ রুক্মিনী (ঘ)

৩–৩ মৃগ হৈয়া সিংহ মধ্যে আসি কৈলে চুরি (খ)
মৃগ হয়ে সিংহ মধ্যে চুরি কৈলে জানি (ঘ)

৪-৪ আকাস হইতে বান (খ)
তাহা কাটি ধনু কাটি (ঘ)

সারথির[1] মুণ্ড কাটি সগ্রাম ভিতরে[1]।
মুসল হাতে বলাই দেখা[2] দিলত[2] তাহারে ॥২০৯০॥ *
বলাই সমুখে কোন[3] জন হব স্থির[3]।
বলাই দেখিয়া পালায়[4] বড় বড় বির[4] ॥২০৯১॥ *
বানবৃষ্টি করে রাম[5] রাজার উপরে।
নেউটিয়া[6] জরাসিন্ধু বলে সভাকারে ॥২০৯২॥
নেঅট[7] নেঅট সব[7] রাজার সমাজ।
মিথ্যা জুদ্ধে হারিলে[8] পাবে বড় লাজ[8] ॥২০৯৩॥
দুই ভাই অনেক সন্য গরূড় সঙ্গতি।
হেনকালে[9] কৃষ্ণ জিনি[9] কাহার সকতি ॥২০৯৪॥
কাল সমুখে নহে কেমনে জুদ্ধ সহি।
সুভ দিন হইলে জিনিব দুই ভাই ॥২০৯৫॥
ইহা[10] বলি[10] নেউটিল সব রাজাগন।
না নেউটে রুক্মি জায় করিবারে রন ॥২০৯৬॥
প্রতিজ্ঞা করিল রুক্মি সভার ভিতরে।
বিনি কৃষ্ণ না মাইলে না আসিব ঘরে ॥২০৯৭॥
এত বলি রথে চড়ি ধাইল সত্বরে।
বলদেব[11] এড়ি জায় কৃষ্ণ মারিবারে ॥২০৯৮॥
রথে থাকীয়া বলে অতি উচ্চ বানি।
কোথা জাসি জাসি হরিয়া রুক্মিনি ॥২০৯৯॥

১-১ সারথি কাটিল বলাই সভার ভিতরে (খ)
২-২ দেখিল (খ)
২০৯০ ও ২০৯১ সংখ্যক পদ (খ) পুথিতে নাই।
৩-৩ স্থির হব কোন জন (খ)
৪-৪ ভঙ্গ দিল রাজাগন (খ)
৫ বলাই (খ), (গ)
৬ সমুখ (খ); বিমখ (গ)
৭-৭ না কর না কর যুদ্ধ (খ), (গ)
৮-৮ করি কেন বাড়াইবে লাজ (খ)
৯-৯ উহাকে জিনিতে পারে (গ)
১০-১০ পুনিগাত (খ)
১১ বলভদ্র (গ)

রাজাগন[১] মধ্যে তুমি ভাল কৈলে চুরি[১] ।
মৃগ হৈয়া আজি তুমি ভাঙ্গিলে কেসরি ॥২১০০॥
বিরদাপ করি রুক্মি জুড়িলেক[২] সর[২] ।
দেখিয়া সুন্দরি[৩] রামার[৩] কাঁপিল অন্তর ॥২১০১॥
হাসিয়াত গদাধর চতুর্ভুজ[৪] হৈয়া ।
দুইহাথে রুক্মিনিরে কোলেতে চাপিয়া ॥২১০২॥
আর দুই হাথে কৃষ্ণ ধনুক লইয়া ।
কাটিল রুক্মির ধনুক তিন বান দিয়া ॥২১০৩॥
তিনবানে সারথি কাটিল গদাধর ।
অষ্টবানে চারিঘোড়া[৫] বিন্ধিল সত্বর[৫] ॥২১০৪॥
রথছাড়ি ভূমে উলি আর ধনুক জোড়ে ।
একবারে মাধবেরে দসবান এড়ে ॥২১০৫॥
চারি বান বাজিল গিয়া মাধবের[৬] বুকে ।
চারি বান বিন্ধি ঘোড়া দুই বান ধনুকে ॥২১০৬॥
রুসিয়া ত গদাধর দসবান এড়ে[৭] ।
দুই বানে রুক্মির[৮] ধনুক কাটি পাড়ে[৮] ॥২১০৭॥
আর ধনুক লৈয়া রুক্মি জোড়ে দসবান ।
চারি বান গোবিন্দাই পুরিল সন্ধান ॥২১০৮॥ *

১-১ রাজরাজেশ্বর হয়্যা কর আস্যা চুরি (খ)
রাজার সমাজে আসি কন্যা কৈলে চুরি (গ)

২-২ বলে উর্দ্ধস্বরে (খ)
চলিলা সত্বরে (ঘ)

৩-৩ রুক্মিনী দেবী (ঘ)

৪ চতুর্ভুজ (খ), (ঘ)

৫-৫ পাড়ি ঘোড়া কাটিল সত্বর (ঘ)

৬ গোবিন্দের (ঘ)

৭ যায় (খ), (ঘ)

৮-৮ ধনুক কাটি তার পাস যায় (খ), (ঘ)

* এই কলিটি ও পর পদের প্রথম কলিটি (খ) পুথিতে নাই।

অনন্ত[১] অনল হে অগ্নি জম বান[১] ।
রুকির ধনুক কাটি কৈল খান খান ॥২১০৯॥
ধাইয়া গোবিন্দাই ধরিল তার হাথে ।
গলাএ কাপড় দিয়া তুলিল নিঞা রথে ॥২১১০॥

মহাবারাড়ি রাগ

দেখিয়া রুক্মিনি দেবি ভাএর বন্ধন ।
প্রান রাখ প্রান রাখ শ্রীমধুসোদন ॥২১১১॥
সংসারের সার তুমি দেব শ্রীহরি ।
তোমা সনে সংগ্রাম কার প্রানে করি ॥২১১২॥
দোস কৈল ভাই মোর পড়ঙ চরনে ।
একবার[২] প্রান রাখ[২] শ্রীমধুসোদনে ॥২১১৩॥
রুক্মিনির বাক্য সুনি হাস্য উপজিল ।
সির দাড়ি মুণ্ডাইয়া রুক্মিরে এড়ি[৩] দিল[৩] ॥২১১৪॥ *
ভাএর বিরূপ[৪] দেখি কান্দএ রুক্মিনি ।
বলভদ্র তারে আসি বৈল প্রৃয়বানি ॥২১১৫॥
কেন হেন কুটুম্বের কৈলে অপমান[৫] ।
মরন অধিক লাজ মস্তক মুণ্ডন ॥২১১৬॥
নাকান্দ নাকান্দ রামা স্থির কর মন ।
কাহার সকতি রাখি দৈবের করন ॥২১১৭॥
এত বলি রামকৃষ্ণ সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া ।
লড়িলা দ্বারিকা পুরি রুক্মিনি হরিয়া ॥২১১৮॥

১-১ অনন্ত অনল যেন অগ্নি হেন বান (খ)
২-২ ভাই দান দেহ মোরে (খ)
প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ (গ)
৩-৩ ছাড়িল (ঘ)
* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।
৪ কুরূপ (খ)
৫ বিড়ম্বন (খ); নারায়ন (ঘ)

তবেত রুক্কিরাজা মরন হেন মানি ।
না গেলা বাপের রার্য্য প্ৰতিজ্ঞা মনে গুনি ॥২১১৯॥ *
ভোজ কটক[১] নামে নিজ রার্য্য করি ।
রহিলাত রুক্কি রাজা কৃষ্ণের হৈয়া বৈরি ॥২১২০॥
দ্বারকা আইলা কৃষ্ণ হরিয়া রুক্মিনি ।
আনন্দিত সর্ব্ব রার্য্য[২] অদ্ভুত কথা সুনি ॥২১২১॥
পুরির হইল[৩] সোভা[৩] বিচিত্র সুবেসে ।
নেতের পতকা উড়ে স্ববন্ন কলসে ॥২১২২॥
দ্বারে দ্বারে কলা রুইল দেখিতে[৪] সুন্দর ।
বন্ধুবান্ধবের হৈল হরিস অন্তর[৫] ॥২১২৩॥
পৃতে ঘরে নিত্য গিত দ্বারকা নগরি ।
রুক্মিনি করিব বিভা দেব শ্রীহরি ॥২১২৪॥
তবেত ভিস্মক রাজা পুরোহিত লৈয়া ।
দ্বারকা[৬] নগর[৬] আইলা আনন্দিত হৈয়া ॥২১২৫॥
নানারত্নে ভূসিত কন্যা কৈল নৃপবর ।
কৃষ্ণে[৭] বিভা দিয়া গেলা বিদর্ভ নগর ॥২১২৬॥
অদ্ভুত[৮] অমৃত[৮] কথা সুন একচিত্তে ।
রুক্মিনি বিবাহ কৃষ্ণ কৈল হেন মতে ॥২১২৭॥
দ্বারকা আইলা লক্ষ্মি সুন সর্ব্বজনে ।
রুক্মিনি[৯] হ র]ন কথা[৯] গুনরাজ ভনে ॥২১২৮॥

* অতিরিক্ত পাঠ (খ) পুথি :—

রুক্মিনিরে ছাড়িল সির মুণ্ডাইয়া ।
ছাড়িয়া দিলেন গেল অপমান হৈয়া ॥

১ কট (খ), (ঘ) ২ লোক (খ)
৩-৩ নির্ম্মান কৈল (ঘ) ৪ গুবাক (ঘ) ৫ বিস্তর (খ)
৬-৬ দ্বারকাপুর (খ) ৭ কন্যা (ঘ) ৮-৮ হেনই অদ্ভুত (ঘ)
৯-৯ লক্ষ্মিনারায়ন সঙ্গ (খ)
রুক্মিনীর বিবাহ (ঘ)

গান্ধারি রাগ

কৃষ্ণ অবতার নর স্থন একমনে।
সম্বরের বধ কাম করিল জেমনে ॥২১২৯॥*
হেনবেলে কথোকালে দ্বারিকা নগরে।
রুক্মি সহিত কৃষ্ণ নানা কৃড়া করে ॥২১৩০॥
ধরিল প্রথম গর্ভ রুক্মি স্থন্দরি।
হরসিত সর্ব্বলোক দ্বারকা নগরি ॥২১৩১॥
কামদেবের উতপতি নারদ জানিঞা।
সম্বরে জানাইতে জায় হরসিত হৈয়া ॥২১৩২॥
দ্বারে দেখিল সম্বর নারদ তপোধন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া তারে দিল সিংহাসন ॥২১৩৩॥
বসিয়া নারদ কহে সকল উত্বর।
কহন্তি কামের জন্ম স্থন নৃপবর ॥২১৩৪॥
মহাদেবের সাঁপে কাম ভস্ম হইল।
দেখিয়া স্থন্দরি রতি স্তুতি বড় কৈল ॥২১৩৫॥
দোসে সাঁপ হৈল গোসাঞি কর অব্যাহতি।
স্বামি দান দেহ মোরে দেব পস্থপতি ॥২১৩৬॥
করুনা স্থনিঞা তারে বলে স্থলপানি।
ভারাবতারনে জন্ম কৈল চক্রপানি ॥২১৩৭॥
তাঁহার বনিতা লক্ষি রুক্মিনি রূপবতি।
তাহার উদরে জন্মিব তোমার নিজপতি ॥২১৩৮॥
বির বড় হব সেই স্থনহ স্থন্দরি।
সম্বর মারিয়া নাম হৈব সম্বুরারি ॥২১৩৯॥
দ্বারকাএ জন্মিব সেই মহাদেবের বরে।
তোমারত সত্রু হৈল রুক্মির উদরে ॥২১৪০॥

* ২১২৯ সংখ্যক পদ হইতে ২২২৭ সংখ্যক পদ (ক) ও (খ) পুথিতে নাই।

বলিয়া নারদ গেলা রাজা মনে গুনে।
মায়া করি রহিল গিয়া কৃষ্ণের ভুবনে ॥২১৪১॥
নানা মায়া জানে কৃষ্ণ মায়ার নিধানে।
কামের জন্ম বিলম্ব করি রহে সেই স্থানে ॥২১৪২॥
দসমাস পুর্ন্নগর্ভ রুক্মির হৈল।
সুভক্ষনে সুভ দৃষ্ট দিনে পুত্র প্রসবিল ॥২১৪৩॥
সুতিকা ঘরে গিয়া অসুর সম্বর।
হরিল ছাওাল কেহো লহিল সত্বর ॥২১৪৪॥
সমুদ্রে পেলিয়া ঘর আইল সম্বর।
গিলিলেক মৎস গোটা কৃষ্ণের কোঙর ॥২১৪৫॥
সেই মৎস মৎসজিবি বন্দি সে করিয়া।
দিলেক সম্বরে ভেট পৃবিন দেখিয়া ॥২১৪৬॥
পাঠাইল মৎস গোটা রন্ধন করিবারে।
কাটিয়া দেখিল সিসু তাহার ভিতরে ॥২১৪৭॥
শ্যামল সুন্দর তনু অতি মনোহর।
দেখিয়াত মহাদেই তারে বলিল সত্বর ॥২১৪৮॥
সুনিঞা অপুত্রক রাজা তারে আইল দেখিবারে।
পুত্র বলি দেবি ঠাঞি দিল পুসিবারে ॥২১৪৯॥
হেনকালে নারদ মুনি নিভৃতে বসিয়া।
কহিল সকল কথা মায়ারতি লৈয়া ॥২১৫০॥
সুন রতিদেবি তুমি পুর্ব্ব কাহিনি।
স্বামি ভস্ম হইলে বর মাগিলে আপুনি ॥২১৫১॥
তথির কারণে জন্ম ভূমেতে আসিয়া।
আছএ সম্বরঘরে মায়াত পাতিয়া ॥২১৫২॥
নানা মায়া জান তুমি মায়ার নিলএ।
মায়া মূৰ্ত্তি দিয়া তুমি ভাণ্ডিলে রাজারে ॥২১৫৩॥
এইত তোমার পতি কৃষ্ণের নন্দন।
মহাদেবের বরে হৈল সেই মদন ॥২১৫৪॥

সত্রুজ্ঞানে পেলিয়া আইল নৃপবর।
মৎস গিলিলে আইল কাম তোমার গোচর ॥২১৫৫॥
স্মামি সেবা কর তুমি আমি জাই ঘর।
মায়া করি সম্বর মারিল তিহ সত্বর ॥২১৫৬॥
লড়িলা নারদমুনি হাসে মায়া রতি।
সিসু লৈয়া পালন করে জানি নিজপতি ॥২১৫৭॥
অল্পকালে বাড়ি হৈল পুরূস রতন।
নানা সাস্ত্র পড়ে তথা প্রথম যৌবন ॥২১৫৮॥
জানিল সকল মায়া রতি উপদেসে।
জুদ্ধের জতেক মায়া জানিল বিসেসে ॥২১৫৯॥
তবে কথোদিনে রতি স্মামি পাসে গিয়া।
কহন্তি স্রীঙ্গার ভাব কাম পাসেতে বসিয়া ॥২১৬০॥
বিপরিত দেখি কাম সোঙরে স্রীহরি।
পুত্রভাব এড়ি কেন স্মামি ভাব করি ॥২১৬১॥
কহত সকল তত্ব না ভাণ্ডিহ মোরে।
ভালই চরিত্র আজি না দেখি তোমারে ॥২১৬২॥
কামের বচনে রতি হাসে ধিরে ধিরে।
কহন্তি সকল কথা মধুর উত্তরে ॥২১৬৩॥
সম্বরের স্ত্রী নহি তোমার জননী।
পুর্ব্বে রতি নাম মোর তোমার ঘরনি ॥২১৬৪॥
মোহাদেব কোপকরি তোমা ভস্ম কৈল।
স্তুতি করি বর মাগি দেবে মানাইল ॥২১৬৫॥
আদেসিল মহাদেব বর মাগ রতি।
মাগিলত বর মোর জিউক নিজপতি ॥২১৬৬॥
হাসিয়াত মহাদেব দিল মোরে বর।
ভারাবতারনে আসিব জগতইস্বর ॥২১৬৭॥
তার বির্জ্জে উত্তম পতি রূক্মিনি উদরে।
তপ করি থাক তাবত এই গঙ্গা তিরে ॥২১৬৮॥

হেনবেলে পাপিষ্ঠ সম্মর জায় সেই পথে।
হরিয়া আনিল আমা তুলি নিজ রথে ॥২১৬৯॥
ঘরে আনিঞা বল করিতে চাহে পাপমতি।
মায়া নারি নিজরূপে করিল উতপতি ॥২১৭০॥
পরতেক দেখাইল আনি সেই নারি।
ইহাদিয়া রাজারে আছি তোমার বিলম্ব করি ॥২১৭১॥
তোমার জন্ম সুনিঞা কৃষ্ণের অত্যন্তরে।
হরিয়া সমুদ্রে পেলি সম্মর আইল ঘরে ॥২১৭২॥
মৎস গিলিল তোমা দৈবেত রাখিল।
সেই মৎস ধরিয়া রাজাকে ভেট দিল।২১৭৩॥
মৎসের উদরে আমি তোমাকে পাইল।
আসিয়া নারদ মোকে সকল কহিল।২১৭৪॥
তাঁহার বাক্য সুনিঞা তোমার সেবা করি।
ঝাঁট করি সম্মর মার জাব দ্বারকা নগরি ॥২১৭৫॥
রতিকামে হেনমতে হইল কথন।
হেনবেলে আইলা নারদ তপোধন ॥২১৭৬॥
বিসেসে সকলকথা কহিল মুনিবর।
সম্মর মারি রতি লৈয়া লড়হ সত্বর ॥২১৭৭॥
বলিয়া নারদ গেলা কাম চিন্তিল।
কেমতে মারিব সম্মর রতিরে জিজ্ঞাসিল ॥২১৭৮॥
কৃষ্ণের তনয় তুমি সর্ব্বকলা গুণে।
নানা সাস্ত্র জান তুমি মায়ার নিধানে ॥২১৭৯॥
শুভক্ষন কর জাহ জুর্দ্ধ করিবারে।
সম্মর মারিয়া ঝাঁট চলহ সত্বরে।২১৮০॥
রতির বচনে কাম হরিস মনে করি।
জুদ্ধ করিবারে জায় নানা অস্ত্র ধরি ॥২১৮১॥
দেখিয়া সম্মর তবে গুনে মনে মন।
পুত্র হৈয়া আমা সনে করিতে চাহে রন ॥২১৮২॥

ডাক দিয়া বলে তবে কাম দুর্য্যোধন।
কারে পুত্র বলিস বেটা করসিয়া রণ ॥২১৮৩॥
রুক্মিনির পুত্র মুঞি কৃষ্ণের তনয়।
চুরি করি সমুদ্রে আমায় পেলিলে পাপাসয় ॥২১৮৪॥
কৃষ্ণের গুনেতে আমা রাখিল গোসাঞি।
এখনে মারিয়া তোমা পাটাব জম ঠাঞি ॥২১৮৫॥
এতেক শুনি সম্বর উঠে কোপমনে।
জুঝিবার অস্ত্র তবে করিল ধারনে ॥২১৮৬॥
দুইজনে জুদ্ধ তবে হইল ঘোরতর।
কেহোত জিনিতে নারে একোই স্মোসর ॥২১৮৭॥
গন্ধর্ব্ব অজয় অস্ত্র জত মায়া জানে।
প্রদ্যুম্ন উপরে কৈল বান বরিসনে ॥২১৮৮॥
নানা অস্ত্র জানে কাম রতি উপদেসে।
কাটিয়া পেলিল অস্ত্র সকল আকাসে ॥২১৮৯॥
ভাঙ্গিয়া সকল অস্ত্র করেন বড়াঞি।
মুদ্গরের ঘাএ তুমি জাবে জম ঠাঞি ॥২১৯০॥
তপের ফলে দেবি তারে দিলত মুদ্গর।
সংসার জিনিল তেঞি পাপিষ্ঠ অসুর ॥২১৯১॥
অজেয় অচ্ছেদ অস্ত্র সেইত মুদ্গর।
ব্রহ্মঅস্ত্র হইতে নারে তাহার স্মোসর ॥২১৯২॥
হেন মুদ্গর অস্ত্র লইল সম্বর।
দসদিগ দিপ্ত করে জেন দিবাকর ॥২১৯৩॥
দেখিয়া সকল লোক চমকীত মনে।
দেখিতে আইলা তবে সব দেবগনে ॥২১৯৪॥
মুদ্গর দেখিয়া কাম কাঁপিলা অন্তরে।
হেনকালে আইলা নারদ মুনিবরে ॥২১৯৫॥
না জুড়িহ অস্ত্র কাম স্থির কর মনে।
দেবির বরে অজয় মুদ্গর তৃভূবনে ॥২১৯৬॥

একভাবে চিন্ত দেবি না কর বিসাদ।
না করীব বল অস্ত্র তাঁহার প্রসাদ ॥২১৯৭॥
এতেক বলিয়া তবে গেলা তপোধন।
অস্ত্র এড়ি চিন্তে কাম দেবির চরণ ॥২১৯৮॥
প্রকৃতি সরূপা দেবি জগত জননি।
তুমি সর্ব্ব আধার জগত মোহিনি ॥২১৯৯॥
তুমি নদ তুমি নদি জগত প্রকাস।
তুমি জল তুমি স্থল জতেক আকাস ॥২২০০॥
বিপদনাসিনি দেবি ত্বুর্গতি খণ্ডিনি।
তুমি সব অস্ত্র সাস্ত্র তুমি নারায়নি ॥২২০১॥
চরনে ধরিয়া বলো করহ উদ্ধার।
মুদ্গরের ঘাএ শ্রম নহুক আমার ॥২২০২॥
অধিষ্ঠান হৈয়া তারে বলেন পার্ব্বতি।
না করিহ ভয় পুত্র স্থির কর মতি ॥২২০৩॥
অস্ত্র লৈয়া মার ঝাঁট সম্মর অসুরে।
পুষ্পমালা হৈয়া গলে রহিব মুদ্গরে ॥২২০৪॥
হরসিতে কামদেব মুদ্গর সহে।
সংগ্রামের মধ্যে গিয়া তাকে উচ্চ রাএ ॥২২০৫॥
দসদিগ দিপ্ত করি আইসে মুদ্গর।
পুষ্পমালা হৈয়া রহে গলার উপর ॥২২০৬॥
দেখিয়া সম্মর তবে চিন্তে মনে মন।
নিশ্চয় জানিল আজি আমার মরন ॥২২০৭॥
তবে কাম অর্দ্ধচন্দ্র পুরিল সন্ধান।
মন্ত্র পড়িতে বান হয় মুর্ত্তিমান ॥২২০৮॥
এড়িলেক অর্দ্ধচন্দ্র কী কহিব কথা।
কুণ্ডল সহিতে কাটে সম্মরের মাথা ॥২২০৯॥
পড়িল সম্মর তবে দেখে দেবগন।
প্রদ্যম্ন উপরে কৈল পুষ্প বরিসন ॥২২১০॥

মারিলে সম্বর তুমি সর্ব্বলোকের বৈরি।
আজি হৈতে নাম তোমার হইল সম্বরারি ॥২২১১॥
তার জত ধন জন রথেত তুলিয়া।
লড়িলা দ্বারকা পুরি হরসিত হৈয়া ॥২২১২॥
অন্তরিক্ষে রথে চড়ি চলিলা সত্বরে।
সিগ্রগতি পাইল গিয়া দ্বারিকা নগরে ॥২২১৩॥
সচিপুরন্তর জেন ভ্রমএ কৌতুকে।
প্রভাতে উঠিয়া তারে দেখে সর্ব্বলোকে ॥২২১৪॥
সকল স্ত্রিলোক সব হৈল কামে অচেতন।
ভূমিতে বসিয়া সভে খসায়া বসন ॥২২১৫॥
তবেত রুক্মিনি দেবি গুনে মনে মন
হেনরূপে পুত্র মোর লহিল কি কারন ॥২২১৬॥
স্যামল সুন্দর রূপ কৃষ্ণের সদৃসে।
পুর্ন্নিমার চন্দ্র জেন উদয় আকাসে ॥২২১৭॥
কোন ভাগ্যবতি ইহায় উদরে ধরিল।
কোন ভাগ্যবতি স্বামি করি পাইল ॥২২১৮॥
জিত জদি মোর পুত্র হইত এইরূপ।
কান্দিতে কান্দিতে বলে হএবা সরূপ ॥২২১৯॥
বসুদেব দৈবকী আইলা সেই ঠাঞি।
তত্ত্ব জানি গোবিন্দাই আইলা তথাই ॥২২২০॥
মুনিবর নারদ আইলা সত্বরে।
কহিল সকল কথা সভার ভিতরে ॥২২২১॥
হরিসে রুক্মিনি দেবি করএ ক্রন্দন।
দুই স্তনে দুগ্ধ পড়ে পুত্র দরসন ॥২২২২॥
রথে হৈতে উলিয়া প্রনাম সে করি।
বসুদেব দৈবকী বন্দিল শ্রীহরি ॥২২২৩॥
বলদেব বন্দিয়া বন্দিল উগ্রসেনে।
একে একে বন্দিল জতেক গুরুজনে ॥২২২৪॥

রুক্মি দৈবকী চরন বন্দন।
রতির সঙ্গতি গৃহে করিল গমন ॥২২২৫॥
হরিসে রুক্মিনি দেবি আপনা পাসরি।
পুত্রবধু ঘরে আনি পুত্রোৎসব করি ॥২২২৬॥
হেন অদ্ভুত কথা সুনহ সংসারে।
গুনরাজ খাঁন বলে হরির কিঙ্করে ॥২২২৭॥ *
কৃষ্ণ[1] অবতারে নর[1] সুন এক চিত্তে।
সত্যভামা দেবির বিভা হইল জেমতে[2] ॥২২২৮॥
গোবিন্দের সখা সত্রাজিত নৃপবর[3]।
কৃষ্ণমৈত্র করি বৈসে দ্বারিকা নগরে[4] ॥২২২৯॥
সমুদ্রের কুলে গিয়া রাজা একেস্বর।
নিরাহারে সূর্য্য সেবে দ্বাদস বৎসর ॥২২৩০॥
কঠর[5] তপে তুষ্ট তারে হৈলা দিবাকর[5]।
অধিষ্ঠান হৈয়া বলে রাজা মাগ বর ॥২২৩১॥ †
সূর্য্যের বচনে রাজা ভূম্যে লোটাইয়া।
জোড়হাতে বর মাগে প্রনতি[6] করিয়া ॥২২৩২॥
সরূপে প্রসন্ন মোরে হৈলা দিবাকর।
দেহত গলার মুনি[7] জগত ইস্বর ॥২২৩৩॥
স্যমন্তক মনি তারে দিলা দিবাকর।
গলে[8] মুনি দিয়া আস্তে[8] দ্বারিকা নগর ॥২২৩৪॥

---

* ২৭৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
১-১ গোবিন্দবিজয় নর (খ) ; শ্রীকৃষ্ণবিজয় কথা (খ)
২ জেনমতে (খ) ৩ মহাসর (খ)
৪ নির্ণয় (খ)
এই কলিটি (খ) পুথিতে নাই। ৫-৫ কঠোর তপ করি তুষ্ট কৈলা দিবাকর (খ)
† অতিরিক্ত কলি (খ) পুথি :—
যেই বর মাগ তাহা দিবত সত্বর।
৬ প্রণাম (খ), (ঘ) ৭ মণি (খ) ৮-৮ গলায় পরিয়া আইল (খ)

সূর্য্য হেন তেজ দেখি দ্বারিকার জনে।
সত্বরে জানাইল গিয়া কৃষ্ণের[1] চরনে ॥২২৩৫॥
সুন[2] সুন গোবিন্দাই অদ্ভুত কাহিনি[2]।
তোমা দেখিবারে সূর্য্য আইলা[3] আপুনি[3] ॥২২৩৬॥
অতিত্ত প্রচণ্ড তেজ[4] সহিবারে নারি।
সম্বোধিয়া পাঠাহ সূর্য্য সুনহ শ্রীহরি ॥২২৩৭॥
রুক্মিনি সহিত কৃষ্ণ খেলে পাসাসারি।
এড়িয়া[5] চিন্তিল তথা দেব শ্রীহরি[5] ॥২২৩৮॥
না করিহ চিন্তা সুন আমার উত্তর।
মনি পায়্যা আসে সত্রাজিত নৃপবর ॥২২৩৯॥
ভাল হৈল মুনি তারে দিল দিবাকরে।
সুখেত[6] বসিব লোক[6] দ্বারিকা নগরে ॥২২৪০॥
তবে সত্রাজিত আসি দ্বারকা[7] নগরে[7]।
বিধিমতে[8] পুজা করি মনি নিল ঘরে ॥২২৪১॥
নিত্য[9] অষ্টভার[9] প্রসবে সেই মনি।
তাহার প্রসাদে লোক[10] দুঃখ[10] নাহি জানি ॥২২৪২॥

১ গোবিন্দ (খ), (ঘ)
২-২ সুন সুন ভক্তে প্রভু কমল লোচন (খ)
শুন শুন গোবিন্দাই জগত কারণ (ঘ)
৩-৩ করিল গমন (খ), (ঘ)
৪ রূপ (খ), (ঘ)
৫-৫ পাস রেড়ি মনে চিন্তে ত্রিদস অধিকারি (খ)
পাশা ছাড়ি মনে চিন্তে ত্রিদশ অধিকারী (ঘ)
৬-৬ সুখে নিবসয়ে লোক (খ)
সুখেতে থাকুক মোর (ঘ)
৭-৭ সভার ভিতরে (খ), (ঘ)
৮ নানা বিধি (খ); নানাবিধ (ঘ)
৯ নিত্য অষ্টভার স্বর্ণ (খ); নিত্য অষ্টভার সুবর্ণ (ঘ)
১০-১০ রোগশোক (খ), (ঘ)

খণ্ডিলেক খুধা তৃসা অকালে মরন।
নাহি[১] রোগ নাহি সোক হরিস সর্ব্বক্ষন[১] ॥২২৪৩॥
তবে[২] গোবিন্দাই মনে ইসত হাসিয়া[২]।
মাগিল রাজারে মুনি উদ্ধব পাঠাইয়া ॥২২৪৪॥
কৃপিন হইল রাজা কুবুদ্ধি লাগিল।
গোবিন্দের মায়াতে চিত্তে স্থির লহিল ॥২২৪৫॥
পাত্ত অর্ঘ্য দিয়া রাজা উদ্ধব পুজিয়া।
বলিল[৩] বিনয় বোল প্রনত হইয়া[৩] ॥২২৪৬॥
শুনহ উদ্ধব কহোঁ[৪] অকপট বানি[৪]।
গোবিন্দ মাগিব মনি হেনজ্ঞি না জানি ॥২২৪৭॥
সিত্রুভাই প্রসেনেরে সুন্দর দেখিয়া।
দিলত তাহারে মনি গলাএ গাঁথিয়া ॥২২৪৮॥
পরিহার করি বলি শুন একমনে।
ভালমতে কহিয় কথা গোবিন্দ চরনে ॥২২৪৯॥
না দিবেক মনি কথা উদ্ধব[৫] মুখে শুনি।
ইসত[৬] হাসিয়া ঘরে গেলা[৬] চক্র পানি ॥২২৫০॥
তবে কথোদিনে প্রেসেন ঘোড়াএ চড়িয়া।
মৃগ মারিবারে জায় গলে মনি দিয়া ॥২২৫১॥

১-১ নাহি দ্বন্দ্ব নাহি ক্লেস হরিস সর্ব্বক্ষণ (খ)
নাহি ক্লেশ নাহি দ্বন্দ্ব (?) হরিষ সর্ব্বজন (ঘ)

২-২ তবে দিন কথো বই গোবিন্দ হাসিয়া (খ)

৩-৩ প্রণতি করিয়া বলে দুকর যুড়িয়া (খ)
প্রণতি করিয়া বলে যোড় হাত হয়ে (ঘ)

৪-৪ মোর কপট এ বানি (ঘ)

৫ দূত (খ)

৬-৬ হাসিয়াত ঘর গেলা (ঘ)

গলে[১] মুনি মৃগ মারে দেখিল কেসরি[১]।
রুসিয়া নিকট[২] হৈল[২] নিজ রূপ ধরি ॥২২৫২॥
পবিত্রে ধরিতে মুনি সুর্য্য দিল বর।
অপবিত্রে ধরিলে প্রানে মারে মনিবর ॥২২৫৩॥ *
ধরিয়া লইল প্রান কানন ভিতরে।
অস্বসনে প্রেসেনে পাঠাইল জম ঘরে ॥২২৫৪॥ *
মনি লৈয়া জাএ সিংহ কানন[৩] ভিতরে[৩]।
আচম্বিতে জাম্বুবান দেখিল তাহারে ॥২২৫৫॥
মনিরত্না দেখিয়া ধরিল কেসরি।
প্রানে[৪] মারি মুনি লৈয়া গেলা নিজ পুরি ॥২২৫৬॥
হ্রদে[৫] সম্ভাইয়া গেলা[৫] পাতাল ভূবনে।
পুত্রে মনি দিয়া তবে রহাইল ক্রন্দনে ॥২২৫৭॥ †

১-১ গলে মণি দিয়া যায় মৃগ অনুসারি (খ)
মুনি রত্ন দেখি তবে ধাইল কেসরি (ঘ)

২-২ আইল সিংহ (ঘ)

* ২২৫৩ এবং ২২৫৪ সংখ্যক পদ (খ) পুঁথিতে নাই।
(ঘ) পুথির পাঠ এখানে এইরূপ :—

পবিত্রে ধরিতে মণি দিলা দিবাকর।
অপবিত্রে ধরে মণি কানন ভিতর॥
প্রানে মারিয়া মণি লইল কেশরী।
মণি লয়ে যায় সিংহ আপনার পুরী॥

৩-৩ আপনার পুরি (খ), (গ)

৪ সিংহ (খ), (ঘ)

৫-৫ সান্ধাইলা জাম্বুবান (খ); সান্ধাইল জাম্বুবান (ঘ)

† অতিরিক্ত পাঠ (খ), (ঘ) :—

বন্ধুগণ লৈয়া করে ভাই অন্বেষণ।
[না পাইলে উদ্দেশ্য তার নিশ্চয় মরণ (ঘ)]
তাহের মরণে রাজা করয়ে ক্রন্দন।
কেমনে মরিল ভাই করয়ে বাখান।
মনে দুঃখ পায় তবে হয়ে হত জ্ঞান।

হেনরূপে মহাসুখে আছে জাম্বুবানে।
মরিল[১] প্রসেন তবে সত্রাজিত সুনে[১] ॥২২৫৮॥

মালব রাগ

সকল দ্বারকার লোক একত্র করিয়া।
সত্রাজিত সঙ্গে[২] বুলে[২] প্রেসেন চাহিয়া ॥২২৫৯॥
জিবন উদ্দেস[৩] তার কোথাহ না পাইল।
ভাই ভাই বলি রাজা কান্দিতে লাগিল ॥২২৬০॥
হাতাস হইয়া রাজা আসি নিজ ঘরে।
ভাএর মরনে চিন্তে বলে ধিরে ॥২২৬১॥ *
জখন মাগিয়া মনি পাঠাইল[৪] নারায়ন[৪]।
না দিল তাহাঁরে মুনি দিলত প্রসেনে ॥২২৬২॥
তখনি[৫] মরিল ভাই সুন সর্ব্বজন।
প্রসেনে মারিয়া মুনি নিল নারায়ন ॥২২৬৩॥
এই কথা কানাকানি সর্ব্বলোকে গাই।
এই[৬] সব কথা তবে[৬] সুনিল গোবিন্দাই ॥২২৬৪॥
কেন হেন মিথ্যাবাদ হইল আচম্বিতে।
মনেত[৭] চিন্তিয়া হরি[৭] হইলা বিস্মিতে ॥২২৬৫॥
জানিল চতুর্থির চন্দ্র দেখিল ভাদ্রমাসে।
তথির কারনে মিথ্যা উপজিল দোসে[৮] ॥২২৬৬॥

১-১ তথা [হেথা (ঘ)] সত্রাজিত করে ভায়ের সন্ধান (খ), (ঘ)
২-২ মনে বলে (ঘ)   ৩ উপায় (খ)
* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুঁথিতে নাই।
৪-৪ দেব নারায়ণে (খ), (গ)   ৫ এখন (ঘ)
৬-৬ দুষ্টমুখে সব কথা (খ)
লোকমুখে সব কথা (গ)
৭-৭ মনে মনে গুনি কৃষ্ণ (খ); মনেতে গুনিয়া কৃষ্ণ (গ)   ৮ দোষে (ঘ)

তবে গোবিন্দাই সব বন্ধুজন আনি।
একত্র সভায় করিয়া কৈলে প্রযবানি ॥২২৬৭॥
গলে মনি প্রসেন মরিল১ অরন্য২ ভিতরে।
না৩ জানিয়া সর্ব্বলোক৪ দোসএ আমারে ॥২২৬৮॥
মিথ্যাবাদ হৈল মোর স্বন বন্ধু৫জন।
প্রসেন উদ্দেসে আমি করিব৬ গমন ॥২২৬৯॥
জেই দিগে গেলা প্রসেন চড়ি৬ অশ্ববরে৬।
বন্ধুজন৭ লৈয়া তথা গেলা দামোদরে৭ ॥২২৭০॥ *
কথোদুর অরন্য মদ্ধে গেলাত৮ শ্রীহরি।
মারিয়া প্রেসেন অশ্ব৯ জাএত৯ কেসরি ॥২২৭১॥ †

১ গেল (খ) ২ বনের (খ)
৩-৩ কে মারিল তারে লোক (খ), (ঘ) ৪ সর্ব্ব (খ), (ঘ)
৫ করিতাম (খ) ৬-৬ ঘোড়ায় চড়িয়া (ঘ)
৭-৭ সর্ব্বজন সঙ্গে তথা গেল গদাধরে (খ)
সেই দিকে গেলা কৃষ্ণ বন্ধুজন লইয়া (ঘ)
* অতিরিক্ত :
বন্ধুজনে সঙ্গে করি সে দেব শ্রীহরি।
কাননে ফিরেন অশ্বপদ অনুসারি ॥ (ঘ)
৮ দেখিলেন (ঘ) ৯-৯ মণি নিলেন (ঘ)
† ২২৭১ হইতে ২২৭৩ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত (খ) পুথির পাঠান্তর :—
অরণ্য ভিতর অশ্বপদ অনুসারি।
বন্ধুগন সঙ্গে তথা ভ্রমেন শ্রীহরি॥
যেখানে প্রসেন বধ কৈর‍্যাছে কেসরি।
সর্ব্বজন সঙ্গে তবে দেখিল শ্রীহরি॥
সিংহপদ খুজি পুজি জায় ধিরে ধিরে।
তবে কথো দুরে দেখে অরণ্য ভিতরে॥
ভল্লুক মারিল দেখি সেইত কেসরি।
সিংহ মারি ঋক্ষ গেছে রসাতল পুরি॥

তাহা এড়ি সিংহপথে[১] ধরিল গদাধর ।
বন্ধুজন[২] লৈয়া জায়[২] অরণ্য ভিতর ॥২২৭২॥ *
আর কথো দূরে দেখিল মরিচ কেসরি ।
মারিয়া ভলুক গেলা রসাতল পুরি ॥২২৭৩॥ *
বিচিত্র সুরঙ্গ দেখি তার সন্নিধানে ।
সেই পথে ভলুক রাজা করিল গমনে ॥২২৭৪॥
তবে[৩] দামোদর সব বন্ধুজন[৪] আনি ।
নিয়ম[৫] পুর্ব্বক কাছু[৫] বৈল পৃয়বানি ॥২২৭৫॥
মিথ্যাবাদ জত হৈল বিদিত তোমারে[৬] ।
অবস্ত[৭] উদ্দেস আমি করিব তাহারে ॥২২৭৬॥
দ্বাদস দিবস এথা অপসর[৮] করি ।
জাইহ সকল লোক দ্বারকা নগরি ॥২২৭৭॥
এতদিনে[৯] যদি মোর[৯] নহিল গমন ।
নিস্চয়[১০] জানিহ তবে আমার মরন ॥২২৭৮॥
করাইহ শ্রার্দ্ধ সান্তি সাস্ত্রের বিধানে ।
প্রদ্যুম্ন[১১] পুত্রের মোর[১১] করিহ পালনে ॥২২৭৯॥
বসুদেব দেবকীরে বলিহ নমস্কার ।
করিব সেবন জদি আসি পুনর্ব্বার ॥২২৮০॥

---

১ সিংহপথ (ঘ)
২-২ তবে কত দূরে দেখি (ঘ)
* পূর্ব্ব পৃষ্ঠার * চিহ্নিত পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।
৩ তা দেখি (খ) ; তা দেখিয়া (ঘ) ৪ জন বন্ধু (খ)
৫-৫ সবিনয়ে সভাকারে (খ)
বিনয় করিয়া তারে (ঘ)
৬ সংসারে (খ), (ঘ) ৭ পাতালে (খ), (ঘ)
৮ অবধি যে (খ) ; অবলম্ব (ঘ)
৯-৯ দ্বাদশ দিবসে যদি (খ), (ঘ)
১০ প্রত্যপে (খ), (ঘ)
১১-১১ রুক্মিণী দেবীরে মোর (খ), (ঘ)

এত[১] বলি দৃঢ় করি বান্ধি পরিকর[১]।
সুরঙ্গ প্রেবেস তবে করিলা গদাধর ॥২২৮১॥ *

মল্লার রাগ

কথোডুরে[২] এক স্বর্ন্ন পুরি নির্ম্মান।
সুরঙ্গ প্রেবেসি কৃষ্ণ দেখি বিদ্যমান[২] ॥২২৮২॥
পুরি[৩] প্রেবেসিয়া কৃষ্ণ অভ্যন্তরে জাই[৩]।
সিসু কোলে এক নারি[৪] দেখিল তথাই ॥২২৮৩॥
কান্দএ ছাওাল তারে বলে প্রীয় বানি।
না কান্দ না কান্দ লেহ স্যমন্তক মুনি[৫] ॥২২৮৪॥
মনির নাম শুনিঞা কৃষ্ণ ধাইলা সত্বরে।
কাড়িয়া লইল মুনি[৬] পুরির ভিতরে ॥২২৮৫॥
মুনি লৈয়া হরসিতে করিলা গমনে।
ধাইয়া গিয়া ধাড়ু[৭] বলে রাজা জাম্বুবানে ॥২২৮৬॥

১-১ এতেক বলিয়া দৃঢ় করি পরিকর (খ), (গ)

* অতিরিক্ত পাঠ (খ) পুথি :—

মহা ঘোর অন্ধকার সুরঙ্গ ভিতরে।
অন্ধকার সুরঙ্গ পথে যায় দামোদরে॥
অন্ধকার দেখি চিন্তা করে নারায়ন।
সুদর্শন চক্রে প্রভু করিলা স্মরন॥
সুদর্শন চক্র সব অন্ধকার কাটে।
মহানন্দে চলে প্রভু সুরঙ্গের পথে॥

২-২ কথো [কত (ঘ)] ডুরে দেখি এক পুরির নির্ম্মান।
সব ধারি আওাস [আওাস (ঘ)] দেখিতে সুঠাম॥ (ঘ), (ঙ)

৩-৩ দুয়ারে প্রবেস করি অভ্যন্তরে জাই (খ)
দ্বারে প্রবেশিয়া কৃষ্ণ অভ্যন্তরে যাই (ঘ)

৪ নারী (খ)
৫ মনি (খ) ; মণি (ঘ)
৬ মনি (খ) ; মণি (ঘ)
৭ নারি (খ) ; নারী (ঘ)

সুন সুন ঋক্ষরাজ আমার উত্তর।
এক গোটা মানুস আসি পুরির ভিতর ॥২২৮৭॥
আমারে মারিয়া মনি নিলেক কাড়িয়া।
হরসিতে[1] জাএ সেই পুরি এড়াইয়া[1] ॥২২৮৮॥
ধাত্রর বচন সুনি ঋক্ষ[2] মোহারাজ[2]।
ধাইলা কৃষ্ণের পাছে পায়্যা ব[illegible] বাজ ॥২২৮৯॥
কথোদুরে থাকায়া ডাকে উচ্চস্বরে।
মনি[3] চুরি করি দুষ্ট জাসি কোথাকারে ॥২২৯০॥
পড়িলিসি মোর হাথে নিকট মরন।
মানুস[4] সরির আজি[4] করিব ভক্ষন ॥২২৯১॥
দৈবে আনিএগ মোরে মিলাইল নিকটে।
প্রানে মারি খাব আজি দসন বিকটে ॥২২৯২॥
ভল্লুকের বচনে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল।
নেউটিয়া গদাধর তারে জুদ্ধ দিল ॥২২৯৩॥
দুইজনে জুধ্য হৈল অতি ঘোরতর।
কেহো কাহো জিনিতে নারে এক্রই সোসর ॥২২৯৪॥
হেনমতে দুইজন জুদ্ধ নাহি এড়ি।
কেহো[5] উঠে কেহো পড়ে[5] জায় গড়াগড়ি ॥২২৯৫॥
এথা সুলঙ্গ দ্বারে জত বন্ধু ছিল।
দ্বাদস দিবস হৈল গোবিন্দ না আইল ॥২২৯৬॥
মরিল গোবিন্দ সঙ্গে[6] সুদ্রঢ়[6] মনে[6] করি।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা দ্বারকা নগরি ॥২২৯৭॥

১-১ ততক্ষনে গেল সে পুরির বাহির হয়্যা (খ)

২-২ কাঁপে ভল্লুকরাজ (খ)

কোপে ভল্লুকরাজ (গ)

৩ মনি (খ) ; মণি (গ)

৪-৪ মনুস্য ভক্ষ আমার (খ), (গ)

৫-৫ মল্ল যুদ্ধ করি দুঁহে (খ), (গ)

৬-৬ অনুমান (খ) ; মনে [illegible] (গ)

পঠমঞ্জরি রাগ

বসুদেব[১] দেবকীরে কহিল উগ্রসেনে।
সুলঙ্গ প্রেবেসে কৃষ্ণ ছাড়িল জিবনে ॥২২৯৮॥ *
দ্বাদস দিবস কৃষ্ণ পরমিত করি।
সুলঙ্গে প্রবেস তবে করিল শ্রীহরি[২] ॥২২৯৯॥ *
পঞ্চদস দিবস হইল পরমান।
ছাড়িল সরির কৃষ্ণ ভলুক বিদ্যমান ॥২৩০০॥
জখন গোবিন্দ[২] হ্রদে প্রেবেস করে[২]।
করুন[৩] করিয়া কৃষ্ণ বলিল সভারে[৪] ॥২৩০১॥
দ্বাদস দিবস বই সভে জাইহ ঘর।
জেই[৫] জোগা হয় তাহা করিহ সত্বর[৫] ॥২৩০২॥ [৭]

১-১ বসুদেব দৈবকি আর উগ্রসেন রাজা।
বন্ধুগণ জত আছে জতেক পরজা॥
তা সবারে কহে জত কৃষ্ণের করন।
শুনিতে প্রমাদ কথা হরিল চেতন

* ২২৯৮ এবং ২২৯৯ সংখ্যক পদ দুইটি (ঘ) পুথিতে নাই।

২-২ সুলঙ্গে কৃষ্ণ পরবেস করে (খ)
সুড়ঙ্গে কৃষ্ণ প্রবেশন করে (ঘ)

৩ সকরুন (খ); সকরুণ (ঘ)

৪ আমারে (খ), (ঘ)

৫-৫ শ্রাদ্ধ শান্তি করাইহ পালিহ কিঙ্করে (খ)
শ্রাদ্ধ শান্তি করাইও পালিহ রুক্মিণীরে (ঘ)

৭ অতিরিক্ত (খ) ও (ঘ) পুথি :—

বাপ মায়ে [মাতা (ঘ)] শান্ত [শান্তি (ঘ)] করাইও রুক্মিণী সুন্দরী।
হেন [ভাল (ঘ)] মতে রাখিহ সবাই দ্বারকা নগরী॥
বলিয়া [এত বলি (ঘ)] সুরঙ্গ [সুড়ঙ্গ (ঘ)] প্রবেশ কৈল গদাধর।
যেই যোগ্য কর্ম হয় করহ সত্বর।

এতেক অসুভ বানি[১] দৈবকী শুনিল।
হাতাস[২] করিয়া[২] দেবি ভূমেতে পড়িল ॥২৩০৩॥
কান্দেন[৩] দৈবকি দেবি রুক্মিনি কোলে করি।
আজি হৈতে সুন্য হৈল দ্বারকা নগরি[৩] ॥২৩০৪॥
কতেক বিঘ্ন বিধাতা লেখিল[৪] কপালে।
এড়াইল মরন কত[৫] নন্দের গোকুলে ॥২৩০৫॥
পাপিষ্ঠ কংসের ঠাঁঞি পুন্যে[৬] এড়াইল।
জরাসিন্ধু আঠার বার মারিতে আইল ॥২৩০৬॥
তোমার বিবাহে দেবি রাজচক্র জিনি।
এড়াইল মরন তথা দেব[৭] চক্রপানি[৭] ॥২৩০৭॥
পাপিষ্ঠ সত্রাজিত রাজা ডুসিল[৮] তাহারে।
ভখির কারনে কৃষ্ণ সুলঙ্গেতে মরে ॥২৩০৮॥ *

মহাবারাড়ি

সপ্তাহ আনল কুণ্ড সভা বিদ্যমানে।
প্রেবেসিয়া[৯] অগ্নিকুণ্ডে[৯] তেজিব জিবনে ॥২৩০৯॥

---

১ বোল (খ), (ঘ)
২-২ বিবোধ ভাবিয়া (খ) ; হা হুতাশ করিয়া (গ)
৩-৩ পাঠান্তর (খ) ও (ঘ) পুথি :—
কাঁদয়ে দৈবকী দেবী হয়্যা অচেতন [হরিয়ে চেতন ঘ)]।
রুক্মিণীকে কোলে করি করয়ে ক্রন্দন।
কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে দেবী বলে হরি হরি।
আজি হৈতে শূন্য হৈল দ্বারকা নগরী।
৪ পুত্রের (খ), (ঘ)
৫ শত (খ), (ঘ)
৬ প্রাণ (ঘ)
৭-৭ রাখিল গোসাঞি (খ)
রাখিল ভবানী (ঘ)
৮ দুঃশীল (ঘ)
* অতিরিক্ত পাঠ (খ) পুথি :—
গুনের সাগর পুত্র কোন গুন কহিব।
পুত্র বিহনে প্রান কেমনে ধরিব।
৯-৯ অনলে পুড়িয়া আমি (খ)

দৈবকী ক্রন্দন সুনি রুক্মিনি সুন্দরি।
হরি হরি সুন্য কেন করিলে মোর পুরি ॥২৩১০॥
সিসুকাল হইতে চিন্তিল নারায়ন[১]।
বড়[২] ভাগ্য স্বামি হৈল[২] কমললোচন[৩] ॥২৩১১॥
হেন প্রাননাথ মোরে ছাড়িলে অকালে।
পুড়িয়া[৪] যৌবন আজি জাব রসাতলে ॥২৩১২॥
বিসাদ করিয়া[৫] দেবি করএ ক্রন্দন।
আচম্বিতে বাম উরু করিল স্পন্দন[৬] ॥২৩১৩॥
ক্রন্দন[৭] সম্বরি[৭] বলে[৮] দৈবকী চরনে[৮]।
নাহি মরে তোমার[৯] পুত্র[৯] লয়[১০] মোর মনে[১০] * ॥২৩১৪॥
সিথার সিন্দুর মোর আছএ উজ্জ্বল।
কণ্ঠের[১১] হার কেজুর[১১] কর্ন্নের কুণ্ডল ॥২৩১৫॥
দুই বাহু সঙ্খ মোর অধিক দিপ্ত করে।
কুসলে আছএ তথা প্রভু দামুদরে ॥২৩১৬॥
উঠ[১২] উঠ পুজ দেবি[১২] চণ্ডিকা ভবানি।
বিপদনাসিনি দেবি হরের ঘরনি ॥২৩১৭॥

১ শ্রীমধুসূদন (খ), (ঘ)
২-২ গড্ডু করি বিভা কৈল (খ)
৩ দেব নারায়ণ (ঘ)
৪ এ রূপ (খ), (ঘ)
৫ ভাবিয়া (খ), (ঘ)
৬ স্পন্দন (খ)
৭-৭ করুনা সম্বরি (খ)
৮-৮ দেবী বলিল বচন (খ), (ঘ)
৯-৯ স্বামী মোর (ঘ)
১০-১০ কমললোচন (খ), (ঘ)
১১-১১ দিপ্ত করে মুক্তাহার (খ)
দিপ্ত করে কণ্ঠের হার (ঘ)

* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—
উরু স্পন্দন জোতিঃ [হার (খ)] অগ্নি যেন জ্বলে।
নাহি মরে প্রভু মোর আছয়ে কুশলে [মন সাক্ষি বলে (খ)]।

১২-১২ এক চিত্ত মনে পুজ (খ)
এক মনে চিন্ত দেবী (ঘ)

রুক্মিনির বাক্যে[১] দেবি স্নান করিয়া।
পুজন্তি[২] চণ্ডিকা ঘট সুবর্ন পাতিয়া[২] ॥২৩১৮॥
স্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি সে কারন।
দুর্গতি নাসিনি দেবি বিপদে[৩] বন্ধুজন[৩] ॥২৩১৯
পুত্রদান দেহ মোরে আন গোবিন্দাই।
তোমার প্রসাদে সোক সাগর এড়াই ॥২৩২০॥
হেনমতে চণ্ডিকা পুজেন দৈবকী রুক্মিনি।
এথা উগ্রসেন রাজা বসুদেব আনি ॥২৩২১॥
সাস্ত্রের[৪] বিধানে স্রার্দ্ধসান্ত করাইয়া[৪]।
লোকীক কর্ম্ম করিল সমুদ্রকুলে গিয়া ॥২৩২২॥
দস[৬] পিণ্ড দান কৈল সমুদ্রের কুলে।
পিণ্ডদান তর্পন কৈল সমুদ্রের[৭] জলে[৭] ॥২৩২৩॥
এথা নিরাহারে জুদ্ধ করে দুইজনে।
সপ্তবিংসতি দিন হইল[৮] লঙ্ঘনে[৮] ॥২৩২৪॥ ণ

১ বোলে (খ)

২—২ পুজিল সুবর্ন ঘাটে চণ্ডিকা স্থাপিয়া (ক)
পুজন্তি সুবর্নঘটে পত্রিকা স্থাপিয়া (গ)

৩-৩ বিপক্ষভঞ্জন (ঘ)

৪-৪ সাস্ত্রের বচনে তারে প্রবোধ করিয়া (ক)
শাস্ত্রের বচনে তারে শান্ত করাইয়া (ঘ)

৫ বিধান (খ), ঘ)
৬ নব (খ

৭-৭ মকোদধি জলে খ
৮-৮ নহিল লজ্ঞানে (খ)

ণ ২৩২৪ সংখ্যক পদটি ঘ পুথিতে নাই। পরে অতিরিক্ত পাঠ :—

নবপিণ্ড দান কৈল সাস্ত্রের বিধানে।
সম্পুর্ন করিল শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিনে।
দশপিণ্ড দান কৈল ক্ষত্রির বিধানে।
সম্পুর্ন হইল শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিনে। (খ)

পিণ্ডদান কত কৈল দ্বারকা নগরে।
তৃপ্ত হৈয়া বল বাড়িল সরিরে ॥২৩২৫॥

বসন্ত রাগ

বিসেস কৌতুক বড় হইল মুরারি।
তিন[১] নব দিবস জুদ্ধ ভলুক সনে করি[১] ॥২৩২৬॥ *
জিনিঞা ভলুক কৃষ্ণ বস্যে বুকের উপরে।
বসিয়া আপন মুর্ত্তি ধরে গদাধরে ॥২৩২৭॥ †
রাম অবতারে ভলুক রামের সেবা কৈল।
সেই রামমুর্ত্তি ভলুক হৃদয়ে জানিল ॥২৩২৮॥ †
জানিল মানুস নহে দেব স্রীহরি।
করপুটে[২] ভলুক রামকে[২] স্তুতি করি ॥২৩২৯॥ †
সাগর বান্ধিয়া কৈলে রাবন মরন।
তোমার সেবক আমি বিস্তর কৈল রন ॥২৩৩০॥
তবে আমারে বর দিলে চক্রপানি।
ঋক্ষরাজা[৩] জাম্বুবান[৩] জগতে বাখানি ॥২৩৩১॥
চিরজিবি হৈয়া বসি পাতাল ভিতরে।
তোমার প্রসাদে কেহো লঙ্ঘিতে না পারে ॥২৩৩২॥
হেন বর দিয়া কেন ছল গদাধর।
কোন দোস করিল আমি[৪] তোমার গোচর ॥২৩৩৩॥

১-১ রামমুর্ত্তি দেখি ভলুক গোবিন্দে স্তুতি করি (গ)
* এই পদটি (খ) পুঁথিতে নাই।
† ২৩২৭, ২৩২৮, ২৩২৯ সংখ্যক পদ (খ) পুঁথিতে নাই।
২-২ জোড় হাত হৈয়া প্রভুরে (খ)
৩-৩ সর্ব্বত্রে অক্ষয় ধর্ম (খ), (ঘ)
৪ গোসাঞী (গ) ; প্রভু (খ)

শুনিঞা[১] ভলুক বোল দয়া উপজিল[১]।
এড়িয়া ভলুক কৃষ্ণ দুরে[২] দাণ্ডাইল ॥২৩৩৪॥
উঠিল ভলুকরাজ সম্বিত[৩] পাইয়া।
এক মনে স্তুতি করে গোবিন্দ দেখিয়া ॥২৩৩৫॥
সংসারের সার গোসাঞি কমললোচন।
স্রীষ্ঠি স্থিতি প্রলয় তুমি সে কারন ॥২৩৩৬॥
ক্রোধ শান্তি কর গোসাঞি আইস মোর পুরি।
পদরেনু[৪] দিয়া মুক্ত করহ শ্রীহরি ॥২৩৩৭॥
আনিঞা[৫] বসিতে দিল বিচিত্র সিংহাসন[৫]।
পাদ্য অর্ঘ্য ধুপ দিপ কস্তুরি চন্দন ॥২৩৩৮॥
নানা[৬] গুনে সম্পুর্ন রূপেতে পার্ব্বতি।
গোবিন্দেরে বিভা দিল কন্যা জাম্বুবতি ॥২৩৩৯॥
জৌতুক আনিঞা দিল স্যমন্তক মনি।
পালিহ[৭] আমার সুতা দেব চক্রপানি[৭] ॥২৩৪০॥*

১-১ ভল্লুকবচনে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল (খ), (ঘ) ২ দ্বারে (খ), (ঘ)
৩ সম্বিত (খ) ; স্তুম্ভিত (গ) ৪ রজ (খ), (ঘ)
৫-৫ ঘরে আনি দিল কৃষ্ণে দিব্য সিংহাসন (খ)
ঘরে আনি বসিতে দিলা রত্নসিংহাসন (ঘ)
৬ সর্ব্ব (খ), (ঘ)
৭-৭ কন্যারত্ন বিভা কৈল দেবচক্রপানি (খ) ; কন্যারত্ন লইয়া চলিল চক্রপানি (ঘ)
* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ :—

নানাবিধি ভক্ষ দ্রব্য করিলা ভক্ষনে।
বিচিত্র পালঙ্কমধ্যে করিলা শয়নে॥
জাম্বুবতির সঙ্গে গোসাঞি রঙ্গে বাসরঘর।
প্রভাতে উঠিলা তবে দেব গদাধর॥
জাম্বুবতি সঙ্গে রঙ্গে দেবনারায়ন।
জাম্বুবানের রথে দুহে করি আরোহন॥
জাম্বুবানে আলিঙ্গন দিয়া নারায়ন।
দ্বারকার পথ দিয়া করিলা গমন॥

জাম্বুবানের রথে কৃষ্ণ করিল আরোহন।
সুলঙ্গের পথে উঠি করিল গমন ॥২৩৪১॥
দ্বারকা নিকটে সঙ্খধ্বনি[১] দিল নারায়ন[১]।
পাঞ্চজন্য নাদ সুনি আইলা[২] বন্ধুজন[২] ॥২৩৪২॥
কৃষ্ণ আইলা কৃষ্ণ আইলা বলে সর্ব্বলোক।
করিল[৩] হরিস বড়[৩] খণ্ডিল সর্ব্ব সোক ॥২৩৪৩॥
জাম্বুবতি সংহতি ঘর আইলা শ্রীহরি।
সচি সঙ্গে পুরন্দর জেন[৪] সুরপুরি[৪] ॥২৩৪৪॥
আইলা দৈবকীদেবি হরসিত মনে।
পুত্রবধু লৈয়া গেলা আপন ভুবনে[৫] ॥২৩৪৫॥
জেজন সুনে[৬] ভনে তার দুঃখ নাহি রহে।
হেনই অদ্ভুত কথা শ্রীকৃষ্ণ বিজএ ॥২৩৪৬॥
অদ্ভুত অমৃত কথা সুনিলে না মরি।
গুনরাজ খান বলে বন্দিয়া শ্রীহরি ॥২৩৪৭॥

পঠমঞ্জরি রাগ

হেনমতে মনি আনি দেব গদাধর।
বন্ধুজন[৭] লৈয়া বসিলা[৭] সভার ভিতর ॥২৩৪৮॥
ডাক দিয়া আনিল সত্রাজিত নৃপবরে।
মনি দিয়া সুদ্ধ হৈলা দেব[৮] গদাধরে[৮] ॥২৩৪৯॥

১-১ আসি শঙ্খধ্বনি কৈল (খ), (গ)
২-২ বান্ধব ধাইল (গ) ; সকলে ধাইল (ঘ)
৩-৩ সভার হরিস হইল (খ) ; মূর্চ্ছিতা হইয়া সবে (ঘ)
৪-৪ জেন শোভা করি (ঘ)
৫ সদনে (ঘ)   ৬ সুনে (খ), (গ)
৭-৭ বন্ধুজনে কহে কথা (খ)
বন্ধুজন সঙ্গ্যা কৃষ্ণ (ঘ)
৮-৮ সভার গোচরে (খ) ; সভার ভিতরে (ঘ)

জেনমতে পাইল মুনি কহিল শ্রীহরি।
মুনিঞা সত্রাজিতে লোকে তিরস্কার করি ॥২৩৫০॥
লাজে হেট মাথা রাজা করিল গমন।
মনি[1] লৈয়া[1] গেলা কাছু না বলিল বচন ॥২৩৫১॥
ঘরে গিয়া বন্ধুজনে[2] করি অনুমান।
কোন[3] ধনে তুষ্ট[3] মোরে হব নারায়ন ॥২৩৫২॥
সংসারের সার গোসাঞি আছে সর্ব্ব ধন।
কোন ধনে তুষ্ট করোঁ দেব নারায়ন ॥২৩৫৩॥
কন্যারত্না আছে মোর ভূবনে[4] অনুপামা।
জগতমোহিনি দেবি নামে সত্যভামা ॥২৩৫৪॥
মনি দিয়া গোবিন্দেরে দিব কন্যাদান।
তবে তুষ্ট হব মোরে করি অনুমান ॥২৩৫৫॥
আর দিনে সত্রাজিত বন্ধু জন লৈয়া।
চলিলা কৃষ্ণের[5] ঠাঞি[5] হরসিত হৈয়া ॥২৩৫৬॥
নিকট[6] হইয়া রাজা করপুট করি[6]।
আমার বিনয়[7] কিছু শুনহ শ্রীহরি ॥২৩৫৭॥
উদ্ধব পাঠায়া মনি মাগিলা নারায়নে।
প্রসেনেরে দিয়া কৈল আজ্ঞা সংখনে ॥২৩৫৮॥

ললিত

দৈব নিবন্ধ তার খণ্ডন না জায়।
গলে[8] মনি প্রসেন মৃগ মারিবারে জায়[8] ॥২৩৫৯॥

১-১ মলিন হইয়া (ঘ)
২ সত্রাজিত (খ), (ঘ)
৩-৩ কেমনে আমারে তুষ্ট (খ), (গ)
৪ ত্রৈলক্য (খ)
৫-৫ গোবিন্দ স্থানে (খ), (ঘ)
৬-৬ গোবিন্দ সম্মুখে রাজা যোড় হাথ করি (খ), (ঘ)
৭ বচন (গ)
৮-৮ অশ্বথিত্রে ধরিলে মনি প্রাণ তার কর (খ), (ঘ)

অপবিত্রে[১] ধরিল মনি কানন ভিতরে[১]।
প্রানে[২] মারি সিংহ তারে নিল মুনিবরে[২] ॥২৩৬০॥
সর্ব্বদুষ্ট নিবারিতে তোমার অবতারে।
তোমা বিদ্যমানে অমি দুসিব কাহারে ॥২৩৬১॥*
অপরাধ কৈল দোস ক্ষেম নারায়ন।
দণ্ডবত[৩] প্রনাম করি ধরিল চরন[৩] ॥২৩৬২॥
উঠিয়া সম্ভ্রমে কৃষ্ণ তার হাথে ধরি।
মান্য কুটুম্ব হৈয়া কেন হেন করি ॥২৩৬৩॥
ক্ষেমিল সকল দোস সরূপ বচন।
পরম হরিসে ঘর করহ গমন ॥২৩৬৪॥
পুনরপি বলে রাজা জোড় করি হাত।
সরূপে প্র[স]ন্ন[৪] মোরে হৈলা জগন্নাথ ॥২৩৬৫॥
সর্ব্বগুনে[৫] সম্পূর্ন কন্যা আছে মোর ঘরে[৫]।
তাহাকে বিবাহ কর দেব[৬] গদাধরে[৬] ॥২৩৬৬॥
তোমা বিনু তার নাহিক সংসারে।
তোমার সত্রস[৭] সেই সুন[৮] গদাধরে[৮] ॥২৩৬৭॥

১-১ প্রবেশে মারিল সিংহ [সিংহে (ঘ)] অরণ্য ভিতরে (খ), (ঘ)

২-২ না জানিয়া প্রভু আমি দুসিনু তোমারে (খ)
এই কলিটি ও পরের পদের প্রথম কলিটি (ঘ) পুথিতে নাই।

* অতিরিক্ত পাঠ :—
পড়ঁ চরণে দোষ ক্ষমহ আমার।
আমাধিক পাপি নাহি এ ভব সংসার।

৩-৩ দণ্ডবত করি বলি তোমার চরণে (খ)
প্রণতি করিয়া বলি তোমার চরণে (ঘ)

৪ সদয় (ঘ)

৫-৫ সর্ব্ব রূপে গুনে কন্যা আছে মোর ঘরে (খ)
সর্ব্বগুণে সম্পন্ন মোর আছে রূপবতী (ঘ)

৬-৬ শুনহ শ্রীপতি (গ)

৭ সাত্রিসি (খ) ; সদৃশ (ঘ)

৮-৮ জগত ভিতরে (খ), (ঘ)

শুনিঞা রাজার বোল হর্সি[1] গদাধর।
আমার[2] সমান সেই আমি তার বর[2] ॥২৩৬৮॥
কুলে সিলে রাজা[3] তুমি সংসার ভিতরে।
বিবাহ করিব কন্যা জাহ নিজ ঘরে ॥২৩৬৯॥
শুনি হরসিত রাজা লড়িলা[4] সত্বর[4]।
বিবাহ শুভদিন করে আনি দিজবর ॥২৩৭০॥
আনন্দিত[5] সর্ব লোক[5] দ্বারকা নগরি।
সত্যভামা বিভা করিব দেব শ্রীহরি ॥২৩৭১॥
কৌতুকে মঙ্গল হৈল পৃতি ঘরে ঘরে।
আনন্দিত[6] সর্ব্বলোক হরিস বিস্তরে[6] ॥২৩৭২॥
দোসরি মোহরি বাজে জতেক বাজন।
নৃর্ত্যকী নাচএ গিত গাএত গায়ন ॥২৩৭৩॥
সর্ব্বলোক আনন্দিত বলিতে[7] না পারি[7]।
সত্যভামা বিবাহ করিব শ্রীহরি[8] ॥২৩৭৪॥
প্রথুবি মণ্ডলে[9] জত আছে নৃপবর।
কৌতুক দেখিতে আইলা সত্রাজিতের[10] ঘর[10] ॥২৩৭৫॥

১ হাসে (খ), (ঘ)
২-২ অক্রুর হরিসে তারে দিলেন উত্তর (খ)
প্রসন্ন বদনে তারে দিলেন উত্তর (ঘ)
৩ বড় (খ), (ঘ
৪-৪ গেলা নিজ ঘর (খ), (ঘ)
৫-৫ ঘরে ঘরে হরসিত (খ)
ঘরে ঘরে আনন্দিত (ঘ)
৬-৬ নেতের পতাকা উড়ে সকল নগরে (খ), (ঘ)
৭-৭ দিবস রজনী (খ), (ঘ)
৮ দেব চক্রপানি (খ), (ঘ)
৯ উপরে (খ), (ঘ)
১০-১০ দ্বারিকা নগর (ঘ)

অধিবাস গোপ্যানন্দ[১] করি গদাধর।
বিভা করিবারে গেলা সত্রাজিতের ঘর ॥২৩৭৬॥
স্বভাব[২] সুন্দর কৃষ্ণ রমনিমনোহর।
নানা রত্নে ভূসিত জিনিঞা পঞ্চসর ॥২৩৭৭॥
তৈলক্যসুন্দরি দেবি নামে সত্যভামা।
রতি[৩] জিনি রূপ তার নাহিক উপামা[৩] ॥২৩৭৮॥
শুভক্ষনে শুভ দিনে দুহেঁ দরসন।
মনি[৪] কাঞ্চনে[৪] জেন হইল মিলন ॥২৩৭৯॥
সত্রাজিত রাজা তবে কৈল কন্যাদান।
হস্তি অশ্ব[৫] রথ দিল জতেক বিধান ॥২৩৮০॥
জৌতুক আনিঞা দিল স্যমন্তক মনি।
পালিহ আমার সুতা দেব চক্রপানি ॥২৩৮১॥ *
বিভা করি নারায়ন চড়ি নিজ রথে।
সত্যভামা সঙ্গে ঘর গেলা জগন্নাথে ॥২৩৮২॥

ভৈরবি

ঘরে আসি গোবিন্দাই[৬] মনি হাথে করি।
বাপ মাএ বন্দিয়া[৭] বসিলা শ্রীহরি[৭] ॥২৩৮৩॥
তোমা সভার জোগ্য নহে এই রত্ন মনি।
অপবিত্রে ধরিয়া প্রেসেন হারাল্য পরানি ॥২৩৮৪॥

---

১ গোপা মঙ্গল (খ) ; গোপা মাঙ্গলা (ঘ)
২ সহজে (খ), (ঘ)
৩-৩ কেন বর তেন কন্যা নাহিক তুলনা (খ)
৪-৪ ঐ মনি কাঞ্চনে (খ) ; নানামনি কাঞ্চনে (ঘ)　　৫ ঘোড়া (খ), (ঘ)
* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।
৬ নারায়ন (খ) ; শ্রীহরি (ঘ)
৭-৭ বলরাম বিনয়ে গোচরি (খ)

এক বোল বলি আমি সভে ধর চিত্তে।
পুনরপি মনি দিএ রাজা সত্রাজিতে ॥২৩৮৫॥
কৃষ্ণের বচন শুনি সভে হরসিত।
দেহ সত্রাজিতে মনি সভার[১] মনোহিত[১] ॥২৩৮৬॥
তবে সত্রাজিতে বৈল দৈবকীনন্দন।
মনি দিয়া কৈল তার চরন বন্দন ॥২৩৮৭॥
মনি লেহ মনে[২] কীছু না করিহ তুমি[২]।
সভার সম্মতি তোমায়[৩] মনি দিল আমি[৩] ॥২৩৮৮॥
রাখিয় পুজিয়া মনি শুন নৃপবর।
সুখে জেন[৪] বৈসে[৪] লোক দ্বারিকা নগর ॥২৩৮৯॥
সোয়াগে[৫] য়াগলি হৈল[৫] দেবি সত্যভামা।
রুক্মি[৬] জাম্বুবতি নহে তার রূপের সিমা[৬] ॥২৩৯০॥
হেন মতে বৈসে[৭] তথা দেব চক্রপানি।
আচম্বিতে পাণ্ডবের মৃত্যুকথা শুনি ॥২৩৯১॥
সুন শুন অহে কৃষ্ণ জগত কারন।
মাএর[৮] সহিতে[৮] পুড়িয়া মৈল পাণ্ডব পঞ্চজন ॥২৩৯২॥
পাপিষ্ঠ[৯] দুর্য্যোধন[৯] দেখিতে না পারে।
জুক্তি[১০] করি ইন্দ্রপ্রস্থে জতুগৃহ করে[১০] ॥২৩৯৩॥

১-১ সভা সমোহিত (খ)
সবার হিহিত (ঘ)
২-২ মনে তুমি না করিহ কিছু (খ)
রাজা মনে না করিহ কিছু (ঘ)
৩-৩ তোমার কাছে [ঘরে (ঘ)] থাকু (খ), (গ) ৪-৪ নিবসিব (খ)
৫-৫ রূপে গুণে সোহাগিনী (খ), (ঘ)
৬-৬ রুক্মিণী যুবতী নহে তাহার উপমা (খ), (ঘ)
৭ সুখে (খ), (ঘ) ৮-৮ মায়ে পোয়ে (ঘ)
৯-৯ অগ্নি দিয়া পুড়াইল (ঘ)
১০-১০ কত করি ইন্দ্রজাল নিজ গৃহে করে (খ)

প্রকার করিয়া তথা পাঠাইল কুন্তি।
পঞ্চপুত্র[১] সহিতে দেখি সুখে নিবসন্তি[১] ॥২৩৯৪॥
ঘোরতর নিসাকালে নিদ্রায়ে অচেতন।
অগ্নি দিয়া পোড়াইল পাপিষ্ট দুর্য্যোধন॥২৩৯৫॥*
সুনিঞাত গদাধর অন্তরে[২] চিন্তিল।
নাহি মরে পাণ্ডব হৃদএ জানিল॥২৩৯৬॥†
মাএর[৩] সহিতে সেই অরন্য বসএ[৩]।
লোকাচার উর্দ্দেস তার করিতে[৪] জুয়াএ[৪] ॥২৩৯৭॥
এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ জাত্রা সে করিয়া।
লড়িলা হস্তিনাপুরি রথেত চড়িয়া॥২৩৯৮॥
দেখিল তথা গিয়া ভিস্ম মহাজন।
দ্রোন কর্ম্ম[৬] ধৃতরাষ্ঠ রাজা দুর্যোধন॥২৩৯৯॥
কৃপ[৫] সত্য বিদুর সে দেবি সত্যবতি।
অম্বালিকা[৭] সহ দেবি সুখে নিবসতি[৭] ॥২৪০০॥

১-১ রাত্রিকালে নিদ্রা অচেতনে হৈল ক্লান্তি (ঘ)

মূলের দ্বিতীয় কলির 'দেখি' স্থানে (খ) পুথিতে আছে 'দেবি'।

* এই কলিটি (খ) পুথিতে নাই।

২ মনেতে (খ), (ঘ)

† অতিরিক্ত (ঘ) পুথি :—

মনেতে গণিয়া কৃষ্ণ তথায় চলিল (ঘ)

৩-৩ মাতৃসঙ্গে কুসলেতে অরণ্যে আছয়ে (খ)

মায়ের সহিত কুসলে আছি অরণ্য ভিতরে (ঘ)

৪-৪ করিবারে (ঘ)

৫ কৃপা (খ)

৬ কর্ণ (খ), (ঘ)

৭-৭ অম্বা অম্বালিকা সবে সুখে নিবসন্তি (খ)

তথা তথা নিজ ঘরে সুখে নিবসন্তি (ঘ)

পাণ্ডবের সোক সভে কর সর্ব্বক্ষন।
সভা[১] সান্ত করিবারে[১] রহিলা নারায়ন ॥২৪০১॥

ভাটিয়ালি রাগ

হেনকালে[২] দ্বারকাএ করি অনুমান।
কৃতবৃহ্মা সতধর্ম্মা অক্রুর এক স্থান[২] ॥২৪০২॥
বসিয়া[৩] কহন্তি কথা রাজা সত্রাজিতে।
কন্যারত্ন ছিল তার রূপে অদ্ভুতে[৩] ॥২৪০৩॥
সতধন্নায় বিভা[৪] দিব প্রতিজ্ঞা করিয়া।
দিলেক কৃষ্ণকে বিভা সভাকে ভাণ্ডিয়া ॥২৪০৪॥
এখনে শ্যমন্তক মনি আছে তার ঘরে।
সত্রাজিতে মারিয়া মনি লেহত সত্বরে।২৪০৫॥
জাবত[৫] নাহিক আস্তে দেব গদাধর।
চুরি করি লেহ মনি নিসা ঘোরতর[৫] ॥২৪০৬॥

১-১ সান্ত করাইতে (খ)
শান্ত করাইয়া (ঘ)

২ এথানেতে কৃতব্রহ্মা শতধন্বা অক্রুর মিলিয়া।
দ্বারকায় যুক্তি করে এ তিনে মিলিয়া। (ঘ)

মূলের দ্বিতীয় কলির 'অক্রুর' স্থানে (খ) পুথিতে আছে 'তিন জনে'।

৩-৩ ধর্ম্ম লঙ্ঘন করে রাজা সত্রাজিতে।
তারে বধ করহ যে কোন উপায়েতে। (ঘ)

৪ কন্যা (ঘ)

৫-৫ জাবত না আস্তে কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে।
সত্রা জিতে মারি মুনি লহত সত্বরে। (খ)
যাবত না আইসে কৃষ্ণ দ্বারকা নগরী।
তাবত আনহ মনি রাজাকেও মারি। (ঘ)

তবে সতধর্ম্মা জাএ চোর রূপ ধরি।
ঘোরতর নিসাকালে প্রেবেসে তার পুরি ॥২৪০৭॥
গলে[১] মনি নিদ্রা জায়[১] পালঙ্ক উপরে।
মাথা কাটি মনি লৈয়া গেলাত[২] সত্বরে[২] ।২৪০৮॥
তবেত রাজার ঘরে ক্রন্দন উঠিল।
রাজা কাটি মুনি[৩] লৈয়া কোন চোর গেল[৩] ॥২৪০৯॥
তবে সত্যভামা দেবি বাপের মরনে।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে অতি[৪] সে করুনে[৪] ॥২৪১০॥
সর্ব্বলোক কান্দে দ্বারকা নগরে।
হেন[৫] মোহাপাপকর্ম্ম করিল কোন চোরে[৫] ॥২৪১১॥
ক্রেন্দন সঙ্কলি[৬] সত্যভামা মোহাদেই।
তেলকুণ্ডে বাপ এড়ি[৭] গেলা কৃষ্ণ ঠাঁই ॥২৪১২॥
জথা নিবসএ কৃষ্ণ হস্তিনা নগরে।
সত্যভামা[৮] দেবি তথা মেলিলা সত্বরে[৮] ॥২৪১৩॥
কান্দিতে কান্দিতে গিয়া কৃষ্ণের চরনে।
পড়িয়া[৯] কহন্তি[৯] সতি বাপের মরনে ॥২৪১৪॥
ত্রিজগতের নাথ তুমি[১০] সংসারের সার।
তোমা বিদ্যমানে মরে বাপ আমার ॥২৪১৫॥*

১-১ সুখে নিদ্রা যায় রাজা (গ)
২-২ আইল নিজ ঘরে (খ)
আইল নৃপঘরে (গ)
৩-৩ কোন জন মুনি চুরি কৈল (খ)
৪-৪ করুন সরবে (খ), (গ)
৫-৫ কোন জন হেন কর্ম্ম কৈল এই পুরে (খ), (গ)
৬ সম্বরি (গ)
৭ থুয়া (খ) ; থুয়ে (গ)
৮-৮ শীঘ্রগতি রথে চড়ি যাইলা [চলিলা (খ)] সত্বরে (খ), (গ)
৯-৯ ভূমে পড়ি কয় কথা (গ)
১০ গোসাঞী (খ), (গ)

* অতিরিক্ত পাঠ (খ) পুথি :—

নিদ্রা যায় বাপ মোর পালঙ্ক উপরে।
বাপে কাটি মনি মোর নিল কোন চোরে॥

সুনিঞা চিন্তিত[1] কৃষ্ণ ব্যাজ[2] না কইল।
সত্যভামা সঙ্গে কৃষ্ণ রথেত চড়িল ॥২৪১৬॥
সিগ্রগতি আইলা কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে।
জিজ্ঞাসা[3] করিয়া বুলেন প্রতি[3] ঘরে ঘরে ॥২৪১৭॥
সট[4] কর্ম্ম গত পাপ লুকাইলে নহে[4]।
জানিয়া[5] কৃষ্ণের ঠাঞি কোটোওাল কহে[5] ॥২৪১৮॥
সতধন্বা মারি সত্রাজিত নৃপবরে।
বুঝিয়া[6] জিজ্ঞাসা কৃষ্ণ করিলা তাহারে[6] ॥২৪১৯॥
তত্ব[7] জানি বলভদ্র সঙ্গে গদাধর[7]।
সতধন্বা মারিবারে চলিলা[8] সত্বর ॥২৪২০॥
সুনিঞা[9] উদ্‌যোগ[9] সতধন্বা মনে গুনি।
ডাকদিয়া[10] সতধন্বা অক্রুরেরে[10] আনি ॥২৪২১॥

---

১ ত্রাসিত (খ) ; চমকিত (ঘ)
২ বিলম্ব (খ), (ঘ)
৩-৩ জিজ্ঞাসিতে বৈল কৃষ্ণ প্রতি (খ)
তত্ব জানিতে চর নিয়োজিল (ঘ)
৪-৪ শঠ কর্ম্ম গূঢ় পাপ লুকান না রহে (খ)
৫-৫ জানিয়াত কটোয়াল গোবিন্দেরে কহে (খ)
জানিয়া কোটাল তত্ব গোবিন্দে চর কহে (ঘ)
৬-৬ বুঝিয়া উচিত ফল দেহ দামোদরে (খ)
বুঝিয়া উচিত ফল কৈল গদাধর (ঘ)
৭-৭ উর্দ্ধব বলদেব সঙ্গে করি গদাধর (খ)
বলদেব উদ্ধব সঙ্গে যুক্তি করে গদাধর (ঘ)
৮ সাজিলা (খ)
৯-৯ এতেক শুনিয়া (খ) ; শুনিয়া উদ্বেগ (ঘ)
১০-১০ অক্রুর কৃতবর্ম্মা আনি (খ), (ঘ)

তোমা[১] সভার বোলে[১] মারিল সত্রাজিতে।
এখন সাজিলা কৃষ্ণ জিনি কোন মতে ॥২৪২২॥
তোমরা[২] দুহেঁ হয় জদি আমার সহায়[২]।
তবে সে জিনিতে পারি মোর মনে লয় ॥২৪২৩॥
এ বোল শুনিঞা অক্রুর করে পরিহার।
হেন বোল তুমি মোরে না বলিহ আর ॥২৪২৪॥
মহারাজ কংস ছিল পৃথুবিমণ্ডলে।
সবংসে মারিল কৃষ্ণ তারে সিসুকালে ॥২৪২৫॥
জরাসিন্ধু মহারাজা বিদিত সংসারে।
জুদ্ধে[৩] হারিয়া গেল[৩] অষ্টাদস বারে ॥২৪২৬॥
মহারাজা রুক্মির করিল বিপরিত।
কাল জবন মারিল কৃষ্ণ সভায়[৪] বিদিত[৪] ॥২৪২৭॥
সপ্ত বৎসরের কৃষ্ণ[৫] পর্ব্বত ধরিল।
আপনিত অবতার শ্রীহরি করিল ॥২৪২৮॥
তাঁর সঙ্গে বাদ[৬] করি জিনি[৭] কোন জনে।
প্রান লৈয়া পালাহ তুমি না করিহ রনে ॥২৪২৯॥
অক্রুর বচন শুনি মনস্থির কৈল।
এই[৮] রত্ন মনি আমি তোমা ঠাঞি থুইল[৮] ॥২৪৩০॥
ধার্ম্মিক হয় তুমি করিলাঙ[৯] বিশ্বাস[৯]।
মনি[১০] লেহ তুমি আমি[১০] জাই বনবাস ॥২৪৩১॥

১-১ তোমা দুজনার বোলে (খ); তোমার বচনে মহিল (ঘ)
২-২ তোমরা দুজনে যদি হও ত সহায় [সদয় (গ)] (খ), (ঘ)
৩-৩ যুদ্ধে হারি পলাইল (খ)
যুদ্ধে হারাইমু তারে (ঘ)
৪-৪ জগতে বিদিত (খ), (ঘ)
৫ কালে (খ), (ঘ)
৬ যুদ্ধ (ঘ)
৭ জিব (খ)
৮-৮ বিশ্বাস করিয়া রাজা অক্রুরে কহিল (ঘ)
৯-৯ কহিলে উপদেশ (ঘ)
১০-১০ মনি থাকুক তোমার ঠাঁই (ঘ)

এতবলি ঘোড়ায়[1] চড়ি জায় নৃপবর
হেন[২] বেলে গৃহ[২] তার বেড়িল গদাধর ॥২৪৩২॥*
না[৩] পাইয়া সতোধম্মা ক্রোধ মনে করি।
চলিলা তাহার পাছু অশ্ব অনুসারি[৩] ॥২৪৩৩॥
সিগ্রগতি[৪] তপবন গেলা গদাধর।
ঘোড়াএ চড়িয়া রাজা পালাএ সত্বর[৪] ॥২৪৩৪॥

---

১ রথে (খ)

২-২ এথা আসি ঘর (খ)

* ২৪৩২ সংখ্যক পদ হইতে ২৪৩৪ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত (খ) পুথির পাঠান্তর :—

এতবলি সেই মণি অক্রূর স্থানে থুইল।
ঘোড়াতে চড়িয়া রাজা বনেতে চলিল।
ত্রাসে পলাইল রাজা স্ত্রীপুত্র এড়িয়া।
হেন বেলা গদাধর ঘর বেড়িল আসিয়া।
পলাইল শতধন্বা মনে ভয় করি।
রামকৃষ্ণ যান তবে পদ অনুসারি।
মিলিলা তথায় গিয়া দেব গদাধর।
কৃষ্ণ দেখি অশ্ব ছাড়ি পলায় নৃপবর।
তবে বলদেবে কিছু কৈল গদাধরে।
রথে চড়ি যাই আমি কানন ভিতরে।
ঘোড়া এড়ি পদে রাজা পলাইয়া যায়।
রথে চড়ি যাই আমি ক্ষত্রধর্ম্ম নয়।
এত বলি রথে হৈতে নামি গদাধর।
ধাইল রাজার কাছে কানন ভিতর।
ধর ধর বলিয়া ধাইল চক্রপাণি।
ত্রাসে শতধন্বা রাজা ছাড়িল পরাণি।

৩-৩ পলাইল শতধন্বা মনে শঙ্কা করি।
দুই ভাই কৃষ্ণ যায় পদ অনুসারি। (খ)

৪-৪ দেখি উপবনে দেখি গদাধরে।
ঘোড়া এড়ি পায়ে রাজা পালায় সর্ত্বর। (খ)

তবে বলদেবেরে বলিল[১] গদাধর[১] ।
রথে চড়ি থাক[২] তুমি কানন ভিতর[২] ॥২৪৩৫॥
ধর ধর বলিয়া ধরিল চক্রপানি ।
কাতর হইয়া রাজা তেজিল[৩] পরানি ॥২৪৩৬॥†
তবে[৪] গোবিন্দাই খড়্গে[৪] খণ্ড খণ্ড করি ।
মনি[৫] হেতু[৫] তাহার সরির বিচারি ॥২৪৩৭॥
বলদেবে[৬] আসিয়া কহিল গদাধর ।
মিথ্যা কাজে বধিল এমন নৃপবর ॥২৪৩৮॥
শুনিএগাত বলদেব বলে কটুবানি ।
স্ত্রি লাগিয়া আমারে ভাণ্ডহ চক্রপানি[৬] ॥২৪৩৯॥

১-১ লইয়া দেব গদাধর (খ) ২-২ থাই আমি বনের ভিতর (খ)
৩ ছাড়িল (খ)
† অতিরিক্ত পাঠ (খ) :—

অশ্ব ছাড়ি পায়ে রাজা পালাইয়া যায় ।
রথে চরি যাই আমি ক্ষেত্র ধর্ম নয় ।
এত বলি রথে হৈতে উলি গদাধর ।
ধাইল রাজার পাছু কানন ভিতর ।

৪-৪ খড়্গে গদাধর তারে (খ), (ঘ) ৫-৫ মণির কারণ (খ)
৬-৬ ২৪৩৮ হইতে ২৪৩৯ সংখ্যক পদের (খ) পুথির পাঠান্তর :—

কোথাও না পাইল মুনি দেব গদাধরে ।
না পাইল মণি আসি বৈল হলধরে ।
মণি না পাইয়া মিথ্যা মারিল নৃপতি ।
শুনিয়া কান্দিল বলাই হৈল ক্রোধমতি ।
পায় বা না পায় মুনি সব আমি জানি ।
স্ত্রিকার কারণে আমা ভাণ্ডায় চক্রপানি ।

(ঘ) পুথির পাঠান্তর :—

কোথায় না পাইল মণি দেব গদাধরে ।
মণি না পাইয়া মিথ্যা মারিল নৃপবরে ।
আসিয়াত বলদেব কৈল এই বাণী ।
মণি না পাইয়া মিথ্যা মারিনু নৃপমণি

নাহি[১] লিব মনি আমি জাহ তুমি ঘর।
জনক[২] দেখিতে আমি জাব মিথিলা নগর ॥২৪৪০॥
মিথিলাকে গেল বলাই শুনি দুর্য্যোধন।
গদাযুদ্ধ[৩] তাঁর ঠাঞি করিল পঠন[৩] ॥২৪৪১॥
লজ্জা[৪] পাইয়া গদাধর[৪] আসি নিজ পুরি।
সভ্যভামাকে[৫] কৃষ্ণ বলেন পরিহরি[৫] ॥২৪৪২॥
সুন প্রীয়ে[৬] সত্যভামা বলিএ তোমারে।
সতধর্ম্মায়[৭] মারিয়া মনি করিল বিচারে[৭] ॥২৪৪৩॥
না[৮] পাইল মনি প্রিয়া বলিল তোমারে।
বুঝিয়া হৃদয়ে কোপ না করিহ মোরে[৮] ॥২৪৪৪॥

হারিয়াত বলদেব কৈল ক্রোধ বাণী।
স্ত্রী লাগি আমারে কেন কও চক্রপাণি।
স্ত্রীকে দেহ লয়ে আমি নাহি চাহি মণি।
এত বলি বলরাম কৈল উঁারে বাণী।

১ চাহি (ঘ) ২ ঋষিগণ (খ), (ঘ)

৩-৩ গদাযুদ্ধ সিখিবারে করিলা গমন (খ)
গদাযুদ্ধ করিবারে করিল গমন (ঘ)

৪-৪ এথা লাজ পাইয়া (খ), (ঘ)

৫-৫ সত্যভামা আগে বৈল যোড় হাত করি (খ)
সত্যভামার আগে কৈল যোড় হাত করি (ঘ)

৬ দেখি (খ), (ঘ)

৭-৭ মারিলত সতধন্বা বনের ভিতরে (খ), (ঘ)

৮-৮ মারিয়া শরির তার করিল বিচারে।
না পাইল মণি প্রিয়া কহিল তোমারে।
বুঝিয়া হৃদয় কুণ্ঠ না ভাবিহ মোরে।
সত্য সত্য সত্যভামা কহিল তোমারে। (খ)
মারিয়া শরীর তার করিনু বিচারে।
না পাইনু মণি প্রিয়া বলিনু তোমারে। (ঘ)

স্নিগ্ধা কান্দএ সতি ছাড়িয়া নিস্বাস।
রুক্মিরে[1] দিলে মনি আমায় করিয়া নৈরাস[1] ॥২৪৪৫॥
ভাল হৈল[2] সুখে থাক[2] লইয়া সেই নারি।
চলিলা[3] বাপের বাড়ি ক্রোধ মনে করি[3] ॥২৪৪৬॥

কামোদ রাগ

মিথ্যা[4] দুষ্টবাদে[4] কৃষ্ণ হইলা বিস্মিত।
হেন কেন মিথ্যাবাদ[5] হইল আচম্বিত ॥২৪৪৭॥*
মনে দুঃখ করি কৃষ্ণ গেলা নিজপুরি।
মনি হেতু চিন্তা বড় বাড়িল শ্রীহরি ॥২৪৪৮॥
হেনকালে অক্রুর মনে সঙ্কা[6] করি।
তেজিয়া দ্বারকা গেলা ভোজরাজ পুরি ॥২৪৪৯॥
তবের্ত্তে দ্বারকাপুরে অরিস্ট জন্মিল।
দ্বাদস বৎসর তথা বৃষ্টি[7] না হইল[7] ॥২৪৫০॥

১-১ রুক্মিনিরে দিয়া মোরে করিয়া নৈরাশ (খ)
রুক্মিণীকে দিবে মণি করিয়া নৈরাশ (ঘ)

২-২ ঘর কর (খ), (ঘ)

৩-৩ এত বলি বাপ ঘর গেলা কোপ করি (খ)
ক্রোধ করি বাপ ঘর চলিলা সুন্দরী (ঘ)

৪-৪ মিথ্যা বাদে দোষি (খ)
মিথ্যা বাদে দুষ্ট (ঘ)

৫ পরিবাদ (খ)

* অতিরিক্ত (খ), (ঘ) :—
মনে দুখ করি কৃষ্ণ গেলা নিজ ঘরে।
মণি হেতু চিন্তা বড় বাড়িল অন্তরে।

৬ চিন্তা (খ), (ঘ)

৭-৭ অনাবৃষ্টি হইল (ঘ)

দুর্ভিক্ষ রোগ সোক হইল তথাই।
চিন্তিত সকল লোক কী[1] করিল[1] গোসাঞি ॥২৪৫১॥
উতপাত দেখিয়া তবে জদুবৃদ্ধি আসি।
অনুমান করিবারে এক ঠাঞি[2] বসি ॥২৪৫২
সকাক্ষের[3] পুত্র অক্রুর গান্ধারি তনয়[3]।
সেই ত ছাড়িল তেই উতপাত হয় ॥২৪৫৩॥
মাতামহি জবে তার গর্ভ ধরিল।
দ্বাদশ বৎসর গর্ভ ভূমিষ্ট নহিল ॥২৪৫৪॥*
নানা জোজ্ঞ করিল রাজা করিল নানা দান।
আচম্বিতে গর্ভ তবে হইল সন্নিধান ॥২৪৫৫॥
নিত্য এক দ্রৌন্তি দেই বিসিস্ট ব্রাহ্মনে।
তবে ত প্রসব গর্ভ হইল সুভক্ষনে ॥২৪৫৬॥
সুনিএগ গর্ভের তত্ব রাজা তাই কৈল।
সভে অনুমানি তবে সকাক্ষে আনিল ॥২৪৫৭॥
তবে সেই পুরে ইন্দ্র সুবৃষ্টি করিল।
আর জত অরিষ্ট সকলি ছাড়িল ॥২৪৫৮॥

১-১ মওরে (খ) ২ স্থানে (খ), (ঘ

৩-৩ সুফলের পুত্র অক্রুর বহুধা তনয় (খ)
সুবলের পুত অক্রুর সুধার তনয় (ঘ)

* ২৪৫৪ হইতে ২৪৫৮ সংখ্যক পদের পাঠান্তর :—

নানা জজ্ঞ কৈল রাজা কৈল নানা দানে।
নিত্য এক সত্ত সুভি দেইল ব্রাহ্মণে।
এমত বিধানে রাজা বিস্তর দান কৈল।
দ্বাদস বৎসরের গর্ভ ভুমিষ্ট হৈল।
আচম্বিতে সেই গর্ভ হইল সন্নিধানে।
প্রসবিলা কন্যা খানি অতি সুলক্ষণে।
কন্যারত্ন হৈল কাসিরাজের ভবনে।
তার রূপ গুণ সম নাহি ত্রিভুবনে।
আচম্বিতে কাসিপুরে অনাবৃষ্ট হৈল।
চিন্তিত সর্ব্বলোক চিন্তায় ঘুমাইল।

সর্ব্বলোক হরসিত হৈল কাসি রাজা।
সেই কন্যা বিভা দিয়া কৈল বড় পুজা ॥২৪৫৯॥*

পাহিড়া রাগ

তার গর্ভে জন্মিলা[1] অক্রুর মহাসএ।
সেই[2] দেসে না থাকালে নাহি বরিসএ[2] ॥২৪৬০॥
অনুমান করি সভে কহিল গদাধরে।
সব[3] জদুবংস গেলা[3] অক্রুর আনিবারে ॥২৪৬১॥

সবে অনুমানি তবে স্বফল্কে আনিল।
স্বফল্ক আসিতে তথাই ইন্দ্র বরিসিল।
সর্ব্বলোকে হরসিত হৈল কাসিরাজা।
সেই কন্যা বিভা দিয়া কৈল বড় পূজা।
নানা যজ্ঞ কৈল রাজা কৈল নানা দানে।
নিত্য এক স্বর্ণ গুপ্ত দেয়ত ব্রাহ্মণে।
তবে সে প্রসব হৈল গর্ভ শুভক্ষণে।
কন্যারত্ন হৈল আসি রাজার ভুবনে।
আচম্বিতে কাশীপুরে অনাবৃষ্টি হৈল।
তবে সেই পুরে সবে অনুমান কৈল।
দুর্ভিক্ষে লোক সব বড় দুঃখ পাইল।
স্বফল্কেরে কন্যা দিতে কাশীরাজ কৈল।
সকল লোকের বোলে সেই কাশীরাজা।
স্বফল্কেরে কন্যা দিয়া কৈল তার পূজা।
তবে সেই পুরে ইন্দ্র বৃষ্টি আরম্ভিল।
ঘুচিল দুর্ভিক্ষ তথা শস্য বড় হৈল। (খ)

* এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।

১ উপজিল (খ), (ঘ)

২-২ সেই যেথা নাহি ইন্দ্র নাহি বরিষয় (খ)
তাহারে আনিলে দেশে দুর্ভিক্ষ পলায় (ঘ)

৩-৩ বৃষ্ণি সব মিলি গেল (খ)

সত্য সম্প্রাত[১] সভে অক্রুর আনিল।
আগত[২] মাত্রেতে ইন্দ্র সুবিষ্টি হইল[২] ॥২৪৬২॥
খণ্ডিলেক দুঃখ[৩] সোক[৩] সকলি প্রকার।
হরসিত[৪] হৈল লোক জয় জয় কার[৪] ॥২৪৬৩॥
বিস্মিত[৫] হইয়া গোসাঞি শুনে মনে মন[৫]।
অক্রুরের গুন নহে মনির লক্ষন[৬] ॥২৪৬৪॥
দিন কথো থাকী কৃষ্ণ[৭] আনিল অক্রুরে।
মিষ্ট[৮] অন্নপান দিয়া ভুঞ্জাইল তারে[৮] ॥২৪৬৫॥
হাথে ধরি স্তুতি করি বলে গদাধর।
মিথ্যা[৯] না বলিহ কহ[৯] সরূপ উত্তর ॥২৪৬৬॥
সত্রাজিতের মনি আছে তোমার ভুবনে।
সতধর্ম্মা[১০] দিল হেন লহে মোর মনে[১০] ॥২৪৬৭॥
ইসত হাসিয়া তবে অক্রুর বলিল।
মরিবার বেলে সতধর্ম্মা মনি দিল[১১] ॥২৪৬৮॥

---

১ করি (খ), (ঘ)
২-২ অক্রুর আসিতে তথা ইন্দ্র বরসিল (খ)
আগমন মাত্রে ইন্দ্র বহুবৃষ্টি কৈল (ঘ)
৩-৩ সকল দুঃখ (ঘ)
৪-৪ আনন্দিত সর্ব্বলোক হারিষ অপার (ঘ)
৫-৫ বৃষ্টি দেখি বিভ্রান্ত কৃষ্ণ মনে মনে গুণে (ঘ)
৬ কারণ (খ) ; কারণে (ঘ)
৭ কৈল (ঘ)
৮-৮ ভোজন করিবে আজ আমার মন্দিরে (ঘ)
মূলের 'তারে' স্থানে 'ঘরে' (খ)
মিষ্ট অন্ন খাওয়াইয়া কৈল গদাধর (খ)
৯-৯ হাতে ধরি বৈল কহ (ঘ)
১০-১০ সতধন্বা থুয়াছে অনুমানি মনে (খ)
সতধন্বা তোমারে দিল হেন লয় মনে (ঘ)
১১ থুইল (ঘ)

আছএ ত মনিরত্ন আমার মন্দিরে।
আজ্ঞা[১] কর মনি আনি দিএ ত তোমারে[১] ॥২৪৬৯॥
মেলানি ত দিল তারে তৃদস ইস্বর।
বলদেব আনিতে গেলা মিথিলা নগর ॥২৪৭০॥
প্রণতি[২] করিয়া বলাএরে আনি নিজ ঘর।
আর দিনে মৌন জজ্ঞ করিল গদাধর[২] ॥২৪৭১॥
উত্তম[৩] মধ্যম জত[৩] দ্বারকাএ বসএ।
আমন্ত্রন[৪] দিল সভে তৃপ্তিয় এথাএ[৪] ॥২৪৭২॥
মিষ্ট[৫] অন্ন পান[৫] সভায় সন্তুর্পণ করি।
সভা করি বসিলা তবে দেব শ্রীহরি ॥২৪৭৩॥
রুক্মি সত্যভামা দেবি জাম্বুবতি।
তা সভাকে বসাইল দেব শ্রীপতি ॥২৪৭৪॥
সভা[৬] মধ্যে দাণ্ডাইলা করি জোড় হাত[৬]।
অক্রুরে প্রণতি করি বলে জগন্নাথ ॥২৪৭৫॥
সত্রাজিতের মনি আছে তোমার ভূবনে।
সভা[৭] মধ্যে আন জেন দেখে সর্ব্বজনে[৭] ॥২৪৭৬॥
জেমতে[৮] পাইলে মনি জেমত প্রকারে।
সভা মধ্যে কহ কথা হউক প্রচারে ॥২৪৭৭॥

১-১ আজ্ঞা হৈলে আনি গোসাঞী তোমার গোচরে (খ)

২-২ মিনতি প্রণতি করি বলিল হলধরে।
সত্বরে চলহ প্রভু দ্বারকা নগরে ॥ (খ)
মূলের 'মৌন' স্থলে 'মিথ্যা' (খ)

৩-৩ যতেক ত্রিবিধ লোক (খ); মূলের 'মধ্যম' স্থলে 'অধম' (খ)

৪-৪ তৃপ্তিতে আমন্ত্রণ গোসাঞী করিল বিশেষে (খ)

৫-৫ বিশিষ্ট অন্ন পানে (খ) (খ)

৬-৬ তবে দাণ্ডাইয়া দেবী যুড়ি দুই হাত (খ)

৭-৭ শত কথা দিল মনি হেন লয় মনে (খ)

৮ যেমতে (খ)

কৃষ্ণের বচন স্থনি অক্রুর মহাসএ।
ঘরে[১] হৈতে আনি মনি এড়িল সভাএ[১] ॥২৪৭৮॥
সকল[২] বৃত্যান্ত তবে[২] অক্রুর কহিল।
বলদেব সত্যভামা লজ্জা বড় পাইল ॥২৪৭৯॥
লর্জ্জা পায়া বলদেব হেট মাথা করি।
লর্জ্জাএ[৩] কাঁপে সত্যভামা ত স্থুন্দরি[৩] ॥২৪৮০॥
গোবিন্দ বলিল লর্জ্জা না করিহ মনে।
মিথ্যাবাদ হৈল মোর জাহার[৪] কারনে ॥২৪৮১॥
ভাদ্র মাসে চতুর্থি চন্দ্র দেখিল আকাসে[৫]।
তথির কারণে মিথ্যা[৬] বলে সর্ব্ব দেসে[৬] ॥২৪৮২॥*
তিন তালি দিয়া আমি সভারে বলিল।
ভাদ্র মাসে চতুর্থির চন্দ্র কেহ না দেখিহ ॥২৪৮৩॥
হরি[৭] তালিকা তিথি[৭] বলিল শ্রীহরি।
কেহ[৮] না দেখিহ লোক নিসধ সে করি[৮] ॥২৪৮৪॥

১-১ যেমতে পাইল মনি সভামধ্যে কয় (খ)
যোড় হাতে কহে কথা করিয়া বিনয় (গ)
২-২ আদি অন্ত যত কথা (খ)
এই পদটির স্থানে (গ) পুঁথিতে আছে :—
শত ধ্বা দিল মনি মরণ সময়ে।
তবে আনি দিল মণি বলিব সবারে।
৩-৩ সত্যভামা দেবী বলে পরিহার করি (গ)
৪ মণির (খ)
৫ কৌতুকে (খ), (গ)
৬-৬ মিথ্যাবাদ দিল লোকে (খ)
মিথ্যা উপজিল লোকে (গ)
* অতিরিক্ত (গ)
তে কারণে মিথ্যা বাদ হৈল সর্ব্বলোকে।
এই সে কারণে আমি বলি এ সবাকে।
৭-৭ আজি হরিতালিকা (গ)
৮-৮ সর্ত্তরে থাকিহ লোক চন্দ্র পরিহরি (খ)
সতর্ক থাকিহ লোক চন্দ্র পরিহরি (গ)

জদিবা দৈবাত হএ চন্দ্র দরসন।
এইত প্রস্তাপ[1] তবে করিহ স্মরন ॥২৪৮৫॥
খণ্ডিব সকল মিথ্যা অসুভ[2] অলক্ষন[2]।
সত্য সত্য বলি আমি সুন সর্ব্বজন ॥২৪৮৬॥
তবেত শ্রীহরি মনি হাতেতে করিল।
বলভদ্র[3] পাসে গিয়া বিনয় বলিল[3] ॥২৪৮৭॥
মধ্যে মহ বলদেব তোমার জোগ্য নহে।
সত্য[4] লেহ জদি আমাকে ছাড়এ[4] ॥২৪৮৮॥
বিধি নিজোজিত অক্রুর ভূবনে।
ধার্ম্মিক পবিত্র বড় অক্রুর মহাজনে ॥২৪৮৯॥*
সভার সম্মতি হৈলে দিএত অক্রুরে।
সুখেত বসুক লোক দ্বারিকা নগরে ॥২৪৯০॥†
গোসাঞির বচনে হৈল সভার সম্মতি।
অক্রুরক্কে দিলেন মনি পুন শ্রীপতি ॥২৪৯১॥
মনিরত্ন[5] দিল গোসাঞি[5] অক্রুরের হাথে।
ঘরে লিঞা[6] পুজি রাখ[6] বৈল জগন্নাথে ॥২৪৯২॥
অদ্ভুত[7] অমৃত কথা মনি হরন।
হিত উপদেস কথা সুন সর্ব্বজন[7] ॥২৪৯৩॥

---

১ প্রবন্ধ (খ)   ২-২ অশুভ লক্ষণ (খ) ; হবে সুলক্ষণ (গ)
৩-৩ সভার ভিতরে কৃষ্ণ বলদেবে বৈল (ঘ)
৪-৪ সত্যভামা লউ* যদি আমারে ছাড়য় (খ)
সত্যভামা লয় যদি তোমাকে ছাড়য়ে (ঘ)
* (খ) পুথির পাঠান্তর :—
তে কারণে থাক মণি অক্রুরের স্থানে।
পবিত্রে থাকিলে সুখি হয়ে সর্ব্বজনে ॥
† ২৪৯০ এবং ২৪৯১ সংখ্যক পদ (খ) পুথিতে নাই।
৫-৫ এতবলি মনি দিল (ঘ)   ৬-৬ মণি দিয়া পূজিবারে (খ)
৭-৭ স্যমন্তক হরণ কথা অদ্ভুত সংসারে।
এক চিত্তে শুনিলে যায় বৈকুণ্ঠ নগরে ॥

সুনিতে[১] বাড়এ সুখ[১] পরলোকে গতি।
মুক্তিপদ[২] পাবে সুন হৈয়া এক মতি[২] ॥২৪৯৪॥
সত্যভামা জাম্বুবতি বিভা একুবারে।
গুনরাজ খাঁন বলে বন্দিয়া[৩] গদাধরে[৩] ॥২৪৯৫॥

কেদার রাগ

গোবিন্দবিজয় নর সুন একচিত্তে।
কালিন্দিরে বিভা কৃষ্ণ কৈল জেন মতে ॥২৪৯৬॥
রুক্মি সত্যভামা দেবি জাম্বুবতি।
তিন নারি লৈয়া কৃষ্ণ সুখে নিবসন্তি ॥২৪৯৭॥
সক্রজিনি নিদ্রা জায় পালঙ্ক উপর।
আচম্বিতে পাণ্ডবেরে সঙরি[৪] গদাধর ॥২৪৯৮॥
কতেক বিঘ্ন এড়াইল অরন্য ভিতরে।
বক নির[৫] হিড়িম্ব মারিল বৃকোদরে[৫] ॥২৪৯৯॥
দ্রোপদি বিবাহ কৈল দ্রোপদ নগরে।
সুনিঞা দুর্য্যোধন নিল নিজঘরে ॥২৫০০॥
জুধিষ্টিরে গৌরব[৬] করি দিল রার্য্যভারে।
অন্তরে[৭] সক্রতা তার করে নিরন্তরে[৭] ॥২৫০১॥
সুনি[৮] গদাধর তবে[৮] দারুক সঙ্গতি।
চড়িলা হস্তিনা পুরি দেব শ্রীপতি ॥২৫০২॥
দেখিল বান্ধব জত হরসিত মনে।
ভিস্ম ধৃতরাষ্ট্রের করিল চরন বন্ধনে[৯] ॥২৫০৩॥

১-১ ইহলোকে সুখে থাকে (গ)
২-২ ইহার শ্রবণে হয় বৈকুণ্ঠে বসতি (খ)
৩-৩ গোবিন্দ শ্রীধরে (খ)
কৃষ্ণ অবতারে (ঘ)
৪ চিন্তা কৈল (খ) (ছ)
৫-৫ হিড়িম্ব মারি বক মারি জিনিল সয়ম্বরে (খ)
৬ বিনয় (ঘ)
৭-৭ সেই সময়ে উদ্দেশ করিব তাহার (খ)
৮-৮ শুভক্ষণ করি বসে (খ)
৯ বন্দনে (খ), (ঘ)

দ্রোনাচার্য্য ক্রপাচার্য্য দেবি সত্যবতি[১]।
কুন্তি জুধিষ্ঠির ভিমে করিল প্রনতি ॥২৫০৪॥
অর্জ্জুন সহিতে কৃষ্ণ কৈল কোলাকুলি।
নকুল সহদেবে আসির্ব্বাদ দিয়া তুলি ॥২৫০৫॥
আর জত জেই ছিল জেমত বিধানে।
সভারে[২] বিনয় করি[২] বৈসে নারায়নে ॥২৫০৬॥
রাষ্য মনে হরসিত কৃষ্ণ দরসনে।
ভোজন করাইল তারে মিষ্ট অন্ন পানে ॥২৫০৭॥
হেনমতে নারায়ন[৩] নানারঙ্গে আছেন[৩]।
অর্জ্জুন সহিত রথে ভ্রমি বনে বন ॥২৫০৮॥
কৌতুকে কৌতুকে গেলা জান্নবির কুলে।
এক কন্যা ব্রত তথা করএ বিসালে[৪] ॥২৫০৯॥
উর্নষ্তি[৫] জৌবন তার পিনপয়োভার।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি রামা লক্ষ্মি অবতার ॥২৫১০॥
ব্রত উপবাসে তপ করে উর্দ্ধ জ্ঞানে[৬]।
দেখিয়া সুন্দরি কৃষ্ণ বলিল অর্জ্জুনে ॥২৫১১॥
দেখ দেখ সখা হোর অদ্ভুত রমনি[৭]।
উর্দ্ধ পদে[৮] তপ করে তেজি অন্ন পানি ॥২৫১২॥
না দেখি সরিরে দোস প্রথম জৌবন।
স্মামি লাগি তপ করে হেন[৯] লএ মন[৯] ॥২৫১৩॥
রথ এড়ি[১০] চল সখা উহার সমিপে।
সকল জিজ্ঞাসি আস্ত কেন করে তপে ॥২৫১৪॥
কৃষ্ণের বচনে অর্জ্জুন গেলা তার ঠাঞি।
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল কেবা তুমি আই[১১] ॥২ ১৫॥

---

১ সরস্বতী (খ ২-২ ভিম সেনে নমস্কারি খ)
৩-৩ নানারঙ্গে আছেন নারায়ন (খ), (গ) ৪ বহলে খ। ৫ উন্নত (খ); উন্নত্ত (গ)
৬ ধ্যানে (খ) ৭ কামিনি (খ) ৮ পানে (খ)
৯-৯ বুঝি একমন (খ); বুঝহ কারণ (গ) ১০ চড়ি (গ) ১১ হই (খ)

হেন উগ্রতপ দেবি কর কি কারন।
নাহিক সরিরে দোস অসুভ লক্ষন ॥২৫১৬॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি তুমি রূপে[১] বিদ্যাধরি।
মিথ্যা[২] না বলিহ কহ লজ্জা পরিহরি[২] ॥২৫১৭॥
মুনিএ্যা অর্জ্জুনের কথা সম্ভ্রমে তপ এড়ি।
কহন্তি[৩] সকল কথা[৩] দুই কর জুড়ি ॥২৫১৮॥
সুর্য্যের তনয়া[৪] আনি কালিন্দি বলি মোরে।
বাপের আজ্ঞায়[৫] তপ করি হরির[৬] তরে[৬] ॥২৫১৯॥
দেখিয়া জৌবন মোর বলিল[৭] অধিকারি।
বলিল কন্যা[৮] জাহ তুমি হস্তিনা নগরি ॥২৫২০॥
জাহ্নবির তিরে[৯] রম্য কানন ভিতরে[৯]।
উর্দ্ধ জানু[১০] করি তপ করিহ[১১] বিস্তরে[১১] ॥২৫২১॥
ভারাবতারনে তথা[১২] দেব[১২] নারায়ন।
দুষ্ট দৈত্য মারি[১৩] কৈল সিস্টের পালন[১৩] ॥২৫২২॥
সেই সে তোমার জোগ্য বর তৃভূবনে।
তপ করিলে পাবে তুমি শ্রীমধুসোদনে[১৪] ॥২৫২৩॥

---

১ জেন (খ) ; যেন (গ)
২-২ মিছে না বলহ কন্যা কহ সত্য করি (গ)
৩-৩ বিনয়ে কহিল কথা (গ)   ৪ নন্দিনী (গ)
৫ বচনে (গ)
৬-৬ যে কঠোরে (গ)
একেশ্বরে (খ)
৭ দিল (খ) ; ত্রিদশ (গ)   ৮ কন্যা (গ)
৯-৯ কূলে যাহ অরণ্য ভিতরে (গ)   ১০ পদ (খ)
১১-১১ অনেক বৎসরে (গ)
১২-১২ পৃথি জাব (খ) ; পৃথ্বী যাবে (গ)
১৩-১৩ মা'রবেন কমল লোচন (খ)
মারিবেন শ্রীমধুসূদন (গ)
১৪ কমল লোচনে (গ)

তেঞি সে কারনে তপ করি এই বনে।
বলিল পুরুসবর আপন বচনে[1] ॥২৫২৪॥
সুনিঞা অর্জ্জুন গেলা জথা গোবিন্দাই।
হাসিয়া সকল কথা কহি তাঁর ঠাঞি ॥২৫২৫॥
সুর্য্যের তনয়া কন্যা রত্না তৃভুবনে।
তুমি স্বামি[2] হবে তপ করে এ কারনে ॥২৫২৬॥
চল ঝাঁট লেহ জাহ তৈলক্যসুন্দরি।
না কর বিলম্ব সুন দেব শ্রীহরি ॥২৫২৭॥
রথে চড়ি দুই জনে হাসিতে হাসিতে।
রথে চড়ি কন্যা তুলি[3] চলিলা তুরিতে ॥২৫২৮॥

ভৈরবি রাগ

জুধিষ্ঠিরে গিয়া কথা[4] কহিল বিনএ[4]।
সুনিঞা কৌতুক রাজার[5] বাড়িল হৃদএ[5] ।২৫২৯॥
পুরির নির্ম্মান করিল বিচিত্র বেসে।
নেতের[6] পতকা উড়ে[6] সুবর্ন কলসে ॥২৫৩০॥
গোবিন্দ করিব বিভা সুর্য্যের নন্দিনি।
আনন্দিত[7] সর্ব্বলোক দিবস রজনি ॥২৫৩১॥
পরম হরিসে কৃষ্ণ[8] কালিন্দি বিভা কৈল।
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে কথো দিবস গোঙাইল[9] ॥২৫৩২॥

---

১ কথনে (খ), (ঘ)
২ পতি (খ)
৩ লঞা (খ), লয়ে (ঘ)
৪-৪ কৈল বচন বিনয় (ঘ)
৫-৫ তার জন্মিল হৃদয়ে (খ)
বড় রাজার হৃদয়ে (ঘ)
৬-৬ প্রতি ঘরে চালে বান্ধে (খ)
৭ হরসিত (খ) ; হরষিত (ঘ)
৮ গোসাঞী (ঘ)
৯ বঞ্চিল (খ) (ঘ)

হেন কালে অগ্নি বন্দে[১] আসি তাঁর ঠাঞি।
জজ্ঞ[২] ঘৃত অজির্ন্নেতে বড় দুঃখ পাই[২] ॥২৫৩৩॥
এত দুঃখে আইলাঙ শ্রীমধুসোদন[৩]।
বিনা মাংসে রোগ মোর না জাএ খণ্ডন ॥২৫৩৪॥*
খাণ্ডব[৪] বনেতে আছে বিস্তর পশুগন[৪]।
অগ্নিদিয়া আমা তুষ্ট কর নারায়ন ॥২৫৩৫॥
ইন্দ্রের কানন[৫] কেহো লজ্যিতে না পারে।
অগ্নি[৬] দেখি ক্রোধে বরিসএ পুরন্দরে[৬] ॥২৫৩৬॥
সরজাল করি বৃষ্টি রাখ নারায়ন। †
মাংস[৭] খাওয়াইয়া ঘৃত কর বিমোচন[৭] ॥২৫৩৭॥
অর্জ্জুন সংহতি কৃষ্ণ বনে অগ্নি দিল।
পুড়িয়া সকল জিব অগ্নিতুষ্ট কৈল ॥২৫৩৮॥ ‡
হেনমতে কথোদিন বঞ্চি গদাধর।
কালিন্দি সহিত আইলা দ্বারিকা নগর ॥২৫৩৯॥

---

১ বাকর (খ) ; বায়ু (ঘ)
২-২ জজ্ঞঘৃত জিন্নে আমি মহা দুক্ষ পাই (খ)
যোড় হাতে বলে শুন দেব গোবিন্দাই (ঘ)
৩ শুন নারায়ণ (ঘ)
* এই কলিটি এবং পরের পদের দ্বিতীয় কলিটি (খ) পুথিতে নাই।
ইহার পরে (ঘ) পুথিতে নিম্নলিখিত পদটি আছে :—

যজ্ঞ ঘৃতে অজীর্ণে আমি বড় দুঃখ পাই।
এক কথা নিবেদন কৈল তোমার ঠাঞী।

৪-৪ খাণ্ডব দাহন যদি কর নারায়ণ (ঘ
৫ বচন (ঘ) ; বন (খ)
৬-৬ অগ্নি দিলে কোপে [পুড়ে (ঘ)] ইন্দ্র বরিসন করে (খ), (ঘ)
† এই কলিটি (খ) পুথিতে নাই। ৭-৭ সকল খাইয়া ঘৃত করি বিমোচন (ঘ)
‡ অতিরিক্ত পাঠ (ঘ) :—

তথাস্তু বলিয়া কৃষ্ণ অঙ্গীকার করিয়া।
অর্জুন সহিত চলে ধনুর্ব্বাণ লইয়া।

কহিল[১] কালিন্দি বিভা সুন সর্ব্বজনে।
গুনরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ চরনে ॥২৫৪০॥

বসন্ত রাগ[২]

হেনমতে দ্বারিকাএ বসে চক্রপানি।
আচম্বিতে মিত্রবৃন্দার সয়ম্বর সুনি ॥২৫৪১॥
অবন্তি রাজার কন্যা পরম[৩] সুন্দরী।
জগত[৪] মোহিনি কন্যা[৪] রূপে অপছরি ॥২৫৪২॥
বাপেত বলিল ভাল জোগ্য আছে বর।
বসুদেব সুত কৃষ্ণ দেবগদাধর[৫] ॥২৫৪৩॥
বিন্দ অরবিন্দ[৬] সে কন্যার দুই ভাই।
সুনিঞাত ক্রোধ[৭] হৈয়া[৭] গেলা বাপের ঠাঞি ॥২৫৪৪॥
কেন হেন বৈলে বাপা অজোগ্য বচন।
আমার ভগ্নির পতি[৮] গুয়ালা নন্দন ॥২৫৪৫॥
সয়ম্বর করিয়া আনিব সব রাজা।
জোগ্যবরে[৯] ভগীনি[৯] দিয়া করিব তার পুজা ॥২৫৪৬॥
পুত্র বাক্যে[১০] সয়ম্বর কৈল নৃপবর।
সুনিল[১১] সকল কথা দেব গদাধর ॥২৫৪৭॥

---

১ করিল (খ), (ঘ)
২ হিন্দোল রাগ (খ), (ঘ)
৩ সর্ব্বাঙ্গ (খ), (ঘ)
৩-৪ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রামা (ঘ)
৪ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর (খ)
৬ সহদর (খ) ; সহোদর (ঘ)
৭-৭ ফুরিতে (খ) ; ধরিতে (ঘ)
৮ জোর্গ (খ) ; যোগ্য (ঘ)
৯-৯ যার যোগ্য হয় (ঘ)
যার যোগ্য তারে দিমু (খ)
১০ বচনে (খ), (ঘ)
১১ জানিল (খ), (ঘ)

রথ সাজি গেলা কৃষ্ণ[1] অবন্তি নগর[1] ।
সভা[2] মদ্ধে কন্যা তুলি রথের উপর[2] ॥২৫৪৮॥
পথে[3] সব রাজা আসে[3] জুদ্ধ করিবারে ।
সভা[4] জিনি কন্যা আনি দ্বারকা নগরে[4] ॥২৫৪৯॥
সুভক্ষণ করি আসি অবন্তির রাজা ।
কন্যা দিয়া নানা ধনে কৃষ্ণের করি পুজা ॥২৫৫০॥ *
মিত্রবৃন্দা বিভা করি দেব দামোদর ।
আনন্দিত সর্ব্ব রার্য্য দ্বারকা নগর ॥২৫৫১॥
তবে কথো দিনে রাজা কেকই অধিপতি ।
শ্রুতি কির্ত্তি নাম তার মোহা জুদ্ধ[5] পতি ॥২৫৫২॥

১-১ তথা দেব দামোদর (খ)

২-২ রথে তুলি [চড়ি (খ)] কন্যা লয়্যা আনিল [চলিল (খ)] (খ), (ঘ)

৩-৩ রথ আগুলিল রাজা (ঘ)

৪-৪ একেলা জিনিল সভা দেব গদাধরে (গ)
একেলা জিনিল কৃষ্ণ সকল রাজারে (ঘ)

* ২৫৫০ ও ২৫৫১ সংখ্যক পদের পাঠান্তর :—

সভা জিনি কন্যা লয়্যা আল্যা দামোদর ।
হরসিত সর্ব্ব লোক দ্বারকা নগর ।
ঘরে আনি সুভক্ষণে কন্যা বিভা কৈল ।
মিত্রবৃন্দা সঙ্গে গোসাঞি রজনি বঞ্চিল ।
কৃষ্ণের বিজয় নর সুন একমনে ।
মিত্রবৃন্দা বিভা গুনরাজ খাঁন ভনে । (খ)
রাজা জিনি কন্যা আনি দেব গদাধর ।
হরষিত সর্ব্ব লোক দ্বারকা নগর ।
তবে আনি শুভক্ষণে কন্যা বিভা কৈল ।
মিত্রবৃন্দা সনে কৃষ্ণ রজনী বঞ্চিল ।
শ্রীকৃষ্ণ বিজয় নর শুন একমনে ।
পুনরপি জন্ম নহে গুণরাজ ভণে । (ঘ)

৫ যোধা (ঘ)

ভদ্রা নামে কন্যা তার পরম[1] রামিনি[1] ।
বসুদেবের ভগীনি দেবি[2] জগত মোহিনি ॥২৫৫৩॥
দেখীয়া[3] কন্যার রূপ রাজা মনে গুনি[3] ।
ইহার জোগ্য বর আছে দেব চক্রপানি ॥২৫৫৪॥
পুত্র পাঠাইল রাজা দ্বারকা নগরি ।
নানা পুজা করি ঘরে আনিল শ্রীহরি ॥২৫৫৫॥
কৌতুক মঙ্গল করিল নৃপবর ।
কন্যা দিয়া নানা ধনে তুসিল[4] গদাধর ॥২৫৫৬॥
অশ্ব হস্তি রথ দিল করিয়া সাজন ।
দাস দাসিগন দিল নানা বিধি ধন ॥২৫৫৭॥
হরসিতে কন্যা লৈয়া গেলা[5] গদাধর[5] ।
ভদ্রার সহিতে আইলা দ্বারকা নগর ॥২৫৫৮॥
ছয়[6] বিভা করি রঙ্গি[ঙ্গে] বসে বনমালি ।
হাস পরিহাস কৃষ্ণ করেন ঢামালি ॥২৫৫৯॥
শ্রীকৃষ্ণবিজয় নর সুন এক মনে ।
গুনরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ চরনে[6] ॥২৫৬০॥

১-১ গুনের শালিনি (খ) ; জগত মোহিনী (ঘ)   ২ ভিহো (খ)

৩-৩ কারে কন্যা বিভা দিব মনে মনে গুনি (খ), (ঘ)

৪ পূজিল (খ)

৫-৫ আলা নিজ ঘর (খ)

৬-৬ ২৫৫৯ ও ২৫৬০ সংখ্যক পদের পাঠান্তর (খ), (ঘ) :—

ছয় কন্যা বিভা কৈল দেব শ্রীহরি ।
আনন্দিত সর্ব্ব লোক দ্বারকা-নগরী ।
ছয় কন্যা বিভা কৈল দেব নারায়নে [কমল লোচন (ঘ)]
গোবিন্দ বিজয় গুনরাজ খাঁন ভনে ।
[কৃষ্ণের বিজয় গুণ গুণরাজ ভনে । (ঘ)]

গান্ধারি[1] রাগ

প্রীথুবির মধ্য দেস[2] কৌসলা নগরি।
লগ্নজিত নামে রাজা তাতে অধিকারি ॥২৫৬১॥
ধার্ম্মিক বড় রাজা বৈষ্ণবের সিমা।
কন্যা রত্না আছে তার অতি[3] অনুপামা ॥২৫৬২॥
লক্ষ্মির[4] সমান সেই রূপের সালিনি।
কারে বিভা দিব রাজা মনে মনে গুনি[4] ॥২৫৬৩॥
নারদ মুখে কথা সকলি সুনিল।
ভারাবতারনে হরি[5] পৃথুবি আইল ॥২৫৬৪॥
তারে বিভা দিলে হএ সফল জিবন।
কেমতে আইসে এথা কমললোচন ॥২৫৬৫॥*
মনেতে ভাবিয়া রাজা উপায় স্রীজিল।
অতি ভয়ঙ্কর[6] সপ্ত বলদ[6] আনিল ॥২৫৬৬॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বৈল সভার ভিতরে।
এই সাত বৃস জেই বান্ধে একবারে ॥২৫৬৭॥
সেইত আমার কন্যা বিবাহ করিব।
আর কোন পরকারে কারে[7] নাহি দিব ॥২৫৬৮॥
সুনিঞা কন্যার কথা সব নৃপবর।
কামে[8] হত হৈয়া আইলা[8] কৌসল নগর ॥২৫৬৯॥

---

১ কানড়া (খ)
২ ভাগে (খ), (ঘ)
৩ রূপে (খ), (ঘ)
৪ ৪ সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি কন্যা জগত মোহিনি।
কারে বিভা দিব কন্যা রাজা মনে গুনি ॥ (খ)
'কন্যা' স্থানে 'বাথা' (ঘ)
৫ গোসাঞি (খ)
* ২৫৬৫ ও ২৫৬৬ সংখ্যক পদ পুথিতে নাই।
৬-৬ ঘোরতর সপ্ত ব্রসকে (খ)
৭ বিভা (খ) ; বিবাহ (ঘ)
৮-৮ কামে অচেতন গেল (খ) ; কামে অচেতন হৈয়া (ঘ)

প্রতিজ্ঞা[1] করিয়া আসি বৃস সনিধানে।
বৃস দেখি পালএ সভে ত্রাস পায়্যা মনে[1] ॥২৫৭০॥
কামদগ্ধ[2] হৈয়া কেহো গেল অচেতনে[2] ।
এক গোটা বান্ধিতে নারে অনেক জতনে ॥২৫৭১॥
বৃস[3] দেখি পালাএ জত মহারাজ[3]।
পালাইয়া গেল রাজা পাইয়া বড় লাজ ॥২৫৭২॥
জত সব মহারাজা পৃথুবিতে বৈসে।
কেহো বান্ধিতে নারে এক গোটা বৃসে ॥২৫৭৩॥
তবে দেবি লগ্নজিতা মনে মনে গুনি।
এক[4] চির্ত্তে বর মাগে পুজিয়া ভবানি[4] ॥২৫৭৪॥ *

১-১ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া গেলা ব্রস বান্ধিবারে।
ব্রসের নিকটে গিয়া পড়িল সত্বরে ॥ (খ)
প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলা বৃষ বান্ধিবারে।
বৃষের নিকটে গিয়া পলান সত্বরে ॥ (ঘ)

২-২ কেহ কেহ বান্ধিতে গেলা [চায় (ঘ)] কামে অচেতনে (খ), (ঘ)

৩-৩ বৃস বান্ধিতে নারিল মহামহারাজা (খ)
বৃষ বাঁধিতে নারে মহামহা রাজা (ঘ)

৪-৪ আমা বিভা করিতে নারিব কোন জনে (খ)
আমাকে বিভা করিতে নহিব কোন জনে (ঘ)

* ২৫৭৪ হইতে ২৫৮৫ সংখ্যক পদ পর্যন্ত অন্য হস্তাক্ষর দ্রষ্টব্য। ২৫৭৪ সংখ্যক পদের পরে অতিরিক্ত পাঠ :—

প্রতিজ্ঞার বিভা মোর নহিল ভুবনে।
বাপের কারনে প্রথম জৌবনে ॥
বিষাদ ভাবিয়া দেবি মনে মনে গুনি।
এক চির্ত্তে বর মাগে পুজিয়া ভবানি ॥ (খ)
প্রতিজ্ঞাতে বিভা মোর না হব এই কালে।
বাপের কারণে আমি না পাইনু গোপালে।
বিষাদ করিয়া রামা মনে মনে গুণি।
এক চিত্তে বর মাগে পুজিয়া ভবানী ॥ (ঘ)

ত্রিভূবনেশ্বরি[১] দেবি দুর্গতিনাসিনি।
স্বামি করি দেহ মোরে দেব চক্রপানি[১] ॥২৫৭৫॥
নহে স্ত্রীবধ দিব তোমার উপর।
জন্মে জন্মে পাই দেব গদাধর ॥২৫৭৬॥
হেনমতে আছে দেবি মনে কৃষ্ণ করি।
দ্বারকায় বসিয়া সব জানিল শ্রীহরি ॥২৫৭৭॥
ত্রিদসের নাথ কৃষ্ণ[২] সব জানি মনে[২]।
বিসেসে বৃসের কথা কহে[৩] সর্ব্ব জনে[৩] ॥২৫৭৮॥
এত[৪] জানি রথে চড়ি চলিলা সত্বরে।
সত্বরে মেলিল গীয়া কোসিক নগরে ॥২৫৭৯॥
শুনিঞা কৃষ্ণের কথা কোসলের রাজা।
পাদ্ধ অগ্র দিয়া তার করিল বড় পূজা[৪] ॥২৫৮০॥

১-১ সৃষ্টির পালিনী দেবী দুর্গতিনাশিনী।
বর দেহ দেবী মোরে হরের ঘরণী॥
স্বামী করি দেহ মোরে দেব চক্রপাণি।
ত্রিভুবনের সার তুমি জগতমোহিনী॥ (খ)

২-২ গোসাঞি অন্তরে জানিল (খ);
গোসাঞী সকল জানিল (ঘ)

৩-৩ সর্ব্বত্র শুনিল (খ), (ঘ)

৪-৪ ২৫৭৯ ও ২৫৮০ সংখ্যক পদের পাঠান্তর —

অন্তরে চলিল গোসাঞি দেব গদাধর।
রথ সাজি গেল সেই কোসল নগর॥
কৃষ্ণ দেখি মহারাজা সংভ্রমে উঠিয়া।
বসাইল নিজ ঘরে পাদ্য অর্ঘ দিয়া॥ (খ)
অন্তরে কৌতুক হৈলা দেব গদাধর।
যত বৃষ বাঁধিতে গোসাঞী চলিল সত্বর॥
রথে চড়ি গেলা গোসাঞী কৈশল্যা নগর।
কৃষ্ণ দেখি হরষিত হৈলা নৃপবর॥
সম্ভ্রমে উঠয়ে রাজা পাদ্য অর্ঘ্য লয়ে।
ঘরে আসে গদাধর সন্তুষ্ট্যো পুজিয়ে॥ (ঘ)

মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজন।
জিজ্ঞাসিল বার্ত্তা কেন করিলা গমন ॥২৫৮১॥
ইসত হাসিয়া তবে বলে চক্রপানি।
তোমার কন্যা[১] আছে[১] লোক মুখে সুনি ॥২৫৮২॥
দেহত আমারে বিভা সুন নৃপবর।
বিভা করিবারে আলঙ তোমার নগর ॥২৫৮৩॥

ভৈরবি রাগ *

সুনিঞা কৃষ্ণের কথা জুড়ি দুই হাত।
ভাল বোল বলিল মোরে[২] দেব জগনাথ[২] ॥২৫৮৪॥
তোমাকে সে দিব বিভা মনে দ্রঢ় করি।
বিসম প্রতিজ্ঞা কৈল সুনহ স্রীহরি ॥২৫৮৫॥
মোর ভাগো তুমি সে আইলা মোর[৩] ঘর[৩]।
সাত গোটা বৃস বান্ধি কন্যা বিভা কর ॥২৫৮৬॥
সুনিঞা রাজার বোল বলে নারায়ন।
এত বড় প্রতিজ্ঞা তুমি করিলে কি কারন ॥২৫৮৭॥
জদি কোন অধম সে বলবান[৫] হৈয়া।
করএ কন্যাকে বিভা বলদ বান্ধিয়া ॥২৫৮৮॥
তবে কোন কর্ম্ম হউক সুন নৃপবর।
অপজস[৪] হইত তোমার প্রথুবি ভিতর[৪] ॥২৫৮৯॥
সুনিঞা বলেন রাজা সুন নারায়ন।
এক গোটা বান্ধে হেন নাহি কোন জন ॥২৫৯০॥

১-১ কন্যার বিভা (খ)
২-২ গোসাই ত্রিভুবন ঈশ্বর (খ)
৩-৩ গদাধর (খ), (ঘ)
৪-৪ সংসারেতে অপযশ ঘুষিব বিস্তর (খ), (ঘ)
* (খ), (ঘ) পুথিতে নাই।
৫ আমি বড় (খ); বল বড় (ঘ)

তোমা বিনে বান্ধে হেন নাহি[১] ত্রিজগতে[১] ।
বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা কৈলু বৃস জগন্নাথে[২] ॥২৫৯১॥
সাত[৩] বৃস বান্ধিবারে গেলা একেস্বর ।
মহাকায় বৃস সব দেখি ভয়ঙ্কর ॥২৫৯২॥
সাত মুর্ত্তি হৈয়া বান্ধে বৃস একেস্বর ।
দেখিয়াত মহারাজা লড়িল সত্বর ॥২৫৯৩॥
আনিঞাত কন্যাদান করিল গদাধরে ।
তোমার জোগ্য কন্যা এই সমর্পিল তোমারে[৩] ।২৫৯৪॥
স্বভাবে[৪] সুন্দরি কন্যা[৫] জগত মোহিনি ।
নানা রত্নে ভূসিতা কন্যা দিল নৃপমনি ॥২৫৯৫॥
অস্ব হস্তি রথ দিল নানা বিধি দানে ।
দাস দাসি নানা ধন নাহি[৬] পরিমানে[৬] ॥২৫৯৬॥
বিবাহ করিয়া নারায়ন রথেত চড়িয়া ।
লড়িলা দ্বারকা পুরি কন্যা রত্না লৈয়া । ৫৯৭॥

১-১ কে আছে সংসারে (খ) ;
নাহিক সংসারে (ঘ)

২ গদাধরে (খ), (ঘ)

৩-৩ ২৫৯২ হইতে ২৫৯৪ সংখ্যক পদের পাঠান্তর :—

ব্রস [বৃষ (ঘ)] বান্ধি বিভাকর পরম রূপসী ।
তুমি তার জোর্গ্য [যোগ্য (ঘ)] সেই তোমার সদৃশী ॥
শুনিয়া রাজার বোল হাসি গদাধর ।
সাত ব্রস [শতবৃষ (ঘ)] বান্ধিতে প্রভু যান একেশ্বর ।
মহাকায় ব্রস (বৃষ) সব দেখিতে ভয়ঙ্কর ।
প্রতিজ্ঞা পূরন হৈল বুঝিল রাজন । [এই পদটি (ঘ) পুঁথিতে নাই]
দেখিয়াত মহারাজা লড়িলা সত্বরে ।
আনিয়াত কন্যাদান কৈল নৃপবরে ॥ (খ), (ঘ)

৪ সহজে (খ), (ঘ)

৫ রামা (খ), (ঘ)

৬-৬ যতেক বিধান (খ), (ঘ)

নানারত্নে নানাধনে দ্বারকা পুরি[1] [লৈ]য়া।
সুখে নিবসন্তি কৃষ্ণ বন্ধুজন লৈয়া ॥২৫৯৮॥
অদ্ভুত[2] অমৃত কথা[2] সুন সর্ব্বজনে।
গুনরাজ[3] খাঁন বলে গোবিন্দ চরনে[3] ॥২৫৯৯॥

মল্লাররাগ[4]

হেনকালে ভদ্ররাজা[5] আপন ভবনে।
লক্ষনার বিবাহ[6] দিব[6] চিন্তে মনে মনে ॥২৬০০॥
ডাক দিয়া পাত্র মিত্র আনি নৃপবর।
বিভাযোগ্য হইল কন্যা রচ সয়ম্বর ॥২৬০১॥
পুরিত নির্ম্মান কৈল বিচিত্র সুবেসে[7]।
রাজা আনিবারে দুত পাঠাইল দেসে দেসে ॥২৬০২॥
রাধাচক্র নির্ম্মান কইল চক্রের[8] বিধানে।
এক জোজন উর্দ্ধ কৈল লোক অদর্সনে ॥২৬০৩॥
ধনুক জুড়ি এড়িল মন্ত্রের বিধানে।
জেই জন বিন্ধে তারে দিব কন্যাদানে ॥২৬০৪॥*
আদেস করিল রাজা হরসিত মনে।
রাধাচক্র রচি কৈল পুরির বিধানে[9] ॥২৬০৫॥
রাজ জোগ্য স্থান কৈল রাজা রহিবারে।
নৃত্যগিত[10] বাদ্য সব[10] প্রতি ঘরে ঘরে ॥২৬০৬॥

---

১ পুরিয়া (খ) ২-২ কৃষ্ণের চরিত্র সব (খ), (ঘ)
৩-৩ সয়ত্রীতার বিভা গুনরাজ খাঁন ভণে (খ), (ঘ)
৪ কামোদ রাগ (খ) ; (ঘ) পুথিতে কিছু নাই।
৫ মদ্ররাজা (খ), (ঘ) ৬-৬ বিবাহ কাথা (ঘ)
৭ বিসদে (খ) ৮ ইন্দ্রের (খ), (ঘ)
* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই। ৯ নির্ম্মানে (খ) ; নিরমাণে (ঘ)
১০-১০ নৃত্যকি নাচয়ে গিত (খ) ; নর্ত্তক নাচয়ে গীত (ঘ)

পৃথুবি মণ্ডলে[1] আছে জত নৃপবর।
পরম হরিসে আইলা ভদ্র[2] রাজার ঘর[2] ॥২৬০৭॥
আসিয়া রহিলা সভে সয়ম্বর স্থানে।
রাধাচক্র বিন্ধিবারে গেল আর দিনে ॥২৬০৮॥
তবে[3] ভদ্ররাজা আসি সভার ভিতরে।
নানা রত্নে ভূসিত তনু নানা অলঙ্কারে[3] ॥২৬০৯॥*
কর জুড়ি বলে রাজা সভা বিগ্ধমানে।
আমার[4] প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ কর নৃপগনে[4] ॥২৬১০॥
পরিহার করি তবে ভদ্ররাজা[5] বৈল।
উৰ্দ্ধমুখ করি তবে চক্র নিরখিল ॥২৬১১॥
দেখিয়া বিসম তবে সব নৃপগন।
ধনুক জুড়িতে কেহো না করিল মন ॥২৬১২॥
তবে সব্ব নরপতি উঠিয়া সত্বরে।
তুলিতে ধনুক নারে সজ্জ করিবারে ॥২৬১৩॥†
সিসুপাল[6] দন্তবক্র মগধ নরপতি[6]।
নারিল পুরিতে ধনুক অনেক সকতি ॥২৬১৪॥
মৎসরাজা রুকিরাজা বিদৰ্ভ নৃপবর[7]।
নারিল পুরিতে ধনুক সভার ভিতর ॥২৬১৫॥

---

১ মধ্যে (খ), (ঘ)   ২-২ মদ্রের নগর (খ), (ঘ)

৩-৩ তবে মদ্র অধিপতি অতি'প ব্যবহারে।
নানা রত্নে পূজা কৈল সব নৃপবরে॥ (ঘ)

* (খ) পুঁথিতে ২৬০৯ ও ২৬১০ সংখ্যক পদ নাই।

৪-৪ যেই চক্র বিন্ধে তারে কন্যা দিব দানে (ঘ)

৫ মদ্ররাজা (খ), (ঘ)

† ২৬১২ এবং ২৬১৩ সংখ্যক পদ (খ) ও (ঘ) পুঁথিতে নাই।

৬-৬ বিক্রম করিয়া যায় সব [যত (ঘ)] নরপতি (খ), (ঘ)

৭ ঈশ্বর (খ) ; ঈশ্বর (ঘ)

দুর্যোধন সত ভাই তুলিয়া চাইল।
ধনুক[1] তুলিয়া গুন দিতে না পারিল[1] ॥২৬১৬॥
সাম্ব পৌণ্ড[2] বৃহদ্রত কাসির নরপতি[3]।
গুন দিতে নারে কেহো অনেক সকতি ॥২৬১৭॥
নকুল সহদেব আর জত সব রাজা।
না তুলিল ধনুক তারা সভে কৈল পুজা ॥২৬১৮॥
তবে ভিমসেন ধনুক হাথে তুলি নিল।
পুরিয়া[4] সন্ধান বান বিন্ধিতে নারিল[4] ॥২৬১৯॥
তবেত অর্জ্জুন বির ধনুক জুরিয়া[5]।
এড়িলেন বান[6] তবে[6] সন্ধান[7] পুড়িয়া ॥২৬২০॥
চক্র পরসিয়া বান ভুমিতলে পড়ে।
লর্জ্জা পায়্যা অর্জ্জুন বির ধনুক খান এড়ে ॥২৬২১॥
তবেত হাসিয়া দৃঢ়করি পরিকর[8]।
চক্র[9] বিন্ধিবারে জায় দেবগদাধর[9] ॥২৬২২॥
বামহাথে ধনুক ধরি আকর্ন্ন পুরিয়া।
এড়িলেন বান গোটা চক্র সে দেখিয়া[10] ॥২৬২৩॥
সংসারের সার গোসাঞি সর্ব্ব[11] মায়া[11] জানি।
বানে কাটি মৎস গোটা পেলিল চক্রপানি ॥২৬২৪॥
প্রতিজ্ঞা সফল হৈল দেখি ভদ্র[12] রাজা।
পাদ্ব আর্ঘ্য দিয়া কৈল কৃষ্ণের পুজা ॥২৬২৫॥

১-১ গুন দিয়া ধনু কেহ পুরিতে নারিল (খ), (ঘ)
২ সম্বনি (খ) ; সন্ধান (ঘ)
৩ কাসিরাজা (খ) ; কাশীরাজ (ঘ)
৪-৪ পুরিয়াত বাণ ভিতো এড়িতে নারিল (খ), (ঘ)
৫ তুলিয়া (খ), (ঘ)
৬-৬ বান গোটা (খ), (ঘ)
৭ আকর্ণ (খ), (ঘ)
৮ পরিবারি (খ), (ঘ)
৯-৯ লইল ধনুক বান আপনে শ্রীহরি (খ), (ঘ)
১০ নিরখিয়া (খ)
১১-১১ অপুর্ব্ব মায়া (খ)
১২ মত্র (খ), (ঘ)

পাহিড়ারাগ *

তবেত লক্ষনা দেখি তৈলঙ্ক সুন্দরি।
চলিতে[১] চলয়ে জেন রাজ হংস সারি[১] ॥২৬২৬॥
পুরুস বিদুসি কন্যা জানে সর্ব্ব কলা।
সভাদিপ্ত কৈল জেন বিদুতের মালা ॥২৬২৭॥†
হাথে মালা করি গেলা গোবিন্দের পাসে।
রোহিনি সহিত জেন চন্দ্রমা আকাসে ॥২৬২৮॥‡
দেখিয়া সকল রাজা কামে হত চিত।
খসিল মকুট সিরে পড়িলা ভূমিত ॥২৬২৯॥
ইসত হাসিয়া দেখি মনোরথ কামে ॥
কৃষ্ণগলে[২] মালা দিয়া করিল প্রনামে[২] ॥২৬৩০॥
জয় জয় সব্দ হৈল সকল সংসারে।
সয়ম্বরে লক্ষনা বিভা কৈল গদাধরে। ২৬৩১॥
লক্ষ[৩] লক্ষ হস্তি ঘোড়া কৃষ্ণে দিল দান।
নানারত্ন নানাধন জতেক বিধান ॥২৬৩২॥
ছয় কোটি পাইক নানা অস্ত্র দিয়া।
তিন সহস্র কন্যা দিল রতনে ভূসিয়া[৩] ॥২৬৩৩॥

* (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।
১-১ গদাধর স্থানে গেলা হাতে মালা করি (খ), (ঘ)
† অতিরিক্ত পাঠ :—উজ্জল বসনের আড়ম্ব বিধিয়া।
নানা রত্নে আভরণে ভূষিত হইয়া। (ঘ)
মত্ত গজ গামিনী রামা নুপুর বাজে পায়।
পদে পদে ধ্বনি যেন রাজহংসী যায়। (খ), (ঘ)
‡ এই কলিটি এবং ২৬২৯ সংখ্যক পদটি ও পরের পদের প্রথম কলিটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।
২-২ কৃষ্ণের গলেতে মালা দিলেন হরিষে (খ), (ঘ)
৩-৩ তবে মত্র রাজা ঘরে গোবিন্দে আনিয়া।
শাস্ত্রের বিধানে কন্যা বিভা দিল গিয়া [লয়া (খ)]।
ছয় শত রথ দিল যৌতুক বিধানে।
ছয় লক্ষ ঘোড়া দিল সহস্র হস্তিদানে। (খ), (ঘ)

নানা বিধি দান তবে গোবিন্দ পাইয়া।
লড়িলাত গদাধর কন্যারত্না লৈয়া ॥২৬৩৪॥
বিভাকরি গদাধর আসি নিজ ঘরে।
অসুবুঝি কৃষ্ণে রাজা আইসে কথো দুরে ॥২৬৩৫॥
কাম লাজ্জে হত চিত্ত জত নৃপবর।
জুদ্ধ করিবারে পথে লড়িলা সত্বর ॥২৬৩৬॥
জিনিলেন[1] রাজাগনে একেলা শ্রীহরি[1]।
লক্ষনা সহিত গেলা দ্বারকা নগরি ॥২৬৩৭॥
অষ্ট নাইকা বিভা কৈল গদাধর।
একচিত্তে[2] স্থন সভে[2] কথা মনোহর ॥২৬৩৮॥
জেই[3] জে বাঞ্ছা করি কৃষ্ণ কথা স্থনি[3]।
সর্ব্ব[4] মনোরথ পুর্ন্ন করে চক্রপানি[4] ॥২৬৩৯॥
ইহলোকে সুখে থাকে ইহার শ্রবনে।
পরলোকে সুখেবাস গুনরাজ ভনে ॥২৬৪০॥

কৌরাগ[5]

পৃথুবি[6] তনয়[6] রাজা নরক মোহামতি।
মধ্যদেসে বৈসে সেই জিনিঞা[7] নৃপতি[7] ॥২৬৪১॥
চক্রবর্ত্তি রাজা হৈল বিদিত সংসারে।
জিনিলেক[8] সকল রাজা পৃথুবি ভিতরে[8] ॥২৬৪২॥
কুবের জিনিঞা রথ আনে নৃপবর।
মনি পর্ব্বত জিনি মনি আনিলেক ঘর ॥২৬৪৩॥

১-১ জিনিলা সকল রাজা দেব শ্রীহরি (খ), (গ)   ২-২ আনন্দে শুনহ নর (খ), (গ)
৩-৩ ইহলোক সুখে থাকে যেই জন শুনে (খ), (গ)
৪-৪ অষ্ট নায়িকা বিভা কৈল নারায়নে (গ)
৫ মাউর রাগ (খ), (গ)   ৬-৬ পৃথিবীর তলে (গ)
৭-৭ রাজা মহা জোর্ত্তাপতি (খ) ; মহারাজা যোধপতি (গ)
৮-৮ জিনিল সকল রাজা নিজ বাহুবলে (গ)

কুড়ি সহস্র কন্যা বিভা করিব একুবারে।
তথির[1] কারনে[1] দেব দানবের কন্যা হরে ॥২৬৪৪॥
জেই জেই মহারাজা বস্তে তৃভূবনে।
সভাজিনি কন্যা আনে আপন ভূবনে[2] ॥২৬৪৫॥
সুরপুরি জিনিএগ আনিল বিদ্যাধরি[3]।
অদিতির কুণ্ডল দুই আনিলেক হরি ॥২৬৪৬॥
মাএর কুণ্ডল হরে দেখি সুরপতি।
করিলেক[4] বিস্তর জুদ্ধ[4] নরক সংহতি ॥২৬৪৭॥
নারিল[5] সহিতে রন ভঙ্গ দিল সুরপতি।
না পাইল কুণ্ডল বড় হইল আখেআতি[5] ॥২৬৪৮॥
কেমতে খণ্ডএ লাজ চিন্তিল তথাই।
দ্বারকা আইলা ইন্দ্র জথা গোবিন্দাই ॥২৬৪৯॥
দেখিয়াত গোবিন্দাই[6] সম্ভ্রমে উঠিয়া।
বসাইল সুরপতি পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ॥২৬৫০॥
ইন্দ্রকে[7] বলিল কৃষ্ণ[7] জুড়ি দুই হাত।
কি কারনে আগমন কহ সুরনাথ ॥২৬৫১॥
সুনিএগ কৃষ্ণের কথা এক চিত্তমনে।
কহিল নরক জত কৈল অপমানে ॥২৬৫২॥
ভারাবতারনে গোসাঞি তোমার অবতার।
তোমা বিদ্যমানে কেন হেন[8] অব্যবহার[8] ॥২৬৫৩॥

১-১ ইহা লাগি (খ), (ঘ) ২ সদনে (ঘ)
৩ অপ্সরি (খ); অপ্সরী (ঘ)
৪-৪ বড় জুদ্ধ কৈল ইন্দ্র (খ); বিস্তর করিল যুদ্ধ (ঘ)
৫-৫ নারিল সহিতে যুদ্ধ ভঙ্গ দিল রণে।
যুদ্ধে হারি ইন্দ্র তবে গুণি মনে মনে। (খ), (ঘ)
৬ গদাধর (খ), (ঘ) ৭-৭ অনেক বিনয় করি (খ), (ঘ)
৮-৮ এত দুর্গতি আমার (খ), (ঘ)

অনেক সুন্দরি ছিল[1] আমার ভূবনে[1] ।
সকল[2] আনিঞা পাপ কৈল একুস্থানে[2] ॥২৬৫৪॥
বিংসতি[3] সহস্র কন্যা বিভা করিতে একুবারে[3] ।
সোল সহস্র একসত আনিল নিজ ঘরে ॥২৬৫৫॥
নাঞি করে বিভা কন্যা আছে একুস্থানে ।
করিবেক বিভা কুড়ি সহস্র পুরনে ॥২৬৫৬॥
কুবের জিনিঞা মুনি[4] পর্ব্বত আনিল ।
আমাকে[5] জিনিঞা মাএর কুণ্ডল হরিল[5] ॥২৬৫৭॥
আমারত মাও দেবি আমারে[6] বলিল[6] ।
কৃষ্ণ[7] ঠাঞি জাহ তুমি এবোল কহিল[7] ॥২৬৫৮॥
চল ঝাট জাহ পুত্র দ্বারকা নগর ।
কৃষ্ণ ঠাঞি নিবেদিয়া বিপক্ষ সংহার ॥২৬৫৯॥*
কৃষ্ণেরে কহিয়া মার নরক পাপমতি[8] ।
আনিঞা কুণ্ডল মোরে দেহ সুরপতি ॥২৬৬০॥
কহিয়া সকল কথা লড়িলা[9] সত্বর[9] ।
নরক[10] মারিয়া বিভা কর দামোদর[10] ॥২৬৬১॥

১-১ কন্যা যত ত্রিভুবনে (খ), (ঘ)

২-২ সব কন্যা হরিয়া থুইয়াছে এক স্থানে (খ), (ঘ)

৩-৩ বিংশতি সহস্র কন্যা একত্র করিয়া (খ), (ঘ)

৪ মণি (ঘ)

৫-৫ মায়ের কুণ্ডল জিনি আমা পরাজিল (খ) ; মায়ের কুণ্ডল হরি আমাকে জিনিল (ঘ)

৬-৬ বলিল আমারে (খ), (ঘ)

৭-৭ দ্বারকাতে যাহ যথা ত্রিদশ ঈশ্বরে (খ), (ঘ)

* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই ।

৮ দুষ্টমতি (খ), (ঘ)

৯-৯ কাছে পুরন্দর (খ)

১০-১০ নরক বধের অঙ্গীকার কৈল গদাধর (খ) ; নরক বধিব আজ্ঞা কৈল গদাধর

ঘরেতে[১] বসিয়া কৃষ্ণ আনি হলধর।
প্রদ্যুম্নাদি করিয়া জতেক কোঙর[১] ॥২৬৬২॥
বসুদেব দৈবকী উগ্রসেন রাজা।
গদ[২] সার্ত্তকী আনি[২] বিস্তর কৈল পূজা ॥২৬৬৩॥
মন্ত্রনা[৩] কইল কৃষ্ণ সভাবিদ্যমানে।
নরক রাজা মারিতে জাই ইন্দ্রের বচনে ॥২৬৬৪॥
অনেক সত্রু বৈসে মোর পৃথুবি ভিতরে।
ভালমতে[৪] পুরি রাখি থাকীহ সত্বরে ॥২৬৬৫॥*
সত্যভামা লয়্যা রথে জায় অন্তরিক্ষে।
শ্রীযারঙ্গে গরূড় সঙ্গে জায় উর্দ্ধমুখে ॥২৬৬৬॥†

১-১ বিনয় করিয়া ইন্দ্রে পাঠাইল ঘর।
নরক বধিতে [মারিতে (খ)] সাজে দেব গদাধর ॥ (খ), (গ)

২-২ সভাকে আনিয়া কৃষ্ণ (খ), (গ)

৩ প্রতিজ্ঞা (খ)

৪ সত্তে মেলি (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

গরুড় সহিত যাব জিনিতে নৃপতি।
রথে চড়ি দারুক মোর আইস সংহতি ॥
আর সব বীর থাকুক দ্বারকা রাখিয়া।
পড়িলাত গদাধর সত্যভামা লইয়া ॥ (খ), (ঘ)

† ২৬৬৬ হইতে ২৬৭১ সংখ্যক পদের পাঠান্তর :—

সত্যভামা সঙ্গে কৃষ্ণ গরুড়ে চড়িয়া।
নরক বধিতে কৃষ্ণ একেলা লড়িলা।
প্রিয়া সঙ্গে [আসে (ঘ)] গরুড়ে চড়িয়া অন্তরীক্ষে।
জলে থাকি মুর দৈত্য গোবিন্দেরে দেখে।
অগ্নিময় গাড় করি [পুরী (ঘ)] দেখি ঘোরতর।
জল দুর্গে বিষম পুরী জলের ভিতর ॥
নরকের সখা মুর জলের ভিতরে।
ঘর করি বৈসে তথা পুরী রাখিবারে।
পঞ্চ মুখা দৈত্য বড় ঘোর দরশন।
জলমধ্যে বসি যেন [জিনে (ঘ)] সকল ভুবন ॥

জলে থাকী মুরদৈত্য গদাধর দেখে।
দিব্য মুর্ত্তি পুরুস এক সমুদ্র সে লখে ॥২৬৬৭॥
পরম জোতিসপুরি মহাঘোরতর।
জল ব্যাপি সরির তার অরন্য ভিতর ॥২৬৬৮॥
সেই নরকের সখা জলের ভিতরে।
ঘর করি যত্নে সেই পুরি রাখিবারে ॥২৬৬৯॥
বৎসর সুত দৈত্য বড় ঘোর দরসন।
জলমধ্যে বসে জিনি অনেক ভূবন ॥২৬৭০॥
সাত গোটা পুত্র তার জমের দোসর।
দেখিয়া জুদ্ধ করিবারে উঠিলা সত্বর ॥২৬৭১॥
ডাক[১] দিয়া বলে বির[১] আসি কোথাকারে।
পুরি রাখি বসি আমি জলের ভিতরে ॥২৬৭২॥
পড়িলি আমার হাথে নিকট মরন।
আজিত প্রসন্ন[২] তোরে জমের কারন ॥২৬৭৩॥
এত বলি গোবিন্দেরে এড়ে দসবান।
চক্রে কাটি গদাধর করে খান খান ॥২৬৭৪॥
পুনরপি সুল[৩] লৈয়া ধাইল সত্বরে।
এড়িলেক সেলপাট দেখি গদাধরে ॥২৬৭৫॥
দসদিগ দিপ্ত করি জায় কৃষ্ণ ঠাঞি।
সুল[৪] দেখি হাসিলা জে দেব গোবিন্দাই[৪] ॥২৬৭৬॥

সাত গোটা পুত্র তার ঘোর দরশনে।
সত্বরে উঠিলা যুদ্ধ করিবার মনে ॥ (খ), (গ)

১.১ ডাকিয়া বলয়ে মুর (খ), (গ)

২ সকল (খ) ; পুরিল (গ)

৩ সেল (খ) ; শেল (গ)

চক্র এড়িলেন পাট কাটে গোবিন্দাই (খ) ;
চক্র এড়ি শেল পাট কাটি গোবিন্দাই (গ)

পুনরপি চক্র লৈয়া[1] দেব চক্রপানি।
কাটিয়া সরির তার কৈল খানি খানি ॥২৬৭৭॥
মরিল মুর দৈত্য দেখে দেবগনে।
মুরারি বলিয়া কৈল[2] পুষ্প বরিসনে[2] ॥২৬৭৮॥
তবে[3] সাত পুত্র তার[3] বাপের মরনে।
কৃষ্ণসনে জুদ্ধে তারা ছাড়িল জিবনে ॥২৬৭৯॥
সবংসে মুর মারি দেব গদাধর।
গরুড় সহিতে[4] গেলা পুরির ভিতর ॥২৬৮০॥
দেখিয়া[5] নরক রাজা জুদ্ধ করিবারে।
অস্ত্র[6] লৈয়া দর্প করি[6] ধাইল সত্বরে ॥২৬৮১॥
মারিলেত মোর সখা করিলে বড় রন।
মোর বানে[7] আজি জাবে জমের করন ॥২৬৮২॥
হেন মতে কঠোর[8] রন হইল দুই জনে।
বান বরিসন হৈল অদ্ভুত মহারনে ॥২৬৮৩॥
উখা বন্দি ঘরে জত রাজার কুমারি।
ঘট পাতি পুজে তারা[9] দেবি মাহেস্বরি[9] ॥২৬৮৪॥
সুন দেবি নারায়নি[10] হরের ঘরনি।
দুর্গতি[11] করহ পার দুর্গতি নাসিনি[11] ॥২৬৮৫॥

---

১ এড়িল (খ), (ঘ)
২-২ নাম করিল যোবনে (খ), (ঘ)
৩-৩ সাত পুত্র রোসে তার (খ);
শত পুত্র রোষে তার (ঘ)
৪ চড়িয়া (খ), (ঘ)
৫ আইসে (খ), (ঘ)
৬-৬ হাতে অস্ত্র করি রাজা (খ), (ঘ)
৭ হাথে (খ), হাতে (ঘ)
৮ কর্কশ (খ), (ঘ)
৯-৯ দেখি এক মন করি (খ), (ঘ)
১০ পার্ব্বতী (খ), (ঘ)
১১-১১ দুঃখ সাগরে পার করহ ভবানী (খ), (ঘ)

পাপিষ্ঠ নরক রাজা বিভা[1] নাহি করে[1] ।
নরক[2] মারিয়া বিভা করুন গদাধরে[2] ॥২৬৮৬॥
তৃদসের[3] নাথ গোসাঞি[3] করাহ গোচর ।
দুষ্ট[4] মারি আমারে লেউন গদাধর ॥২৬৮৭॥
এক[5] মনে[5] কন্যাগন চিন্তে নারায়ন ।
কৃষ্ণ নরকে জুদ্ধ সুনিল[6] তখন[6] ॥২৬৮৮॥
পুরিয়া ধনুকে রাজা এড়ে পাঁচ বান ।
বানেতে[7] কাটিয়া[7] গোসাঞি করে খান খান ॥২৬৮৯॥
ক্রোধে নরক রাজা বান ব্যর্থ গেল ।
আর বান জুড়ি রাজা গরূড়ে মারিল ॥২৬৯০॥*
পাকসাট মারি তবে গরূড় এড়াএ ।
অগ্নিমুখ বান এড়ে কৃষ্ণ মারিবারে ॥২৬৯১॥
হাসিয়াত গদাধর এড়ে দস বান ।
বান সমেত ধনুক কৈল খান খান ॥২৬৯২॥†

১-১ নাহি করে বিভা (ঘ)

২-২ আজ্ঞা সক্তি মোহামায়া বর দেহ মোরে (গ) ;
হেন বর দেহ মাগো দেবী মহামায়া (খ)

৩-৩ ত্রিজগতে মাগ বর (ঘ)

৪ নরক (খ), (ঘ)

৫-৫ কায়মন বাক্যে (খ) ;
একমন চিত্তে (ঘ)

৬-৬ বাজিল মহারণ (খ) ;
হৈল মহারণ (ঘ)

৭-৭ চক্রে কাটি (খ), (ঘ)

* ২৬৯০, ২৬৯১ ও ২৬৯২ সংখ্যক পদ (খ) ও (ঘ) পুঁথিতে নাই ।

† অতিরিক্ত :—

ব্রহ্ম অস্ত্র নিল নরক মহারাজা ।
অস্ত্র মধ্যে ব্রহ্ম অস্ত্র বড় মহাতেজা । (খ)

ব্রহ্মঅস্ত্র[১] সুলগাছ লইল নরপতি।
হাতে লইতে দসদিগ করএ দিপতি[১] ॥২৬৯৩
এড়িলেক সেলগাছ[২] কৃষ্ণের উদ্দেসে।
মেঘেতে[৩] চিকুর জেন হইল আকাশে[৩] ॥২৬৯৪॥
বান বৃর্থ করি সুল আইসে কৃষ্ণের ঠাঞি।
চক্র এড়ি সুল কাটে দেব গোবিন্দাই ॥২৬৯৫॥‡
সুল বৃর্থ গেল তবে চিন্তে নৃপবর।
লাফ দিয়া তার পাসে গেলা গদাধর ॥২৬৯৬॥
ধরিয়াত[৪] গদাধর[৪] মুণ্ডের উপরে।
একুই[৫] প্রহারে রাজা[৫] গেলা জম ঘরে ॥২৬৯৭॥
পড়িল নরক বির দেখে দেবগন।
জয়[৬] জয় সব্দ কৈল[৬] পুষ্প বরিসন ॥২৬৯৮॥

১-১ হেন ব্রহ্ম অস্ত্র নিল নরক নৃপতি।
হাথে অস্ত্র লইতে কাঁপিল বসুমতি॥
তবে সেল হাতে নিল নরক নৃপতি।
সেলের মুখে অগ্নি জ্বলে করয়ে দিপতি॥ (খ)

মূলের 'সুলগাছ'-এর স্থানে 'শেল লৈলা' (ঘ)
মূলের 'হাতে লইতে দসদিগ' প্রভৃতির স্থানে 'সেলের মুখে অগ্নি জ্বলে' (ঘ)

২ সেলপাট (খ)

৩-৩ মেঘে জেন বিদ্যুত পড়িল আকাসে (খ);
মেঘে যেন বিদ্যুত পড়িল আকাসে (ঘ)

‡ অতিরিক্ত পাঠ :—
চিন্তিল ঈশ্বর দেখি বাণের মহিমা।
এড়িলেন বাণ [অস্ত্র (খ)] যত নাহি তার সীমা॥ (খ), (ঘ)

৪-৪ মারিল গদার বাড়ি (খ), (ঘ)

৫-৫ পড়িল নরক রাজা (খ), (ঘ)

৬-৬ গোবিন্দ উপরে কৈল (খ)

গরুড় এড়িয়া[1] হরি[1] সত্যভামা লৈয়া।
দেখিল রাজার মাএ পুরি প্রেবেসিয়া ॥২৬৯৯॥
আইলা পৃথুবি দেবি করপুট করি।
একভাবে স্তুতি করে দেখিয়া শ্রীহরি ॥২৭০০॥
সুন দেব নারায়ন জগত[2] ইস্বর।
শ্রীষ্ঠি স্থিতি প্রলয় তুমি গদাধর[3] ॥২৭০১॥
তুমি স্বজিলে গোসাঞি দেব[4] দৈত্যগন।
গন্ধর্ব[5] দানব সব নর পন্নগন[5] ॥২৭০২॥
বরাহ রূপেতে তুমি জলের ভিতরে।
উদ্ধারিলে আমা তুমি দসন সেখরে ॥২৭০৩॥
আমার উদরে বৃর্জ্জ এড়িলে শ্রীপতি।
তথি উপজিল এই নরক মহামতি ॥২৭০৪॥
তোমার[6] পুত্র সে তার লইলে পরানি।
কোন আজ্ঞা হউক মোরে দেব চক্রপানি[6] ॥২৭০৫॥
সদয় হৃদয় গোসাঞি দয়া উপজিল।
অমৃত বচনে ধরনি[7] তুষ্ট কৈল ॥২৭০৬॥
অতি গুরু ভারে দেবি ক্রন্দন করিয়া।
খিবদে গোহারি কৈলে পৃজা পাতি[8] লৈয়া ॥২৭০৭॥

১-১ চড়িলা কৃষ্ণ (খ), (ঘ) ২ ত্রিভুবন (খ)
৩ সর্ব্বেশ্বর (খ), (ঘ) ৪ সব (খ) ; সর্ব্ব (ঘ)

৫-৫ দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি পন্নগপক্ষগণ (খ) ;
গন্ধর্ব্ব দানব আদি পশু পক্ষীগণ (ঘ)

৬-৬ আপনার পুত্র আপুনি বধিলে চক্রপাণি।
তোমার সম্মুখে আমি কি বলিব বাণি॥ (খ)
আমার পুত্রের নিলে আপনি পরাণি।
তুমি বধ কৈলে কি বলিব চক্রপাণি॥ (ঘ)

৭ পৃথিবী (খ), (ঘ) ৮ দেবগণ (ঘ)

তবেত[1] তোমার ভার আপুনি সংহরি[2] ।
মারিল তোমার পুত্র বিসাদ কেন করি ॥২৭০৮॥
গোবিন্দ বচনে দেবি[3] পাইল বড় লাজ ।
ভাল হৈল মারিলে পুত্র কৈলে[4] দেব কাজ[4] ॥২৭০৯॥
কুণ্ডল[5] আনিঞা[5] দিল কৃষ্ণের ঠাঞি ।
চরনে পড়িয়া কান্দে ধরনি[6] মহাদেই[6] ॥২৭১০॥
সকল দেখিয়া হাসে[7] দেবি সত্যভামা ।
কতেক তোমার নারি না জানিল সিমা ॥২৭১১॥
আলিঙ্গন[8] দিয়া পৃয়া তুলিল নারায়ন[8] ।
অভ্যন্তরে গেলা জথা সকল কন্যাগন ॥২৭১২॥
দেখিয়া জুবতি সব একচিত্ত মনে ।
গোবিন্দ[9] হৃদয় করি আছে এ ধেআনে[9] ॥২৭১৩॥
সাক্ষাত[10] হইয়া তথা দেব গদাধর[10] ।
দেখিল জুবতিগন জেন পঞ্চসর ॥২৭১৪॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া সভে কামে অচেতন ।
স্বামি করি সভে বৈল দেব নারায়ন ॥২৭১৫॥
সোল সহস্র একসত রমনি সুন্দরি ।
একে একে করিল বিভা দেব শ্রীহরি ॥২৭১৬॥*

---

১ হরিল (খ) ; হরিব (ঘ)
২ অবতরি (খ), (ঘ)
৩ পৃথিবী (খ), (ঘ)
৪-৪ দেবের দেবরাজ (ঘ) ; দেবের সমাজ (খ)
৫-৫ অদিতির কুণ্ডল আনি (খ), (ঘ)
৬-৬ বসুমতি আহি (খ) ; বসুমতী বহি (ঘ)
৭ কান্দে (ঘ)
৮-৮ পৃথিবীরে আলিঙ্গন দিয়া নারায়ণ (খ), (ঘ)
৯-৯ কায়মন বাক্যে চিত্তে গোবিন্দ চরণে (খ), (ঘ)
১০-১০ হেন বেলে সম্মুখে গেল গদাধর (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত :—

কৃষ্ণ স্বামী কৃষ্ণস্বামী সব কন্যা বৈল ।
কৃষ্ণস্বামী পায়্যা সভে আনন্দিত হৈল । (খ), (ঘ)

জতেক সুন্দরী কৃষ্ণ তত মুর্ত্তি হৈয়া।
একে একে সভারে কৃষ্ণ সম্বোধিয়া ॥২৭১৭॥*
নরকের ধনজন সকটে পুরিয়া।
লড়িলা দ্বারকা কৃষ্ণ কণ্যাগন লৈয়া ॥২৭১৮॥
হরসিত[১] সর্ব্বলোক দ্বারকা নগরি।
অদিতির কুণ্ডল দিতে জাএত[২] মুরারি[২] ॥২৭১৯॥
কুণ্ডল দিয়া অদিতিরে করিল প্রনাম।
পুনরপি দ্বারকাএ করিল পয়ান ॥২৭২০॥†
সোল সহস্র একসত অষ্ট রমনি।
সভা[৩] তুষ্ট করি আছে[৩] দেব চক্রপানি ॥২৭২১॥
কৃষ্ণের রূপগুন অদ্ভুত সরিরে।
দস দস পুত্র হৈল সভার উদরে ॥২৭২২॥‡
হেন অদ্ভুত নর সুন এক মনে।
গুনরাজ[৪] খান বলে গোবিন্দ চরনে[৪] ॥২৭২৩॥§

* এই পদটি (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১ আনন্দিত (খ), (ঘ)

২-২ নড়িলা শ্রীহরি (খ), (গ)

† এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

৩-৩ একেলা করিলা বিভা (খ), (

‡
যতেক সুন্দরী কৃষ্ণ তত মূর্ত্তি ধরে।
একমূর্ত্তি ধরি থাকে এক স্ত্রীর ঘরে।
দশ পুত্র জন্মাইল সভার উদরে।
কৃষ্ণের রূপ গুন ধরে দেখিতে সুন্দরে।
দশ পুত্র এক কন্যা প্রসবে সব নারী।
সভাকারে সমভাবে তুষ্ট কৈলা হরি। (খ), (ঘ)

৪-৪
পুনরপি জন্ম নহে গুনরাজ ভনে। (খ), (ঘ)

§ এখানে (খ) ও (ঘ) পুথিতে আরও অনেক খানি অতিরিক্ত পাঠ রহিয়াছে। (ঘ) পুথির পাঠ ৫ সংসহ (খ) পুথির পাঠান্তর দেওয়া গেল।

মালার রাগ

হেন মতে কতদিনে দ্বারকা নগরে।
রুক্মিণী সহিত কৃষ্ণ নানা ক্রীড়া করে।

ধরিল প্রথম গর্ভ রুক্মিণী সুন্দরী।
হরষিত সর্ব্বলোক জয় জয় করি॥
কামদেব উৎপত্তি নারদ জানিয়া।
সম্বরে[1] জানাতে যায় হরষিত হৈয়া।
দূরে দেখি সম্বর[2] নারদ তপোধন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া তারে দিল সিংহাসন॥
বসিয়া নারদ কহে সকল উত্তর।
কহেত কামের জন্ম শুনেত[3] সম্বর[3]॥
মহাদেব শাপে কাম যবে ভস্ম হৈল।
দেখিয়া সুন্দরী রতি স্তুতি বড় কৈল॥
দোষে শাপ দিলে কর শাপের অব্যাহতি।
স্বামী জিয়াইয়া দেহ দেব উমাপতি॥
রতির করুণ[4] শুনি দেব চূড়ামণি।
ভারাবতারণে আসিব চক্রপাণি।
তাঁর পত্নী রুক্মিণী দেবী রূপেতে পার্ব্বতী।
তাহার উদরে জন্ম লভিব তোর পতি॥
বীর বড় হব কাম শুনহ সুন্দরী।
সম্বর মারিয়া নাম হব সম্বরারি॥
দ্বারকায় জন্ম তার মহাদেবের বরে।
তোমার শত্রুর জন্ম রুক্মিণী উদরে॥
বলিয়া নারদ গেলা সম্বর[5] মনে গুণে।
মায়াকরি রহে গিয়া কৃষ্ণের ভবনে॥
নানা মায়া জানে দুষ্ট মায়ার বিধানে[6]।
কাম জন্ম অবধি রহিল সেই স্থানে॥
দশমাসে পূর্ণ গর্ভ রুক্মিণীর হইল।
শুভক্ষণে শুভ যোগ পুত্র প্রসবিল॥
সূতিকায় ঘরে সেই সম্বর অসুরে।
ছাওয়াল হরিল কেহ নহিল সম্বরে॥

১ সম্বরে (খ) ২ সম্বর (খ)
৩-৩ শুনে নৃপবর (খ)
৪ করুণা (খ)
৫ সম্বর (খ) ৬ বিধানে (খ)

সমুদ্রে ফেলিয়া[১] শিশু আইল সম্বর।
সমুদ্রে ফেলিতে মৎস্য গিলিল কোঙর॥
দৈব নির্বন্ধ যত হইতে সে চায়।
মৎস্যজীবি সব মৎস্য মারিবারে যায়॥
কৌরব নামেতে এক মৎস্যজীবি ছিল।
মৎস্য ধরিবারে জাল সমুদ্রে ফেলিল[২]॥
প্রবীন মৎস্য গোটা জালে বন্দি হৈল।
জাল টানি মৎস্য গোটা কূলেতে তুলিল॥
তবে মৎস্যজীবি সেই মৎস্য সে ধরিয়া।
দিলত সম্বরে ভেট প্রবীন দেখিয়া।
ভিতর পাঠাইল মৎস্য রন্ধন করিবারে।
কুটিলে[৩] দেখিল শিশু মৎস্যের উদরে॥
শ্যামল সুন্দর শিশু অতি মনোহর।
শিশু দেখি রতি দেবী হইল সত্বর।
শুনি অপুত্রক রাজা ধায় দেখিবারে।
পুত্র বলি রতিকেত দিল পুষিবারে।
হেন কালে নারদ মুনি নিভৃতে আসিয়া।
কহন্তি সকল কথা রতি দেবী লৈয়া॥
শুন রতিদেবী তুমি পুরুষ[৪] কাহিনী।
স্বামী ভস্ম হৈলে বর মাগিলে আপনি॥
তখির কারণে জন্ম ভূমিতে আসিয়া।
আছহ সম্বরের ঘরে মায়াতে[৫] পাতিয়া[৫]।
নানা মায়া জান তুমি মায়ার নিলয়ে।
মায়া পাতি[৬] দিয়া ভাল ভাণ্ডিলে রাজাকে॥
এই সে তোমার স্বামী কৃষ্ণের নন্দন।
মহাদেবের শাপে[৭] দহিল মদন॥
শত্রুভাবে সমুদ্রে ফেলিল[৮] সম্বরে।
মৎস্য গিলি কাম আইল তোর ঘরে॥
স্বামীর সেবা কর তুমি আমি যাই ঘর।
মায়া পাতি সম্বর মারি লড়হ[৯] সত্বর॥

১ পেলাইয়া (খ) ২ পেলিল (খ) ৩ কাটিতে (খ)
৪ অপূর্ব্ব (খ) ৫-৫ মায়াত পাতিয়া (খ) ৬ রতি (খ)
৭ বরে (খ) ৮ পেলিল (খ) ৯ লড়িলা (খ)

পড়িলা নারদ মুনি হাসে মায়াবতী[1]।
শিশুভাবে পালন করে আপনার পতি॥
মায়ী পালন করে রতি সম্বরের ঘরে।
দিনে দিনে বাড়ে কাম দেখিতে সুন্দরে॥ *
অল্পকালে বাড়ে কাম পুরুষ রতন।
নানা অস্ত্র[2] পড়ি ধরে প্রথম যৌবন॥
জানিল সকল মায়া রতি উপদেশে।
পূর্ব্বের যতেক মায়া জানিল বিশেষ॥
তবে কতকালে দেবী স্বামী পাশে গিয়া।
রহস্থি[3] শৃঙ্গার ভাব নির্লজ্জ[4] হইয়া[4]॥
বিপরীত দেখি কাম স্মরে হরি হরি।
পুত্রভাব ছাড়ি কেনে স্বামীভাব করি॥
কহত সকল তত্ত্ব না ভাণ্ডিহ মোরে।
ভাল চরিত্র আজি না দেখি তোমারে॥
কামের বচনে রতি হাসে ধীরে ধীরে।
কহন্তি সকল কথা মধুর উত্তরে॥
সম্বরের নারী নহি তোমার রমণী[5]।
পূর্ব্বে রতি নাম মোর তোমার ঘরণী॥
শাপ দিয়া মহাদেব তোমা ভস্ম কৈল।
আমার করুণা দেখি শিব তুষ্ট হইল॥
আজ্ঞা দিল মহাদেব বর মাগ রতি।
তবেত মাগিলুঁ বর জিউ নিজ পতি॥
হাসিয়াত মহাদেব[6] দিল মোরে বর।
ভারাবতারণে যাব জগত ঈশ্বর॥
তার বীর্য্যে উপজিব রুক্মিণী উদরে।
তাবৎ তপস্যা তুমি কর গঙ্গাতীরে॥
তোমার অবধি তপ চিরকাল কৈল।
পরিমিত নাই তপ অবধি হৈল॥
হেন বেলা সম্বর রাজা যায় সেই পথে।
হরিয়া আনিলা আমা তুলি নিজ রথে॥

---

১ দেখি রতি (খ)
২ সার (খ)
৩ করিল (খ)
৪-৪ নির্লজ্জ পাইয়া (খ)
৫ রমণি (খ)
৬ সদাশিব (খ)
* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

ঘরে আনি বল করিতে পাপ মনে।
নিজ মূর্ত্তি এক নারী সৃজিল তখনে॥
রাজাকে ভাণ্ডিনু মুঞি দিয়া মায়াবতী[1]।
স্বরূপ কহিনু কথা শুন নিজ পতি॥
আনিয়া দেখালে তবে সেই মায়াবতী।
তা দেখিয়া হাঁসিলেন কাম মহামতি॥
আনিল সম্বর আমা বল করি হরি।
তোমার বিলম্বে মুঞি আছি একেশ্বরী[2]॥
তোমার জন্ম শুনি গেল কৃষ্ণের নগরে।
সমুদ্রে ফেলায়ে আইল নিজ ঘরে॥
মৎস্য গিলিল তোমা দৈবেতে রাখিল।
আনিয়া রাজারে ভেট মৎস্যজীবী দিল॥
মৎস্যের উদরে আসি তোমাকে পাইল।
শুনিয়া অপুত্রক[3] রাজা দেখেতে আইল॥
অপুত্রক রাজা আসি তোমাকে দেখিয়া।
আমাকে বলিল পাল যতন করিয়া॥
এইত বালক তুমি করহ পালন।
এন[4] বেলা আইলা তথা নারদ তপোধন॥
বিশেষে সকল কথা কহে মুনিবরে।
রতি দৈয়ে ঘরে যাহ মারিয়া সম্বরে॥
বলিলা নারদ গেলা কাম চিন্তে[5] মনে।
সম্বরে মারিতে যুক্তি করে রতি সনে॥
কি পাকে সম্বর মারি যুক্তি বল রতি।
কর যুড়ি বলে রতি শুন প্রাণপতি॥
কৃষ্ণের[6] তনয় তুমি কৃষ্ণের সমানে।
নানা মায়া জান তুমি মায়ার বিধানে[6]॥

১ মায়া রতি (খ)
২ এই পুরী (খ)
৩ সম্বর (খ)
৪ হেন
৫ চিত্তে (খ)
৬-৬ একে কন্দর্প তুমি আরে কৃষ্ণের তনয়ে।
নানা মায়া জান তুমি মায়ার নির্ণয়ে॥ (খ)

নানা মায়া জান তুমি কাম পঞ্চবাণ।
সম্বর মারিতে প্রভু হও সাবধান ॥ *
শুভ[১] যাত্রা করি[১] যাহ যুদ্ধ করিবারে।
সম্বর মারিয়া চল[২] দ্বারকা নগরে[২] ॥
রতির বচনে কাম হর্ষ মনে করি।
যুদ্ধ করিবারে যায় নানা অস্ত্র ধরি ॥
দেখিয়া চিন্তিত রাজা গুণি মনে মন।
পুত্র হৈয়ে কেন আইস করিবারে রণ ॥
ডাক[৩] দিয়া বলে তারে কাম যোধপতি।
কারে পুত্র বলিস বেটা পাপ দুষ্টমতি ॥
কৃষ্ণের তনয় আমি রুক্মিণী নন্দন।
সমুদ্রে ফেলিয়া আলি নাহি কি স্মরণ[৩] ॥
কৃষ্ণের পুণ্যে আমা রাখিলে গোসাঞি।
এখন মারিয়া তোমা পাঠাব যম ঠাঁই ॥
তত্ত্ব পাইয়া উঠে সম্বর ক্রোধ মনে।
নানা[৪] অস্ত্র লয়ে করে বাণ বরিষণে[৪] ॥
দুইজনে যুদ্ধ[৫] করে অতি ঘোরতর।
কারে কেহ জিনিতে নারে একই সোসর ॥
গন্ধর্ব অস্ত্র এড়ে রাজা নানা মায়া[৬] জানে[৬]।
কামের[৭] উপরে করে বাণ বরিষণে[৭] ॥
নানা অস্ত্র জানে কাম রতি উপদেশে।
কাটিয়া[৮] সকল মায়া ফেলিল আকাশে ॥
মায়া সব ব্যর্থ হৈল দেখিয়া সম্বর।
ডাকিয়া[৯] কামেরে বলে[৯] সক্রোধ উত্তর ॥

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

১-১ নানা অস্ত্র লৈয়া (খ) ২-২ ধর চলহ গর্জরে (খ)

৩-৩ ডাকিয়া রাজারে ক্রোধে বলিল মদন।
কারে পুত্র বলিস বেটা নাহিক স্মরণ ॥
রুক্মিণী নন্দন আমি কৃষ্ণের তনয়ে।
চুরি করি সমুদ্রেতে ফেলিল আমারে ॥ (খ)

৪-৪ যুঝিবারে নানা অস্ত্র লইল তখনে (খ) ৫ যুদ্ধ (খ) ৬-৬ মায়াধরে (খ)

৭-৭ প্রদ্যুম্ন উপরে নানা অস্ত্র বরিষয়ে (খ) ৮ কাটিয়া (খ) ৯-৯ উঠিয়া মদনে বলে

কাটিয়া সকল অস্ত্র করিল বড়াই[১] ।
মুদ্গরের ঘায় তোমা পাঠাব যম ঠাঁই[২] ॥
তৎকালে দেবী তারে দিলেন মুদ্গর ।
ব্রহ্ম অস্ত্র হইতে তেজ ধরয় মুদ্গর ॥ *
দশদিক দীপ্তি করে বনের ভিতর ।
দেখিয়া মুদ্গর তবে পাইল বড় ডর ॥
দেখিয়া সকল লোক চমকিত মনে ।
আকাশে[৩] দেখে[৩] সর্ব্ব দেবগণে ॥
মুদ্গর দেখিয়া কাম[৪] কম্পিত অন্তরে ।
হেন বেলা আইলা নারদ মুনিবরে ॥
না যুড়িহ অস্ত্র কাম স্থির কর মনে ।
দেবী বরে মুদ্গর অজয় ত্রিভুবনে ॥

শ্রীরাগ

এক মনে পূজ দেবী না কর বিবাদ ।
বল না করিব অস্ত্র দেবীর[৫] প্রসাদ ॥
এতেক বলিয়া গেলা নারদ তপোধন ।
অস্ত্র এড়ি চিন্তে কাম দেবীর চরণ ॥
প্রকৃতি স্বরূপা দেবী সৃষ্টির[৬] পালিনী[৬] ।
তুমি সর্ব্বাধারা মাতা জগত[৭] জননী[৭] ।
তুমি নদনদী তুমি পর্ব্বত আকাশ ।
তুমি জল তুমি স্থল তুমিত[৮] প্রকাশ[৮] ॥
বিপদ নাশিনী দেবী দারিদ্র্য খণ্ডিনী ।
তুমি সর্ব্ব শস্ত্রমন্ত্র তুমি নারায়ণী ॥

১ বড়াঞী
২ ঠাঞী (খ)
* এই কলিটি ও পরবর্ত্তী পদটির স্থলে শুধু এই কলিটি আছে
দশ দিশ দিপ্ত করে যেন দিবাকর (খ)
৩-৩ যুদ্ধ দেখিবারে আইল (খ)
৪ কাম (খ)
৫ তাহার (খ)
৬-৬ সৃষ্টির পালিনি (খ)
৭-৭ জগত জননি (খ)
৮-৮ জগত প্রকাশ (খ)

চরণে[১] পড়িয়া[১] বলো করহ উদ্ধার।
মুদগরের ঘায় প্রাণ রাখহ আমার॥
অধিষ্ঠান হইলা দেবী চণ্ডিকা[২] পার্ব্বতী[২]।
না করিষ বল অস্থ স্থির কর মতি॥
অস্ত্র লয়ে মার[৩] পুত্র[৩] অসুর সম্বর।
পুষ্পমালা হয়ে গলে রহিল মুদগর॥
হরষিত[৪] কামদেব দেবীর সহায়[৪]।
সংগ্রামের মধ্যে গিয়া ডাকে উচ্চ রায়॥
দশ দিক দীপ্তি করি আইসে মুদগর।
পুষ্পমালা হয়ে রহে গলার উপর[৫]॥
একেত সুন্দর কাম অধিক দীপ্ত করে।
গলেমালা করি যায় যুদ্ধ[৬] করিবারে॥
তবে ব্রহ্ম অস্ত্র কাম করিয়া সন্ধান।
অস্ত্র দেখি সম্বরের উড়িল পরাণ॥ *
ব্রহ্ম অস্ত্র যুড়ি কাটে সম্বর মস্তকে।
জয় জয় শব্দ তবে হইল তিন লোকে॥
মরিল সম্বর হরষিত দেবগণে।
প্রদ্যুম্ন[৭] উপরে কৈল পুষ্প বরিষণে॥
সম্বরের ধন জন[৮] রথেতে তুলিয়া।
চড়িলা দ্বারকা পুরী হরষিত[৯] হৈয়া[৯]॥
রতি সঙ্গে রথে চড়ি চলিলা সত্বরে।
শীঘ্রগতি গেলা পৌঁছে দ্বারকা নগরে॥
শচী পুরন্দর যেন ভ্রময়ে কৌতুকে।
প্রাচীরে[১০] উঠিয়া দেখে দ্বারকার লোকে[১০]॥

১-১ পড়হ চরণে (খ) ২-২ দেবিত পার্ব্বতি (খ)
৩-৩ কাটে মার (খ)
৪-৪ হরসিত হৈলা কাম মুনি দেবির বরে (খ)
৫ মুদগার (খ) ৬ ঝুঝ (খ)
* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই। ৭ কন্দর্প (খ)
৮ রয় (খ) ৯-৯ রতিকে লৈয়া (খ)
১০-১০ প্রভাতে উঠিয়া দ্বারে দেখে সর্ব্বলোকে (খ)

সব্ব[১] পুরীজনে[১] হৈল কামে অচেতন।
দ্বারকার[২] লোকসব চঞ্চল হৈল মন[২]।
তবেত রুক্মিণী দেবী গুণে মনে মনে।
এইরূপ পুত্র মোর নিল কোন জনে।
শ্যামল সুন্দর এই কৃষ্ণের সদৃশে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদিত আকাশে।
কোন ভাগ্যবতী ইহা উদরে ধরিল।
কোন পুণ্যবতী[৩] ইহা স্বামী করি নিল।
জীত যদি মোর পুত্র হইত হেন রূপ।
কান্দিতে কান্দিতে কৈল তাহার স্বরূপ।
বসুদেব দৈবকী আইলা সেই ঠাঞি।
তত্ব জানি হাঁসি হাঁসি আইলা গোবিন্দাই।
হেন বেলা নারদ আইলা তথাকারে[৪]।
কহিল সকল কথা সভার ভিতরে[৫]।
হরিষে রুক্মিণী দেবী করয় ক্রন্দনে।
দুই স্তনে দুগ্ধ ঝরে পুত্র দরশনে।
রথ হৈতে উঠি কাম প্রণাম যে করি।
বসুদেব দৈবকী বন্দিলা শ্রীহরি।
বলদেবে বন্দিয়া বন্দিল উগ্রসেনে।
একে একে বন্দিল সকল গুরুজনে।
মহা[৬] হরষিত হৈয়া কৃষ্ণের নন্দন[৬]।
রতি সঙ্গে মাতৃ গৃহে করিল গমন।
হরিষে রুক্মিণী দেবী আপন পাসরি।
পুত্রবধূ ঘরে আনি মহোৎসব করি।
আইস মুখ্য শত শত আনিলা ডাকিয়া।
উঠিল পুত্র বধূ জয় জয় দিয়া।
শুনিয়া অদ্ভুত পাইল সকল সংসারে।
গুণরাজ খাঁন কহে কৃষ্ণ অবতারে।

১-১ সব স্ত্রীলোক (খ)
২-২ তৃণেতে পড়িল সবার খসিয়া বসন (খ)
৩ ভাগ্যবতি (খ) ৪ তথাএ (খ)
৫ যে ঠাঞী (খ)
৬-৬ সকল মায়ের কৈল চরণ বন্দন (খ)

হেন মতে[১] দ্বারকাতে বসেন শ্রীহরি।
রুক্মি সহিত গেলা রয়কত[২] গিরি ॥২৭২৪॥
গৌরব[৩] করিয়া তথা বসাইল গোবিন্দাই[৩]।
হেনকালে নারদ হুসি আইলা তথাই ॥২৭২৫॥
নানা বির্ণ্তে ধাতু পর্ব্বত দেখিতে সুন্দর।
রুক্রি সহিতে তথা বস্থে গদাধর ॥২৭২৬॥
রুক্রি সহিতে পুজা করি নারায়ন।
জিজ্ঞাসিলা হুসি কেন করিলা গমন ॥২৭২৭॥
কৃষ্ণের বচন সুনি বলে মুনিবর।
ইন্দ্রপুরি হৈতে আসি সুন গদাধর ॥২৭২৮॥
পারিজাত[৪] মালা পাল্য ইন্দ্রের ভবনে।
তোমার জোজ্ঞ মালা লেহ নারায়নে[৪] ॥২৭২৯॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া মালা লৈল গদাধর।
বন্ধন[৫] করিয়া দিল রুক্রির মস্তক উপর[৫] ॥২৭৩০॥
লক্ষির[৬] সমান দেবী স্বভাবে সুন্দরি[৬]।
ত্রৈলক্য[৭] সুন্দরি হৈল[৭] পারিজাত পরি ॥২৭৩১॥
নাহি[৮] হএ জরামৃত্ব[৮] পুষ্পের পরসে।
কৃষ্ণ সঙ্গে কৃড়া করে রজনি দিবসে ॥২৭৩২॥

---

১ কৌতুকে (খ), (ঘ)　　　২ রৈবতক (খ) ; রৈবত (ঘ)

৩-৩ পারিজাত মালা পাইল পুরন্দর ঠাঞি (ঘ)

৪-৪ মনেতে চিন্তিল আমি মালা দিব কারে।
তোমার যোগ্য মালা লেহ গদাধরে ॥ (ঘ)

৫-৫ তুলিয়াত দিল রুক্মিণির গলার উপর (খ) ;
পুজিয়া লৈয়া মালা দিল রুক্মিণীরে (ঘ)

৬-৬ সহজে রুক্মিণি দেবি পরম সুন্দরি (খ) ;
লক্ষ্মী অবতার দেবী রুক্মিণী সুন্দরী (ঘ)

৭-৭ দ্বিগুণ হইল রূপ (খ), (ঘ)

৮-৮ নাহি রোগ নাহি শোক (খ), (ঘ)

হেনমতে[১] বৈসে তথা দেব শ্রীহরি।
নারদ হসি গেলা তবে দ্বারকা নগরি ॥২৭৩৩॥
সত্যভামার[২] ঘরে গিয়া বৈসে মুনিবর।
রুক্মিনিরে পারিজাত দিল গদাধর[২] ॥২৭৩৪॥
পারিজাত মালা পরি ভিস্মক নন্দিনি।
সৌভাগ্যে আগলি[৩] হৈল জিনিঞা সতিনি ॥২৭৩৫॥
আমি জানি বড়[৪] তুমি সভার ভিতরে।
তবে কেন পুষ্প[৫] তারে দিল গদাধরে[৫] ॥২৭৩৬॥
তোমার[৬] চিহ্ন [হ্ন] নাহি দেখি কোন দোস।
তবে[৭] কেন নারায়ন তোমারে অসন্তোস[৭] ॥২৭৩৭॥
পৃথুবির দুল্লভ[৮] বড় পুষ্প পারিজাত।
তোমা এড়ি রুক্মিনিরে দিলা জগন্নাথ ॥২৭৩৮॥
কুলে সিলে বড় সত্রাজিত নরপতি।
তাহার তনয়া[৯] দেবি রূপেত পার্ব্বতি ॥২৭৩৯॥

---

১ রৈবতে (খ); রৈবতেতে (ঘ)

২-২
সত্যভামার ঘর গিয়া বসিলা মুনিবর।
পাত্ত অর্ঘ দিল সতি করিল আদর।
তুষ্ট হইয়া বলে মুনি শুন সত্যভামা।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তুমি গুনবতি রামা।
পারিজাতের মালা আনি দিলা গদাধরে।
না পরিলা মালা কৃষ্ণ দিলা রুক্মিণিরে। (খ)
সত্যভামার ঘরে গিয়া বসিলা মুনিবর।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল সতী করিল আদর।
সত্যভামা দেখিয়ে বসি কহে মুনিবর।
রুক্মিণীরে পারিজাত দিল গদাধর। (ঘ)

৩ আপনি (খ); পাদিনী (ঘ)
৪ মুক্তা (খ)

৫-৫
পারিজাত নাদিল তোমারে (খ);
পারিজাত দিলেন তাহারে (ঘ)

৬ সরিরে (খ); শরীরে (ঘ)
৭-৭ তবে কেন কৃষ্ণের তোমাকে অভিরোষ (খ)
৮ বাজত (খ)
৯ দুহিতা (খ)

তোমা[১] এড়ি পুষ্পমালা তবে দিল গদাধর।
কহত সরূপে দেবি ইহার উত্তর[১] ॥২৭৪০॥
নারদ বচন সুনি কাপিলা অন্তরে।
প্রনাম করিয়া কিছু বলে ধিরে ধিরে ॥২৭৪১॥
চরনে পড়হুঁ মুনি[২] সরূপ কত বাত।
রুক্মিরে[৩] গদাধর দিলা পারিজাত[৩] ॥২৭৪২॥
সরূপে পাইল পুষ্প[৪] দেবিত রুক্মিনি।
তোমাকে নির্দ্দয় হৈলা[৫] দেব চক্রপানি ॥২৭৪৩॥*
সুনিঞা মুর্চ্ছিত দেবি পড়িলা ধরনি।
আছএ[৬] সুতিয়া দেবি তেজি অন্ন পানি[৬] ॥২৭৪৪॥ †

১-১ তোমারে না দিয়া তারে দিল গদাধর।
তোমারে নিষ্ঠুর এত ত্রিদস ঈশ্বর॥
কহত আমারে দেবী স্বরূপ উত্তর।
কত দিন নির্দ্দয় তোমারে গদাধর॥ (ঘ)

২ কসি (খ); কাধ (ঘ)

৩-৩ সত্য রুক্মিণীকে দিল পুষ্প পারিজাত (ঘ)

৪ মালা (ঘ)

৫ ইথে (ঘ)

* অতিরিক্ত :—

মুনি বলে মোরে কি পুছিল সত্যভামা।
রুক্মিণীর বড় কৃষ্ণ বাড়াইল মহিমা॥ (ঘ)

৬-৬ সখি সব আসি তার মুখে দিল পানি (ঘ); (থ)

† অতিরিক্ত পাঠ :—

চেতন পাহয়া দেবি পেলে আভরণ।
রক্ত বস্ত্র পরে দেবি রক্ত চন্দন॥
মুনি মুখে শুনি দেবি অনেক বচন।
অভিমানে সত্যভামা করয়ে ক্রন্দন॥
খাট সিংহাসন এড়ি পড়িলা ধরণি।
আছয়ে মুর্ছিয়া দেবি তেজি অন্নপানি॥ (খ)
চেতন পাইয়া দুরে ফেলে আভরণ।
রক্তফোটা পড়ে দেহে যেন রক্ত চন্দন॥
খাট সিংহাসন ছাড়ি পাড়লা ধরণী।
আছয়ে শুতিয়া দেবী তেজি অন্নপানি। (ঘ

সত্বরে কৃষ্ণের ঠাঞি গেলা মুনিবর।
সত্যভামার দুঃখ জত করিল গোচর ॥২৭৪৫॥
তোমার বিরহে দেবি তেজি অন্নপানি।
দেখিবেত[১] ঝাঁট চল দেব চক্রপানি[১] ॥২৭৪৬॥
নারদ বচন সুনি দেব[২] গদাধর।
রুক্মি সহিত গেলা দ্বারিকা নগর ॥২৭৪৭॥
সান্ত[৩] করি নিজ ঘরে পাঠাইল রুক্মিনি।
গুপ্তবেসে সতির ঘর গেলা চক্রপানি[৩] ॥২৭৪৮॥
দেখিল সত্যভামা ভূমের উপরে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি কান্দে[৪] ধিরে ধিরে[৪] ॥২৭৪৯॥
সখি সব চারুদিগে বিরস বদন।
দাণ্ডাইয়া সতির মুখ চাহে[৫] ঘনে ঘন[৫] ॥২৭৫০॥
ধিরে ধিরে গোবিন্দাই সখির পাসে গিয়া।
নিসেদিল সখিগনে হাত সান দিয়া ॥২৭৫১॥
আমার[৬] গমন[৬] জেন সতি নাহি জানে
বিরহ সন্তাপে প্রীয়া আছে কোপমনে[৭] ॥২৭৫২॥
সখির হাথের বিযনি[৮] নিলেন কাড়িয়া।
সত্যভামাকে বাউ করেন সখির আউড় হৈয়া ॥২৭৫৩॥
গোবিন্দের[৯] গাএর গন্ধে ঘর আমোদিত।
পাইয়া আমোদ গন্ধ সতি চমকীত ॥২৭৫৪॥

১-১ জিরন্ত দেখিবে তবে চল চক্রপানি (খ), (ঘ) ২ বান্ত (ঘ)

৩-৩
সান্ত করি রুক্মিনিরে পাঠাইল ঘরে।
সত্যভামার ঘর তবে গেলা গদাধরে॥ (খ)
শান্ত করি রুক্মিণীরে পাঠাইল ঘরে।
সত্যভামার বাটী গেলা দেব গদাধরে॥ (ঘ)

৪-৪ আছয়ে সতত্বরে (ঘ) ৫-৫ করে নিরীক্ষণ (ঘ)

৬-৬ মোর আগমন (খ), (ঘ) ৭ অভিমানে (খ), (ঘ)

৮ পাখা (খ) ; বিসানি (ঘ) ৯ কৃষ্ণের (খ), (ঘ)

উঠিয়াত সত্যভামা চারুদিগে চাই।
আজি কেন সখি সব আমোদ গন্ধ পাই ॥২৭৫৫॥*
অধিক পোড়এ তনু সুন সখি জন।
রুক্মিনির স্বামী কীবা এথাএ গমন ॥২৭৫৬
উঠিয়া বসিলা সতি ক্রোধ করি মনে।
গোবিন্দের[১] পানে চাহে আড় নয়ানে[১] ॥২৭৫৭॥
লাজে[২] ভয়ে বিরস দেখিল গদাধর[২]।
সখি লক্ষ করি বলে ক্রোধ[৩] উত্তর ॥২৭৫৮॥
রুক্মির স্বামি কৃষ্ণ সর্ব্বলোকে[৪] জানে[৪]।
কপট করিয়া এথা[৫] আইলা কী কারনে ॥২৭৫৯॥
রূপে গুনে সৌভাগ্যা[৬] হএত রুক্মিনি।
তাহা লৈয়া রার্য্য[৭] কর[৭] দেব চক্রপানি ॥২৭৬০॥
পোড়এ[৮] সরির[৮] মোর কৃষ্ণ দরসনে।
সজাহ অনল সখি তেজিব জিবনে ॥২৭৬১॥
বলিতে বলিতে সতি হৈলা[৯] অচেতন[৯]।
পুনরপি ভূম্যে পড়া করএ ক্রন্দন ॥২৭৬২॥

* ২৭৫৫ ও ২৭৫৬ সংখ্যক পদের (খ) পুথির পাঠান্তর :—

আজি কেন সখি গো আমোদ গন্ধ নাই।
রুক্মিণির স্বামি কিবা আইল এথাই।

১-১ গোবিন্দ নেহারে সতি তেরছ নয়নে (খ) ;
গোবিন্দে চাহেন সতী তেড়ছ নয়নে (ঘ)

২-২ লাজে কোপে বসি সতি নিরখে গদাধরে (খ) ;
লাজে কোপে বসি সতি দেখে গদাধর (ঘ)

৩ সক্রোধ (খ), (ঘ)

৪-৪ বিদিত ভুবনে (খ), (ঘ)

৫ হেথা (খ), (ঘ)

৬ সোহাগিণী (খ), (ঘ)

৭-৭ রৈবতকে বাইত (খ) ; রৈবতে কিরয় (ঘ)

৮-৮ পুড়ায় শরীর (ঘ)

৯-৯ হরিল চেতন (খ)

হার ছিণ্ডে বস্ত্র চিরে লোটে ভূমীতলে।
সত্বরে[১] আশীয়া কৃষ্ণ সতি কৈল কোলে[১] ॥২৭৬৩॥
তুলিয়া মুছিল[২] মুখ দেব চক্রপানি।
কোলে[৩] করি সান্তী করি[৩] বলে প্রীয় বানি ॥২৭৬৪॥
কী কারনে প্রীয়া কোপ করশীআ[৪] মোরে।
আমার[৫] বড় প্রীয়া তুমি বিদিত সংসারে[৫] ॥২৭৬৫॥
সত্যভামার বস[৬] কৃষ্ণ সর্ব্বলোকে জানি।
তবে[৭] কেন কোপ মোরে করহ আপুনি[৭] ॥২৭৬৬॥
এতেক বিনয় জবে বৈলা গদাধর।
মনে চিন্তিয়া দেবি দিলেন উত্তর ॥২৭৬৭॥
আরাধীয়া নারি[৮] পাল্যাঙ তোমার চরণ।
বড়ভাগ্যে স্বামি হৈয়া কমললোচন ॥২৭৬৮॥
বিভাকাল হতে দয়া করিলে আমারে।
তোর পৃয়সি আমি বিদিত[৯] সংসারে ॥২৭৬৯॥
দয়া করি নির্দ্দয় হইলা কি কারন।
পুড়িয়া[১০] মরিব আজি তোমার দরসন[১০] ॥২৭৭০॥ *

১-১ সত্বরেতে কৃষ্ণ সত্যভামা কৈল কোলে (গ)
২ পুছিল (খ)
৩-৩ সান্ত করি ধিরে ধিরে (খ) ;
শান্ত করি ধীরে ধীরে (ঘ)
৪ করহ (খ), (ঘ)
৫-৫ প্রাণের ঈশ্বরি তুমি জানয়ে সংসারে (খ) ;
তোমাকে অধিক মোর নাহিক সংসারে (ঘ)
৬ দাস (খ), (ঘ)
৭-৭ সেবকেরে এত ক্রোধ কর ঠাকুরানি (খ) ;
অকারণে ক্রোধ মোরে করহ ভাবিনী (ঘ)
৮ গৌরি (খ) ; গৌরী (ঘ)
৯ জানয়ে (খ), (ঘ)
১০-১০ পুড়িব মরিব আজি তোমা বিদ্যমানে (খ) ;
পাড়িব শরীর আজি তোমা বিদ্যমানে (ঘ)

* অতিরিক্ত :—
পৃথিবী দুর্লভ বড় পুষ্প পারিজাত।
আমা এড়ি রুক্মিণীকে দিলে জগন্নাথ॥

বলিতে বলিতে সতি করএ[১] ক্রন্দন[১] ।
কোলে করি সান্ত কৈল শ্রীমধুসোদন ॥২৭৭১॥
তোমার ক্রন্দনে দেবি পোড়এ সরির ।
ছাড়িয়া বিসাদে দেবি মন কর স্থির ॥২৭৭২॥ *
সত্য সত্য বলি আমি স্থন সত্যভামা ।
তৃভুবনে[৬] দিতে নাহি তোমার উপামা[৬] ॥২৭৭৩॥
এক গোটা পুষ্পমাত্র পাইল রুক্মিণি ।
তরুসমেত[৩] পারিজাত তোরে দিব আনি ॥২৭৭৪॥ †
হইব[৪] মহিমা বড় স্থন[৫] সত্যভামা ।
প্রানের[২] বল্লভা তুমি কেহো নহে সমা[২] ॥২৭৭৫॥
এতেক স্থনিএগ দেবি হর্স হৈল মন ।
সত্য ভঙ্গ না করিহ করিহ[৭] পালন[৭] ॥২৭৭৬॥
পুনরপি সত্য[৮] করি বলেন বচন ।
পারিজাত আনি দিব দেহ আলিঙ্গন ॥২৭৭৭॥

ছাড়িলে আমারে দয়া নারে মুখে দর্শন ।
ছাড়িব শরীর আমি তাজিব অন্নপাণি ॥ (খ), (ঘ)

১-১ হৈলা অচেতন (খ)

* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই ।

২-২ প্রাণের দুর্লভ [বল্লভা (খ)] কেহ নহে তোমা সমা (খ), (ঘ)

৩ বৃক্ষসনে (খ) ; বৃক্ষসমেৎ (ঘ)

† অতিরিক্ত :—

তোমার ক্রন্দনে মোর পুড়য়ে শরীর ।
বিষাদ না কর দেবি [ছাড়িয়া রামা (ঘ)] মন কর স্থির । (খ), (ঘ)

৪ ইহার (খ) ; হরির (ঘ)　　৫ জানে (ঘ)

৬-৬ ত্রিভুবনে দিতে নাই তোমার [তাহার (ঘ)] উপমা (খ), (ঘ)

৭-৭ বলিল বচনে (খ) ;
পরভু চরণে (ঘ)

৮ বলি (খ), (ঘ)

গাএর জতেক ধুলা হাতেত ঝাড়িয়া।
বসাইল বাম পাসে[১] কোলেত করিয়া ॥২৭৭৮॥
বিস্তর[২] প্রনতি করে সতি গোবিন্দের ঠাঞি।
তোমা বিতিরেক মোর আর কেহো নাঞি[২] ॥২৭৭৯॥
সখিরে আদেস কৈল জল আনিবারে।
গোবিন্দের দুই পা পাখালিল নিরে[৩] ॥২৭৮০॥
গন্ধ নারায়ন তৈল উদ্বর্থন[৪] কৈল।
জল আনি সত্যভামা স্নান করাইল ॥২৭৮১॥
পরিতে উত্তম বস্ত্র দিল গদাধরে।
সুগন্ধি চন্দন আনি লেপিল সরিরে ॥২৭৮২॥
উত্তম আসন আনি কৃষ্ণে বসাইল।
মিষ্ট[৫] অন্নপান দিয়া ভোজন করাইল[৫] ॥২৭৮৩॥
বিচিত্র[৬] পালঙ্কে লিঞা সয়ন করাইল।
তাঁর পদতলে তখন সতি বসিল[৬] ॥২৭৮৪॥
পদতলে গিয়া সতি বসিলা আপুনি।
দুইপা[৭] জাতি[৭] তুষ্ট কৈল চক্রপানি ॥২৭৮৫॥
হেনমতে নানা সুখে রজনি[৮] বঞ্চিল[৮]।
প্রভাতে উঠিয়া হরি নারদে[৯] আনিল[৯] ॥২৭৮৬॥

১ উরে (খ)

২-২ প্রণতি করিয়া সতী গোবিন্দ চরণে।
হাতে ধরি গদাধরে বসাইল আসনে ॥ (খ), (ঘ)

৩ ঘরে (খ), (ঘ)   ৪ উদ্বর্তন (খ), (ঘ

৫-৫ মিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন আপনি রান্ধি দিলা (খ) ;
মিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন সতী আপনি রান্ধিল (ঘ)

৬-৬ ভোজন করায়ে তবে শ্রীমধুসূদন।
বিচিত্র পালঙ্কে লয়ে করাইলা শয়ন ॥ (খ), (ঘ)

৭-৭ পদ জাতি জাতি (খ) ; পাতি পদ যাতি (ঘ)

৮-৮ বঞ্চে গদাধরে (খ)   ৯-৯ নারদ মুনিরে (খ)

মুনিরে প্রনাম করি বসাইল আসনে।
দ্রুত হৈয়া জাহ মুনি ইন্দ্রের ভবনে ॥২৭৮৭॥
বিস্তর[১] প্রনতি মোর বলিহ তাহারে[১]।
তোমার কনেস্ট কৃস্ট স্তন পুরন্দরে[২] ॥২৭৮৮॥
বিস্তর প্রনতি[৩] করি পাঠাইল মোরে।
দেহত তাহারে পারিজাত তরুবরে ॥২৭৮৯॥
তোমার বচনে জদি না দেন তরুবর।
দ্রঢ় করি বলিহ তবে আমার উত্তর ॥২৭৯০॥*
সচি আলিঙ্গন স্থানে হৃদয় উপরে।
গদামারি অবস্য[৪] আনিব তরুবরে[৪] ॥২৭৯১॥
কৃষ্ণের[৫] বচন জত নারদ শুনিঞা।
লড়িল ইন্দ্রের পুরি রথেত চড়িয়া[৫] ॥২৭৯২॥

১-১ ইন্দ্রেরে বলিও মোর বিনয় বিস্তর (খ), (ঘ)

২ সুরেশ্বর (খ), (ঘ) ৩ বিনয় (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

নারদ বচনে জদি না দেয় পারিজাত।
বল করি তরুবর নিব জগন্নাথ॥
যদি বা না দিহ পারিজাত তরুবর।
যুদ্ধ করিবার তরে হউক সত্তর॥
যদি আৎ কৃষ্ণকে নাহি দেয় পারিজাত।
তোমার বসতি নাহি রবে সুরনাথ॥
যত্তপি না দিবে পারিজাত তরুবর।
যুঝিতে সত্বর তুমি হও পুরন্দর॥ (ঘ)

৪-৪ অবসাদি নিব গদাধরে (খ)

৫-৫ এখানে পাঠান্তর এইরূপ :—

এতেক কৃষ্ণের বোল শুনি সাবধানে।
কহিল নারদ গিয়া ইন্দ্র বিদ্যমানে॥
প্রত্যক্ষে সকল কথা কহিল মুনিবর।
যে বলিয়া পাঠাইল দেব গদাধর॥
নারদের বোলে তবে দেব পুরন্দর।
কি কথা কহিব গিয়া কৃষ্ণের গোচর॥ (খ), (ঘ)

কৃষ্ণের জতেক[১] বাক্য করিল গোচর[১]।
আজ্ঞকর[২] দেবরাজ লড়িব সত্বর[২] ॥২৭৯৩॥
নারদ[৩] বচনে কোপে বলে পুরন্দর[৩]।
তোমার কারনে আজি সতোঁ মুনিবর ॥২৭৯৪॥
আপনা না জানে কৃষ্ণ বলি[৪] এ তোমারে[৪]।
পারিজাত লাগি চাহে জুদ্ধ করিবারে ॥২৭৯৫॥
কোথাহ না সুনি[৫] দেব মানুষে বিবাদ[৫]।
বোল বলি খণ্ডাইলেক[৬] আপনার সাদ[৬] ॥২৭৯৬॥
চলো চলো মুনিবর করোঁ পরিহার[৭]।
আসিএ জুঝিতে এথা গোবিন্দ তোমার ॥২৭৯৭॥
লজ্জিত[৮] হইয়া তবে[৮] লড়িলা মুনিবর।
কহিল সকল কথা কৃষ্ণের[৯] গোচর ॥২৭৯৮॥
তোমার বচনে গোসাঞি গেলাঙ সুরপুরি।
কহিল সকল[১০] কথা[১০] ইন্দ্রের বরাবরি ॥২৭৯৯॥

১-১ প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র তোমাতে গোচর (খ);
প্রতীজ্ঞা করিনু গোচর (ঘ)
২-২ তোমার সংবাদ পাইলে চলিয়ে সত্বর (খ)
৩-৩ নারদ বচন সুনি রোসে পুরন্দর (খ),
নারদ বচনে তবে কহিল সুরেশ্বর (ঘ)
৪-৪ মানব সরিরে (খ);
মনুষ্য শরীরে (ঘ)
৫-৫ দেখি সুনি দেবনরে বাদ (খ)
৬-৬ খণ্ডে কৃষ্ণ সুখের অবসাদ (খ);
খণ্ডাহ কৃষ্ণ সুখের অবসাদ (ঘ)
৭ নমস্কার (খ), (ঘ)
৮-৮ শুনিয়া বিরস হৈয়া (খ);
এত শুনি বিরসে (ঘ)
৯ গোবিন্দ (খ), (ঘ)
১০-১০ বিনয় বড় (খ); বিনয়ে গিয়া (ঘ)

না স্থনিল বোল কিছু স্থন জগন্নাথ।
বিনি জুদ্ধে তোমারে না দিব পারিজাত ॥২৮০০॥*
বিস্তর বড়াঞি তোমারে করিল পুরন্দর।
মানুস হইয়া পারিজাত মাগে গদাধর ॥২৮০১॥
তুমি সে নারদ মুনি তে কারনে সহি।
আর[১] জন হৈলে জমকরনে পাঠাই[১] ॥২৮০২॥
সত্যভামা সনে কৃষ্ণ স্থনি এত বানি।
হাসিতে হাসিতে তবে বলে চক্রপানি ॥২৮০৩॥
আগুআন লড় মুনি জুদ্ধ দেখিবারে।
সত্বরেত[২] গিয়া আমি আনি তরুবরে[২] ॥২৮০৪॥

সিন্ধুড়ারাগ[৩]

এতেক বলিয়া কৃষ্ণ সত্যভামা লৈয়া।
লড়িলা ইন্দ্রের পুরি গরুড়ে চড়িয়া[৪] ॥২৮০৫॥
আছএ[৫] অমৃত জথা নন্দন বনে।
রাখএ অনেক জোদ্ধা গন্দর্ব্বদেবগনে ॥২৮০৬॥
তাহার নিকট পুরি নির্ম্মিত কাঞ্চনে।
সচি লৈয়া ইন্দ্র তথা থাকে সর্ব্বক্ষনে[৫] ॥২৮০৭॥

---

* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

১-১ অন্য জন হয় জদি তার কথা কহি (খ);
অন্য জন হলে পাঠাতাম যম ঠাঁই (ঘ)

২-২ ইন্দ্র জিনি আনিব পারিজাত তরুবরে (খ), (ঘ)

৩ (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

৪ চাপিয়া (খ), (ঘ)

৫-৫ ২৮০৬ ও ২৮০৭ সংখ্যক পদের (খ) ও (ঘ) পুথির পাঠান্তর :—
বড় দুর্গে আছে তরু রাখে গন্ধর্ব্বগণে।
তার সন্নিকটে পুরী নির্ম্মিত কাঞ্চনে।
শচী লৈয়া ইন্দ্র তথা থাকে সর্ব্বক্ষণ।
তার সন্নিকট গেলা দেব নারায়ণ॥

দ্বারেতে[১] নির্ম্মিত তরু আছে পারিজাত[১] ।
গরুড়ে চড়িয়া তথা গেলা জগন্নাথ ॥২৮০৮॥
রক্ষকেরে ডাক দিয়া বলে গদাধর ।
ইন্দ্রকে[২] বলিহ কৃষ্ণ নিল তরুবর[২] ॥২৮০৯॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ উপাড়িয়া[৩] হাথে[৩] ।
গরুড় উপরে থুয়্যা চলিলা জগন্নাথে ॥২৮১০॥
রক্ষকের মুখে স্থনি দেব পুরন্দর ।
সহস্রলোচন[৪] ক্রোধে[৪] ধাইলা সত্বর ॥২৮১১॥
ঐরাবতে চড়ি বজ্র লৈয়া স্থরপতি ।
জুদ্ধ দেখিবারে সচি লড়িলা সংহতি ॥২৮১২॥
হাথে[৫] বজ্র ধাএ ইন্দ্র ক্রোধজুত হৈয়া[৫] ।
ডাক দিয়া বলে কৃষ্ণ না জাহ পালাইয়া ॥২৮১৩॥
হাসিয়া[৬] উলটি রহে দেব গদাধর[৬] ।
নানা অস্ত্র বরিসন করে পুরন্দর ॥২৮১৪॥
নানা অস্ত্র এড়ে ইন্দ্র খানিক নাহি গুনি ।
চক্রে কাটি খানি খানি করে চক্রপানি ॥২৮১৫॥
নানা অস্ত্র বরিসন করে পুরন্দর ।
অস্ত্র কাটি সতি সঙ্গে হাসে দামোদর[৭] ॥২৮১৬॥
অধিক বাড়িল কোপ ইন্দ্রের সরিরে ।
হাতে তুলি বজ্র নিল কৃষ্ণ[৮] মারিবারে[৮] ॥২৮১৭॥

১-১ দ্বারের সমুখে [সমীপে (ঘ)] শোভে পুষ্প পারিজাত (খ), (ঘ)
২-২ ইন্দ্রে কহ গিয়া কৃষ্ণ পারিজাত হরে (ঘ)
৩-৩ উপাড়ে বাম হাতে (ঘ)
৪-৪ সহস্র প্রলয় ক্রোধে (খ), (ঘ)
৫-৫ শীঘ্রগতি ইন্দ্র কৃষ্ণের পাছে গিয়া (খ), (ঘ)
৬-৬ ইন্দ্রবাক্যে লেউটিয়া রহিল গদাধর (খ), (ঘ)
৭ গদাধর (খ)
৮-৮ দেব পুরন্দরে (খ), (ঘ)

বজ্র দেখি চক্র নিল শ্রীমধুসোদন।
মুনির[১] গঠিত বজ্র না জাএ খণ্ডন[১] ॥২৮১৮॥
বজ্র ব্যর্থ হৈলে হয় মুনির লঙ্ঘন।
এক পাক[২] এড়ি দিল বিনতা নন্দন ॥২৮১৯॥
সেই পাখে[৩] পড়ি[৩] ইন্দ্রের বজ্র ব্যর্থ হইল।
চক্র[৪] লৈয়া গোবিন্দাই পাছু খেদা দিল[৪] ॥২৮২০॥
চক্র দেখি সুরেশ্বর রনে[৫] স্থির নহে।
সংগ্রাম[৬] ছাড়িয়া ইন্দ্র[৬] পালাইয়া জাএ ॥২৮২১॥
দেখিয়াত সত্যভামা উপহাস কইল।
সচির স্বামি আজি কেন রনে ভঙ্গ দিল ॥২৮২২॥
এতবলি সত্যভামা উপহাস কইল।
চক্র[৭] লৈয়া চক্রপানি পাছু খেদা দিল[৭] ॥২৮২৩॥
পারিজাত[৮] লঈয়া আসেন শ্রীহরি[৮]।
কৌতুকে[৯] আসেন ভবে দ্বারকা নগরি[৯] ॥২৮২৪॥
হাসিতে হাসিতে পথে গোবিন্দের সঙ্গে।
পারিজাত পাইয়া সতি বড় পাইল রঙ্গে ॥২৮২৫॥

১-১ পুলোমেন্দ্রিণে বর্জ্র এড়ে সহস্র লোচন (খ);
মুনির মুষ্টিক বজ্র করিল স্মরণ (ঘ)
২ পাখা (খ), (ঘ)
৩-৩ পাখে ঠেকি (খ)
৪-৪ বজ্র লৈয়া নারায়ণে ইন্দ্রকে সে দিল (খ)
৫ মনে (খ)
৬-৬ রন সহিবারে নাহি (খ);
রণ সহিতে নারে (ঘ)
৭-৭ সচির স্বামি কেন রণে ভঙ্গ দিল (খ);
শচীর স্বামী হয়ে কেন রণে ভঙ্গ দিল (ঘ)
৮-৮ এত বলি সত্যভামা উপহাস করি (খ), (ঘ)
৯-৯ পারিজাত লইয়া চলিল নিজপুরি (খ);
পারিজাত পুষ্প লয়ে চলিল শ্রীহরি (ঘ)

আনিঞা রূপিল পুষ্প দ্বার সমীপে।
একেত সুন্দরি রামা[১] দ্বিগুন হৈল রূপে ॥২৮২৬॥
নাহি রোগ নাহি সোক পুষ্পের পরসে।
নানা[২] সুখে লোখ বস্তে রজনি দিবসে[২] ॥২৮২৭॥
পারিজাত হরন কথা অদ্ভুত সংসারে।
জাহা[৩] সুনিলে স্থল হয়[৩] বৈকুণ্ঠপুরে ॥২৮২৮॥
অদ্ভুত অমৃত কথা সুন সাবধানে।
গুনরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ চরণে ॥২৮২৯॥

বেলোওাররাগ[৪]

হেনমতে নারায়ন দ্বারিকায় বৈসে।
আনন্দিত সর্ব্বলোক রজনি দিবসে ॥২৮৩০॥
সোলসহস্র একসতঅষ্ট রমনি।
একেশ্বর কৃড়া করেন দেব চক্রপানি ॥২৮৩১॥
একদিন রুক্মিনির ঘরে দেব শ্রীহরি।
পালঙ্কে বসিয়া ত্বতেঁ নানা কৃড়া করি ॥২৮৩২॥
সুবন্ন[৫] বিযনি হাতে বাউ[৫] করে সখিগনে।
দেখিয়া কৌতুকা বড় রুক্মিনি[৬] হৈল মনে ॥২৮৩৩॥
সিংহাসন হইতে দেবি উলিলা[৭] সত্বরে।
একচিত্তে[৮] সুন্দরি কৃষ্ণকে বাউ করে[৮] ॥২৮৩৪॥
হাসিয়া রভস[৯] কৃষ্ণ বৈল রুক্মিরে।
তোমার বিবাহে দেবি সব নৃপবরে ॥২৮৩৫॥

---

১ রূপে (খ) ; পুষ্পে (ঘ)
২-২ কৃষ্ণসঙ্গে ক্রীড়া করে রজনী দিবসে (ঘ)
৩-৩ একচিত্তে শুনিলে যায় (খ), (ঘ)
৪ (ঘ) পুথিতে নাই।
৫-৫ সর্ন্ন বিউনিত্তে বাউ (খ) ;
সুবর্ণ বীজনি বায়ু (ঘ)
৬ গোবিন্দের (ঘ)
৭ নামিয়া (খ)
৮-৮ সখীর হাতের বীজণি [পাখা (খ)] নিল নিজ করে (খ), (ঘ)
৯ রহস্তে (খ) ; সহস (ঘ)

আতিবড় জুর্দ্ধপতি সর্ব্বাঙ্গে স্থন্দর।
তাহা সভাকে কেন তুমি না ইচ্ছিলে বর ॥২৮৩৬॥
নানা অস্ত্র সাস্ত্র জানে গুনে মহাগুনি।
ভূবনে দুল্লভ[১] রূপ পরম[২] জিনি[২] ।২৮৩৭॥
নানা রত্নে অশ্বহস্তি রথ মনোহর।
মধ্যাদেসে বৈসে তারা ধর্ম্মে ততপর ॥২৮৩৮॥
হেন সব নৃপবর না ইছিলে মনে।
নিধন[৩] পুরুস আমি ইছিলে কা কারনে।২৮৩৯॥
রার্গ্য পদ নাহি মোর নহি নৃপবর।
অন্য[৪] ব বসা[৪] করি সমুদ্র কুলে ঘর ॥২৮৪০॥
মিছা মায়া করি আমি ভাণ্ডিল তোমারে।
রাজাগন এড়ি[৫] তুমি ভজিলে আমারে ॥২৮৪১॥
সর্ব্বাঙ্গে স্থন্দরি তুমি লক্ষি অবতারে।
আমাকে অধিক অধম নাহিক সংসারে।২৮৪২॥
উত্তম অধমে নয় বিভার মিলন।
আমি সে অধম তুমি উত্তম জন ।২৮৪৩॥
আমারে বরিলে কেন রাজার কুমারি।
মহারাজগন কেন করিলে পরিহরি ॥২৮৪৪॥
বিসেসত সিশুপাল তোমার কারনে।
অধিবাস করি মোহ গেল কাম বানে॥২৮৪৫॥
পাইলে অধম বড় স্থনহ রুক্মিনি।
কেনবা[৬] আনিলে[৬] সিস্থপাল নৃপমনি ॥২৮৪৬॥*

---

১ দুল্লভ (খ) ; কন্দর্প (ঘ)   ২-২ কামদেব জিনি (খ), (ঘ)
৩ নির্ধন (খ) ; নির্দ্ধন (ঘ)   ৪-৪ অন্তর বসতি (খ), (ঘ)
৫ ছাড়ি (খ), (ঘ)   ৬-৬ কেনে তেয়াগিলে (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত :—

নির্দ্ধন পুরুষ আমা বরিলে কি কারণে।
এতেক ভরসা তারে কৈল নারায়নে। (খ), (ঘ)

সুনিঞা কৃষ্ণের কথা রুক্মিনি সুন্দরি।
পদাঙ্গুলি ভূমে লেখে হেট মাথা করি ॥২৮৪৭॥
কেন হেন বোল কৈল মনে মনে গুনি।
ত্রাসে খিন তনু তবে হইল রুক্মিনি ॥২৮৪৮॥
অচেতন[১] হৈয়া[১] দেবি পৃথুবিতে পড়ে।
কদলির গাছ জেন পড়ে অল্প ঝড়ে ॥২৮৪৯
মুর্ছিতা হৈয়া রামা হরিলা চেতন।
অঙ্গে হৈতে খসিয়া পড়ে জত অভরন ॥২৮৫০॥*
ব্যস্ত হৈয়া কোলে তারে কৈল নারায়ন।
কাঁপএ রুক্মিনি দেবি নাহিক চেতন ॥২৮৫১॥
দুই হাথে মুখ তার পুছেন চক্রপানি।
আর দুই হাথে তারে কোলে করি আনি ॥২৮৫২॥
পালঙ্কে[২] তুলিয়া[২] বৈল মধুর বচন।
এতেক সঙ্কট পৃয়া ভাব কি কারন ॥২৮৫৩॥
রভস করিল[৩] আমি কৌতুক করিয়া[৪]।
এত পরমাদ পৃয়া কর[৫] কী লাগিয়া[৫] ॥২৮৫৪॥
ত্রাস পাইয়া নিজ কান্তা বলে উচ্চস্বরে।
তাহাকে অধিক মর্ম্ম[৬] নাহিক সংসারে ॥২৮৫৫॥
তেকারনে এত বোল বলিল তোমারে।
মনের ছাড়হ সঙ্কা দেহত উত্তরে ॥২৮৫৬॥
কৃষ্ণের পৃয়বোল সুনিঞা সুন্দরি।
না ছাড়িহ প্রভূ মোরে মনে দ্রঢ় করি ॥২৮৫৭॥

১-১ কাঁপিয়া কাঁপিয়া (খ)

* এই কলিটি ও পরপদের দ্বিতীয় কলিটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

২-২ খট্টাকে আনিয়া (খ);
খট্টাতে আনিয়া (ঘ)

৩ বলিল (খ), (ঘ)

৪-৪ বচনে (খ), (ঘ)

৫ ভাব কি কারণে (খ), (ঘ)

৬ মুখ (খ), (ঘ)

হৃদএ মান করি জুড়ি দুই হাত।
কান্দিতে কান্দিতে বলেন স্থন জগন্নাথ ॥২৮৫৮॥
নিষ্কন পুরুস তুমি বলিলে কী কারনে।
তোমা পদরজে কোটি লক্ষির জনমে ॥২৮৫৯॥
কোটি লক্ষি তোমার চরনারবিন্দে।
গঙ্গার জনম তোমার[১] চরনারবিন্দে[১] ॥২৮৬০॥
তুমি যদি নিধন তবে ধনিন কোন জন।
লাখ লক্ষি বন্দে[২] গোসাঞি তোমার চরন ॥২৮৬১॥
আর বোল বলিলে মোর নাহি অধিকার।
তার বোল বলি[৩] প্রভূ স্থন একবার[৩] ॥২৮৬২॥
কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুমি বঠ[৪] করতার[৪]।
তোমার[৫] পদাম্বুজ চিন্তি সকল সংসার[৫] ॥২৮৬৩॥
ত্রিজগতের[৬] রাজা ইন্দ্র স্থরপতি[৬]।
তিহোঁ তোমার দাস মানুস অল্পমতি ॥২৮৬৪॥
জখন চিন্তিল আমি তোমার চরনে।
পস্থ[৭] হেন[৭] দেখিলাঙ সব রাজাগনে ॥২৮৬৫॥
আর বোল বলিলে আমি অন্তেবাসি[৮]।
সেকথা স্থনিঞা আমি মনে মনে হাসি ॥২৮৬৬॥*
আদি অন্ত মধ্য তুমি সর্ব্বত্র[৯] নিবাস[৯]।
হেন কথা কহ গোসাঞি মনে উপহাস ॥২৮৬৭॥†

১-১ পাদপদ্ম মকরন্দে (খ), (ঘ)
২ প্রভু (ঘ)
৩-৩ শুন গোসাঞী সংসারের সার (খ), (ঘ)
৪-৪ সে করতা (খ); হও রাজা (গ)
৫-৫ তোমার পদ সেবি ইন্দ্র ত্রিজগতে রাজা (খ), (ঘ)
৬-৬ দেবের দেবতা জিহোঁ দেব প্রজাপতি (খ), (ঘ)
৭-৭ তৃণ তুলা (ঘ)
৮ অন্তরেতে (খ)
* এই কলিটি (ঘ) পুঁথিতে নাই।
৯-৯ সর্ব্বস্থানবাসী (খ), (ঘ)
† এই কলিটি (ঘ) পুঁথিতে নাই।

জেবা বোল বইলে তুমি রাজাকে ভয় করি।
সংগ্রাম পাইলে জুদ্ধ সহিবারে[1] নারি[1] ॥২৮৬৮॥
সে কথা কহিব আমি তোমার চরনে।
কটাক্ষে করহ[2] বধ জুঝিবে কি কারনে ॥২৮৬৯॥
হেলাএ না কর জুদ্ধ সুনহ শ্রীহরি
মহা মহা বিরে মাইলে সিস্থ কৃড়া করি ॥২৮৭০॥
আপনাকে নির্গুন[3] বলিল বচন।
তাহার উত্তর বলি সুন নারায়ন ॥২৮৭১॥
সংসারে জতেক আছে জিব জন্তুগন।
সর্গুন সভার তত্ব সুন নারায়ন ॥২৮৭২॥*
নির্গুন[4] নির্লেপ তুমি সংসারের সার।
লোক হিত কারনে তোমার[5] অবতার ॥২৮৭৩॥
সহজে নির্গুন তুমি পুরুসরতন[6]।
সংসারের[7] সার গোসাঞি দেব নিরঞ্জন[7] ॥২৮৭৪॥
কোটি জন্মে তপ করি পুজি হরগৌরি।
তপফলে[8] তোমার পাদপদ্ম সেবা করি ॥২৮৭৫॥
তৃন[9] হেন[9] দেখি আমি সব রাজা গন।
এক[10] মনে তোমাপদ[10] করিএ স্মোঙরন ॥২৮৭৬॥
তবে কেন ছল গোসাঞি তৃদস অধিকারি।
সজাহ আনল সখি আমি তাতে মরি ॥২৮৭৭॥

১-১ সহিতে না পারি (খ), (ঘ)
২ সবারে (খ), (ঘ)
৩ ত্রিগুন বলি (খ)
* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুঁথিতে নাই।
৪ ত্রিগুন (খ)
৫ করহ (ঘ)
৬ নিরঞ্জন (খ), (ঘ)
৭-৭ ত্রিভুবনে তোমারে জানিব কোন জনে (খ), (গ)
৮ তার বোলে (খ) ; তার ফলে (ঘ)
৯-৯ পশুসম (খ), (ঘ)
১০-১০ তোমার চরণ পদ্মে (খ) ;
তোমার চরণ পদ্মে (ঘ)

এতেক বলিয়া দেবি পড়ে ভূমিতলে।
কান্দিতে কান্দিতে তিতে নয়ানের জলে ॥২৮৭৮॥
সংভ্রমে[১] উঠিয়া কৃষ্ণ[১] দিল আলিঙ্গন।
রুক্মিনির[২] মুখে দিল সতেক চুম্বন[২] ॥২৮৭৯॥*
অদ্ভুত[৩] অমৃত[৩] কথা কৃষ্ণ অবতারে।
গুনরাজখান বলে তরিতে[৪] সংসারে[৪] ॥২৮৮০॥

মল্লার রাগ[৫]

দ্বারকাএ নানা রঙ্গে বঙ্গে বনমালি।
পুত্র পৌউএ লইয়া কৃষ্ণ সুখে করে কেলি ॥২৮৮১॥
শুনিত পুরের রাজা বান নরপতি[৬]।
তাহার কথা সুন নর হৈয়া[৭] একমতি[৭] ॥২৮৮২॥
জয় বিজয় দুই গোবিন্দ অনুচর।
সনকের সাপে জন্ম সংসার ভিতর ॥২৮৮৩॥
হিরন্যাক্ষ হিরন্যকস্যপ দুই জন।
প্রতাপ প্রচণ্ড তারা জানে[৮] তৃভুবন ॥২৮৮৪॥†

১-১ তবে দেব চক্রপানি (খ), (ঘ)   ২-২ রুক্মিনির মুখ কৃষ্ণ করিলা চুম্বন (খ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

ক্রন্দন ঘুচায়্যা তুলি পালঙ্ক উপরে।
নানারঙ্গে ঢঙ্গে ক্রীড়া কৈল দামোদরে ॥ (খ), (ঘ)

৩-৩ অদ্ভুত চরিত্র (খ) ; অমৃত চরিত্র (ঘ)

৪-৪ বন্দিয়া শ্রীধরে (খ) ;
বন্দিয়া গদাধরে (ঘ)

৫ ধানসি রাগ (খ)   ৬ মহামতি (খ), (ঘ)

৭-৭ কর অবগতি (খ), (ঘ)   ৮ বিখ্যাত (খ), (ঘ)

† অতিরিক্ত পাঠ :—

মায়া করি মারি তারে দেব নারায়েণ।
মুক্ত করি পাঠাইল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ (খ), (ঘ)

তাহার[১] পুত্র মোহাজোগি প্রহ্লাদ মহাসএ।
মুক্তি পদ পাইল তারা গোবিন্দ সদএ[১] ॥২৮৮৫॥
তার পুত্র বিলোচন[২] তৃভূবনের রাজা।
তার পুত্র বলি কৈল বামনের পুজা ॥২৮৮৬॥
সপ্তদ্বিপ প্রথুবি দান করিল নারায়নে[৩]।
সত পুত্র জন্মাইয়া গেলা পাতাল ভূবনে ॥২৮৮৭॥
সর্ব্বসাস্ত্রবান[৪] নাম পৃথুবি ভিতরে।
নিরাহারে তপ করি আরাধে সঙ্করে ॥২৮৮৮॥
অধিষ্ঠান হইয়া বর দিলা ত্রিলোচন।
সহস্রেক বাহু তার অজয় তৃভূবন ॥২৮৮৯॥
জিনিল[৫] সংসার সেই[৫] নিজ বাহুবলে।
তৃভূবন সকল[৬] করিআছে কুতুহলে ॥২৮৯০॥
তপফলে হরগৌরি আছে তার পুরে।
সুল হস্তে কার্ত্তিক আছে[৭] তাহার দুয়ারে[৭] ॥২৮৯১॥
একদিন মহাদেব সংহতি[৮] বসিয়া।
বলে বান নরপতি দর্প করিয়া ॥২৮৯২॥
তোমার বরদানে মুঞি অজয় তৃভূবনে।
তোমা বই সখা মোর নাহি তৃভূবনে ॥২৮৯৩॥
সহস্রেক বাহু মোর সরির[৯] ভিতরে।
বিনি জুদ্ধে ভয়[১০] মোর হইল অন্তরে[১০] ॥২৮৯৪॥

১-১ তার পুত্র প্রহ্লাদ পরম ভাগবত।
কে কহিতে পারে যত তাহার মহত্ব। (খ), (গ)
২ বিরোচন (খ), (গ)
৩ ব্রাহ্মনে (খ)
৪ সর্ব্বশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ (খ) ; সর্ব্বশাস্ত্র জ্যেষ্ঠ (গ
৫-৫ সকল পৃথিবি জিনি (খ)
৬ যস (খ) ; যশ (গ)
৭-৭ আপনি রাখে তারে (খ) ; আপনি রক্ষে তারে (গ)
৮ সঙ্গতি (খ), (গ)
৯ ত্রিভুবন (খ) ; ভুবন (গ)
১০-১০ পরাভব হৈল সংসারে (খ) ;
মহাভার হইল আমারে (গ)

এবোল স্থনিঞা তারে বলিল সঙ্কর।
পাইবেত মহাজুদ্ধ[1] হৃদয় ভিতর[1] ॥২৮৯৫॥
আচম্বিতে রথধ্বজ ভাঙ্গিব জখন।
আমিয়[2] স্বহায় হব পাবে মহারন ॥২৮৯৬॥
এতবলি মহাদেব গেলা নিজ স্থানে।
অবধিয়া বান রাজা হরসিত[3] মনে ॥২৮৯৭॥
হেনকালে তাহার কন্যা উসা নাম ধরি।
জগত মোহিনি কন্যা রূপে[4] বিদ্যাধরি ॥২৮৯৮॥
হরগৌরি পুজে উসা হইয়া একমতি।
অধিষ্ঠান[5] হৈয়া তারে বলিল পার্ব্বতি[5] ॥২৮৯৯॥
বর মাগ উসা তুমি সুদৃঢ় করিয়া।
জে বর মাগহ সবে অমর এড়িয়া ॥২৯০০॥*
তোমার প্রসাদে মাগো নানা[6] ধন সুখে[6]।
কৌতুকে[7] আছি মাগো[7] নাহি কোন দুখে ॥২৯০১॥
জৌবনের দসা হৈল সকল সরিরে।
কোন কালে কোন স্বামি মেলিব আমারে ॥২৯০২॥
স্থনিঞা উসার বোল হাসিলা ভবানি।
মেলিব উত্তম বর স্তুনহ রমনি ॥২৯০৩॥

১-১ মহারণ শুন নৃপবর (খ), (ঘ)
২ আমিহ (খ); আমিও (ঘ)
৩ হর্ষ কৈল (খ), (ঘ)
৪ জিনি (খ), (ঘ)
৫-৫ সাক্ষাৎ হইয়া বর দিলাত পার্ব্বতী (খ), (ঘ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—

এতেক শুনিয়া উষা বলিল তখন।
শুন শুন ঠাকুরাণী আমার বচন॥ (ঘ)

৬-৬ আছি সর্ব্বসুখে (খ), (ঘ)
৭-৭ পরম কৌতুকে আছি (খ), (ঘ)

সুক্লা দ্বাদসি তিথি বৈসাখ মাসে।
সপনে[1] মেলিব স্বামি উত্তম পুরুসে ॥২৯০৪॥
সেই হব তোর স্বামি সুন উসাবতি।
বলিয়া চলিলা দেবি অন্তরিক্ষ[2] গতি ॥২৯০৫॥
তবেত সুন্দরি উসা হরসিত মনে।
বাসঘরে[3] গিয়া করে দিবস গমনে[4] ॥২৯০৬॥
দৈব ঘটন কভু খণ্ডন না জাএ।
সেই দিন পালঙ্কেত সুখে নিদ্রা জায়ে ॥২৯০৭॥
নিসাকালে আসি তথা পুরুস রতনে[5]।
নানাবিধি শ্রীঙ্গার ভুঞ্জে[6] উসার সনে[6] ॥২৯০৮॥
চিয়াইয়া উসা তবে[7] কারে[7] না দেখিল।
মুর্ছিতা পড়িল উসা ভূম্যে লোটাইল ॥২৯০৯॥
মুখে জল দিয়া তারে তুলে সখিগন।
কোন কাজে কান্দ উসা কহত[8] কথন[8] ॥২৯১০॥
না কান্দ না কান্দ উসা স্থির কর মতি।
কি করিতে পারে এথা কাহার সকতি ॥২৯১১॥*
নাহি[9] কাড়ে রাকার না সুনে বচন[9]।
সঘনে নিস্বাস ছাড়ি করএ ক্রন্দন ॥২৯১২॥
চিত্রলেখা সখি তার প্রভাতে উঠিয়া।
তুলিয়া চেতন কৈল মুখে জল দিয়া ॥২৯১৩॥
না কর বিসাদ মোরে সরূপ কহ কথা।
কি কারনে পাউ[10] দেবি এতেক অবস্থা ॥২৯১৪॥

১ আপনে (খ)
২ অন্তধামা (?) (ঘ)
৩ বাসঘরে (খ)
৪ যাপনে (খ)
৫ রতন (খ), (ঘ)
৬-৬ করিল রচন (খ), (ঘ)
৭-৭ পাসে কেহ (খ) ; পাশে কাহে (ঘ)
৮-৮ কহ বিবরন (খ), (ঘ)
* ২৯১১ সংখ্যক পদ ও পরের পদের প্রথম কলিটি (খ) পুথিতে ছাড় পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়।
৯-৯ না শুনে বচন কায় নাহিক চেতন (খ)
১০ পাব (খ) ; পাবে (ঘ)

তাহার বচনে উসা স্থির করি মন।
রজনির কথা কহে করএ ক্রন্দন ॥২৯১৫॥
দুই প্রহর রাত্রে সখি পালঙ্ক উপরে।
সুখে সুতিয়া নিদ্রা আমি জাই বাসঘরে ॥২৯১৬॥
হেনকালে পুরুস এক শ্যামল সুন্দর।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কীবা অপছর[1] কিন্নর ॥২৯১৭॥
আমাসনে স্রীঙ্গার ভুঞ্জিল নানা সুখে।
সকল লক্ষন অঙ্গে দেখ পরতেকে ॥২৯১৮॥
নিদ্রাভাঙ্গি চাহিয়া দেখি নাহি প্রাননাথ।
না দেখি তাহায় সখি না পাঙ সুয়াস্ত ॥২৯১৯॥
সর্ব্বাঙ্গ পোড়এ মোর দুস্বহ[2] কামানলে।
ভূম্যে[3] লোটাইলে অঙ্গ নহেত সিতলে[3]।২৯২০॥
কোন বুদ্ধি করিব সখি পড়হুঁ চরনে।
কোথা গেলে পাপ[4] সখি পুরুসরতনে ॥২৯২১॥
মদন জিনিঞা রূপ কমলনয়ন[5]।
চন্দ্র জিনিঞা মুখ তার ভ্রূহি কামের সমান ॥২৯২২॥
উসার ক্রন্দন সুনি ব্রহ্মাণ্ডনন্দিনি[6]।
হাথে ধরি বসাইয়া বৈল প্রয়বানি ॥২৯২৩॥
ক্রন্দন সম্বলি[7] উসা স্থির কৈল[8] মতি।
পুর্ব্বের[9] সকল কথা সোঙরহ জুবতি[9] ॥২৯২৪॥*

---

১ অপ্সর (খ), (ঘ) ২ দুঃসহ (খ) ; দুখ (ঘ)

৩ ৩ অঙ্গ শীতল নহে লোটিমি ভুতলে (খ), (ঘ)

৪ পাব (খ) ৫ নলিননয়ন (খ) ; পঙ্কজনয়ন (ঘ)

৬ কুসাণ্ড (?) (খ) ; কস্তাণ্ড (?) (গ) ৭ সম্বল (খ), (ঘ)

৮ কর (খ), (ঘ) ৯-৯ কেন পাসরিলে কথা বৈল ভগবতি (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত :—

স্বপনে আসিয়া জেই ভুঞ্জিল সৃঙ্গার।
সেই ত হইব উসা স্বামি তোমার।

পুনরপি বলে উসা স্থন চিত্রলেখা।
সে পুরুস সনে মোর কেমনে হএ দেখা ॥২৯২৫॥
ঝাট করি দেহ মোরে সেই নিজ পতি।
সর্ব্বকলা জান তুমি কাম চারু গতি ॥২৯২৬॥*
স্যামল সুন্দর বালা প্রথম জৌবন।
তাহা বিনে আর মনে না পড় একখন ॥২৯২৭॥
কেমতে তাহারে পাঙ পড়হুঁ চরনে।
প্রানদান দেহ মোরে করাহ মিলনে ॥২৯২৮॥[†]
না কান্দ না কান্দ উসা স্থির কর মন।
তাহা সনে তোমার আমি করাব মিলন ॥২৯২৯॥‡
মুনির বরে মোর ত্রভুবনে গতি।
সংসার লেখিতে[১] মোর আছএ সকতি ॥২৯৩০॥
পটে লেখি আনিব সকল সংসার।
মানুস গন্ধর্ব্ব[২] জক্ষ দেবতা কুমার ॥২৯৩১॥
তিন দিনে দেখিব[৩] সখি[৪] এ তিন ভুবন।
তাবত থাকাহ তুমি স্থির করি মন ॥২৯৩২॥

স্বরূপ কহিব সেই স্বামি তোমার।
দেবির বাক্য অলংঘন না কান্দিহ আর।
দেবির আদেশ সখি হৈল পরতেক।
সর্ব্বাঙ্গে সম্ভোগচিহ্ন কুচে নখরেখ।
চিত্রলেখার বচন শুনিঞা উষাবতি।
পূর্ব্বকথা সঙরিয়া স্থির কৈল মতি। (খ), (ঘ)
দ্বিতীয় পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।

* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

† এইখানে (খ) পুথিতে ইহার পরবর্ত্তী পদের দ্বিতীয় কলিটি আছে; মাঝের দুইটি কলি (খ) পুথিতে নাই।

‡ এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

১ ভ্রমিতে (খ)

২ কিন্নর (খ)

৩-৪ লিখিয়া দিব (খ); লিখিব (ঘ)

এতবলি চিত্রলেখা করিল গমন।
সর্গে গিয়া লেখে সকল দেবগন ॥২৯৩৩॥
পাতালের নাগলোক লেখিল কৌতুকে।
পৃথুবিতে[১] জত বস্তে লেখিল একে একে ॥২৯৩৪॥
তিন দিনে লেখিল পটু অনেক সকতি।
উসাকেত দিয়া বলে চিন নিজ পতি ॥২৯৩৫॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া তবে রাজার কুমারি।
পটু নিরখএ উষা লর্জ্জা পরিহরি ॥২৯৩৬॥*
উত্তর পশ্চিম দিগ চাহিলা সকলে।
না দেখিয়া চোর উসা কান্দিয়া বিকলে ॥২৯৩৭॥
স্থির হইয়া দক্ষিন দিগ চাহিল সুন্দরি।
দেখিল পুরুসবর জেই কৈল চুরি ॥২৯৩৮॥
আঙ্গুলি দিয়া বলে উসা শুন চিত্রলেখা।
রতি চোর এইজন ঝাট করায় দেখা ॥২৯৩৯॥
কাহার তনয়া চোর বৈসে কোন দেসে।
কোন বংসে জন্ম সখি কহনা বিশেসে ॥২৯৪০॥
শুনিঞা উসার বোল লাগিলা[২] হাসিতে[২]।
চিত্রলেখা[৩] কহে কথা উসার সহিতে[৩] ॥২৯৪১॥

১ যত্তে (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত :—

এক পটে দেখিলা দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
না দেখিল চোর উষা তাহার ভিতর॥
পাতালের পটে দেখে সুন্দর নাগলোক।
না দেখিয়া চোর তাহা পাইল বড় শোক॥
তবে আর পটখান চাহিল সুন্দরী।
না দেখিয়া চোর উষা আপনা পাসরি॥ (খ), (ঘ)

২-২ হাসিতে হাসিতে (খ) ; কৈল হাসিতে (ঘ)

৩-৩ তোর সম ভাগ্যবতি নাহি ত্রিজগতে (খ), (ঘ)

তোর সম ভাগ্যবতি নাহি তৃভূবনে।
বড় তপে পাইলে উসা পুরুস রতনে ।২৯৪২।*
ভারবতারনে আইলা সংসারের সার।
দুষ্টজন মারিতে গোসাঞি করিল অবতার ॥২৯৪৩॥
তাহার পুত্র প্রদুম্ন বিদিত[1] সংসারে[1]।
তার পুত্র অনিরুদ্র স্মামি তোমারে ॥২৯৪৪॥
ক্ষেত্রিকুলে জন্ম তার দ্বারকা নিলএ।
বড় ভাগ্যে পাইলে স্মামি কহিল তোমাএ ॥২৯৪৫॥
চিত্রলেখার বাক্য সুনি বলে উসাবতি।
ঝাঁট আনি দেহ সখি মোর প্রাণপতি[2] ॥২৯৪৬॥
সবকলা জান তুমি কামাচারগ তি।
বিলম্ব না কর ঝাঁট চল দ্বারাবতি ॥২৯৪৭॥
ক্ষনে ক্ষনে প্রান মোর দহে কামানলে।
আমি মইলে স্রম তোমার হইব বিফলে ॥২৯৪৮॥
চল[3] চল[3] চিত্রলেখা দ্বারিকা নগর।
নহে স্ত্রীবধ দিব তোমার উপর ॥২৯৪৯॥
উসার আরতি[4] দেখি চিত্রলেখা জাএ।
সত্বরেত গিয়া তবে দ্বারাবতি[5] পাএ[5] ॥২৯৫০॥
এথা অনিরুদ্র বির কামের কোঙর।
সপনে জুবতি সঙ্গে ভূঞ্জিল শ্রীঙ্গার ॥২৯৫১॥
কামে হতচিত্ত হৈয়া স্থির নহে মতি।
কেমতে পাইব সেই সুন্দর জুবতি ॥২৯৫২॥

---

* ২৯৪২ সংখ্যক পদ (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।
১-১ কাম অবতার (খ), (ঘ)
২ নিজপতি (খ), (ঘ)
৩-৩ চল ঝাট (খ), (ঘ)
৪ ব্যগ্রতা (খ), (ঘ)
৫-৫ বড় সুখ পায় (খ)

এড়িয়াত খাট পাট আর নারিগন।
বিরস বদনে মনে চিন্তে সর্ব্বক্ষণ ॥২৯৫৩॥
হেনই সময়ে তথা গেল চিত্রলেখা।
নিভৃতে অনিরুদ্রে দিল গিয়া দেখা ॥২৯৫৪॥
চিত্রলেখা দেখি অনিরুদ্র চমকীত[১]।
দেখিয়া[২] তাহার রূপ হইলা মুছিত[২] ॥২৯৫৫॥
কাহার কন্যা কাহার নারি সরূপ কহ মোরে।
কেমতে লংঘিয়া গড়[৩] আইলে ভিতরে ॥২৯৫৬॥
অনিরূদ্রের বোল স্থনি বলে বিদ্যাধরি।
দুত হৈয়া আইলাও তোমার নগরি ॥২৯৫৭॥
পৃথুবিমণ্ডলে বড় বান নরপতি।
তাহার কন্যা উসাবতি রূপেত পার্ব্বতি ॥২৯৫৮॥
তার সখি চিত্রলেখা নাম আমার।
মুনির বরে সর্ব্বত্র গতি জে[৪] আমার[৪] ॥২৯৫৯॥
তে কারনে দুর্গ লংঘি আইলাও এথারে[৫]।
উসার সম্বাদ কাছু কহিব[৬] তোমারে[৬] ॥২৯৬০॥
সপনে হইয়া চোর গেলে তার পুরি।
ভূঞ্জিলে শৃঙ্গার স্থখ নানা[৭] ক্রিড়া করি ॥২৯৬১॥
নিদ্রা হৈতে উঠি দেখে নাহি তুমি পাসে।
মুর্ছিতা হইল উসা তোমার হাইবাসে ॥২৯৬২॥
চেতন করাইয়া আমি বলিল[৮] তাহারে।
তুমি চোর জত কৈলে কহিল আমারে ॥২৯৬৩॥
নৌতন সঙ্গম তবে প্রথম জৌবন।
তোমাবিনু প্রান তার করএ কেমন ॥২৯৬৪॥

---

১ বিস্মিত (খ), (ঘ)   ২-২ দেব গন্ধর্ব্ব কন্যা কিবা আইলা আচম্বিত (খ), (ঘ)
৩ দুর্গ (খ), (ঘ)   ৪-৪ কহিল তোমারে (খ), (ঘ)
৫ এত দুরে (ঘ)   ৬-৬ করাই গোচরে (খ), (ঘ)
৭ রস (খ), (ঘ)   ৮ তুলিল (খ), (ঘ)

তবেত আমরা আর বর চিন্তিল।
সুনিঞা সুন্দরি উসা ক্রোধ বড় কৈল ॥২৯৬৫॥
কেন হেন বইলে সখি অজোগ্য বচন।
সতি ক্ষাতি[1] কেন মোর করিলে লঙ্ঘন ॥২৯৬৬॥
সপনে আমার সঙ্গে জাহার স্রাঙ্গার।
তাহা[2] বিনু স্মামি মোর না বলিবে আর[2] ॥২৯৬৭॥
আনিঞা আমারে দেহ সেই প্রাননাথ।
বিস্তর[3] প্রনতি করি জুড়ি দুই হাত[3] ॥২৯৬৮॥
তাহার বোলে ত্রিভুবন পট্টেতে লেখিয়া।
পট্ট দিয়া বৈল স্মামি লেহত চিনিঞা ॥২৯৬৯॥
একে একে ত্রিভুবন দেখিয়া সকলে।
তোমা দেখি মুর্চ্ছিতা হৈয়া[4] পড়িলা ভূতলে ॥২৯৭০॥
কান্দিয়া বলিল এই মেলিল[5] সপনে[5]।
কথা[6] সুনি অনিরুদ্র হরিল চেতনে[6] ॥২৯৭১॥*
চিত্ত স্থির করি পুন উঠিলা সত্বরে।
চিত্রলেখার[7] হাথে ধরি বলিল উত্তরে[7] ॥২৯৭২॥
সুন চিত্রলেখা বলি লজ্জা পরিহরি।
সপনে মেলিল মোরে সেইত সুন্দরি ॥২৯৭৩॥

---

১ ধর্ম্ম (খ), (ঘ)
২-২ সেই সে আমার স্বামী আমি পত্নী তার (খ), (ঘ)
৩-৩ নহে স্ত্রীবধ আমি দিব যে তোমাতে (খ), (ঘ)
৪ খেয়া (খ)
৫-৫ পুরুষ(খ) রতন (খ), (ঘ)
৬-৬ আনিয়া সত্বরে সখি রাখহ জীবন (খ), (ঘ)
* এই পদের পরে (খ) ও (ঘ) পুথিতে এই পদটি আছে :—

চিত্রলেখা কহিল উষার বিবরণ।
কথা শুনি অনিরুদ্ধ হরিল চেতন ॥

৭-৭ হাতে ধরি বসাইয়া বলিল মধুরে (খ), (ঘ)

সেই হৈতে প্রান মোর করএ কেমনে।
তেজিয়াছো অন্ন পানি তাহার ধেআনে ॥২৯৭৪॥
এড়িয়াত খাট পাট আর নারিগন।
রাত্রদিনে মোর মন পোড়ে সর্ব্বক্ষন ॥২৯৭৫॥
প্রান রাখ চিত্রলেখা পড়হুঁ চরনে।
তাহা সনে ঝাঁট মোর করাহ মিলনে ॥২৯৭৬॥
অনিরুদ্রের বচন সুনিঞা চিত্রলেখা।
ঝাঁট চড় মোর রথে করাইব[1] দেখা ॥২৯৭৭॥
কামবানে[2] হত[2] হৈয়া কিছু না শুনিল।
চিত্রলেখার সনে রথে কুমার[3] চড়িল[3] ॥২৯৭৮॥*
সঘনে নিস্বাস ছাড়ি আছএ সত্বরে।
প্রানদান পাইল তবে দেখিয়া তাহারে ॥২৯৭৯॥
তার পাসে গিয়া তবে বলে চিত্রলেখা।
আনিল তোমার স্বামি ঝাঁট কর দেখা ॥২৯৮০॥

১ করাও নিয়া (খ), করাও লৈয়া (ঘ)
২-২ কামে অচেতন (খ), (ঘ)
৩-৩ চড়িয়া চড়িল (খ) ; চড়িয়া নড়িল (ঘ)
* এই পদের পরে (খ) ও (ঘ) পুথিতে এই পদগুলি দৃষ্ট হয় :—

কার সনে কোথা জাই বন্ধুগনে।
পরিণাম না গনিঞা যায় অচেতনে।
কামচার গতি রথ সেই কামচারি।
সত্তরে পাইল গিয়া উসার নগরি।
নিনাভোগ রাত্রে গেলা উসার মন্দিরে।
ঘন নিশ্বাস ছাড়ি উসা আছয়ে সত্তরে। (খ) ;

কার সনে কোথা যাই ছাড়ি নারীগণে।
পরিণাম না গুণিয়া যায় অচেতনে।
কামচারী রথখান সেই কামচারী।
সত্বরে পাইল গিয়া উষার নগরী।
নিশাভাগ রাত্রে গেলা উষার অভ্যন্তরে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে আছয়ে সত্বরে। (ঘ)

সম্ভ্রমে উঠিল উসা পাইল চেতন।
দেখিল কামের[1] পুত্র[1] সাক্ষাতে মদন ॥২৯৮১॥
মুর্ছিতা হইয়া উসা পাদ্য অর্ঘ লইয়া।
চেতন করাইল সখি মুখে জল দিয়া ॥২৯৮২॥
কামে অচেতন উসা দ্রঢ় করি হিয়া।
সখিগন মেলি দিল গন্ধর্ব্ব বিভা[2] ॥২৯৮৩॥
পালঙ্ক উপর হইল দুহার সয়ন[3]।
গাঢ় আলিঙ্গন করি[4] করএ রমন[4] ॥২৯৮৪॥
চির[5] অনুরাগে হৈল দুঁহার মিলন[5]।
সখিরে[6] না করে লাজ কামে অচেতন[6] ॥২৯৮৫॥
লাজে চিত্রলেখা কৈল বাহিরে গমন।
বিনোদ মন্দিরে দুঁহে করে[7] আলিঙ্গন[7] ॥২৯৮৬॥
বিদ্বান পুরুস[8] সেই[8] বিদ্যাসি কুমারি।
ভূঞ্জিল স্বঙ্গার সুখ নানা[9] ক্রিড়া করি ॥২৯৮৭॥
উদয় অস্ত নাহি জানে দিবস রজনি।
সুন্দরি কুমারি উসা নৌতন জৌবনি ॥২৯৮৮॥
হেনমতে তার সঙ্গে কথোকাল গেল।
পুরুস সঙ্গমে উসা গর্ভ ধরিল ॥২৯৮৯॥
জত অনুচরগন প্রমাদ দেখিয়া।
সত্বরে[10] রাজার ঠাঞি জানাঞিল গিয়া ॥২৯৯০॥
সুন সুন মহারাজা প্রমাদ বচন।
অন্তরিক্ষে উসার ঘরে আইসে কোন জন ॥২৯৯১॥

১-১ মদনপুত্র (খ); সুন্দর বর (গ)
২ বিহা (খ); বিয়া (গ)
৩ মিলন (খ)
৪ কত রসের চুম্বন (খ), (গ)
৫-৫ চির রাগে হৈল দুঁহা দুঁহাত মিলন (খ)
৬-৬ সখিরে ছাড়িল লাজ ছাড়িল বসন (খ)
৭-৭ করিলা মরন (খ); করিলা রমণ (গ)
৮-৮ পুরুষবর (খ), (গ)
৯ রঙ্গ (খ)
১০ তুরিতে (খ)

শ্যামল সুন্দর বালা[১] প্রথম বএসে।
উসাসনে কৃড়া করে রজনি দিবসে ॥২৯৯২॥
বড় ভাগ্যে পাইল উসা পুরুস রতন।
তার সেবা করে মানি সফল জিবন ॥২৯৯৩॥*
অপিক্ষা[২] কাহার না করে বিরবরে[২]।
সুনিঞা রুসিল[৩] রাজা বান নৃপবরে ॥২৯৯৪॥
বন্দি করিবারে তারে সহিন্ত পাঠাএ।
চারি সেনাপতি[৪] চলে উসার মন্দিরে ॥২৯৯৫॥
বেড়িয়া মারহ ঝাঁট সেই দুষ্টচোরে।
রাজার আদেসে সেনা বেড়িল সত্বরে ॥২৯৯৬॥
হেনই সমএ সেই পুরুষ রতনে।
উসাসনে পাসা খেলে হরসিত[৫] মনে[৬] ॥২৯৯৭॥
সেনাপতিগন বেড়ে নাঞি করে ডর।
সভারে পাঠায়া দিব জম বরাবর ॥২৯৯৮॥
এতবলি পাসা এড়ি সম্ভ্রমে উঠিয়া।
তাহা সভার অস্ত্র নিল চাপর মারিয়া ॥২৯৯৯॥
সেই অস্ত্র লইয়া বির করে মোহারন।
কাটিয়া পেলিল সব সেনাপতিগন ॥৩০০০॥
মারিয়া* বানের সন্য উসার সংহতি।
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে দুহেঁ কৌতুক করন্তি ॥৩০ ১॥

---

১ রূপ (ঘ)

* অতিরিক্ত---

উসা সনে খেলে পাসা সদা নাঞী মন।
ত্রিভুবন জিনিয়া রূপ সাক্ষাৎ মদন ॥ (ঘ)

২-২ অপেক্ষা না করে কারে নাঞী করে ডর (খ) ;
অপেক্ষা না করে কারে শঙ্কা নাহি করে (ঘ)

৩ কুপিলা (খ) ; কুপিন (ঘ)   ৫ পীচে (খ), (ঘ)

৪ বেড়ে সৈন্যগন (খ)   ৬ পড়িল (খ), (ঘ)

সেনাপতি পড়িল সুনে[১] বাননৃপবর[১] ।
সিংহাসন হইতে উঠি ডাকিল বিস্তর[২] ॥৩০০২॥
আর চারি সেনাপতি সম্মুখে[৩] দেখিয়া[৩] ।
অনিরুদ্ধ[৪] বান্ধিতে পারে হস্তি ঘোড়া দিয়া[৪] ॥৩০০৩॥
বানরাজা বলে সুন চারি সেনাপতি ।
চোর ধরিতে নার জদি অনেক সকতি ॥৩০০৪॥
খাণ্ডাএ কাটিয়া তার লইয় জিবন ।
সুভক্ষন করি সভে করিহ গমন ॥৩০০৫॥
রাজার আদেসে চারি সেনাপতি জাএ ।
সিগ্রগতি গিয়া তবে উসার ঘর[৫] পাএ ॥৩০০৬॥
সহিন্য দেখি অনিরুদ্ধ পালঙ্ক ছাড়িয়া ।
জুদ্ধ করিবারে জায় নানা অস্ত্র লৈয়া ॥৩০০৭॥
চারি সেনাপতি সনে জুদ্ধ[৬] করিল বিস্তর[৬] ।
বড় বড় বির কাটে কামের কোঙর ॥৩০০৮॥ *

১-১ মনে চিন্তে নৃপবর (খ) ;
চিন্তিত বান নৃপবর (ঘ)

২ সর্ত্তর (খ) ; সত্বর (ঘ)

৩-৩ আনিল ডাকিয়া (খ), (ঘ)

৪-৪ অনিরুদ্ধে বান্ধিতে পাচে বহু সৈন্য দিয়া (খ) ;
অনিরুদ্ধে মারিতে সাজে হস্তি ঘোড়া দিয়া (ঘ)

৫ মন্দির (ঘ)

৬-৬ সংগ্রাম বিস্তর (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ (খ) ও (ঘ) পুথি :—

সিংহনাদ ছাড়ি বুলে [থাকে (ঘ)] সংগ্রাম ভিতরে ।
চারি বির মারিয়া পাঠাব যমঘরে ।
শুনিয়া সক্রোধে কাঁপে বান নৃপবর ।
সৈন্য সঙ্গে বেড়ে রাজা উসাবতি ঘর ।
[হাতে অস্ত্র করি বেড়ে উষার সেই ঘর । (ঘ)]
দেখিয়া সুন্দরি উসা কাপিল [কম্পিত (ঘ)] অন্তরে ।
বাপ হয়্যা প্রানিবধ করয়ে আমারে ।

অনিরুদ্রের বস্ত্রে ধরি কান্দে লোটাইয়া।
না করিহ রন প্রভু জাহ[১] পলাইয়া[১] ॥৩০০৯॥
উসার বোল সুনি অনিরুদ্র মোহাসএ।
না কর ক্রন্দন পৃয়া কাকে তোর ভএ ॥৩০১০॥
গোবিন্দের পৌত্র আমি কন্দর্পনন্দন।
আমাকে জিনিতে নারে এ তিন ভূবন ॥৩০১১॥
ত্রাস ছাড়ি রন[২] দেখ[২] বৈস সিংহাসনে।
একেলা মারিব সভা দেখ বিছমানে ॥৩০১২॥
বিরদর্প ছাড়ে বির সংগ্রাম ভিতরে।
দেখিয়াত বান রাজা ডাকে উচ্যস্বরে ॥৩০১৩॥
হের দেখ সিসু গোটা প্রথম যৌবন।
মরিবার তরে আস্থে করিবারে রন ॥৩০১৪॥
মার মার করি ডাকে বান নরপতি।
চারিদিগে নানা অস্ত্র জুড়ে সেনাপতি[৩] ॥৩০১৫॥
একেস্বর অনিরূদ্র ধনুর্ব্বান লৈয়া।
কাটিল সভার অস্ত্র আকর্ষ পুরিয়া ॥৩০১৬॥
আর[৪] বান লইয়া করে বান বরিসন[৪]।
বড় বড় বির কাটে করে মোহারন ॥৩০১৭॥
সেনপতিগন পড়ে রূসে নৃপবর।
হাতে স্থল ধরি ধায় সংগ্রাম ভিতর ॥৩০১৮॥
এড়িলেক স্থল[৫] গোটা কি কহিব বাখান[৫]।
বান[৬] দেখি উসাবতির উড়িল পরান[৬] ॥৩০১৯॥

১-১ যাহত্ত ফিরিয়া (ঘ)
২-২ দেখ পৃয়া (গ)
৩ যোর্দ্ধাপতি (খ) ; যোদ্ধাপতি (ঘ)
৪-৪ আকর্ণ জুড়িয়া করে বান বরিসন (গ
৫-৫ বাণশুল নাহিক বাখান (ঘ)
৬-৬ শুলের মুখে অগ্নি করে খান খান (খ) ;
শুল মুখে অনল জলয়ে খান খান (ঘ)

বান[১] কাটি অনিরূদ্র করিল সতখান[১] ।
বান[২] বৃর্থ গেল রোসে বল্যের[৩] নন্দন[৩] ॥৩০২০॥
সহস্রেক হাথে করে বান বরিসন ।
নির্ভয় হইয়া রহে কামের নন্দন ॥৩০২১॥
সব বান কাটি কুমার পেলিল আকাসে ।
দেখিআত বান রাজা পাইল তরাসে ॥৩০২২॥
মোর বান ব্যর্থ করে নাহি তৃভূবনে ।
ছাওাল হইয়া করে[৪] এত বড় রনে[৪] ॥৩০২৩॥
ক্রোধে বান রাজা করে বান বরিসন ।
নাগপাসে অনিরূদ্রে করিল বন্ধন ॥৩০২৪॥*
হার ছিণ্ডে বস্ত্র চিরে লোটায় ভূমিতলে ।
বিসাদ[৫] করিয়া কান্দে[৫] স্বামি করি কোলে ॥৩০২৫॥

১-১ হুল গোটা কাটি কুমার খান খান (খ)
২ হুল (খ) ; শূল (গ)
৩-৩ বলির নন্দন (খ), (ঘ)
৪-৪ বেটা করে মহা রনে (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

নাগপাশ খণ্ডিতে বির না জানে উপায় ।
বন্দি হৈলা অনিরুদ্র নাগপাস ঘায় ।
যুদ্ধ স্থানে বন্দি করি এড়ে নৃপবর ।
হরসিত হৈয়া রাজা গেল নিজ ঘর ।
নাগপাসে অনিরুদ্র মূর্চ্ছা ঘনে ঘন ।
তার পাসে বসি উসা করয়ে ক্রন্দন । (খ)
নাগপাশ খণ্ডিবারে না জানে উপায় ।
বন্দি হৈলা অনিরুদ্ধ নাগপাশের ঘায় ।
যুদ্ধ স্থানে বন্দি করি এড়িল নৃপবর ।
হরষিত হইয়া চলিল নিজ ঘর ।
নাগপাশ বন্ধনে বীর মূর্চ্ছিত ঘনে ঘন ।
তার পাশে গিয়া উষা করয়ে ক্রন্দন ॥ (ঘ)

৫-৫ আছাড় খাইয়া পড়ে (খ) ;
গা আছাড়িয়া কান্দে (ঘ)

তথনি বলিল প্রভূ জাহ পালাইয়া।
জুঝিবারে গেলে প্রভূ[1] বচন লঙ্ঘিয়া[1] ॥৩০২৬॥
সিবের বরে বাপে মোর অজয় তৃভূবনে।
হেন জন সনে জুদ্ধ[2] কর কী কারনে[2] ॥৩০২৭॥
একা জুদ্ধ কর প্রভূ নাহিক দোসর।
মায়া জুদ্ধে বান্ধে তোমা বান নৃপবর ॥৩০২৮॥
কেহো না জানিল তোমার পিতৃমাতৃকুলে।
দৈব[3] দোসে বিধি[3] তোমার ধরিলেক চুলে ॥৩০২৯॥
বাপ[4] হৈয়া[4] মহারাজা দিল মোরে তাপ।
অনলে প্রেবেসি এখন দিব তারে সাঁপ ॥৩০৩০॥
ভূম্যে লোটাইয়া উসা কান্দিয়া ব্যাকুলি।
ধুলাএ ধূসর হৈয়া গড়াগড়ি বুলি ॥৩০৩১॥
পুজিলাও হরগৌরি কায়মনচিত্তে[5]।
বর দিলা ভগবতি[6] হাসিতে হাসিতে ॥৩০৩২॥
পাইবে উত্তম স্বামি পুরুস রতন।
বড়[7] পুন্য ফলে পাইলাঙ[7] কন্দর্প নন্দন ॥৩০৩৩॥
জিবন ছাড়এ প্রভূ সংগ্রাম ভিতরে।
তুষ্ট[8] হৈয়া অতুষ্ট দেবি হইল আমারে[8] ॥৩০৩৪॥
এত বলি কান্দে উসা ভূম্যে[9] লোটাইয়া।
হেন বেলে নারদ মুনি[10] মেলিলা আসিয়া ॥৩০৩৫॥

১-১ মোর বোল না শুনিয়া (খ), (ঘ) ২-২ প্রভু একা কৈলে রনে (খ), (ঘ)
৩-৩ আমার কারনে বিধি (খ) ৪-৪ বাপ রাজা (খ), (ঘ)
৫ একমন চিত্তে (খ), (ঘ) ৬ পার্ব্বতী (ঘ)
৭-৭ দেবির বরে পাইল স্বামি (খ);
হইল সফল পাইনু (ঘ)
৮-৮ তবে কেন দেবী মোরে অতুষ্ট আমাকে (ঘ)
৯ মহি (ঘ) ১০ ঋষি (ঘ)

না কর ক্রন্দন উসা স্থির কর মতি।
এখন চেতন পাব তোমার প্রানপতি[১] ॥৩০৩৬॥
অনিরুদ্ধ পাসে গিয়া বলে মুনিবর।
আপনা পাসর কেন কামের কোঙর ॥৩০৩৭॥
স্থির মতি হৈয়া চিন্ত দেবির[২] চরন।
বল না করিব নাগপাসের বন্ধন ॥৩০৩৮॥
মুনির বচনে অনিরুদ্ধ স্থির মতি কইল।
একচিত্তে অনিরুদ্ধ দেবি[৩] সোঙরিল ॥৩০৩৯॥
তুমি দেবি নারায়নি চণ্ডিকা ভবানি।
ব্রহ্মার ব্রাহ্মনি তুমি স্রীষ্টির পালনি ॥৩০৪০॥
তুমি জল তুমি স্থল পবন হুতাস।
এমেরু মন্দার তুমি পর্ব্বত[৪] কৈলাস ॥৩০৪১॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য দিবস রজনি।
সভাকার[৫] প্রান তুমি[৫] দুর্গতি নাসিনি ॥৩০৪২॥
দুষ্ট দৈত্য মারি তুমি রাখিলে দেবগন।
সংসারের সার তুমি বিপদ[৬] নাসন[৬] ॥৩০৪৩॥
বিসম বিসের জ্বালে দগধে পরানি।
প্রানদান দেহ মোরে চণ্ডিকা ভবানি ॥৩০৪৪॥*
বিবিধ বিধানে বিস্তর[৭] স্তুতি কৈল।
হাসিতে হাসিতে দেবি সাক্ষাত হৈল ॥৩০৪৫॥

---

১ নিজপতি (খ), (ঘ)
২ চণ্ডীর (খ)
৩ চণ্ডিকারে (ঘ)
৪ পর্ব্বত (ঘ)
৫-৫ সভার কারন তুমি (খ), (ঘ)
৬-৬ বিপদে বন্ধুজন (খ), (ঘ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—

শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র আমি কামের নন্দন।
মায়া যুদ্ধে বন্দি মোরে কৈল দুইজন। (খ)

৭ দেবিকে (খ)

বর মাগ অনিরুদ্ধ চিন্তা নাহি য়ার।
ত্রিজগতের নাথ আসি করিব উদ্ধার ॥৩০৪৬॥
দেবির বচন সুনি কুমার স্থির হইল।
সকল সরির তার অমৃতে সেচিল[১] ॥৩০৪৭॥
পুনরপি বলেন তারে জুড়ি দুই করে।
বিস জালাএ প্রান জায়[২] রক্ষা কর মোরে ॥৩০৪৮॥
অনিরুদ্ধের দুঃখ[৩] দেখি[৩] বলেন ভগবতি।
না করিব বিস বল স্থির কর মতি ॥৩০৪৯॥
বলিআত ভগবতি গেলা নিজ স্থানে।
সুখে নিবসএ নাগপাসের বন্ধনে ॥৩০৫০॥
কুমার চেতনা দেখি হরিস উসাবতি।
ক্রন্দন সম্বলি বসে স্বামির সংহতি ॥৩০৫১॥[৬]
এথা পুরিমদ্ধে নাই কামের নন্দন।
না পাইয়া অনিরুদ্ধে[৪] উঠিল ক্রন্দন ॥৩০৫২॥
পালঙ্কে আছিল পুত্র সুখেত সুতিয়া।
কোথা গেল কেবা নিল পুরি প্রেবেসিয়া ॥৩০৫৩॥
কুমার না পাইয়া কাম চিন্তে মনে মনে।
সত্বরে জনাইল গিয়া গোবিন্দ চরনে ॥৩০৫৪॥
সুন সুন গোসাই ত্রিদশ অধিকারি।
কে হরিয়া নিল পুত্র আসি মোর পুরি ॥৩০৫৫॥
কামের[৫] বচনে কৃষ্ণ চিন্তি মনে মন।
সর্গমর্ত্ত পাতাল গোসাঞি করিল ভাবন[৫] ॥৩০৫৬॥

---

১ সিঞ্চিল (খ) ; স্থজিল (ঘ) ২ দহে (খ) ৩-৩ বোল স্থনি (খ)

৬ এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই। ৪ উর্দ্দেস (খ) ; উদ্দেশ (ঘ)

৫-৫ (খ) পুথিতে ৩০৫৬ সংখ্যক পদের এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় :—

কামের বচনে কৃষ্ণ মনে মনে গুনে।
গুপ্ত বিভা করিয়াছে উসার ভবনে॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল চাহিল ততক্ষনে॥

জানিল আসিয়াছিল[১] উসার অনুচরি।
রথে করি নিঞা গেল বানের নগরি ॥৩০৫৭॥
গুপ্তবেসে আছেন উসার ভবনে।
বানরাজা বান্ধিয়াছে অনেক জতনে ॥৩০৫৮॥
তাহার উদ্ধার[২] চিন্তিল গদাধর।
উদ্দেস[৩] করিতে[৩] লোক পাঠাইল সত্বর ॥৩০৫৯॥
সববএ চলিল লোক উদ্দেস করিবারে।
হেন বেলায় নারদ[৪] মুনি আইল তথারে[৪] ॥৩০৬০॥
নারদ দেখিয়া কৃষ্ণ উঠিলা সত্বরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া করিল[৫] নমস্কারে[৫] ॥৩০৬১॥
সাস্তাইয়া বলে মুনি সুন গোবিন্দাই।
মোক্ষ মোক্ষ জন ডাকি আনহ এথাই ॥৩০৬২॥
নারদ বচন সুনি কৃষ্ণ ইসত হাসিয়া।
বলভদ্র আদি সভারে আনিল ডাক দিয়া ॥৩০৬৩॥
নারদ কহেন কথা সভার গোচরে।
জেমতে বান্ধিল অনিরুদ্ধে বান নৃপবরে ॥৩০৬৪॥*
বান অনিরুদ্ধে জুদ্ধ অদ্ভুত কথা।
নাগপাস বন্ধনে তিনি[৬] দুঃখ পান তথা ॥৩০৬৫॥
একেস্বর অনিরুদ্র সংগ্রাম ভিতরে।
মহাজুদ্ধ করি তবে বান নৃপবরে ॥৩০৬৬॥
*　*　*　*　*　।
কূড়া করি নাগপাসে বান্ধিল তাহারে ॥*

---

১ হরিয়া নিল (খ), (ঘ)　২ উপায় (খ)　৩-৩ যুদ্ধ করিবারে (খ)
৪-৪ আইল নারদ মুনিবরে (খ), (ঘ)　৫-৫ কৈল বড় [বিস্তর (ঘ)] পুরস্কার (খ), (ঘ)
* এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।　৬ বিন (খ) ; বীর (ঘ)

* এই কলি (খ) পুথিতে নাই। (ঘ) পুথিতে এখানে এই পদটি দৃষ্ট হয় :—

মায়া যুদ্ধ করি তবে বাণ নৃপবরে।
অবশেষে নাগপাশে বাঁধিল তাহারে।

*   *   *   *   *

নারদ বচন স্তুনি উঠিলা গদাধরে ।
সাজ্জ বলি ঘোসনা দিলত সত্বরে ॥৩০৬৭॥
উগ্রসেন মহারাজায় পুরিতে রাখিয়া ।
লড়িলেন নারায়ন সর্ব্ব সহিস্য লৈইয়া ॥৩০৬৮॥
সত্বরে পাইল গিয়া গরূড় সংহতি ।
বেড়িল স্তনিতপুরি[১] লইয়া সেনাপতি ॥৩০৬৯॥
জ্বলন্ত অনল গড় বড় ঘোরতর ।
চারিদিগ বেড়ি গড় বড় ভয়ঙ্কর ॥৩০৭০॥
মনুস্য দেবতা পক্ষ প্রেবেসিতে[২] নারি ।
কেমতে জাইব[৩] পুরি[৩] কৃষ্ণ মনে করি ॥৩০৭১॥
অগ্নি পরিক্ষা দেখি গুনে মনে মন ।
কেমতে তরিয়া অগ্নি করিব গমন ॥৩০৭২॥
মহাতেজ প্রচণ্ড অগ্নি দেখিতে ভয়ঙ্কর ।
পক্ষ প্রেবেসিতে নারে পুরির ভিতর ॥৩০৭৩॥
ক্ষেনেক চিন্তিয়া হরি গরূড়েরে[৪] বৈল ।
নিভায়[৫] সকল অগ্নি তোমারে ভার দিল[৫] ॥৩০৭৪॥
কৃষ্ণের বচনে গরূড়[৬] সতমুখ হৈয়া ।
পেলিল[৭] সর্গ গঙ্গাজল একমন হৈয়া[৭] ॥৩০৭৫॥
উগারিয়া পেলিল জল অগ্নির উপরে ।
নিভাইল অগ্নি সব দেখিল গদাধরে ॥৩০৭৬॥*

---

১ বাণের পুরী (ঘ)   ২ পরসিতে (খ)   ৩-৩ প্রবেশি পুরি (খ), (ঘ)

৪ বরুণেরে (ঘ)   ৫-৫ নির্বান করহ অগ্নি তোমারে কহিল (খ)   ৬ বরুণ (ঘ)

৭-৭ দিলেন সকল জল স্বর্গগঙ্গা গিয়া (খ) ;
ফেলিল বিস্তর জল স্বর্গগঙ্গা দিয়া (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ (খ) পুথি—

বিস্তর পুরিল জল উদর ভিতরে ।
এখন নিভাই অগ্নি বৈল গদাধরে ॥

হরসিত হৈয়া প্রভু সর্ব্ব সন্য লৈয়া।
প্রেবেসিলা[1] পুরিমাঝে[1] জয় জয় দিয়া ॥৩০৭৭॥
বান নৃপবরের দুত সত্বরে কহিল।
রামকৃষ্ণ[2] আসি গোসাঞি পুরি প্রেবেসিল ॥৩০৭৮॥
দুতমুখে কথা সুনি হাসে নৃপবর।
মরিতে আইল গোপ আমার নগর ॥৩০৭৯॥
পুরি প্রেবেসিতে তারে দ্বার ছাড়ি[3] দিব[3]।
সহস্রেক হাথে তার সকলি[4] কাটিব[4] ॥৩০৮০॥
সফল হইল বর দিল তৃলোচন।
অনেক দিবসে আজি পাইয়াছি রন ॥৩০৮১॥
এত বলি বানরাজা হরিস মনে করি।
সহস্র[5] হেতে বানরাজা নৃত্য করি[5] ॥৩০৮২॥
বার অক্ষোহিনি সেনায় আইলা গদাধরে।
সর্ব্ব সন্যে রাজা জাএ জুদ্ধ করিবারে ॥৩০৮৩॥
হাথে সুলে মহাদেব বানের আগু গিয়া।
কৃষ্ণ সঙ্গে জুদ্ধ করে কার্ত্তিক লইয়া ॥৩০৮৪॥
সুল দেখি চক্র নিল দেব গদাধর।
দুই[6] জনে[6] জুদ্ধ হৈল অতি ঘোরতর ॥৩০৮৫॥
কল্পান্তরে ক্ষয়[7] জেন ঘোর দরসন।
দেখিয়া কম্পিত হৈলা সব দেবগন ॥৩০৮৬॥
সার্ত্তকীর সনে জুঝে বান নরপতি।
প্রদ্যুম্নের সনে জুঝে[8] কার্ত্তিক সেনাপতি ॥৩০৮৭॥

১-১ বেড়িল বানের পুরি (খ) ২ দুই ভাই (গ)
৩-৩ দেহত ছাড়িয়া (খ)
৪-৪ ফেলিব কাটিয়া (খ) ; কাটিয়া পেলিব (ঘ)
৫-৫ সহস্রেক বাহু নাচায় আকাস উপরে (খ), (ঘ)
৬-৬ হরি হরে (খ) ৭ প্রলয় (খ) ; হয় (গ)
৮ জোদ্ধা (খ)

কুম্ভাণ্ড[১] কুম্ভকর্ম দুই সহোদর।
দুই জনা সনে জুঝে একলা হলধর[২] ॥৩০৮৮॥
গদসাম্ব[৩] সার্ত্তকী[৩] জত মোহারথি।
অন্য অন্যে করএ জুদ্ধ লইয়া[৪] সেনাপতি[৪] ॥৩০৮৯॥
কৃষ্ণ মহাদেবে হইল[৫] মহারন[৫]।
প্রলয় কালে হয়[৬] জেন[৬] ঘোর দরসন ॥৩০৯০॥
হরি হরে মহাজুদ্ধ অগ্নি উপজিল।
সহিতে না পারি হর[৭] রনে ভঙ্গ দিল ॥৩০৯১॥
মহাদেব ছাড়ি কৃষ্ণ ধাইলা সত্বরে।
হাথে চক্রে জান কৃষ্ণ বান কাটিবারে ॥৩০৯২॥
পুত্রের[৮] মরন দেখি দেবি মাহেস্বরি।
দাণ্ডাইলা[৯] কৃষ্ণ আগে হইয়া দিগাম্বরি[৯] ॥৩০৯৩॥
দিগাম্বরি দেখি কৃষ্ণ ইসত হাসিয়া।
এড়িলেন হাথের চক্র বিমুখ[১০] হইয়া ॥৩০৯৪॥
দেবির প্রসাদে প্রান পাইয়া গেল ঘরে।
মহেস্বর জর পাচে[১১] জুদ্ধ করিবারে ॥৩০৯৫॥
আসিয়াত সিবজ্বর গোবিন্দ বেড়িল।
জ্বরভারে[১২] গোবিন্দাই সংগ্রামে মোহ পাইল[১২] ॥৩০৯৬॥

---

১ কুমাণ্ড (খ) ২ গদাধর (খ)
৩-৩ গদা সাম্ব আদি করি (খ)
গদা সাত্তা আদি করি (ঘ)
৪-৪ লইয়া সারথি (খ) ; সারথি সারথি (ঘ)
৫-৫ হৈল অদ্ভুত রন (খ) ;
যুদ্ধ অদ্ভুত হইল (ঘ)
৬-৬ সংসার সাজিল (ঘ) ৭ সবে (ঘ) ৮ বর পুত্রের (খ)
৯-৯ কৃষ্ণের সমুখে দাণ্ডাইলা দিগম্বরি (খ) ;
উলঙ্গ হয়ে দণ্ডাইয়া লজ্জা পরিহরি (ঘ)
১০ লজ্জিত (খ) ১১ পাঠায় (ঘ)
১২-১২ জ্বর খাইয়া নারায়ন সংমোহ পাইল (খ) ;
জ্বরের ঘাথাতে কৃষ্ণ সংমোহ পাইল (ঘ)

থানিক থাকিয়া কৃষ্ণ পাইলা চেতন।
রুসিয়া বৈষ্ণব জ্বর স্রৌজিল্যা তখন ॥৩০৯৭॥*
মোহ[১] পাইয়া সিবজ্বর[১] করেন প্রনতি।
প্রান রাখ প্রান রাখ তৃদসঅধিপতি ॥৩০৯৮॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেস্বর।
অষ্টলোকপাল তুমি দেব পুরন্দর ॥৩০৯৯॥
স্রাজেলে সকল স্রিষ্টি তুমি অধিকারি।
স্রজিয়া আমার প্রান কেন হিংসা করি ॥৩১০০॥
তোমার প্রতাপ গোসাঞি কার বাপে[২] সহি।
অনেক প্রকারে স্তুতি সেই জ্বর কহি ॥৩১০১॥
এতেক জ্বরের জবে প্রনতি স্তনিল।
হাসিয়াত স্রীহরি[৩] জ্বরেরে বলিল ॥৩১০২॥
না করিহ চিন্তা কিছু না করিহ ভয়।
হরিল[৪] বৈষ্ণব জ্বর হইয়া সদয়[৪] ॥৩১০৩॥
এইত[৫] প্রতাপ জেই সংসারে স্তনএ[৫]।
তোমার সকতি তার কীছু নাহি হএ ॥৩১০৪॥
এতেক আদেস তার প্রভুর স্তুনিঞা।
বানঠাঞি জাএ দ্রত কৃষ্ণ প্রনমিঞা ॥৩১০৫॥
জ্বর বৃর্থ গেল বান রুসিল অন্তরে।
হাথে স্তল করি আসে জুদ্ধ করিবারে ॥৩১০৬॥

---

* অতিরিক্ত পাঠ (খ) পুঁথি :—

দুই জনে যুদ্ধ হৈল দেখিয়া তখান।
জিনিয়া বৈষ্ণব জ্বর করে উপহাস।

১-১ স্তবে জ্বর গোবিন্দেরে (খ)
২ প্রানে (খ) ; প্রাণে (ঘ)
৩ গদাধর (খ) ; দেবহরি (ঘ)
৪-৪ এই জ্বর বিবরণ যেই জন কয় (ঘ)
৫-৫ এইত প্রস্তাব জেই সংসার শুনয়ে (খ) ;
এই বিবরণ যেবা সংসারে কহায়ে (ঘ)

নানা অস্ত্র এড়ে বান অতি ঘোরতর।
চক্রে কাটি খানি খানি কৈল গদাধর ॥৩১০৭॥
পুনরপি বান রাজা স্থুল করি হাথে।
স্থুল দেখি চক্র নিল দেব জগন্নাথে ॥৩১০৮॥
দসদিগ চক্রদিপ্ত করিল আকাসে।
চক্র দেখি বান রাজা পাইল[১] তরাসে ॥৩১০৯॥
হেনকালে মহাদেব বান আগে[২] গিয়া[২]।
জোড় হাতে স্তুতি করে গোবিন্দে দেখিয়া ॥৩১১০॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি উমাপতি।
সর্ব্বদেবগণ তুমি তুমি সরেস্বতি[৩] ॥৩১১১॥*
তুমি জপ তুমি তপ তুমি ঋসিগন।
তুমি[৪] দিবা তুমি রাত্র তুমি হুতাসন[৪] ॥৩১১২॥
তুমি সর্ব্ব আধার তুমি সাগর পর্ব্বত।
তুমি নদ তুমি নদি তুমি তৃজগত ॥৩১১৩॥
তোমার প্রসাদে আমি[৫] সকল সংসারে।
মহাদেব বলি সভে বলএ আমারে ॥৩১১৪॥
মোর বরপুত্র গোসাঞি বান নৃপবরে।
তুমি প্রান লিলে গোসাঞি বলিব[৬] কাহারে ॥৩১১৫॥
একবার ক্ষেম দোস স্থন গদাধরে।
অনেক মহিমা তোমার ঘুসিব সংসারে ॥৩১১৬॥
মহাদেব বাক্য স্থনি দয়া[৭] উপজিল।
না লিব বানের প্রান সরূপে কহিল ॥৩১১৭॥

---

১ পলায় (খ) ২-২ আগুলিয়া (খ)
৩ সুরপতি (খ)
* ৩১১১-৩১১৩ সংখ্যক পদ (ঘ) পুথিতে নাই।
৪-৪ চন্দ্রসূর্য্য দিবারাত্রী হুতাস পবন (খ)
৫ মোর (খ) ; মোকে (ঘ)
৬ দিব (খ) ৭ হাস্ত (খ), (ঘ)

পুর্ব্বে প্রসাদে[১] আমি দিয়াছি বর।
কারে না মারিব তোমার সংসার[২] ভিতর ॥৩১১৮॥
বিসেসে তুষ্ট হৈয়া তুমি দিলে বর।
না লিব বানের প্রান স্তন মহেস্বর ॥৩১১৯॥
সহস্রেক বাহু উহার সরির ভিতরে।
বাহুমদে মত্ত হৈয়া হিংসএ সভারে ॥৩১২০॥
তথির কারনে আজি কাটিব বাহুগন।
চারিখানা রাখিব হাত তোমার কারন ॥৩১২১॥
একথা স্তনিয়া হর দিল[৩] অনুমতি[৩]।
চক্রদিয়া বানের বাহু কাটিল[৪] স্রীপতি[৪] ॥৩১২২॥
ঘাএ অচেতন হৈলা বান নৃপবর।
বানকে করিল কোলে দেব মহেস্বর ॥৩১২৩॥*
কৃষ্ণ[৫] ঠাক্রি লইয়া[৫] আসে কোলেতে করিয়া।
কৃষ্ণ ঠাক্রি বলেন কাছু সেবক লাগিয়া ॥৩১২৪॥
পদ্মহস্ত দেহ গোসাঞি ইহার সরিরে।
চক্রঘাএ কাতর বড় বান নৃপবরে ॥৩১২৫॥
হাসিয়াত গোবিন্দাই পরসন করে।
চারি বাহু সনে হৈল পরম[৬] সুন্দরে[৬] ॥৩১২৬॥
তবে বান নরপতি প্রনাম করিয়া।
ঘরেকে আনিল কৃষ্ণ মহাদেব লৈয়া ॥৩১২৭॥

১ প্রহ্লাদে (খ)
২ বংসের (খ) ; বংশের (ঘ)
৩-৩ অনুমতি দিল (খ), (ঘ)
৪-৪ সকলি কাটিল (খ), (ঘ)
* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই। (খ) পুথিতে পরের পদটি ও তাহার পরের পদটির প্রথম কলিটিও নাই।
৫-৫ দেখিয়াত মহাদেব (ঘ)
৬-৬ দ্বিগুন সরিরে (খ) ; পরম সুন্দরে (ঘ)

পাদ্যঅর্ঘ্য দিল তবে দির্ব্য সিংহাসন।
নানা[১] অভরন দিয়া করিল ভূসন[১] ॥৩১২৮॥
সম্ভ্রমেত গিয়া রাজা উসার মন্দিরে।
বন্দি ছোড়ান করি আনি অনিরূদ্র বিরে ॥৩১২৯॥*
কৃষ্ণের স্থানে আনি তারে করিল সন্নিধান।
নানা রত্ন দিয়া কৈল উসা কন্যা দান ॥৩১৩০॥
হস্তি ঘোড়া রথ দিল জৌতুক করিয়া।
দাস দাসীগন দিল রতনে ভূসিয়া ॥৩১৩১॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে[২] আসন[২]।
নানা রত্নে অনিরূদ্রে করিল ভূসন ॥৩১৩২॥
লড়িলেন গদাধর হরসিত হৈয়া।
উসা অনিরূদ্রে জান রথেতে চড়িয়া ॥৩১৩৩॥
দ্বারকা আসিয়া কৃষ্ণ মোহাৎসব করি।
আনন্দিত সর্ব্বলোক দ্বারকা নগরি ॥৩১৩৪॥
হেনক অদ্ভুত নর স্থন এক মনে।
কৃষ্ণের বিক্রমে হৈল উসার হরনে ॥৩১৩৫॥
স্থনিলে মুকতি হএ নাহিক বিস্মএ।
গুনরাজ গাঁন বলে গোবিন্দ বিজএ ॥৩১৩৬॥

ধানসিরাগ

একদিন কৃষ্ণ সব লইয়া[৩] কুমারে[৩]।
প্রদ্যুম্ন[৪] আদি সঙ্গে গেলা করিতে বেহারে[৪] ॥৩১৩৭॥
প্রভাস নিকটে রম্য কানন ভিতরে।
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে কৃড়া করএ বিস্তরে ॥৩১৩৮॥

১-১ নানা রত্নে অনিরুদ্রে করিল ভুসন (খ)

* ৩১২৯-৩১৩২ সংখ্যক পদ (খ) পুথিতে নাই।

২-২ বিচিত্র সিংহাসন (ঘ)

৩-৩ কুমার লইয়া (খ)

৪-৪ কামদেব আদি যুদে বেহার করিয়া (খ)

কুড়া শ্রমে রৌদ্রে সভে তৃসাএ[1] বিকল[1] ।
সকল[2] অরনা ভ্রমিঞা না পাইল জল[2] ॥৩১৩৯॥
একগোটা[3] কুপ সভে দেখি কথোদুরে।
সব জন্তুগন তথা লড়িলা সত্বরে ॥৩১৪০॥
দেখিলন্ত কেঁকলাস অতি মহাকাএ।
অধমুখে কুপমদ্ধে পড়িয়া আছএ[3] ॥৩১৪১॥
কুপের চারুভিতে তার[4] পুরিল সরিরে[4] ।
জল পিতে নাহি পাত্র উঠিতে না পারে ॥৩১৪২॥
সব[5] জন্তু বংস মেলি[5] টানাটানি কৈল।
বড় পরিশ্রম করি নাড়িতে নারিল ॥৩১৪৩॥
তুলিতে নারিয়া তবে সব জন্তুগনে।
সত্বরে জানাইল গিয়া গোবিন্দ চরনে ॥৩১৪৪॥
সুন সুন গোবিন্দাই অদ্ভুত কাহিনি।
এক গোটা[6] কেঁকলাস পিতে গেল পানি ॥৩১৪৫॥
নির্জ্জল কুপেতে পড়িআছেএ পরানি।
সভে মিলি আমরা করিল টানাটানি ॥৩১৪৬॥
তবে তোলা নাহি গেল সেই মহাকাএ।
প্রান ছাড়ে কেঁকলাস বলিল তোমারে ॥৩১৪৭॥
সুনিঞা পুত্রের কথা হাসে গদাধর।
তার[7] তত্ব জানিতে গেলা অরন্য ভিতর[7] ॥৩১৪৮॥

১-১ বিকল তৃষ্ণায় (খ)   ২-২ অধোমুখে কুমার সব জল পানে ধায় (খ)

৩-৩ ৩১৪০ ও ৩১৪১ সংখ্যক পদের পাঠান্তর (খ) পুথি :—

কানন ভিতরে এক কুপত আছএ।
সেই কুপে কুকলাস পড়িয়া আছএ। (খ)

৪-৪ ঢাকি তাহার সরিরে (খ)   ৫-৫ সকংসে জন্তুবংসে (খ)

৬ কুপেতে (খ)

৭-৭ মনেতে জানিয়া তত্ব চলিল সত্বর (খ), (খ)

কুপে গিয়া দেখে কৃষ্ণ সেই মহাকাএ।
দু আঙ্গুলি দিয়া কৃষ্ণ তুলিয়া পেলাএ ॥৩১৪৯॥*
কৃষ্ণ পরাসিতে তবে সেই মহাকাএ।
কৈঁকলাস তনু ছাড়ি বিদ্যাধরি হএ ॥৩১৫০॥
জোড় হাতে স্তুতি করে গোবিন্দ চরনে।
তোমার প্রসাদে হৈল সাঁপ বিমোচনে ॥৩১৫১॥
তুমি দেব নারায়ন সংসারের সার।
শ্রীষ্ঠি স্থিতি প্রলএ তোমার অধিকার ॥৩১৫২॥
তোমা সঙোরনে লোক পাএত মুকতি।
তাহে[১] পরসিলে তুমি দেব শ্রীপতি ॥৩১৫৩॥
আমার ভাগ্যের সিমা বলিতে না পারি।
আজ্ঞা দিলে ধর্ম্ম গিয়া ভূঞ্জিএ শ্রীহরি ॥৩১৫৪॥
সুনিঞা তাহার বোল হাসিতে হাসিতে।
জানিঞা তাহার তত্ব লাগিলা কহিতে ॥৩১৫৫॥
কিবা জাতি কীবা নাম কহ সব কথা।
কি কারনে ভূঞ্জিলে তুমি এতেক অবস্থা ॥৩১৫৬॥
সর্বাঙ্গে সুন্দর তুমি দেব অবতার।
কৈঁকলাস জোনি[২] কেন জনম তোমার ॥৩১৫৭॥
সুনিঞা কৃষ্ণের বাক্য জুড়ি[৩] দুই কর[৩]।
সকল বৃর্ত্তান্ত কহি সুন[৪] জদুবর[৪] ॥৩১৫৮॥
আপনার ধর্ম্ম আপনাকে কহিতে না হয়[৫]।
জিজ্ঞাসিলে নারায়ন কহিব[৬] তোমায়[৬] ॥৩১৫৯॥

---

* এই কলিটি ও পরের পদের প্রথম কলিটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।
১ করে (খ), (ঘ)
২ যোনিতে (খ), (ঘ)
৩-৩ করি যোড় হাতে (খ), (ঘ)
৪-৪ কহিল জগন্নাথে (খ), (ঘ)
৫ যুয়ায় (খ), (ঘ)
৬-৬ কহি তব পায় (খ), (ঘ)

ইক্ষাকুর পুত্র আমি নৃগ নাম ধরি।
চক্রবর্ত্তি রাজা আমি জগত[১] অধিকারি[১] ॥৩১৬০॥
নিজ বাহুবলে আমি তৃভূবন জিনি।
সর্ব্ব রাজা জিনি আমি হইলাঙ নৃপমুনি ॥৩১৬১॥
নানা জোগ্য নানা দান করিল সম্বচিত্তে[২]।
বৎসর সতেক লোক না পাবে গনিতে ॥৩১৬২॥
বৃষ্টিধারা জতেক আকাসে তারাগন।
পৃথুবির রেনু জত সুন নারায়ন ॥৩১৬৩॥
সুরভি সমান গাবি অসংক্ষ আনিঞা[৩]।
হেম স্রৌঙ্গ চারি খুরূ রত্ন গলে দিয়া ॥৩১৬৪॥*
হেনমতে শ্রীঙ্গি দান নিতি[৪] নিতি[৪] কইল।
অসংক্ষ ধেনুর সংক্ষ্যা করিতে নারিল ॥৩১৬৫॥
একদিন এক স্রিঙ্গি হারাইল দিজবর।
দৈবে[৫] সাম্ভাইল মোর পালের[৬] ভিতর ॥৩১৬৬॥
আর দিনে অনেক স্রৌঙ্গি দিল আমি দিজে।
না জানিঞা দান দিলাঙ স্রৌঙ্গের সমাজে ॥৩১৬৭॥
দান[৭] লইয়া দিজ পথেতে জাইতে।
চিনিঞা পুর্ব্বের দিজ আইল লইতে[৭] ॥৩১৬৮॥

১-১ শুনহ শ্রীহরি (খ) ; শুনহ শ্রীহরি (ঘ)   ২ সচরিতে (খ) ; হরষিতে (ঘ)
৩ বাছিয়া (ঘ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—
  দুগ্ধবতী অরোগিণী উচিতে কিনিয়া।
  প্রতিদিন বিশিষ্ট বিপ্রে দিলেত পূজিয়া। (খ), (ঘ)
৪-৪ প্রতিদিন (খ), (ঘ)   ৫ সাম্ভাইল (ঘ)   ৬ গোঠের (খ) ; গোষ্ঠের (ঘ)
৭-৭ (খ) পুথির পাঠ এইরূপ :—
  চিনিয়া পূর্ব্বের দ্বিজ আল্য ধেনু নিতে।
  ধেনুর কারণে দ্বন্দ্ব বাজিল দুহেতে।
  ধেনুর নিমিত্ত দুহে কন্দল করিয়া।
  আমারে সন্নিধে আইল কন্দল করিয়া।

গুঞ্জররাগ

কালি দান দিলে তুমি হরসিত করিয়া।
আপনার ধেনু মাঝে লয়্যা[1] যাহ হরিয়া[1] ॥৩১৬৯॥
এত বলি ধেনু লৈয়া সক্রোধ হইয়া।
আপনার[2] ধেনু বলি লইল চালাইয়া[2] ॥৩১৭০॥*
বিপ্রবলে আজি আমি ধেনু দান পাইল।
এতবলি দুই জনে কন্দল লাগিল[3] ॥৩১৭১॥
কেহত না ছাড়ে ধেনু দুহেঁত ধরিয়া।
আইল আমার ঠাঞি সেই ধেনু লৈয়া ॥৩১৭২॥
আসিয়া আমারে বৈল বিস্তর কুবানি।
এক ধেনু দুহাঁকারে দিলে নৃপমনি ॥৩১৭৩॥
ইহা বলি সেই ধেনু দুহেঁ নাহি ছাড়ি।
সহস্রেক ধেনু সহিলাও তবু নাহি এড়ি ॥৩১৭৪॥
অনেক বিনয় করিলাও দ্বিজের চরনে।
অর্ব্বুতেক[4] ধেনু দিলাঙ[4] একের কারনে ॥৩১৭৫॥†
পুন[5] পুন মিনতি বলিলাঙ দুহাঁর চরনে[5]।
এক লক্ষ ধেনু দিব সুনহে ব্রাহ্মনে ॥৩১৭৬॥
কেহো না রাখিল বোল সুন গদাধর।
জার[6] সক্তি ছিল[6] সেই ধেনু লইল ঘর ॥৩১৭৭॥
তবে কথো দিনে মৃত্যু হইল আমার।
জমদুত লইয়া গেল জমের দুয়ার ॥৩১৭৮॥

১-১ লয়্যা চালাইয়া (খ)
২-২ ঘরকে চলিল সেই ধেনু লৈয়া (খ)
* ৩১৭০-৩১৭১ সংখ্যক পদ (খ) পুথিতে নাই। ৩ বাজিল (খ)
৪-৪ বর্ণ সহস্র দিয়ে গাভি (খ)
† এই কলিটি ও পরের পদের প্রথম কলিটি (খ) পুথিতে নাই।
৫-৫ আর বার মিনতি করি পড়িয়া চরণে (খ) ৬-৬ যেই সকাইল (খ)

তবে জিজ্ঞাসিল মোরে ধর্ম্ম অধিকারি।
তোমার পুন্যের[1] সিমা বলিতে না পারি ॥৩১৭৯॥
নানা জোজ্ঞ নানা দান কইলে নৃপতি।
উচিতে পালিলে প্রজা রাখিলে খেআতি[2] ॥৩১৮০॥
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে নাহি দিলে মন।
অজ্ঞাতে ইসত[3] পাপ করিলে রাজন ॥৩১৮১॥
দুই[4] দ্বিজে দিলে শ্রৌত্রি অজ্ঞাত হইয়া[4]।
আইল তোমার ঠাঞি সেই ধেনু লৈয়া ॥৩১৮২॥
না করিলে প্রতিকার সুন নৃপবরে।
সেই পাপ আছে রাজা তোমার[5] কলেবরে[5] ॥৩১৮৩॥
অল্প[6] অপরাধ ধর্ম্ম গনিতে না পারি[6]।
ভূঞ্জিবেত কোন ভোগ কহ[7] সত্য করি[7] ॥৩১৮৪॥
জমের বচন আমি মনেতে গনিঞা।
অল্প অধর্ম্ম আগে ভূঞ্জিবত গিয়া ॥৩১৮৫॥
ইহা শুনি জম মোরে বলিল বচনে।
কেঁকলাস হইয়া তুমি থাক গিয়া বনে ॥৩১৮৬॥
অধমুখে উর্দ্ধ পাএ নির্জ্জল[8] কুপে।
পড়িলাঙ[9] গদাধর তুলিলে সে পাকে[9] ॥৩১৮৭॥
বড় ভাগ্যে পরসিলে কমললোচন।
খণ্ডিল সকল পাপ সুন নারায়ন ॥৩১৮৮॥

---

১ ধর্ম্মের (খ), (ঘ)　　২ সম্মতি (খ) ; সুখ্যাতি (ঘ)
৩ এ সব (ঘ)
৪-৪ দুই দ্বিজ এক গাভি কন্দল করিয়া (খ)
　দুই দ্বিজে গাভি হেতু কোন্দল করিয়া (ঘ)
৫-৫ শরীর ভিতর (খ), (ঘ)
৬-৬ অল্প অধর্ম্ম তোমার প্রাপিবিতে জানি (খ), (ঘ)
৭-৭ শুন নৃপমনি (খ) ; বল নৃপমণি (ঘ)　　৮ নির্জ্জন (ঘ)
৯-৯ পড়িয়াছ গদাধর ভুঞ্জি সেই পাপে (খ), (ঘ)

বলিতে বলিতে রথ পাঠাইল পুরন্দর।
রথে চড়ি স্বর্গ জাএ নৃগ নৃপবর ॥৩১৮৯॥
দেখিয়া স্থনিঞা কথা কৃষ্ণের কুমার।
ত্রাসপায়া মনে তার লাগিল চমৎকার ॥৩১৯০॥
তবে গোবিন্দাই সব কুমারকে আনি।
স্থনিলে কুমারগন নৃগ রাজার বানি ॥৩১৯১॥
বিস হইতে বিসম ব্রহ্মস্ব স্থন পুত্রগন।
ব্রহ্মস্ব বংসনাস[1] বিসে এক জন ॥৩১৯২॥
অজ্ঞাতে[2] ব্রহ্মস্ব হরে তিন পুরুস সংহারে।
জ্ঞাতে হরিলে একবিংসতি পুরুস নাস করে ॥৩১৯৩॥
আত্মবুদ্ধে পরবুদ্ধে ব্রহ্মস্ব জেই হরে।
কোটি কোটি পুরুস[৩] পচে[৩] নরক ভিতরে ॥৩১৯৪॥
সাবধান হইয়া পুত্র বলিএ তোমাএ[৪]।
ব্রহ্মস্ব নিকটে পাছে[৫] কভূ কেহ জাএ[৫] ॥৩১৯৫॥
এতবলি সভা লৈয়া গেলা গদাধর।
গুনরাজ খাঁন বলে গুরুর[৬] কিঙ্কর ॥৩১৯৬॥

শ্রীরাগ

বলের বিক্রম নর স্থন এক মনে।
দুর্জ্জোধনের কন্যা সাম্ব পাইল[৭] জেমনে ॥৩১৯৭॥
একদিন দুর্য্যোধন কন্যারে দেখিয়া।
জোগ্য কন্যা হইল মোর কারে দিব বিভা ॥৩১৯৮॥

---

১ সবংসে (খ) ; সবংশে (ঘ)   ২ অজ্ঞানে (ঘ)
৩-৩ জন্ম পড়ে (খ) ; জন্ম পচে (ঘ)
৪ সভার (খ); সবার (ঘ)   ৫-৫ প্রভু পাছে যায় (ঘ)
৬ হরির (খ), (ঘ)   ৭ হরিল (খ)

সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি কন্যা লক্ষ্মি অবতারে।
জৌবনের দসা হৈল সকল সরিরে ॥৩১৯৯॥
পাত্র[1] মিত্র[1] সনে রাজা মন্ত্রনা করিয়া।
লক্ষমনার দিব বিভা সয়ম্বর রচিয়া ॥৩২০০॥
চারিদিগে গেলা দুত রাজা আনিবারে।
নানা[2] ভোগ করিল পুরি[2] আনন্দ ঘরে ঘরে ॥৩২০১॥
লক্ষ্মির সমান রূপ সভেত সুনিঞা।
আইলা সকল রাজা কামে হত হৈয়া ॥৩২০২॥
জাম্বুবতির পুত্র[3] সাম্ব কৃষ্ণের কুমার।
বিভা দেখিবারে হৈল তাহার আগুসার ॥৩২০৩॥
বসিলা সকল রাজা বিচিত্র সিংহাসনে।
মালা লৈয়া আইসে কন্যা করিতে বরনে ॥৩২০৪॥
শ্যামা সুকেসি কন্যা উন্নত[4] পয়োভার।
চন্দ্র জিনিঞা রূপ সোভা[5] করে তার[5] ॥৩২০৫॥
কম্বুকণ্ঠি মাঝা খিন নিতুম্ব বিসালা।
সভা সোভা কৈল জেন চন্দ্র সোল কলা ॥৩২০৬॥
হরিল চেতন রাজাগন দেখিয়া তাহারে।
হেন[6] বেলা উঠি সাম্ব হরিল তাহারে[6] ॥৩২০৭॥
সভার ভিতরে গিয়া কন্যার হাথে ধরি।
রথে তুলি লৈয়া জায় আপনার পুরি ॥৩২০৮॥
দেখিয়া সকল রাজা হাহা সে করিয়া।
উঠিয়া করএ জুদ্ধ নানা অস্ত্র লৈয়া ॥৩২০৯॥

১-১ ভ্রাতৃমিত্র (খ)
২-২ নানা রঙ্গে সোভা পুরি (খ) ; নানা শোভা কৈল পুরী (ঘ)
৩ তনয় (খ), (ঘ)
৪ উন্নত (খ)
৫-৫ তুলনা নাহি তার (খ), (ঘ)
৬-৬ হেন বেলা সাম্ব উঠিয় কন্যা হরিবারে (খ)

কোথা জাসি কোথা জাসি হরিয়া পরনারি।
চোর বংসে জন্ম তোর আসি কৈলি চুরি ॥৩২১০॥
কন্যার[১] হরনে দ্রোজোধন নৃপবর।
হাথে অস্ত্রে সতভাই ধাইলা সত্বর[১] ॥৩২১১॥
জুধিষ্ঠির পঞ্চ[২] ভাই দুই সহোদর[২]।
ভিস্ম দ্রোন ক্রুপ কর্ণ্ন ধাইল সত্বর ॥৩২১২॥
সব মহারথি গিয়া বেড়িল তাহারে।
একা[৩] জুঝে সাম্মুবির সভার ভিতরে[৩] ॥৩২১৩॥
সব রাজা সনে জুঝে খানিক নাহি শ্রম।
হস্তিগন মদ্ধে জেন সিংহের বিক্রম ॥৩২১৪॥
জত জত বান এড়ে সব নৃপবর।
সব বান কাটি পাড়ে কৃষ্ণের[৪] কোঙর[৪] ॥৩২১৫॥
কোন পরকারে তারে জিনিতে না পারি।
মন্ত্রনা করিয়া তবে কূড়াজুদ্ধ[৫] করি ॥৩২১৬॥
তবে দুর্য্যোধন মহা মহা রথি লৈয়া।
মায়া জুদ্ধে সাম্মুবিরে আনিল ধরিয়া[৬] ॥৩২১৭॥
ঘরে লৈয়া নাগপাসে বান্ধিল তাহারে।
পাএতে নিগড় দিয়া থুইল কারাগারে ॥৩২১৮॥
এত সব কথা কৃষ্ণ দ্বারকাএ সুনিল।
চতুরঙ্গে দলে[৭] সন্য সাজন করিল ॥৩২১৯॥
কোপে লাজে জান কৃষ্ণ দেখি হলধর।
হাথ ধরি রাখি তারে বুঝাইল বিস্তর ॥৩২২০॥

১-১ কন্যার হরণ দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
হাতে অস্ত্র করি ধায় ভাই শত জন॥ (খ), (ঘ)

২-২ ভীমার্জ্জুন পঞ্চ সহোদর (খ), (ঘ)

৩-৩ একলা যুঝয়ে সাম্ব [শম্ব (ঘ)] সংগ্রাম ভিতরে (খ), (ঘ)

৪-৪ সম্ব [সাম্ব (খ)] ধনুর্দ্ধর (খ), (ঘ)

৫ কূত্যাযুদ্ধ (ঘ)

৬ বান্ধিয়া (খ) ; বাঁধিয়া (ঘ)

৭ বলে (ঘ)

মান্য কুটুম্ব হএ রাজা দুর্য্যোধন।
এত বড় কোপ তাকে কর কি কারন ॥৩২২১॥*
আজ্ঞা কর জদি আমি জাই সেই ঠাঞি।
কন্যা সনে সাম্ব বিরে আনিএ য়েথাই ॥৩২২২॥[†]
এত বলি হলধর রাখি গদাধরে।
এক রথে হস্তিনা পুরি লড়িলা সত্বরে ॥৩২২৩॥
পুরি প্রেবেসিয়া বল রহিলা এক স্থানে।
জানাইতে পাঠাইলা রাজা দুর্য্যোধনে ॥৩২২৪॥
সুনি দুর্য্যোধন রাজা বন্ধুজন লৈয়া।
বলদেবে লৈয়া জাএ সড়ঙ্গে পুজিয়া ॥৩২২৫॥
বিনয় করিয়া রাজা জুড়ি দুই হাত।
কেন[1] আগমন কৈলে জদুবংসনাথ[1] ॥৩২২৬॥
সুনি[2] বলদেব কহেন দুর্য্যোধনে।
দুত হইয়া আসিআছি তোমার সদনে ॥৩২২৭॥
উগ্রসেন মহারাজা পৃথুবি ভিতরে।
তাঁর আজ্ঞা জত কীছু কহিব[3] তোমারে ॥৩২২৮॥
আমি দ্বারাবতির রাজা সংসারেত জানি।
সর্ব্বরাজা জিনি আমি হইলাঙ নৃপমনি ॥৩২২৯॥

* ৩২২১ পদের দ্বিতীয় কলি হইতে ৩২৩৭ পদের প্রথম কলিটি পর্য্যন্ত (খ) পুথিতে নাই। ৩২২১ পদের দ্বিতীয় কলিটির স্থলে ৩২৩৭ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় কলি 'ক্রোধে কাঁপিয়া নিশ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন' দৃষ্ট হয়।

† অতিরিক্ত পাঠ (খ) পুথি :—

হাওাল সাম্বু কর্ম্ম করে নিয়মতি।
বলে গিয়া হরে তার কন্যার রূপবতি।
রোস অনুরূপ সাথি কৈল নৃপবর।
ক্রোধ করে হাল লহে হল গদাধর।

১-১ কি কারনে আগমন বলাম কহ নাথ (খ)
২ শুনিঞা রাম (খ)
৩ কহিএ (খ)

কন্যা বিভা দিতে তুমি কইলে সয়ম্বর।
সুনিঞা আইল সাম্মু তোমার নগর ॥৩২৩০॥
আমার বিক্রম[১] সেই তেজ ধরি মনে।
সভা মধ্যে কন্যা হরি করিল গমনে ॥৩২৩১॥
ক্ষেত্রি হৈয়া ক্ষেত্রিধর্ম্ম না করিলে বিচারে।
অন্যায় জুদ্ধে তুমি বান্ধিলে তাহারে ॥৩২৩২॥
ন্যায় জুধ্যে জিনি[২] তারে হেন বির নাঞি[২]।
অন্যায়[৩] জুদ্ধে বান্ধি তুমি করিলে বড়াঞি[৩] ॥৩২৩৩॥
দোস কইলে কুটুম্মু তুমি ক্ষেমিলাঙ তোমারে।
কন্যাসনে[৪] সাম্ম বিরে আনি দেহ মোরে[৪] ॥৩২৩৪॥
নহেবা সহিন্য লৈয়া থাকহ সত্বরে।
আপনি আসিব রাজা জুদ্ধ করিবারে ॥৩২৩৫॥
পালহ তাঁহার[৫] আজ্ঞা বলিল তোমারে।
কন্যাবর আনি দেহ লড়িব সত্বরে ॥৩২৩৬॥
বলদেব বচন সুনি রাজা দুর্য্যোধন।
কোপে কাঁপে নিশ্বাস ছাড়এ ঘনে ঘন ॥৩২৩৭॥
বলের সরির পানে ঘন দিষ্টি পাড়ে।
অজগর সাব জেন ঘন নিশ্বাস ছাড়ে ॥৩২৩৮॥
আজি তুমি বলদেব তেকারনে সই।
আর[৬] জন হইলে জমকরনে পাঠাই[৬] ॥৩২৩৯॥
বিস্তর[৭] রনে জিনিলে[৭] বিস্তর কথা সুনি।
উগ্রসেন[৮] আপনাকে মহারাজা মানি ॥৩২৪০॥

---

১ বলে (খ) ২-২ জিনিলে তারে জানিতাও বড়াঞি (খ)
৩-৩ সভাকে মারিয়া পাঠাইতাম জম ঠাঞী (খ)
৪-৪ কন্যাবর আনি দেহ আমি জাই ঘরে (খ) ৫ আমার (খ)
৬-৬ অন্ত জন হইবে জদি তার প্রান কহি (খ); অন্ত জন হবে যদি তার কথা কহি (খ)
৭-৭ অনেক কাল বাঁচিলে [জীলে (খ)])খ), (ঘ) ৮ প্রসেন (খ)

কেবা উগ্রসেন কেবা জানএ সংসারে।
সেহ জদি অল্প জ্ঞান করিল আমারে ॥৩২৪১॥*
পাএর[1] পাদুকা চাহে সিরে চড়িবারে।
তার আজ্ঞাএ আসিয়াছ অভাগ্য বিস্তরে[1] ॥৩২৪২॥
ঘরে গিয়া আমার বোল বলিহ তাহারে।
আসিএন উগ্রসেন জুদ্ধ করিবারে ॥৩২৪৩॥
ইহা সুনি বলদেব বলে ক্রোধ করি।
একা আমি তোমা সভায় জিনিবারে পারি ॥৩২৪৪॥
পৃথুবিতে আছে জত বড় বড় রাজা।
তুমি অল্প জ্ঞান করিলে সভে করে পুজা ॥৩২৪৫॥
সুনিঞা বলের বোল অধিক কোপ করে।
মন্দ মন্দ বলি রাজা সাম্ভাইল ঘরে[2] ॥৩২৪৬॥
অপমান সুনি বলাই লাঙ্গল[3] হাথে করি।
গঙ্গাএ পেলাও[4] আজি হস্তিনা নগরি ॥৩২৪৭॥
প্রলয় কালের হেন প্রতাপ করিয়া।
পুরিল দক্ষিনে[5] হাল দিলেন আনিঞা ॥৩২৪৮॥
বলের বিক্রমে পৃথুবি[6] কাঁপিলা অন্তরে।
উলটিয়া আইসে পুরি গঙ্গায় পড়িবারে ॥৩২৪৯॥

* এই কলিটি (খ) পুথিতে নাই।

১-১ (খ) পুথির পাঠান্তর :—

এ কথা শুনিঞা নারি প্রাণ ধরিবারে।
পায়ের পাদুকা চায় শিরে উঠাইবারে।
তার আসিয়াছে অভাগা আমারে।
গুরু জ্ঞানে কিছু আমি না বৈল তোমারে॥

মূলের দ্বিতীয় কলির স্থানে 'গুরু জ্ঞানে কিছু আমি না বৈল তোমারে' (খ)

২ ভিতরে (খ)
৩ হল (খ)
৪ ফেলাব (খ)
৫ প্রদক্ষিনে (খ)
৬ পুর (খ) ; মহী (খ)

দেখিয়া সকল রাজা ত্রাস পাইল মনে।
বাল বৃদ্ধ বইল বলাই করিল নিধনে ॥৩২৫০॥
সুন দ্রোন সুন কর্ণ ভিস্ম মহাসএ।
পুরি নাস কইল বলাই চিন্তহ[1] উপাএ[1] ॥৩২৫১॥
মহা কলরব হইল সকল নগরে।
একত্র হইয়া চিন্তে বড় বড় বিরে ॥৩২৫২॥*
ভিস্ম ধৃতরাষ্ট দ্রোন কৃপাচার্য্য লইয়া।
এক মনে স্তুতি করে বলাই দেখিয়া ॥৩২৫৩॥
তুমি দেব নারায়ন জগত ইস্বর।
স্রিষ্টি স্থিতি প্রলয়এর তুমি সর্ব্বেস্বর ॥৩২৫৪॥
জত দেখি সব তুমি জগত সংসার।
ভারাবতারনে গোসাঞি কৈলে অবতার ॥৩২৫৫॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুমি সে গোসাঞি।
একখান পুরি নাসিবে এ[2] কোন বড়াঞি[2] ॥৩২৫৬॥
না জানিঞা দুর্য্যোধন করিল[3] অবেভার[3]।
সাঁপ হইল বর নেহ করি পরিহার ॥৩২৫৭॥
তোমার ইসত কোপে সংসার নিধন।
কোন ছার তোমাকে[4] গোসাঞি[4] রাজা দুর্য্যোধন ॥৩২৫৮॥
এত স্তুতি বানি জবে সভার সুনিল।
হাসিআত বলদেব লাঙ্গল তুলিল ॥৩২৫৯॥
রক্ষা কৈল পুরিখানা হস্তিনা নগরে।
এখনত গঙ্গামুখে দেখহ[5] তাহারে ॥৩২৬০॥

১-১ কহিল নিশ্চয় (খ)

* অতিরিক্ত (খ) পুথি :—

উপায় করিয়া পুরী রাখ সর্ব্বজন।
বলদেবের ক্রোধে হব সকল নিধন।

২-২ কি হবে বড়াঞী (খ) ; কি তোর বড়াই (ঘ) ৩-৩ বৈল অবতার (?) (খ)

৪-৪ লোক হয় (ঘ), (খ) ৫ দেখিয়ে (খ), (ঘ)

দক্ষিনে হইল উভা[১] উত্তর দিগ নিনা।
টেরচা[২] রহিল পুরি লাঙ্গলের চিনা ॥৩২৬১॥
তবে দ্রোজোধন রাজা সম্ভ্রমে আসিয়া।
ঘরকে আনিল তাঁরে চরনে ধরিয়া ॥৩২৬২॥*
নানা গন্ধে স্নান করাইল বসাইল আসনে।
মিষ্টার্ন্ন পান দিয়া করালা ভোজনে ॥৩২৬৩॥
বন্দি মুক্ত করি সাম্মু আনিল সেই স্থানে।
লক্ষনার বিভা দিল বলাই বচনে ॥৩২৬৪॥
দাসদাসিগন দিল হস্তি অশ্বগনে।
দুই সত কন্যা দিল ভূসিয়া রতনে ॥৩২৬৫॥
লড়িলাত বলদেব হরসিত হইয়া।
রথে চড়ি কন্যাবর সংহতি[৩] করিয়া ॥৩২৬৬॥
অন্ধবৃজি জায় রাজা বন্ধুজন[৪] লৈয়া[৪]।
দুহিতার মোহে কান্দে বিলাপ[৫] করিয়া[৫] ॥৩২৬৭॥*
তবে বলদেব গেলা দ্বারকা নগরে।
জয় জয় সব্দ হৈল সকল সংসারে ॥৩২৬৮॥
পুত্রবধু লিঞা দিল গোবিন্দের ঠাঞি।
জাম্বুবতি[৬] সঙ্গে হর্স হৈলা গোবিন্দাই ॥৩২৬৯॥

---

১ উচ্চ্য (খ) ; উচু (ঘ)
২ তিরছে (খ)
* এই কলিটি হইতে ৩২৬৭ সংখ্যক পদের প্রথম কলিটি পর্যন্ত (খ) পুঁথিতে নাই।
৩ সঙ্গীত (ঘ)
৪-৪ লৈয়া বন্ধুজন (ঘ)
৫-৫ রাজা দুর্য্যোধন (ঘ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—

দ্বারকা চলিল সঙ্গে লৈয়া কন্যাবর।
বিদায় করিলা দুর্য্যোধন নৃপবর। (খ), (ঘ)

৬ জাম্ববতী (ঘ)

হেন অদ্ভুত কথা স্থন একমনে।
বলের বিক্রম শুন রাজখাঁন ভনে ॥৩২৭০॥

মল্লাররাগ

হেন মতে দ্বারকাএ বস্থে বনমালি।
বন্ধু[১] জন লৈয়া কৃষ্ণ সুখে করে কেলি[১] ॥৩২৭১॥
আচম্বিতে বলদেব দ্বারকা নগরে।
গোকুল স্মোরন করি লড়িলা সত্বরে ॥৩২৭২॥
এক রথে গিয়া তবে সেই বৃন্দাবনে।
নন্দঘোস জসোদার বন্দিল চরনে ॥৩২৭৩॥
দেখিয়া সকল বন্ধু বড় কুতুহলে।
গোপি লৈয়া কৃড়া করি জমুনার কুলে ॥৩২৭৪॥
মদে মত্ত বলদেব তৃসাএ আকুল।
ডাকী[২] বলে জমুনারে আনি দেহ জল[২] ॥৩২৭৫॥
না স্থনিল জমুনা ক্রোধে হলধর।
ক্রোধেতে লাঙ্গল লৈয়া চলিলা সত্বর ॥৩২৭৬॥
জলেতে লাঙ্গল দিয়া মারে একটান।
কুল ভাঙ্গিয়া জমুনা গেলা সেই স্থান ॥৩২৭৭॥
দেখিয়া বলাএর ক্রোধ জমুনা কাঁপিল।
বৃন্দাবন মুখ হৈয়া জমুনা রহিল ॥৩২৭৮॥
জলপান করিলেন দেব হলধরে।
গোপি লৈয়া জল কৃড়া সেইখানে করে ॥৩২৭৯॥
একদিন বলাই কানন ভিতরে।
নারিগন সঙ্গে করি নানা কৃড়া করে ॥৩২৮০॥*

১-১ বান্ধব সহিত সুখে করে নানা কেলি (খ), (ঘ)
২-২ ফিরে ফিরে বলদেব জমুনারে বলে (খ)
* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

সেইবনে নিবসএ দিবিধ বানর।
ঋসি তপ নষ্ট করে পাপ[1] নিসাচর ॥৩২৮১॥
বলদেব গোপির আগে সম্মুখে আসিয়া।
উপহাস করে রাঙ্গা গুহ্য দেখাইয়া ॥৩২৮২॥
মদেমত্ত বলদেব রুসিল তাহারে।
হাথে অস্ত্রে ধায় বলাই অরন্য ভিতরে ॥৩২৮৩॥
দেখিয়াত বলদেবে দিবিধ বানর।
গাছ ভাঙ্গি হাথে করি ধাইলা সত্বর ॥৩২৮৪॥
দুইজনে জুদ্ধ হৈল অদ্ভুত রন।
বলদেবের ঘাএ বানর হইলা অচেতন ॥৩২৮৫॥
ধরিয়া লইল প্রান বলাই মহাসয়।
দেব ঋষি মুনিগন কৈল জয় জয় ॥৩২৮৬॥
দ্বিবিধ বানর বধ কইল বলাই।
গুনরাজ খান বলে বন্দিয়া গোবিন্দাই ॥৩২৮৭॥

বসন্তরাগ

পুত্র পৌত্র লইয়া কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে।
নানা রঙ্গে কৃড়া করে প্রীতি ঘরে ঘরে ॥৩২৮৮॥
হেন[2] বেলা[2] নারদ মুনি আইল তথাই।
ক্রিড়াকরে ঘরে ঘরে দেব গোবিন্দাই ॥৩২৮৯॥
এক ঘরে দেখে কৃষ্ণ রুক্মি সংহতি।
স্নান করি ধ্যানে তবে বসিলা শ্রীপতি ॥৩২৯০॥
তাহা দেখি গেলা মুনি সত্যভামার ঘরে।
হরসিতে বসি তথা আছেন গদাধরে ॥৩২৯১॥

---

১ দুষ্ট (খ), (ঘ)
২-২ সেই কালে (খ), (ঘ)

সত্যভামার সিসু[১] কোলেতে করিয়া।
আসনে করএ ক্রিড়া পালঙ্কে বসিয়া ॥৩২৯২॥
তবে জায় মুনিবর জথা জাম্বুবতি।
জাম্বুবতির ঘরে ভোজন করিল শ্রীপতি ॥৩২৯৩॥
তা দেখিয়া জায় মুনি কালিন্দি ভূবনে[২]।
সয়ন করিয়াছেন দেব নারায়নে ॥৩২৯৪॥
তবেত বৃন্দার[৩] ঘর গেলা মুনিবর।
দেখিলেন তথা পাসা খেলেন গদাধর[৪] ॥৩২৯৫॥
দেখিয়া[৫] হরিস বড় নারদের মন।
লক্ষনার ঘর মুনি করিলা গমন[৫] ॥৩২৯৬॥
লক্ষনার ঘর গিয়া দেখিল নারায়ন।
লক্ষনা লেপিছে গায় অগোর চন্দন ॥৩২৯৭॥
তা দেখিয়া গেলা মুনি লগ্নজিতার ঘর।
নিদ্রা জান গোবিন্দাই পালঙ্ক[৬] উপর ॥৩২৯৮॥
দেখিয়াত হরিস হইলা মুনিবর।
মিত্রবৃন্দার ঘরে গিয়া দেখিল গদাধর ॥৩২৯৯॥
তথা দেব নারায়ন পুত্র পৌত্র সঙ্গে।
নির্ত্তকী করিছে নির্ত্য দেখিছেন রঙ্গে ॥৩৩০০॥
ঘরে ঘরে কৃষ্ণ দেখি[৭] বুঝিছে মুনিবর[৭]।
সভাসঙ্গে[৮] কৃষ্ণ করেন রভস উত্তর[৮] ॥৩৩০১॥

---

১ তনয় (খ), (ঘ) ২ ভবনে (খ), (ঘ)
৩ মিত্রাবৃন্দের (খ), (ঘ) ৪ দামোদর (খ), (ঘ)
৫-৫ দেখিয়া হরিষ বড় নারদের মনে।
ভদ্রাবতীর ঘর মুনি করিল গমনে। (ঘ)
৬ পর্য্যঙ্ক (খ), (ঘ)
৭-৭ দেখিয়া বুঝে মুনি (খ), (ঘ) ৮-৮ ষোল সহস্র একশত আট(ক) রমণী (খ), (ঘ)

সভার ঘরেতে দেখি বুলে মুনিবরে।
প্রতিক্ষে[১] সভার ঘর দেখে গদাধরে[১] ॥৩৩০২॥
কার[২] ঘরে কোন রূপ[২] দেখি নারায়ন।
দেখিল অনেক মুর্ত্তি[৩] নারদ তপোধন।৩৩০৩॥
আপনাকে ধন্য করি মানিল মুনিবর।
দেখিলা অনেক বিষ্ণু চক্ষের গোচর।৩৩০৪॥
হরিসে পুলক হৈল[৪] চক্ষে পড়ে[৫] পানি[৫]।
নারদ বলেন জন্ম[৬] ধন্য করা৷ মানি[৬] ॥৩৩০৫॥
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র নর সুন এক মনে।
গুনরাজখান বলে[৭] গোবিন্দ চরনে ॥৩৩০৬॥
একদিন উগ্রসেন আ[...] সভা লৈয়া।
ধর্ম্ম[৮] সভাএ কৃষ্ণ আছেন বসিয়া ॥৩৩০৭॥
দ্বারি সমুখে গিয়া করিল[৯] গোচর।
শ্রীগাল বাসুদেব দুত পাঠাইলা সত্বর ॥৩৩০৮॥
ইসত হাসিয়া কৃষ্ণ দেব গদাধর।
আসিতে বলহ দুত সভার ভিতর।৩৩০৯॥
আসিয়া দাণ্ডাইল দুত হাতজোড়[১০] করি।
রাজার সম্বাদ[১১] কহি সুনহ শ্রীহরি ॥৩৩১০॥
আমাকে বাসুদেব বলি বলে সর্ব্বজনে।
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আমার ভুসনে ॥৩৩১১॥
চক্রবর্ত্তি রাজা আমি জগত[১২] ভিতরে।
মোর চিহ্ন ধর তুমি এত অহঙ্কারে ॥৩৩১২॥

১-১ কার ঘরে কোন রূপে [রঙ্গে (ঘ)] আছে গদাধর (খ), (ঘ)
২-২ ঘরে ঘরে নানা রূপে (খ), (ঘ)
৩ বিষ্ণু (খ), (ঘ)
৪ তনু (খ), (ঘ)
৫-৫ নয়ে জল (খ) ; বহে জল (গ)
৬-৬ আজি মোর জীবন সফল (খ), (ঘ)
৭ ভণে (খ), (ঘ)
৮ সধর্ম্ম (খ), (ঘ)
৯ হরেস (খ), (ঘ)
১০ কর পুট (খ), (ঘ)
১১ বচন (খ) ; বাচক (গ)
১২ সভার (খ)

পাইল[1] মনের সাদ মোর চিহ্ন লইয়া।
ছাড়হ আমার অস্ত্র[2] আপনা চিনিঞা ॥৩৩১৩॥
মোর দুত হাথে অস্ত্র দেহ পাঠাইয়া।
না স্থনিলে মোর বোল প্রান[3] লিব গিযা[3] ॥৩৩১৪॥
দুত মুখে বোল স্থনি হাসেন গদাধর।
বল গিয়া রাজা তোমার আস্থন সত্বর ॥ ৩৩১৫॥
তার চিহ্ন আমি সব ধরি আছি কৌতুকে।
তোমার[4] রাজা আইলে ছাড়ি দিব একে একে[4] ॥৩৩১৬॥
ইহা স্থনি লড়ে দুত পৌণ্ড নগর।
কহিল জতেক কথা বলিল গদাধর। ৩৩১৭॥
স্থনিঞা কুপিল রাজা দুতের বচনে।
কাসিরাজা সঙ্গে করি করিল গমনে ॥৩৩১৮॥
নানা অস্ত্র শস্ত্রে[5] সাজন করিয়া।
আপনার সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম লৈয়া ॥৩৩১৯॥
চতুরঙ্গ দলে সাজিল দ্বারকা নগরে।
স্থনিঞা একারথে আইলা গদাধরে। ৩৩২০॥
দুই জনে জুদ্ধ অদ্ভুত রন[6] হইল[6]।
ডাক[7] দিয়া নারায়ন তারে কীছু বইল[7] ॥৩৩২১॥
তোর চিহ্ন এড়িতে বল দুত পাঠাইয়া।
সেই চিহ্ন এড়ি এই লেহত চিনিঞা[8] ॥৩৩২২॥

---

১ করহ (খ) ; কেলাহ (ঘ) ২ চিহ্ন (খ) ; চিহ্ন (ঘ)
৩-৩ বধিমু সে গিয়া (খ), (ঘ)
৪-৪ তাহার সম্মুখে ছাড়ি দিবে [দিব (ঘ)] একে একে (খ), (ঘ)
৫ অশ্বরথ (খ), (ঘ)
৬-৬ হইল রণ (ঘ)
৭-৭ রাজাকে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলিল বাণ (খ), (ঘ)
৮ আসিয়া (খ)

ইহা বলি গদাধর চক্র এড়ি দিল।
চক্র গোটা গিয়া রাজার মস্তক কাটিল ॥৩৩২৩॥*
প্রান ছাড়ি পড়ে রাজা পৃথুবি উপরে।
কাসিরাজা আইল তবে জুদ্ধ করিবারে ॥৩৩২৪॥
দেখিয়াত গদাধর কৌতুক বাড়িল[১]।
বিবিধ[২] প্রকারে[২] তার মরন চিন্তিল ॥৩৩২৫॥
চক্র লইয়া উঠি তবে দেবচক্রপানি।
চক্রে কাটিয়া তারে করিল খানি খানি ॥৩৩২৬॥
কন্দগোটা পড়ে তার পৃথুবি উপরে।
মস্তক পড়িল গিয়া রাজার অন্তপুরে[৩] ॥৩৩২৭॥
স্ত্রিপুত্র জেই ঠাঞি আছএ বসিয়া।
সেই[৪] খানে মস্তক গোটা পড়িলত গিয়া[৪] ॥৩৩২৮॥
হাস পরিহাসে আছেত কৌতুকে[৫]।
হেন[৬] বেলা আসিপড়ে রাজার মস্তকে[৬] ॥৩৩২৯॥
মুণ্ডগোটা দেখি সভে তুলিয়া চাহিল।
রাজার মস্তক দেখি ক্রন্দন উঠিল ॥৩৩৩০॥
করিয়া অনেক সোক রাজার কুমারে।
সাজিয়া দ্বারকা জায় জুদ্ধ করিবারে ॥৩৩৩১॥
দেখিয়াত গদাধর হাথে-চক্র লৈয়া।
মারিতে আইল তারে গেল পলাইয়া ॥৩৩৩২॥

---

* ৩৩২৪-৩৩২৬ সংখ্যক পদ (খ) পুথিতে নাই।

১ বক্তিল (ঘ)

২-২ বিপরীত ভাতি (ঘ)

৩ অভ্যন্তরে (খ), (ঘ)

৪-৪ চক্রে মুণ্ডগোটা তার পেলিলেক লৈয়া (খ);
চক্রে মুণ্ডগোটা তথা ফেলিলেক লৈয়া (ঘ)

৫ বসিয়া (খ)

৬-৬ হেন কালে রাজার মাথা পড়িল আসিয়া। (ঘ)

কাসিরাজার পুত্র তবে মন্ত্রনা করিল।
কঠোর তপেতে[1] মহাদেব তুষ্ট কৈল[1] ॥৩৩৩৩॥
অধিষ্ঠান হইয়া তবে বইল মহেস্বর।
তোর[2] তপে তুষ্ট হল্যাঙ রাজা মাগ বর[2] ॥৩৩৩৪॥
স্থনিঞা বলএ রাজা জোরকরি হাতে।
বাপে জে মারিল তারে জিনিব কেমতে ॥৩৩৩৫॥
কৃত্তাঅগ্নি[3] দেহ গোসাঞি জগতইস্বর।
তোমার প্রসাদে জিনি দ্বারকা নগর ॥৩৩৩৬॥
সেই বর মহাদেব দিল জে তাহারে।
উঠন্তি[4] পুরুসবর অগ্নির ভিতরে ॥৩৩৩৭॥
সর্ব্বাঙ্গে অনল জলে হাথে স্থল লইয়া।
দ্বারকার মুখে আসে অগ্নি ধাইয়া ॥৩৩৩৮॥
জলন্ত অনল দেখি ত্রাসে সর্ব্বজন।
রক্ষ রক্ষ কৃষ্ণ বলি লইল সরন ॥৩৩৩৯॥
লোরে কলরব[5] স্থনি জগত ইস্বর।
সভাকে অভয় দিল দেব গদাধর ॥৩৩৪০॥
না করিহ ভয় কেহ বইল প্রীয়বানি।
হাথে চক্র করি ধাএ দেব চক্রপানি ॥৩৩৪১॥
ক্রত্তা[6] অগ্নি আসিয়া পোড়ে দ্বারকা নগরি।
চক্রএড়ি দিল হরি তাহার উপরি ॥৩৩৪২॥
প্রলয়[7] চক্রের তেজ সহিতে না পারি।
ত্রাশে পালাএ ক্রত্তা[8] অগ্নি জাএ কাসিপুরি ॥৩৩৪৩॥

১-১ করিয়া বজ্র সিব তুষ্ট কৈলা (খ);
কম্বিয়া বজ্র মহাদেবে তুষ্ট কৈল (ঘ)

২-২ যেই বর মাগ রাজা দিব সেই বর (খ), (ঘ)

৩ কৃত্যা (খ); কীর্ত্তা (ঘ)

৪ উঠিল (খ), (ঘ)

৫ রোদন (ঘ)

৬ কৃত্যা (খ); কীর্ত্তা (ঘ)

৭ প্রবল (খ), (ঘ)

৮ কৃত্যা (খ); কীর্ত্তা (ঘ)

না পোড়াইলে অগ্নি কভু সাস্তি নহে।
কৃত্যাঅগ্নি গিয়া সেই কাসিপুরি দহে ॥৩৩৪৪॥
কাসিপুরি পুড়িল মরিল কাসিরাজা।
এথা দ্বারিকাএ সভে কৃষ্ণের করে পুজা ॥৩৩৪৫॥
অদ্ভুত লাগিল তবে সভাকার মনে।
গোবিন্দ বিজয় গুনরাজ খান ভনে ॥৩৩৪৬॥

গুজ্জরিরাগ[১]

দ্বারিকাএ গদাধর বন্ধুজন সঙ্গে।
স্ত্রি[২] পুত্র লইয়া কৃষ্ণ[২] আছে নানা রঙ্গে ॥৩৩৪৭॥
দিনক্রম[৩] কর্ম্ম করি দেবের বিধানে[৩]।
ব্রহ্ম মুহুর্ত্তেক করি বসিলা ধেয়ানে ॥৩৩৪৮॥
অস্ত্র[৪] এড়ি নানা[৫] কর্ম্ম[৫] করিল বসিয়া।
আপনাকে আপনি চিন্তে জোগে মন দিয়া ॥৩৩৪৯॥
দন্তধাবন কৈল জলেত মার্জ্জন।
দেবের[৬] বিধানে কৈল স্নান তর্পন ॥৩৩৫০॥
ঘরে আশি গুরু জনে করিল বন্দন[৭]।
সভাকার চিত্ত কৃষ্ণ করিল রঞ্জন ॥৩৩৫১॥
দারুক[৮] আনিঞা রথ জোগাএ তখনে।
রথে চড়ি কৈল কৃষ্ণ বাহিরে গমনে[৮] ॥৩৩৫২॥

---

১ পঠমঞ্জরীরাগ (খ), (ঘ)
২-২ পুত্র পৌত্র নারীগণ (খ), (ঘ)
৩-৩ নিত্য কর্ম্ম করেন কৃষ্ণ বেদের [দেবের (ঘ)] বিধানে (খ), (ঘ)
৪ বস্ত্র (খ), (ঘ)
৫-৫ বিহিত কর্ম্ম (খ) ; নিত্যকর্ম্ম (ঘ)
৬ বেদের (খ), (ঘ)
৭ বন্দন (খ), (ঘ)
৮-৮ দারুক আনিয়া রথ জোগায় তখন।
বাহির বিজয় কৈল দেব নারায়ণ॥
সারথি আনিল রথ সাজান সত্বরে।
রথে চড়ি বাহির হৈলা দেব গদাধরে॥ (খ), (ঘ)

আসে পাশে সমুখে সব নৃত্যকী নাচএ।
নানা জন্ত্র বাজনা লইয়া গুনিজন গাএ ॥৩৩৫৩॥
হাথ তুলি ভট্টগন পড়ে কা(রা ?)য় বার।
চৌদিগে হইল ধ্বনি জয় জয় কার ।৩৩৫৪॥
দির্ব্য দির্ব্য নারিগন পুষ্পাঞ্জলি লৈয়া।
গোসাঞের গাএ দেই পেলায়া পেলায়া ॥৩৩৫৫॥
সভার[1] ভিতর[1] আইলা রথেত চড়িয়া।
সভা মধ্যে রাম[2] কৃষ্ণ[2] বন্ধুজন লৈয়া ।৩৩৫৬॥
সভাএ বসিলা হরি সভাএ[3] রঞ্জিল।
ধর্ম্মচর্চ্চা রাজচর্চ্চা একে একে কৈল ॥৩৩৫৭॥
হেন কালে দুতসব আসি সেই ঠাঁই।
প্রনমিঞা বলে দুত স্থন গোবিন্দাই ॥৩৩৫৮॥
জরাসিন্ধু সনে গোসাঞি জখন কৈলে রন।
তার[4] সঙ্গে নায়াইল জেই রাজাগণ[4] ॥৩৩৫৯॥
সেই সব রাজাগনে সংগ্রাম[5] করিয়া।
রাজাগন জিনি ঘরে বন্দি করিল নিঞা ॥৩৩৬০॥
লোহপাস নিগড়ে বান্দি সব রাজাগন।
এক চিত্তে[6] চিন্তে সভে তোমার চরন ॥৩৩৬১।*
কহিল রাজার কথা করহ আদেস।
বন্দি সালে রাজাগন পায়ে বড় ক্লেস ॥৩৩৬২॥

১-১ সবে জীত কে (খ)   ২-২ বসি কৃষ্ণ (খ)

৩ সভাকে (খ) ; সবারে (ঘ)

৪-৪ তা সনে আইল জুর্দ্ধে জত রাজগন (খ) ;
তা সনে যুঝিতে না আইল যে যে রাজাগণ (ঘ)

৫ যুদ্ধ সে (খ), (ঘ)   ৬ ভাবে (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—
উদ্ধার করহ গোসাঞী [প্রভু (খ)] কমল লোচন।
তুমি না উদ্ধারিলে উদ্ধারিবে কোন জন॥ (খ), (ঘ)

হেন বেলা নারদ মুনি আসি সেই ঠাঞি।
দেখিয়াত সভা সঙ্গে উঠিলা গোবিন্দাই ॥৩৩৬৩॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তার পাখালিল চরন।
বসিতে[1] আসন দিল রত্ন সিংহাসন[1] ॥৩৩৬৪॥
কি কারনে মুনিবর করিলে গমন[2]।
কহিবার জোগ্য হএ কহত কথন ॥৩৩৬৫॥
কৃষ্ণের বচন সুনি নারদ তপোধন।
দুত হৈয়া আসিলাঙ তোমার সদন ॥৩৩৬৬॥
ইন্দ্রপুরে দেখি আমি পাণ্ডু মহাসএ।
বাহির দ্বারে রাজা বসিয়া আছএ ॥৩৩৬৭॥
জিজ্ঞাসিল বাহিরে কেন তুমি মহারাজ।
ইন্দ্রসভা না জায[3] কেন দেবের সমাজ ॥৩৩৬৮॥
উঠিয়া সম্ভ্রমে রাজা বলিল আমারে।
ততো পুন্য নাহি করি সংসার ভিতরে ॥৩৩৬৯॥
ভাল হইল দেখিল জদি[4] তোমার চরন।
কহিয় আমার কথা জথা পুত্রগন ॥৩৩৭০॥
এক এক পুত্র মোর ইন্দ্র[5] জিনিতে পারে।
তবু প্রেবেসিতে আমি নারি ইন্দ্রপুরে[6] ॥৩৩৭১॥
রাজসুই জজ্ঞ জদি পুত্র করে তোথা।
ইন্দ্র[7] আসনে তবে আমি বসি এথা[7] ॥৩৩৭২॥
সুনিঞা পাণ্ডুর কথা চিত্তে দুঃখ হইল।
তাহার[8] বৈবল্য তার পুত্রে গোচরিল[8] ॥৩৩৭৩॥

---

১ করপুট করি হরি পুছিল বচন (খ), (ঘ)
২ আগমন (খ), (ঘ)
৩ জাই (খ); যাও (ঘ)
৪ যদি (খ)
৫ সংসার (খ), (ঘ)
৬ সুরপুরে (খ); স্বর্গপুরে (ঘ)
৭-৭ ইন্দ্র সনে একাসনে তবে বসি এথা (খ); ইন্দ্র সনে বসিতে আমি তবে পাই হেথা (ঘ)
৮-৮ তার জত দুঃখ তার পুত্রকে কহিল (খ); জত দুঃখ তাঁর পুত্রকে কহিল (ঘ)

বাপের দুঃখ[১] কথা পুত্র সে সুনিল।
মোহ[২] পায়্যা জুধিষ্ঠির ভূমেতে পড়িল ॥৩৩৭৪॥
কেমতে হইব জজ্ঞ সুন মুনিবর।
পিতৃরিন কেমতে সুধিব সত্বর ॥৩৩৭৫॥
জুধিষ্ঠিরে দেখি আমি বড়ই বিকল।
চিত্ত স্থির করি তারে বলিল সকল ॥৩৩৭৬॥
সংসারের সার তিহোঁ[৩] শ্রীমধুসোদন।
ভারাবতারনে তাঁর পৃথুবি গমন ॥৩৩৭৭॥
সেই প্রভু তোমার পক্ষ বড়ই সদয়।
স্নেহ করি প্রভু তোমায় কুটুম্ব বলয় ॥৩৩৭৮॥
সেজন[৪] স্বহায় জদি হএত তোমার[৪]।
তৃভুবন জিনিতে পার তাঁহার[৫] স্বহায়[৫] ॥৩৩৭৯॥
এবোল সুনিঞা রাজা সচেতন হইল[৬]।
মিনতি[৭] করিয়া এথা আমা পাঠাইল[৭] ॥৩৩৮০॥
জেইমতে জোজ্ঞ হএ গোচর তোমাতে।
বিলম্ব না কর গোসাঞি চলহ তুরিতে ॥৩৩৮১॥*
সুনিঞা নারদ বোল উদ্ধবেরে আনি।
কি[৮] বুদ্ধি করিব উদ্ধব জুক্তি বল সুনি[৮] ॥৩৩৮২॥

---

১ দুঃখের (খ)   ২ মূর্চ্ছা (খ), (ঘ)
৩ গোসাঞী (খ), (ঘ)
৪-৪ সে জন তোমার সহায় জানয়ে সংসারে (খ)
৫-৫ তাহার দোসরে (খ), (ঘ)   ৬ হইয়া (খ), (ঘ)
৭-৭ জজ্ঞ হেতু বলে রাজা মিনতি করিয়া (খ);
আমা পাঠাইল হেথা মিনতি করিয়া (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ:—
কহিবে আমার পুত্রে আপনে বুঝাই।
তোমার প্রসাদে গোসাঞী ইন্দ্রাসন পাই। (খ)

৮-৮ কোন বুদ্ধি করিব যুক্তি পরিমাণি (খ), (ঘ)

গোসাঞিঁর বচনে উদ্ধব জুড়ি দুই হাত।
ভালবোল[১] বলিলে গোসাঞিঁ দেব জগন্নাথ[১] ॥৩৩৮৩॥
জুধিষ্ঠিরের জজ্ঞে রাজাগণের মোক্ষন।
জরাসিন্ধু বধ হব দুই প্রয়োজন ॥৩৩৮৪॥
জাত্রা করি লড় আগে হস্তিনা নগরি।
জরাসিন্ধু বধ কথা[২] সুনহ শ্রীহরি ॥৩৩৮৫॥*
বিস্তর[৩] সহিন্যে আছে জরাসিন্ধু মহাসএ।
বিসেসে তোমার বধ সহজে না হএ ॥৩৩৮৬॥
ভিমার্জ্জুন তুমি তিন জনে গিয়া।
সন্যাসির রূপে[৪] তবে পুরি প্রেবেসিয়া ॥৩৩৮৭॥
ভিক্ষাছলে জুদ্ধ মাগ বধ নৃপবর।
এই সে উপায় ভাল দেখি গদাধর ॥৩৩৮৮॥
উদ্ধব বলিল হেন জুক্তি পরমানি।
হাথে ধরি কোল তারে দিলা চক্রপানি ॥৩৩৮৯॥
ঘোসনাত দিল কৃষ্ণ সকল নগরে।
জাত্রা করি জান প্রভু দেব গদাধরে ॥৩৩৯০॥
বলভদ্র আদি সভারে বলিল নারায়ন।
সভে মেলি দ্বারাবতি করিহ রক্ষন ॥৩৩৯১॥
এক রথে হস্তিনাপুরি লড়িলা চক্রপানি।
সঙ্গতি করিয়া নিল অষ্ট রমনি ॥৩৩৯২॥

১-১ ভাল আজ্ঞা কৈলে শুন যদু কুল নাথ (খ);
ভাল বোল বৈলে গোসাঞী শুন জগন্নাথ (ঘ)

২ উপাখ্যান (খ); উপায়ে (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ —

বিস্তর সেনায় আছে জরাসিন্ধু নৃপবর।
উপায় করিয়া তুমি মারহ সত্তর॥ (খ)

৩ অনেক (খ) ৪ বেসে (খ); বেশে (ঘ)

লড়িলাত[১] গদাধর হরসিত হৈয়া।
হাথে ধরি নারদের রথেত তুলিয়া[১] ॥৩৩৯৩॥
নানা রার্য্য নানা নদি এড়িয়া গদাধর[২]।
দিন অবসেসে পাইল হস্তিনা নগর ॥৩৩৯৪॥
কৃষ্ণ গমন শুনি রাজা জুধিষ্ঠির।
বন্ধু জন লৈয়া হৈল পুরির[৩] বাহির ॥৩৩৯৫॥
পুরিত নির্ম্মান কৈল বিচিত্র সুবেসে।
প্রতি ঘরে[৪] পতাকা উড়ে সুবর্ন্ন কলসে ॥৩৩৯৬॥
প্রতি দ্বারে রূপিত কৈল কদলি প্রতিমা।
নগরে নাগরি সব আইল বাহির হৈয়া ॥৩৩৯৭॥*
পুরি প্রেবেসিয়া কৃষ্ণ রাজ পথে যাই।
দুর্ব্বাপুষ্প হাথে করি নারিগন ধাই ॥৩৩৯৮॥
পুষ্পাঞ্জলি পেলি মারে সব নারিগন।
জয়জয়কার কৈল মঙ্গল ঘোসন ॥৩৩৯৯॥
কথোদুরে জুধিষ্ঠির দেখি নারায়ন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া কৈল চরন বন্দন ॥৩৪০০॥
ভিমসেনে নমস্কার অর্জ্জুনে কোল দিল।
আসির্ব্বাদ[৫] দিয়া নকুল সহদেবে তুলিল[৫] ॥৩৪০১॥
অভ্যন্তরে গিয়া তবে দেব শ্রীহরি।
কুন্তির চরন বন্দি দ্রোপদিরে নমস্করি ॥৩৪০২॥
ভ্রাত্রিপুত্র দেখি কুন্তি আনন্দিত মনে।
হরিসে গলএ অশ্রু দুইত নয়ানে ॥৩৪০৩॥

১-১ নড়িলাত হরসিতে দেবগদাধরে।
হাথে ধরি নারদ তুলি রথের উপরে ॥ (খ), (ঘ)

২ সত্তরে (খ) ; সত্বর (ঘ)   ৩ গোষ্ঠের (খ) ; গড়ের (ঘ)

৪ চালে (খ), (ঘ)

* ৩৩৯৭ ও ৩৩৯৮ সংখ্যক পদ (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

৫-৫ নকুল সহদেবে আশীষ [আশীর্ব্বাদ (খ)] দিয়া তুলিল (খ), (ঘ)

রুক্মি সত্যভামা আদি অষ্ট সে জুবতি।
কুন্তি দ্রোপদিরে তারা করিল প্রনতি ॥৩৪০৪॥
আদর গৌরব করি বিস্তর[1] জতনে।
হাথে[2] ধরি আনিল কুন্তি[2] আপন ভবনে ॥৩৪০৫॥
স্নান দান করাইয়া করাল্য ভোজন।
সভার অঙ্গে পরাইল নানা অভরন ॥৩৪০৬॥
নানা সুখে নৃত্যগিতে পুহাল[3] রজনি।
প্রভাতে বসিল রাজা বন্ধুজন আনি ॥৩৪০৭॥
আপন বৃর্ত্তান্ত কহে[4] রাজা সভাতে বসিয়া।
কহিল গোবিন্দ ঠাঞি দুখিঃত হইয়া ॥৩৪০৮॥
তোমার প্রসাদে গোসাঞি সকল আমার।
রাজসুই জজ্ঞ হৈলে হয় পিতার উদ্ধার ॥৩৪০৯॥
আমার সহায় তুমি তৃদস ইশ্বর।
তুমি সহায় হৈলে হএ জজ্ঞ সে[5] সত্বর[5] ॥৩৪১০॥
নহেত ছাড়িব প্রান তোমাবিদ্যমানে।
হইব উত্তম গতি সুন নারায়নে ॥৩৪১১॥
এতেক উত্তর[6] জবে জুধিষ্ঠির বৈল।
হাথে ধরি গদাধর উত্তর তারে দিল ॥৩৪১২॥
কেন হেন বল মোরে তুমি মহাসয়[7]।
তোমার[8] ভাইসব অসাধ্য কিছু নয়[8] ॥৩৪১৩॥
রাজসুই পুর্ন[9] হব সুন নৃপবর।
চারি দিগে চারি ভাই পাঠাহ সত্বর ॥৩৪১৪॥

---

১ অনেক (খ), (ঘ)
২-২ আনিল সে কুন্তী দেবী (ঘ)
৩ বঞ্চিলা (খ), (ঘ)
৪ কথা (খ), (ঘ)
৫-৫ শ্রেষ্টতর (খ), (ঘ)
৬ বিনয় (খ), (ঘ)
৭ মহাবিরে (খ)
৮-৮ এক এক ভাই তোমার পৃথিবী জিনিতে পারে (খ), (ঘ)
৯ সম্পূর্ন (খ)

ধন জন আনুন গিয়া সব রাজাজিনি।
আরম্ভ[১] করহ জজ্ঞ[১] সুন নৃপমনি ॥৩৪১৫॥
কৃষ্ণের বচনে রাজা ভিমেরে আনিঞা।
পাঠাইল পশ্চিম দিগ কথো সন্য দিয়া ॥৩৪১৬॥
উত্তরে অর্জ্জুন পুর্ব্বে সহদেব জাএ।
দক্ষিনে নকুল গিয়া জিনিল সভাএ ।৩৪১৭।
চারিদিগ জিনিঞা আনিল ধনজন।
দেখি হরসিত হৈল জুধিষ্ঠিরের মন ।৩৪১৮।
আরদিনে গোবিন্দাই মন্ত্রনা করিয়া।
নিভৃতে করিল জুক্তি জুধিষ্ঠির লইয়া ॥৩৪১৯॥
রাজসুই[২] জজ্ঞ বিনি রাজা বিনু নয়[২]।
রাজাগন আনিতে এক উপায় আছয় ॥৩৪২০॥
কুড়ি সহস্র একসত এক নৃপবরে।
একত্রে বান্ধিআছে মগধ ইস্বরে ॥৩৪২১॥
তাকে মাইলে রাজা সব আমার হইব।
আনিঞা সকল রাজা সেবন[৩] করিব ।৩৪২২॥
অনেক সহিন্যে আছে মগধ নরপতি[৪]।
সমুখে[৫] নারিব তারে অনেক সকতি[৫] ॥৩৪২৩॥*
উপায় করিয়া আমি মারিব নৃপবরে।
ভিম অর্জ্জুন সঙ্গে দেহ মারিব[৬] সত্বরে ॥৩৪২৪॥

১-১ আপনে আরম্ভ যজ্ঞ (খ), (ঘ)

২-২ রাজসুই জজ্ঞ রাজাগন বিনে নয়ে (খ) ;
রাজসুয় যজ্ঞ বিনা রাজাগণ নয়ে (ঘ)

৩ সেবক (খ), (ঘ)   ৪ ঈশ্বর (খ), (ঘ)

৫-৫ সমুখ রণে কেহ তার নহেত সোসর (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—
এই দুই ভাই হৈতে বলিয়ে নৃপবর।
এ দুই ভাই হৈতে পবিত্র কলেবর। (খ)

৬ নাড়ুব (খ), (ঘ)

তিন জনে গিয়া আমি জিনিব তাহারে।
আনিব সকল রাজা করিয়া উদ্ধারে ॥৩৪২৫॥
কৃষ্ণের বচন সুনি জুধিষ্ঠির রাজা।
সুনিল তোমার বাক্য করিয়া[১] জে পুজা[১] ॥৩৪২৬॥
ভিম অর্জ্জুন মোর প্রানের দোসর।
এই[২] দুই জনা হইতে আমি নৃপবর[২] ॥৩৪২৭॥
এই দুই ভাই হৈতে আমার পরিত্রান।
ইহার বিপদে আমি তেজিব পরান ॥৩৪২৮॥
মহারাজা জরাসিন্ধু সরন[৩] সাধনে[৩]।
একা একি রনে তারে জিনে কোন জনে ॥৩৪২৯॥
তারপুরি প্রেবেসিতে সুনিতে লাগে ভয়।
বোলে চালে কৈলে নহে তারে পরাজয় ॥৩৪৩০॥
তিন জন জাবে চিন্তে করিএ বিস্ময়।
আমি কি বলিব তোমার মনে[৪] জে নয়[৪] ॥৩৪৩১॥[৬]
সুনিঞা রাজার বোল হাসে গদাধর।
আমি সঙ্গে থাকীতে রাজা কারে কর ডর ॥৩৪৩২॥
দুই ভাই সঙ্গে দেহ না করিহ ডর।
জরাসিন্ধু মারি তিনে আসিব সত্বর ॥৩৪৩৩॥
এতেক কৃষ্ণের বাক্য সুন নরপতি।
আমি কী বলিব জগতে তোমার সম্মতি ॥৩৪৩৪॥
রাজার আদেস পায়া প্রদক্ষিন হৈয়া।
তিন জনে চলিল[৫] রাজার চরন বন্দিয়া ॥৩৪৩৫॥

১-১ কথা হৈল্যা (আগ) পুজা (খ)
২-২ এই দুই ভাই হৈতে বলহি নৃপবর (খ) ;
এই দুই হইতে আমি বলাই নৃপবর (গ)
৩-৩ সুন সাবধানে (খ) ; সবল সাধনে (গ)
৪-৪ চিত্তে লয় (খ)
৫ নরিল (খ)
৬ এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

রাজ চিহ্ন বস্ত্র এড়ি কপিন পরিল।
সন্যাসির[১] বেসে তিনে মগধ চলিল[১] ॥৩৪৩৬॥
কৌতুকে কৌতুকে তিনে জায় ধিরে ধিরে।
ভিম বলে জরাসিন্ধু নাম কেন তারে[২] ॥৩৪৩৭॥
ভিমের বচন স্তুনি বলেন নারায়ন।
জরাসিন্ধু নামের বির স্তুনহ কারন[৩] ॥৩৪৩৮॥
তাহার বাপ বৃহদৃত মগধ নরপতি।
অনেক বএসে তার নহিল সন্ততি ॥৩৪৩৯॥
নানা জোজ্ঞ নানা দান করিল নৃপবর।
নহিল সন্ততি তার সংসার ভিতর ॥৩৪৪০॥
আচম্বিতে দুর্বাসামুনি আসি তার ঘরে।
পাত্ত অর্ঘ্য দিয়া পুজা করিল সত্বরে[৪] ॥৩৪৪১॥
তুষ্ট হৈয়া বলে মুনি রাজা মাগ বর।
কোন বর মাগিব বলি জোড়ে দুই কর ॥৩৪৪২॥
তোমার প্রসাদে মুনি সব আছে ঘরে।
অপুত্রক বলি মোরে বলএ সংসারে।৩৪৪৩॥
তবে বৃহদৃত রাজা বলে চরনে ধরিয়া।
কেমনে আমার পুত্র হবেক আসিয়া ॥৩৪৪৪॥
রাজার কাকুতি[৫] স্তুনি বলে মুনিবর[৫]।
পুত্র হবেক রাজা উপায় চিন্তা[৬] কর[৬] ॥৩৪৪৫॥

১-১ সন্ন্যাসীর বেসে তিনি মগধ চলিল (খ);
সন্ন্যাসী হইয়া দণ্ড কমণ্ডলু নিল (ঘ)

২ ধরে (খ) ৩ কথন (খ)

৪ বিস্তর (খ), (ঘ)

৫-৫ বিনয় দেখি সদয় মুনিবর (খ);
কাকুতি শুনি সদয় মুনিবর (ঘ)

৬-৬ চিন্তহ নির্ভর (খ); করহ সত্বর (খ), (ঘ)

এক জজ্ঞ করহ জদি সঞ্জম করিয়া।
জজ্ঞ[১] সেসে ফল মুনি দিলেন আনিয়া[১] ॥৩৪৪৬॥*
ধর্ম্মপত্নি প্রতি দেহ ফল একবারে[২]।
হইব বিসিষ্ট পুত্র সুন নৃপবরে ॥৩৪৪৭॥
বলিয়া লড়িলা মুনি আপনার ঘরে।
ফল হাথে করি রাজা অনুমান করে ॥৩৪৪৮॥
সম ভাব দুই নারি কারে[৩] ফল দিব।
এক জন পাইলে[৪] আর জন নাহি জিব ॥৩৪৪৯॥
অনুমান করি ফল দুই ভাগ করি।
দুহাঁরে বলিল খায় সমভাগ[৫] করি ॥৩৪৫০॥
হরসিত হইয়া দুহেঁ দুভাগ পাইয়া।
স্বামির বাক্যে ফল দুহেঁ খাইল ত গিয়া ॥৩৪৫১॥
দৈব নিবন্ধন কভু খণ্ডন না জাএ।
একুবারে দুই[৬] নারি গর্ভ ধরএ[৬] ॥৩৪৫২॥
হইল সম্পুর্ন গর্ভ পুর্ন দস মাসে।
সুভক্ষনে প্রসব[৭] হএ[৭] একুই দিবসে ॥৩৪৫৩॥
ভূমিষ্ট হইতে গর্ভ হইল[৮] বিপরিত।
অর্দ্ধ[৯] অর্দ্ধ কায় তবে দেখিতে কুৎসিৎ[৯] ॥৩৪৫৪॥

১-১ অচিরে বিশিষ্ট পুত্র হইব আসিয়া (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত পাঠ :—

মুনির বচনে রাজা সুসঙ্কল্প [ক্ষণ (খ)] হৈল।
ব্রাহ্মণ আনিয়া রাজা জজ্ঞ আরম্ভিল ॥
জজ্ঞ হৈলে পুর্ণ দিল [দিব (ঘ)] কঠোর করিয়া।
জজ্ঞ সেস ফল মুনি দিলেন আনিয়া ॥ (খ), (ঘ)

২ খাইবারে (খ), (ঘ)

৩ হাতে (খ)

৪ দিলে (খ), (ঘ)

৫ সম্বরন (খ), (ঘ)

৬-৬ দুইজন গর্ভকেতে পায় (খ), (ঘ)

৭-৭ প্রসবে দোঁহে (খ), (ঘ)

৮ হৰ্ষি (খ), (ঘ)

৯-৯ জোড় অন্ধকার তাকে দেখিতে কুৎসিৎ (খ);
অর্দ্ধকায় তার দেহ দেখিতে কুৎসিৎ (ঘ)

এক চক্ষু অর্দ্ধনাক এক বাহু পদে।
এক রূপে দুখান দেখিতে প্রমাদে ॥৩৪৫৫॥
বিপরিত দেখি সেই মগধইস্বর।
পেলা লিঞা কুছিত পাপ চলহ সত্বর ॥৩৪৫৬॥
পুর্ব্বাপর গর্ভপাত জত তথা হএ।
চুপড়ি করিয়া বাঁস বনেতে পেলাএ ॥৩৪৫৭॥
বাঁস বনে দাসি লৈয়া[১] তাহারে পেলিল।
না খাইল তারে কেহো গোসাঞি রাখিল ॥৩৪৫৮॥
জরানামে রাক্ষসি আছে সেইত নগরে।
জত গর্ভ পাত হএ পুরএ[২] উদরে[২] ॥৩৪৫৯॥
পাইয়া[৩] খাইতে আইল গর্ভ দুইখান।
বিপরিত দেখি জরা করে অনুমান ॥৩৪৬০॥
হেন বিপরিত আমি কভু না দেখিল।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ কায় জেন কাটিয়া পেলিল ॥৩৪৬১॥
উলটি পালটি চাহে কাটা গর্ভ নহে।
দুহাতে দুখান করি একত্র করএ ॥৩৪৬২॥
পরসিতে দুইখান হইল মিলন।
উঁঙা চুঙা করি সিসু করএ ক্রন্দন ॥৩৪৬৩॥
অদ্ভুত দেখিয়া সিসু জরা মনে গনি।
হেন বিপরিত কভু নাহি দেখি সুনি ॥৩৪৬৪॥
লাখে লাখে গর্ভপাত আমি এথা খাইল।
এই সিসু না খাইব মনে[৪] দয়া হৈল[৪] ॥৩৪৬৫॥
অপুত্রক রাজার পুত্র কত জত্নে হইল।
পুত্র হৈলে একে তারে বিধি বিড়ম্বিল ॥৩৪৬৬॥

১ দুখান (খ)
২-২ সে জনের উদরে (খ) ; তাহা জননীর উদরে (ঘ) ৩ খাইবা (ঘ)
৪-৪ মনেতে চিন্তিল (খ), (ঘ)

আমা হৈতে পুত্র[১] এই[১] পাইল জিবন।
না করিব আমি এই বালক ভক্ষন ॥৩৪৬৭॥*
এতেক চিন্তিয়া জরা লইল কুমারে।
হরসিত হৈয়া গেল রাজার দুয়ারে ॥৩৪৬৮॥
সর্ব্বকথা কহে জরা রাজার বরাবরে[২]।
গর্ভপাত খাও বসি তোমার নগরে ॥৩৪৬৯॥
গর্ভপাত আজি তোমার ঘরেতে সুনিঞা।
খাইতে আল্যাও বাঁস বনে প্রেবেসিয়া ॥৩৪৭০॥
অর্দ্ধ[৩] অর্দ্ধ কায় দেখি[৩] অদ্ভুত লাগিল।
দুহাতে দুখান[৪] তবে একত্র করিল ॥৩৪৭১॥
পরসিতে ধড়ে[৪] প্রান[৪] জিবন পাইল।
দেখিয়া আমার মনে দয়া উপজিল ॥৩৪৭২॥
না খাইল পুত্র তোমার আনিল সত্বরে।
লেহত আপন পুত্র সুন নৃপবরে ॥৩৪৭৩॥
রাক্ষসির বচন সুনি বৃহদ্রথ রাজা।
পুত্র পাইয়া রাক্ষসির বড় কৈল পুজা ॥৩৪৭৪॥
নানা[৫] সজ্জ নানা মাংস রাক্ষসিরে দিল।
আপনা বলিয়া রাজা রাক্ষসিরে আস্বাসিল[৫] ॥৩৪৭৫॥

১-১ রাজার পুত্র (খ)

* অতিরিক্ত পাঠ —

এতেক বলিয়া জরা মনেতে চিন্তিল।
মনে যুক্তি করি জরা তারে না খাইল ॥ (খ)

২ গোচরে (খ), (গ)

৩-৩ অঙ্গ অঙ্গ কায় দেখি (খ) ; অর্দ্ধকায় দেখি তার (গ)

৪-৪ দুই খান (খ)

৫-৫ রাক্ষসীরে অনুগ্রহ করিল রাজন।
নানা উপহার দিল করিতে ভক্ষন ॥
যাবত রাক্ষসী থাক [থাকিল জরা (গ)] আমার নগরে।
নানা উপহার আসি খাইও আমার ঘরে ॥ (খ), (গ)

আনন্তি[ন্দ?]ত সর্ব্বলোক মগধ নগরে।
দুই মহাদেবিরে দিল পুত্র পুসিবারে ॥৩৪৭৬॥
সমভাবে দুইজন করএ পালন।
দুই মাতা এক পুত্র দেবের কারন[1] ॥৩৪৭৭॥
জরা নিসাচরি জেই জুড়িল[2] তাহারে।
জরাসিন্ধু নাম তেঞি ঘোসএ সংসারে ॥৩৪৭৮॥
মহারাজা হইয়া এবে জিনিল সংসারে।
জরাসিন্ধু নাম তত্ব কহিল তোমারে ॥৩৪৭৯॥
হেন মতে কথা রসে[3] জান তার পুরি।
ভিমার্জ্জুন সঙ্গে করি জান[4] শ্রীহরি ॥৩৪৮০॥
দিনা দুই চারি রহি পুরিত[5] চর্চ্চিল[5]।
বৈষ্ণব[6] বড় রাজা সর্ব্বত্র সুনিল[6] ॥৩৪৮১॥
বৈষ্ণব বড় রাজা একাদসি ব্রত করে।
সর্ব্বধর্ম্ম জুক্ত রাজা পুন্য কলেবরে ॥৩৪৮২॥
একাদসির প্রভাতে রাজা পারনা জে দিনে।
ভিক্ষা করিবারে জান কৃষ্ণ তিন জনে ॥৩৪৮৩॥
খিড়কি দুয়ার পথে বাড়ি প্রেবেস[7] করিয়া[7]।
দাণ্ডাইল রাজার পাশে অত্যন্ত[8] জোগি হৈয়া[8] ॥৩৪৮৪॥
উদ্ধর্ত্তন[9] করে রাজা হেনঞি সমএ।
সন্ন্যাসি দেখিয়া রাজা করিল বিনএ ॥৩৪৮৫॥*

---

১ লিখন (খ), (ঘ)　　২ জুড়িল (ঘ)　　৩ শেষে (ঘ)
৪ দেব (ঘ)　　৫-৫ পুরী উত্তরিল (ঘ)
৬-৬ বৈষ্ণব দাতা রাজা বিদেশ [সকল (ঘ)] জানিল (খ), (ঘ)　　৭-৭ প্রবেশিলা (খ)
৮-৮ অতিসিগ্র গিয়া (খ) ; অভ্যন্তরে গিয়া (ঘ)　　৯ উদ্বর্ত্তন (খ) ; উদ্বর্তন (ঘ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—

সন্ন্যাসি হইয়া দণ্ড কমণ্ডলু নিল।
ভগ্ন ছত্র মাথে জির্ন পাদুকা পরিল ॥
তাহা দেখি ভক্তি রাজা করিল বিস্তর।
বিনয় করিয়া তারে করিল আদর ॥ (খ)

বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ্য আনি।
কেন আগমন আজ্ঞা কর দিজমনি ॥৩৪৮৬॥
সুনিঞা রাজার অতি[১] সুমধুর বানি[১]।
কপট করিয়া তারে বলে চক্রপানি ॥৩৪৮৭॥
দাতা বড় রাজা তুমি সংসার[২] ভিতরে[২]।
আইলাঙ তোমার ঠাঞি ভিক্ষা[৩] মাগিবারে[৩] ॥৩৪৮৮॥
আমিত বৈদেসি দিজ দুঃখ পাই মনে।
তোমারে বড় দাতা বলে সকল ভুবনে ॥৩৪৮৯॥*
জরাসিন্ধু রাজা বড় দানে অকাতর।
জেই জে মাগে তারে দেইত সত্বর ॥৩৪৯০॥
মহিমা সুনিঞা তিনে করিলাঙ গমন।
সত্যকর রাজা তবে মাগিব এক দান ॥৩৪৯১॥
পুর্ব্বে[৪] অবন্তি রাজা পৃথুবি[৫] দান[৫] কৈল।
অদ্যাপি তাহার জস জগতে ঘুসিল ॥৩৪৯২॥
সন্যাসী বচনে রাজা বিস্ময় পাইয়া।
সভার সরির চাহে এক দৃষ্টি হইয়া ॥৩৪৯৩॥
ব্রাহ্মনের বেস ধরি ক্ষেত্র সরির।
অস্ত্রঘাত[৬] চিহ্ন অঙ্গে দেখি তিন বির[৬] ॥৩৪৯৪॥
পুর্ব্বে দেখিয়াছি হেন লএ মোর মনে।
রন করিয়াছি কিবা ইহা সভার সনে ॥৩৪৯৫॥
সন্যাসি[৭] ইহাঁরা নন মনেতে চিন্তিল[৭]।
মায়া পাতি কেবা মোরে ছলিতে আইল ॥৩৪৯৬॥

১-১ বোল মধুরস বানি (খ); বোল মধুর সুবাণী (ঘ)
২-২ প্রসংশা শুনিয়া (খ); প্রসংশা শুনিয়া (ঘ)
৩-৩ বড় দুঃখ পাইয়া (খ); করিতে যাচঞা (ঘ)
* এই কলিটি, ৩৪৯০ পদটি ও তৎপরবর্তী পদের প্রথম কলিটি (খ) পুথিতে নাই।
৪ পুবির (খ) ৫-৫ প্রতিদান (খ)
৬-৬ অস্ত্রঘাত অঙ্গে দেখি তিন মহাবীর (খ), (ঘ)
৭-৭ সন্ন্যাসী বা হয় কেহ মনেতে জানিল (খ), (ঘ)

দ্বিজ হউক ক্ষেত্র হউক করাইব সুখ।
রাজ্য চাহে প্রান চাহে নহিব[1] বিমুখ ॥৩৪৯৭॥
জত চক্রবর্ত্তি রাজা সভে[2] দান দিল।
অদ্যাপি তাহার জস[3] জগতে ঘুসিল ॥৩৪৯৮॥
জেবা বলি মহারাজা জানে[4] তৃভুবনে।
তারে ছলিল কৃষ্ণ[5] রূপ ধরিয়া বামনে ॥৩৪৯৯॥
সুক্র পুরোহিত দান দিতে নিসেধিল।
তৃভুবন দান দিয়া পাতাল চলিল ॥৩৫০০॥*
সেই পুন্যে মহারাজা পাতাল ভুবনে।
সুখে নিবসএ জস ঘোসে[৬] তৃভুবনে[৬] ॥৩৫০১॥
এই অনুমানি বৈল সন্যাসি তিনজনে।
জেই চাহ সেই দিব হরসিত মনে ॥৩৫০২॥
রাজার বচন সুনি হাসে গদাধর।
একাএকি জুদ্ধ দিবে সুন নৃপবর ॥৩৫০৩॥
দিব দিব বলি রাজা উঠিলা সত্বরে।
কেবা তুমি তিন জন সত্য কহ মোরে ॥৩৫০৪॥
পুনরপি বলে কৃষ্ণ সুন নরপতি।
ইহো ভিমসেন ইহোঁ অর্জ্জুন মহামতি ॥৩৫০৫॥
মাতুল সম্বন্ধে ইহাঁর ভাই হৈই আমি।
কৃষ্ণ নাম তোমার সত্র পাসরিলে কেনি[7] ॥৩৫০৬॥

---

১ নাহিমু (ঘ)　　২ সভো (খ), (ঘ)
৩ কীর্ত্তি (খ), (ঘ)
৪ বিখ্যাত (খ)　　৫ মিষ্ট (খ); বিষ্ণু (ঘ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—

পুরোহিতের বোল রাজা কানে না শুনিল।
সহস্র হৃদয় রাজা সর্ত্তে দান দিল ॥ (খ)

৬-৬ ঘুসয়ে সর্ব্বজনে (খ), (ঘ)তু　　৭ মি (খ), (ঘ)

স্থনি কৃষ্ণের বাক্য উৎকট[১] হাসি।
মরিতে আমার ঠাঞি আইল সন্যাসি ॥৩৫০৭॥
পলাইয়া গেলে কৃষ্ণ লাজ নাঞি মুখে।
ক্ষেত্র সঙ্গে জুদ্ধ তুমি চাহ কোন সুখে ॥৩৫০৮॥
কোন অধম ক্ষেত্র আছএ[২] সংসারে[২]।
তোমা সঙ্গে জাব সেই জুদ্ধ করিবারে ॥৩৫০৯॥
জেহেন অর্জ্জুন দেখি সিস্থ অল্প বএ।
সমকক্ষ নহিলে জুদ্ধ ক্ষেত্রধর্ম্ম নহে ॥৩৫১০॥
জদি বা জুঝিতে মন আছএ উহার।
কিছু ভিমসেন সম হএত[৩] আমার ॥৩৫১১॥
নেউটিয়া জাহ ঘর না কর সাহস।
তোমা[৪] সিস্থ বধিলে মোর হব অপজস[৪] ॥৩৫১২॥
এত স্থনি গদাধর ক্রোধে[৩] হাসিয়া।
বলিলেন[৫] একাএকি ভিম জুঝিবেন গিয়া[৫] ॥৩৫১৩॥
এত স্থনি অস্ত্র গৃহে[৬] গেলা নৃপবর।
দুই গোটা গদা লৈয়া আইলা সত্বর ॥৩৫১৪॥
এক গদা ভিম সেনে এক আপুনিত নিল[৭]।
বাহিরে আসিয়া রাজা সিংহনাদ দিল ॥৩৫১৫॥
তবে ভিমসেন হাথে গদা গোটা লৈয়া।
বাহির হইয়া তিনে একত্র[৮] হইয়া[৮] ॥৩৫১৬॥*

---

১ উৎকণ্ঠ (খ)
২-২ আছে সংসার ভিতরে (খ), (ঘ)
৩ হয়ে বা (খ), (ঘ)
৪-৪ তোমাকে বধিলে মোর হব অপজস (খ);
তোমা শিশু বধি মোর হব কোন যশ (ঘ)
৫-৫ বলিল ভিম জুঝিবেন একাএকি হৈয়া। (খ)
৬ ঢুকে (খ); ঢুকি (ঘ)
৭ দিল (খ)
৮-৮ সিগ্র গতি হৈয়া (খ)
* এই পদটি (গ) পুথিতে নাই।

সংগ্রামের রম্য[১] স্থানে[১] গেলা দুই জনে।
দুই বির দুই গদা করিল বন্ধনে ॥৩৫১৭॥
আইল জতেক[২] রাজা[২] অদ্ভুত সুনিঞা।
রহিল জে চারি দিগে লোক দাণ্ডাইয়া ॥৩৫১৮॥
অন্তরিক্ষে দেবগন কৌতুকে রহিল।
দুই বিরে গদা জুদ্ধ অদ্ভুত হইল ॥৩৫১৯॥
ডাহিন পাকে বাম পাকে বুলে দুই বির।
সত্ত[৩] সংক্ষ গদা[৩] ভাঙ্গে দুহাঁর সরিরে ॥৩৫২০॥
পাএ পাএ জুদ্ধ করি মুঠকা মুঠকী।
বুকে বুকে জুদ্ধ করি হইলা কৌতুকি ॥৩৫২১॥
কেহো কারে জিনিতে নারে হইল মহারন।
পুনরপি গদা তবে লইল দুই জন ॥৩৫২২॥
গদা জুদ্ধ ন্যায় আছে নাভির উপরে।
নাভি হেট গদা নাহি এড়ে দুই বিরে ॥৩৫২৩॥
হেনঞি সমএ কৃষ্ণ ডাকীয়া বলিল।
জরাসিন্ধু নাম কেন ভিম পাসরিল ॥৩৫২৪॥
জরা নামে রাক্ষসি জুড়িল উহারে।
কেন পাসরিলে ভিম হওনা সত্বরে ॥৩৫২৫॥
উপায় বলিল কৃষ্ণ ভিম না বুঝিল।
জুদ্ধরসে ভিমসেন চিন্তাগুর[৪] হইল ॥৩৫২৬॥
একগাছ বেনা কৃষ্ণ হাতেত[৫] ছিণ্ডিল[৫]।
নখে দুই চির করি ভিমে দেখাইল ॥৩৫২৭॥
তা দেখি বুঝিল মনে ভিম মহাসয়।
গদা জুদ্ধ ছাড়ি তার ধরিল দুই পায় ॥৩৫২৮॥

১-১ যথা স্থানে (খ), (ঘ)
২-২ সকল লোক (খ), (ঘ)
৩-৩ সত সত (খ) ; সত সংখ্যা (ঘ)
৪ চিন্তাম্বর (খ) ; চিন্তাযুক্ত (ঘ)
৫-৫ হাতে ক র নিল (খ) ; হাতে ছিঁড়ি নৈল (ঘ)

অসম্ভালে[1] ছিল রাজা গদাজুদ্ধ জিনি।
চিত হৈয়া পড়ে জরাসন্ধ মহামনি[2] ॥৩৫২৯॥
তবে ভিম সেন বির আপনা সম্বরি।
দুই হাথে দুই পা তার দ্রঢ় করি ধরি ॥৩৫৩০॥
মারিলেক একটান বির ব্রকোদরে[3]।
দুই খান করি চিরে মগধইশ্বরে। ৩৫৩১॥
হাহাকার হইল[4] তবে[4] সকল নগরে।
হরিসে নাচন্তি কৃষ্ণ সভার ভিতরে ॥৩৫৩২॥
হরসিতে পুস্পবৃষ্টি কৈল দেবগনে।
জয় জয় সব্দ হৈল এ[5] তিন ভূবনে[5] ॥৩৫৩৩॥
মরিল ত জরাসিন্ধু পরান ছাড়িয়া।
ঘর গেলা দেবগন আনন্দিত হৈয়া।৩৫৩৪॥
সাহস করিয়া জুদ্ধ কৈল নৃপবর।
বিসেসে সম্মুখে [illegible]ব দেব গদাধর ॥৩৫৩৫॥
প্রান ছাড়ি[6] পড়ে[6] রাজা দেখি নারায়ন।
চতুর্ভুর্জ হৈয়া গেলা বৈকুণ্ঠ ভূবন ॥৩৫৩৬॥
তবে গদাধর তার পুত্রের হাতে ধরি।
আশ্বাসিয়া রার্জ্য দিল অভিসেক করি ॥৩৫৩৭॥
সহদেব তার নাম মগধ রাজা হৈল[7]।
বন্দিসালে গিয়া সব রাজা ছাড়ি[8] দিল[8] ॥৩৫৩৮॥
রাজাগন[9] দেখি তবে দেব নারায়ন[9]।
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কস্তুরি[10] ভূসন ॥৩৫৩৯॥

১ অসম্বরে (খ) ; অসম্বরি (ঘ)
২ নৃপমনি গ[illegible], (ঘ)
৩ বৃকধরে (গ)
৪-৪ শব্দ হৈল (খ), (ঘ)
৫-৫ জগতে ঘোসন (খ) ; জগতে ঘোষণ (গ)
৬-৬ ছাড়িলেক (খ), (ঘ)
৭ কৈল (খ), (গ)
৮-৮ ছাড়াইল (খ), (ঘ)
৯-৯ কৃষ্ণকে দেখিয়া তবে সব রাজাগণ (খ)
১০ কৌস্তুভ (খ), (ঘ)

চতুর্ভুজ রূপ দেখি সফল মানিল।
কায়মন[১] বাক্যে সভে স্তুতি সে করিল[১] ॥৩৫৪০॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেস্বর।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি পুরন্দর ॥৩৫৪১॥*
তুমি বাউ তুমি জম পবন হুতাসন[২]।
এমেরু[৩] মন্দার তুমি[৩] জগত প্রকাস ॥৩৫৪২॥
দিবারাত্র দণ্ড নক্ষত্র প্রহর[৪]।
তুমি ত্রিজগত প্রভু তুমি সর্ব্বেস্বর ॥৩৫৪৩॥
ভাল হৈল জরাসিন্ধু বান্ধিল আমারে।
তাহার প্রসাদে সভে দেখিল তোমারে ॥৩৫৪৪॥
রার্য্য মদে মত্ত হৈয়া তোমা না চিনিল।
সেই[৫] পাপ ভুঞ্জিয়া এবে তোমারে দেখিল[৫] ॥৩৫৪৫॥
খণ্ডিল[৬] বন্ধন জত পুর্ব্ব জন্মে ছিল[৬]।
ভক্তি[৭] বর দেহ গোসাঞি প্রনতি করিল ॥৩৫৪৬॥
সহদেবে গদাধর ডাকিয়াত আনি।
স্নান করাইয়া রাজা[৮] দেহত[৯] মেলানি[৯] ॥৩৫৪৭॥
শুনিঞা কৃষ্ণের কথা মগধ অধিকারি[১০]।
গন্ধবাসে[১১] পুরস্কার রাজা সবে করি[১১] ॥৩৫৪৮॥

১-১ জোড় হাতে রাজাগণ স্তুতি বড় কৈল (খ), (ঘ)
* ৩৫৪১-৩৫৪৩ সংখ্যক পদ (ঘ) পুথিতে নাই।
২ হুতাস (খ)
৩-৩ তুমি তুমি তুমি গিরি (খ)
৪ মুহূর্ত্ত প্রহর (খ)
৫-৫ খণ্ডিল বন্ধন কোটি জন্মে জত কৈল (খ);
কতেক জন্মের পুণ্যে তোমাকে দেখিল (ঘ)
৬-৬ কতেক জন্মের পুণ্যে তোমাকে দেখিল (খ);
খণ্ডিল বন্ধন কোটি জনম হইল (ঘ)
৭ মুক্তি (খ), (ঘ)
৮ নৃপে (ঘ)
৯-৯ দেহ রত্ন মনি (খ); দেহ নানা মনি (ঘ)
১০ ঈশ্বর (ঘ); ইশ্বরে (খ)
১১-১১ গন্ধ মালা বস্ত্র দিয়া তুষিল নৃপবরে (খ), (ঘ)

আনিঞাত গদাধর সব রাজাগনে।
রথ দিয়া নিজ রার্য্যে করাল্য গমনে ॥৩৫৪৯॥
জুধিষ্ঠির রাজা করিব রাজসুই।
জানাঞিল সভাকারে আসিতে তথাই ॥৩৫৫০॥
এত বলি মেলানি[১] তারে দিলা গদাধর।
জরাসিন্ধু রথে চড়ি চলিলা সত্বর ॥৩৫৫১॥
জরাসিন্ধুর পুত্রে কৃষ্ণ বৈল হাথে ধরি।
পালিহ বাপের রার্য্য মগধ[২] অধিকারি ॥৩৫৫২॥
প্রজারে পালিহ রার্য্য[৩] করিহ[৩] সাবধানে।
জুধিষ্ঠিরের রাজসুএ করিহ গমনে ॥৩৫৫৩॥
সহদেব বন্ধিলেন[৪] কৃষ্ণের চরণ।
রথে চড়ি হরিসে তিনে করিলা গমন ॥৩৫৫৪॥
নগর নিকটে গিয়া দিল সিংহনাদ।
জয় জয় সব্দ সুনি খণ্ডিল[৫] বিসাদ ॥৩৫৫৫॥
আনন্দিতে জুধিষ্ঠির বাহির হইল।
কোলে করি তিন জনে আসির্ব্বাদ দিল ॥৩৫৫৬॥
রথে হইতে উলি তিনে পরনাম করি।
মাইলত[৬] জরাসিন্ধু বলিল স্রীহরি ॥৩৫৫৭॥*
সুনিঞা সকল কথা হরিস পাইল মনে।
জরাসিন্ধ হইল বলি বলে সর্ব্ব জনে ॥৩৫৫৮॥
হেন অদ্ভুত কথা সুন সর্ব্ব লোকে।
খণ্ডিহ বিসাদ জত থাকে দুঃখ সোকে ॥৩৫৫৯॥

---

১ বিদায় (খ), (ঘ)
২ কৈল (খ), (ঘ)
৩-৩ রাজা থাকিহ (খ), (ঘ)
৪ বন্দিলেন (খ), (ঘ)
৫ ঘুচিল (খ)
৬ মারিলাম (খ) ; মারিলত (ঘ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—
তেমতে মারিল তারে জেমত বিধান।
পাঠাইলা রাজাগনে করিয়া ছোড়ান ॥ (খ), (ঘ)

গুনরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ চরনে।
ভক্তি[১] মুক্তি দুই পাবে ইহার শ্রবনে[১] ॥৩৫৬০॥

শ্রীরাগ[২]

কৃষ্ণ ভিমার্জ্জুন লৈয়া জুধিষ্ঠির রাজা।
ময়দানব আনিঞা কৈল তার পুজা ॥৩৫৬১॥
পুর্ব্বে সত্য করিয়াছি তাহার[৩] সমএ[৩]।
বিচিত্র রচিয়া সভা দেহত আমায় ॥৩৫৬২॥
সুনিঞা রাজার বোল দানব মহামতি।
রচিল বিচিত্র সভা জিনি সুরপতি ॥৩৫৬৩॥
সুভক্ষন করি রাজা কৃষ্ণে আগু[৪] নিঞা[৪]।
বসিবাত[৫] সভা মধ্যে বন্ধু জন লয়া ॥৩৫৬৪॥
হেন বেলা দুর্য্যোধন রাজা সেই ঠাঞি।
জলে স্থল জ্ঞান করি পড়িলা তথাই ॥৩৫৬৫॥
স্থলে জল জ্ঞান করি তুলিলা বসন।
দেখিয়া দ্রোপদি হাসে[৬] জত নারিগন[৬] ॥৩৫৬৬॥
হাথে ধরি ভিম সেন তুলি বসাইল।
নিশ্বাস ছাড়িয়া দুর্য্যোধন মরন মানিল ॥৩৫৬৭॥
সান্ত করি জুধিষ্ঠির কোলেতে চাপিয়া।
তুসিলত[৭] দুর্য্যোধনে রত্নবাস দিয়া[৭] ॥৩৫৬৮॥
আর দিন জুধিষ্ঠির সভাএ বসিয়া।
সুভক্ষনে আরম্ভি জজ্ঞ দৈবজ্ঞ আনিঞা ॥৩৫৬৯॥

১-১ জরাসিন্ধু বধ কৃষ্ণ করিল যেমনে (খ), (ঘ)
২ বাঙ্গাল বারাড়ি রাগ (খ) ; বঙ্গাল বারাড়ি রাগ (ঘ)
৩-৩ আমার সভার (খ)   ৪-৪ আজ্ঞা লৈয়া (ঘ)
৫ বসিলাত (খ), (ঘ)
৬-৬ দেখি হাসে নারিগন (খ) ; আদি হাঁসে নারীগণ (ঘ)
৭-৭ রত্ন বাস পরাইল বস্ত্র বদলিয়া (খ), (ঘ)

বরন করিতে সব ঋসি[১] গন আনি।
পরাসর সুক ব্যাস বড় বড় মুনি ॥৩৫৭০॥
অগস্ত্য বসিষ্ট ধোর্ম রেনুকানন্দন।
দুর্ব্বাসা কৌশিক নারদ তপোধন ॥৩৫৭১॥
আত্রেক[২] আদিক জতেক মুনিগন[২]।
সিস্য উপসিস্য সভে করিল গমন[৩] ॥৩৫৭২॥
সভার[৪] বরন কৈল জুধিষ্ঠির রাজা।
নানা রত্নে নানা দানে কৈল সভার পুজা[৪] ॥৩৫৭৩॥
ভিস্ম দ্রোন কৃপ আর ধৃতরাষ্ট রাজা।
দুর্য্যোধন ভাএ[৫] আনি কৈল পুজা ॥৩৫৭৪॥
সিসুপাল সাম্ব সৈন্ধলা করূস[৬] নৃপতি[৬]।
কাসিরাজা মৎস রাজা কর্ন্ন মহামতি[৭] ॥৩৫৭৫॥
উত্তম অধম মধ্যম জতেক বসএ।
জার[৮] জেই জোগ্য পুজা করিল সভারে[৮] ॥৩৫৭৬॥
বরিয়া[৯] বসিলা রাজা জোগ্য করিবারে।
সব রাজাগন ভক্তি করিল তাহারে[৯] ॥৩৫৭৭॥

১ ঋসি (খ) ; ঋষি (ঘ)
২-২ আত্রের ক্রতু আদি জত মুনিগণ (খ) ;
আত্রের পুত আদি ... ... (ঘ)
৩ বরণ (খ), (ঘ)
৪-৪ এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই। (খ) পুথির পাঠ এইরূপ :—
আইল্যা অনেক মুনি কত কব নাম।
বসিলেন সবে আসি জথা জোগ্য স্থান॥
৫ সভাই (খ) ; শত ভাই (ঘ) ৬-৬ করুণাধিপতি (ঘ) ৭ নরপতি (খ), (ঘ)
৮-৮ বিধি মত কৈল পুজা জেমত জার হয় (খ) ;
ত্রিবিধি মতে কৈল পুজা যেমত যার হয় (ঘ)
৯-৯ (খ) পুথিতে এই খানে পাঠ এইরূপ :—
ভিম সেন চলিল বরুন করিবারে।
সব রাজাগণ ভক্তি করিল তাহারে।
হরসিতে জুধিষ্ঠির হর্সে জোগ্য করে।

ভাণ্ডারি হইলা জজ্ঞে রাজা দুর্য্যোধন।
দান দিতে নিজোজিল কর্ম্ম মহাজন ॥৩৫৭৮॥
ভিমসেন চলিলা রন্ধন করিবারে।
সহদেবে দিলেন সব রাজা পুজিবারে ॥৩৫৭৯॥
একে একে নিজোজিল সব রাজাগন।
জজ্ঞে বসিলা রাজা করি সুভক্ষন ॥৩৫৮০॥
জজ্ঞ করে পুরোহিত বেদের[১] বিধানে।
জথোচিত[২] দক্ষিনা দিল জতেক ব্রাক্ষনে[২] ॥৩৫৮১॥
সত[৩] সত[৩] রাজা আইল সভার ভিতরে।
নানা রত্নে ভূসিত সভার কলেবরে ॥৩৫৮২॥
সভামধ্যে আনিল রাজা রত্ন অভরন।
বইল কাহার আগে করিব বরন ॥৩৫৮৩॥
স্থনিঞা সকল রাজা মৌন করিল।
নিরূপেক্ষে[৪] সহদেব উঠিয়া বলিল ॥৩৫৮৪॥
আছেএত পুজা জোগ্য ত্রিদস ইস্বর।
সংসারের সার গোসাঞি দেবগদাধর ॥৩৫৮৫॥
জাহার প্রসাদে তরি এ ভব সাগর।
সেইত[৫] সাক্ষাতে এই বৈকুণ্ঠ ইস্বর[৫] ॥৩৫৮৬॥
না কর বিলম্ব[৬] রাজা পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া।
কৃষ্ণ পুজা কর রাজা একচিত্ত হইয়া ॥৩৫৮৭॥
সহদেব বোল স্থনি ভিস্ম মহাজন।
সহদেবের বোল মোর মনের বচন[৭] ॥৩৫৮৮॥

---

১ বিবিধ (খ), (ঘ)
২-২ যথোচিত পুজা কৈল সকল ব্রাহ্মণে (ঘ)
৩-৩ শত শত (খ) ; যত যত (ঘ)
৪ বীর পক্ষে (ঘ)
৫-৫ তিহোঁ বিত্তমানে আগে পুজিব কাহারে (খ) ;
তাহা বিত্তমানে আগে করিবে কাহারে (ঘ)
৬ বিস্ময় (খ), (ঘ)
৭ কথন (খ)

ধ্যান করি চিন্তে জেই প্রভূর চরন।
সাক্ষাতে সেই প্রভূ করহ অর্চ্চন[1] ॥৩৫৮৯॥
ভারাবতারনে প্রভূ আপনি অবতার।
ত্রৈলক্ষের নাথ গোসাঞি সংসারের সার ॥৩৫৯০॥
জাহার প্রসাদে তরি এ ভব সাগর।
সাক্ষাতে[2] সেই প্রভূ স্থন নৃপবর[2] ॥৩৫৯১॥
তোমার ভাগ্যের সিমা বলিতে না পারি।
তোমার প্রসাদে মুক্ত হস্তিনা নগরি ॥৩৫৯২॥
হস্তিনানগর হৈল বৈকুণ্ঠ পুরি।
বিষ্ণুসভা মদ্ধে বস্যাছেন দেব শ্রীহরি ॥৩৫৯৩॥
স্থনিঞা ভিস্মের বোল পাদ্যঅর্ঘ্য লইয়া।
কৃষ্ণকে পুজিল রাজা চরনে ধরিয়া ॥৩৫৯৪॥
পিতবাস জোগ্য[3] দিল নানা অভরন।
নানাবিধ রত্নে কৈল সর্ব্বাঙ্গে ভূসন ॥৩৫৯৫॥
পাদোদক লইয়া রাজা বড় কুতুহলে।
সবংসে মস্তকে নিল মানিঞা সফলে ॥৩৫৯৬॥
এতেক কৃষ্ণের পুজা দেখি সিশুপাল।
অভিমানে কোপ তার বাড়িল বিসাল ॥৩৫৯৭॥
আসন ছাড়িয়া বৈসে বলে কটুবানি।
জত মন্দ বলে তাহা ভুকানে না স্থনি ॥৩৫৯৮॥
মিথ্যা কাজে হেন সভায় করিল গমন।
নপুংসক বোলে করে সেবক[4] পুজন ॥৩৫৯৯॥
বড়[5] বড় রাজা আছে বড় জুদ্ধপতি[5]।
অধমের[6] পুজা হৈল কাহার সম্মতি ॥৩৬০০॥

---

১ অর্চ্চন (খ), (ঘ)
২-২ সাক্ষাতে থাকিতে তিহোঁ পুজিব কাহারে (খ), (ঘ)
৩ জোড় (খ)
৪ সে সব (খ)
৫-৫ মহা মহা রাজা আছে মহা জোদ্ধাপতি (খ)
৬ অধর্ম্মের (খ)

কিবা গোপ কীবা ক্ষেত্ব বলিতে না পারি।
জাত্যের নির্ণয় নাহি তারে আগু বরি ॥৩৬০১॥
রাজার বসতি তাহা ক্ষে ছাড়িয়া।
সমুদ্রের[১] তিরে বৈসে চণ্ডাল হইয়া[১] ॥৩৬০২॥
সিসুকাল হইতে হরে বান্ধবের নারি।
বড় বড় রাজা সব কুড়া[২] করি মারি ॥৩৬০৩॥
নরক নামে মহারাজা পৃথুবি ভিতরে।
কপটে মারিল তারে জানএ সংসারে ॥৩৬০৪॥*
একত্রে করিতে বিভা আনিক নারি।
দেসে দেসে হইতে আনে রাজার কুমারি ॥৩৬০৫॥
তারে[৩] মারি তার সব নারিগন লৈয়া[৩]।
তাহা লৈয়া ঘর করে বলেতে হরিয়া ॥৩৬০৬॥
জরাসিন্ধু মহারাজার পুরি[৪] প্রেবেসিয়া[৪]।
কপট সন্যাসি বেসে তারে[৫] বধে গিয়া[৫] ॥৩৬০৭॥
সমুখে তাহার জুদ্ধ সহিবারে[৬] নারি[৬]।
মথুরা ছাড়িয়া কৈল[৭] দ্বারকা নগরি[৭] ॥৩৬০৮॥
পুরি ছাড়ি পালাইয়া পর্ব্বতে লুকাইল।
উহার কারনে সেই পর্ব্বত পুড়িল ॥৩৬০৯॥†
পর্ব্বত পুড়িতে পুড়ে জত গিরিবাসি।
এতেক পাতকী[৮] হৈয়া[৮] সমুদ্র কুলে বসি ॥৩৬১০॥
জবন রাজার সঙ্গে জুদ্ধ[৯] সে আঙ্গিয়া[৯]।
রথ ছাড়ি স্রীগাল হেন গেল পালাইয়া ॥৩৬১১॥

১-১ অন্তজ বসতি করে সমুদ্রতলে [কুলে (ঘ)] গিয়া (খ), (গ)   ২ জুক্তি (খ)

* (খ) পুথিতে ৩৬০৪ সংখ্যক পদটি ও তৎপরবর্ত্তী পদের প্রথম কলিটি নাই।

৩-৩ রাজা সব মারি তার নারিগন লৈয়া (খ)

৪-৪ প্রবেসিয়া পুরি (খ) ; প্রবেশিয়া পুরী (ঘ)   ৫-৫ তার প্রান হরি (খ), (ঘ)

৬-৬ নারে সহিবারে (খ) ; সহিতে না পারে (গ)   ৭-৭ পলাইল তার ডরে (খ), (ঘ)

† ৩৬০৯ ও ৩৬১০ সংখ্যক পদ (ঘ) পুথিতে নাই।   ৮-৮ পাতক লৈয়া (খ)

৯-৯ জুদ্ধ তেয়াগিয়া (খ) ; যুদ্ধ সে করিয়া (ঘ)

মুচকুন্দের নিদ্রা ভাঙ্গে সে কাল জবন।
দেবের[১] বর হইতে হৈল[১] তাহার মরন ॥৩৬১২॥
আপুনি সে কোন কর্ম্ম করিতে না পারে।
মহা মহা রাজা সব কুড়া[২] করি মারে ॥৩৬১৩॥
কংসের সেবক হৈয়া তার প্রান হরে।
সেবকে মারিব বলি রাজা নহিল সত্বরে ॥৩৬১৪॥
অপ্রমান নাহি কহি সভার[৩] ভিতরে।
নপুংসকের বোলে রাজা আগু তারে বরে ॥৩৬১৫॥
সুন সাল্ব দন্তবক্র সুন কাসিরাজা।
সভা ছাড়ি চল সভে নাহি লিব পূজা ॥৩৬১৬॥
এত বলি ক্রোধ করি উঠে ঘনে ঘন।
সঘনে নিস্বাস ছাড়ে করএ তর্জ্জন[৪] ॥৩৬১৭॥ *
এতেক কৃষ্ণের নিন্দা ভর্চ্চন[৫] সুনিএগ।
উঠিলেন ভিমার্জ্জুন হাথে অস্ত্র লৈয়া ॥৩৬১৮॥
দুই জনে[৬] জুদ্ধ হএ দেখি চক্রপানি।
উঠিয়া নিসেধ কৈল কহি কীছু বানি ॥৩৬১৯॥
সুন ভিমার্জ্জুন তুমি স্থির হৈয়া রহ।
জুদ্ধ না করহ মোর বচন রাখহ[৭] ॥৩৬২০॥

১-১ তার নিদ্রা ভাঙ্গি হৈল (খ), (ঘ)
২ জুক্তি (খ)
৩ সংসার (খ)
৪ গর্জ্জন (খ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—

নকুল সহদেব সত্ত যুধিষ্ঠিরের গণ।
উঠিলা সে শিশুপালের লইতে জীবন ॥
এত দেখি শিশুপাল হাতে অস্ত্র লইআ।
তার পক্ষ রাজা উঠে তার সঙ্গ হইআ ॥ (খ), (ঘ)

৫ তচ্চন (খ) ; ভর্ৎসন (ঘ)
৬ দলে (খ)
৭ সুনহ (খ) ; শুনহ (ঘ)

আমার বধ্য বঠে[১] বধিব এখনে।
উহাতে তোমাতে জুদ্ধে নাহি প্রয়োজনে ॥৩৬২১॥
উহার মাএর স্থানে সত্যে হব পার।
তে কারনে সহি রুত বলে অবেভার[২] ॥৩৬২২॥
জগনে জম্মিল অই বাপের ভবনে[৩]।
চতুর্ভুজ দেখি সভে ত্রাস পাইল মনে ॥৩৬২৩॥
হেনকালে নারদ মুনি কইল আগমন।
ত্রাস না করিহ মনে[৪] শুনহ বচন[৪] ॥৩৬২৪॥
মহাসুর মহারাজা হব মহিতলে।
বিসাদ তেজিয়া সভে কর কুতুহলে ॥৩৬২৫॥
দিভূজ হইব এই জার দরসনে।
সেই সে ইহার বৈরি[৫] বধিব পরানে ॥৩৬২৬॥
বলিয়া নারদ গেলা আপনার স্থান।
তবে উহার বাপমাএ করি অনুমান ॥৩৬২৭॥
উৎসব[৬] করিয়া সব বান্ধবে আনিল।
সভারে দেখায়া পুত্রের সত্রুকে চিনিল ॥৩৬২৮॥
দুত পাঠাইয়া তবে আনি সর্ব্বজনে।
বাপমাএর[৭] সঙ্গে আমি করিল গমনে ॥৩৬২৯॥
আমার বাপের ভগ্নি উহার মা[৮] হয়।
সেই ত সম্বন্ধে গেলাও তাহার নিলয় ॥৩৬৩০॥
আমা দরসনে হৈল দিভূজ কুমার।
দেখিয়াত মা[৯] উহার কৈল পরিহার ॥৩৬৩১॥

---

১ উহা আমি (খ), (ঘ)
২ অহঙ্কার (খ) ; বার বার (ঘ)
৩ ভুবনে (ঘ)
৪-৪ মনে বলিল বচন (খ), (ঘ)
৫ রিপু (খ), (ঘ)
৬ উচ্ছব (খ)
৭ পিতৃমাতৃ (খ), (ঘ)
৮ মাতা (খ), (ঘ)
৯ পিতৃষসা (খ) ; পিতৃস্বসা (ঘ)

নারদের বাক্য আজি সরূপ হইল[১]।
তোমার[২] বৈরি মোর পুত্র সরূপে জানিল[২] ॥৩৬৩২॥
কিন্তু এক বোল বলি করি পরিহার।
এক সত দোস পুত্রের[৩] না লিবে ইহার ॥৩৬৩৩॥
তাহার বচনে আমি অনুমতি দিল।
তে কারনে সতেক গালি কর্ম্ম পাতি নিল ॥৩৬৩৪॥
সত্য করি বৈল উহার মাএর বিস্তমানে।
তেঞি সে সহিল আমি এত অপমানে ॥৩৬৩৫॥
অপরাদ[৪] গনি আমি[৪] হেটমাথা করি।
সতেক অবধি[৫] হৈবে[৫] পাঠাব যমপুরি ॥৩৬৩৬॥
সতেক[৬] অবধি হৈল[৬] দেখ বিস্তমানে।
বিসাসয়[৭] গালি দিলেক শুনে সর্ব্বজনে[৭] ॥৩৬৩৭॥
ইহা বলি চক্র ছাড়ি দিল গদাধর।
উঠিল জে চক্র গোটা আকাস উপর ॥৩৬৩৮॥
সূর্য্য হেন[৮] তেজচক্র তুরিত গমনে।
কাটিল মস্তক তার সভা বিস্তমানে ॥৩৬৩৯॥
হাহাকার হইল সব রাজ্যের সম্মুখে[৯]।
হরসিতে পুষ্পবৃষ্টী করিল দেবলোকে[১০] ॥৩৬৪০॥
সিসুপালের তেজ[১১] উঠিয়া আকাসে সত্বরে[১১]।
সর্ব্বজন দেখে সাস্তাএ[১২] কৃষ্ণের সরিরে[১৩] ॥৩৬৪১॥

---

১ চাহিল (খ), (ঘ)
২-২ তোমার পুত্র আমার বৈরি জন্মিল (খ) ৩ পুত্তা (খ), (ঘ)
৪-৪ অপমান সুনি আমি (গ) ৫-৫ অধিক হৈলে (খ), গ
৬-৬ অধিক হইল সবে (খ) ; শতের অধিক হৈল (ঘ)
৭-৭ এখন উপায়ে আমি লইব পরান (খ) ;
একমত্ত হবে আমি লইমু পরান (ঘ
৮ জিনি (খ), (ঘ) ৯ সমাজে (খ), (ঘ)
১০ দেবরাজে (খ), (ঘ) ১১-১১ তেজময় উঠিয়া সর্ত্তরে (খ) ; তেজ উড়িয়া সত্বরে (ঘ)
১২ সাজাবে (খ) ১৩ কলেবরে (খ), (ঘ)

সিসুপালে কাটি চক্র হাতকে[১] আইল।
দেখিয়া সকল লোক চমৎকার পাইল ॥৩৬৪২॥
সর্ব্বরাজাগন[২] তবে বিস্মিত হৈল মনে।
নারদে পুছেন কহ ইহার কারনে ॥৩৬৪৩॥
নারদ কহেন কথা সুন নৃপবরে।
জয়বিজয় দ্বারি বৈকুণ্ঠপুরে ॥৩৬৪৪॥
সনক আদি জাএ জদি গোসাঞি দেখিতে।
রোহাইয়া[৩] দ্বারে[৩] তারে বলে বিপরিতে ॥৩৬৪৫॥
ক্রোধ হৈয়া সনকাদি সাঁপ দিল তারে।
অসুর[৪] হইয়া জন্ম পৃথুবি ভিতরে ॥৩৬৪৬॥
সাঁপ হৈতে পাত[৫] হএ দেখি দুই জনে।
দন্তে তৃন করি বলে কাকুতি বচনে ॥৩৬৪৭॥
সাঁপে সাঁপান্ত কর সুন মহাসয়।
কেমতে গমন এথা ঝাঁট মোর হয় ॥৩৬৪৮॥
স্তুতি সুনি দয়া তারে হইল আরবার।
সত্রু ভাবে চিন্ত বিষ্ণু পাইবে নিস্তার ॥৩৬৪৯॥
সেই পাপে জন্ম আসি দুই সহোদর।
হিরন্যাক্ষ হিরন্যকসিপু জগতে[৬] গোচর[৬] ॥৩৬৫০॥
বরাহরূপে গোসাঞি পৃথুবি উদ্ধারি।
হিরন্যাক্ষ[৭] মারিল প্রথম অবতারে[৭] ॥৩৬৫১॥
হিরন্যকসিপু মারিল নরসিংহ হইয়া।
পুনর্জর্ম্ম[৮] দুঁহে লভিল আসিয়া ॥৩৬৫২॥

---

১ হস্তকে (খ), (ঘ)
২ সর্ব্বরাজা (খ), (ঘ)
৩-৩ দুয়ারে রাখিয়া (খ)
৪ মনুষ্য (খ), (ঘ)
৫ নিপাত (খ), (ঘ)
৬-৬ দৈত্যেশ্বর (খ), (ঘ)
৭-৭ বরাহ আকারে গোসাঞী হিরণ্যাক্ষ মারে (খ), (ঘ)
৮ পুনরপি (খ), (ঘ)

বিশ্বশ্রবার বির্য্যে জন্ম কেসির[১] উদরে।
রাবন কুম্ভকর্ম্ম হইল দুই সহোদরে ॥৩৬৫৩॥*
শ্রীরামরূপে তার বধিল জিবন।
পুনরপি জন্মে আসি সেই দুইজন ॥৩৬৫৪॥
সিসুপাল দন্তবক্র দুনাম[২] উহার[২]।
এখন গোসাঞের চক্রে মরন তাহার ॥৩৬৫৫॥
তিন অবতারে গোসাঞি আপনি মারিয়া।
পাঠাইল আপন[৩] পুরি মুক্তি পদ দিয়া ॥৩৬৫৬॥
কহিল সকল কথা স্থন নৃপবরে।
দেখিলে আসি সাম্ভাইল কৃষ্ণের সরিরে ॥৩৬৫৭॥†
বড় ভাগ্যবান তুমি সংসার ভিতরে।
হেন প্রভূ কুটুম্ব করি বলএ তোমারে ॥৩৬৫৮॥
হরসিতে জুধিষ্ঠির আপনা পাসরি।
সবান্ধবে কৃষ্ণে আসি দণ্ডবত করি ॥৩৬৫৯॥
কৃষ্ণবিজয়[৪] কথা শুনহ সংসারে।
একমনে[৫] চিন্ত হরি বল বারে বারে[৫] ॥৩৬৬০॥
কৃষ্ণ স্রুঙরনে[৬] মুকতি হয় নাহিক বিস্ময়।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দবিজয়[৭] ॥৩৬৬১॥

কানড়রাগ[৮] ॥

সাম্বরাজার জুদ্ধ স্থন অপুর্ব্ব[৯] কহিনি।
সম্মোহ[১০] পাইল[১০] জাতে দেবচক্রপানি ॥৩৬৬২॥

১ নিকষা (খ)
২-২ নাম দুহার (খ)
৩ বৈকুণ্ঠ (খ)
* ৩৬৫৩-৩৬৫৬ সংখ্যক পদ (খ) পুঁথিতে নাই।
† এই কলিটি (খ) পুঁথিতে নাই।
৪ শ্রীকৃষ্ণবিজয় (খ), (ঘ)
৫-৫ যা শুনিলে যায় লোক বৈকুণ্ঠ পুরে (ঘ)
৬ ভাবিলে (খ), (ঘ)
৭ শ্রীকৃষ্ণবিজয় (খ), (ঘ)
৮ হিন্দোল রাগ (খ), (ঘ)
৯ অদ্ভুত (খ), (ঘ)
১০-১০ আপনা পাসরে (খ), (ঘ)

রুক্মি[১] সয়ম্বরে সবে[২] জুদ্ধ হইল।
সেই জুদ্ধে সার্ল্বরাজা পরাভব পাইল ॥৩৬৬৩॥
ঘর নাহি গেল রাজা গেল তপ করিবারে।
গোবিন্দ নাসিতে চিন্তে আরাধে সঙ্করে ॥৩৬৬৪॥
উর্দ্ধ পাএ অনাহারে[৩] দ্বাদস বৎসর।
কায়মনবাক্যে রাজা চিন্তে[৪] মহেস্বর[৪] ॥৩৬৬৫॥
অল্পে সন্তোষ সিব মায়াত[৫] পাতিয়া[৫]।
বর মাগ বৈল রাজা সন্তুষ্ট[৬] হইয়া[৬] ॥৩৬৬৬॥
তবে পুনরপি রাজা চেতন করিয়া[৭]।
প্রনতি করিয়া বলে হরকে দেখিয়া ॥৩৬৬৭॥
রাজার[৮] স্তুতি শুনি হর তুষ্ঠ হৈয়া।
বর মাগ[৯] রাজা তুমি অমর এড়িয়া ॥৩৬৬৮॥*
মহেসের[১০] কথা শুনি রাজা মহাসয়[১০]।
বর মাগে রাজা সিবের ধরি দুই পায় ॥৩৬৬৯॥
মনস্থ জিনিতে মোরে নারিব সংসারে।
হেন বর দেহ মোরে বলিল[১১] তোমারে[১১] ॥৩৬৭০॥
অন্তরিক্ষে রহিব[১২] মায়া পুরিত রচিয়া।
তথাই করিব জুদ্ধ নানা অস্ত্র লৈয়া ॥৩৬৭১॥

---

১ রুক্মিণীর (গ), (ঘ)
২ কবে (খ) ; বৰে (ঘ)
৩ নিরাহারে (খ), (ঘ)
৪-৪ আরাধে শঙ্করে (খ), (ঘ)
৫-৫ মায়াতে পড়িয়া (গ)
৬-৬ অধিষ্ঠান হইয়া (খ), (ঘ)
৭ পাইয়া (খ)
৮ নৃপতির (খ) ; নরপতির (ঘ)
৯ লহ (খ), (ঘ)
* অতিরিক্ত পাঠ :—

সিগ্রগতি জাব আমি তোরে বর দিয়া।
তুরিত গমনে জাব সর্গকে চলিয়া ॥ (খ)

১০-১০ সিবের বচন শুনি লোমাঞ্চিত গায়ে (খ) ;
মহেশের······························ (ঘ)
১১-১১ দেব মহেশ্বরে (খ)
১২ ভ্রমি (খ) ; ভ্রমিমু (ঘ)

সেইত বর তারে দিল তৃলোচন।
মায়াপুরি নানা অস্ত্র পাইল ততক্ষন ॥৩৬৭২॥
সেই[১] মতে[১] গেলা রাজা দ্বারিকা নগরে।
অন্তরিক্ষে আৎসাদিল[২] গগন[৩] উপরে ॥৩৬৭৩॥
দ্বারকার ঘর ভাঙ্গে নানা অস্ত্র লইয়া।
চিন্তাএ আকুল লোক কি হৈল আসিয়া ॥৩৬৭৪॥
বিসেসে নাহিক কৃষ্ণ[৪] দ্বারিকা নগরে।
জুধিষ্ঠিরের ঘর গেলা জজ্ঞ করিবারে ॥৩৬৭৫॥
নাহিক বলদেব সব সুখ পাইয়া[৫]।
অধিক তাপিত[৬] লোক বড় পাইয়া ॥৩৬৭৬॥
হেন বেলা প্রদ্যুম্ন বির কলরব স্তুনি।
রথে চড়ি অস্ত্র লৈয়া চলিল আপুনি ॥৩৬৭৭॥
সাম্ব অনিরুদ্র আদি জতেক কুমার।
গদসার্ত্যকী আদি জত বির আছে আর ॥৩৬৭৮॥ *
উগ্রসেন মহারাজা লড়িলা সত্বরে।
হস্তি ঘোড়া রথ সাজে জুদ্ধ করিবারে ॥৩৬৭৯॥
সাজ সাজ বলিয়া টমকে দিল তরা।
বিরানই কোটি সাজে পর্ব্বতিয়া ঘোড়া ॥৩৬৮০॥
কৃষ্ণের কুমার জত সংহতি করিয়া।
বলে উগ্রসেন রাজা জুদ্ধ করি গিয়া ॥৩৬৮১॥
দেখিয়াত সাল্বরাজা সম্মখে আসিয়া।
বির দর্প করেন কীছু বলেন হাসিয়া ॥৩৬৮২॥

১-১ বর পাইয়া (খ)
২ আচ্ছাদিল (খ), (ঘ)
৩ আকাশ (খ), (ঘ)
৪ লোক (ঘ)
৫ দেখিয়া (খ), (ঘ)
৬ চিন্তিল (খ), ত্রাসিত (ঘ)
* ৩৬৭৮-৩৬৮০ সংখ্যক পদ (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

ছাওালের সঙ্গে রাজা আইস কি কারনে।
তোমাকে মারিলে জস দিবেক[১] কোন জনে[১] ॥৩৬৮৩॥
আস্থক তোমার কৃষ্ণ জুর্দ্ধ করিবারে।
জাহাকে মারিলে জস ঘুসিব সংসারে ॥৩৬৮৪॥
ইহাত[২] স্থনিঞা কোপে কৃষ্ণের নন্দন।
বির দাপে উচ্যস্বরে বলিছে বচন[৩] ॥৩৬৮৫॥
মোর বানে জাবে আজি জমর করন[৪]।
কোন কাজে কৃষ্ণ তোমার বধিব জিবন ॥৩৬৮৬॥
হেনমতে[৫] দুই জনে হৈল মহারন।
অনেক দিবস জুর্দ্ধ করে দুই জন ॥৩৬৮৭॥
কেহত করিতে নারে কাহার লংঘন।
নিতি নিতি দুইজনে করে মহারন[৫] ॥৩৬৮৮॥
তবে উগ্রসেন রাজা সংগ্রামেতে গিয়া।
করিল দান জুদ্ধ ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া ॥৩৬৮৯॥ *
এথা সে হস্তিনা পুরে দেব শ্রীহরি
জুধিষ্ঠির সঙ্গে বসি জজ্ঞ সির্দ্ধ করি ॥৩৬৯০॥
উতপাত দেখিয়া মনে চিন্তে চক্রপানি।
দ্বারিকা নাস কীবা করে সাল্ব নৃপমনি ॥৩৬৯১॥
জুধিষ্ঠীরে বৈল তবে দৈবকী নন্দন।
দ্বারিকা লজ্ঞিল কীবা[৬] লএ মোর মন ॥৩৬৯২॥
মেলানি মাগিয়া কৃষ্ণ চড়ি নিজ রথে।
অষ্ট মহিসি সঙ্গে চলিলা জগন্নাথে ॥৩৬৯৩॥

১-১ নাহিক ত্রিভুবনে (খ), (ঘ)
২ এতেক (খ), (ঘ)
৩ তর্জ্জন (খ), (ঘ)
৪ সদন (ঘ)
৫-৫
হেনমতে মহারন হইল কর্কস।
দুইজনে জুর্দ্ধ করে অনেক দিবস।
কেহ কারে না পারে করিতে পরাজয়।
নিতি নিতি করি জুর্দ্ধ বান মাত্র ক্ষয়। (খ)
* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।
৬ কেহ (খ), (ঘ)

এথা[১] দ্বারিকা মদ্ধে অনেক দিবসে[১] ।
করিল অনেক জুদ্ধ কায় মন আসে ৬৯৪॥
প্রদ্যুম্ন নামেতে বির সাম্বের পাএ বর।
জুর্দ্ধ করিবারে আইসে সংগ্রাম ভিতর ॥৩৬৯৫॥
আসিয়া প্রদ্যুম্ন সনে করে মোহারন।
বান বৃষ্টে আৎসাদিল[২] রবির কিরন ॥৩৬৯৬॥
রুসিয়াত কামদেব ধনুর্ব্বান লইয়া।
কাটিল সকল অস্ত্র সন্ধান পুরিয়া ॥৩৬৯৭॥
পুন[৩] পুন এড়ে অস্ত্র[৩] অসেস মায়ায়।
তাহাত কাটে কাম ইসত লিলায় ৩৬৯৮॥
পুনরপি আইসে সেল হাতেত লইয়া।
মারিলেক প্রদ্যুম্নের হৃদএ চাপিয়া ৩৬৯৯॥
সেলের[৪] ঘাএ[৪] মোহো গেলা কৃষ্ণের নন্দন।
রথ লৈয়া দারুক পুন পালাএ[৫] তখন[৫] ॥৩৭০০॥
খেনেক রহিয়া কাম পাইল[৬] চেতন[৬] ।
সারথিরে[৭] তবে কাম বইল বচন[৭] ॥৩৭০১॥
কেন হেন কইলে পাপ সংগ্রাম[৮] খীকার[৮] ।
জুদ্ধে পলাইলে[৯] অবজস ঘুসিব সংসার ॥৩৭০২॥
জদুবংসে জত জত রাজা উপজিল।
জুদ্ধে পালাএ কেহ কভু না সুনিল ৩৭০৩॥
জোড় হাতে সারথি বলে সুন মহাসয়।
সাস্ত্রমত কর্ম্ম করিলে কভু[১০] মন্দ নয়[১০] ॥৩৭০৪॥

১-১ দ্বারকায় নাহি বুঝ অনেক দিবসে (খ), (ঘ)　　২ আচ্ছাদিল (খ), (ঘ)
৩-৩ পুন অস্ত্রে আচ্ছাদিল (খ), (ঘ)　　৪-৪ সেল ঘায়ে (খ), (ঘ)
৫-৫ করে পলায়ন (খ), (ঘ)　　৬-৬ চেতন পাইয়া (খ), (ঘ)
৭-৭ সারথিকে বলে মনে কষ্ট করিয়া (খ) ;
সারথিকে বলে কিছু কষ্ট সে করিয়া (ঘ)
৮-৮ কুলের খাঁখার (খ), (ঘ)　　৯ ভঙ্গ (খ), (ঘ)
১০-১০ দোস নাহি হয় (খ) ; দোষ কিছু নয় (ঘ)

অস্ত্র ঘাএ রথি জবে হএ অচেতন।
রথ[1] লৈয়া সারথি পালাএ ততক্ষন[1] ॥৩৭০৫॥
পুনরপি[2] চেতন পাইলে জাএ জুদ্ধ করিবারে।
বিপক্ষ মারএ গিয়া সংগ্রাম ভিতরে[2] ॥৩৭০৬॥
ক্রোধ সম্বরি চল[3] জুদ্ধ করিবারে।
মারহ বিপক্ষ জস ঘুসিব সংসারে ॥৩৭০৭॥
মধুপান করি কাম সিংহনাদ করে।
বান বরিসন করে প্রদ্যুম্ন উপরে ॥৩৭০৮॥
পুনরপি প্রদ্যুম্ন করে বান বরিসন।
কাটিল সকল অস্ত্র কৃষ্ণের নন্দন ॥৩৭০৯॥
হাসিয়াত কামদেব চক্র লৈল হাথে।
সাম্ব বলি এড়িল চক্র প্রদ্যম্নের রথে[4] ॥৩৭১০॥
সূর্য্য হেন তেজ চক্রের আকাসে উঠিল।
প্রদ্যুম্নের মাথা কাটি পুনরপি আইল ॥৩৭১১॥
প্রদ্যুম্ন পড়িল দেখি কৃষ্ণের কুমারে।
সিংনাদ ছাড়ি বলে[5] সংগ্রাম ভিতরে ॥৩৭১২॥
কুপিলত সাম্বরাজা প্রদ্যুম্ন মরনে।
কামের উপরে করে বান বরিসনে ॥৩৭১৩॥
পুন অস্ত্র আৎসাদিল আকাস মাঝাএ।
সব অস্ত্র কাটে কাম ইসত লিলাএ ॥৩৭১৪॥ *

১-১ সারথি করয়ে রথ লৈয়া পলায়ন (খ), (ঘ)

২-২ চেতন পাইয়া পুন জুদ্ধ মাঝে গিয়া।
[illegible] শত্রু দল রণে প্রবেশিয়া॥ (খ);
পুনরপি চেতন পায়ে রণ মধ্যে গিয়া।
কিনিল বিপক্ষ রণ যুদ্ধে প্রবেশিয়া॥ (ঘ)

৩ যাহ (খ), (ঘ)

৪ সাথে (ঘ)

৫ বুলে (খ); বোলে (ঘ)

* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

হেন বেলায় গোবিন্দাই আইলা সত্বরে।
পৃয়াসব এড়ি গেলা জুদ্ধ করিবারে ॥৩৭১৫॥
বান বৃষ্টি[১] কৈল তবে সাল্বের উপরে।
অতি ঘোরতর জুদ্ধ নারি সহিবারে ॥৩৭১৬॥
মায়া করি অন্তরিক্ষে উঠিল[২] আকাসে[২]।
নানা অস্ত্র বরিসএ নাহিক অবকাসে ॥৩৭১৭॥
চারি দিগে অস্ত্র এড়ি দেখিতে না পাই।
অস্ত্র ঘাএ জজ্জর হইলা গোবিন্দাই ॥৩৭১৮॥
তবে কথোক্ষনে রাজা রথের উপরে।
বসুদেবের চুলে ধরি বলে গোবিন্দেরে[৩] ॥৩৭১৯॥
সুন সুন গোবিন্দাই কী কর বড়াঞি।
তোর বাপে কাটি পাড়ো[৪] দেখ এই ঠাঞি[৪] ॥৩৭২০॥
এত বলি মুণ্ড তার কাটিল সত্বর।
পেলাইল কন্দ[৫] গোটা ভূমের উপর ॥৩৭২১॥
তবেত দৈবকী দেবি আউদড় চুলে।
সংগ্রামে বসিয়া কান্দে স্বামি করি কোলে ॥৩৭২২॥
অনেক বিলাপ করি ক্রন্দন করিল।
কান্দিতে কান্দিতে কাছু[৬] কৃষ্ণেরে বলিল[৬] ॥৩৭২৩॥
তোর বিছমানে তোর পিতার মরন।
সজাহ আনল কুণ্ড তেজিব জিবন ॥৩৭২৪॥
হাতাসএ[৭] গোবিন্দাই সোকাকুল হৈয়া।
মা বাপ দেখিয়া কান্দে অস্ত্র পেলাইয়া[৮] ॥৩৭২৫॥
এত অবজস মোর হইল ঘোসন।
আমা বিছমানে হৈল বাপের মরন ॥৩৭২৬॥

১ বরিসেন (খ); বরিষেণ (ঘ)
২-২ নাহিক আকাশে (খ), (ঘ)
৩ গদাধরে (খ), (ঘ)
৪-৪ পাঠাব যমঠাই (খ), (ঘ)
৫ কন্ধ (খ); স্কন্দ (ঘ)
৬-৬ দেখি গোবিন্দে বলিল (খ)
৭ মাতৃমনে (খ)
৮ সে ছাড়িয়া (খ), (ঘ)

সোকে ব্যাকুল কৃষ্ণ সংগ্রাম ভিতরে।
ডাক দিয়া বলে সল্ব করি উচ্চস্বরে ॥৩৭২৭॥
বড় বড় রাজা সঙ্গে মায়া জুদ্ধ করি।
সভাকে কপটে মারি বৈস দ্বারকা নগরি ॥৩৭২৮॥
আজিত আমার ঠাঞি মরন তোমার।
ভাঙ্গিয়া দ্বারকা পুরি[১] করিব[১] ছারখার ॥৩৭২৯॥
এতেক কুটুম্বের মোর বধিলে জিবন।
তোমার রক্তে করিব[২] আজি সভার তর্পন ॥৩৭৩০॥
এতেক বিরূপ বলে সংগ্রাম ভিতরে।
হেট মাথা করি কৃষ্ণ না দেন উত্তরে ॥৩৭৩১॥
চিন্তিতে চিন্তিতে মনে হইল স্মরন।
কপট করিয়া সাল্ব রাজা করে রন ॥৩৭৩২॥
নাহি মরে বাপ মোর নহেত দৈবকী।
মায়াতে[৩] করিয়া জুঝে সাল্ব পাতকী[৩] ॥৩৭৩৩॥
হাত পা পাখালি কৃষ্ণ আচমন করি।
অস্ত্র লৈয়া উঠে কৃষ্ণ রথের উপরি ॥৩৭৩৪॥
ডাকিয়া বলেন কৃষ্ণ সুন সাল্ব নরপতি।
মায়ারন করিলে জত বুঝিলে সকতি ॥৩৭৩৫॥
এখনে হইল মায়া কৃষ্ণের গোচর।
এক বানে কাটি তোরে পাঠাব[৪] জম ঘর ॥৩৭৩৬॥
এতবলি গোবিন্দাই এড়ি দসবান।
কাটিয়া সাল্বের মাথা করে[৫] খান খান ॥৩৭৩৭॥
কাটিল সকল মাথা আকাসে[৬] জত ছিল।
সর্ব্ব সেনাগন কাটি সিংহ নাদ কৈল ॥৩৭৩৮॥

১-১ আজি করোঁ (খ), (ঘ)
২ করো (খ) ; করিমু (ঘ)
৩-৩ মায়া সব জানি কৃষ্ণ হইল কৌতুকী (খ), (ঘ)
৪ পাঠাও (খ) ; পাঠাই (ঘ)
৫ কৈল (খ), (ঘ)
৬ মায়া (খ), (ঘ)

জয় জয় সব্দ[1] কৈল সব দেবগন[1]।
জুঝ্ঝ জিনি ঘর আইলা দেব নারায়ন ॥৩৭৩৯॥
অদ্ভুত সাম্বের জুর্দ্ধ কৃষ্ণের মোহন।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দ[2] চরন[2] ॥৩৭৪০॥

*

দ্বারিকাএ নানা রঙ্গে[3] বৈসে নারায়ন।
পৌত্র অনিরুদ্রে দেখি হরসিত মন ॥৩৭৪১॥
হেন বেলা রুক্নি দেবি জোড় হাত করি।
মোর বোল অবগতি করহ শ্রীহরি ॥৩৭৪২॥
দোস কৈল ভাই মোর পড়হু চরনে।
তার দোস খণ্ড[4] গোসাঞি মোর নিবেদনে[4] ॥৩৭৪৩॥
অনিরুদ্রে বিভা দিতে মনে[5] ইৎসা[5] কৈল।
আপনার পৌত্‌ দিতে বলিয়া পাঠাইল ॥৩৭৪৪॥
জদি আজ্ঞা কর মোরে[6] শ্রীমধুসোদন।
বর লৈয়া তবে[7] গোসাঞি[7] করহ গমন ॥৩৭৪৫॥
এতেক বিনয় করিল জোড় হাত করি।
করাব পৌত্রের বিভা আজ্ঞা[8] দিল হরি[8] ॥৩৭৪৬॥
এতবলি[9] গদাধর[9] লড়িলা সত্বরে।
ভোজ[10] রাজার কটক[10] গেলা রুক্নি রাজার ঘরে ॥৩৭৪৭॥
প্রদ্যুম্ন লড়িলা আর বলদেব মোহাসয়।
রুক্নিনি সহিত গেলা রুক্নি রাজার নিলয় ॥৩৭৪৮॥

১-১ পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবগন (খ), (ঘ)
২-২ বন্দি নারায়ন (খ), (গ)
* মঙ্গল রাগ (খ) ; রামক্রীড়া রাগ (ঘ)
৩ সুখে (খ), (ঘ)
৪-৪ ক্ষম প্রভু কমল লোচনে (খ), (ঘ)
৫-৫ ছাই ইচ্ছা (খ), (ঘ)
৬ প্রভু (খ) ; গোসাঞী (ঘ)
৭-৭ আপনি তথা (খ), (ঘ)
৮-৮ বলিল শ্রীহরি (খ), (ঘ)
৯-৯ এতেক বলিয়া কৃষ্ণ (খ), (ঘ)
১০-১০ ভোটকট রাজা (খ) ; ভোজরাজ রাজা (ঘ)

কৃষ্ণের গমনে হরসিত রুক্মি রাজা।
ঘরে আনি সভাকারে কৈল বড় পুজা ॥৩৭৪৯॥
মিষ্টান্ন পান দিয়া ভোজন[১] করাইয়া[১]।
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে[২] তথা রজনি বঞ্চিয়া[২] ॥৩৭৫০॥
জোড় হাতে কৃষ্ণ স্থানে লইয়া অনুমতি।
আজ্ঞা পাইলে অনিরুদ্ধে দিএ চারুমতি ॥৩৭৫১॥
রুক্মির বিনএ তুষ্ট হইলা গদাধর।
আজ্ঞা দিল বিভা দেহ সুন নৃপবর ॥৩৭৫২॥
নানা বাদ্যে নির্ত্যগিতে আনন্দ[৩] করিয়া।
বিভা[৪] দিল চারুমতি অনিরুদ্ধে লৈয়া[৪] ॥৩৭৫৩॥
দন্তবক্র আদি অনেক রাজা লৈয়া।
নানা ক্রুড়া করি বুলে হরসিত হৈয়া ॥৩৭৫৪॥
তবে একদিন রুক্মি দন্তবক্র সঙ্গে।
কোন ছলে জিনিব[৫] কৃষ্ণ করিল প্রসঙ্গে ॥৩৭৫৫॥
তবে দন্তবক্র বলে সুন মহাসয়।
বলে[৬] বড়[৬] বলভদ্র জিনিব[৭] সে লয়[৭] ॥৩৭৫৬॥
রাজ ক্রুড়া নাহি জানে গোকুল[৮] নগরে[৮]।
পাসাছলে ক্রুড়া করি জিনিব উহারে ॥৩৭৫৭॥
এত জুক্তি করি গেল কৃষ্ণ বরাবরে।
হাসি হাসি রঙ্গে রঙ্গে নানা ঢোল[৯] করে ॥৩৭৫৮॥

১-১ করাল্য ভোজনে (খ), (ঘ) ২-২ ঢঙ্গ করি গোসাঞীর সনে (খ), (ঘ)
৩ মঙ্গল (খ), (ঘ)
৪-৪ চারুমতি অনিরুদ্ধে বিভা দিল গিয়া (খ);
অনিরুদ্ধে চারুবতী দিল বিভা দিয়া (ঘ)
৫ জিনি (খ), (ঘ) ৬-৬ বলি বড় (খ); বলি বড় (ঘ)
৭-৭ জিনি কভু নয় (খ), (ঘ) ৮-৮ বসয়ে উহারে (খ), (ঘ)
৯ ঢোলি (খ)

বলভদ্র হাথে ধরি পরিহাস করে। *
রাজ কুড়া কীছু তোমার নহিল সরিরে ॥৩৭৫৯॥
গরু রাখি দৃঢ় মাত্র কৈলে কলেবরে।
রাজ কুড়া না জানিলে বনের ভিতরে ॥৩৭৬০॥ †
রুক্মির বচনে[১] বলাই ক্রোধ বড় কৈল[১]।
সর্ব্বকলা[২] জিনি[৩] বলাই[৩] রুক্মিরে কহিলা ॥৩৭৬১॥
পুনরপি বলে রুক্মি উপহাস[৪] করি।
রাজ কুড়া জান যদি খেল পাসাসারি ॥৩৭৬২॥
এত বলি দুই বিরে বসিলা তথাই।
রুক্মির সহিত পাসা খেলেন বলাই ॥৩৭৬৩॥
সহস্রেক পন কৈল ঢালের উপরে।
বলদেবে জিনি রুক্মি উপহাস করে ॥৩৭৬৪॥
পুনরপি অর্ব্বুত[৫] পন বলদেব কৈল।
সেইবার রুক্মিরাজা পাসএ জিনিল ॥৩৭৬৫॥ ‡
আর বার বলদেব লক্ষপন কইল।
জিনিএ।ত বলদেব হাসিতে লাগিল ॥৩৭৬৬॥
তবে দন্তবক্র বলে মিথ্যাত করিয়া।
বলাই হারিল বলি হাসে দন্ত দেখায়া ॥৩৭৬৭॥
তবে ক্রোধে বলদেব বলাএ সাক্ষিগন।
অন্তরিক্ষে আকাস বানি হইল তখন ॥৩৭৬৮॥

* এই কলিটি (খ)-পুথিতে নাই।
† এই কলিটি (খ)-পুথিতে নাই।
১-১ বাক্যে বলদেব সক্রোধ হইল (খ), (ঘ)
২ সর্ব্বকাল (খ) ; সর্ব্বখেলা (গ)
৩-৩ জানি বলি (খ), (ঘ)
৪ পরিহাস (খ), (ঘ)
৫ অযুত (ঘ)
‡ অতিরিক্ত পাঠ :—

হারিয়াত রুক্মিরাযা বড় লর্জ্জা পাইল।
দন্তবক্রের চিত্তে তবে দুঃখ জন্মাইল ॥ (খ), (ঘ)

এইবার বলদেব পাসাএ জিনিল।
কোন[১] লাজে[১] দন্তবক্র মিথ্যা সাক্ষি দিল ॥৩৭৬৯॥
দৈববানি[২] স্থনি বলাই উঠিলা সত্বরে।
মুঠকী মারিল তবে দন্তের উপরে ॥৩৭৭০॥
দন্ত ভাঙ্গি পড়ে তার ভূমের উপরে।
দেখিয়াত রুক্কিরাজা ক্রোধ বড় করে ॥৩৭৭১॥
বলদেবে ধরি ছান্দে মল্লের বন্ধনে।
আপনা ছাড়াএ বলাই অনেক জতনে ॥৩৭৭২॥
আপনা ছাড়ায়া বলাই তারে পেলে দুরে।
মাঝাধরি বস্থে তার বুকের উপরে ॥৩৭৭৩॥
বামহাত দিয়া তার গলাচাপি ধরে।
দৃঢ় মুষ্টি করি মুঠকী মুখ[৩] মদ্ধে মারে[৩] ॥৩৭৭৪॥
মুখে নাকে[৪] রক্ত পড়ে ঘোর দরসন।
সেই ঘাএ গেল রুক্কি জমের করন[৫] ॥৩৭৭৫॥
হাহাকার হইল[৬] তবে[৬] রাজার সমাজে।
ভাই দেখি কৃষ্ণ কীছু না বলিলা লাজে ॥৩৭৭৬॥
স্থনিঞা রুক্কিনি দেবি সম্ভ্রমে আসিয়া।
কিছু না বলিল দেবি ভাস্বর[৭] দেখিয়া ॥৩৭৭৭॥
তার পুত্র কৃতব্রহ্মা কৃষ্ণ সে আনিঞা।
দিলেন বাপের রার্জ্য আস্বাস করিয়া ॥৩৭৭৮॥
সর্ব্বজন লইয়া লড়িলা গদাধর।
কন্যাবর সঙ্গে আইলা দ্বারিকা নগর ॥৩৭৭৯॥
স্থনিঞা কৃষ্ণের কথা দ্বারিকা[৮] পুরি জনে[৮]।
অম্বুবৃজি আনিবারে করিলা গমনে ॥৩৭৮০॥

১-১ কি কারণে (খ), (ঘ) ২ আকাশবাণী (খ), (ঘ)
৩-৩ তার মুখে মারি (খ), (ঘ) ৪ কানে (খ)
৫ সঘন (খ), (ঘ) ৬-৬ শব্দ হৈল (খ), (ঘ)
৭ ভাসুর (খ), (ঘ) ৮-৮ সব বন্ধুজন (খ), (ঘ)

একমনে চিন্ত লোক গোবিন্দ চরন।
গুনরাজ খাঁন বলে সংসার তারন ॥৩৭৮১॥

বসন্তরাগ[১]

রুক্মিবধ করি[২] হরি দ্বারকা নগরে[২] ।
সুখে[৩] নিবসএ জস ঘোসএ সংসারে[৩] ॥৩৭৮২॥
উথা[৪] দন্তবক্র গিয়া আপন ভবনে[৪] ।
সর্ব্ব সৈন্য সাজে কৃষ্ণ মারিবার মনে ॥৩৭৮৩॥
গদাহাথে পথমাঝে[৫] ধাইলা সত্বরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি[৬] ধাএ[৬] দ্বারকা নগরে ॥৩৭৮৪॥
ত্রাসে দুত কহে গিয়া সুন গদাধর।
সৈন্য লৈয়া দন্তবক্র বেড়িল নগর ॥৩৭৮৫॥
সুনিএগাত শ্রীহরি[৭] চক্র সে লইলা[৭] ।
আইলেন[৮] সৈন্য মাঝে পথব্রজ হৈয়া[৮] ॥৩৭৮৬॥
ভাল[৯] হৈল আজি[৯] মোরে দিল দরসন।
তোর[১০] রক্তে আজি আমি করিব তর্পন[১০] ॥৩৭৮৭॥
ইহাবলি উচ্চস্বর করে সিংহনাদ।
দ্বারিকার লোক সব[১১] গুনিল প্রমাদ[১১] ॥৩৭৮৮॥

১ কর্ণাট রাগ (খ), (ঘ)
২-২ কৈল কৃষ্ণ লোকমুখে শুনি (খ)
৩-৩ সুনিঞা কহিল দন্তবক্র নৃপমণী (খ) ;
শুনিয়া ... ... নৃপমণি (ঘ)
৪-৪ রুক্মীবধ শুনি রাজা ক্রোধে অচেতন (খ), (ঘ)
৫ পথব্রজে (খ), (ঘ)
৬-৬ বলি সাক্ষার (খ) ; বলি সাক্ষার (ঘ)
৭-৭ নারায়ন গদাচক্র লৈলা (খ) ; গদাধর শঙ্খচক্র লৈলা (ঘ)
৮-৮ আইলান্ত কথো সৈন্য পথব্রজ হৈলা (খ), (ঘ)
৯-৯ কৃষ্ণ দেখি বলে (খ), (ঘ)
১০-১০ তোমার রক্তেতে আজি ভাইয়ের তর্পন (খ) ;
তোর রক্তে করিব আমি রুক্মীর তর্পণ (ঘ)
১১-১১ বলে হৈল প্রমাদে (খ), (ঘ)

তা[১] শুনিঞা হাসি বলে[১] শ্রীমধুসোদন।
রুক্মির[২] সংঘতি তোরে করিব এখন[২] ॥৩৭৮৯॥
কোন অস্ত্র এড়িবে এড় পাপাসএ।
তোর ঘা সহিয়া তোরে পাঠাব জমালএ ॥৩৭৯০॥
ইহাত[৩] শুনিঞা কোপে[৩] সেই নৃপবর।
এড়িলেক গদা গোটা কৃষ্ণের উপর ॥৩৭৯১॥
নৌতন মেঘেতে জেন মহাসব্দ করে।
আইসে গদাগোটা কৃষ্ণ মারিবারে ॥৩৭৯২॥
গদার প্রতাপ দেখি হাসে চক্রপানি।
চক্র এড়ি গদাগোটা কৈল খানি খানি ॥৩৭৯৩॥
তবে[৪] গদাধর আপন গদা লইয়া
মারিল রাজার বুকে ক্রোধ[৫] সে করিয়া[৫] ॥৩৭৯৪॥
সেই ঘাএ পড়ে রাজা পৃথুবি উপরে।
হাত পা আছাড়ি রাজা ছাড়িল সরিরে ॥৩৭৯৫॥
ব্রহ্ম সাঁপে মুক্ত তাকে কৈল গদাধরে[৬]।
মুক্ত করি পাঠাইল বৈকুণ্ঠপুরে[৭] ॥৩৭৯৬॥
তার ভাই বিদূরথ সর্ব্ব সহিন্য লৈয়া।
পড়িল কৃষ্ণের ঠাঞি সংগ্রাম করিয়া ॥৩৭৯৭॥
হেনক অদ্ভুত কথা শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।
তিন জন্মে মুক্তি কৈল[৮] জয় বিজয় ॥৩৭৯৮॥
হিরন্যাক্ষ হিরন্য প্রথম অবতারে।
দিতিএ রাবন কুম্ভকর্ণ দুই সহোদরে ॥৩৭৯৯॥*

১-১ হাসিয়া তাহারে বলে (খ), (ঘ)
২-২ রুক্মী সংহাবিতে তোমা পাঠাব এখন (খ), (ঘ)
৩-৩ কৃষ্ণের বচন শুনি (খ), (ঘ)
৪ কতক্ষণে (খ)
৫-৫ সক্রোধ হইয়া (ঘ)
৬ নারায়ন (খ)
৭ বৈকুণ্ঠ ভুবন (খ), (ঘ)
৮ পাইল (খ), (ঘ)
* ৩৭৯৯ ও ৩৮০০ সংখ্যক পদ (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

সিসুপাল দন্তবক্র তৃতিয় অবতারে।
আপুনি মারিয়া কৃষ্ণ নিল বৈকণ্ঠপুরে ॥৩৮০০॥
হেনক[১] অদ্ভুত কথা স্রীকৃষ্ণ অবতারে।
জাহা সুনিলে পুন জন্ম না হয় সংসারে[১] ॥৩৮০১॥
অদ্ভুত অমৃত কথা সুনিলে না মরি।
গুনরাজ খাঁন বলে বন্দিয়া স্রীহরি ॥৩৮০২॥

কানড় রাগ[২]

বজ্রনাভ বধ কথা অদ্ভুত সংসারে।
জাহা সুনি লোক সোক সকলি পাসরে ॥৩৮০৩॥*
পুর্ব্বে সুমেরু মুলে বজ্রনাভের পুরি।
সংসারের সার[৩] কেহো লঙ্ঘিতে না পারি ॥৩৮০৪॥
সুবর্ন্নে[৪] রচিত ঘর[৪] রত্নের পাঁচির।
নানা জাতি বৈসে তথা নর্ম্মদার তির ॥৩৮০৫॥
তথাই দিতির সুত নামে বজ্রলাভ।
বজ্রলাভ[৫] অধিপতি সভারে সমভাব ॥৩৮০৬॥
ত্রৈলক্ষ জিনিতে মন করিল দুর্ম্মতি।
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া তপস্যা করন্তি ॥৩৮০৭॥
নানা বিধি তপস্যায় সরির সুধিল[৬]।
দেবমানে সহস্র বৎসর তপস্যা করিল ॥৩৮০৮॥

১-১ এখানে (খ) ও (ঘ) পুথিতে এই পদটি আছে :—

হের ভাই বিদুরথ সকল সৈন্য লৈয়া।
পড়িল কৃষ্ণের ঠাঁই সংগ্রাম করিয়া॥

২ কল্যাণ রাগ (খ), (ঘ)

* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

৩ দুর্লঙ্ঘ (খ), (ঘ)

৪-৫ সুবর্ণের ঘর সব (খ), (ঘ)

৫ বজ্রপুরী (খ), (ঘ)

৬ সুধিল (খ)

তপস্যায় তুষ্ট হৈয়া দেব প্রজাপতি।
মাগ বর তারে বৈল হইয়া উপনিতি[১] ॥৩৮০৯॥*
চন্দ্র সূর্য্য বাউ আর নর দেবগনে[২]।
মোর পুরি না জাইব মোর আজ্ঞা বিনে ॥৩৮১০॥
দেবতার অবধ্য[৩] হই এই বর মাগিলা।
তুষ্ট হৈয়া প্রজাপতি সব বর দিলা ॥৩৮১১॥
বর পায়্যা পুরিকে আইলা দৈত্যরাজ।
তৈলক্ষ জিনিঞা আছে বজ্রপুরি[৪] মাঝ[৪] ॥৩৮১২॥
সঙ্কর পুজিয়া[৫] কন্যা পাইল মনোরমা।
নানা রূপে গুনে সেই ভূবনে উপামা ॥৩৮১৩॥
তাহার বর্ন্নিনা[৬] কেবা বলিবারে পারে।
তৃভূবনে দিতে নাহি উপামা তাহারে ॥৩৮১৪॥
হেন মতে অসুর রাজা সেই পুরে থাকি।
সুরপুরি জিনিবারে হইলা কৌতুকী ॥৩৮১৫॥
এক দুত পাঠাইল পুরন্দর স্থানে।
সুরপুরি রার্য্য তুমি ভূঞ্জ চিরদিনে[৭] ॥৩৮১৬॥
কস্যপের পুত্র তিহোঁ আমি দুইজন।
সুরপুরি রার্য্য ইন্দ্র ছাড়ুব[৮] এখন ॥৩৮১৭॥
সুরপুরি গেল দুত সত্বর[৯] গমনে।
কহিল সকল কথা পুরন্দর স্থানে ॥৩৮১৮॥

১ উপস্থিতি (খ), (ঘ)

* অতিরিক্ত পদ :—

বর মাগ বৎসাত এক চিত্ত মনে।
যোড় হাত করি বলে ব্রহ্মার চরণে ॥ (খ), (ঘ)

২ জীব গণে (ঘ)

৩ অবধ্য (খ), (ঘ)

৪-৪ পুত্রীর সমাজ (খ)

৫ সেবিয়া (খ), (ঘ)

৬ বর্ণনা (খ), (ঘ)

৭ বহু দিনে (খ)

৮ ছাড়হ (খ), (ঘ)

৯ ত্বরিত (খ)

সুনিএাত[1] সুররাজ[1] দুতের বচনে।
দেবের অবধ্য দত্য চিন্তে মনে মনে ।৩৮১৯॥
বৃহস্পতি আনি ইন্দ্র করিল জুগতি।
এ[2] সমএ হরি বিনু অন্য নাহি গতি[2] ॥৩৮২০॥
দুত প্রবোধিয়া জাহ দ্বারিকা নগরে।
কৃষ্ণস্থানে নিবেদিয়া মারহ অসুরে ॥৩৮২১॥
এত অনুমানি ইন্দ্র দুতেরে বলিল।
কস্যপ দুহাঁর পিতা জজ্ঞেরে[3] চলিল ॥৩৮২২॥
জজ্ঞসেসে তাহাঁর ঠাঞি দুহেঁ নিবেদিব।
পিতৃ আজ্ঞা জাহা হব তাহাত পালিব ॥৩৮২৩॥
এত বলি দুত পাঠাইল[4] পুরন্দরে[4]।
সত্বরে চলিলা ইন্দ্র দ্বারিকা নগরে ॥৩৮২৪॥
কৃষ্ণ স্থানে সব কথা নিবেদন কইল।
বজ্রলাভ[5] দৈত্য জত বলিয়া পাঠাইল ॥৩৮২৫॥
ইন্দ্রের বচন সুনি দেবগদাধর।
ক্ষেনেক চিন্তিয়া তারে দিলেন উত্তর ॥৩৮২৬॥
ভালই সমএ কৈল সুন সুরপতি।
দৈত্য[6] বধ করিতে কৃষ্ণ করিলা জুগতি[6] ॥৩৮২৭॥
দেবের অবধ্য দৈত্য প্রজাপতির বরে।
কেহো নাহি পারে বজ্রপুরি লংঘিবারে ॥৩৮২৮॥

১-১ সুনিঞাত পুরন্দর (খ) ; শুনি হাসে পুরন্দর (ঘ)
২-২ এ সব সময় হরিবিনে নাহি গতি (খ), (গ)
৩ জজ্ঞকে (খ)
৪-৪ ইন্দ্র পাঠাল্য সত্বরে (খ), (গ)
৫ বজ্রনাভ (খ), (ঘ)
৬-৬ দৈত্যবধ করিবারে করহ জুগতি (খ) ;
দৈত্য বধিবারে তরে করিব যুকতি (গ)

প্রদ্যুম্ন কুমার মোর তথা[১] পাঠাইব।
উপায়[২] করিয়া[২] সেই পুরি প্রেবেসিব ॥৩৮২৯॥
গদ সাম্ব দুই বির সঙ্গতি করিব।
জুর্দ্ধ করি তবে[৩] বজ্র[৩] অসুর মারিব ॥৩৮৩০॥
পুরি প্রেবেসিতে সভে করহ উপাএ।
রাজ হংসিগন আনি করিব স্বহাএ ॥৩৮৩১॥
প্রভাবতি প্রদ্যুম্নে সঙ্গম করাইতে।
ব্রহ্মার বাহন হংসি পাঠাহ তুরিতে ॥৩৮৩২॥
প্রভাবতি নামে আছে দৈত্য রাজসুতা।
পরম সুন্দরি রূপে গুনে অদ্ভুতা[৪] ॥৩৮৩৩॥
মহাদেব বরে সেই প্রভাবতি কন্যা।
রূপে গুনে অনুপামা তৃভূবনে ধন্যা ॥৩৮৩৪॥
প্রভাবতি স্থানে গিয়া রাজহংসিগন।
নিরন্তর[৫] গুন কহি হরুক তার মন[৫] ॥৩৮৩৫॥
কন্যার আরতিতে প্রেবেসিব[৬] কুমার।
মারিব অসুর সুন জুগতি[৭] আমার ॥৩৮৩৬॥
ঝাঁট[৮] জাহ হংসি তুমি[৮] পাঠাহ তোথাকারে[৯]।
এতেক আস্বাস কৃষ্ণ দিল পুরন্দরে ॥৩৮৩৭॥
সত্বরে[১০] পাইল[১০] ইন্দ্র আপন নগরে।
রাজহংসিগন ডাকি আনিল সত্বরে ॥৩৮৩৮॥

১ তথাকে (খ)
২-২ উপায় হজিয়া (খ), (ঘ)
৩-৩ বজ্রনাভ (খ), (ঘ)
৪ অবহিতা (খ), (ঘ)
৫-৫ কুমারের গুণ কহি হরুক তার মন (ঘ)
৬ প্রবেসিবেক (খ), (ঘ)
৭ সুবুক্তি (খ); দুর্গেতে (ঘ)
৮-৮ রাজহংসিগণ তুমি (খ); ঝাট গিয়া হংসী তথা (গ)
৯ সত্বরে (খ), (ঘ)
১০-১০ তুরিত আসিল (খ); সত্বরে আসিয়া (ঘ)

কৃষ্ণের[১] জতেক কথা কহিল তাহারে।
বিনয় করিয়া ইন্দ্র বলিল উত্তরে[১] ॥৩৮৩৯॥
ব্রহ্মার বাহন হংসিকুলের উতপতি।
সুবর্ন্নের পাক সব সুন্দর মুরতি ॥৩৮৪০॥
প্রবাল ঘটিত[২] চক্ষু চরন তাহার।
মনস্থের বানি কহে জিনি সুধাসার ॥৩৮৪১॥
ইন্দ্র আদেসে তারা গিয়া বজ্রপুরে।
পুরির নিকটে রহে এক সরোবরে ॥৩৮৪২॥
বিকচ কুসুম পদ্ম সুগন্ধি বহুলে।
নানাবিধ জলচর বিমল[৩] সলিলে ॥৩৮৪৩॥
তার মাঝে বসি সব রাজহংস[৪] মেলা।
ভুঞ্জিয়া মৃণাল দণ্ড করে নানা খেলা ॥৩৮৪৪॥
দেখিতে বিচিত্র রূপ লিলা মনোহর।
সকল লোকের মনে কৌতুক বিস্তর ॥৩৮৪৫॥
তা দেখিয়া দাসিগন কুতুহোল মনে।
সত্বরে জানাঞিল গিয়া প্রভাবতির স্থানে ॥৩৮৪৬॥
সুনিঞা দাসির কথা প্রভাবতি বালা।
হংসিরে দেখিতে চিত্তে অতিসয় লোলা ॥৩৮৪৭॥
কথ সখিগন সঙ্গে আইল[৫] সত্বরে।
সেই হংসি আছে জেই সরোবর তিরে[৬] ॥৩৮৪৮॥
রাজহংসিগন করে সলিলে বেহারে।
তিরে[৭] উঠি ক্ষেনে রহি ভ্রমে ধিরে ধিরে ॥৩৮৪৯॥

১-১ পাঠান্তর :—

কৃষ্ণের যতেক কথা তাহারে কহিল।
বজ্রপুরী যাইতে তারে সম্বিধান কৈল ॥ (খ), (ঘ)

২ গঠিত (খ)
৩ নির্ম্মল (খ)
৪ রাজহংসী (খ)
৫ চলিলা (খ), (গ)
৬ সেই হংসীগণ আছে যেই সরোবরে (খ), (গ)
৭ কূলে (খ)

তা সভা দেখিয়া তথা প্রভাবতি বালা।
হংসিরে ধরিতে চাহে হইয়া[1] চিত্ত ভোলা[1] ॥৩৮৫০॥
কন্যা দেখি হংসিগন করে নানা খেলা[2]।
হংসি[3] দেখি প্রভাবতির মন সে ভূলিলা[3] ॥৩৮৫১॥
ধিরে ধিরে হংসিগন প্রভাবতির[4] সমুখে[4]।
উপবন মাঝে বোলে ভ্রমিঞা[5] কৌতুকে[5] ॥৩৮৫২॥
তা দেখিয়া প্রভাবতি অধিক চপলা[6]।
হংসি[7] ধরিবার চিন্তে অতিসয় লোলা[7] ॥৩৮৫৩॥
তার মন বুঝিয়াসে রাজ হংসিগন।
হাথে লাগ পাই হেন করিল গমন ॥৩৮৫৪॥
একলা কন্যাকে নিভ্রতে পাইয়া স্থানে।
কন্যাকে বুঝাএ কথা মনুস্যের[8] বচনে ॥৩৮৫৫॥
অন্তরিক্ষে চলি আমি কামাচারু[9] গতি।
আমাকে ধরিতে তোর কেমন সকতি ॥৩৮৫৬॥
সে[10] সব গেল তোর জৌবন পরসে[10]।
তবু না হইল তোর কোন বুদ্ধি লিসে[11] ॥৩৮৫৭॥
তোরে বুঝাইব তেঞি আইলাঙ এইখানে।
ধরা দিব আমি তুমি রাখিয় জতনে ॥৩৮৫৮॥

১-১ চিত্ত হইল বড় লোলা (খ, ঘ) ২ লীলা (খ, ঘ)
৩-৩ হংসি দেখি প্রভাবতি হরসে ভুলিলা (খ) ;
তা সবার লীলা দেখি প্রভাবতী সে উঠিলা (ঘ)
৪-৪ সম্মুখে আসিয়া (ঘ) ৫-৫ কৌতুকে ভ্রমিয়া (ঘ)
৬ চঞ্চলা (ঘ)
৭-৭ হংসিরে ধরিতে যায় হইয়া বিভোলা (খ) ;
হংসীরে ধরিতে যায় প্রভাবতী বালা (ঘ)
৮ মধুর (ঘ) ৯ কামচার (খ) ; কামচর (ঘ)
১০-১০ সেস হইল তোমার জৌবন পরবেসে (খ)
১১ লেসে (খ) ; লেশে (ঘ)

কথো দুরে গিয়া তবে ধরে এক হংসি।
গাএ হাত বুলাইয়া হংসিরে প্রসংসি[1] ॥৩৮৫৯॥
এমন অপূর্ব্ব রূপ কোথাহ না দেখিল।
বিধাতা আনিঞা রত্ন মোরে মেলাইল ॥৩৮৬০॥
ক্ষেনে হাথে ক্ষেনে[2] গায়ে ক্ষেনে কোলের উপরে[2]।
কোথায় থুইতে মন লালস[3] তাহারে ॥৩৮৬১॥
সুচিমুখি নামে হংসি তথাই রহিল।
আর জত হংসিগন সর্গ[4] চলি গেল ॥৩৮৬২॥
এথা সুচিমুখি হংসি প্রভাবতির সঙ্গে।
চিরদিন সঙ্গে থাকী বাড়াইল রঙ্গে ॥৩৮৬৩॥
নানা বিধি পরকারে কন্যার মন মোহি।
সুচিমুখি নামে হংসি হৈল প্রিয় সহি ॥৩৮৬৪॥
তৈলক্ষের[5] আছে জত অদ্ভুত কথা।
নিতি নিতি কন্যা সনে বসি কএ কথা ॥৩৮৬৫॥
নগর নাগর জত জত গুনিজন।
সকল কহিয়া হরে প্রভাবতির মন ॥৩৮৬৬॥
একদিন প্রসঙ্গে[6] বুঝিতে তার হিয়া।
কন্যা সনে কহে কথা প্রবন্ধ করিয়া ॥৩৮৬৭॥
ব্রহ্মার বাহন হংসিকুলে উৎপতি।
নৈঋত হুতাস জম জত দিকপতি ॥৩৮৬৮॥ *
ব্রহ্মা অনন্ত আর জত দেবগন।
একে একে ভ্রমিলাঙ সকল ভুবন ॥৩৮৬৯॥

১ প্রবোধি (খ)
২-২ ক্ষেনে কোলে ক্ষেনেক আঁচলে (খ), (ঘ)
৩ বহিল (খ), (ঘ)
৪ সর্গেতে (খ); স্বর্গেতে (ঘ)
৫ ত্রৈলক্যের (খ), (ঘ)
৬ প্রভাতে (ঘ)

* অতিরিক্ত :—

তার পুত্রে [বরে (ঘ)] অবিরত [অব্যাহত ([illegible])] ত্রিভুবনে গতি ॥
ইন্দ্র বরুন আদি কুবের পশুপতি ॥ (খ), (ঘ)

সর্গ মর্ত্ত পাত্তাল জতেক আছে পুরি।
সকল দেখিল আমি বর[১] কামাচারি ॥৩৮৭০॥
সমুদ্রের মদ্ধে এক পুরি মনোহর।
তৃভূবনে নাহিক[২] পুরি তেমত সুন্দর ॥৩৮৭১॥
জত জত দেখিল আমি সে পুরি রতন।
তা দেখিয়া বাড়ে বাঞ্ছা[৩] না টুটএ মন ॥৩৮৭২॥
রত্নাকরে জত রত্ন ছিল চিরকাল।
তা দেখি রচিল পুরি নগর বিসাল ॥৩৮৭৩॥
মির্ত্তিকার নেস নাঞি সব রত্নময়।
রজত[৪] কাঞ্চ[ঞ্চ]ন জত ঘরের নিলয়[৪] ॥৩৮৭৪॥
সংসারের দুল্লভ পুরি দ্বারাবতি নাম।
দিতিএ বৈকুণ্ঠপুরি দেখিতে অনুপাম ॥৩৮৭৫॥
তাহার ইস্বর কৃষ্ণ জগতের নাথ।
তাহাঁর প্রসাদে দেবগনের সুয়াস্ত ॥৩৮৭৬॥
জাহার ভূজ অসুরগনের কাল দণ্ড।
ত্রৈলক্যে প্রতিপ[৫] তার প্রতাপ প্রচণ্ড ॥৩৮৭৭॥
তা দেখিয়া তথা আমি থাকী চিরকাল।
বাহির ভিতরে পুরি দেখিতে সে ভাল ॥৩৮৭৮॥
তাহার প্রধান[৬] বির দেখিনু[৭] কুমার।
তৃভুবন জিনি রূপ কাম অবতার ॥৩৮৭৯॥
সিব কোপানলে কাম জবে ভস্ম কৈল।
স্বামির বিজোগে রতি স্তুতি বড় কৈল ॥৩৮৮০॥

১ বরে (খ), (ঘ) ২ না দেখিলাম (খ), (ঘ)
৩ বাঞ্ছা (খ), (ঘ)
৪-৪ রত্নেতে কাঞ্চন মুনি রচিল নিশ্চয় (খ);
রজত কাঞ্চন যত মনির নিচয় (ঘ)
৫ প্রদীপ (খ), (ঘ) ৬ সমান (খ), (ঘ)
৭ প্রধান (খ); তাঁহার (ঘ)

রতির করুনা দেখি সিব দিল বরে।
কৃষ্ণের[1] ঔরসে জন্ম রুক্মি উদরে[1] ।৩৮৮১॥
মহাদেব সাঁপে কাম তেজিল জিবন।
কৃষ্ণের সদনে[2] পুন লভিল জনম ॥৩৮৮২॥
প্রদ্যুম্ন তাহাঁর নাম রুক্মিনির তনয়।
সভাকার প্রান[3] তিহোঁ গুনের নিলয় ॥৩৮৮৩॥
তাহাকে দেখিয়া আমি সব পাসরিল।
ইন্দ্রের সভাএ তেন রূপ না দেখিল।৩৮৮৪॥
কি কহিব রূপ গুন অঙ্গরাগ[4] লোভে।
দেবকন্যাগন আসি নিতি নিতি সেবে ৩৮৮৫॥
হেনমতে নানা কথা কহিয়া তাহারে।
নিসব্দে[5] রহিল কন্যার মন বুঝিবারে ॥৩৮৮৬॥
সভাকে মোহিয়া হংসি রহিল তথাতে।
গুনরাজ খাঁন ভনে হরিপদ চিতে ॥৩৮৮৭॥

পাহিড়া রাগ[6]

হংসির বচন সুনি প্রভাবতি মনে গুনি
জৌবন প্রেবেসে কামহতা।
কুমার কৃষ্ণের সুত রূপে গুনে অদ্ভুত
হেন বুঝি অনুকুল ধাতা ॥৩৮৮৮॥
কর্ম্মের[7] বিভব বলে দুল্লভ আসিয়া মেলে
অঘটন করায় ঘটন।
সুনিঞা কুমার গুণ কন্যার বাড়িল মন
উৎকণ্ঠিত হইলা তখন ॥৩৮৮৯॥

১ ১ তোর স্বামী জনমিব রুক্মিণী উদরে (খ), (ঘ)   ২ ঔরসে (খ), (ঘ)
৩ প্রধান (খ), (ঘ)   ৪ বস্ত্রভাগ (খ)   ৫ নিরবে (খ), (ঘ)
৬ পাহাড়ী রাগ (খ), (ঘ)   ৭ ধর্ম্মের (খ)

মনে বুঝি[১] প্রভাবতি হংসিরে করে কাকুতি
কহ পুন কুমার বারতা।
বচন চাতুরি তোর হৃদএ তুসিল মোর
বিসেসেত সুজনের কথা ॥৩৮৯০॥

জত আইল বৈদেসি পুছিল[২] তারে বসি[২]
তোর বোল পরতিত মোরে ॥*
না করি তোরে ভিন্ন ভাব কহ আপন স্বভাব[৩]
কুমার আনিঞা দেহ[৪] মোরে[৪] ॥৩৮৯১॥

কন্যার বচন সুনি সুচিমুখি মনে গুনি
ইন্দ্র কার্য্য এ[৫] বেসে[৫] হইল।
প্রসঙ্গেত[৬] নিরন্তর গুন কহে বিস্তর
মন তার প্রেমতে মজিল ॥৩৮৯২॥

সে কুমার মহাজন দুই কুলে[৭] বিতপন্ন[৭]
বাপ তার[৮] ত্রিভুবন নাথে।
তার গুন রূপ বসে[৯] ত্রিভুবন হৈল বসে
কোন সক্তি তাহাবে আনিতে ॥৩৮৯৩॥

---

১ ভাবি (খ), (ঘ)
২-২ কেবা পুছে তারে বসি (খ);
কে পুছিমু তারে বসি (ঘ)
* অতিরিক্ত :—
দৈবের ঘটন হেতু বাড়িল মকর কেতু
চরণে ধরিয়া কহি তোহে ॥
ধন্য তুমি মহাগুণি হংসি কহিলা কহ বাণি
দৈবে আনি মিলাইল তোমা। (খ), (ঘ)
৩ জন্মভাব (খ), (ঘ)
৪-৪ জীয়া [জিঞা (খ)] আমা (খ), (ঘ)
৫-৫ অভিলাস (খ); অভিমুখ (ঘ)
৬ প্রশংসিত (ঘ)
৭-৭ কুলেরি তর্পণ (ঘ)
৮ রাজ (ঘ)
৯ বশে (খ), (ঘ)

সে পুরুস[১] পঞ্চবান মা বাপের পরান
নাহি[২] রহে থির একেশ্বরে[২]।
মহামন্ত্র[৩] মহাধির বাপের পরান[৪] থির
আসে পাসে রক্ষক তাহারে ॥৩৮৯৪॥
থাকিব তাহার পাসে করিব না[৫] প্রকাসে
আনিবারে করিব সকতি।
তোমার পুন্যের ফলে জদি আন্তে মোর বোলে
পুরি প্রেবেসিতে কেমন জুগতি ॥৩৮৯৫॥
তোর বাপ দৈত্যপতি জুঝিবার তার[৬] মতি[৬]
পুরি প্রেবেসিতে কেহো নারে।
তুমি[৭] কন্যা বাপের বস কেমনে পাইব জস
জোগ্য হব কোন পরকারে ॥৩৮৯৬॥
সুনি[৮] হাসির বচনে[৮] বলে কন্যা কামবানে
তোমার অসাধ্য নহে কর্ম্ম।
জাহ[৯] তুমি তথাকারে আনহ পুরুস বরে
তবে সে হইব তোর ধর্ম্ম[৯] ॥৩৮৯৭॥
এড়িয়া চাতুরি কথা কুমার[১০] আনহ এথা[১০]
সত্বরেত[১১] করহ গমন[১১]।
জাবত কুসল[১২] সরে মোর প্রান নাহি হরে
বাঁটি[১৩] আন কৃষ্ণের নন্দন[১৩] ॥৩৮৯৮॥*

১ কুমার (খ), (ঘ) ২-২ নয়ানের আড় নাহি করে (খ), (ঘ) ৩ মন্ত্রী (খ), (ঘ)
৪ সমান (খ), (ঘ) ৫ করি নানা প্রবাসে (খ), (ঘ) ৬-৬ দুর্গতি (খ)
৭ তো (খ), (ঘ) ৮-৮ হাসি বাক্য শুনি কানে (খ), (ঘ)
৯-৯ দৈত্য রাজা অগোচরে বরমাল্য দিব তারে
গন্ধর্ব্ব বিভার বর ধর্ম্ম (খ), (ঘ)
১০-১০ সত্বরে চলহ তথা (খ), (ঘ) ১১-১১ আনহ কুমার এথাকারে (খ), (ঘ)
১২ মদন (খ), (ঘ) ১৩-১৩ ধর্ম্ম দেখি জিয়াহ আমারে (খ), (ঘ)
* ৩৮১৮-৩৯০২ সংখ্যক পদগুলি (ঘ) পুথিতে নাই।

হৃদে বিন্ধে পঞ্চসর না চিনে আপন পর
ভালমন্দ কিছুই না জানে।
সে কুমার পঞ্চবান তোমার মুখে সুনি আন
হৃদে প্রেবেসিয়া দৃঢ় হানে ॥৩৮৯৯॥
নাহি করি তার দোস তবে কেন অভিরোস
না বুঝিএ দৈবের ব্যবহার।
জেহের[1] দক্ষিনা বাত সেহ করে আসোআস্ত[2]
দুখের[3] উপরে দুখ আর ॥৩৯০০॥
জেহেন চন্দ্র মণ্ডল বরিসএ গরল
দিজরাজ রূপে[4] সে চণ্ডাল।
রাহুর দর্পন ঘাতে ছাড়িল নিজ মহত্বে
তার জোগে বুদ্ধি[5] ধরে তার ॥৩৯০১॥
বসন্ত কুসম জত সে হইল বিকসিত
হেন বুঝি আমা মারিবারে।
সখি তোমার গুন জোগে জদি আন কামদেবে
তবে[6] স[ব] ঘুচিব দুঃখ ভারে[6] ॥৩৯০২॥
কন্যার কাকুতি[7] বচনে[7] হংসি বেথিত মনে
হাসি কহে বচন রচিয়া।
বিদগদ জেই হএ এতেক কাতর[8] নহে
সুস্ত কর আপনার হিয়া ॥৩৯০৩॥
কুমার আনিঞা এথা ঘুচাহ মনের বেথা
তৃভূবনে[9] নাহি তার সমা।
তো হেন কন্যা[10] সুন্দরি সেহেন বর কেসরি
দুহাঁর রূপে নাহি সিমা ॥৩৯০৪॥

১ এহেন (খ) ২ অসোন্ত (খ) ৩ দুখের (খ)
৪ রূপেতে (খ) ৫ গুণ (খ)
৬-৬ তবেত ঘুচয়ে দুখ ভারে (খ) ৭-৭ কাকুস্বচনে (খ) ৮ সেব (খ)
৯ ক্ষিতিতলে (খ), (গ) ১০ কর (খ); নাগরি (ঘ)

এত বলি রাজহংসি আকাসের মুখে[১] বসি
চলিল বাজায়া[২] চমৎকার।
কিবা দেখি সপ্নবত কিবা সিদ্ধি মনোরথ
কিবা মায়া দৈব[৩] দেবতার।৩৯০৫॥
এথা প্রভাবতী বালা থাকিল[৪] হৈয়া অচলা[৪]
জাবত হংসির গতি দেখি।
দিবা রাত্র আন কথা তার মন নাহি তথা
জাবত না আসে সুচিমুখি॥৩৯০৬॥
হংসি গিয়া সুরপুরে সকল কহে পুরন্দরে
প্রসাদ পাইল ইন্দ্র[৫] স্থানে।
ইন্দ্রের প্রসাদ পায়া দ্বারিকা নগরে গিয়া
জানাইল কমললোচনে।৩৯০৭॥
হংসির বচন শুনি কান্দ সিদ্ধ মনে গনি
প্রদ্যুম্নে আনিঞা কাছু বৈল।
বজ্রনাভ মহাসুরে ইন্দ্রপদ লভিবারে
দুষ্টমতি আকাংক্ষা[৬] করিল।৩৯০৮॥
দুর্লজ্য[৭] সে বজ্রপুরি[৭] দুর্জ্জয় দৈত্য কেসরি
প্রজাপতির বরে বলবন্ত।
তোমার সে বধ্য হএ না কর মনে বিস্মএ
জস তোমার বাড়িব অনন্ত।৩৯০৯॥
এত তারে বুঝাইয়া হংসিরে বলিল নিঞা
ভদ্রনট আনহ সত্বরে।
গোবিন্দ চরন মনে গুনরাজ খান ভনে
পাঁচালি প্রবন্ধ মনোহরে॥৩৯১০॥

---

১ পণে (খ), (ঘ)   ২ বাজাইয়া (খ) ; বাড়াযে (ঘ)
৩ দৈব (খ), (ঘ)
৪-৪ রহিলেন নিশ্চলা (খ) ; হৈয়া থাকে নিশ্চলা (ঘ)   ৫ তার (খ)
৬ আতিপী (খ)   ৭-৭ দুর্দ্ধর্ষ সে দৈত্যারি (ঘ)

মাউর রাগ

কশ্যপ মুনির জজ্ঞ প্রভাসেতে হএ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব মুনি আইলা তথাএ ॥৩৯১১॥
নর দৈত্য দানব জত[১] জন্তু[১] বৈসে।
ঋসি তপসি জত আইল[২] হরিসে[২] ॥৩৯১২॥
হেনকালে ভদ্রনট নামে এক জন।
কশ্যপের জজ্ঞ স্থানে দিল[৩] দরসন[৩] ॥৩৯১৩॥
নানা বিধি রাগ গিত পঞ্চ তাল জোগে।
নিত্য অনুবন্দ কৈল মুনিগন আগে ॥৩৯১৪॥
বিবিধ সংগিত তাল সব অনুবন্ধে।
দেখিতে সভার চিত্ত হইল আনন্দে ॥৩৯১৫॥
তুস্ট হৈয়া কশ্যপ মুনি জগতের তাত।
জত বর মনে লিল দিলেন তাহাত ॥৩৯১৬॥
জত আছে নৃর্ত্যকলা সকলি জানিবে।
জেই রূপ বাঞ্চ মনে সেই রূপ পাবে ॥৩৯১৭॥
অবিহিত গতি তোর হব খিতিতলে।
জার স্থান জাবে তারে মোহিবে সকলে ॥৩৯১৮॥
এত বর দিল তারে কশ্যপ তপোধন।
বর পায়া আছে তথা নট মহাজন ॥৩৯১৯॥
তথাকারে চল তুমি সত্বর গমনে।
মোর নাম করি ঝাট আনহ এখনে ॥৩৯২০॥
তার সঙ্গে নট বেসে প্রদ্যুম্ন পাঠাইব।
বজ্রপুরে গিয়া বজ্র রাজাকে মারিব ॥৩৯২১॥
সুচিমুখি গেল তবে কৃষ্ণের বচনে।
ভদ্র নটবরে গিয়া আনিল তখনে ॥৩৯২২॥

১-১ জগতে জত (খ), (ঘ)
২-২ তার পাশে (খ), (ঘ)
৩-৩ হইল উত্তপন (খ); হইল উপসন (ঘ

কৃষ্ণ স্থানে আসি তবে ভদ্র নটবরে।
নানা নৃর্ত্যকলাতে সন্তোস কইল তারে ॥৩৯২৩॥
তুষ্ট হৈয়া কৃষ্ণ তারে দিল নানা ধন।
প্রসাদ করিয়া বৈল শুন নটজন ॥৩৯২৪॥
বজ্রনাভ অসুর ভিতে ইন্দ্রস্থানে।
ইন্দ্র খেদি সর্গ লিতে কৈল অনুমানে ॥৩৯২৫॥
আমারে আসিয়া ইন্দ্র গোচর করিল।
তে কারনে জত্ন করি তোমারে আনিল ॥৩৯২৬॥
প্রদ্যুম্ন কুমার মোর মারিব তাহারে।
ব্রহ্মার বরে পুরি তার[1] লঙ্ঘিতে[1] না পারে ॥৩৯২৭॥
তোমার সঙ্গে নট বেস ধরিয়া কুমার।
প্রেবেস করিব গিয়া পুরিতে তাহার ॥৩৯২৮॥
গদ সাম্ব দুই বির সংগতি করিয়া।
মারিব অসুর তিনে পুরি প্রেবেসিয়া ॥৩৯২৯॥
তবেত ইন্দ্রের দুঃখ হইব খণ্ডন।
তোমার প্রতিষ্ঠা হব জগতে সোভন ॥৩৯৩০॥
এতেক কহিয়া কৃষ্ণ ভদ্র নটবরে।
গদ সাম্ব প্রদ্যুম্নে আনিলে তিন বিরে ॥৩৯৩১॥
ক্ষেত্রধর্ম্ম শুন পুত্র ক্ষেত্রির লক্ষন।
অন্নজল[2] পরিত্রান প্রজার পালন ॥৩৯৩২॥
আর্থি[3] হৈয়া ইন্দ্র আসি লইল সরন।
তাহার রক্ষন হেতু করহ পালন[4] ॥৩৯৩৩॥
একেত ধর্ম্মরক্ষা আর দেবকাজ।
মঙ্গল করিব সব দেবের সমাজ ॥৩৯৩৪॥

১-১ দুর্গম লাইতে (খ), (ঘ)
২ আর্তজন (খ), (ঘ)
৩ আর্ত (খ), (ঘ)
৪ যতন (খ), (ঘ)

দুষ্টের বিনাস হব সুজনের হিত।
ইহা বই নাহি[1] কীর্ত্তি মোর সমোচিত[1] ॥৩৯৩৫॥
এত[2] বলি ইস্বর সভাকে বুঝাইয়া[2]।
করিহ সকল কার্য্য সাবধান হৈয়া ॥৩৯৩৬॥
তবে তথা কতদিনে নটরূপে থাকী।
উপায় করিহ জেন দৈত্য নাহি দেখি ॥৩৯৩৭॥
সুচিমুখি সহোজোগে কন্যা প্রভাবতি।
প্রদ্যুম্নে করিয়াছে অনেক আরতি ॥৩৯৩৮॥
পরম সুন্দরি কন্যা তৃভুবনের সার।
প্রবন্ধে তাহার ঘরে রহিব কুমার ॥৩৯৩৯॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ করি থাকীহ কৌতুকে।
হংসি দিয়া[3] সমাচার পাঠাইহ মোকে[3] ॥৩৯৪০॥
বজ্রনাভের কনেস্ট সুনাভ দৈত্যপতি।
তাহার দুই কন্যা চন্দ্রা প্রভা গুণবতি ॥৩৯৪১॥
গদা সাম্ব দুই বিরে সেই দুই বালা।
উপায় খৌজিহ তারে পাতি নানা কলা ॥৩৯৪২॥
চলহ সত্বরে তিনে ভদ্রনট সনে।
বিলম্ব না করহ বিস্ময় না করিহ মনে ॥৩৯৪৩॥
গোসাঞের আদেস শুনি প্রদ্যুম্ন কুমার।
প্রনাম করিয়া বৈল জে আজ্ঞা তোমার ॥৩৯৪৪॥
তবে ভদ্রনট সঙ্গে দিন কথো থাকী।
ভদ্রনট সঙ্গে তিনে নটকলা সিখি ॥৩৯৪৫॥
দিন কথো নটসঙ্গে আলাপ করিল।
তার জত নৃর্ত্য কলা সকলি সিখিল ॥৩৯৪৬॥

১-১ না'হ কিছু মোর মনোনীত (খ);
অন্য কার্য্যে নহে মোর চিত্ত (ঘ)

২-২ তবে গোবিন্দাই বলে সভারে বুঝাইয়া (খ), (ঘ)

৩-৩ পাঠাইয়া গোচর করিহ আমাকে (খ)

এত সব কার্য্য জত শুচিমুখি দেখি।
সর্ব্বকার্য্য সির্দ্ধ হব হেন প্রায় লখি ॥৩৯৪৭॥
ভদ্রনটে বৈল হরি প্রসাদ করিয়া।
রাখিয়[1] মন্ত্রনা সভে এক জুক্তি হৈয়া[1] ॥৩৯৪৮॥
বলিয়া[2] তাহার হাতে পুত্র সমর্পিল[2]।
গোবিন্দকে ভদ্রনট প্রনাম করিল ॥৩৯৪৯॥
কৃষ্ণের চরন বন্দে তিন মহাবির।
শুভক্ষনে জাত্রা করি হইলা[3] বাহির[3] ॥৩৯৫০॥
পরম সন্তোসে কৃষ্ণ আসির্ব্বাদ দিল।
জয় জয়[4] ধ্বনি তবে চতুর্দ্দিগে হৈল[4] ॥৩৯৫১॥
নট[5] সঙ্গে সঙ্গোগিয়া কৃষ্ণ[5] পুত্র তিন জনে।
হংসিকে পাঠায়্যা দিল প্রভাবতির স্থানে ॥৩৯৫২॥
ভদ্রনট সঙ্গে তিন কুমার চলিলা
বজ্রপুরি নিকটে কথোদুরেতে রহিলা ॥৩৯৫৩॥
বজ্রনাভ আজ্ঞা বিনু পুরি প্রেবেসিতে নারি।
রহিলা বাহিরে শুচিমুখি অনুসারি ॥৩৯৫৪॥
উথা[6] শুচিমুখি গিয়া পুরন্দর স্থানে।
কৃষ্ণের জতেক কথা কহে[7] এক মনে[7] ॥৩৯৫৫॥

১-১ মন্ত্রনা করহ সবে একচিত্ত হয়া (খ);
মন্ত্রনা রাখিহ সবে এক চিত্ত হৈয়া (গ)
২-২ এত বলি তিন কুমার হাতে সমর্পিল (খ);
এত বলি হাতে হাতে তিনে সমর্পিল (গ)
৩-৩ নড়ে বজ্রপুরে (খ);
নড়িল সত্বরে (গ)
৪-৪ জয় জয় শব্দধ্বনি সর্ব্বত্র হইল (খ);
জয় জয় মঙ্গল ধ্বনি......... (গ)
৫-৫ নট সংযোগিয়া কৃষ্ণ (খ);
নট সঙ্গে দিয়া (গ)
৬ ঐথা (খ); তথা (গ)
৭-৭ কহিল তখনে (খ, গ)

তবে[১] পুরন্দর তারে সিগ্র পাঠাইল।
সত্বরেত সুচিমুখি বজ্রপুরি গেল ॥৩৯৫৬॥
বাহির উত্থান মধ্যে সরোবর তিরে।
তথা রহিয়া দেখি প্রভাবতির সখিরে ॥৩৯৫৭॥
সেই সখি জানাইল গিয়া প্রভাবতিরে।
সুনিঞা চলিল কন্যা হরিস অন্তরে ॥৩৯৫৮॥
সরবর তিরে গিয়া দেখি সুচিমুখি।
কোলে করি পুছিল কুসলে আছ সখি ॥৩৯৫৯॥*
প্রসন্ন বদন সুচিমুখিরে দেখিল।
নিজ মনোরথ সিদ্ধি তখনি জানিল ॥৩৯৬০॥
সুগন্ধি মৃনাল দণ্ড সুভাসিত জল।
ভুঞ্জাইয়া শ্রম তার ঘুচালা সকল ॥৩৯৬১॥
তুষ্ট হৈয়া সুচিমুখি প্রভাবতি লখি[২]।
অতিসয় মলিন কুসাঙ্গ কেন দেখি[৩] ॥৩৯৬২॥
বিরহ পাণ্ডুব দেখি বিসাদ বহুলে।
পালঙ্ক[৪] ছাড়িয়া কেন[৪] লোটায় ভূমিতলে।৩৯৬৩॥
চান্দ চন্দন পদ্ম সিতল না মানে।
সর্ব্বদা বিসাদ সখি বচন না সুনে ॥৩৯৬৪॥
জৌবনের[৫] দসাএ ত[৫] কন্যাপ্রভাবতি।
হংসির সম্বাদ হেতু জিবন[৬] রাখন্তি[৬] ॥৩৯৬৫॥
তাহা দেখি সুচিমুখি মনে পাল্য ব্যথা।
কহিল কুমার আইসে আর জত কথা ॥৩৯৬৬॥

---

১ শুনি (খ), (ঘ)
* ৩৯৫৯-৩৯৬৭ সংখ্যক পদ (ঘ) পুথিতে নাই।
২ দেখি (খ) ৩ সখি (খ)
৪-৪ সিংহাসন এড়ি কেন (খ)
৫-৫ জৌবন দসায় থাকি (খ)
৬-৬ পরান ধরন্তি (খ)

কুমার গমন কথা শুনি প্রভাবতি।
কতদুরে বলি কন্যা উর্দ্ধমুখে চাহন্তি ॥৩৯৬৭॥
জেনক[১] কৃসক রহে দেখি অনাবৃষ্টি[১]।
মেঘের সবদে জেন চাহে ভগ্ন[২] দৃষ্টি[২] ॥৩৯৬৮॥
আনন্দ হইল অঙ্গে পুলক বিকারে।
আস্বাস[৩] করিয়া মন তুসিল তাহারে[৩] ॥৩৯৬৯॥
পুনরপি বলে হংসি সুন প্রভাবতি।
তোর হেতু কুমারকে করিল প্রনতি ॥৩৯৭০॥*
বিবিধ প্রকারে তোর গুন প্রকাসিল।
নানা পাকে তোকে তার মন মজাইল ॥৩৯৭১॥
আইসে কুমার তুমি সুন দৃঢ় বানি।
কেমনে প্রেবেসিব পুরি সেহ গুনমনি ॥৩৯৭২॥
তোর বাপের আজ্ঞা বিনু কার সক্তি[৪] নাহি[৪]।
তার আজ্ঞা করাইতে উপদেশ[৫] কহি[৫] ॥৩৯৭৩॥
তোর বাপ সনে মোর করাহ দরসন।
প্রবন্ধে তাহার ঠাঞি করিব রচন ॥৩৯৭৪॥
তার মন রঞ্জিব মোর বচন সুনিতে।
উপায় প্রোজিব[৬] আমি[৬] কুমার লইতে ॥৩৯৭৫॥
সুচিমুখির বচনে কন্যা চলিল তুরিতে।
আইল বাপের ঠাঞি হাসিতে হাসিতে ॥৩৯৭৬॥

১-১ কৃসাগ করয়ে জেন দেখি অনাবৃষ্টি (খ)
২-২ উর্দ্ধ দৃষ্টি (খ), (ঘ)
৩-৩ না পারিল পুন তারে উত্তর দিবারে (খ), (ঘ)
* সক্তাজে দেখিল সখি মদন বিকার।
আস্বাস করিয়া মন তুসিল তাহার ॥ (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ।
৩৯৭০-৩৯৭১ পদ দুইটী (ঘ) পুথিতে নাই।
৪-৪ প্রানে সংসি (খ)
৫-৫ উপায় তোরে কহি (খ), (ঘ)
৬-৬ করিব যুক্তি (খ), (ঘ)

সখিগন সঙ্গে করি সুচিমুখি লইয়া।
বাপের সমিপে[১] কন্যা উত্তরিল গিয়া ॥৩৯৭৭॥
প্রনাম করিয়া বাপে রহে একপাসে।
অপরূপ হংসি দেখি দৈত্যরাজ হাসে ॥৩৯৭৮॥
ব্রহ্মার বাহন হংসি গুনে বিসারদ।
ত্রৈলক্যমোহন[২] রূপ[২] মনুষ্য সবদ ॥৩৯৭৯॥
তোমাকে সেবিতে হংসি আইল এই স্থানে।
চিরদিন[৩] বেউসি আমি আনিল এখানে[৩] ॥৩৯৮০॥
হংসি দেখি দৈত্যরাজ বলিল উত্তরে।
এতকাল আছ তুমি না সম্ভাস মোরে ॥৩৯৮১॥
তোর রূপগুন দেখি বাড়িল কৌতুকে।
কিবা দিব হংসি তোরে কীবা তোর সুখে ॥৩৯৮২॥
বজ্রনাভ বচন সুনিএগ সুচিমুখি।
নিকট হইয়া বলে হইয়া[৪] কৌতুকী ॥৩৯৮৩॥
ব্রহ্মার সদনে থাকী সংসার[৫] ভ্রমিএ[৫]।
জতেক[৬] লোকের কথা সকল জানিএ[৬] ॥৩৯৮৪॥
জথা জথা জাই তথা সুনি তোমার নাম।
ত্রিভুবনে ব্যাপিত তোমার জস অনুপাম ॥৩৯৮৫॥
তোমাকে দেখিতে বাঞ্চা বাড়ে নিতি নিতি।
এখানে আসিতে মোর কেমন সকতি ॥৩৯৮৬॥
দেব ইৎসা করে তোমার পদ লইবারে।
কতেক[৭] প্রকারে দেব বলএ ব্রহ্মারে[৭] ॥৩৯৮৭॥

১ সমুখে (খ); সম্মুখে (গ) ২-২ ত্রৈলক্য মোহিনী হংসে (খ), (গ)
৩-৩ চিরকাল সাধি মোরে আনিনু এখানে (খ);
একাল পোষি মুঞী ... ... (গ)
৪ অন্তরে (খ) ৫-৫ সকল জানিয়ে (খ)
৬-৬ ত্রিভুবনের বার্ত্তা আমি সকল কহিয়ে (খ), (গ)
৭-৭ নানা যত্ন করি তায় বলয়ে ব্রহ্মারে (খ), (গ)

ব্রহ্মারে[১] সাধএ দেব করিয়া বিনএ[১] ।
সভাকে[২] অধিক ব্রহ্মা তোমাকে প্রনএ[২] ॥৩৯৮৮॥
তোমা হেন মহারাজা না দেখিল কোথা ।
তোমা দেখি ঘুচিল জত মনের মোর বেথা ॥৩৯৮৯॥
তোমাকে দেখিতে নিতি সেবি প্রভাবতি ।
আজিসে সফল হৈল স্তুন মহামতি ॥৩৯৯০॥
আজ্ঞা কর মহারাজ চলি নিজ স্থানে ।
কি কথা কহিব আমি[৩] তোমার[৩] সন্নিধানে ॥৩৯৯১॥
মধুর বচন তার শুনি দৈত্যপতি ।
হংসিরে বলএ কীছু করিয়া পিরিতি ॥৩৯৯২॥
তৈলকা না দেখিল আমি তো হেন রূপসি ।
তো হেন না শুনিল কার বচন সরসি ॥৩৯৯৩॥
পক্ষ জাতি হইয়া তোর[৪] এতেক উস্বরে[৪] ।
তোমার বিংসেদে দুঃখ না সহে অন্তরে[৫] ॥৩৯৯৪॥
এথানে থাকহ তোমার পুরিব আসা ।
জেই বাপ্প তাই দিব খণ্ডিব খুধাতৃসা ॥৩৯৯৫॥
নানা রাজ্যের বৃর্ত্তান্ত জতেক গুনিজন ।
সব কথা স্তুনিবারে রাজার হৈল মন ॥৩৯৯৬॥
এতেক বচন তার স্তুনি রাজহংসি ।
তথা থাকী নিতি নিতি রাজারে প্রসংসি ॥৩৯৯৭॥
নানা দেসের বৃর্ত্তান্ত কহে নানা কথা ।
প্রতিক্ষে[৬] প্রতিক্ষে[৬] কহে গুনিজনের কথা ॥৩৯৯৮॥
এক দিন কহে ভদ্রনটের বির্ত্তান্ত ।
কতেক তাহার গুন নাহি পাই অন্ত ॥৩৯৯৯॥

১-১ কতেক সাধিল দেব করিয়া বিনয় (খ., (গ)
২ তোমাকে দেখিল এখা বড়ই প্রনয় (গ) ; 'প্রণএ' স্থানে 'সদয়' (খ)
৩-৩ তথা ব্রহ্মা (গ)
৪-৪ তুমি মোহিনী উত্তরে (খ), (গ)
৫ শরীরে (গ)
৬-৬ প্রত্যেক প্রত্যেক (খ) ; প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ (গ)

ব্রহ্মার স্থানে না দেখিল তেন নিত্যকলা।
ত্রৈলক্যে কহিতে[1] নারে[1] তার গুন লিলা ॥৪০০০॥
একে একে তার গুন দৈত্য স্থানে বৈল।
তা দেখিতে দৈত্যরাজ ইংসা বড় কৈল ॥৪০০১॥
নটের বৃর্ত্তান্ত স্তনি দৈত্যের ইস্বর।
নটে আনিবারে হংসি পাঠালা সত্বর ॥৪০০২॥
অনেক প্রসাদ দিয়া পাঠাইল হংসিরে।
সত্বরে আনিঞা নট দেহত আমারে ॥৪০০৩॥
দৈত্যের আদেস পায়া আসি স্থচিমুখি।
প্রভাবতি স্থানে কহিল[2] স্তুন প্রিয় সখি ॥৪০০৪॥
তোমার পুন্যের সিমা বলিতে না পারি।
জে[3] জে উপায় করি চিন্ত সিদ্ধ করি[3] ।৪০০৫॥
ভদ্রনট সঙ্গে এথা আসিব কুমার।
আপনার[4] কার্য্যে তুমি থাকিহ সুসার[4] ॥৪০০৬॥
দৈত্যরাজ আগে নটের প্রসংগ করিয়া।
নির্তাক[5] আনিতে জাই রাজআজ্ঞা পায়া ॥৪০০৭॥
তার সঙ্গে কুমার আসিব বজ্র[6] পুরে[6] ।
না[7] কর বিসাদ সখি মন কর স্থিরে[7] ।৪০০৮॥
এতবলি রাজহংসি গেল নট স্থানে।
বজ্রপুরে চল সভে[8] স্তুন নটগনে[8] ।৪০০৯॥

১-১ কে কহিতে পারে (ঘ)
২ কৈল (খ), (ঘ)
৩-৩ জেই জেই উপায় কৈল সব সিদ্ধ করি (খ);
যে উপায় চিন্তি সব কার্য্য সিদ্ধি করি (ঘ)
৪-৪ পূর্ণ মনোরথ সখী হইব তোমার (ঘ)
৫ নর্ত্তক (ঘ)
৬-৬ নটবেশে (ঘ)
৭-৭ ছাড়হ বিষাদ যাই নটের উদ্দেশে (ঘ)
৮-৮ আগমন কর নটগণে (ঘ)

প্রদ্যুম্নে কহিল সকল প্রভাবতির কথা।
তোমার বিরহে[১] দুঃখ পাএ দৈত্যসুতা[১] ॥৪০১০॥
সংসারে দুল্লভ বড় প্রভাবতি রামা।
জেন তুমি তেন সেই নাহিক উপামা ।৪০১১॥
সুচিমুখির বচন সুনিঞা নটগন।
দেবকাজ সাধিবারে হরসিত মন ॥৪০১২॥
কোলাহল করিয়া লড়িলা সর্ব্বজনে।
গুনরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ চরনে ॥৪০১৩॥

বসন্ত রাগ ॥

তবে সুচিমুখি সঙ্গে লড়িলাত নানা রঙ্গে
সব নটগন করি মেলা।
একে একে পৃতি দিনে নগরেত নানা স্থানে
রচিলত নানা রস কলা ।৪০১৪॥
দৈত্যরাজ-সখা জত সম্ভাসিল সত শত
সভাএ লাগিল নৃর্ত্য রস।
তাসভার বিদ্দমানে প্রকাসিল নিজগুনে
সভাকার মত কৈল বস ।৪০১৫॥
কৌতুকে দত্যগন দিল তারে নানা ধন
ভাণ্ডারে জতেক আছিল।
রাজারাঙ[২] সভে দিয়া রাজাকে জানাএ গিয়া
নির্ত্তকের গুন প্রকাসিল[২] ।৪০১৬॥

১-১ কারণে দুঃখ পায় দৈত্যসুতা (খ)
বিরহে দুঃখি দৈত্যরাজসুতা (ঘ)

২-২ বহুধন তারে দিয়া রাজার সম্মুখে গিয়া
নৃত্যকের গুন প্রসংসিল (খ);
জড়াজড়ি সবে দিয়া রাজার সম্মুখে গিয়া
নর্ত্তকের গুন প্রকাশিল (ঘ)

লোকমুখে কথা স্থনি হেন বেলা নৃপমনি
সমুখে দেখিল রাজহংসি।
কহ কথা অকপটে আইলাকী ভদ্রনটে
সরস সন্তাস কৈল হাসি ॥৪০১৭॥

দেতারাজ কৌতুকী দেখিয়াসে স্থচিমুখি
বৈল তারে মধু রস বানি।
তোমার সে আজ্ঞা পায়া সকল[১] সংসার[১] চায়া
প্রভাসে পাইল নটমনি ॥৪০১৮॥

কস্থপের জজ্ঞস্থানে দেব হুসি মুনিগনে
সংসারে আছএ জত লোক।
সভার তুসিয়া মন পাইলেন নানাধন
নট দেখি ঘুচে সব সোক ॥৪০১৯॥

তোমার মহত্ব স্থনিএগ কহিল আমি বুঝাইয়া
জত্ন করি আনিল তাহারে।
আপনি সে আজ্ঞা দিয়া আনলোক পাঠাইয়া
জদি ইৎসা নৃর্ত্য দেখিবারে ॥৪০২০॥

স্থনিএগ লোকের মুখে বাড়িল বড় কৌতুকে
বিসেসে বলিল স্থচিমুখি।
রাজার সে আজ্ঞা হৈল পুরি প্রেবেসিতে বৈল
নির্ত্য লাগি হইলা কৌতুকী ॥৪০২১॥

আসিয়া সকল নট বসিল নৃপনিকট
রাজাকে করিয়া নমস্কার।
প্রভাবতি আছে জথা স্থচিমুখি গিয়া তথা
কহিল কুমার আগুসার ॥৪০২২॥

১-১ ভুবন চেয়ে (খ)

স্থনিঞা কুমার[১] বোল হংসিরে দিলেন কোল[১]
স্থস্থির হইলা প্রভাবতি।
কুমার সম্ভোগ হেতু বাড়িল মকরকেতু
না জানিএ কীবা দিবারাতি ॥৪০২৩॥

এথা সব নটগনে দৈত্যরাজ বিদ্যমানে
রচিল[২] সে নানা নৃর্ত্যকলা।
প্রদ্যুম্ন নাএক হৈল গদে বিদুসি কৈল
সাম্ববির হইলা বৃহন্নালা ॥৪০২৪॥

আর সে নৃর্ত্তক জত সভে[৩] হৈলা নানা মত
বেসধরি বিবিধ বিধানে।
বজ্রবির বেস ধরে অভিনব কলেবরে
কস্যপ মুনির বর দানে ॥৪০২৫॥

তা[৪] সভার দরসনে মোহিত সব দৈত্যগনে
তাহা বিনে না পড়ে আর মনে[৪]।
সতত সে নৃর্ত্যকলা তাহে চিত্ত রহি গেলা
অহোর্নিসি দেখএ[৫] সপনে ॥৪০২৬॥

রাজা দিল আমন্ত্রন নাচন[৬] নাচ[৬] রামায়ন
অনুমতি[৭] দৈত্য সমাজে।
গোবিন্দ চরন মন হৃদে করি সর্ব্বক্ষন[৮]
ভনিলেন গীন গুনরাজে ॥৪০২৭॥

১-১ হংসীর বোল কৈঞা তারে দিল কোল (গ)
২ আরম্ভিল (খ), (গ)
৩ তাহা (খ), (গ)
৩-৪ নটগণ দরশনে, মোহ গেল দৈত্যগণে,
তাবিনু না পড়ে আনমনে (গ)
৫ রহয়ে (খ)
৫-৬ নাচ নাট (খ), (গ)
৭ অস্তগতি (খ)
৮ স্মরণ (খ), (গ)

কেদার রাগ ॥

দসরথ রূপে এক নটবরবেসে।
কৌসুল্যা কৈঁকই কেহো সমিত্রার বেসে ॥৪০২৮॥
অপুত্রক রাজা পুত্রহেতু জজ্ঞ কৈল।
বিষ্ণু অংসে দুই চরু তাহাতে পাইল ॥৪০২৯॥
চারিভাগ করিয়া খাইল তিন নারি।
চারি অংসে অবতার করিল শ্রীহরি ॥৪০৩০॥
কৌসুল্যাতনয় হৈল গোসাঞি শ্রীরাম।
সর্ব্বগুনে সম্পুর্ন রূপে অনুপাম ॥৪০৩১॥
কৈঁকএর পুত্র হৈলা ভরথ সুমতি।
লক্ষ সত্রুঘন হইলা[১] সমিত্রা জুবতি ॥৪০৩২॥
চারিভাই হরিভাবে এক অবতার।
রাম লক্ষন ভরথ সত্রুঘ্ন আর ॥৪০৩৩॥
বিস্বামিত্র রূপে কেহো আসি সেই স্থানে।
বড়[২] বড় অস্ত্রবিদ্যা পড়ি দুই জনে[২] ॥৪০৩৪॥
সুবাহু[৩] কাক মারি রাম জজ্ঞ রক্ষা কৈল।
তাড়কা মারিয়া হসির ভয় ঘুচাইল[৩] ॥৪০৩৫॥
জনকের ঘরে গিয়া ধনুক[৪] ভাঙ্গিল।
চারি ভাই চারি কন্যা বিভা সে করিল ॥৪০৩৬॥
সিতা উর্ম্মিলা মাণ্ডবি শ্রুতিকির্ত্তি।
চারি ভাই বিভা কৈল চারি সে জুবতি ॥৪০৩৭॥

---

১ প্রসবিলা (খ), (গ)

২-২ বলাবল অস্ত্রবিদ্যা সিক্ষিল দুজনে (খ);
রাম লক্ষণ লইয়া করিল গমন (গ);

৩-৩ সুবাহু মাইল রাম তাড়কা রাক্ষসী।
যজ্ঞ রক্ষা কৈল রাম মুনির ঘর আসি। (ঘ)

৪ কার্ম্মুক (খ), (ঘ)

কেহ পরুসরাম রূপে পথে দেখা দিল ।
সিসু হৈয়া প্রভুরাম[১] তাহাকে জিনিল[১] ॥৪০৩৮॥
পরুসরাম জিনিঞা আইলা অজোধ্যানগরে ।
রামে রার্য্য দিতে রাজা উর্য্যগ সে করে ॥৪০৩৯॥
অধিবাস করে রামের রাজা দসরথ ।
কুজি সনে কুমন্ত্রনা কৈঁকই করিল অনর্থ ॥৪০৪০॥
কৈঁকএর বাক্যে[২] না দিল রার্য রামেরে[২] ।
রাম লক্ষন সিতা চলিলা[৩] বনেরে ॥৪০৪১॥
বির্ক্ষছাল পরিধান সিরে জটা ধরি ।
পদব্রজে[৪] চলিল হাথে ধনুক সর করি[৪] ॥৪০৪২॥
সুনিঞা চাণ্ডাল গুহা[৫] আইল ধাইয়া ।
মিতালি করিল রাম তারে কোল দিয়া ॥৪০৪৩॥
রাম পাছে আগে গোহা জাএ সে চলিয়া ।
দণ্ডক অরন্যে গুহা থুইলেক লিয়া ॥৪০৪৪॥
চলিতে না পারে সিতা রক্ত পড়ে ধারে ।
শ্রীরামে[৬] পুছেন সিতা বন কত দুরে[৬] ॥৪০৪৫॥
সিতার পাএর রক্ত পড়ে কান্দেন শ্রীরাম ।
রাজ্যনাস বনবাস বিধি হৈল বাম ॥৪০৪৬॥
এথা দসরথ রাজা পুত্র বনে পাঠাইয়া ।
সরির ছাড়িল রাজা সোকাকুল হৈয়া ॥৪০৪৭॥

১-১ রাম তারে মিলায় জিনিল (খ), (গ)
২-২ সত্যে রাজ্য না দিল রামেরে (খ) ;
সত্যে রাজ্য দিল সে ভরতে (গ)
৩ তিনে নড়িলা (খ) ;
তিনে চলিলা (গ)
৪-৪ পদব্রজে চলিলা রাম হাতে বান করি (খ) ;
পদব্রজে যায় রাম ধনু হাতে করি (গ)
৫ গুহ (গ)
৬-৬ শ্রীরামে বলেন গোসাঞী বন কত দুরে (খ)

রামের বিচ্ছেদে হৈল রাজার[১] মরন।
ভরথরূপে করে কেহো মাএর ভর্চ্ছন[২] ॥৪০৪৮॥
বনে[৩] গিয়া ভরথ বির করিল ক্রন্দন।
বিস্তর স্তবন কৈল শ্রীরামের চরন[৩] ॥৪০৪৯॥
বাপের মরন কথা রামকে কহিল।
সুনিঞা[৪] বিসাদ রাম ধরনিতে পড়িল[৪] ॥৪০৫০॥
স্থির[৫] হইয়া রামচন্দ্র সাস্ত্রের বিধানে।
বনফলে[৬] বাপের করিল স্রার্দ্ধ দানে।৪০৫১॥
ভরথেরে[৭] বইল রাম অজোধ্যা জাইবারে[৭]।
রামের চরন ধরি ভরথ কান্দে উচ্চস্বরে ॥৪০৫২॥
রামের[৮] চরন ধরি ক্রান্দেন ভরথ সুমতি[৮]।
দেসেরে আসিতে[৯] বড় করিল কাকুতি[৯] ॥৪০৫৩॥
না গেলা দেসেরে[১০] রাম ভরথ চলিলা।
রামের পাদুকা ভরথ[১১] মাথাএ করিলা[১১] ॥৪০৫৪॥
এথা রামলক্ষন আর জানকী[১২] রূপসি।
দণ্ডক অরন্যে বসি[১৩] হইলা তপসি ॥৪০৫৫॥

১ বাপের (খ), (ঘ)　　২ গঞ্জন (খ), (ঘ)

৩-৩ বনে গিয়া পাত্র গুজা রামের চরণে।
বিস্তর ক্রন্দন কৈল ভরথের সনে। (খ), (ঘ)

৪-৪ ইহা শুনী রঘুনাথ মূর্চ্ছিত হইল (খ);
শুনিয়া বিষাদে তিনে ধরণী পড়িল (ঘ)

৫ সুস্থ (খ), (ঘ)　　৬ বনপ্রবেশে (খ); বনভূমে (ঘ)

৭-৭ অযোধ্যা যাইতে রামে বলে বারে বারে (খ);
অযোধ্যা যাইতে রাম বলে ভরতেরে (ঘ)

৮-৮ শ্রীরামের পায়ে ধরি বলে ভরথ সুমতি (খ);
রামের পায় পড়িয়া বলে ভরথ সুমতি (ঘ)

৯-৯ চলহ প্রভু করিয়ে কাকুতি (খ);
আইস রাম করয়ে কাকুতি (ঘ)

১০ রাজ্যোরে (খ); রাজ্যেতে (ঘ)　　১১-১১ শিরে করি মুণ্ডিমালা (খ); শিরে করি মুণ্ডমালা

১২ সীতা (খ)　　১৩ ফিরে (খ); বুলি (ঘ)

সুর্পনখা হইয়া কেহো আইলা নিকটে।
লক্ষন হইয়া কেহো তার[১] নাক[১] কাটে ॥৪০৫৬॥
খরধুসন হইয়া কেহ জুঝিতে আইল।
চর্দ্দি সহস্র রাক্ষস একা রাম মাইল ॥৪০৫৭॥
মারিচি রূপে কেহো সুবর্ন্ন মৃগি হৈয়া।
রাম হৈয়া কেহো তাকে জাএত খেদিয়া ॥৪০৫৮॥*
প্রান[২] রাখ লক্ষন বলি মারিচি ডাকিল[২]।
সুন্য ঘরে থুইয়া সিতা লক্ষন চলিল ॥৪০৫৯॥
রাবনরূপে কোন জন তপস্মি হইয়া।
রথে চড়ি লৈয়া জাএ সিতাকে হরিয়া ॥৪০৬০॥
মারিচ মারিয়া রাম লক্ষন সংহতি।
আস্রএ[৩] না দেখি আসি সিতা রূপবতি ॥৪০৬১॥
বিরহে আকুল রাম করেন ক্রন্দন।
ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে পড়ে[৪] হরিয়া চেতন ॥৪০৬২॥
সিতা না দেখিয়া রামের সুন্য তিনলোক।
বনে বনে ভ্রমিতে রামের বড় হৈল সোক ॥৪০৬৩॥
প্রতি তরু প্রতি তলা[৫] প্রতি গিরি চাহি।
কোথাহ[৬] সুন্দরি সিতা দেখিতে না পাই[৬] ॥৪০৬৪॥
আকাসে চাহিলা রাম হরিয়া চেতন।
সিত্যা[৭] না দেখিয়া রামের সুন্য নিকেতন[৭] ॥৪০৬৫॥

১-১ নাক কান (খ), (ঘ)
* ৪০৫৮ পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।
২-২ প্রাণের লক্ষণ ভাই মারিচি ডাকিল (গ)
৩ আশ্রমে (খ), (ঘ) ৪ বসি (গ)
৫ লতা (খ), (ঘ)
৬-৬ কোথাও না পাইল সীতাত বৈদেহী (ঘ)
৭-৭ চলিতে না পারে পথ সতত ক্রন্দন (খ);
চলিতে না দেখে পথ সতত ক্রন্দন (ঘ)

জাইতে না দেখে পথ সঘন ক্রন্দন।
কি হইল আমার বিধি ভাইরে লক্ষন ॥৪০৬৬॥*
কোথা জাব কি করিব কোথা সে দেখিব।
সিতা না দেখিলে প্রান কেমনে ধরিব ॥৪০৬৭॥
জেখানে[১] ছিলেন সিতা তাহা দেখিয়া বিলাপ।
লক্ষন না পারেন রামের ঘুচাইতে তাপ[১] ॥৪০৬৮॥
হেন মতে দুই ভাই কানন[২] ভিতরে[২]।
দেখিতে জটাউ পক্ষ[৩] আর কথো দুরে[৩] ॥৪০৬৯॥
সিত্যা হরিয়া রাবন জাইতে পথ মাজ।
সিতার[৪] হরনে তার সনে জুঝে পক্ষরাজ[৪] ॥৪০৭০॥
দেবজোনি পক্ষরাজ বড় কৈল রন।
ব্রহ্মার[৫] বরে সেই[৫] অবধ্য রাবন ॥৪০৭১॥
পক্ষ মারিয়া গেল রাক্ষসের রাজ।
সিত্যা থুইল লিঞা অসোক বন মাজ ॥৪০৭২॥
খরস্বাস বহে পক্ষরাজ আছে জথা।
বিরহে ব্যাকুল রাম মেলিলা গিয়া তথা ॥৪০৭৩॥
সিতার উদ্দেস পক্ষ শ্রীরামে কহিয়া।
পক্ষরাজ সর্গ জাএ সরির ছাড়িয়া ॥৪০৭৪॥†

* ৪০৬৬ পদটি (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১-১ জথা থাকি সীতাকে দেখিয়া বিলাপ।
লক্ষ্মণ ঘুচাইতে নারে সীতার সন্তাপ। (খ);
যথা যথা ছিল সীতা তা দেখি বিলাপ।
লক্ষ্মণ প্রবোধে রামের না ঘুচে সন্তাপ। (ঘ)

২-২ কাননে ভ্রমিতে (খ), (ঘ)

৩-৩ পক্ষরাজ আচম্বিতে (খ), (ঘ)

৪-৪ সীতাকে রাখিতে পক্ষ রাবণ সনে যুঝে (খ);
সীতা বহাইতে পক্ষীরাজ............ (ঘ)

৫-৫ বরদানে দেবের সে (খ), (গ)

† ৪০৭৪ পদটি (খ) পুঁথিতে নাই।

জটাউর শ্রাদ্ধসাঙ্গ করিলা রঘুপতি।
পিতৃতুল্য শ্রাদ্ধ কইল পক্ষের মুকতি ॥৪০৭৫॥
সিতার উদ্দেস পাইল পক্ষ দরসনে।
লঙ্কা মুখে দুই ভাই চলিলা[১] বনে বনে[১] ॥৪০৭৬॥
হাথে গণ্ডিবান জান লঙ্কামুখে।
কথোদুরে গিয়া রিসিমুখ[২] পর্ব্বত দেখে ॥৪০৭৭॥
পর্ব্বত উপরে রামলক্ষন জায় ধিরে ধিরে।
দুরে হতে হনুমান দেখে দুই বিরে ॥৪০৭৮॥
শ্রীরামে দেখিয়া বির[৩] করএ বিনয়।
সুগ্রিব সনে করাএ শ্রীরামের পরিচয় ॥৪০৭৯॥
বালি সুগ্রিব দুই বানরের রাজা।
কিস্কিন্দা নগরে দুহেঁ পালেন পরজা ॥৪০৮০॥
সুগ্রিব খেদিয়া বালি হৈল অধিকারি।
ভাএরে[৪] ঘুচায়্যা লিলেক ভাএর নারি[৪] ॥৪০৮১॥
ভায়্যের ডরে সুগ্রিব বানর পঞ্চ সঙ্গে।
পালাইয়া রহিল তবে পর্ব্বতের[৫] রাঙ্গে ॥৪০৮২॥
রাম সুগ্রিব দুহেঁ স্ত্রী হারাইয়া।
সম দুঃখে রহে মিতালি করিয়া ॥৪০৮৩॥
প্রিতিজ্ঞা করিয়া সুগ্রিবেরে বৈল রঘুনাথ।
বালি[৬] মারিয়া আমি তোমারে করিব সুসাস্ত[৬] ॥৪০৮৪॥
সুগ্রিব প্রিতিজ্ঞা কৈল সিত্যার উদ্ধারে।
সপ্ততাল পর্ব্বত ভেদিল রঘুবিরে ॥৪০৮৫॥

১-১ করিল গমন (ঘ)
২ ঋস্তমুখ (খ), (ঘ)   ৩ বা-৪ (গ), (ঘ)
৪-৪ ভাই ঘুচাইয়া বালি নিলেক তার পুরি (গ);
ভাই ঘুচাইয়া বালী নিল তার নারী (ঘ)
৫ ঋষ্যমুখ (খ)
৬-৬ বালিরে মারিব মিতা না হয় অস্থির (খ)

একবানে মাইল রাম বালি বানরে।
সুগ্রিবেরে রাজা কৈল কিষ্কিন্দা নগরে ॥৪০৮৬॥
প্রভাতে[১] সিত্যার উদ্দেস কারনে।
চারিদিগে পাঠাইল সব বানরগনে ॥৪০৮৭॥
দক্ষিন সমুদ্রে গিয়া অঙ্গদ জুবরাজ।
লঙ্কা পাঠাইতে দুতে[২] ভেজে বানররাজ[২] ॥৪০৮৮॥
হনুমানে পাঠাইল সমুদ্র লংঘিবারে।
উঠিলাত হনুমান পর্ব্বতে সিখরে ॥৪০৮৯॥
মহাপরাক্রম পবননন্দন।
লাফে[৩] ডিঞ্জাইল সমুদ্র[৩] সতেক জোজন ॥৪০৯০॥
সমুদ্র লংঘিয়া লঙ্কা পুরে প্রেবেসিল।
অসোক[৪] কাননে গিয়া সিত্যা সম্ভাসিল[৪] ॥৪০৯১॥
সিত্যা সম্ভাসিয়া অসোক বন ভাঙ্গিল।
দুতমুখে রাবন রাজা বার্ত্তা পাইল ॥৪০৯২॥*
গড়কিঙ্করে রাজা জুদ্ধেত পাঠিল।
একেস্বর হনুমান সভারে মারিল ॥৪০৯৩॥
অক্ষয় কুমার আদি সকলি[৫] মারিল।
ইন্দ্রজিত আসি হনুমানেরে বান্ধিল ॥৪০৯৪॥
রাবনের আগে বিস্তর বিরূপ বলিল।
ক্রোধে লঙ্কেস্বর তার লেজে অগ্নি দিল ॥৪০৯৫॥

১ রাজো প্রভাতে (খ) ; বর্ষা প্রভাতে (ঘ)

২-২ দুত আনে চিল কাক (গ) ;
 দূত আলোচিলা কাজ (ঘ)

৩-৩ লাফে যায় সমুদ্র (গ)

৪-৪ অসোক কাননে বৃক্ষ অনেক ভাঙ্গিল (খ) ;
 সীতা সম্ভাষিয়া অসোকবন সে ভাঙ্গিল (ঘ)

* ৪০৯২-৪০৯৩ পদ দুটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

৫ রাক্ষস (খ), (ঘ)

লাফ দিয়া হনুমান পাঁচিরে চড়িয়া ।
কনক[১] লঙ্কার পুরি সব পেলিল পুড়িয়া[১] ॥৪০৯৬॥
লঙ্কা পোড়ায়্যা আসি লংঘিয়া সাগর ।
কহিল সকল কথা রাম[২] বরাবর[২] ॥৪০৯৭॥
জেমতে দেখিল সিত্যা লঙ্কার ভিতরে ।
রাবনের[৩] দাসি তারে তিরস্কার করে[৩] ॥৪০৯৮॥
অক্ষয় কুমার মাইল কৈল মহারন ।
লঙ্কা পোড়াইয়া মাইলাও জত রাক্ষসগন ॥৪০৯৯॥
তর্জ্জন গর্জ্জন কত রাবনেরে কৈল ।
সব কথা কহিয়া সিত্যার মাথার মনি[৪] দিল ॥৪১০০॥
মনি দেখি রঘুনাথ কান্দিয়া হাতাস ।
হিয়ার উপরে থুয়া ছাড়েন নিশ্বাস ॥৪১০১॥[৫]
সিত্যার উদ্দেস পায়্যা রাম হরসিত ।
হনুমানের বিক্রম দেখি শ্রীরাম বিস্মিত[৬] ॥৪১০২॥
হেন করি নানা মত নাচে নটগন ।
হরিসে করিল রাম লঙ্কাকে গমন ॥৪১০৩॥
কেহো বিভিসন রূপে তাহার[৬] সহোদর ।
ভাইকে[৭] বুঝাইল সেই ধর্ম্ম উত্তর[৭] ॥৪১০৪॥

১-১ লাফে লাফে লঙ্কাপুরি পেলিল পুড়িয়া (খ) ;
লেজের অগ্নিতে লঙ্কা ফেলিল পুড়াইয়া (গ)

২-২ শ্রীরাম গোচর (খ), (গ)

৩-৩ নিবেদিল সকল কথা জন রঘুবীরে (খ) ;
রাবণের চেড়ি সীতার অপমান করে (গ)

৪ মণি (খ), (গ)

৫ (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—
কেনে দৈবে আমারে দিলেক বনবাস ।
এত বলি রঘুনাথ ছাড়িল নিশ্বাস ॥

৬ হরষিত (গ)   ৬ রাবণ (খ), (গ)

৭-৭ ভাইরে বুঝাইল ধর্ম্ম অদ্ভুত [অদ্ভুত (খ)] উত্তর (খ), (গ)

না শুনিল বোল তার করিল অপমান।
অপমান পাইয়া আইলা শ্রীরামের স্থান ॥৪১০৫॥
রাগে আসি বিভিসন লইল সরন।
বুঝিয়া শ্রীরাম তার কৈল[1] অপেক্ষন[1] ॥৪১০৬॥
নানাদেসের বানর সব[2] হইল একু ঠাঞি।
লঙ্কা জিনিবারে সভে সমুদ্রকুলে জাই ॥৪১০৭॥
নল নিল সুসেন রাজা জম্বুমান।
সরভ গবাক্ষ আর[3] বির হনুমান ॥৪১০৮॥
মহেন্দ্র[4] দেবেন্দ্র কুমুদ কেসরি[5]।
অসংক্ষ বানর আইল গনিতে[6] না পারি[6] ॥৪১০৯॥
সুগ্রিব প্রধান জত বানরের পক্ষ[7]।
কোটি২ বানর সেনা[8] অইল[8] লক্ষ লক্ষ ॥৪১১০॥
সমুদ্রের কুলে গিয়া শ্রীরাম লক্ষন।
বিভিসন সুগ্রিব[9] তবে বলিল বচন ॥৪১১১॥
সমুদ্র দুর্গম দেখি অনেক বিস্তার।
কেমতে জাইব লঙ্কা সমুদ্র পাথার ॥৪১১২॥
তবেত সুসখবান জুড়িল রঘুনাথ।
ভয় পায়্যা সমুদ্র আইলা করি জোড় হাথ ॥৪১১৩॥*

১-১ করিল রক্ষন (খ), (ঘ)
২ আসি (খ), (ঘ)
৩ নর (খ), (ঘ)
৪ মৈন্দ বিবিদ (খ), (ঘ)
৫ সেনাপতি (খ), (ঘ)
৬-৬ অসংখ্য মুরতি (খ)
অসংখ্য আকৃতি (ঘ)
৭ মুখ্য (খ), (ঘ)
৮-৮ সেনাপতি (খ), (ঘ)
৯ সুগ্রীবেরে (খ), (ঘ)
* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ—
সভে অনুমান করি বলিল রামেরে।
সমুদ্র বান্ধিয়া গোসাঞী সৈন্য কর পারে।
৪১১৩—৪১১৭ পদগুলি (ঘ) পুথিতে নাই।

অসেস গভির আমি তোমার স্রোজিত।
আমি সুখাইলে তোমার কিবা হব হিত ॥৪১১৪॥
পর্ব্বত সেখর আনি বান্ধ সেতুবন্ধ।
লঙ্কাপুরি প্রেবেসিয়া মার দসকন্দ ॥৪১১৫॥
নলের পরসে সিলা জলে না ডুবিব।
থাকীব তোমার জস লোকেত ঘুসিব ॥৪১১৬॥
এত কহি সমুদ্র গেলা নিজ স্থানে।
সেতুবন্ধ বান্ধিবারে করিল জতনে[১] ॥৪১১৭॥
চতুর্দ্দিগে চলিলা সকল বানরে।
সেতুবন্ধ বান্ধিয়া[২] দিল[২] পর্ব্বত পাথরে ॥৪১১৮॥*
পার হৈয়া চলিল বানর লঙ্কাপুরে।
বড়[৩] বড় রাক্ষস মাইল গাছ পাথরে[৩] ॥৪১১৯॥
জত জত বানরের[৪] সৈন্য সেনাপতি।
জত জত বানরের[৫] ছিল পুত্র নাতি ॥৪১২০॥
বানর সনে জুদ্ধ করি রাক্ষস মরিল।
ইন্দ্রজিত কুমার তবে জুঝিতে আইল ॥৪১২১॥
মায়া জুদ্ধ করি বানর কটক মারিল।
নাগপাসে রাম লক্ষ্মন দুহাঁকে বাঁধিল ॥৪১২২॥
জয় জয় সবদে ইন্দ্রজিত ঘর যাএ।
নাগপাস বন্ধনে দুহে[৬] বহুত দুঃখ পাএ[৬] ॥৪১২৩॥

১ সন্ধানে (খ)
২-২ বান্ধিতে আনে (খ), (গ)
* (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—
গাছ পাথরে বান্ধা গেল অলখ্য সাগর।
পার হয়্যা চল সবে বলে রঘুবর ॥
৩-৩ গাছ পাথরে বানর রাক্ষস সব মারে। (গ)
৪ রাবণের (খ), (ঘ)
৫ রাবণের (খ), (ঘ)
৬-৬ দুই ভাই মূর্চ্ছা পায়ে (খ), (গ)

বেড়িয়া রহিলা সভে রামের সন্নিধানে।
পবন আসিয়া কহে শ্রীরামের স্থানে ॥৪১২৪॥
শ্রীরাম লক্ষমন কৈল গরুড় সোঙরন।
অন্তরে জানিলা তবে বিনতা নন্দন ॥৪১২৫॥
আসিয়া গরুড় শ্রীরামের কাছে বৈসে।
গরুড় দেখিয়া নাগ পালএ তরাসে ॥৪১২৬॥
বন্ধনেতে মুক্ত হৈলা শ্রীরাম লক্ষন।
হরিসে কোলাহলে[১] নাচে জত বানরগন[১] ॥৪১২৭॥
তা শুনিঞা মনে বেথা পাইল রাবন।
ত্রাসে চিন্তিত হৈয়া জুদ্ধে পাঠে কুম্ভকর্ম ॥৪১২৮॥
জুদ্ধে[২] আসি সান্তাইল করিয়া আরম্ভ।
পালাএ বানরগন দেখি তার দম্ভ ॥৪১২৯॥*
গ্রাসে গ্রাসে গিলিলেক বানর সকল।
নখে বিদারিয়া কারে ঠেলাএ মারিল ॥৪১৩০॥
কাহারে মুঠকী কারে চাপড়ে মারিল।
সুগ্রিব বানররাজ জুঝিতে আইল ॥৪১৩১॥†
কুম্ভকর্ম সুগ্রিবের গলা চাপি ধরি।
সংগ্রাম জিনিঞা রঙ্গে জাএ লঙ্কাপুরি ॥৪১৩২॥
কোলে থাকী সুগ্রিব চেতন পাইল।
কুম্ভকর্মের নাক কান কামড়ে ছিণ্ডিল ॥৪১৩৩॥

১-১ কোলাকোলি কৈল বানরগন (খ), (ঘ)

২-২ জুদ্ধেতে আসিযা কুম্ভকর্ন মহাবল (গ), (ঘ)

* এই পঙ্‌ক্তিটি (খ) ও (গ) পুথিতে নাই।

† এই পঙ্‌ক্তিটি (গ) ও (ঘ) পুথিতে নাই। পরবর্ত্তী পদের পূর্ব্বে (গ) ও (ঘ) পুথিতে এই পদটি দৃষ্ট হয় :—

সকল বানরগণ ডরে পলাইল।
সুগ্রীব বানরগণ যুঝিতে আইল।

আস্তে ব্যস্তে কুম্ভকর্ম সুগ্রিবে পেলিল।
লাফে লাফে সুগ্রিব আসি কটকে মেলিল[১] ॥৪১৩৪॥
নাক কান নাহি কুম্ভকর্ণের হইল লাজ।
কোন লাজে ভেটিব রাবন মহারাজ ॥৪১৩৫॥
লেউটিয়া আইসে কুম্ভকর্ম মহাবির।
দেখিয়া পালাএ বানর রনে নহে স্থির ॥৪১৩৬॥
পালাএ বানরগন দেখিল শ্রীরাম।
ধনুক হাথে করিয়া রাম করিলা সংগ্রাম ॥৪১৩৭॥
দুই হাত দুই পা কাটিল একে একে।
আর বানে কাটিলেক কুম্ভকর্ণের মস্তকে ॥৪১৩৮॥
সেই কোপে রাবন আসিয়া কৈল রন।
সক্তি সেলে লক্ষনের বধিল জিবন ॥৪১৩৯॥
তবে হনুমান বির দেখিয়া লক্ষনে।
ঔষধ আনিতে গেলা গন্ধমাদনে ॥৪১৪০॥
গন্ধকালি কুম্ভিরিনি তাথাই মারিয়া।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব মারে একেস্বর হৈয়া ॥৪১৪১॥
পর্ব্বত সিখর আনি দিলন্ত সুসেনেরে।
ঔষধ দিয়া জিয়াইল লক্ষন মহাবিরে ॥৪১৪২॥
জয় জয় সব্দ হৈল বানর কটকে।
দেবগনে আসির্ব্বাদ করিল কৌতুকে ॥৪১৪৩॥
হনুমান বিভিসন সম্মতি করিল।
ইন্দ্রজিতের জজ্ঞ স্থানে লক্ষন চলিল ॥৪১৪৪॥
ইন্দ্রজিতের সঙ্গে জুদ্ধ করিল বিস্তর।
ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষন ধনুর্দ্ধর ॥৪১৪৫॥
আনন্দিত হইয়া নাচে দেব পুরন্দরে।
পুষ্পবৃষ্টী কৈল ইন্দ্র লক্ষন উপরে ॥৪১৪৬॥*

১ মাথাইল (খ); মাথাইল (ঘ) * (খ) ও (ঘ) পুঁথিতে এই পদটি নাই।

রাবনের বংসনাস করিল লক্ষন।
অতিকারে মারিল তবে সমিত্রানন্দন ॥৪১৪৭॥
পুত্রসোকে জুঝিবারে আইলা রাবন।
রাম রাবনে তবে হৈল মহারন।৪১৪৮॥
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ি রাম বধিল রাবনে।
জয় জয় সব্দ হৈল এ তিন ভূবনে।৪১৪৯॥
রাবনে মারিয়া বিভিসনে রার্য্য দিল।
অসোক কানন হৈতে সিতা উদ্ধারিল ॥৪১৫০॥
আনিঞা সিত্যাএ রাম পরিক্ষাএ সুধিল।
দেবগনে আসি রামে স্তুতি বড় কৈল ॥৪১৫১॥
রামের বচনে তবে দেব পুরন্দর।
অমৃত বৃষ্টি করি জিয়াইল সকল বানর ॥৪১৫২॥
রাবন মারিয়া রাম সিত্যা উদ্ধারিল।
পুষ্পরথে চড়ি রাম দেসেরে চলিল ॥৪১৫৩॥
অজোধ্যা আসেন রাম ভরথ সুনিঞা।
পাদুকা মস্তকে করি প্রজাগন লৈয়া ॥৪১৫৪॥
রামের চরনে গিয়া প্রনাম[১] সে করে[১]।
পাদুকা জোগাইয়া পাএ হরিস[২] অন্তরে[২]।৪১৫৫॥
রাম রাজা হইল আসি অজোধ্যা নগরে।
রোগ সোক জরা মৃর্ত না হৈল প্রজারে।৪১৫৬॥
লোক পরিবাদ পুন সিত্যা বনবাস।
কান্দিয়া হাতাস রাম ভাবিয়া হাইবাস ॥৪১৫৭॥
লবকুস দুই পুত্র সিত্যা প্রসবিল।
অস্বহেতু পিতাপুত্রে জুদ্ধ বড় হৈল।৪১৫৮॥

১-১ ভৃত্য ব্যবহারে (খ), (গ)
২ দণ্ডবৎ করে (খ), (গ)

সত্রুঘ্ন মারিল গিয়া লবন মহাবিরে।
পুনরপি পরিক্ষা দিতে আনিল সিতারে ॥৪১৫৯॥
লাজে প্রবেসিল সিত্যা পৃথুবি ভিতরে।
সিতার সোকে রঘুনাথ জস্তর সরিরে ॥৪১৬০॥
কথোদিন জজ্ঞ দান বিস্তর করিয়া।
বৈকুণ্ঠ চলিলা রাম পুতে রার্যা দিয়া ॥৪১৬১॥*
হেন রাম চরিত্র বিবিধ সময়।
রাম নাম স্মোরনে সংসার মুক্ত হয় ॥৪১৬২॥
হেন রামায়ন নট নাচিল নৃর্ত্তাকে।
নাটে মোহিত কৈল সকল দৈত্যাকে ॥৪১৬৩॥
এক নাচ নাচি নর্ত্তক নাচে নাচ আর।
অজস্মরমতি কথা গঙ্গার অবতার ॥৪১৬৪॥
ধ্রুপদ পঞ্চাস নাট দাক্ষিনাট্য জত।
জত নাচ নাচে নর্ত্তক কহিব সে কত ॥৪১৬৫॥
অসুর মহিয়া তথা রহে নটগনে।
গুনরাজখান বলে গোবিন্দ চরনে ॥৪১৬৬॥

* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

কাল পুরুষ আসি কৈল লক্ষ্মণে বর্জ্জন।
সরযুর জলে লক্ষ্মণ তেজিল জীবন॥
ব্যাকুল হইলা রাম লক্ষ্মণের শোকে।
প্রবোধিতে নারে কেহ অযোধ্যার লোকে।
সরযুতে রঘুনাথ তেজিল জীবন।
সেই জলে প্রবেশিলা ভরত শত্রুঘ্ন।
পাত্র মিত্র ঝাঁপ দিল সরযুর জলে।
রাণী সব দগ্ধ হৈল শোকানলে॥
সরযুতে ঝাঁপ দিল সব রাজরাণী।
জীবন তেজিল সব অযোধ্যার প্রাণী॥
রাজা সনে কৈল রাম স্বর্গ আরোহন।
নাচিল নর্ত্তক সব মোহিল দৈত্যগন॥

কেদার রাগ

হেন মতে সে তিন কুমার নট সঙ্গে।
আর[১] নাচ নাচিয়া রহিলা নানা রঙ্গে[১] ॥৪১৬৭॥
সুচিমুখি হংসি গিয়া প্রভাবতি স্থানে।
প্রদ্যুম্নের কথা কহে আইল জেমনে ॥৪১৬৮॥
কুমার নিকট হৈল নটরূপ ধরি।
শুনিঞা হরিস[২] হৈলা দৈত্য কুমারি ॥৪১৬৯॥
হংসিরে বিনতি[৩] তিহোঁ করিলা বিস্তর[৩]।
এথাকে আনহ ঝাঁট কৃষ্ণের কোঙর ॥৪১৭০॥
পুর্ব্বে জবে শুনিঞাছিলাও তাঁর নাম।
বিরহসাগরে দুঃখ ভুঞ্জি অবিশ্রাম ॥৪১৭১॥
এখন নিকট আইল সুন প্রানসখি।
কেমতে ধরিব প্রান তাহাকে না দেখি ॥৪১৭২॥
ঝাঁট চল সখি তাহাঁকে আনহ এথাকে।
তোমার প্রসাদে প্রান আসুক আমাকে ॥৪১৭৩॥
এতেক আরতি[৪] তার শুনি রাজহংসি[৪]।
প্রদ্যুম্নকে বলে নট সমাজকে আসি ॥৪১৭৪॥
প্রভাবতির আরতি শুনিঞা কৃষ্ণসুত।
বিদগধ নাগরি আরতি অদ্ভুত ॥৪১৭৫॥
ক্ষেনেক চিন্তিয়া কুমার[৫] হংসিরে বলএ।
দৈত্যরাজ অভ্যন্তরে কেমতে জাইএ ॥৪১৭৬॥
শুনিঞা কুমার বোল রাজহংসি বলিল।
মায়ার নিধান তুমি মায়াপাতি চল ॥৪১৭৭॥

১-১ আপনা ঢাকিয়া তথা খেলে নানা রঙ্গে (খ) ;
আপনা ঢাকিয়া আছে নানা রঙ্গে (ঘ)
২ বল (খ), (ঘ)
৩-৩ কাকুতি করি বিনয় বিস্তর (খ, ঘ)
৪-৪ কাকুতি কথায় শুনি রাজহংসী (খ), (ঘ)
৫ তবে (খ), (ঘ)

ভ্রমরের রূপ ধরি কুসমে পড়িয়া।
জখন মালিনী জাএ জোগান লইয়া ॥৪১৭৮॥
মালিনির সঙ্গে তুমি ভ্রমর হইয়া।
ফুলের সাজিতে তুমি বসিবে[১] উড়িয়া ॥৪১৭৯॥
মালিনি থাকএ সেই বাহির দুয়ারে।
কন্যা আসি বসেই পুষ্প লইবারে ॥৪১৮০॥
সখির হাথে পুষ্প দিয়া মালিনি আসিবে।
ভ্রমর রূপে পুষ্পে তুমি তথাই থাকিবে। ৪১৮১॥
প্রভাবতির স্থানে গিয়া শুচিমুখি বলে।
আজি এথা কুমার আসিব কোন ছলে ॥৪১৮২॥*
থাকহ হুসারে সখি জে হএ উচিত।
সবাকে নিসধ জেন না হএ বিদিত ॥৪১৮৩॥
তবে প্রভাবতি সব নিজ দাসি আনি।
আপন সবদি দিয়া বৈল প্রিয় বানি ॥৪১৮৪॥
আজি এথা আসিব এক দেবতা কুমার।
সভে মোর রাখিয় জেন না হএ প্রচার ॥৪১৮৫॥
গন্ধর্ব্ব বিভার সজ্জ জেই এ উচিত।
সকল দ্রব্য সখিসব করহ তুরিত ॥৪১৮৬॥
এ মোর গুপ্তকথা জে ব্যক্ত করিব।
দেবতা-কুমার তাকে ভস্ম করি জাব ॥৪১৮৭॥
ইহা জানি সখিসব কর দেব-কাজ।
জেমতে না হও ভস্ম লহে মোর লাজ ॥৪১৮৮॥
শুনিএগ সভার মনে ত্রাস উপাজিল।
গন্দর্ব্ববিভার কার্য্যে সভে নিজোজিল ॥৪১৮৯॥

১ পাড়িচ (খ), (ঘ)

* ৪১৮২—৪১৮৯ সংখ্যক পদগুলি (খ) ও (ঘ) পুথিতে ৪১৩৩ সংখ্যক পদের পরে দৃষ্ট হয়।

৪১৮১ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (ঘ) পুঁথির পদ :-

এ বোল বলিয়া হংসী সত্বরে চলিল।
সময় অপেক্ষা করি কুমার রহিল।

বরুনের দেশ তবে গেল দিবাকর।
মালিনি[১] লইয়া কীছু সুনহ উর্ত্তর[১] ॥৪১৯০॥*
পাকীল নারেঙ্গ হেন চান্দের মণ্ডল।
দেখিয়া সৌরভ পুষ্প বিকাস কমল।৪১৯১॥
হেনকালে মালিনি জাএ সেই পথ দিয়া।
অভ্যন্তরে[২] জাএ জোগান পুষ্প লইয়া[২] ॥৪১৯২॥
পুষ্পগন্ধে মধুকর পাছু পাছু জায়।
ভ্রমররূপে প্রদ্যুম্ন তার সঙ্গেতে গো জায় ॥৪১৯৩॥
মালিনি থাকিল সেই বাহির দুয়ারে।
প্রভাবতির সখি আইল পুষ্প লইবারে ॥৪১৯৪॥†
জোগানের পুষ্প লৈয়া সখিসব জাএ।
তাহার[৩] গন্ধে ভ্রমর মধু লোভে ধাএ[৩] ॥৪১৯৫॥
সন্ধাকালে জাএ ভ্রমর জার জে নিলএ।
সব ভ্রঙ্গ জাএ মাত্রে এক ভ্রঙ্গ রহে ॥৪১৯৬॥
কেহ পদ্ম বনে গেল কেহ কুমুদেরে।
সেহ সুতি রহিল গিয়া মল্লিকা উপরে ॥৪১৯৭॥‡
সন্ধাকালে চতুর্দিগে গেল ভ্রঙ্গগনে।
জাতি জুতি মালতি কেহো রহে উপবনে ॥৪১৯৮॥
সভে নানা দিগে গেল রহে একলা কুমারে।
লুকাইয়া কন্যার কর্ণের ফুলের ভিতরে ॥৪১৯৯॥

১-১ দিনকর দীপ্ত হৈলা লোহিত অম্বর (খ), (ঘ)

* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পয়ার :—

ক্রমে ক্রমে তিমির রুধিল দিবাকর।
* * * *
আকাশে ফুটিল ফুল নক্ষত্র সকল।

২-২ প্রভাবতীর যোগানের পুষ্প সব লইয়া (খ), (ঘ)

† ৪১৯৪ পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

৩-৩ তার সঙ্গে ভৃঙ্গ সব পুষ্প গন্ধে ধায়ে (খ), (ঘ)

‡ ৪১৯৭-৪১৯৮ পদ দুটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

কর্ণ্রে[১] অবতংস করি কন্যার ফুলে রহিল[১]।
ভ্রমররূপে তাহাতে কামদেব রহিল ॥৪২০০॥
মদনের মায়া কেহো বুঝিতে না পারি।
কর্ণেথাকী বিড়ম্বে সেই দত্যের কুমারি।৪২০১॥
উৎকণ্ঠিত প্রভাবতি রজনি দিবসে।
নিরন্তর[২] দৃষ্টী দিয়া রহিল দ্বার পাসে ॥৪২০২॥*
সাক্ষাত হইলে আমি কী কহিব বাত।
মনে মনে প্রভাবতি শুনে পাঁচসাত ॥৪২০৩॥
ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে বৈসে স্বাস্তি নাহি পাএ।
ক্ষেনে ঘরে ঢুকে ক্ষেনে বাহিরেকে জাএ ॥৪২০৪॥
আপনা আপনি কত করে মনকথা।
ভ্রমররূপে কামদেব সব দেখে তথা।৪২০৫॥
প্রভাবতির আরতি দেখি মনে মনে হাসে।
হংসিমুখে শুনিল জত বসি দেখে পাসে ॥৪২০৬॥
শুন[৩] সুচিমুখি তোর পড়হুঁ চরনে[৩]।
প্রপঞ্চনা করহ কিবা সরূপ বচনে ॥৪২০৭॥
সরূপে এথা আজি আসিব কুমারে।
মাথে হাত দিয়া দেখি বলহ আমারে ॥৪২০৮॥

১-১ কর্ণে অবতংস করি যে ফুল পরিল (খ);
কর্ণ অবতংসে কন্যা যে ফুল পরিল (ঘ)

২ অমুক্ষণ (ঘ)

* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ :—

এখন আসিব কুমার এখনি দেখিব।
কেমন বিধানে তাঁর সেবন করিব॥

৩-৩ কন্যা বলে সূচীমুখী পড়হুঁ চরণে।
কপট না করহ কহ স্বরূপ বচনে॥ (খ), (ঘ)

সরূপে আমারে জদি বিধি অনুকুল।
সিদ্ধি[1] কার্য্যে তবে কেন[1] এতেক[2] উছুর[2] ॥৪২০৯॥*
মিথ্যা[3] জদি বল সখি খায় মোর মাথা।
কি[4] করিব কি বলিব কি কহিব কথা[4] ॥৪২১০॥†
সুচিমুখি বলে সখি এই সে কুমার।
রুক্মিতনয় কৃষ্ণ জনক তাহার ॥৪২১১॥
জদুকুলের প্রদিপ ভুবনে এক বির।
জাহা দেখি দেবকন্যা হএত[5] অস্থির[5] ॥৪২১২॥
আনিল এথারে আমি তোর পুন্যফলে।
সাবধান হইয়া রাক্ষ আপন পুন্যবলে ॥৪২১৩॥
সব সখিগন তবে আসিয়া সমিপে।
গন্ধর্ববিভার সজ্জ রত্ন প্রদিপে ॥৪২১৪॥
দুজনারে বসাইল কাঞ্চন আসনে।
সুগন্ধি সিতল জলে করাল্য স্নান দানে ॥৪২১৫॥
বিচিত্র বসন দিল জেহএ উচিৎ।
বিচিত্র ভূসন গন্ধ অতি সুচরিত ॥৪২১৬॥

১-১ সকল কার্য্য সিদ্ধ তবে (খ) ২-২ নহে অনুকুল (ঘ)

* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ—

আনচান করে প্রাণ স্থির নাহি রয়।
কেমনে কুমার সনে দরশন হয়॥

৩ কপট (খ), (ঘ) ৪-৪ স্বরূপে কুমার আজি আসিবেন এথা (খ), (ঘ)

† (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

কন্যার আরতি দেখি কৃষ্ণের কুমার।
ভৃঙ্গরূপ ছাড়ি তনু ধরি আপনার॥

(খ) পুথিতে এই পদটিও অতিরিক্ত দৃষ্ট হয়—

কুমারে দেখিয়া কন্যা লাজে হেট মাথা।
কি করিব কি হইব কি বলিব কথা॥

৫-৫ নাহি বান্ধে স্থির (খ), (ঘ)

তবে চারু সিংহাসনে দুহাঁ বসাইল।
প্রদ্যুম্ন গলাএ মালা প্রভাবতি দিল ॥৪২১৭॥
প্রদিপ আলল সাক্ষি জত দেবগন।
আজি হৈতে তুমি মোর ভূঞ্জিবে জৌবন ॥৪২১৮॥
আজি হৈতে তুমি মোর প্রানের ইশ্বর।
তোমার পাএ সমর্পিল নিজ কলেবর ॥৪২১৯॥
এত বলি দুহেঁ তারা হইলা এক জোগ।
নানা রসে পরবন্দে ভূঞ্জি উপভোগ ॥৪২২০॥
দিবসে নটের সঙ্গে থাকে নটবেসে।
রজনিতে পরবেস কুমারির পাসে ॥৪২২১॥
নানাবিধি রতিকলা দুহে বিদগদ।
হেন বুঝি মদনে বাড়িল সম্পদ ॥৪২২২॥
হেন মতে কথোদিন তথাই বঞ্চিল।
সম্ভোগলক্ষন প্রভাবতির ব্যক্ত হৈল ॥৪২২৩॥
গুনবতি চন্দ্রপ্রভা সুনাভের সুতা।
এক দিন দুই ভগ্নি আইলেন তথা ॥৪২২৪॥
সুন সুন প্রভাবতি কী তোর ব্যবস্থা।
সর্ব্ব অঙ্গে দেখি তোর সম্ভোগ আবস্থা ॥৪২২৫॥
প্রতি অঙ্গে অনসনে ইসত মুদিত।
নখরেখ কুচ আগে নয়ান লোহিত ॥৪২২৬॥*
জথাতথা সয়ন অলস সুবেস কত।
বিভা নাহি হএ তোর দেখি বিপরিত ॥৪২২৭॥
সুনিঞা প্রমাদ হেতু প্রভাবতি নারি।
দুই ভগ্নিকে কহে তবে বচন চাতুরি ॥৪২২৮॥
এক হংসি আচম্বিতে[১] আইল এথাতে[১]।
তাঁর সেবা কৈল আমি কায়মনচিত্তে ॥৪২২৯॥

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।
১-১ মোর ঘর আইল আচম্বিতে। খ, (ঘ)

তুষ্ট হৈয়া মন্ত্র হসি কইল আমারে।
তাহাঁকে স্মরিলে আস্তে দেবতা-কুমারে ॥৪২৩০॥
সুর্দ্ধ মন্ত্র দিয়া মোরে গেলা মুনি জন।
পরিক্ষা করিতে মন্ত্র করিল স্মরন ॥৪২৩১॥
মন্ত্র স্মরিতে এক দেবতা-কুমার।
বলে আসি করে মোরে মদন বিকার ॥৪২৩২॥
তার রূপ জৌবন অতি অনুপাম।
মোর সনে আসি করে মদন সংগ্রাম ॥৪২৩৩॥
দেবের সম্ভোগ বহিনি পাই পুন্য ভাগ্যে।
তাঁ সভার নারি[১] হৈলে[১] দোস নাহি লাগে ॥৪২৩৪॥
অনেক দিবস আমি করিয়াছি চিন্তে।
সেই মন্ত্র তোমরা দু জনারে দিতে ॥৪২৩৫॥
ভাল হৈল তোমরা দুজনে আইলে এথা।
মোর মনে ছিল তো সভারে কহিব একথা ॥৪২৩৬॥
তোমরা করহ মনে তাহাঁকে পাইতে।
ভাল না চাহিএ বলি অসুর চরিতে ॥৪২৩৭॥
নিতি নিতি দেব জজ্ঞ সুজন হিংসএ।
হেন বুঝি নিকটে অসুর কুল ক্ষএ ॥৪২৩৮॥
এতেক কহিয়া দুই ভগ্নি ভাণ্ডাইল।
দেবপুত্র বরিবারে দুহাঁরে বলিল ॥৪২৩৯॥
সুনি হরসিত দুই ভগিনি বলিল।
জত বোল বইলে দিদি সব মনে রইল ॥৪২৪০॥
আমরা দুইাঁরে বল সেই মন্ত্রনিধি।
তাহা জপি করি জেন মনোরথ সিদ্ধি ॥৪২৪১॥
কালি কহিব তোরে মন্ত্র চুড়ামনি।
ইহা বলি পাঠাইল সেই দুই ভগিনি ॥৪২৪২॥

১-১ দেবনারী (খ), (ঘ)

রাত্রি জোগে কামদেব আইলা তথারে।
ভগ্নির জতেক কথা কহিল তাহাঁরে ॥৪২৪৩॥
শুনিঞা প্রদ্যুম্ন বলে ভালই বলিলে।
মন্ত্রছলে ভগ্নিরে তুমি বস কইলে ॥৪২৪৪॥
কালিত আনিব দুই কুমার রতন।
সরূপ হইএ জেন তোমার বচন ॥৪২৪৫॥
প্রভাতে প্রদ্যুম্ন উঠি গেলা নট স্থানে।
দুই ভগ্নি আইল প্রভাবতি বিদ্যমানে ॥৪২৪৬॥
মিথ্যা মন্ত্র এক তারে রচিয়া কহিল।
মহাভক্তি করি তারা দুজনে জপিল ॥৪২৪৭॥
মন্ত্রবল দেখাবারে দুইাকে রাখিল।
নিসাকালে তিন জন একত্রে সুতিল ॥৪২৪৮॥
উহাতে প্রদ্যুম্ন সাম্ব গদকে কহিল।
প্রভাবতি জেমত ভগ্নিকে বলিল ॥৪২৪৯॥
বজ্রদত্তা আমাকে কহিল জেমতে।
সুনাভের কন্যা চাহে তোমা দুজনা বরিতে ॥৪২৫০॥
সুনাভের দুই কন্যা তোমরা দুই জন।
প্রভাবতি হৈতে হৈল দৈব ঘটন ॥৪২৫১॥
হংসির বচনে আমি ভ্রমররূপ ধরি।
প্রভাবতি সঙ্গে ক্রীড়া নিতি নিতি করি ॥৪২৫২॥
আইসহ তিন ভৃঙ্গে তথাকারে জাব।
বিরহ সন্তাপ দুঃখ সভার ঘুচাব ॥৪২৫৩॥
এত অনুমানি তিনে রজনির সুখে।
কন্যাপুরে ভৃঙ্গরূপে নড়িলা কৌতুকে ॥৪২৫৪॥
তথা প্রভাবতি কন্যা করিয়া চাতুরি।
পুজাবিধি সজ্জ করি মস্তকে সোঙরি ॥৪২৫৫॥

১ নিকুতে। খ, ঘ।

হেনক্রি সমএ গিয়া সে তিন কুমার।
দিব্য মুর্ত্তি ধরি রহে সমুখে তাহার ॥৪২৫৬॥
প্রদ্যুম্ন কুমার গিয়া প্রভাবতি পাসে।
আর দুই কন্যা দুই বিরের উপদেসে ॥৪২৫৭॥
দুই জনে দুই কন্যা গন্ধর্ব্ব বিভা কৈল।
দুহাঁর গলাএ দুহেঁ বরমালা দিল ॥৪২৫৮॥
রতন প্রদিপ জালি কন্যা প্রভাবতি।
দুই ভগ্নির বিভা দিল হরসিত মতি।৪২৫৯॥
তিন বির সনে[১] হৈল[১] তিন কন্যার জোগ।
তিন বিদগদ সঙ্গে তিন কন্যার সম্ভোগ ॥৪২৬০॥
উথা সু চমুখি গিয়া কেসবের স্থানে।
কহিল সকল কথা মিলিল ছয় জনে ॥৪২৬১॥
হেন কালে কস্তপের জজ্ঞ সেস হৈল।
ইন্দ্র আদি দেবগন তথাকে আইল ॥৪২৬২॥
বজ্রনাভ দৈত্যরাজ আইলা তথাকারে।
মুনিকে প্রদক্ষিন করি বলিল ইন্দ্ররে ॥৪২৬৩॥
দুত পাঠাইয়া রার্য্য তোমাকে চাহিলে।
জজ্ঞের অবধি করি সময় করিলে ॥৪২৬৪॥
কস্তপের জজ্ঞ এই সম্পুর্ন্ন হইল।
রার্য্য ছাড়ি দেহ মোরে পিরিতে কহিল ॥৪২৬৫॥
মুনি স্থানে নিবেদিল রাজ্য দেহ মোরে।
অন্যথা[২] কর বাক্য বলি বারে বারে[২] ॥৪২৬৬॥
এত[৩] তার বাক্য সুনি[৩] বলে মুনিবর।
সর্গ[৪] পুরি তোমার জজ্ঞ নহে দত্যেস্বর[৪] ॥৪২৬৭॥

১-১ পাইল তথা (খ), (ঘ ২-২ গুনহ বচন মোর বলি বারে বারে (খ), (ঘ)
৩-৩ দৈত্যের বচন শুনি (খ), (ঘ)
৪-৪ সুরপুরী রাজ্য তোরে নহে দৈত্যেশ্বর (খ), (ঘ)

জার জেই অধিকার সেই তাতে থাকে ।
দৈব নিবন্ধ কেহো কাকে না পারে দিবাকে ॥৪২৬৮॥
ধর্ম্মবান পুরন্দর সর্গের পাবক[১] ।
জজ্ঞ রক্ষা হুসি রক্ষা কৃষ্ণের ভাবক ॥৪২৬৯॥
আপন চরিত্র তুমি জান ভল মতে ।
সুখে রার্যা কর তুমি নিজ মনোরথে[২] ॥৪২৭০॥
এত বুঝাইয়া মুনি দৈত্য পাঠাইল ।
মুনি প্রনমিঞা ইন্দ্র জজ্ঞকে[৩] চলিল ॥৪২৭১॥
উথা তিন বির আছে দৈত্যের সদনে ।
আইলা নর্ত্তক বেসে সব দৈত্য গনে ॥৪২৭২॥
বরিসা সরত দুই সময় গোঙাইল ।
কন্যাপুরে সুখে বসি কেহো না জানিল ॥৪২৭৩॥
তিন কন্যা গর্ভ ধরিয়াছে তিন ঘরে ।
সেই কথা হংসি গিয়া কহিল কৃষ্ণরে ॥৪২৭৪॥
মুনি স্থানে অপমান পাইয়া দৈত্যপতি ।
ঘরে আসি ইন্দ্র স্থানে জুদ্ধে দিল মতি ॥৪২৭৫॥
তাহার চরিত্র দেখি দেব পুরন্দর ।
গোবিন্দের ঠাঁঞি গেলা দ্বারিকা নগর ॥৪২৭৬॥
জতেক দৈত্যের কথা কহিল কৃষ্ণরে ।
উপায় মাগিল নিজ রার্যা রাখিবারে ॥৪২৭৭॥
তবে তুহেঁ অনুমানি হংসিরে বলিল ।
বজ্রপুরি জাইবারে তারে আদেসিল ॥৪২৭৮॥
সিঘ্রগতি কহ গিয়া সে তিন কুমারে ।
জুদ্ধ করি ঝাঁট তাঁরা মারুন অসুরে ॥৪২৭৯॥
জে তোমার তিননারি তিনগর্ভ ধরে ।
এক মাসে প্রসবিব দেবতার বরে ॥৪২৮০॥

১ পালক (খ), (গ)
২ নগরেতে (ঘ)
৩ স্বর্গকে (খ), (ঘ)

জন্মমাত্র জৌবন পাব অস্ত্র সাস্ত্র জ্ঞতে।
মহাবির হব সেই তিন জনার তিন সুতে ॥৪২৮১॥
আমিত জাইব তথা জুদ্ধ দেখিবারে।
জগন্তু পাঠায়্যা দিব সুহায় তাহারে ॥৪২৮২॥
চিন্তা ভয় না করিহ অসুর জিনিতে।
সে তিন কুমারে হাসি কহিও তুরিতে ॥৪২৮৩॥
ইন্দ্র কৃষ্ণের বোল তথা গিয়া সুচিমুখি।
তিন কন্যা সনে তিন কুমারকে দেখি ॥৪২৮৪॥
কহিল দুহাঁর কথা জুদ্ধ করিবারে।
তিন বিরে দৈত্য বধ কৈল অঙ্গিকারে ॥৪২৮৫॥
ইন্দ্র কৃষ্ণের বরে সে তিন কুমারি।
তিন পুত্র প্রসবিল মাসেক গর্ভ ধরি ॥৪২৮৬॥
জন্মিতে জৌবন সেই তিন বির হইল।
দেবের বরে অস্ত্র সাস্ত্র সকলি জানিল ॥৪২৮৭॥
দুর্জ্জয় বলবান সেই তিন মহাবির।
অসম সাহস তিন[১] অতুল গভির[১] ॥৪২৮৮॥
চন্দ্রপ্রভা গুনমন্ত হংসকেতু নাম।
কন্দর্প[২] সমান রূপ অতি অনুপাম ॥৪২৮৯॥
উথা ইন্দ্র জিনিবারে দৈত্যের ইস্বর।
চতুরঙ্গ দলে সাজে সৈন্য সাগর ॥৪২৯০॥
হস্তি ঘোড়া পদাতিক রথ রথিগন।
বৎসর সতেকে তাহা[৩] না জাএ গনন[৩] ॥৪২৯১॥
হেনকালে কন্যাপুরে রক্ষক সকল।
কন্যাপুরে কুমার[৪] দেখি হইলা বিকল[৪] ॥৪২৯২॥

১-১ তিনে নির্ভয় শরীর (খ), (ঘ) ২ বাপের (খ), (ঘ)
৩-৩ সৈন্য মারয়ে গনন (ঘ)
৪-৪ হাওয়াল দেখিল বিকল (খ)

তিন পুত্রে সঙ্গে বসি আছে তিন নারি।
দেখিয়া[1] সঙ্কট বড় হইলা দুয়ারি[1] ॥৪২৯৩॥
ধাইয়া গিয়া বজ্রনাভে গোচর করিল।
কন্যাপুরে কুমার[2] সে[2] কোথা হৈতে আইল ॥৪২৯৪॥
প্রভাবতির শুনি রাজা দুষ্ট ব্যবহার।
ক্রোধে ব্যাকুল রাজা বলে মার মার ॥৪২৯৫॥
তালজঙ্ঘ সেনাপতি সমুখে দেখিয়া।
তারে আদেসিল কুমার আনহ ধরিয়া ॥৪২৯৬॥
নাপার ধরিতে জদি মারিহ তাহারে।
কুলের কলঙ্ক মোর ঘুচাহ সত্বরে ॥৪২৯৭॥
এতবলি মহারাজা প্রসাদ দিল তারে।
সর্ব্বসন্য পাঠাইল কন্যাপুর ভিতরে ॥৪২৯৮॥
তালজঙ্ঘ সেনাপতি কটক সঙ্গে করি।
সত্বরে আসিয়া তবে বেড়ে কন্যাপুরি ॥৪২৯৯॥
বিসম কটক দেখি সেই তিন নারি।
মুর্চ্ছিতা[3] হইয়া পড়ে[3] আপনা পাসরি ॥৪৩০০॥
ক্ষেনেক থাকা প্রভাবতি পাইল সম্বিতে।
হংসিরে পাঠাল্য তিন কুমার আনিতে ॥৪৩০১॥
নটের সমাঝ হংসি পাইল সত্বরে।
আনিল প্রদ্যুম্ন গদ সাম্ব তিন বিরে ॥৪৩০২॥
আসিয়াত তিন পুত্র সঙ্গে তিন বির।
আশ্বাসিয়া তিন কন্যা করিল সুস্থির ॥৪৩০৩॥
ঘরে হৈতে বাহির হৈল ছয় জনা।
অস্ত্র লৈয়া বেড়িলেক তালজঙ্ঘের সেনা ॥৪৩০৪॥
খড়্গ লৈয়া খণ্ড খণ্ড কৈল সর্ব্ব সৈন্য।
কেহো মরে কেহ পালাএ কেহ করে দৈন্য ॥৪৩০৫॥

১-১ তাহা দেখি সভা মনে ভাবিল দুয়ারী (খ)
২-২ বীর গোসাঞা (খ) ৩-৩ মূর্চ্ছা পাইয়া পড়ে তিনে (খ), (গ)

ছয় জনার বিক্রমে সন্য দিল ভঙ্গ ।
জুঝিতে আপনে তবে[১] উঠে তালজঙ্গ ॥৪৩০৬॥
রথে চড়ি ছয় বিরে বানে আৎসাদিল ।
খড়্গ লৈয়া কামদেব সকল কাটিল ॥৪৩০৭॥
জত জত বান এড়ে দৈত্য সেনাপতি ।
ছয় বিরে খণ্ড খণ্ড সকল করন্তি ॥৪৩০৮॥
অনেক সংগ্রাম হৈল দেখিতে ভয়ঙ্কর ।
রথরথি ঘোড়া হাথি রাউত[২] বিস্তর ॥৪৩০৯॥
খড়্গে কাটি প্রদ্যুম্ন শির খণ্ড খণ্ড করি ।
খড়্গ পেলায়া দুহেঁ দুহাকেত ধরি ॥৪৩১০॥*
মল্লজুদ্ধ করে দুহেঁ অতি ঘোরতর ।
কেহকারে জিনিতে নারে দুহেঁত[৩] সোসর ॥৪৩১১॥
হাথাহাথি মাথামাথি চরনে চরনে ।
মুঠকা মুঠকী বুকে করে মোহারনে ॥৪৩১২॥
তবে কোপে তালজঙ্গ মুঠকা মারিল ।
মুঠকীর ঘাএ কাম অচেতন হৈল ॥৪৩১৩॥
ক্ষেনেকে চেতন পায়্যা কোপে রন বাড়ে ।
চরনে ধরিয়া দৈত্যে ভূমেতে[৪] আছাড়ে ॥৪৩১৪॥
তার বুকে বসি মারে মুঠকীর ঘাএ ।
কণ্ঠে আঁটু দিয়া[৫] বির তার প্রান লএ[৫] ॥৪৩১৫॥

১ বীর (খ), (গ)
২ পড়িল (খ), (গ)
* (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

কেহ কারে জিনিতে নারে একই সোসর ।
বানে বানে জুঝে তবে হইল জর্জ্জর ॥

৩ একই (খ), (গ)
৪ তুলিয়া (খ)
৫-৫ চাপিলেক দৈত্যের প্রাণ জায়ে (খ), (গ)

তালজঙ্ঘ বির মরে বজ্রনাভ সুনে।
হাহাকার সব্দে মনে পরমাদ গনে ॥৪৩১৬॥
সর্ব্ব সৈন্য সাজিয়া চলিলা দৈত্য রাজ।
কেমতে বাহির হব লোক মুখে লাজ ॥৪৩১৭॥*
এতবলি সব দৈত্যগনে আদেসিল।
ছয় গোটা ছাওালে মারিতে আজ্ঞা কৈল ॥৪৩১৮॥
কন্যা পুরে সাজিয়া চলিলা দৈত্যরাজ।
হরির চরনে ভনে গীন গুনরাজ ॥৪৩১৯॥

মাউর রাগ।

ইন্দ্র জিনিতে জত সৈন্য করিল সাজ।
তাহা লৈয়া আপনি চলিলা দৈত্য রাজ ॥৪৩২০॥†
অসংক্ষ দৈত্যের সেনা চলিলা তখন।
বৎসর সতেকে তাহা নাজ্ঞাএ গনন ॥৪৩২১॥†
নানা উৎপাত তখন হইল বজ্রপুরে।
অদ্ভুত অমঙ্গল হৈল প্রতি ঘরে ॥৪৩২২॥
রক্তবৃষ্টি ধুমকেতু অরিষ্ট লক্ষন।
নির্ঘাত সব্দ তথা হইল ঘনে ঘন ॥৪৩২৩॥‡

* এই লাইন হইতে ৪৩১৮ পদের প্রথম লাইন পর্য্যন্ত পদ (খ) ও (গ) পুথিতে নাই।

† ইহার পূর্ব্বে অতিরিক্ত পাঠ—

তালজঙ্ঘ পড়িয়া মৈল শুনি দৈত্যরাজ।
মনে মনে গুনে রাজা হইল অকাজ॥
তিন গোটা ছাওয়াল প্রবেশি কন্যাপুরে।
কুলের খাকার মোর করিল প্রচুরে।
থাকুক রাজ্য নিক মোর ইন্দ্র দেবরাজ।
কেমতে চাহিব লোক হইব বড় লাজ॥ (খ)

তালজঙ্ঘ পড়িল শুনিয়া দৈত্যরাজ।
মনে মনে আলোচে হৈল কোন কাজ॥
তিন গোটা ছাওয়াল প্রেবেশি কন্যাপুরে।
কুলের খাকার মোর করিল প্রচুরে।
থাকুক জিনিবার মোর ইন্দ্র দেবরাজ।
কেমনে চাহিব লোক মুখ এত বড় লাজ॥
এতেক বলিয়া সব দৈত্যে আদেশিল।
ছয় গোটা ছাওয়ালে মারিতে বলিল (খ)

† এই পদটি (খ, ও (ঘ) পুথিতে নাই।

‡ ৪৩২৩-৪৩২৬ পদগুলি (ঘ) পুথিতে নাই।

ক্ষেনে ক্ষেনে ভূমিকম্প কুকুর ক্রন্দন।
সিবাদস্ত খট খটি স্তুনি মহারন ॥৪৩২৪॥
দৈত্য রাজ্জের মাথে পড়ে স্তুকিনি গিধিনি।
নক্ষত্র বৃষ্টি দিনে পুরিল ধরনি ॥৪৩২৫॥
দেবতা প্রতিমা ফাটে বলে কাট কাট।
তুরগগন আনে রাজা নাহি দেখে বাট ॥৪৩২৬॥
এত[১] অলক্ষন বিন্ন কিছু না জানিল[১]।
কোপে দৈত্যরাজ কন্যা পুরকে চলিল ॥৪৩২৭॥
তিন গোটা ছাগাল আসি কন্যাপুরে।
কুলের প্রাকার মোর ভঙ্গাম প্রচুরে ॥৪৩২৮॥*
কন্যাপুরি গিয়া রাজা সত্বরে বেড়িল।
মার মার ধর ধর মহাসব্দ হৈল ॥৪৩২৯॥
তবে[২] সুচিমুখি গেলা ইন্দ্র কৃষ্ণের স্থানে[২]।
দুহাঁকে কহিল তালজঙ্ঘের মরনে ॥৪৩৩০॥
ভজ্রনাভ সনে আপনি জুদ্ধে মন কৈল।
সত্বরে তোথাকে চল তোমারে বলিল ॥৪৩৩১॥
তার[৩] বোলে গরুড়ে চড়িয়া দেবহরি।
দেবগন লইয়া চলে ইন্দ্র অধিকারি ॥৪৩৩২॥
বজ্রনাভ[৪] নিকটে আকাসে ভর করি।
তের্ত্তিস কোটি দেবতা রহিলা সারি সারি ॥৪৩৩৩॥†

১-১ এত অলক্ষণ দেখি মনে না গুনিল (খ);
অলক্ষণ দেখিয়া সে দৈত্য না গুনিল (ঘ)

* এই পদটি ও পরের পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

২-২ বার্তা্তে গিয়া সূচিমুখী ইন্দ্রকৃষ্ণ স্থানে (খ), (ঘ)

৩ হংসীর (খ)

৪ বজ্রপুরী (খ), (ঘ)

† ইহার পরে (ঘ) পুথির অতিরিক্ত লাইন।
দেবগণ লইয়া নড়ে ইন্দ্র অধিকারী ॥

অষ্টলোকপাল আইলা ঊর্দ্ধ দেখিবারে।
আকাস ভরিয়া[1] দেবতা রহিলা সত্বরে[1] ॥৪৩৩৪॥
জয়ন্ত ইন্দ্রের পুত্র আর প্রবর[2] ব্রাহ্মন।
ইহা[3] সবাকার সঙ্গে মার দৈত্যগন[3] ॥৪৩৩৫॥*
হেনকালে দৈত্য সেনা বেড়ি চারি ভিতে।
মার মার সব্দে দৈত্য আইল আচম্বিতে ॥৪৩৩৬॥
সেল জাঠা মুসল বরিসে সর্ব্বজনে।
পুরি আৎসাদিল তবে বান বরিসনে ॥৪৩৩৭॥
ধর ধর মার মার সব্দ উপজিল।
ধুলায় আৎসাদন গুন অন্ধকার হৈল ॥৪৩৩৮॥
তাহা দেখি ত্রাসে কাঁপে সেই নারিগন।
তা সভা রাখিতে দিলা সিয় তিন জন ॥৪৩৩৯॥

১-১ মণ্ডলে দেব রহে ঘরে ঘরে। (খ), (ঘ)   ২ পুরব (খ), (ঘ)
৩-৩ যুদ্ধের সহায় তাঁরে পাঠাইল দুইজন। (খ), (ঘ)

* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

মাতলি সারথি দিয়া পাঠাইল রথ।
যুদ্ধ করিবারে কামের বাড়িল মহত্ত্ব॥
দেব দ্বিজ যজ্ঞ পূজন হিংসা কৈল।
এই পাপে বজ্রপুরে সবে প্রবেশিল॥
পাপের প্রলয় হয় পুণ্য পায় ক্ষয়ে।
তে কারণে জয়ন্তপুরে প্রবেশয়ে॥
জয়ন্ত পুরব এথ বজ্রপুরী আইল।
শুচিমুখী গিয়া সব প্রদ্যুম্নে কহিল॥
নির্ভয়ে করহ রণ প্রদ্যুম্ন কোঙর।
ইন্দ্র কৃষ্ণ দেব হেরে মস্তক উপর॥
গরুড়ে চাপিলা আকাশে আছে হরি।
তেত্রিশ কোটি দেবগণ দেখ সারি সারি।
জয়ন্ত সারথি রথ পুরব ব্রাহ্মণ।
ইহা সবা সাজ করি মারহ দৈত্যগণ॥

মাতুল সারথি রথে প্রদ্যুম্ন মহাবিরে।
গদ সাম্ব বির জাএ জুঝ করিবারে ॥৪৩৪০॥
মায়ারথে গদ সাম্ব করি আরোহন।
জয়ন্ত¹ সহিত জাএ করিবারে রন¹ ॥৪৩৪১॥
ঠাঞি ঠাঞি মহারন করিল ছয় জন।
রথি² সারথি জত না জাএ গনন² ॥৪৩৪২॥*
কোপে বান বরিসএ কৃষ্ণের নন্দন।
দেখিয়া কম্পিত হৈল জত দৈত্যগন ॥৪৩৪৩॥
অস্ত্র বরিসনে সব অস্ত্র হৈল ক্ষয়।
অন্ধকার ঘুচিল হৈল সূর্য³ উদয় ॥৪৩৪৪॥
কোপে কাম কাটি পেলে সব সেনাপতি।
রথি⁴ রথ এড়িয়া পালাএ সারথি ॥৪৩৪৫॥
ঘোড়া এড়ি রাউত পালাএ পাএ পাএ।
মাতঙ্গ পড়িল ভূমে মাহুত লোটাএ⁵ ॥৪৩৪৬॥

১-১ অনন্ত পুরুষ সঙ্গে চলিলা পঞ্চজন (খ), (গ)
২-২ শরজালে কাটিলেক বিস্তর সেনাগন (খ), (ঘ)

* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

হাতি ঘোড়া কাটিল অনেক রথরথি।
গণিতে না পারি পদ অশ্বর বিরথি ॥
যত যত বাণ এড়ে দৈত্য সেনাগণ।
তাহার দ্বিগুণ বাণে কাটে ততক্ষণ ॥
রক্তে বহিল নদী নাহি মূল কুল।
তথি ভাসে দৈত্য স্কন্ধ শরীর বহুল ॥
সেনা কাটিয়া বাহির হৈল পঞ্চ বীর।
পঞ্চ বীর দেখি কেহ রণে নহে স্থির ॥
সেনা ভঙ্গ দেখি রুষিলা সেনাপতি।
যুদ্ধ করিবারে আইল করিয়া যুকতি ॥
এক চাপে শরজালে ছাইল পঞ্চজনা।
রথি সারথি কার না পাইল চেতনা ॥

৩ সূর্য্যের (খ), (ঘ) ৪ ভৈমে (খ), (গ) ৫ পালটে (খ), (ঘ)

খড়্গেতে[১] কাটিল কাএ কারেত ধনুকে[১]।
অর্দ্ধচন্দ্রে কাটে কারে কারে বিন্ধে বুকে ॥৪৩৪৭॥*
পাছু নাহি চাহে কেহো জাএ[২] রড়ারড়ি।
গন্দে[৩] লুকাইয়া কেহো জাএ[৪] গড়াগড়ি ॥৪৩৪৮॥
অসুর রকতে নদি কন্দর বহিল।
রক্তের গন্ধেতে[৫] কেহো পড়িয়া মরিল ॥৪৩৪৯॥
বাপ বলি ডাকে কেহ বলে আই[৬] ভাই।
তিন[৭] বির বই[৭] আর দেখিতে না পাই ॥৪৩৫০॥
রনে ভঙ্গ দিল সব সেনাপতিগন।
বজ্রনাভ সুনাভ করিতে আইল রন ॥৪৩৫১॥
সুনাভের সঙ্গে জুঝে সাম্ব মহাবির।
গদ সঙ্গে বজ্রনাভ কঠিন সরির ॥৪৩৫২॥
প্রবর ব্রাহ্মন সঙ্গে দুর্ম্মুখ দুরন্ত।
দির্ঘ্যদন্ত সঙ্গে জুদ্ধ করএ দুরন্ত ॥৪৩৫৩॥†
বজ্রনাভ সঙ্গে জুঝে প্রদ্যুম্ন কুমার।
হেনক অদ্ভুত জুদ্ধ নাহি দেখি আর ॥৪৩৫৪॥‡

১-১ ঢেলকে কাটিল কারে কাহেক ফলকে (খ)

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

২ পালয়ে (খ), (ঘ) ৩ স্কন্ধে (ঘ) ৪ পলায় (ঘ)

৫ কন্দিয়ে (খ), (ঘ) ৬ ভাই (খ), (গ) ৭-৭ পঞ্চ বীর বহে (খ), (ঘ)

† এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।

‡ (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

রাম রাবণের যেন পুর্ব্বে রণ হৈল।
চণ্ডিকা যুঝিয়া যেন অসুর ক্ষয় কৈল।
পাঁচ জনে রণ কৈল কৃষ্ণের কোঙর।
এত সৈন্য দৈত্যরাজ নহিল সোসর।
দুর্জ্জন দৈত্যের বল মহাবলবান।
তথাপি নহিল পঞ্চ বীরের সমান।
রণ পণ্ডিত দৈত্য সব রণে প্রবেশিল।
কৃষ্ণের কুমার সনে মহারণ কৈল।

দুর্জ্জয় দইত্যগন রনে প্রেবেসিল।
কৃষ্ণের কুমার সঙ্গে মহারন কৈল ॥৪৩৫৫॥*
জত[১] জত[১] বান এড়ে সুনাভ মহাবির।
তত বান কাটে সাম্বু রনে মহা[২] স্থির[২] ॥৪৩৫৬॥†
সুনাভের ধনুক সাম্বু কাটে তিন বানে।
রুসিয়া সুনাভ বির প্রবেসিলা[৩] রনে ॥৪৩৫৭॥
জুঝএ সুনাভ বির আর ধনুক লৈয়া।
বিন্ধিলেক সাম্বুবিরে আকর্ন্ন পুরিয়া ॥৪৩৫৮॥
মুর্চ্ছা গিয়া সাম্বুবির আপনা পাসরে।
ক্ষেনেক রহিয়া বির উঠএ সত্বরে ॥৪৩৫৯॥
এক বানে ধনুক কাটি চারি ঘোড়া পাড়ে।
অর্দ্ধচন্দ্রবান বির ধনুকেত জুড়ে ॥৪৩৬০॥
এড়িলেক বান সাম্বু কী কহিব কথা।
কুণ্ডল সহিত কটে সুনাভের মাথা ॥৪৩৬১॥
পড়িল সুনাভ বির দেবের আনন্দিত।
বজ্রদন্ত মারিতে গদ করিল প্রবন্ধিত ॥৪৩৬২॥
বজ্রদন্ত সনে গদ মহারন কৈল।
দেখিয়া সে দেবগন চমৎকার পাইল ॥৪৩৬৩॥
পসুপত বান এড়ে গদ মহাবির।
সংগ্রামের মাঝে কাটে বজ্রদন্তের সির ॥৪৩৬৪॥

---

* এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।

১-১ বড় বড় (ঘ)　　২-২ মহে স্থির (খ) ; মহাবীর (ঘ)

† (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

সুনাভের ধনু কাটে তিন গোটা বাণে।
আর বাণে ধ্বজ কাটি পাড়ে ততক্ষণে।
সাধু সাধু বলিয়া ডাকিছে দেবগণ।
ধন্য ধন্য শাম্ব তোর ধন্য এ জীবন।

৩ সাজাইল (খ) ; সাজাইল (ঘ)

বজ্রদন্ত পড়িল হরিস দেবগন।
বিস্তর বলিল গদে প্রসংসা বচন ॥৪৩৬৫॥
দির্ঘ্যদন্তে জয়ন্তে হইল মহারন।
অতি উৎকট[1] জুর্দ্ধ ঘোর দরসন ॥৪৩৬৬॥
এড়িলেক বান জয়ন্ত কি কহিব কথা।
বরুন বানে কাটে বির দির্ঘ্যদন্তের মাথা ॥৪৩৬৭॥
মহাবির প্রবর দুর্ম্মুখ সনে রন।
দুর্ম্মুখ কাটিল রনে প্রবর ব্রাহ্মন ॥৪৩৬৮॥
প্রবরের বান সব অতি খরসান।
দুর্ম্মুখের বান কাটি করে খান খান ॥৪৩৬৯॥
কোপে প্রবর অগ্নিবান এড়ে।
কাটিল দুর্ম্মুখ সির[2] ভূমিতলে পড়ে ॥৪৩৭০॥
পড়িল সে চারি বির দেবের দুর্জ্জয়।
নানা অস্ত্রে কৈল সভে দৈত্য কুল ক্ষয় ॥৪৩৭১॥
ভাই[3] সহিত পড়িল সব সেনাপতি।
সব সহিন্য পড়িল একেলা জুঝে দৈত্যপতি[3] ॥৪৩৭২॥
অন্তরে বাজিল সোক দুঃখ নিরন্তর।
কোপে তাপে জুদ্ধ করে দৈত্যের ইশ্বর ॥৪৩৭৩॥
সত সত বান এড়ে প্রদ্যুম্ন উপরে।
কথ[4] বৃর্থ করে কাম কথ কাটে সরে[4] ॥৪৩৭৪॥
দসবান এড়ে দৈত্য আকর্ন্ন পুরিয়া।
দস গোটা সর্প জেন আইসে ধাইয়া[5] ॥৪৩৭৫॥

---

১ ভয়ঙ্কর (খ), (ঘ)
২ মাথা (খ), (ঘ)
৩-৩ ভাই সৈন্য অমাত্য পড়িল সেনাপতি (খ), (ঘ)
৪-৪ কথ মিথ্যা কৈল কত কাটিলেক সরে (খ);
কত মিথ্যা করে কাম কত কাটে শরে (ঘ)
৫ গর্জিয়া (খ)

কুড়ি বানে কাম তাহা কৈল খান খান।
তা দেখিয়া দৈত্যরাজ এড়ে কুড়ি বান।৪৩৭৬॥
আস্তে ব্যস্তে প্রদ্যুম্ন[১] কাটিল দৈত্যের ধনুক[১]।
ধনুক কাটা গেল দৈত্যের না হএ বিমুখ ॥৪৩৭৭।*
সে ধনুক কাটা গেল আর ধনুক জোড়ে পুন।
রুসিয়া আইসে তবে কৃষ্ণের নন্দন ॥৪৩৭৮॥†
জত ধনুক জোড়ে দৈত্য সকলি কাটিল।
কোপে দৈত্য সেলপাট কামেড়ে এড়িল ॥৪৩৭৯॥
জেই সেলে দৈত্যরাজ জিনিল তৃভূবন।
জাকে মারে সেল তার অবস্ত মরন।৪৩৮০।
হেন সেল লাফ দিয়া ধরিল মদন।
তা দেখিয়া সাধু সাধু বলে দেবগন ॥৪৩৮১॥
তবে[২] দির্ব্য অস্ত্র সন্ধান পুরিল।
দির্ব্য অস্ত্র দেখি কাম চিন্তা বড় পাইল।৪৩৮২॥
অগ্নি বায়ব অস্ত্র বরূন পর্ব্বত।
ব্রহ্মঅস্ত্র জোড়ে কাম ইন্দ্র পসুপত ॥৪৩৮৩‡
দির্ব্য[৩] অস্ত্র ক্ষয় গেল চিন্তিত অসুর।
চিন্তিতে[৪] চিন্তিতে ভয় বাড়িল প্রচুর[৪] ॥৪৩৮৪।

১-১ কাম দৈত্যের কাটে ধনু (ঘ);
প্রদ্যুম্ন দৈত্যের কাটে ধনু (খ)

* এই লাইনটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

† এই লাইনটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই। ২ তবে দৈত্য (খ), (ঘ)

‡ (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

দিব্য অস্ত্র দেখি কাম দিব্য অস্ত্র লৈল।
দুই অস্ত্রে আকাশেতে মহারন হৈল।
অস্ত্র দেখি চিন্তে দোঁহে আপন কল্যাণ।
দুই অস্ত্র যুঝিয়া হইল নির্ব্বান।

৩ সব (খ), (ঘ)

৪-৪ গুনিতে গুনিতে চিন্তা বাড়িল প্রচুর (খ), (ঘ)

মায়ার নিধান দৈত্য মায়ারন করে।
রথসনে উঠিল দৈত্য গগন উপরে ॥৪৩৮৫॥
মায়াতে লুকাইয়া দেহ করে সর বৃষ্টী।
চন্দ্র সুর্য্য আস্ত গেল না পরসে দৃষ্টি ॥৪৩৮৬॥
প্রদ্যুম্নের রথ কাটি করে খান খান।
ভূমিতলে রহিলা কাম বিরের প্রধান ॥৪৩৮৭॥
দৈত্যের মায়া দেখি কাম নিজ মায়া ধরে।
লক্ষ লক্ষ বান কাটে কৃষ্টের কোঙরে ॥৪৩৮৮॥
ভূমেতে নাবিলা দৈত্য মুদ্গর লইয়া।
প্রদ্যুম্নের বুকে সেল হানিল ধাইয়া ॥৪৩৮৯॥
সেই ঘাএ মোহ হৈয়া পড়িল কুমার।
জয়ন্ত আসিয়া রক্ষা করিল তাহার ॥৪৩৯০॥
মুর্চ্ছিতা হইলা কাম দেখি ইন্দ্র নারায়ন।
প্রদ্যুম্ন উপরে কৈল অমৃত বরিসন ॥৪৩৯১॥
চেতন পাইয়া দেখি উর্দ্ধ মাথা করি।
আস্বাস করিতে আছেন পুরন্দর হরি ॥৪৩৯২॥
দুহার আস্বাসে বল বাড়িল বিস্তর।
কৃষ্ণে নমস্কার করে পৃদ্যুম্ন কোঙর ॥৪৩৯৩॥
ডাকিয়া বলিল কৃষ্ণ মার দৈত্যরাজ।
তৃভূবন জিনিতে পার এই[১] কোন কাজ ॥৪৩৯৪॥
ইহা সুনি বলে কাম সুন দৈত্যেস্বর।
সব[২] মায়া চুর করি পাঠাব জমঘর[২] ॥৪৩৯৫॥
পড়িলে আমার হাথে আজি জাবে কোথা।
আঁখির নিমিসে তোর কাটি পাড়োঁ মাথা ॥৪৩৯৬॥ *

১ দৈত্য (খ), (ঘ)   ২-২ তুমি দৈত্যেশ্বর আমি কাম পঞ্চশর (খ), (ঘ)

* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

লুকাইয়া দৈত্য তুমি কৈলে মায়া [মহা (ঘ)] রণ।
সব মায়া কর্যো এবে পাইবু দরশন ॥ (খ), (ঘ)

দির্বা[১] মন্ত্র পড়ি জোড়ে অর্দ্ধচন্দ্র বান।
বানের মুখে অগ্নি জলিছে খান খান[১] ॥৪৩৯৭॥*
আকাসে আইসে বান তৃভূবন আল।
বানের মুখে বস্তে আপনে দণ্ড হস্তে কাল ॥৪৩৯৮॥†
হুহঙ্কার ছাড়িয়া কাম বান গোটা এড়ে।
কাটিল দৈত্যের মাথা ভূমিতলে পড়ে ॥৪৩৯৯॥
বজ্রনাভ পড়িল দেখিল দৈত্যগন।
পাতালে প্রেবেসে সভে না রহে একজন ॥৪৪০০॥
সর্গে দুন্দুবি বাজে পুষ্পবৃষ্টি হৈল।
বজ্রনাভের নারিগন সংগ্রামকে আইল ॥৪৪০১॥
দেবলোকে আনন্দ বাড়িল বিস্তর।
গুনরাজ খাঁন বলে হরির কিঙ্কর ॥৪৪০২॥

করুনারাগ

দৈত্যের নারিগন বহুত কৈল ক্রন্দন
ভূমি তলে পড়ি ঘনে ঘন।
মুকত[২] মাথার[২] চুল রানি সব ব্যাকুল
মাথে করি বলয়া শ্রৌঞ্জন[৩] ॥৪৪০৩॥

১-১ ত্রিভুবনে হৈল আলো আকাশে আইসে বান।
বানের মুখে অগ্নি নিকলে খান খান॥ (খ), (গ)

* অতিরিক্ত পদ (খ) ও (গ) পুথি—
ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করি কাম কৃষ্ণের চরণ বন্দে।
দেখিল যে পদাম্বুজ পরম আনন্দে॥
পদাম্বুজ দেখি কাম চরণ বন্দিল।
দিব্য মন্ত্র পড়ি বীর অর্দ্ধচন্দ্র নিল।

† এই পদটি (খ) ও (গ) পুথিতে নাই।

২-২ উর্ত্তম সভার (খ); সভার উত্তমে (গ) ৩ কঙ্কন (খ); ভঞ্জন (গ)

কর্ন্নে মুনি[১] কুণ্ডল সিরে সিন্দুর মণ্ডল
মলিন বদন সরোরুহে।
করঘাতে জজ্জর তা সভার কলেবর
নয়ানে কর্জ্জল বহে[২] লোহে ।৪৪০৪॥
অধরে ঘুচিল রাগ মলিন সে রানি ভাগ
অতিসয় বাজে[৩] মন ব্যথা[৩] ।
উম্মর্ত্ত[৪] পাগলি মনে নিজ পতি দরসনে
ধাইয়া জাএ রনভূমি জথা ॥৪৪০৫॥
করি বহু বিলাপ হৃদএ বাড়ল তাপ
লাখে লাখে ধায় পুরনারি[৫] ।
উগ্ঘাম বুকের বাস মুকত[৬] সে কেস পাস
ধাএ রনভূমি অনুসারি[৭] ॥৪৪০৬॥
না সম্মরে কেস বাস অতি দির্ঘ নিস্বাস
ধায় নারি হৈয়া অচেতনে।
দুই হাত হৃদে হানি কান্দিতে কান্দিতে রানি
সিগ্রগতি[৮] পাইল রনস্থানে[৮] ।৪৪০৭॥
না পাইয়া প্রাননাথ চিহ্নে নাহি সোআস্ত
নৃপতি লক্ষন অনুমানি।
উকটিল কত ঠাঞি খুজি লাগ নাহি পাই
রাজাকে[৯] খুজিয়া[৯] বুলে রানি ॥৪৪০৮॥
লাখে লাখে উঠে কন্দ নাচিবারে পরবন্দ
করতালি দেই জোগিনি।
ছাড়িয়া জিবন আস দেখি লাগে তরাস
চমকিত রাজার রমনি ।৪৪০৯॥

১ দুলে (খ) ২ পুছে (খ) ; মোছে (ঘ) ৩-৩ মনে পাইল (খ), (ঘ)
৪ উবতু ৫ হৈতোর নারী (খ) ৬ মলিন (খ)
৭ হাহা করি (খ)
৮-৮ দীর্ঘ গতি পাইল ভূমি রণে (খ) ৯-৯ রাজার উদ্দেশে (খ), (ঘ)

কি[১] কহিতে পারি কথা[১]   গড়াগড়ি বুলে মাথা
জতেক পড়িল খেতি[২] তলে।
কান্দে কন্দ[৩] জোড়াইয়া   রাজাকে বুলে চাহিয়া
না পাইয়া হইলা[৪] আকুলে[৪] ॥৪৪১০॥
মাংস রুধির পায়া   শ্রীগালি বোলে ধাইয়া
হাড় মাংস কড় মড়ি খাএ।
কোথাহ[৫] সে কাক পাখি   মড়ার সে খায় আখি
দেখিয়া সে নারি ত্রাস পাএ ॥৪৪১১॥
কিলি কিলি ধ্বনি শুনি   রুধির পিএ সুকিনি
গিধিনি সঙ্গে সত্বরে[৬] উঠিয়া[৬] পাটরানি।
ছাড়িল[৭] সভার তর   প্রেবেসিল রন ভিতর
স্বামি চাহিয়া বুলে আপুনি[৭] ॥৪৪১২॥
সাহস করিয়া রানি   মনে ভয় নাহি মানি
করিয়া অনেক পরবন্দ।
চিত্তের ঘুচায়া ধন্দ   উকটএ কাটা কন্দ
রাজা পায়া বিসাদে আনন্দ ॥৪৪১৩॥*

১-১ কি কব রণের কথা (খ); বিপরীত রণের কথা (ঘ)   ২ ক্ষিতি (খ), (ঘ)
৩ মুণ্ড (খ), (ঘ)   ৪-৪ রাণী ব্যাকুলে (খ), (ঘ)
৫ যত যত (খ)   ৬-৬ এক মিলি (খ), (ঘ)

৭-৭ রক্তে যায় নদী বহি   তাহার দুই দিকে রহি
প্রেত পিশাচ করে কেলি (খ), (ঘ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পাঠ—

কাক চিল আদি পাখী   ভ্রময়ে রুধির দেখি
ডাকিনি যোগিনিগন সঙ্গে।
সঙ্গে হয়া এক মেলি   কেশে দেই করতালি
রণচণ্ডী বুলে মহা রঙ্গে।
খণ্ড খণ্ড মাংস লএা   কোথাহ পসরা দিয়া
বসিলাত কত রাক্ষসি।
পরিহাসে কাড়ি খায়   কেহ তারে দেখি ধায়
তা দেখি রাক্ষসগণের হাসি।

মনেতে আনন্দ করি পুন পুন বিচারি
হাথে পএ নৃপতি লক্ষনে।
অনেক ভ্রমন করি রাজার প্রধান নারি
স্বামি পাইল অনেক জতনে ।৪৪১৪॥
লোটাইয়া স্বামির পাএ কান্দে রানি উভরাএ
ঘন ঘন লেহালে বদন।
সোকেতে ব্যাকুল হৈয়া কান্দে আলিঙ্গন দিয়া
মুখে মুখ করএ মিলন ॥৪৪১৫॥

মুকল মাথার চুল ন্যাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে যুজে রণে।
বিকটান কাড়ি রায় বলে মাংস কাড়ি খায়
রক্ত পড়ে গজিয়া বদনে।
পিয়াসে রুধির রসা খণ্ডে চিরকাল কসা
রাঙা মাংস খণ্ড করি হাথে।
নিন্দাইল পিসাচ কোথা ক্ষেত ভূমে খর মাথা
ঠাই ঠাই পাঁচ ছয় নাথে।
রাজা মহিসী তথা দেখি পায় মনে ব্যথা
দুই হাত হানি নিল বুকে।
দেখে সেনাপতিগণ পড়িয়াছে করি রণ
শ্রীগালে বধিল অকু মুখে।
পড়িল অসুর যত শকুনি গিধিনী বহু
বসীথাত্ত মাংস খায় তার।
মাংস নাহী দেখে কার অস্থি চর্ম মাত্র সার
পরিচয় পাইল রাজার।
না পাইয়া প্রাণনাথ কান্দে মাথে হানি হাথ
সতীনে সতীনে কোলাকুলি।
করিয়া উচ্চস্বর কান্দে নারী নিরন্তর
ভূমে পড়ি সোকেতে ব্যাকুলি।
ভূমে পড়ি কতক্ষণ পুন পাইল চেতন
সর্ব্বরে উঠিলা পাটরাণী।
ছাড়িল সভারে ডর প্রবেশি তার ভিতর
স্বামী চাহি বুলেন আপনি।

রানি হৈল অচেতন রাজাকে দেই আলিঙ্গন
অবিরত করএ চুম্বন।
হাহা হের দৈবগতি ভূমিতলে দৈত্যপতি
পুষ্পসর্জ্জা ছাড়িলে সয়ন ॥৪৪১৬॥
সুগন্ধি কুসম জত তার সর্য্যা তোমা মত
হেন প্রভু ভূমোতে লোটাএ।
সুগন্ধি কুসম গন্ধ অভিনব পুর্ন্ন চন্দ্র
সুরনারি ইছএ তোমাএ ॥৪৪১৭॥
এই মুখ সসোধর খণ্ড খণ্ড কলেবর
স্রীগালি দন্তের ঘাতে।
দেখিয়া তোমার[১] মুখ[১] ধরনে[২] না জায় বুক[২]
এনা[৩] দুঃখ কহিব কাহাতে[৩] ॥৪৪১৮॥
হের তোর রক্ত[৪] তট জুবতি সন্তোস পাট
তাহে ছিল সরস চন্দন।
তাহে ছিল দিব্যহার এবে বহে রক্তধার
দেহি দুঃখ[৫] না জাএ খণ্ডন[৫] ॥৪৪১৯॥
জে তোমার প্রসাদে না দেখিল সুর্য্য চাঁদে
সে হেন আইলু এত দুর।
আপন বিক্রম বলে নাহি কর প্রতিফলে
কেন হৈয়া থাকীলে নিষ্ঠুর ॥৪৪২০॥ *

১-১ তাহার দুঃখ (ঘ)
২-২ বিদরিল মোর বুক (খ) ;
বিদরে না যায় বুক (ঘ)
৩-৩ হেন দুঃখ না কব কাহাতে (ঘ)
৪ কোটি (খ) ; বক্ষ (ঘ)
৫-৫ চির্ত্ত না যায় ধরন (খ) ; দুঃখ না যায় সহন (ঘ)
* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ—
আকুল হৃদয় হইয়া, স্বামীর মুখ চাহিয়া,
বলে রাণী করুণ ভাবিয়া।
নরপতি বর হইয়া, আমা সবা ছাড়িয়া,
কোথা যাহ বিদারুণ হইয়া।

থাকে জবে মোর দোস　　তবে কর অভিরোস
　　সাস্তি দেহ করিয়া বিচার।
না দেহ উত্তর কেনি　　না দেখহ পাটরানি
　　এ কোন রাজার ব্যবহার ॥৪৪২১॥
সত সত রানি তোর　　বেড়িয়া কান্দিছে হোর
　　কার সনে নাহি কহ বাত।
আমরা ক্রন্দন করি　　তুমি রহ মান ধরি
　　চিত্তে মোর নাহিক সুয়াস্ত ॥৪৪২২॥*
হেনকালে স্রীগাল　　আইল এক বিকটাল
　　রাজার মহামাংস খাইবারে।
তা দেখি বাড়িল ধান্দা　　রানি সে জোজনগন্ধা
　　বলয়ার ঘাএ হানে তারে ॥৪৪২৩॥
স্রীগালে ভখিল মুখ　　দেখিয়া বাড়এ দুখ
　　মুখ হৈল অর্দ্ধচন্দ্রসম।
সুনাভ তোমার ভাই　　পড়ি গেল এই ঠাঁই
　　দেখ হের বিসম সংগ্রাম ॥৪৪২৪॥
ধন্য[১] জুবতির কোল　　পায়্যা প্রভু হৈলে ভোল
　　তেঞি তুমি না সম্ভাস আমা।
প্রধান নারি কেমন　　না টুটাএ মহাজন
　　হেন কেবা বুঝাইল তোমা ॥৪৪২৫॥

---

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

তোমার যে নিজগুণে　　কাটি গেল পরাণে,
　　দেখিয়া তুঁহার মুখ শশি।
কহি তুয়া বরাবরি　　শক্তি বিনে সেই নারী
　　মিছা কাজে গ্রহেতে বসি।

১ ধন্নী (খ), (ঘ)

হের তোমার ভ্রাত্রি নারি বহুত বিলাপ করি
কান্দএ স্থনাভ করি কোলে।
তোমা বিনু না জানি আন কেমনে ধরিব প্রান
বারেক ডাকহ প্রিয় বোলে ॥৪৪২৬॥
এত ভাবি বিলাপ তরনি[১] করে সন্তাপ
লোহেতে তিঁতিল সব দেহে।
সুনি[২] ক্রন্দন উত্তর[২] বাড়িল জে গুরুতর
অন্তরিক্ষে ইন্দ্র কৃষ্ণ চাহে ॥৪৪২৭॥
মরিলত[৩] বজ্রনাব দেবগনে হর্সভাব[৩]
ইন্দ্র কৃষ্ণ করি অনুমান।
দেখিতে সে বজ্রপুরি এক রথে ইন্দ্র[৪] হরি[৪]
পাছু আইলা সব দেবগন ॥৪৪২৮॥
নারিগন সন্নিধানে আইলা সকরুন মনে
মধুর বচনে প্রবোধি।
না[৫] কান্দিহ রানিগন দৈবের করম
এতেক বলিলা গুনিনিধি[৫] ॥৪৪২৯॥
তোমার পতি অতি ভোল না সুনে সুজন বোল
তিন[৬] লোকে করিল লজ্জনা[৬]।
তাহার ধরিল ফলে সর্গ গেল মহাবলে
মিথ্যা তুমি করহ করুনা ॥৪৪৩০॥

---

১ রাণী (খ) ; তরুণী (ঘ)
২-২ তা' শুনি গুরুতর বাড়িল করুণ স্বর (ঘ)
৩-৩ মৈল বজ্রনাভ দৈত দেবগনে হরষিত (ঘ)
৪-৪ দুঁহে চড়ি (খ), (ঘ)
৫-৫ না কর করুণ বানী শুনহ রাজার রাণী
সেই হয় যাহা করে বিধি (খ), (ঘ)
৬-৬ তিহোঁ কৈল লোকের ঘোষণা (খ) ;
কৈল নরলোকের লজ্জনা (ঘ)

জেন মতে আছে ধর্ম্ম রাজার করহ[1] কর্ম্ম
বুঝি দেখ জগত[2] সংসার[2] ।
চিতাএ তুলি রাজাএ কান্দে রানি উভরাএ
রাজার[3] করিল সতকার[3] ॥৪৪৩১॥*
তবে সেই পাটরানি মনে মনে অনুমানি
শ্রীকৃষ্ণের ধরিয়া চরন ।
প্রনাম করিয়া রানি বৈল কিছু পৃয়বানি
স্থন প্রভূ দেব নারায়ন ॥৪৪৩২॥
আমা সভার ভাগ্য ফলে তোমার চরনজুগলে
পবিত্র হইল মোর পুরি ।
তুমি দেব নারায়ন স্রোষ্টী স্থিতি কারন
আমাকে সদয় হৈলে হরি ॥৪৪৩৩
তোমার তিন কুমারে তিন কন্যা দিব তারে
প্রদ্যুম্ন গদ সাম্ব বিরে ।
তিন কন্যা বিভা দিয়া কৃষ্ণকে প্রনাম হৈয়া
তবে রানি গেলা নিজপুরে ॥৪৪৩৪॥
তবে কৃষ্ণ বজ্রপুরে রাজার ধন প্রচুরে
দ্বারিকাএ পাঠাইলা সকটে ।
হরষিত হয়্যা হরি রাজ্য তার ভাগ করি
কুমারকে দিল অকপটে ।৪৪৩৫॥
হংসকেতু গুনমন্ত বিজয় সুত জয়ন্ত
চন্দ্রপ্রভা এ তিন কুমার ।
আপনার গুন জোগে ভুঞ্জি বিবিধ ভোগে
পালিবারে দিল রার্য্যভার ।৪৪৩৬॥

---

১ কর প্রেত (খ), (ঘ) ২-২ সংসার অসার (খ), (ঘ)

৩-৩ প্রেতকর্ম্ম করিল সবার (খ), (ঘ)

* ৪৪৩২-৪৪৩৪ সংখ্যক পদগুলি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

দ্বারিকাএ নারায়ন সত্বরে করিল গমন
তিন পুত্র বধু সব লৈয়া।
গুনরাজখান ভনে সুজনের[১] রঞ্জনে
কৃষ্ণপাদপদ্মে মন দিয়া ।৪৪৩৭॥

বেলোওার রাগ ॥

কৃষ্ণকথা সুন নর এক মন চিত্তে।
ভক্তি মুক্তি দুই দিজ পাইল জেমতে ।৪৪৩৮॥
সুদাম নামে দুঃক্ষি দিজ সভে তাহা জানি।
অবন্তি নগরে বসি সঙ্গেতে গ্রৌহিনি ॥৪৪৩৯॥
হরি মন দিজবর একান্ত[২] সে মতি[২]।
ভিক্ষা মাগি চিন্তে হরি অন্য নাহি গতি[৩] ॥৪৪৪০॥
নানা দুঃক্ষে বৈসে দিজ দুহেঁ ঘর করি।
অধর্ম্ম নাহিক চিত্তে স্বঙরি শ্রীহরি ॥৪৪৪১॥
অতি দুঃক্ষে এক দিন তাহার ব্রাহ্মনি।
ধিরে ধিরে করপুটে বলে প্রিয়বানি[৪] ।৪৪৪২॥
পুরুবে কহিলে মোরে সুন দিজবর।
তোমার সখা বঠেন ত্রিদসইশ্বর ।৪৪৪৩॥
দ্বারিকাতে থাকেন[৫] তিহোঁ জিনি সব রাজা।
নানা ধনে ধনিন তিনি ইন্দ্র করে পুজা ॥৪৪৪৪॥
অবশ্য তাঁহার ঠাঞি জাইতে জুয়ায়।
তাঁহার ইসত দানে দারিদ্র পালায় ॥৪৪৪৫॥

---

১ সুজনের চিত্ত (খ), (ঘ)
২-২ হরিপদে গতি (খ), (ঘ)
৩ মতি (খ), (ঘ)
৪ কিছু বানী (খ), (ঘ)
৫ রাজা (খ), (ঘ)

মোর বোল স্থন দিজ করহ গমন।
মাগিয়া তাঁহার ঠাঞি আন কীছু ধন ॥৪৪৪৬॥
স্ত্রীজাতি মোর প্রানে কত দুখঃ সহে।
দুঃক্ষে মরিলে লোক ধর্ম্ম নাহি রহে ॥৪৪৪৭॥
এত দুঃখ জবে তার ব্রাহ্মনি বলিল।
শুনিঞা করুন দিজ মনেতে ভাবিল ॥৪৪৪৮॥
দ্বারিকা জাইতে মোরে প্রিয়া জুক্তি দিল।
সংসারের সার নাথ মোর সোঙরন হৈল ॥৪৪৪৯॥
ভারাবতারনে হরি[1] সংসারের সার[1]।
দ্বারিকা[2] আসিয়া প্রভূ কৈল অবতার[2] ॥৪৪৫০॥
দেখিবত গিয়া আজি তাহারি চরন।
পরসিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম করিব খণ্ডন ॥৪৪৫১॥
এত[3] মনে করি গেল[3] ব্রাহ্মনির ঠাঞি।
ভাল বৈলে জাব তথা আছেন গোবিন্দাই ॥৪৪৫২॥
অনেক দিবসে তাঁরে করিব দরসন।
সন্দেস হইলে কিছু করিএ গমন ॥৪৪৫৩॥
স্বামির বচনে গিয়া সে সব ঘর চাহি।
অনেক জতনে খুদ মুষ্ঠি দুই পাই ॥৪৪৫৪॥
কৃষ্ণ বর্ন্নে কানি খানি আনিল চাহিয়া।
লইল সকল খুদ তাহাতে বাঁধিয়া ॥৪৪৫৫॥
লড়িলা হরিসে দ্বিজ কৃষ্ণ অনুসারে।
নানা দুর্গ তরি গেলা দ্বারিকা নগরে ॥৪৪৫৬॥
ব্রাহ্মনে বিরোধ নাহি গোসাঞির নগরি।
অভ্যান্তরে গেলা জথা আছেন স্রীহরি ॥৪৪৫৭॥

১-১ হৈল কৃষ্ণরূপ তাঁর (খ)
২-২ আসিয়া গোসাঞী তবে কৈল অবতার (গ)
৩-৩ মনে চিন্তি বলে দ্বিজ (খ);
এত মনে চিন্তি বৈল (ঘ)

হরসিত পৃয়াসঙ্গে পালঙ্ক উপরে।
বসিয়াত শ্রীহরি নানা কুড়া করে ॥৪৪৫৮॥*
দেখিয়া তাহারে কৃষ্ণ পালঙ্ক এড়িয়া।
উঠিয়া প্রনাম করেন চরনে ধরিয়া ॥৪৪৫৯॥
হাথে ধরি বসাইল পালঙ্ক উপরে।
রুক্মিকে বৈল কৃষ্ণ জল আনিবারে ॥৪৪৬০॥
দুই পাএ ধরিয়া আপুনি গদাধরে।
বিপ্রপাও প্রক্ষালন কৈল সেই ঘরে ॥৪৪৬১॥
গন্ধ নারাঅন তৈলে উভার্থন[১] কৈল।
জল দিয়া শ্রীহরি[২] স্নান করাইল ॥৪৪৬২॥
মিষ্টঅন্ন পানে তারে করাল্য ভোজন।
পালঙ্ক উপরে তারে করাল্য সয়ন ॥৪৪৬৩॥
পায় তলে বসিগিয়া হরি আপনি বসিয়া।
পায়জাতি জিজ্ঞাসিলা পুর্ব্ব সোঙরিয়া ॥৪৪৬৪॥
মনে পড়ে দিজবর সেই গুরু ঘরে।
তোমাসনে পড়িলাঙ অবন্তি নগরে ॥৪৪৬৫॥
কত দুঃখে সর্ব্ব সাস্ত্র পড়িলাঙ সিসুকালে।
একত্রে পড়িল সব ছাওালের মেলে ॥৪৪৬৬॥
একদিন গুরুপত্নি বইল সভাকারে।
সর্ব্বসিস্থে জাহ আজ কাষ্ট আনিবারে ॥৪৪৬৭॥
সর্ব্ব সিস্ত মেলি গেলাঙ অরণ্য ভিতরে।
ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কাষ্ট গেলাঙ বহুদুরে ॥৪৪৬৮॥
বোঝাবান্দি সর্ব্ব সিস্থে মস্তকে করিয়া।
হেন বেলায় মহাবৃষ্টী হইল আসিয়া ॥৪৪৬৯॥

---

* ৪৪৫৮ পদের শেষ লাইন হইতে ৪৪৬০ পদের প্রথম লাইন (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

১ উদ্বর্ত্তন (খ); উবর্ত্তন (ঘ।

২ সেইখানে (খ), (ঘ)

মোহা সব্দ ঘোর বৃষ্টী হইল অন্ধকার।
মুসল ধারাতে বৃষ্টী নাহিক প্রচার ॥৪৪৭০॥
কিহু কারে নাহি দেখি গেলাঙ নানাঠাঞি।
বাপ মা বলিয়া কান্দি সঙরি গোসাঞি ॥৪৪৭১॥
হেনই সমএ হৈল নিসা ঘোরতর।
আসিতে নারিয়া রহিলাঙ অরন্য ভিতর ॥৪৪৭২॥
আর দিন গুরু তবে মহাচিন্তা পায়্যা।
সভার উদ্দেসে আইলা ব্রাহ্মনি ভর্ছিয়া ॥৪৪৭৩॥
নানা দুঃক্ষে আছি তথা দেখি দিজবর।
পুত্র পুত্র বলি দিজ ডাকীল বিস্তর ॥৪৪৭৪॥
কুসলে আছেহ বলি পুছেন করুন বানি।
কেমন প্রকারে বাছা বঞ্চিলে রজনি ॥৪৪৭৫॥*
এ বোল বলিয়া গুরু সভারে কোল দিয়া।
সভারে পাঠাইল ঘরে ভাত খাওয়াইয়া ॥৪৪৭৬॥
পুর্ন্ব কহিতে লোহ ঝরএ নয়ানে।
হরসিতে কোলাকুলি কৈল দুই জনে ॥৪৪৭৭॥
একথা[১] উকথা কহি দেব গদাধর[১]।
ব্রাহ্মনকে পুছিল কীছু ঘরের উত্তর ॥৪৪৭৮॥
বিভা করিয়াছ জারে সে নারি কেমন।
ভক্তি করি বলে কিবা মধুর বচন ॥৪৪৭৯॥
লর্জ্জার কারনে বিপ্র না দিল উত্তর।
সুনিঞা হাসিয়া অল্প রহে দিজবর ॥৪৪৮০॥
কৃষ্ণের রভস দেখি চিন্তিত অন্তরে।
কেমতে জে দিব খুদ এমত ঠাকুরে ॥৪৪৮১॥

---

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—তোমরা পাঠাইয়া বনে ব্রাহ্মণী অপমানে।
বিস্তর বলিল মন্দ তোমা সভার কারণে॥

১-১ হেনমতে নানা কথা কৈল গদাধর (খ)

কৃষ্ণের নিমিত্যা দিজ জে খুদ আনিল।
কাকতলি জাঁতি খুদ লুকায়্যা রাখিল ॥৪৪৮২॥
সংসারের সার প্রভূ অন্তরে জানিঞা।
হাসি হাসি বলেন প্রভূ রভস করিয়া ॥৪৪৮৩॥
ঘরের সন্দেস কিছু না দিলে আমারে।
রিক্তহস্তে আসিয়াছ আমা দেখিবারে ॥৪৪৮৪॥
অবস্য সন্দেস আছেত এ মোর মনে।
আনিঞা সন্দেস মোরে না দেহ কী কারনে ॥৪৪৮৫॥
ভক্তি করি অল্প দিলে অমৃত সমান।
অভক্তিতে বিস্তর দিলে সেই অপমান ॥৪৪৮৬॥
এতবলি কৃষ্ণ কাকতলি উকটিয়া।
কাকতলি হৈতে কানি আনিল টানিঞা ॥৪৪৮৭॥
কানির পুটলি আল্লাইয়া দেখিল শ্রীহরি।
একমুষ্টি খুদ কৃষ্ণ মুখে লৈয়া ভরি ॥৪৪৮৮॥
আর এক মুষ্টি খুদ লইল গদাধরে।
হাত চাপি রুক্নি দেবি ধরিল সত্বরে ॥৪৪৮৯॥
কৃষ্ণ হাথে ধরি খুদ পেলিল ঝাড়িয়া।
জোড় হাথে বলে দেবি সমুখে দাণ্ডাইয়া ॥৪৪৯০॥
খাইলে বিপ্রের খুদ তৃদস ইশ্বর।
কতকাল বন্দি আমা করিলে গদাধর ॥৪৪৯১॥
জতখুদ ভক্ষন করিলে শ্রীহরি।
ততকাল বিপ্রগৃহে আমি স্থিতি করি ॥৪৪৯২॥
ইহা বলি পেলি খুদ হাথে জত ছিল।
বিপ্রের সহিত কৃষ্ণ একত্র শুতিল ॥৪৪৯৩॥
নানারঙ্গে নানা কথায় রজনি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে বিদায় দিল কিছু নাহি দিয়া ॥৪৪৯৪॥
পথেতে চলিতে মনে করে দিজবর।
ভেটিল তৃদস নাথ দেব গদাধর ॥৪৪৯৫॥

করিলেন বিস্তর পূজা জেষ্ট ভাই জ্ঞানে।
অল্পমাত্র ধন না দিলা কি কারনে ॥৪৪৯৬॥
কি করিয়া পৃথাকে করিব সম্ভাসন।
কেমতে তাহার চিত্ত করিব রঞ্জন ।৪৪৯৭॥
পুনরপি বিপ্র তবে চিন্তি মনে মনে।
ভাল হৈল ধন মোরে না দিলা নারায়নে ॥৪৪৯৮॥
ধনমদে পাসরিতাঙ তাঁহার চরণ।
এত চিন্তি হরিস মনে করিল গমন ॥৪৪৯৯॥
দ্বারিকা হইতে বিপ্র আসি ধিরে ধিরে।
গ্রাম নিকট আইলা বসতি জেই পুরে ।৪৫০০॥
ঘর না দেখিয়া দিজ বিস্মিত[১] হৃদয়[১] ।*
এই পুরি দেখি জেন ইন্দ্রের আলয় ॥৪৫০১॥
নানা রত্নময় ঘর সুবর্ন্ন কলসে।
রত্নের পাঁচির সব আকাস পরসে ॥৪৫০২॥
ফটিকের স্তম্ভ সব বিচিত্র আগিনা।
প্রবাল বিচিত্র চাল মুকুতা থোপনা ।৪৫০৩॥
দিঘি সরোবর সব সোভে চারিপাসে।
উদ্যানেতে নানা পুষ্প বসন্ত প্রকাসে ॥৪৫০৪॥
নানা কোলাহল তথি ভ্রমর ঝঙ্কার।
কুসমিত দসদিগ বসন্ত অবতার ॥৪৫০৫॥†
পুরিমদ্ধে সোভা করে বিচিত্র সিংহাসন।
সুকমল সর্য্যা তাহে রত্নের গঠন ॥৪৫০৬॥
হিরামন মানিক প্রতি ঘরে রাসি রাসি।
সুবর্ন্নে ভূসিত দেখি সতলক্ষ দাসি ॥৪৫০৭॥

১-১ অক্ষরে চিহ্নিত (খ), (ঘ)

* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয়—কে ভাঙ্গিল ঘর দিয়া গেল কোন ভিত।
হস্তাশ ভাবিয়া দ্বিজ হৃদয় বিস্মিত।

† এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

অশ্বহস্তি দেখিয়া ব্রাহ্মন বিস্মিত।
কার পুরি মদ্ধে আমি আইল আচম্বিত ॥৪৫০৮॥
কোন দিকপাল এথা কৈল পুরির নির্ম্মান।
কিবা ইন্দ্র কইল এথা বাহির উদ্যান ॥৪৫০৯॥
এতবলি[১] দিজবর চিন্তি মনে মনে[১]।
পুরি হৈতে বাহির হৈল দির্ঘ্য নারিগনে ॥৪৫১০॥
নানা রত্নে ভূসিত দেখি সত সত নারি।
তার মধ্যে ব্রাহ্মনিকে দেখি পরম সুন্দরি ॥৪৫১১॥
স্মামি দেখি বিপ্রনারি পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া।
স্মামিরে আনিল ঘরে সড়ঙ্গে পুজিয়া ॥৪৫১২॥
ন্যানা গন্ধদকে তাঁরে স্নান করাইল।
বিচিত্র বসন আনি তারে পরাইল ॥৪৫১৩॥*
মিষ্ট অন্ন পানে তারে ভোজন করাইল।
বিচিত্র পালঙ্ক মাঝে সয়ন করাইল ॥৪৫১৪॥
অনেক সুবেসা নারি পরিচারক করি।
তার মধ্যে স্মামির সেবা করে বিপ্র নারি ॥৪৫১৫॥
দেখিয়া বৈভব দিজ ভাবে মনে মনে।
এতেক বৈভব মোরে দিলা নারায়নে ॥৪৫১৬॥
ছলিলেন গোসাঞি মোরে মায়াত পাতিয়া।
ভূঞ্জিল সকল সুখ হরিচিত্র হৈয়া ॥৪৫১৭॥
সকল হরির ভোগ হরি কার্য্য করে।
না ভূঞ্জিলু ভোগ মুঞি সকলি তাঁহারে ॥৪৫১৮॥†

১-১ তুজ্জরে ভ্রমর সব বিপ্র চিন্তে মনে (খ), (ঘ)

* ৪৫১৩-৪৫১৪ এই তিনটি পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (ঘ) পুথিতে এই পদটি দৃষ্ট হয়—

স্নান করাইল দিব্য বস্ত্র পরাইল।
ভোজন করাইয়া স্বামীরে পালঙ্কে সোয়াইল।

† ৪৫১৮-৪৫২০ এই পদগুলির পরিবর্ত্তে (খ) (ঘ) পুথিতে এই দুইটি পদ দৃষ্ট হয়—

না ভুঞ্জিলো ভোগ মুক্তি সকল তাঁহার।
কৃষ্ণ বিনা অন্য মনে নাহিক আমার।

কোন ভোগি নহে দিজ হরিগত মন।
তুষ্ট হৈয়া মুক্তি তারে দিলা নারায়ন ॥৪৫১৯॥
অদ্ভুত অমৃত কথা সুন সর্ব্বজনে।
গুনরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ চরনে ॥৪৫২০॥
একদিন গোবিন্দাই দ্বারিকা নগরে।
হরিয়া ভূমির ভার নানা ক্রিড়া করে ॥৪৫২১॥
সুর্য্য উপরাগ সুনিঞা সর্ব্বজন।
রার্ধ্য সমেত প্রভাসকে করিল গমন ॥৪৫২২॥
মহাস্তান সেই উপরাগ কালে।
পরুসরাম তপ তথা করিল চিরকালে[1] ॥৪৫২৩॥
জানিঞা শ্রীহরি সব পরিবার লৈয়া।
স্ত্রি পুত্র সহিত সভে উত্তরিলা গিয়া ॥৪৫২৪॥
সেমন্ত পঞ্চকে জত জত লোক ছিল।
স্ত্রী পুরুসে লোক সব তোথাকে আইল ॥৪৫২৫॥
জুধিষ্ঠীর আদি জত কুরুগন।
নিজ স্ত্রীপুত্রে সভে করিল গমন ॥৪৫২৬॥
নন্দঘোস আদি জত বৈসে বৃন্দাবনে।
আইলান্ত সেইঠাঞি গোপগোপিগনে ॥৪৫২৭॥
অঙ্গ[2] বঙ্গেতে[2] জত বৈসে রাজা।
রার্ধ্য সমেতে সভে তির্থের করে পুজা ॥৪৫২৮॥
নানা দান তর্পন করিল সেই জলে।
অন্য অন্যে কৌতুক বড় হইল কোলাহলে ॥৪৫২৯॥
তবে কুন্তি বসুদেবে হইল দরসন।
ভাই ভাই বলি দেবি করএ ক্রন্দন ॥৪৫৩০॥

তুষ্ট হৈয়া মুক্তি তারে দিল নারায়নে।
অদ্ভুত অমৃত কথা গুণরাজ ভনে।

১ বিশালে (খ), (ঘ)　　২-২ অঙ্গ বঙ্গ তৈলঙ্গে (খ), (ঘ)

রামকৃষ্ণ দেখি ছাড়ে সঘনে নিস্বাস।
না করিলে উদ্দেস জবে কৈল বনবাস ॥৪৫৩১॥
পঞ্চপুত্র লৈয়া বনে বড় দুঃখ পাইল।
তোমার আসিসে ভাই গোসাঞি রাখিল ॥৪৫৩২॥
তবে বসুদেব বলে সুনহ ভগিনি।
তোমার জতেক দুঃখ লোকমুখে সুনি ॥৪৫৩৩॥
পাপিষ্ঠ জে কংস রাজা আমাএ বান্ধিল।
তে কারনে উর্দ্দেস আমি তোমার না কৈল ॥৪৫৩৪॥
জদিবা সবংসে কংসে মারিল গোপালে।
তবে জরাসিন্ধু দুঃখ দিলেক আমারে ॥৪৫৩৫॥
তাহার তরে পালাইয়া গেলাঙ নানা ঠাঞি।
জুদ্ধ[১] করি[১] দ্বারিকাতে রাখিলা গোবিন্দাই ॥৪৫৩৬॥
ভাই ভগ্নি কান্দে দুহেঁ গলাগলি করি।
বেড়িয়া বসিলা সভে লইয়া শ্রীহরি ॥৪৫৩৭॥
তবে নন্দ জসোদা সকল গোপিগন।
রামকৃষ্ণ বলি সভে করিলা ক্রন্দন ॥৪৫৩৮॥
তবে আসি জসোদা কৃষ্ণ কোলে করি।
কান্দিতে কান্দিতে বলে সুনহ শ্রীহরি ॥৪৫৩৯॥
কেমতে পাসরিলে বাপু সেই বৃন্দাবন।
কেমতে পাসরিলে তুমি গোপগুপিগন ॥৪৫৪০॥
কেমতে পাসরিলে তুমি গোকুল নগরি।
কেমতে পাসরিলে সেই গোবর্দ্ধন গিরি ॥৪৫৪১॥
কেমতে পাসরিলে তুমি নদি সে জমুনা।
কেমতে পাসরিলে বাপু আমা দুই জনা ॥৪৫৪২॥ *
এত বলি জসোদা কান্দে কৃষ্ণ করি কোলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিঁল তাঁর নয়ানের[২] জলে[২] ॥৪৫৪৩॥

১-১ চুর্ণ করি (খ), (ঘ)
* এই পদটি (খ), (ঘ) পুথিতে নাই। ২-২ দুই আঁখির জলে (খ), (ঘ)

তবে গোপিগন গোবিন্দ পাসে আসি।
দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ না মিলএ আসি ॥৪৫৪৮॥
কান্দিতে কান্দিতে বলে গোবিন্দ চরনে।
আমা সভা পাসরিলে কমললোচনে ॥৪৫৪৫॥*
সহজে অবলা মোরা গোপজাতি।
কি করিব কি বলিব বলহ শ্রীপতি ॥৪৫৪৬॥
তবেত শ্রীহরি ভাণ্ডিল মায়াত পাতিয়া।
মিষ্ট বাক্যে এড়ি সভায় অমৃতে সেচিয়া ॥৪৫৪৭॥
সকল গোসাঞের মায়া স্থন বন্ধুজন।
সঞ্জোগ বিজোগ করে সেই নারায়ন ॥৪৫৪৮॥
এতবলি শ্রীহরি মোহি সর্ব্বজনে।
অন্য অন্যে কহন্তি কথা হরসিত মনে ॥৪৫৪৯॥
উথা সে রুক্মিনি দেবি দ্রোপদি পাইয়া।
বেড়িয়া বসিলা সব সতিন লইয়া ॥৪৫৫০॥
তবেত রুক্মিনি দেবী ইসত হাসিয়া।
দ্রোপদিকে জিজ্ঞাসিল রভস করিয়া ॥৪৫৫১॥
একেস্বরি নারি তুমি স্বামি পঞ্চজন।
কেমতে তুসিলে তুমি সভাকার মন ॥৪৫৫২॥
কেমতে করিল বিভা কহ একে একে।
স্থনিতে তোমার কথা বাড়িল কৌতুকে ॥৪৫৫৩॥
শুনিয়া রুক্মিনির কথা দ্রোপদি সুন্দরি।
কহন্তি সকল কথা লর্জ্জা পরিহরি ॥৪৫৫৪॥
আমার সয়ম্বরে আইল সব নরপতি।
রাধাচক্র বিন্ধেতে নারিল কাহার সকতি ॥৪৫৫৫॥
তপস্বির বেসে গিয়া অর্জ্জুন মহাসএ।
কাটিলেন মৎসপানি ইসত লিলাএ ॥৪৫৫৬॥

---

* ৪৫৪৫-৪৫৪৬ সংখ্যক পদ দুইটি (খ, ও (ঘ) পুথিতে নাই।

তবেত রাজাগন জুর্দ্ধ সে করিল।
সভা জিনি আমা লইয়া ঘরকে চলিল ॥৪৫৫৭॥
পঞ্চভাই মেলি তবে কুন্তিরে কহিল।
অদ্ভুত এক বস্তু জিনিঞা আনিল ॥৪৫৫৮॥
পাঁচভাই মেলি ভোগ কর এক চিত্তে।
কন্যার স্থনিঞা নাম শুনিলা বিপরিতে ॥৪৫৫৯॥
মাএর বচন কেহো লংঘিতে না পারি।
সেই কথা ব্রহ্ম করি নিল তত্ত করি ॥৪৫৬০॥
হেনকালে ব্যাসমুনি তথাকে আইল।
পঞ্চ ইন্দ্রতত্ব তিহোঁ ভাঙ্গিয়া কহিল ॥৪৫৬১॥
পঞ্চালি আমার নাম সাস্ত্রেতে লেখিল।
এই সব কথা আমি তোমারে কহিল ॥৪৫৬২॥
বিভাকরি পঞ্চভাই নিঞা নিজ ঘরে।
নিবন্ধ করিয়া দিল নারদ মুনিবরে ॥৪৫৬৩॥
স্থনি পরমিত আমি সেবাত করিয়া।
রঞ্জিল সভার মন একচিত্ব হৈয়া ॥৪৫৬৪॥
কহিল সকল কথা স্থনহ রুক্মিনি।
কেমতে তোমারে বিভা করিল চক্রপানি ॥৪৫৬৫॥
স্থনিঞা দ্রৌপদির কথা রুক্মি স্থন্দরি।
সয়ম্বরে হরিয়া আমা আনিল শ্রীহরি ॥৪৫৬৬॥
কৃষ্ণে বিভা দিব বলি পিতার মনে ছিল।
রুক্মি আমার ভাই কুচক্র করিল ॥৪৫৬৭॥
সিস্থপাল বিভা দিতে বাপকে কহিল।
এ জুক্তি স্থনিঞা আমি চেতন হরিল ॥৪৫৬৮॥
বিপ্র পাঠাইয়া দিল দ্বারিকা নগরে।
গোবিন্দ আসিয়া আমা হরিল সয়ম্বরে ॥৪৫৬৯॥
সব রাজাগন তবে মহা জুদ্ধি করি।
সবারে জিনিঞা আমা আনিল শ্রীহরি ॥৪৫৭০॥

দ্বারিকাএ আনিঞা বিভা কইল নারায়ন।
বাপ আসি কৈল মোরে কৃষ্ণে সমর্পন ॥৪৫৭১॥
সমর্পিয়া বাপ মোরে করিল গমন।
দাসি হৈয়া সেবি আমি গোবিন্দচরন ॥৪৫৭২॥
তাহা সুনি দ্রোপদি সত্যভামারে কহিল।
কেমতে গোবিন্দাই তোমা বিভা কৈল ॥৪৫৭৩॥
তবে সত্যভামা কহে হাসিয়া বচনে।
জেমতে কইল বিভা শ্রীমধুসোদনে ॥৪৫৭৪॥
আমার বাপের ভাই অরন্যে মরিল।
না জানিঞা বাপ মোর গোবিন্দে দুসিল ॥৪৫৭৫॥
পাতালেত গিয়া কৃষ্ণ জম্বুবানে জিনি।
আনিঞা বাপেরে দিল সমন্তক মনি ॥৪৫৭৬॥
মনি পায়া বাপ মোর চিন্তিত হইয়া।
আমা বিভা দিল তাঁরে সেমন্তক দিয়া ॥৪৫৭৭॥
সেই নারাঅন আমি চিন্তি সর্ব্বক্ষন।
জন্মে জন্মে পাই জেন তাঁহার চরন ॥৪৫৭৮॥
তবেত দোপদি বলে সুন জাম্বুবতি।
কেমতে তোমার বিভা করিল শ্রীপতি ॥৪৫৭৯॥
তবে জাম্বুবতি বলে সুন জসখিনি।
জেমতে পাইল আমি দেবচক্রপানি ॥৪৫৮০॥
মনিহেতু প্রেবেসিলা পাতাল ভিতরে।
কাড়িয়া লইলা মনি বাপের মন্দিরে ॥৪৫৮১॥
ধাইয়া আমার বাপ ধরিল তাঁহারে।
তিন নব দিবস জুদ্ধ কৃষ্ণ সঙ্গে করে ॥৪৫৮২॥
তবে মোর বাপে জিনিল গদাধরে।
শ্রীরাম মুর্ত্তি দেখাইলা বাপের গোচরে ॥৪৫৮৩॥
তবেত আমার বাপ জুদ্ধি সঙ্কলিল।
ঘরে আনি গোবিন্দেরে পুজা বড় কৈল ॥৪৫৮৪॥

দাসি করি দিল মোরে রতনে ভূসিয়া।
সেমন্তক মনি দিল জৌতুক করিয়া ॥৪৫৮৫॥
সেই নারায়ন আমি চিন্তি সর্ব্বক্ষনে।
জন্মে জন্মে পাই জেন তাহাঁর চরনে ॥৪৫৮৬॥
তবে দ্রোপদি কালিন্দিরে জিজ্ঞাসিল।
কেমত প্রকারে কৃষ্ণ তোমা বিভা কৈল ॥৪৫৮৭॥
আমার জৌবন দেখি পিতা মোরে বৈল।
ভারাবতারণে হরি পৃথুবিতে আইল।৪৫৮৮॥
সেইত তোমার জজ্ঞ বর তৃভুবনে।
তপস্যা করিলে পাবে শ্রীমধুসোদনে ॥৪৫৮৯॥
বাপের বচনে আমি হস্তিনা নগরে।
একমনে তপ করি সেই গঙ্গাতিরে ॥৪৫৯০॥
সর্ব্বভূত[১] আত্মা গোসাঞি জানিঞা সরিরে[১]।
অর্জ্জুন সহিত গেলা আমা আনিবারে ॥৪৫৯১॥
সুনিঞা জুধিষ্ঠির রাজা উৎসব করিল।
ঘরে আনি গোবিন্দেরে আমা বিভা দিল ॥৪৫৯২।
হেন নারায়ন প্রভু চিন্তি সর্ব্বক্ষন।
জন্মে জন্মে পাই জেন তাহাঁর চরন।৪৫৯৩॥
মিত্রবৃন্দা প্রতি বলিল বচন।
কেমতে পাইলে তুমি শ্রীমধুসোদন।৪৫৯৪॥ *
কোটি কোটি জন্ম কত তপ করি মরি।
তার ফলে পাইল আমি দেব শ্রীহরি ॥৪৫৯৫॥
বৈষ্ণব পিতা মোর কৃষ্ণচিত্ত হৈয়া।
কৃষ্ণে বিভা দিব আমা একান্ত হইয়া ॥৪৫৯৬॥

১-১ অন্তর্যামী গোসাঞী জানিয়া অন্তরে (খ), (ঘ)

* (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

মিত্রবৃন্দা বলে শুনহ পঞ্চালী।
যেমতে পাইনু আমি দেব বনমালী।

বিন্দু অরবিন্দ ভাই কৃষ্ণ সত্রু হৈয়া ।
সয়ম্বর করিল তারা বাপে নিসেধিয়া ।৪৫৯৭॥
আনে বিভা করিবেক সুদ্রঢ় জানিল ।
ব্রত উপবাসে আমি গৌরি আরাধিল ॥৪৫৯৮॥
জানিঞা শ্রীহরি তবে রথেত চড়িয়া ।
আনিঞা করিল বিভা সভারে জিনিঞা ॥৪৫৯৯॥
সেই নারাঅন আমি চিন্তি সর্ব্বক্ষন ।
জন্মে জন্মে পাই জেন তাহার চরন ॥৪৬০০॥
ভদ্রাকে জিজ্ঞাসিল তবে দেবি জসখিনি[১] ।
কেমতে তোমারে বিভা কৈল চক্রপানি ।৪৬০১॥
তবে ভদ্রা দেবি বলে জুড়ি[২] দুই হাতে[২] ।
সম্মন্ধে মাতুল ভাই মোর[৩] জগন্নাথ[৩] ।৪৬০২॥
বৈষ্ণব বাপ মোর চিন্তে মনে মনে ।
ভারাবতারনে আইলা দেব নারায়নে ৪৬০৩॥
দ্বারিকা পাইয়া সুত্র অনেক জতনে ।
জুক্তি করি ঘরে আনি কমললোচনে ॥৪৬০৪॥
বিনয় করি আমা দিল ধন জনে ।
দাসি হৈয়া সেবা করি গোবিন্দ চরনে ॥৪৬০৫॥
কহিল[৪] সকল কথা সুন দ্রোপদনন্দিনি[৪] ।
বড় ভাগ্যে পাইল স্বামি দেব চক্রপানি ।৪৬০৬॥
লগ্নজিতা দেখি তবে দ্রোপদি বলিলা ।
কেমত প্রকারে কৃষ্ণ তোমা বিভা কৈলা ।৪৬০৭॥
লগ্নজিতা বলে সুন রাজার কুমারি ।
বড় পুণ্যে পাইলু স্বামি দেব শ্রীহরি ॥৪৬০৮॥

---

১ যজ্ঞসেনী (খ), (ঘ)　　২-২ দ্রৌপদী সুন্দরী (খ), (গ)
৩-৩ আমার শ্রীহরি (খ), (ঘ)
৪-৪ কি কহিব কথা আমি দ্রৌপদনন্দিনী (খ), (গ)

ভাগ্যবান বাপ মোর মনেতে চিন্তিল।
বিসম প্রতিজ্ঞা করি মন্ত্রনা করিল।৪৬০৯॥
তিন্নস্রৌঙ্গ সপ্তবৃস বান্ধে একুবারে।
তারে কন্যা দিব বিভা বলিল সভারে॥৪৬১০॥
এক গোটা বৃস বান্ধিতে নারে কোন বিরে।
নারিল বান্ধিতে কেহো স্তনি গদাধরে॥৪৬১১॥
আমার[১] বাপের রার্ত্তা পিয়া নারায়ন।
সাত মুর্ত্তি ধরি বৃস বান্ধিল তখন[১] ॥৪৬১২॥
বৃস বান্ধি সভা জিনি শ্রীমধুসোদন।
আমা বিভা করি কৈল দ্বারিকা গমন॥৪৬১৩॥
জন্মে জন্মে আরাধিলাঙ কমললোচন।
তার ফলে সেবি মুঞি গোবিন্দচরন।৪৬১৪॥
তবেত দ্রোপদি দেবি লক্ষনারে বৈল।
স্থনিঞা লক্ষনা তবে কহিতে লাগিল॥৪৬১৫॥
তোমার বিভাএ জেন রাধাচক্র হৈল।
তাহাকে অধিক উচ্য মোর বাপ কৈল।৪৬১৬।
নারিল বিন্ধিতে চক্র কোন মহাবিরে।
অর্জ্জুন পারিলা মাত্র পরস করিবারে॥৪৬১৭॥
লজ্জা পায়া অর্জ্জুন বির ধনুক ছাড়িল।
ইসত লিলাএ কৃষ্ণ চক্র সে কাটিল।৪৬১৮॥
তবে পিতা মোর কৃষ্ণ আনি ঘরে।
নানা রত্ন দিয়া বিভা দিলত আমারে॥৪৬১৯॥
সেই নারায়ন প্রভূ হৃদএ ধরিয়া।
পরম আনন্দে আছি তাহাঁরে সেবিয়া॥৪৬২০॥

১-১ (খ) পুথির পাঠ এইরূপ—বাপের দেশেতে তবে আমি নারায়ণ।
একেবারে সপ্ত বৃষ করিলা বন্ধন।
এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

তবে দ্রোপদি বলে জোড়হাত করি।
কেমতে তোমা সভাকে বিভা করিল শ্রীহরি ॥৪৬২১॥*
একুবারে কহ সব রাজার কুমারি।
কেমতে পাইলে সবে দেব শ্রীহরি ॥৪৬২২॥†
সোল সহস্র একসত কন্যা এক বারে।
কেমতে করিলা বিভা হইয়া[1] একেস্বরে ॥৪৬২৩॥
বলিতে লাগিলা সব রাজার কুমারি।
জেমতে করিলা বিভা দেব শ্রীহরি ॥৪৬২৪॥
পাপিষ্ঠ নরক রাজা জিনি তৃভূবন।
হরিয়া আনিল ঘরে সকল কন্যাগন ॥৪৬২৫॥
সভাকার চিত্তে তবে ত্রাস উপজিল।
একমন চিত্তে সবে গোবিন্দ চিন্তিল ॥৪৬২৬॥
অন্তর্জ্জামিনি গোসাঞি সকলি জানিল।
গরূড়ে চাপিয়া আসি রাজাকে মারিল ॥৪৬২৭॥
সবংসে নরক রাজায় গোবিন্দ মারিল।
অভ্যান্তরে গিয়া আমা সভারে দেখিল ॥৪৬২৮॥
কৃষ্ণস্মামি করি সব কন্যাএ মানিল।
না করিহ বিভা কৃষ্ণ কেহো না বলিল ॥৪৬২৯॥
আমা সভা পাইয়া কৃষ্ণ হইলা সদয়।
কাকেয় নাহি টুটা বাড়া সমান হৃদয় ॥৪৬৩০॥
আপনাকে[2] ধন্য করি আমরা মানিল[2]।
সভাকে সমান ভাব গোবিন্দ করিল ॥৪৬৩১॥
হেন অদ্ভুত লিলা কৃষ্ণের চরিত।
কহিতে লাগিলা সভে বিস্মিত চরিত ॥৪৬৩২॥

---

* এই লাইনটি (খ) ও (গ) পুথিতে নাই।

† এই লাইনটি (খ) ও (গ) পুথিতে নাই।

১ কৃপ (খ), (গ)   ২-২ সফল জীবন করি আমরা মানিল (খ), (গ)

তা সভার কথা স্থনি দ্রোপদি স্থন্দরি।
কৃষ্ণকথা স্থনিতে দেবি আপনা পাসরি ॥৪৬৩৩॥
সভাকে প্রনাম করি স্মোঙরি হরি হরি।
তোমাদের ভাগ্যের সিমা বলিতে না পারি। ৪৬৩৪॥*
কোটি কোটি জন্ম জদি তপ করি মরি।
তথাপি সদয় পদ না করেন শ্রীহরি ॥৪৬৩৫॥
হেন[1] মহা প্রভূ কৃষ্ণ তোমা সভার পতি[1]।
তোমার মহিমা কহি কাহার সকতি ॥৪৬৩৬॥
হেনমতে নানা কথাএ দিবস বঞ্চিয়া।
সভে জাই নিজ দেস পরিবার লৈয়া ॥৪৬৩৭॥
হেনক অদ্ভুত কথা শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
স্থনিতে অমৃত রসে সরির সিচয় ॥৪৬৩৮॥
গুনরাজ খাঁন কহে গোবিন্দ চরনে।
মরনে[2] সোঙরন মোর হইএ নারায়নে[2] ॥৪৬৩৯॥

পঠমঞ্জরি রাগ

বস্থদেব জজ্ঞ কথা স্থন এক মনে।
জেই জজ্ঞে অধিষ্ঠান দেব নারায়নে ॥৪৬৪০॥
প্রভাসে আইলা তবে জত মুনিগন।
বস্থদেবের ঘর গেলা দেখিতে নারায়ন ॥৪৬৪১॥
মুনিগন দেখি বস্থদেব গুননিধি।
পাদ্ধ অর্ঘ আচমনে কৈল পুজাবিধি ॥৪৬৪২॥
সভেত বসিলা পুজা লইয়া তাহার।
রাম নারায়ন দেখি চিন্তিত আপার ।৪৬৪৩॥

* ৪৬৩৪-৪৬৩৫ পদ দুইটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।
১-১ দ্রৌপদী বলেন কৃষ্ণ তোমা সবার পতি (খ), (গ)
২-২ মরণ সময়ে যেন স্মৃতি রহে মনে (খ), (ঘ)

গোসাঞি দেখিয়া সভাকার অভ্যান্তরে[1] ।
ভক্তি শ্রদ্ধা আনন্দ বাড়িল বিস্তরে ॥৪৬৪৪॥
হেনকালে বসুদেব সব মুনি স্তানে ।
নানা বিধি ধর্ম্ম কথা কহিল তখনে ॥৪৬৪৫॥
কোন ধর্ম্ম গৃহস্তের সংসার তরিব ।
কোন ধর্ম্মে থাকী কেমন আচরন করিব ॥৪৬৪৬॥
এতেক বচন জবে সুনিল মুনিবর[2] ।
এক মুনি পানে চান আর মুনিবর[3] ॥৪৬৪৭॥
জাহার ঘরে আপনে ব্রহ্ম অবতার ।
সেজন করএ প্রসঙ্গ ধর্ম্ম বিচার ॥৪৬৪৮॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম পাএ লোক জাহা সোঙরনে ।
ভক্তি পদ পাএ লোক জাহার ভাবনে ॥৪৬৪৯॥
হেন জন পুত্র তাহা দেখে সর্ব্বক্ষনে ।
তথাপি পুছএ ধর্ম্ম না বুঝি কারনে ॥৪৬৫০॥
নিকটে থাকিলে ভক্তি না থাকে বিস্তর ।
গঙ্গা থাকীতে লোক জেন জাএ তির্থান্তর ॥৪৬৫১॥
এত অনুমানি সভে নারদেরে বৈল ।
তিহোঁ বসুদেবে কিছু প্রতি উত্তর দিল ॥৪৬৫২॥
ভাল জিজ্ঞাসিলে কথা সুন মহাসয় ।
না দেখিলে পরম ব্রহ্ম আপন হৃদয় ॥৪৬৫৩॥
জব তপ আচার করিয়া নানা বিধি ।
আচমন[4] আসন আদি ধেয়ান সমাধি[5] ॥৪৬৫৪॥

১ কলেবরে (খ)
২ মুনিগণ (খ), (গ) ৩ মুনিজন (খ), (গ)
৪-৫ যে মনিযম আসন যেখানে সমাধি (খ) ;
যম নিয়ম আসন ধেয়ানে সমাধি (ঘ)

তথাপি হৃদএ কৃষ্ণ নাহি পরকাসি।
তাহা ছাড়ি হএ কেহো জোগের অভ্যাসি ॥৪৬৫৫॥*
নানা বিধি পরকার সঙ্কেত করিয়া।
তবুত বুঝিতে নারে গোসাঞির মায়া ॥৪৬৫৬॥
হেন জন তোমার তনয় রূপ ধরি।
ভারাবতারনে জন্ম লভিলা শ্রীহরি ॥৪৬৫৭॥
হেন জনে না হইল তোমার বিশ্বাস।
কোন ধর্ম্মে তরিব বলি করহ প্রকাস ॥৪৬৫৮॥
তোমা হেন ভাগ্যবান নাহিক সংসারে[১]।
পরব্রহ্ম[২] দরসন নৃত্য কর ঘরে[২] ॥৪৬৫৯॥
ইহা দেখি ইথে ভজ ইথে কর মতি।
ইহা[৩] বই আর কিছু না দেখি জুগতি[৩] ॥৪৬৬০॥
অমৃত বলিএ হেন সুন বসুদেব।
গৃহস্ত আচরে কর জজ্ঞের সুসেব ॥৪৬৬১॥†

* ৪৬৫৫-৪৬৫৭ সংখ্যক পদগুলির পরিবর্তে (খ) ও (ঘ) পুথিতে এই তিনটি পদ দৃষ্ট হয়—

সনক সনাতন আর কার্ত্তিক শঙ্কর।
যোগ সমাধিয়া যারে ভাবে নিরন্তর ॥
নানা বিধি বিধানে তাহারা ভাবিয়া।
বুঝিতে নারিল কেহ প্রভুর যে মায়া ॥
ভক্ত জনে কৃপা করি নরদেহ ধরি।
তোমার তনয় হৈয়া অবতার করি ॥

১ ভুবনে (খ)

২-২ অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথ তোমার ভবনে (খ) ; অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথ তোমার যে ঘরে (ঘ)

৩-৩ ইহাকে ভজিলে হয় পরম মুকতি (খ), (ঘ)

† এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই। তাহার পরিবর্তে নিম্নোক্ত পদ দুইটি দৃষ্ট হয়—

রামকৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম তোমার নন্দন।
তথাপি পুছহ ধর্ম্ম না বুঝি কারণ ॥
তথাপি বলিয়ে ধর্ম্ম শুন বসুদেব।
গৃহস্থ নারে যজ্ঞ যেই করে সেবা ॥

জজ্ঞহেতু মনুস্য ভজিল[১] প্রজাপতি।
জজ্ঞ না করিলে নহে ব্রহ্মার[২] পিরিতি ॥৪৬৬২॥
গোসাএর আদেসে জজ্ঞ[৩] বিধিমত হএ[৪]।
জজ্ঞ না করিলে দোস সাস্ত্রেতে বলএ[৫]।৪৬৬৩।
এত বলি আইল জতেক মুনিগন।
সভা রাখি বসুদেব দিলা আমন্ত্রন ॥৪৬৬৪॥*
করিবত জজ্ঞ আমি তোমার বচনে।
সভাকে রহিতে তথা দিল রম্য স্থানে।৪৬৬৫॥
জত জত রাজাগন[৫] আইল প্রভাসে[৬]।
সভাকে[৭] রহিতে দিল অপূর্ব্ব নিবাসে[৮] ॥৪৬৬৬॥
ভোর্ক্ষ ভোর্য্য পান জার জত অভিলাস।
সভাকে সকল দিন দেন শ্রীনিবাস।৪৬৬৭॥
ঘৃত মধু পঞ্চসস্য সমিন্ধ সভারে।
নানা পুষ্প নানা ফল দিল সভাকারে।৪৬৬৮॥

১ পূজিল (খ), (ঘ)　　২ দেবের (খ), (ঘ)
১-৩ ধর্ম্ম তোমাকে বুঝাই (খ), (গ)　　৪ বড় পাই (খ), (ঘ)

* ৪৬৬৪-৪৬৬৫ পদ দুইটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই। তাহার পরিবর্তে নিম্নোক্ত পদগুলি দৃষ্ট হয়—

এত শুনি বসুদেব মনেতে জানিল।
ব্রহ্মরূপ রামকৃষ্ণ সাক্ষাতে দেখিল॥
রামকৃষ্ণ বসুদেব করে নিরীক্ষণে।
হাসিয়া জন্মাইল হরি বাপের মোহনে।
হাস্যরূপে নিজ মায়া প্রকাশ করিয়া।
পিতৃ আগে কহে কথা সঙ্কুচিত হৈয়া।
ভাল কৈল নারদ আমার মনে শুরে।
সংসারির ধর্ম্ম যজ্ঞ করিতে জুয়ায়ে।
যজ্ঞ করিবার দ্রব্য আছে বিদ্যমান।
রহিব সকল মুনি আছে রম্য স্থান।

৫-৬ মুনিগণ প্রভাসে আইল (খ), (গ)
৭-৮ গৌরব করিয়া কৃষ্ণ সবাকে রাখিল (খ), (ঘ)

অষ্ট[1] হালে জজ্ঞ ভূমি তথাই চসিল।
মুনিগন আসি[2] কুণ্ড বেড়িয়া বসিল[2] ॥৪৬৬৯॥
ব্যাস বসিষ্ট সুক্র[3] নারদ পুর্ব্বত[3]।
ধৌম[4] আদ্রয়[5] বিশ্বামিত্র ভৃগু দিত্তি[6] সুত[6] ॥৪৬৭০॥
পৌলস্ত অপুরু[7] সুক্র[7] অঙ্গিরা তপোধন।
আইলা[8] দেবলসুত মুনিত মার্জ্জন[8] ॥৪৬৭১॥*
মার্কণ্ডেয় গৌতম আর বৈইসম্পায়ন।
জমদগ্নি মেধস[9] মুনি আর বোধাবন[9] ॥৪৬৭২॥
ভরথদ্বাজ ভার্গব করন[10] গার্গ্গ ঋসি।
বিপ্র নারদ অগস্ত জত প্রীথুবিত্তে বসি ॥৪৬৭৩॥
আর জত মহাঋসি সিস্যগন সঙ্গে।
জজ্ঞদেসে[11] বসি সভে[11] নানা বিধি রঙ্গে ॥৪৬৭৪॥
অন্য অন্যে বিবাদ কোলাহোল হইল।
বেদাগু[12] মিমাংস সংক্ষা[12] বেদে বিচারিল ॥৪৬৭৫॥
কেহো ব্রহ্মা কেহো হুতা কেহ সস্তদাতা।
আচার্য্য হইলা কেহ উপগতগাতা ॥৪৬৭৬॥ †
সাস্ত্র জপ করে কেহো মণ্ডপ পুজন।
বেদ[পবক] পরক কেহ হরির ভাবন ॥৪৬৭৭॥
সভে ব্রহ্মাসয় সভে[13] সকল[13] কর্ম্মঠ।
পবিত্র করিল সভে[14] সেই কর্ম্মমঠ[14] ॥৪৬৭৮॥

---

১ স্বর্ণ (খ), (ঘ)
২-২ গিয়া তথি কুণ্ড নির্ম্মাইল (খ), (ঘ
৩-৩ পরাশর তপোধন (খ), (ঘ)
৪ ধৌম (খ), (ঘ)
৫ অদ্রি (খ), (ঘ)
৬-৬ মহামন (খ), (ঘ)
৭-৭ পুলহ ক্রতু (খ
৮-৮ অসিত দেবল শুক জত মহাজন (খ
* ৪৬৭১-৪৬৭৩ সংখ্যক পদগুলি (ঘ) পুথিতে নাই।
৯-৯ নারদ আর বৈসায়ন (খ)
১০ উন (খ)
১১-১১ আইলা জজ্ঞস্থানে (খ), (ঘ)
১২-১২ নানাবিধি উপহার দ্রব্য সব আইল (খ); নানাবিধি উপহার তা সবে পাইল (ঘ)
† ৪৬৭৬-৪৬৭৭ সংখ্যক পদ দুইটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।
১৩-১৩ সর্ব্ব কার্য্যেতে (খ), (ঘ)
১৪-১৪ তবে সেই যজ্ঞমঠ (খ), (ঘ)

সভে সুন্ধমতি[১] সভে সুক্র বসন[১] ।
অদ্ভুত[২] অঙ্গের জোতি[২] মধুর বচন ॥৪৬৭৯॥
গোসাঞের আদেসে সব নৃপ আইলা তথাই ।
পঞ্চপাণ্ডব আইল দুর্য্যোধন সত ভাই ॥৪৬৮০॥
ভিষ্ম দ্রোন ক্রুপ কর্ন্ন রাজা জয়দ্রত ।
বিরাট[৩] কৈকয় দমঘোস মহাসত[৩] ॥৪৬৮১॥
বাহ্লিক[৪] দ্রুপদ ধৃতদ্যুর্ম্ম মহাবর ।
ধৃতকেতু বিন্দ মাদ্র স্হষ্টিধর[৪] ॥৪৬৮২॥
সহদেব বসুদেব সুবর্ন্ন[৫] চন্দ্রকেতু ।
ক্রথ[৬] কৌসিক ভিস্ম আইলা জজ্ঞহেতু[৬] ॥৪৬৮৩॥
গোসাঞের আদেসে সকল রাজা আইল ।
রাজজোগ্য সিংহাসন সভাকারে দিল ॥৪৬৮৪॥ *
নানা উপহার দিল বিচিত্র বসন ।
রত্ন অলঙ্কার দিল বিচিত্র ভূসন ॥৪৬৮৫॥
সব[৭] রাজাগন[৭] সুখে বসিলা তথাই ।
ক্ষেনে[৮] ক্ষেনে নৌতন ভোগ সুখ পাই[৮] ॥৪৬৮৬॥

১-১ সুবুদ্ধি শুক্ল বর্ণন বসন (খ), (ঘ)   ২-২ অঙ্গের ধবল কিবা (খ) ; অঙ্গের কিরণ কিবা (ঘ)

৩-৩ ক্রত কৌসিক আইল ত্রিগর্ত্ত মহাসত্য (খ) ; তথি কৌশিকী রাজা সত্য মহাসত্য (ঘ)

৪-৪ এই পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (ঘ) পুথিতে এই পদটি দৃষ্ট হয়—

সতানীক বৃহদ্রথ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাজন ।
দৃষ্টকেতু বিদুর যতেক নৃপগন ।

৫ কেতু (খ), (ঘ)

৬-৬ সবেত বসিলা বসুদেব যজ্ঞহেতু (খ) ; (ঘ) পুথিতে এই পঙ্‌ক্তিটি নাই।

* ৪৬৮৩-৪৬৮৪ সংখ্যক পদ দুইটির পরিবর্ত্তে (খ) ও (ঘ) পুথিতে এই পদটি দৃষ্ট হয়—

রাজযোগ্য উপহার স্বর্ণ সিংহাসন ।
বস্ত্র অলঙ্কার বস্ত্র বিচিত্র ভূষণ ।

৭-৭ সভাকারে দিলা কৃষ্ণ (খ), (ঘ)   ৮-৮ অন্তরীক্ষে দেবগন আইল তথায় (খ), (ঘ)

জে জে রাজার জত দির্ব্য রত্ন ছিল।
তাহা দিয়া রাজা সব জজ্ঞে[১] প্রবেসিল[১] ॥৪৬৮৭॥
মধ্য দেশেতে জত রাজাগন ছিল।
দ্বিজ রুসি আসি তবে সভেত বসিল ॥৪৬৮৮॥
অক্রুর উদ্ধব ক্রত ব্রহ্মা আদি জত।
জদুকুলে নৃপগন আইলা বহুত ॥৪৬৮৯॥
হেনমতে সুভ দিনে জজ্ঞ আরম্ভিল।
সব মুনিগনে স্বস্তিবাচন করিল ॥৪৬৯০॥*
সুবর্ন্নের জজ্ঞভূমি সুবর্ন্ন ভাজন।
সকলে[২] সুবর্ন্ন দর্ব্য জতেক গঠন[২] ॥৪৬৯১॥
নানা রত্ন প্রকাস হইল সেই ঠাঞি।
সুবর্ন্নের সৌঙ্গি ভাঙ্গি আনিল তথাই ॥৪৬৯২॥
গন্ধমাল্য নানা রত্ন বিবিধ ভূসন।
অধিবাস করি কৈল ব্রাহ্মন বরন ॥৪৬৯৩॥
তা সভার অধিষ্ঠানে পালাএ অরিষ্ট।
দেবগুরি অন্তরিক্ষে হইল দেব দৃষ্ট ॥৪৬৯৪॥†
মণ্ডল পূজিয়া সব ব্রাহ্মন পুজন।
জার[৩] জেই মন্ত্রে কৈল অগ্নির স্থাপন[৩] ॥৪৬৯৫॥
নিরন্তর ঘ্রতধারা অগ্নি প্রজলিল।
জার জেই চিত্র তথা অদ্ভুত[৪] রচিল ॥৪৬৯৬॥

১-১ যজ্ঞ পূজা কৈল (খ), (ঘ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

পুলহ পৌলস্ত অঙ্গিরা তপোধন।
আসিত দেবল শুক জত মহাজন।

২-২ সুবর্ন্নের পাত্র সব বিচিত্র গঠন (খ), (ঘ)

† এই পদটি (খ) ও (গ) পুথিতে নাই।

৩-৩ ঋষিগনে মন্ত্রে মন্ত্রে কৈল অগ্নির স্থাপন (খ), (ঘ)

৪ আহুতি (খ), (ঘ)

লেহ্য পেয় চস্য চর্ব্য জত অন্ন ব্যঞ্জন।
ছোট বড় সভাকারে দেন নারায়ন ॥৪৬৯৭॥
দিনে[১] দিনে সভাকার পুরি অভিলাস[১]।
অনেক দিবস জজ্ঞ করিলা শ্রীনিবাস ॥৪৬৯৮॥
খায় পেয় নেয় দেয় এই মাত্র স্রুনি।
সব ঠাঞি ইহাবই অন্য নাহি ধ্বনি ॥৪৬৯৯॥
অন্নের পর্ব্বত তথা হইল সত সত।
কোথাহ করিল কৃষ্ণ সুবর্ন্ন পর্ব্বত ॥৪৭০০॥ *
ঘৃত মধু কইল সর্করা রাসি রাসি।
অসংক্ষ তুরগ গজ রথ দাস দাসি ॥৪৭০১॥
ব্রাহ্মনে বিদায় দিতে স্থাপিল বন্ত দেবে।
গ্রামপুর প্রতিষ্ঠান করাইল মাধবে ॥৪৭০২॥†
ব্রহ্মা আদি দেবগন আসি জোজ্ঞস্থানে।
সাক্ষাতে[২] রহিলা সভে জজ্ঞের সদনে[২] ॥৪৭০৩॥
জজ্ঞের আহুতি ব্রহ্মা সাক্ষাতে ভখিল।
দেখিয়াত সর্ব্ব লোক চমৎকার হৈল ॥৪৭০৪॥ ‡

১-১ এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

* ৪৭০০-৪৭০১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ), (ঘ) পুথিতে এই দুইটি পদ দৃষ্ট হয়--

দীন জনে দান করে পুরি অভিলাষে।
নানাবিধ দানে সবা তোষে শ্রীনিবাসে॥
অসংখ্য তুরগ গজ দেই দাস দাসী।
স্বর্ণ বিদ্যাধরী দিল মহারাজ আসি।

† এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই; (খ) পুথিতে ইহার স্থলে নিম্নোক্ত পদ দৃষ্ট হয়—

নগর পত্তন মট কৈল বসুদেবে।
ব্রাহ্মণকে দান দিতে কৈল বাসুদেবে।

২-২ সাক্ষাৎ হৈয়া কৈল আহুতি ভক্ষনে (খ), (ঘ)

‡ এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

জজ্ঞ সিদ্ধি করি সভে গোবিন্দ বন্দিয়া।
দেবগন ঘর জাএ জজ্ঞ প্রসংসিয়া ॥৪৭০৫॥
আহুতি[১] তুসিল দেবতা সর্ব্ব জন।
নানারত্ন দান দিয়া তুসিল ব্রাহ্মন[১] ॥৪৭০৬॥
জজ্ঞের সুগন্ধি দর্ব্যে[২] আমোদ করিল[২]।
বসুদেব জজ্ঞ জস[৩] ভূবনে ঘুসিল[৩] ॥৪৭০৭॥
পুর্ন্না দিয়া বসুদেব জজ্ঞ সমাপিল।
সমোচিত[৪] দক্ষিনা দিয়া ব্রাহ্মন তুসিল[৪] ॥৪৭০৮॥
পরম সন্তোস পায়া লড়িলা মুনিগন।
আসির্ব্বাদ[৫] দিল সভে মধুর বচন[৫] ॥৪৭০৯॥
অভিমত সিদ্ধ হউক বর তারে দিল।
পরম সন্তোসে জজ্ঞ প্রসংসা করিল ।৪৭১০।*
কোলাহল করিয়া লড়িলা মুনিগন।
নানারত্নে পুরি আসা সকল ব্রাহ্মন ॥৪৭১১॥
তবে বসুদেব নৃপগনে পুজা করি।
পাঠাইয়া দিল সভা জার জেই পুরি ॥৪৭১২॥
হেন অদ্ভুত জজ্ঞ কেহ না করিল।
সকল রার্য্যের লোক বলিতে লাগিল ॥৪৭১৩॥
হেনরিতে সভাকার মনোরিত সাধি।
গোবিন্দ করিল বসুদেবের জজ্ঞ সিদ্ধি ॥৪৭১৪॥

১-১ এই পদটির পরিবর্তে (খ) ও (ঘ) পুঁথিতে নিম্নোক্ত পদটি দৃষ্ট হয়:

আগে গেলা দেবগণ পিতৃগণবিগণে।
নানারত্ন দক্ষিণা দিল সকল ব্রাহ্মণে ॥

২-২ গন্ধে মহী আমোদিত (খ), (ঘ)

৩-৩ হেতু নরে প্রশংসিত (খ) ; দেব নরে প্রশংসিত (ঘ)

৪-৪ যার যেমত বিধি দক্ষিণা সে দিল (খ), (ঘ)

৫-৫ নানা রত্ন দক্ষিণা দিল সকল ব্রাহ্মণে (খ), (ঘ)

* ৪৭১০-৪৭১১ সংখ্যক পদ দুইটি (খ) ও (ঘ) পুঁথিতে নাই।

হেনমতে নারায়ন দ্বারিকাএ বসিয়া।
জদুকুল সঙ্গে থাকি আনন্দ বাড়াইয়া।৪৭১৫॥*
হেনক অদ্ভুত নর সুন এক মনে।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দ চরনে॥৪৭১৬॥†

গৌরি রাগ

একদিন নৈমিস কাননে মুনিগন।
বসিষ্ট ভৃগু আদি জত তপোধন॥৪৭১৭॥
সত্ব রজ তম গোসাঞি তিন গুন ধরি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আপনে হৈলা হরি॥৪৭১৮॥
তিন গুনে তিনজন বড় কোন জন।
অন্যে অন্যে বিবাদ করে সব মুনিগন॥৪৭১৯॥
সভে মেলি ভৃগুকে কহিল বচন।
সভাকার ঠাঞি তুমি করহ গমন॥৪৭২০॥
দম্ভ করি তিন ঠাঞি বলিহ বচন।
কোন গুনে তার তত্ত্ব জানিবে তখন।৪৭২১॥
মুনি বোলে ভৃগু গেলা কৈলাসসিখরে।
পার্ব্বতির সঙ্গে বসি আছেন সঙ্করে॥৪৭২২॥
ভৃগু দেখি মহাদেব সম্ভ্রমে উঠিয়া।
ভাই বলি কোল দিতে আইল ধাইয়া॥৪৭২৩॥
মুনি বলেন তাঁরে সব আন্তর হইয়া।
পরস না করহ বলে ক্রোধারুষ্ট হৈয়া॥৪৭২৪॥
প্রেত পিচাস ভূত তোমার সঙ্গে বৈসে।
ব্রাহ্মন ছুঞিতে আস্ত কেমত সাহসে।৪৭২৫॥

---

* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

† ৪৭১৬ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নোক্ত পদটি দৃষ্ট হয়—

বসুদেব বক্ত কথা সুনহে সংসারে।
গুনরাজ খান কহে কৃষ্ণ অবতারে।

স্থনিঞা ক্রোধে সিব হাথে স্থল লৈল।
দেখএ সঙ্কর আস্থে ভৃগু পালাইল ॥৪৭২৬॥
পালাইয়া গেলা ভৃগু ব্রহ্মার সদনে।
সভা করি আছেন ব্রহ্মা বেষ্টিত দেবগনে ॥৪৭২৭॥
ক্রোধে ভৃগু মন্দ বলে বিস্তর ব্রহ্মারে।
প্রনাম না করিলি মোরে সভার গোচরে ॥৪৭২৮॥
অতিত হইয়া আইলাঙ তোমার সদনে।
না করিলে পুজা মোর ব্রহ্ম অভিমানে ॥৪৭২৯॥
সহজে তোমার পুজা নিতে না জুআএ।
দুহিতার পিতৃবাহি[1] আছেএ তোমাএ ॥৪৭৩০॥
এত স্থনি জাএ ব্রহ্মা ভৃগু মারিবারে।
তথা হৈতে পলাইয়া চলিলা সত্বরে ॥৪৭৩১॥
তবে গেলা মুনিবর কৃষ্ণের সদনে।
পালঙ্কেতে নিদ্রা জান কমললোচনে ॥৪৭৩২॥
তবে মুনিবর জুক্তি মনেতে চিন্তিল।
বুকে লাথি মারি ভৃগু কৃষ্ণে চিয়াইল ॥৪৭৩৩॥
উঠিয়াত গদাধর পরিহার করে।
অপরাধ কৈল দোস ক্ষমহ আমারে ॥৪৭৩৪॥
অতিত হইয়া তুমি করিলে গমন।
ইহা না জানিঞা আমি করয়াছি সয়ন ॥৪৭৩৫॥
বড়[2] অপরাধ হৈল তোমার চরনে[2]।
পাএ পাছে পায় বেথা ত্রাস পাই মনে ॥৪৭৩৬॥
তোমার[3] চরনের ঘাত হৃদএ বাজিল।
এতদিনে স্বরির মোর পবিত্র হইল[3] ॥৪৭৩৭॥

---

১ প্রভাবার (খ), (গ) ২-২ একবার কৈল দোষ তোমার চরণে (খ)

৩-৩ যত কত দোষ আমার হৃদয়ে আছিল।
তোমার চরণঘাতে সব দূর হৈল। (খ)

(গ) পুঁথিতে মূলের 'দ্বিতীয় কলিটির স্থানে পাঠ— হৃদয়ের দোষ যত সকল ঘুচিল।

জোড় হাথে স্তুতি করি কুরূপর[1] হৈয়া।
বিস্তর মিনতি কৈল চরনে ধরিয়া ॥৪৭৩৮॥
নিমিসেকে[2] আসি ভৃগু সভাকে কহিল[2]।
সকল মুনির চিত্তে সন্দেহ ঘুচিল ।৪৭৩৯॥
সত্বগুনে ভগবান চিন্তে মুনিগনে।
গোবিন্দ বিজয় গুনরাজ খান ভনে ॥৪৭৪০॥

ধানসি রাগ ॥০॥

হরির[3] চরিত্র স্থন সকল সংসারে।
জেমত প্রকারে আসি মৈল বৃত্যাসুরে[4] ॥৪৭৪১॥
সকুনির পুত্র বৃকা বিদিত ভুবনে।
জিনিলেক মহিতল সব দেবগনে ।৪৭৪২॥
একদিন গেলা সেই মুনির তপবনে।
ভৃগু আদি তপ করে তথা মুনিগনে ।৪৭৪৩।
প্রনতি করিয়া বৈল সভার চরনে।
একবোল অকপটে কহ মুনিগনে ॥৪৭৪৪॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেস্বর সেষ্ঠ ত্রিজগতে।
আরাধিলে ঝাঁট বর পাই কাহা হৈতে ।৪৭৪৫॥
চিন্তিয়া বইল তবে সব মুনিগনে।
ঝাঁট পাই সেই চিন্তে দেব ত্রিলোচনে ।৪৭৪৬॥
হ্মসির বচনে বৃত্যা সন্তোস পাইয়া।
একভাবে পুজে হর কঠোর করিয়া ॥৪৭৪৭॥
কুণ্ড করি জজ্ঞ করে নানা বস্তুদানে।
কাটিয়া গায়ের মাংস ঘৃত দিয়া হুনে ।৪৭৪৮॥

১ রহে স্থির (খ)
২-২ পুনরপি নৈমিষে আসিবারে বলিল (খ)
৩ কৃষ্ণের (খ)
৪ বকাসুরে (খ), (গ)

এত পরকারে হর অধিষ্ঠান নহে।
মস্তক কাটিতে তবে হাথে খড়্গ লএ ॥৪৭৪৯॥
ইহা দেখি অগ্নি হৈতে উঠিলা মহেস্বর।
হাথে ধরি বৈল বৃকাসুর মাগ বর ॥৪৭৫০॥
ব্রকাসুর মহেসের[১] সাক্ষাত পাইয়া।
একচিত্তে করে স্তুতি হরসিত হৈয়া ॥৪৭৫১॥
এক বর মাগি হর তোমার চরনে।
সত্য করি বল মোরে না করিবে আনে ॥৪৭৫২॥
তবে মহাদেব বলিল হাসিতে হাসিতে।
সেই বর দিব তোমার জেবা আছে চিত্তে ॥৪৭৫৩॥
সুনিঞা হরের বোল জোড় করি হাত।
এক বর দেহ মোরে সুন বিস্মনাথ ॥৪৭৫৪॥
জার মাথে হাত আমি দিবত জখন।
ভস্মরাসি হব সেই মোর বিত্তমান ॥৪৭৫৫॥
সেই বর দিলা হর করিয়া নিশ্চএ।
বর পায়্যা ঞ্রি সেই পরিক্ষিতে চায় ॥৪৭৫৬॥
অকপটে বর জদি দিলে মহেস্বর।
তোমার সিরে হাত দিয়া পরিক্ষিব বর ॥৪৭৫৭॥
সত্বরে পলাএ তবে দেব মহেস্বর।
সিবের পশ্চাতে ব্রকা ধাএত সত্বর ॥৪৭৫৮॥
পালাইয়া সদাসিব গেলা নিজপুর।
পশ্চাতে খেদিয়া তবে গেলা ব্রকাসুর ॥৪৭৫৯॥
ব্রকা দেখি সিব পালাইয়া জায় দুর।
তুরিত গমনে সিব গেলা ইন্দ্রপুর ॥৪৭৬০॥
ইন্দ্রপুরে গেল ব্রকা সিবেরে দেখিয়া।
ইন্দ্রপুরি হইতে সিব গেলা পালাইয়া ॥৪৭৬১॥

১ সদাশিবের (খ), (ঘ)

পালাইয়া গেলা সিব ব্রহ্মার সদনে।
পাছু পাছু ব্রকা তার করিল গমনে ॥৪৭৬২॥*
পাছু পাছু আইসে ব্রকা দেখি মহেস্বর।
পালাইয়া গেলা সিব দ্বারিকা নগর ॥৪৭৬৩॥
ব্যস্ত দেখি সদাসিবে গোবিন্দ পুজিল।
সকল বৃর্ত্তান্ত সিব কৃষ্ণকে কহিল ॥৪৭৬৪॥
সুনিঞাত গোবিন্দাই ইসত হাসিয়া।
নগর বাহির হৈলা বড়ুরূপ হৈয়া ॥৪৭৬৫॥
কথো দুরে আইসে ব্রকা ধাইতে ধাইতে।
বড়ুরূপে রহিলা কৃষ্ণ তাহাকে ছলিতে ॥৪৭৬৬॥
সকুনির পুত্র ব্রকা আইস কোথা হইতে।
কি কারনে কোথা জাহ হইয়া স্রম জুতে ॥৪৭৬৭॥
সুনিঞা মধুর বোল সন্তোস হৈলা চিত্তে।
বড়ু হৈয়া মোর বাপে জানিল কেমতে ॥৪৭৬৮॥
বসিলাত সেই ঠাঁঞি স্রমজুত হৈয়া।
পুনরপি বলে হরি মধুর করিয়া ॥৪৭৬৯॥
কহ কহ মহাবির কোথাকে গমন।
কাহার উদ্দেসে জাহ কহত কারন ॥৪৭৭০॥
তবেত সকল কথা কহে ব্রকাসুরে।
মিথ্যাবর দিয়া মোরে ভাণ্ডিল সঙ্করে ॥৪৭৭১॥
সরূপ জানিব তার মাথে হাথ দিয়া।
মিথ্যাবর[১] দিয়া মোরে গেল পলাইয়া[১] ॥৪৭৭২॥
তার বোল সুনি কহে মধুর উত্তরে।
হাসি[২] হাসি বৈল কৃষ্ণ সুন ব্রকাসুরে[২] ॥৪৭৭৩॥

---

* ৪৭৬২-৪৭৬৪ সংখ্যক পদ (খ)পুথিতে নাই।

১-১ বেড়াই তাহার পাছু বুলে পলাইঞা (খ), (ঘ)

২-২ হাসিতে হাসিতে তারে বলে গদাধর (খ), (ঘ)

সুবিদ্ধ হইয়া তুমি না ভাবিলে মনে।
পাগলের বোলে দুঃখ পায় কী কারনে ॥৪৭৭৪॥
প্রেত ভূত সনে বোলে সমানে রহিয়া।
হাড় মালা গলে দিয়া[১] খাএত মাগিয়া[১] ॥৪৭৭৫॥ *
হেন জনের বোলে তুমি বুলহ ধাইয়া।
আপনি পালায়্যা বোলে তোমাকে ভাণ্ডিয়া ॥৪৭৭৬॥†
অবোধ[২] করিয়া তুমি জানিহ সেজনে।
পাগল সিবের বোলে সত্য করি মনে[২] ॥৪৭৭৭॥
তার বোল সত্য জদি বাস মনে মন।
নিজসিরে[৩] হাথ দিয়া বুঝহ এখন[৩] ॥৪৭৭৮॥
কৃষ্ণের বচন সুনি শুনিল অন্তরে।
বালকের বুদ্ধি মোর নহিল সরিরে ॥৪৭৭৯॥
বর সাঁপ দিতে জদি পারে তৃলোচন।
পালাইয়া তবে কেন বুলে তৃভুবন ॥৪৭৮০॥
দুষ্ট মুনিগনে মোরে কপটে বলিল।
মিথ্যা কার্য্যে আপন সরিরে দুঃখ দিল ॥৪৭৮১॥

১-১ বুলে ভাঙ ধুতুরা খায়্যা (খ)

* ৪৭৭৫ ও ৪৭৭৬ সংখ্যক পদ দুইটি (ঘ) পুঁথিতে নাই।

† (খ) পুঁথির অতিরিক্ত পদ—

স্মসানের ভস্ম সিব মাখে সব অঙ্গে।
খলায় দেবতা থাকে কোচনির সঙ্গে॥
বস্ত্র নাহি মিলে বুলে উলঙ্গ হইয়া।
দিগম্বর হয়্যা মাগে বলদে চাপিয়া॥
অন্ন নাহি মিলে বুলে ঘরে ঘরে মাগিয়া।
হেন জন বোলে তুমি বুলহ ধাইয়া॥

২-২ বুদ্ধিমান হও তুমি শুন মনে মনে।
পাগলের বোলে দুঃখ পাও কি কারণে॥ (খ)
মূলের দ্বিতীয় কলির স্থানে—সেজন পাগল যে সত্য করি মানে (ঘ)

৩-৩ আপন মাথায় হাথ দিলে বুঝিবে এখনে (খ);
আপনার মাথে হাথ দিয়া নাহি জান কেন (ঘ)

এতেক শুনিঞা হরি বলে বারে বার।
তাহার কপট কেন না কর বিচার ॥৪৭৮২॥ *
আপন মাথায় হাত দেহ একবার।
কপট কী অকপট বুঝিবে তাহার ॥৪৭৮৩॥
ভাল[১] ভাল বোল তুমি বোলিলে আমারে[১]।
হাত দিয়া[২] না বুঝি কেন আপনার সিরে[২] ॥৪৭৮৪॥
জদি সত্য বর মোরে দিল মহেস্বরে।
তার বর সত্য হউক মোর কলেবরে ॥৪৭৮৫॥ †
এত বলি দিল হাত আপন মস্তকে।
ভস্ম হইল ত্রকা[৩] জয় ধ্বনি তিন লোকে[৩] ॥৪৭৮৬॥
নিজমুর্ত্তি ধরি হরি গেলা নিজ পুরি।
শুনিঞা সঙ্কর করপুটে স্তুতি করি ॥৪৭৮৭॥
স্রীষ্ঠি স্থিতি প্রলয় তোমার স্রীজন।
তুমি দেব নারায়ন সংসারকারন ॥৪৭৮৮॥
আপনার দোসে আমি পাইল সঙ্কট।
নিমিসে মারিলে তুমি করিয়া কপট ॥৪৭৮৯॥
তোমার মায়া কেহো জানিতে না পারি।
আমার মায়া খণ্ড তুমি দেব স্রীহরি ॥৪৭৯০॥ ‡
এতেক শুনিঞা সিবের বিনয় বচন।
কপট তেজিয়া কোল দিলা নারায়ন ॥৪৭৯১॥
তোমাএ আমাএ ভিন্ন নাহি[৪] এক কলেবর[৪]।
জেই[৫] হরি সেই হর বলএ সংসার[৫] ॥৪৭৯২॥

* ৪৭৮২-৪৭৮৩ সংখ্যক পদ (খ) পুথিতে নাই।
১-১ ভাল কথা বড় তুমি কহিলে আমারে (খ)
২-২ তবেত জানিতে তার কপট তাহারে (গ)
† এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।
‡ এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।
৩-৩ পাপদুষ্ট দেখে সর্ব্বলোকে (খ)
৪-৪ নাহিক সংসারে (খ)
৫-৫ এত বলি দোঁহে গেলা আপনার ঘরে (খ)

এত[১] বলি শ্রীকৃষ্ণ আসি নিজ ঘরে।
গুনরাজ খান বলে বন্দিয়া শ্রীধরে[১] ॥৪৭৯৩॥

পঠমঞ্জরি রাগ।

দ্বারিকাএ সুখে আছেন দেব বনমালি।
পুত্র পৌত্র সনে কৃষ্ণ নিতি করে কেলি।৪৭৯৪॥
নগর ভিতরে বিপ্র দেব নাম ধরি।
জুবতির সঙ্গে দিজ বৈসে সেই পুরি।৪৭৯৫॥
হইল প্রথম গর্ভ হরসিত মনে।
পুত্র প্রসবিল নারি স্বামি বিদ্যমানে।৪৭৯৬॥
ভূমিষ্ট[২] হইল পুত্র দেখিল ব্রাহ্মন।
দেখিতে দেখিতে সেই তেজিল জিবন[২] ॥৪৭৯৭॥
মনেতে ভাবিয়া সেই করে অনুমান।
কোলে করি দম্পত্যে সে করএ ক্রন্দন ॥৪৭৯৮॥ *
মনেতে[৩] চিন্তিয়া দিজ নারির চুলে ধরে[৩]।
তোর পাপে পুত্র মোর অকালেত মরে ॥৪৭৯৯॥
কান্দিয়া বলএ নারি স্বামির চরনে।
পরপুরুসের[৪] সঙ্গ না জানি সপনে[৪] ॥৪৮০০॥

১-১ হরির সম্যক কথা অদ্ভুত সংসারে।
গুনরাজ খান বলে বন্দি হরি হরে ॥ (ঘ)

২-২ ভূমিষ্ঠে মরিল পুত্র হরিলে চেতন।
কোলে করি দম্পতি করিল ক্রন্দন ॥ (খ), (ঘ)

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই। (ঘ) পুথিতে ইহার স্থলে নিম্নোক্ত পদটি দৃষ্ট হয়—
তার দ্বিজবর বলে ধরি নিজ নারী।
তোর পাপে অকালে আমার পুত্র মরি॥

৩-৩ তার দ্বিজবর বলে ধরি নিজ নারী (ঘ)

৪-৪ পর পুরুষে আমি না ছুঁই স্বপনে (খ);
অল্প মাত্র পাপ আমি না করি স্বপনে (ঘ)

তবেত ব্রাহ্মন মনে আপনি চিন্তিল।
মোর জ্ঞানে পাপ মোর সরিরে নহিল ॥৪৮০১॥
তবে কেন অকালে মরে আমার কুমার।
মৃত পুত্র লইয়া গেল কৃষ্ণের দুয়ার ॥৪৮০২॥
সুন সুন গোবিন্দাই জগতইশ্বর।
তোর পাপে অকালে মরে আমার কোঙর ॥৪৮০৩॥
দ্বারে[১] মরা পুত্র পেলি জাএ দিজবর[১]।
অস্তে ব্যস্তে বাহির[২] হৈল্যা গদাধর[২] ॥৪৮০৪॥
সুন দিজবর কেন বল অবেভার।
মোর পাপে নাহি মরে তোমার কুমার ॥৪৮০৫॥
আর গর্ভ ধরে জবে তোমার ব্রাহ্মনি।
রাখিব তোমার পুত্র প্রদ্যুম্ন আপুনি ॥৪৮০৬॥
সান্ত করি দিজে কৃষ্ণ পাঠাইলা ঘরে।
কথো দিন থাকী নারি আর গর্ভ ধরে ॥৪৮০৭॥
রাখিবারে চলিল তবে প্রদ্যুম্ন বিরে।
দেখিতে দেখিতে পাইল ব্রাহ্মনের ঘরে ॥৪৮০৮॥*
প্রসবিতে[৩] মৈল পুত্র দেখি বিদ্যমানে[৩]।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র বলে ক্রোধ মনে ॥৪৮০৯॥
ধিক ধিক কামদেব[৪] কী বলিব তোরে।
তোর বিদ্যমানে আমার কুমার কেনে মরে ॥৪৮১০॥
না জানিঞা[৫] কোন মুখে[৫] করিলি বড়াঞি।
পুত্র কোলে করি দিজ গেল কৃষ্ণঠাঞি ॥৪৮১১॥

১-১ দুয়ারে পেলিয়া পুত্র জায় দ্বিজবর (খ);
কেলাইয়া আইল পুত্র দ্বারে দ্বিজবর (গ)
২-২ গোবিন্দাই জগত ঈশ্বর (গ
* এই পদটি (খ) ও (গ) পুথিতে নাই।
৩-৩ প্রসবিল মৈল পুত্র প্রদ্যুম্ন বিদ্যমানে (খ), (গ)
৪ প্রদ্যুম্ন (খ), (গ)
৫-৫ লাজ নাই তোর মুখে (খ), (গ)

মরিল দিতিয় পুত্র শুন গদাধর।
দুই বিপ্র বধ হৈল তোমার উপর ॥৪৮১২॥
দুই হাথে ধরি হরি বলিল তাহারে।
এইবার সাম্বু বির রাখিব কুমারে।৪৮১৩॥
তৃতিয় গর্ভ জখন ধরিল ব্রাহ্মনি।
প্রসবিতে পুত্র তবে মরিল তখনি ॥৪৮১৪॥
ছার[1] ছার বলি সাম্বুবিরে বলে দিজবর[1]।
বৃথা জন্ম তোর সংসার ভিতর ॥৪৮১৫॥
ইহা বলি পুত্র লৈয়া জায় দিজবর।
মৃত[2] পুত্র লৈয়া গেল কৃষ্ণের গোচর[2] ॥৪৮১৬॥
দেখিয়াত গদাধর বিস্ময় বড় মনে।
সার্ত্তাকীরে ডাকী তবে আনিলাত তক্ষনে।৪৮১৭॥
স্তুতি করি পুন তারে বলে দিজ বরে।
রাখিব ইবার ইতোঁ পুত্র তোমারে।৪৮১৮॥
তবেত চতুর্থ গর্ভ ধরিল ব্রাহ্মনি।
প্রসবিতে পুত্র তবে মরিল তখনি।৪৮১৯॥
সাত্যকীরে তিরস্করি ব্রাহ্মন চলিল।
গোবিন্দেরে গিয়া মন্দ বিস্তর বলিল ॥৪৮২০॥
চারি ব্রহ্ম বধ হৈল তোমার উপরে।
উঠিয়াত গদাধর বিপ্রের পাএ ধরে।৪৮২১॥
পাঠাইল বিপ্রে ঘরে করি পরিহার।
অনিরুদ্ধ বির গিয়া রাখিব কুমার।৪৮২২॥
ধরিল পঞ্চম গর্ভ সেই বিপ্র নারি।
ভূমিষ্টে মইল পুত্র কেবা নিল হরি ॥৪৮২৩॥
বিস্তর বিলাপ করিল ব্রাহ্মন ব্রাহ্মনি।
অনিরুদ্রে বিস্তর বলিল মন্দ বানি ॥৪৮২৪॥

১-১ হায় হায় বলি সাধে নাড়ে বিপ্রবর (ঘ)   ২-২ কোলিতেক মৃত পুত্র কৃষ্ণের দুয়ার (খ), (ঘ)

মৃত পুত্র লইয়া গেল কৃষ্ণের দুয়ার।
গোবিন্দেরে মন্দ গিয়া বলিল আপার ॥৪৮২৫॥
বিনয় করিয়া হরি করি পরিহার।
গদাধর রাখিবেন এবার কুমার ॥৪৮২৬॥
গদে নিঞা গেল বিপ্র আপনার বাস।
ধরিল ব্রাহ্মনি গর্ভ পুর্ন্ন দসমাস ॥৪৮২৭॥
জন্ম মাত্র মইল পুত্র দেখি দিজবরে।
কান্দিয়া ব্রাহ্মন গদে তিরস্কার করে ॥৪৮২৮॥
গদেরে ভর্ছিয়া বিপ্র চলিল সত্বরে।
মৃতপুত্র গেলে নিঞা কৃষ্ণের দুয়ারে ॥৪৮২৯॥
ছয় পুত্র মরিল মোর তোর বরাবরে।
তোরে ধিক পাপি নাহি জগত ভিতরে ॥৪৮৩০॥
অপরাধ ক্ষম দিজ করি পরিহার।
আপনি উদ্ধব গিয়া রাখিব কুমার ॥৪৮৩১॥
কথো দিনে আর গর্ভ ধরে দিজনারি।
প্রসবিতে মৈল পুত্র অনুমান[১] করি[১] ॥৪৮৩২॥
উর্দ্ধবেরে গালি দিল ব্রাহ্মন কান্দিয়া।
গোবিন্দ সমুখে পুত্র এড়িলেক নিঞা ॥৪৮৩৩॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে বিপ্র করএ ক্রন্দন।
বিস্তর বিনয় কৈল কমললোচন ॥৪৮৩৪॥
জে হইল সে হইল বিপ্র না কান্দিহ আর।
আপনিত উগ্রসেন রাখিব কুমার ॥৪৮৩৫॥
রাজা হৈয়া উগ্রসেন গেলা তার ঘরে।
জন্ম মাত্রে মরে সেই অষ্টম কুমারে ॥৪৮৩৬॥
ধিক ধিক উগ্রসেন তোর অধিকারে।
পুত্র সব মরে মোর তোর অনাচারে ॥৪৮৩৭॥

১-১ উদ্ধব বরাবরি (খ), (ঘ)

না থাকীব তোর দেশে স্থন পাপমতি।
তোর পাপে নষ্ট হৈল পুরি দ্বারাবতি ॥৪৮৩৮॥
এত বলি জাএ বিপ্র গোবিন্দেরি ঠাঞি।
হেনকালে অর্জ্জুন বির আইলা তথাই ॥৪৮৩৯॥
মৃতপুত্র এড়ি বিপ্র গোবিন্দ গোচরে।
বৈরাগে চলিলা বিপ্র তির্থ তির্থান্তরে ॥৪৮৪০॥
সন্তোস করিল কৃষ্ণ চরনে ধরিয়া।
আপনি তোমার পুত্র রাখিবত গিয়া ॥৪৮৪১॥
তবেত অর্জ্জুন বলে স্থন দিজবর।
রাখিতে নারিল কেহো তোমার[1] কোঙর[1] ॥৪৮৪২॥
অকালেত মরে বিপ্র তোমার কুমারে।
রাখে হেন বির নাহি দ্বারিকা নগরে ॥৪৮৪৩॥
ভাল ভাল দিজবর জাহ তুমি ঘরে।
না[2] জাবেন কৃষ্ণ আমি[2] রাখিব কুমারে ॥৪৮৪৪॥*
এবার তোমার পুত্র জখন হইব।
সরজালে গৃহ করি আমিত রাখিব ॥৪৮৪৫॥
স্থনিঞা প্রতিজ্ঞা দিজ হাসিতে লাগিল।
অনেক বড়াঞি তার দিজত করিল ॥৪৮৪৬॥
কুমার রাখিতে মোর নারে কোন জনা।
অহংকার[3] করি সবে চিনাহ আপনা[3] ॥৪৮৪৭॥
পার্থ বলে স্থন দিজ না চিন আমারে।
আমারে[4] বলিএ অর্জ্জুন ধর্নুর্দ্ধরে[4] ॥৪৮৪৮॥

১-১ ধনুর্দ্ধর (খ)   ২-২ জানাইব কৃষ্ণে আমি (খ)

* (খ) পুথিতে এই পদটি নাই।

৩-৩ প্রতিজ্ঞা করিয়া কিবা ঠেলায় আপনা (খ), (ঘ)

৪-৪ আমার মহত্ব জানে ত্রিভুবন ভিতরে (খ)

কাম সাম অনিরুদ্ধ নহি সিসুমতি।
হেন মত নহি আমি অর্জ্জুন জুদ্ধপতি ॥৪৮৪৯॥*
গদ উদ্ধব নহি উগ্রসেন সাত্যকী।
বৃদ্ধ বালকের তুমি বুঝিলে সকতি ॥৪৮৫০॥
গাণ্ডিব ধনুক মোর বিদিত সংসারে।
জম[১] জিনি আনি দিব তোমার কুমারে[১] ॥৪৮৫১॥
সুনিঞা বচন দিজ উপহাস করে।
ধর্জ্জ্য হয় পার্থ তুমি ছাড় অহংকারে ॥৪৮৫২॥
তোর সক্তি হইতে নহে জিবের উদ্ধার।
কৃষ্ণ বিনে রাখিতে কেহো নারিব কুমার ॥৪৮৫৩॥
গোবিন্দ চাহিল মোর কুমার রাখিতে।
অহঙ্কার করি তুমি না দিলে জাইতে ॥৪৮৫৪॥
ইহা সুনি বলে পার্থ সুন দিজবর।
প্রতিজ্ঞা করিল আমি সভার ভিতর।৪৮৫৫।
রাখিতে তোমার পুত্র আমি জবে নারি।
অস্ত্র ছাড়ি মরিব আমি অগ্নিকুণ্ড করি ॥৪৮৫৬॥
কথ দিনে বিপ্রনারি গর্ভ সে ধরিল।
নানা অস্ত্র লইয়া তথা অর্জ্জুন চলিল ॥৪৮৫৭॥
দসমাস পুর্ন্নগর্ভ হইল সমএ।
দুত আসি বৈল রাথ অর্জ্জুন মহাসএ ॥৪৮৫৮॥
অস্ত্র লৈয়া অর্জ্জুন বির চলিল সত্বরে।
সরজালে গৃহ করি রাখিল ভিতরে ॥৪৮৫৯॥
হেন কালে পুত্র প্রসবে দিজ নারি।
অর্জ্জুনের বিদ্যমানে পুত্র লৈয়া জএ হরি ॥৪৮৬০॥

---

* ৪৮৪৯-৪৮৫০ সংখ্যক পদ দুইটি (খ) পুথিতে নাই।
৪৮৪৯ পদের দ্বিতীয় পংক্তি ও ৪৮৫০ পদের প্রথম পংক্তি (খ) পুথিতে নাই।

১০১ উপহাস করি দ্বিজ বলেন আমারে (খ)

আর জত পুত্র তার হইল বারে বারে।
প্রান লৈয়া গেল তার আছিল সরিরে ॥৪৮৬১॥
তনু সনে লৈয়া জাএ দেখিল অর্জ্জুনে।
ধনুক লইয়া করে বান বরিসনে। ৪৮৬২॥
না দেখিল কেবা আসি লইল হরিয়া।
চারি দিগে চাহে বির হাথে ধনুক লৈয়া ॥৪৮৬৩॥
কেবা নিল কোথা গেল কিছু না দেখিল।
হাথে অস্ত্রে জমপুরি অর্জ্জুন চলিল। ৪৮৬৪॥
দেখিল নাহিক তথা বিপ্র কুমারে।
বরুনের পুরি গিয়া করিল বিচারে ॥৪৮৬৫॥ *
কুবেরের পুরি ব্রহ্মার সদনে।
ইন্দ্রপুরে না দেখিল ব্রাহ্মননন্দনে ॥৪৮৬৬॥
চন্দ্র সুর্য্যের গতি জতদুর ছিল।
এত দুর উকটিয়া কোথাহ না পাইল ॥৪৮৬৭॥
পুনরপি দ্বারিকাএ আসি ব্রাহ্মনদুয়ারে।
অগ্নিকুণ্ড সাজাইল মরিবার তরে ॥৪৮৬৮॥
সুনিঞা গোবিন্দ তবে সত্বরে আসিয়া।
অর্জ্জুনেরে বৈল তবে ইসত হাসিয়া ॥৪৮৬৯॥
আমি আনি দিব সিসু আইস চলিয়া।
হাথে ধরি অর্জ্জুনেরে চলিল লইয়া। ৪৮৭০॥
রথে চড়িয়া উত্তরে জাএ গদাধর।
সপ্তদ্বিপ লঙ্ঘন সপ্ত সাগর ॥৪৮৭১॥
লোকালোক লঙ্ঘিল কাঞ্চনা নগরি।
তবে প্রেবেসিলা মহাকানন ভিতরি ॥৪৮৭২॥
নাহিক রথের গতি নিগাড় অন্ধকার।
হাথে চক্রে রথ ছাড়ি জাএ গদাধর ॥৪৮৭৩॥

---

* ৪৮৬৫-৪৮৬৭ সংখ্যক পদগুলি (খ) পুথিতে নাই।

মহাঘোর অন্ধকার দেখি চক্রপানি।
চক্রে কাটি অন্ধকার করে খানি খানি ॥৪৮৭৪॥
অন্ধকার কাটি কাটি জাএ দুইজনে।
ব্রহ্মাণ্ডে উত্তম স্থান উত্তম ভূবনে ॥৪৮৭৫॥
তার অভ্যন্তরে জাএ কৃষ্ণ অর্জ্জুনে।
দেখিল পুরুসবর কমললোচনে ॥৪৮৭৬॥
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালাধর।
চতুর্ভূর্জ্জ রূপ তার স্যাম কলেবর ॥৪৮৭৭॥
উজ্জল দেহের কান্তি বিষ্ণু অবতার।
জজ্ঞ দেখি সম্ভ্রম তিহোঁ করিল আপার ॥৪৮৭৮॥
সম্ভ্রম করিলা তিহোঁ দুহাঁরে দেখিয়া।
কোলে করি বসাইল নিজাসন দিয়া ॥৪৮৭৯॥
বসিয়াত দুইজনে চারি দিগে চাহি।
ব্রাহ্মনের নবপুত্র দেখিল তথাই ॥৪৮৮০॥
বলিল শ্রীহরি তারে করিয়া বিনয়।
কি লাগিয়া বিপ্রপুত্র আনিলে এথায় ॥৪৮৮১॥
তবে সে পুরুস বলে জোড় হাত করি।
জে কারনে আনিল এথা সুনহ শ্রীহরি ॥৪৮৮২॥
সপ্তদিপের অন্তে আমার বসতি।
কেমতে আমার দেস পাইব মুকতি ॥৪৮৮৩॥
ইহা মনে করি আনিল ব্রাহ্মনকুমার।
জেমতে দেখিব পাদপদ্ম সে তোমার ॥৪৮৮৪॥
ভারাবতারনে আইলা দেব নারায়নে।
দেখিতে কৌতুক বড় রাতুল চরনে ॥৪৮৮৫॥
আর কেমতে এথা আসিব শ্রীহরি।
এত মনে করি বিপ্রপুত্র কৈল চুরি ॥৪৮৮৬॥
সবান্ধবে দেখিব তোমার চরন।
বিপ্রপুত্র চুরি কৈল ইথের কারন ॥৪৮৮৭॥

সফল হইল আজি আমার জীবন।
দেখিল[১] তোমার পাদপদ্ম স্তুন নারায়ন[১] ॥৪৮৮৮॥
বিপ্রপুত্র লইয়া গোসাঞি করহ গমন।
বিপ্রপুত্র পাইয়া গোসাঞি হরসিত মন ॥৪৮৮৯॥
বিপ্রপুত্র কোলে করি করিল গমন।
রথে চড়ি চলি জাএ দেব নারায়ন ॥৪৮৯০॥
দ্বারকা নিকটে আসি সঙ্খধ্বনি কৈল।
গোবিন্দ আইল বলি কোলাহোল হৈল ॥৪৮৯১॥
ব্রাহ্মনকে আসি তবে বৈল গদাধর।
আপনার নবপুত্র লৈয়া জাহ ঘর ॥৪৮৯২॥
পুত্র আনিঞা বিপ্র আপনা পাসরি।
হরিসে নয়ানে জল সম্বরিতে নারি ॥৪৮৯৩॥
কৃষ্ণের মহত্ব জত দেখিল অর্জ্জুনে।
উগ্রসেন আদিরে কহে দ্বারিকা ভুবনে ॥৪৮৯৪॥
রাত্র দিনে এই কথা পৃতি ঘরে ঘরে।
মরিল ব্রাহ্মনপুত্র আনি দিল গদাধরে ॥৪৮৯৫॥
হরির চরিত্র নর স্তুন এক চিত্তে।
গুনরাজ খান বলে কৃষ্ণের মহত্বে ॥৪৮৯৬॥

কেদার রাগ।

একদিন দ্বারিকাএ দেব শ্রীহরি।
দৈবকী নিকটে গিয়া নানা ক্রিড়া করি ॥৪৮৯৭॥
মাএ পোএ নানা ক্রিড়া কৌতুকে বসিয়া।
মিষ্ট কথা কহেন কৃষ্ণ হাসিয়া হাসিয়া ॥৪৮৯৮॥
দৈবকীর চিত্তে কৃষ্ণ জেমত ছাওাল।
সিস্থ হৈয়া বড় কর্ম্ম করএ গোপাল ॥৪৮৯৯॥

১-১ আপনারে ধন্ত মানি দেখিলু চরন (খ), (ঘ)

বসিয়া কৃষ্ণের কাছে দৈবকী সুন্দরি।
কান্দিতে কান্দিতে বলে সুনহ স্রীহরি ॥৪৯০০॥
দেখিল সুনিল বড় মহিমা তোমার।
ছাণ্ডাল বুদ্ধি এতদিনে ঘুচিল আমার ॥৪৯০১॥
মরিল ব্রাহ্মনপুত্র আনি দিলে তুমি।
সাধারন লোক নহ জানিলাঙ আমি ॥৪৯০২॥
মা হৈয়া আমি তোমারে হাতে ধরি।
আমার ছয় পুত্র আনি দেহ হরি ॥৪৯০৩॥
দুষ্ট কংসাসুর আমার ছয় পুত্র মাইল।
হিয়ার উপরে সোক বড়ই রহিল ॥৪৯০৪॥
তোমা দরসনে সব সোক পাসরিল।
আনি দেহ ছয় পুত্র তোমাকে কহিল ॥৪৯০৫॥
মাএর বচনে কৃষ্ণ ঈসত হাসিয়া।
চলিলা বাহিরে মাএ প্রনাম করিয়া ॥৪৯০৬॥
রথে চড়ি গেলা হরি পাতাল ভুবনে।
জথা আছে ছয় ভাই বলির সদনে ॥৪৯০৭॥
চলি জাএ গদাধর রসাতল পুরি।
জথা আছে বলিরাজা তথা গেলা হরি ॥৪৯০৮॥
দেখিয়াত বলি রাজা দেব নারায়ন।
সম্ভ্রমে আসিয়া কৈল চরন বন্দন ॥৪৯০৯॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে বসাল্য আসনে।
দণ্ডবত করি বলে বিনয় বচনে ॥৪৯১০॥
তুমি দেব নারায়ন তুমি নিরঞ্জন।
সর্বভূতে আত্মা তুমি জগতকারন ॥৪৯১১॥*
স্রীষ্টি স্থিতি প্রলএর তুমিত ঈশ্বর।
দেব দানব দৈত্য তুমি সর্বেশ্বর ॥৪৯১২॥

* ৪৯১১-৪৯১২—পদগুলি [illegible] পুথিতে নাই।

ভারাবতারনে কৈলে পৃথুবি গমন।
বড় ভাগ্যে পরসিব তোমার চরন ॥৪৯১৩॥
সবংসে পবিত্র আজি হৈল মোর পুরি।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব শ্রীহরি ॥৪৯১৪॥
হাসি হাসি বলে তবে দেব গদাধর।
মাএর সট পুত্র মোর দেহ নৃপবর ॥৪৯১৫।
আনি দেহ ছয় ভাই লড়িব সত্বর।
তথির কারনে আইলাঙ সুন নৃপবর ॥৪৯১৬॥
মহামায়া নিঞা মাতৃগর্ভে জন্মাইল।
কংসে মাইল পুন এথাকে আইল ॥৪৯১৭॥
তাহাকে দেখিতে মাএর কৌতুক বাড়িল।
দেখাইতে পুত্র মোরে মাতা আজ্ঞা দিল ॥৪৯১৮॥
সুনিঞা কৃষ্ণের কথা বলি মহাসএ।
কতমায়া জান গোসাঞি মায়ার নিলএ।৪৯১৯॥
নেহ ছয় ভাই বলি আনিঞাত দিল।
ছয় ভাই লইয়া কৃষ্ণ দ্বারিকা চলিল ॥৪৯২০॥
জেমতে কংস তারে মারিল সিসুকালে।
তেন মতে আনি দিল দৈবকীর কোলে ॥৪৯২১॥
দেখিয়া দৈবকী দেবি হরসিত মনে।
দুই স্তনে দুগ্ধ স্রবে দেখি সিসুগনে।৪৯২২॥
সেই স্তন পান তারা ছয়জনে করি।
পিতৃ বংস উদ্ধারিল দেব শ্রীহরি ॥৪৯২৩॥
বসুদেব আদি করি মোক্ষ মোক্ষ জন।
অদ্ভুত সুনিঞা সভে করিলা গমন ॥৪৯২৪॥
গোবিন্দ মহত্ব জত সভেত দেখিল।
অদ্ভুত কথা সকল সংসার সুনিল।৪৯২৫॥
হেন কালে আকাসেতে দুন্দুভি বাজিল।
ছয়খানা রথ আসি উপনিত হৈল ॥৪৯২৬॥

তবে সেই ছয় জন গোবিন্দ পাসে গিয়া।
গোবিন্দে প্রনতি করে দিব্য দেহ হৈয়া ॥৪৯২৭॥

তুমি দেব নিরঞ্জন ব্রহ্মা মহেস্বর।
তুমি ইন্দ্র বাউ জম তুমি সর্ব্বেস্বর ॥৪৯২৮॥ *

সকল সংসার তুমি বলিতে না জানি।
তোমার পরসে মুক্ত পাইলু চক্রপানি ॥৪৯২৯॥

তোমার প্রসাদে হৈল সাপ বিমোচন।
আজ্ঞা কর নিজস্থানে করিএ গমন ॥৪৯৩০॥

মায়াত পাতিয়া বলে দেব নারায়ন।
কে তোমরা কোথাকারে করিবে গমন ॥৪৯৩১॥ †

তবে ছয়জন বলে জোড় হাত করি।
তোমার চরনে কহি সুনহ শ্রীহরি ॥৪৯৩২॥

মারিচির পুত্র আমরা উম্মার[1] তনয়।
মুনিপুত্র আমরা কারে না করিএ ভয় ॥৪৯৩৩॥

একদিন অঙ্গিরা মুনি দেখিল আমারে।
না করিলু প্রনাম ক্রোধ করিল মুনিবরে ॥৪৯৩৪॥

মুনিপুত্র হইয়া মোরে করিলি[2] অনাদর[2]।
দৈত্য জোনি জন্ম গিয়া ছয় সহোদর ॥৪৯৩৫॥

ত্রাস পাইয়া মোরা স্তুতি বড় কৈল।
তবেত তাহাঁর মনে দয়া উপজিল ॥৪৯৩৬॥

ভারাবতারনে হরি করিব অবতার।
তাহাঁর পরসে হব তোমাদের উদ্ধার ॥৪৯৩৭॥

হিরণ্যকসিপু বির্জ্জে জনম লভিয়া।
বলিসঙ্গে আছিলাঙ[3] রসাতলে গিয়া[3] ॥৪৯৩৮॥

---

* এই পদটি (ঘ) পুঁথিতে নাই।

† এই পদটি (খ) পুঁথিতে নাই।

১ উম্নার (খ), (ঘ)

২-২ না কৈলে আদর (খ), (ঘ)

৩-৩ গোঙাইলাঙ পাতালপুরি গিয়া (খ), (ঘ)

তবে মোহামায়া দেবি তোমার আদেসে।
দৈবকী উদরে নিঞা করিল প্রবেসে ॥৪৯৩৯॥
কংস মারিল গেলাঙ পাতাল ভূবনে।
বলি সঙ্গে পুনরপি ছিলাঙ ছয় জনে।৪৯৪০॥
আপনে আনিলে গিয়া দেব শ্রীহরি।
তোমার পরসে মোরা জাই সর্গপুরি ॥৪৯৪১॥*
এত বলি প্রনাম করিল ছয় জনে।
কৃষ্ণ প্রনমিঞা কৈল রথে আরোহনে ॥৪৯৪২॥
দেখিয়া অদ্ভুত হৈল সভাকার মনে।
এই কথা ঘরে ঘরে ঘোসে সর্ব্ব জনে।৪৯৪৩॥
হেনক অদ্ভুত কথা কৃষ্ণ অবতারে।
সুনিলে নিস্তার হএ বলি বারে বারে ॥৪৯৪৪॥
একমনে সুন নর শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
গুনরাজ খাঁন বলে জমের নাহি ভয় ॥৪৯৪৫॥

মঙ্গল গুঞ্জরি রাগ।০॥

সুভদ্রা হরন কথা সুন এক মনে।
দ্বারিকা আসিয়া তারে হরিলা অর্জ্জুনে ॥৪৯৪৬॥
পুর্ব্বেত নারদ মুনি হস্তিনা নগরে।
পাঁচ ভাই একত্র করি বলিল জুধিষ্ঠিরে ॥৪৯৪৭॥
এক নারি দ্রোপদি স্বামি পঞ্চ জন।
আমার নিয়মবাক্য করিহ পালন ॥৪৯৪৮॥
এক দিন এক জন কর পরমিত।
কেহত দেয়র কেহো হইব গর্ব্বিত ॥৪৯৪৯॥
দিবসেক পরমিত হইব জার নারি।
তার মদ্ধে আর জন নহিব অধিকারি।৪৯৫০॥

---

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

কদাচিত জদি কেহ সে ঘরে জাইব।
বৎসরেক বনবাস সে জন করিব ॥৪৯৫১॥
নিবন্ধ করিয়া গেলা নারদ মুনিবর।
এইত নিবন্ধ রহিলা পঞ্চ সহোদর ॥৪৯৫২॥
একদিন জুধিষ্ঠির দ্রোপদি লইয়া।
হাসপরিহাস করে পালঙ্কে বসিয়া ॥৪৯৫৩॥
নিসাকালে আচম্বিতে ব্রাহ্মনমন্দিরে।
সর্ব্বস্ব হরিয়া আসি লৈল দুস্ট চোরে ॥৪৯৫৪॥
বাহির হইয়া দিজ ডাকে উচ্চরাএ।
রাখ রাখ অর্জ্জুন বির হউত সহাএ ॥৪৯৫৫॥
আপনার নাম সুনি অর্জ্জুন মহাবিরে
অস্ত্র লইতে আইল জুধিষ্ঠির জেই ঘরে ॥৪৯৫৬॥
দেখিল রাজারে তথা দ্রোপদি সহিতে।
দেখিয়া অর্জ্জুন বির হইল বিস্মিতে ॥৪৯৫৭॥
জুধিষ্ঠির বলে কেন আইলে অর্জ্জুন।
কি কাজে গাণ্ডিব লেহ বান সনে গুন ॥৪৯৫৮॥
উত্তর না দিল সিগ্র হাথে লইয়া।
ব্রাহ্মন মন্দিরে চোর ধরিল আসিয়া ॥৪৯৫৯॥
চোর মারি ব্রাহ্মনের সর্ব্বস্ব রাখিল।
প্রভাতে রাজার ঠাঞি গমন করিল ॥৪৯৬০॥
প্রনাম করিয়া বলে রাজার চরনে।
বৎসরেক বনবাস করিব গমনে ॥৪৯৬১॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্গিলে হয় ক্ষেত্র বিনাস।
মেলানি করিয়া জাই করিতে বনবাস ॥৪৯৬২॥
তবে জুধিষ্ঠির রাজা তার হাথে ধরি।
কেনহে অর্জ্জুন তুমি হেন কর্ম্ম করি ॥৪৯৬৩॥*

---

* ৪৯৬৩-৪৯৬৪ সংখ্যক পদগুলি (খ) পুঁথিতে নাই।

দৈবের কারনে আজ্ঞি করিলে গমন।
না জাইহ অরণ্যে ভাই সুনহ বচন ॥৪৯৬৪॥
পুনরপি চরনে পড়ি করে পরিহার।
ক্ষেত্র হৈয়া লঙ্ঘিব ধর্ম্ম নহেত বিচার ॥৪৯৬৫॥
এত বলি অর্জ্জুন গেলা অরন্য ভিতরে।
বৎসরেক ছিলা বনে গহন গভিরে ॥৪৯৬৬॥
ভূমিতে ভূমিতে গেলা দ্বারিকা নগরে।
দেখিলত গিয়া তথা রামদামোদরে ।৪৯৬৭॥
অর্জ্জুন দেখিয়া কৃষ্ণ হরসিত হৈল।
নানা রঙ্গে কথো দিবস বঞ্চিল ॥৪৯৬৮॥
একদিন অভ্যন্তরে ভূমি দুই জন।
পরম সুন্দরি কন্যা দেখিল অর্জ্জুন ।৪৯৬৯॥
দেখিয়া পুছিল পার্থ[১] এই কার নারি।
তৃভূবনে[২] না দেখিল এমত সুন্দরি[২] ।৪৯৭০॥
ত্রৈলক্য[৩] সুন্দরি কন্যা উন্মত্ত জৌবনি[৩]।
বিভা[৪] নাহি হএ কন্যা অর্জ্জুন পুছে বানি[৪] ।৪৯৭১॥
না পাইয়া জোগ্য বর রাখিয়াছি ঘরে।
ভাল বর পাইলে বিভা দিবত উহারে ।৪৯৭২॥*
এতেক[৫] সুনিঞা অর্জ্জুন কৃষ্ণের বচন[৫]।
পুনরপি রূপ[৬] তার করে নিরক্ষন[৬] ॥৪৯৭৩॥

১ কৃষ্ণে (খ), (ঘ)
২-২ ত্রৈলোক্যসুন্দরী কৃষ্ণ রূপে বিদ্যাধরী (ঘ)
৩-৩ সকল লক্ষণযুক্তা নূতন যৌবন (ঘ)
৪-৪ বিপুল নিতম্ব মাঝা করে রিপুজবি (খ)
* অতিরিক্ত পদ (খ), (ঘ) পুথি—
অর্জ্জুন বচন শুনি হাসে চক্রপানি।
সুভদ্রা উহার নাম আমার ভগিনী।
৫-৫ এত শুনি অর্জ্জুন বিস্ময় বিস্ময়মানে (ঘ)
৬-৬ তার মুখ করে নিরীক্ষণে (ঘ)

পুন পুন দেখি তারে করএ বাখান।
হেন কন্যা লইবেক কোন ভাগ্যবান।৪৯৭৪॥*
অর্জ্জুন বচন সুনি হাসে গদাধরে।
সুভদ্রাকে ইৎসা আছে বিভা করিবারে।৪৯৭৫।
সুভদ্রার রূপে তুমি হইয়া মোহিত।
সরূপে বলহ মোরে করো মনোহিত।৪৯৭৬॥
কৃষ্ণের[১] বচন সুনি বলএ অর্জ্জুন।
কত পুন্যে মেলিবেক কন্যা সুলক্ষন[১] ॥৪৯৭৭॥
এক বোল বলি সুন অর্জ্জুন মহাবিরে।
বলভদ্র মত বিভা না দিব তোমারে।৪৯৭৮॥†
তাঁর অগোচরে কার নাহিক সাহস।
উপাএ করিএ জেন নহে অপজস ॥৪৯৭৯॥
দারুকে কহিল কৃষ্ণ সুনহ বচন।
সাজিয়াত দ্বারে রথ রাখিবে সর্ব্বক্ষন।৪৯৮০॥
জেদিনে সুভদ্রা তুমি পাবে একেস্বর।
হাথে ধরি রথে তুলি লড়িহ সত্বর।৪৯৮১॥
এইত উপায় আমি বলিল তোমারে।
সত্বরে থাকীহ তুমি কন্যা হরিবারে।৪৯৮২॥
এতেক আস্বাস তারে দিলা জগন্নাথ।
কামে হত হৈয়া থির না পায় সুয়াস্ত ॥৪৯৮৩॥

* ৪৯৭৩-৪৯৭৪ সংখ্যক পদগুলি (গ) পুথিতে নাই। 'মধ্যোক্ত পদটি অতিরিক্ত—

দেখিতে দেখিতে মনে কৌতুক বাড়িল
বুঝিয়াত শ্রীহরি অর্জ্জুনে বলিল।

১-১ কত পুণ্য তপে পাই কন্যা সুলক্ষণে।
এসব কৃষ্ণের কথা বলিল অর্জ্জুনে। (খ)

† (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ -

অর্জ্জুনের কথা শুনি হাসে গদাধরে।
সুভদ্রা ভগিনী দিব বিভা যে তোমারে।

দিবা রাত্র জ্ঞান নাহি আন নাহি মনে।
সুভদ্রাহরন চিন্তা করে রাত্রদিনে ॥৪৯৮৪॥
দৈবজোগে একদিন সুভদ্রা সুন্দরি।
স্নান করিবারে জাএ হইয়া একেশ্বরি ॥৪৯৮৫॥
তখনে অর্জ্জুন বির পাইল তাহারে।
কোলে করি রথে তুলি লড়িলা সত্বরে ।৪৯৮৬॥
ধাইয়া বলদেবে গিয়া কহে সর্ব্বজন।
সুভদ্রা হরিয়া লৈয়া জাএত অর্জ্জুন ।৪৯৮৭॥
শুনিঞা বলদেব বড় ক্রোধ হৈল মনে।
হেন কর্ম্ম করে বির নাহি ত্রভুবনে ।৪৯৮৮॥
ইন্দ্র আদি জত দেব বৈসে সুরপুরে।
কাহার সকতি নাহি কথা[১] হরিবারে[১] ।৪৯৮৯॥
ছাওাল অর্জ্জুন আসি হেন কর্ম্ম করে।
আজি পাঠাইব তারে জমরাজার ঘরে ॥৪৯৯০॥
ইহা বলি মুসল লৈয়া ধাইল সত্বরে।
পশ্চাত চলিলা তবে জত জদুবরে ।৪৯৯১॥
তার পাছে অস্ত্র লৈয়া ধায় বনমালি।
পালাইয়া অর্জ্জুন এড়াইল কুসস্থলি ॥৪৯৯২॥
ধর ধর বলি তারে ধাইল বলাই।
গোবিন্দের রথ খান দেখিল তথাই ॥৪৯৯৩॥
দারুক সারথি রথ চালায় ধিরে ধিরে।
উলটিয়া চাহে পাছে আইসে গদাধরে ।৪৯৯৪॥
ফিরিয়া রহিলা তবে দেব সঙ্কর্ষন।
গোবিন্দের মত করে সুভদ্রাহরন ।৪৯৯৫॥
নিকটে গোবিন্দ দেখি বলে কোপমনে।
রথ দিয়া করাহ তুমি ভগ্নির হরনে ।৪৯৯৬॥

১-১ ইহা করিবারে (খ) ; পুরী লঙ্ঘিবারে (গ)

কপটে বলেন হরি বলাএর চরনে।
আমি নাহি জানি কোপ না করিহ মনে ॥৪৯৯৭॥
মহাবির জগ্য বর সুভদ্রা পাইল।
তে কারনে আসি আমি রথ না রহাইল ॥৪৯৯৮॥
সম্পুর্ন্ন জৌবন তার সর্ব্বাঙ্গে হইল।
তবু এতদিনে বর জোগ্য না পাইল ॥৪৯৯৯॥
অর্জ্জুন সমান বির নাহি তৃভূবনে।
রূপে গুনে কুলে সিলে জানে সর্ব্বজনে ॥৫০০০॥
পিতামোহ আমার উহার পিতাকে অর্চ্চিয়া।
দিলেক কুন্তিকে বিভা মহিমা করিয়া ॥৫০০১॥*
চন্দ্রবংসে প্রদিপ অর্জ্জুন মহাবির।
সর্ব্ব সাস্ত্রে বিসারদ ধর্ম্মসরির ॥ ০০২॥
সুভদ্রা হরিয়া অর্জ্জুন জাএ পালাইয়া।
না রহাইল রথ আমি এতেক চিন্তিয়া ॥৫০০৩॥
জোগ্যবর কারনে চিত্তে দুঃখ না জন্মিল।
আপন মনের কথা তোমাকে কহিল ॥৫০০৪॥
এতেক[১] বিনয় বাক্য গোবিন্দ বলিল।
সুনিঞাত বলদেব হাসিতে লাগিল[১] ।৫০০৫॥
রথ দিয়া করাইসে ভগ্নি হরন।
কপট করিয়া আমা ভাণ্ড নারায়ন ॥৫০০৬॥
ইহা[২] বলি নেউটে বলাই সর্ব্ব সহিত্য লইয়া।
দ্বারকাএ জদুগন আইল বাহুড়িয়া[২] ॥৫০০৭॥

* ৫০০১-৫০০৪ সংখ্যক পদগুলি (ব) পুঁথিতে নাই। ইহার মধ্যে নিম্নোক্ত পদটি দৃষ্ট হয়—

নহে বাত স্নান মতে আপনি যান গিয়া।
ক্ষত্রির বিধানে কৈল কাণ্য সে বুঝিয়া ॥

১-১ এতেক বচন যদি শ্রীকৃষ্ণ বলিল।
ক্রোধ ছাড়ি বলদেব হাসিতে লাগিল ॥ (ঘ)

২-২ এত বলি উঠে বীর লইয়া সর্ব্বজনে।
অস্ত্র ছাড়ি সবে ঘর করিল গমনে ॥ (গ)

উথাত অর্জ্জুন গেলা হস্তিনা নগরে।
কহিল সকল কথা রাজা জুধিষ্ঠিরে ॥৫০০৮॥
সুনিঞা[১] সকল কথা হরিস হৈলা মনে।
সুভদ্রাকে বিভা দিতে কৈল সুভক্ষনে[১] ॥৫০০৯॥
হস্তিনা নগরে মহা আনন্দ হইল।
বন্ধুবান্ধব জত কুটুম্ব আইল।৫০১০।*
নানা বাদ্য নিত্যগিত মোহৎসব করি।[২]
হেনকালে তথাকারে[২] আইলা শ্রীহরি।৫০১১॥
রজত কাঞ্চন জত নানা রত্ন দিয়া।
মুনিময় অভরন সর্ব্বাঙ্গে ভূসিয়া।৫০১২॥†
পুর্ন্নিমার চন্দ্র জিনি সুভদ্রা মোহিনি।
অর্জ্জুনেরে বিভা দিলা দেব চক্রপানি।৫০১৩॥
হেনক অদ্ভুত কথা সুভদ্রাহরন।
গুনরাজ খান বলে[৩] বন্দিয়া নারায়ন[৩]।৫০১৪॥
জোড় হাথে বলোঁ[৪] লোক সুন মহাসুখে[৪]।
নারায়ন[৫] নামে মুক্তি পাইল জেমতে[৫]।৫০১৫॥
কন্যকুব্জ[৬] দেসে বিপ্র নামে অজামিল।
ব্রহ্মচার্য্য[৭] ব্রতে পিতামাতাকে সেবিল[৭] ॥৫০১৬॥

১-১ শুনিয়া অদ্ভুত কথা হরিষ হইল।
সুভদ্রা হরিয়া গৃহে অর্জুন আইল॥ (ঘ)

* এই পদটি (ঘ) পুঁথিতে নাই। ২ আচম্বিতে (খ); রথ লয়ে (ঘ)

† ৫০১২-৫০১৩ সংখ্যক পদ দুইটি (ঘ) পুঁথিতে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে নিম্নোক্ত পদটি দৃষ্ট হয়—

নানা রত্নে ভূষিতা করি সুভদ্রা ভগিনী।
অর্জ্জুনেরে বিভা দিলা দেব চক্রপাণি।

৩-৩ ভনে গোবিন্দ চরণে (খ)
৪-৪ বলি নর শুন এক চিত্তে (খ)
৫-৫ নারায়ন নাম কল হইল যেমতে (খ)
৬ কন্য যজ্ঞ (ঘ) ৭-৭ ব্রহ্মচারি ব্রত্নে পীত্র মহেত শুনিল (খ)

পিতা মাতা অন্ধ তার দেখিতে না পাএ।
ভিক্ষা করি অজামিল আহার জোগাএ ॥৫০১৭॥*
প্রতিদিন গ্রামান্তরে বাহির উদ্যানে।
পুষ্প আনিবারে দিজ করিল গমনে ॥৫০১৮॥
পুষ্প আনি পিতারে দেই করিয়া ভকতি।
পিতৃমাতৃ সেবা বিনু আন নাহি মতি ॥৫০১৯॥
ভূঞ্জএ সংসার ভোগ হইয়া তপস্যি।
কথো দিনে করিল বিভা পরম রূপস্যি ॥৫০২০॥
দৈবজোগে একদিন বাহির উদ্যানে।
পুষ্প আনিবারে দিজ[1] করিল গমনে ॥৫০২১॥
পুষ্প তুলি পুষ্পস্থানে ভ্রমি ধিরে ধিরে।
দেখিল কুলটা এক তাহার ভিতরে ॥৫০২২॥
সঙ্গম করিয়া এক পুরুস চলিল।
সেইত কুলটা নারি তথাই রহিল ॥৫০২৩॥
দেখিয়া কুলটা নারি কামে অচেতন।
তাহার মজিল চিত্ত না জাএ ধরন ॥৫০২৪॥
এড়িয়া বাপের সেবা তাহার হাথে ধরি।
আমাতে ভজিয়া প্রান রাখহ সুন্দরি ॥৫০২৫॥
তবে সেই নারি বলে করি পরিহার।
আমি[2] কুলটা[2] তুমি ব্রাহ্মনকুমার ॥৫০২৬॥
কেন হেন বল দিজ পড়হুঁ[3] চরনে[3]।
সব[4] তেজি সঙ্গ কেন কর মোর সনে[4] ॥৫০২৭॥
আছএ তোমার নারি পরম সুন্দরি।
তাহা লৈয়া ক্রিড়া কর আমি[5] পরনারি[5] ॥৫০২৮॥

---

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।
১ বড় (খ)
২-২ দুষ্ট পাপমতি (ঘ)
৩-৩ ত্রাস পাই মনে (খ), (গ)
৪-৪ অযো এড়ি ধির তুমি করহ গমনে (খ), (ঘ)
৫-৫ ছাড় পাপনারী (খ), (ঘ)

নহে নহে হেন কথা স্থুনহে ব্রাহ্মনে।
না স্থনিল বোল দিজ হত কামবানে ॥৫০২৯॥
ভুঞ্জিল শ্রীঙ্গার দিজ লইয়া সেই নারি।
পিতা মাতা বনিতা দিজ সকল পাসরি ॥৫০৩০॥
অনাহারে পিতামাতা তাহার মরিল।
সিসুমতি নারি তার দুখিনি হইল ॥৫০৩১॥
দেসান্তরে[১] গেলা দিজ কুলটার সনে।
সেই[২] দেসে বলাইল[২] ব্রাহ্মনি ব্রাহ্মনে ॥৫০৩২॥
তাহাতে মজিল চিত্ত হইল চিরকাল।
অন্য[৩] অন্যে দুহেঁ প্রেম বাড়িল বিসাল[৩] ॥৫০৩৩॥
দস[৪] পুত্র জন্মাইল তার উদরে একে একে।
ছোট পুত্র না দেখিয়া নাম ধরি ডাকে[৪] ॥৫০৩৪॥
কোথা গেল পুত্র মোর নামে নারায়ন।
ঝাট আস্য তোমা দেখি হউক মরন ॥৫০৩৫॥*

---

১ গ্রামান্তরে (খ), (ঘ)। ২-২ ঘর করি রৈল হয়ে (গ)।
৩-৩ অতি বড় শক্ত লেঠা বাড়িল বিশাল (ঘ)

৪-৪
দশ পুত্র উদরে তার রাখিল ব্রাহ্মণ।
সভা করেই নাম থুইল নারায়ন। (খ);
সাত পুত্র হৈল তার উদরে জনম।
অধর্ম্মে টুটিল আয়ু নিকট মরণ। (ঘ)

* অতিরিক্ত পদ—

অধর্ম্মে টুটিল আয়ু নিকট মরন হৈল।
মরণ সময়ে দ্বিজ পুত্রকে ডাকিল।
আইলাত নব পুত্র দেখি একে একে।
ছোটপুত্র না দেখিয়ে ঘন ঘন ডাকে॥
কোথা গেলা পুত্র মোর নামে নারায়ন।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ করয়ে গমন॥ (খ),
দেখিয়াত কাতর অজামিল হইল।
মরণ সময়ে সব পুত্রকে ডাকিল॥

ঘন ঘন ডাকে বিপ্র নারায়ন আয়।
হেনই সময়ে তার প্রান বাহিরায় ॥৫০৩৬॥
বিপ্র[১] নিতে জমদুত আইল সত্বরে।
লোহপাস নিগড় দিয়া বাঁধিল দিজেরে[১] ॥৫০৩৭॥
পুত্র ডাকীতে দিজ নারায়ন বৈল।
বিপ্র নিতে বিষ্ণুদুত চারিজন আইল ॥৫০৩৮॥*
সঙ্খ চক্র গদাপদ্ম চতুর্ভূজধর।
চারি বিষ্ণুদুত ধায়্যা আইল সত্বর ॥৫০৩৯॥
বিপ্র নিতে জমদুতে জতেক আইল।
চারি বিষ্ণুদুত জমদুতেরে মারিল ॥৫০৪০॥
জমদুতে মারি বিপ্রে কাড়িয়া লইল।
বিপ্রের বন্ধন জত ঘুচাইয়া দিল ॥৫০৪১॥
তবে জমদুতে বৈল বহুত তিরস্কারে।
হেন কর্ম্ম তোমরা না করিহ আরে ॥৫০৪২॥

আইলাত ছয় পুত্র দেখি একে একে।
ছোট পুত্র দেখিবারে বাড়িল কৌতুকে।
কোথা গেল পুত্র মোর নাম নারায়ন।
তাহা দেখি প্রাণ মোর করিব গমন ॥ (দ)

১-১ হেনকালে যমদূত বড় ঘোরতর।
লোহপাশ লয়ে আইল তারে বান্ধিবারে ॥ (দ)

* ৫০৩৮-৫০৪১ সংখ্যক পদগুলি (খ) পুথিতে নাই। তাহার পরিবর্তে নিম্নোক্ত পদ কয়টি দৃষ্ট হয়—

তখন দ্বিজবর মরণ সময়ে।
পুত্র নারায়ন বলি ডাকে উর্দ্ধরায়ে।
সেই রায়ে প্রাণ তার করিল গমন।
চারি বিষ্ণুদুত তথা করিল গমন।
চতুর্ভুজ গদাপদ্মশঙ্খচক্রধর।
যমদূত সঙ্গে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
মারিয়াত যমদুতে দ্বিজ কাড়ি নিল।
বন্ধন ঘুচায়ে তারে তিরস্কার কৈল।

মরন সমএ বিপ্র পুত্রকে স্মঙরিল।
কোটি কোটি জম্মের পাপ সব ভস্ম হৈল ॥৫০৪৩॥
জম অধিকার আর ইহাতে নহিল।
চতুর্ভূর্জ হৈয়া দিজ বৈকুণ্ঠ চলিল ॥৫০৪৪॥
মিছা কাজে জমদুত করহ ক্রন্দনে।
নামের মহিমা তোর জম ভালে জানে ॥৫০৪৫॥
সুন সুন জমদুত না কর ক্রন্দন।
জমে গিয়া কহ তুমি এ সব বচন ॥৫০৪৬॥
এত বলি বিষ্ণুদুত বিপ্রে লৈয়া জাএ।
কান্দিয়া জে জমদুত গেল জম ঠাএ ॥৫০৪৭॥
সুন সুন জমরাজ অদ্ভুত কথা।
কভূ নাহি পাই আমি এমন অবস্থা ॥৫০৪৮॥
জম্ম গুঙাইল বিপ্র কুলটা লইয়া।
অর্ন্ন বিন্নু পিতামাতা মরিল লাটাইয়া ॥৫০৪৯॥
বিভা কৈল দিজকন্যা তারে না পুসিল।
কূলটার উদরে দস পুত্র জম্মাইল ॥৫০৫০॥
নরক ভূঞ্জাইতে তারে কৈল চারিকাল।
চিত্রগুপ্ত লিখিল তার অধর্ম্ম বিসাল ॥৫০৫১॥
লোহপাস দিয়া আমি বাঁধিল তাহারে।
কাড়ি নিল বিষ্ণুদুত মারিয়া আমারে ॥৫০৫২॥
মারনে জর্জ্জর দেখ সরির আমার।
আজি সে জানিল আমি তোমার অধিকার ॥৫০৫৩॥
এত বলি দুত সব করএ ক্রন্দন।
ক্রোধে উঠি জম তারে বলিল বচন ॥৫০৫৪॥
কহ কহ আরে দুত সরূপ উত্তর।
কেন বিষ্ণুদুত নিল হেন পাপি নর ॥৫০৫৫॥
সুন সুন জমরাজ বলি তোমার চরনে।
বিষ্ণুদুতে জমের আজি কৈল অপমানে ॥৫০৫৬॥

অনেক অধর্ম্ম দিজ করিল মহিতলে।
পুত্রকে ডাকীল বিপ্র মরনের কালে ॥৫০৫৭॥
তাহার কনেষ্ট পুত্রের নাম নারায়ন।
মির্ত্তুকালে পুত্রকে ডাকিল ব্রাহ্মন ॥৫০৫৮॥
চারিদুত চতুর্ভুজ আসি ততোক্ষনে।
আমারে মারিয়া তবে লইল ব্রাহ্মনে ॥৫০৫৯॥
বুঝিল নাহিক কীছু তোমার অধিকার।
পার জদি কর রাজা ইহার বিচার ॥৫০৬০॥
স্থনিঞা দুতের বোল বলিল তাহারে।
সেই নরে নাহি দুত তোমার অধিকারে ।৫০৬১॥
না কর অক্ষমা দুত স্থির কর মন।
না জাইহ হেন জনে আনিবারে দুতগন ॥৫০৬২॥
স্থনিঞা জমের বোল সম্ভ্রমে উঠিয়া।
পুনরপি বলে দুত প্রনাম করিয়া ॥৫০৬৩॥
কেনমত মুর্ত্তি তার কেমত অধিকার।
জার নাম লইলে হয় নরকে উদ্ধার ।৫০৬৪॥
কহ কহ জমরাজ স্থনি সাবধানে।
আর বার না জাই জেন সেই স্থানে ॥৫০৬৫॥
তবে জমরাজ বলে স্থন দুতগনে।
তাহাঁকে জানিতে জন নাহি ত্রিভুবনে ॥৫০৬৬॥
নাহি রূপ নাহি মুর্ত্তি ব্রহ্মকলেবর।
সভাএ আছএ নহে কাহে অগোচর ৫০৬৭॥
আমি মনে জানি কিছু তাহাঁর প্রসাদে।
তাহাঁর নাম স্থনি খণ্ডে দুঃখ অবসাদে ।৫০৬৮॥
ব্রহ্মা মহেস্বর আর নারদ মুনিবর।
সভাএ আছএ আর বলি নৃপবর ।৫০৬৯॥
সনক আদি জানে আর ভৃগু মুনিবর।
স্থক জানেন আমি জানি স্থন দুতবর ।৫০৭০॥

বসিস্ট জনক জানে সংসার ভিতরে।
কেমতে জানিবে দুত তুমিত তাহাঁরে ॥৫০৭১॥
ক্রন্দন না কর দুত হরিস কর মনে।
হেনজন আনিতে দুত না জায়া কথনে ॥৫০৭২॥
জমের বচনে দুত ক্রন্দন ছাড়িয়া।
লড়িল সত্বরে দুত হরিস হইয়া ॥৫০৭৩॥
উথা বিষ্ণুদুত গেল ব্রাহ্মন লইয়া।
গেলত বৈকুণ্ঠপুরি রথেত চড়িয়া ॥৫০৭৪॥
চতুর্ভুজ হইয়া দিজ বৈকুণ্ঠে রহিল।
নামের কারনে সব অধর্ম্ম ঘুচিল ॥৫০৭৫॥
বুঝিয়া চিন্তিয়া নর ভজ নারায়ন।
এক চিত্তে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল সর্ব্বক্ষন ॥৫০৭৬॥
হরি গাও হরি ভজ শ্রম নাহি মনে।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দ চরনে ॥৫০৭৭॥

তুড়িরাগ ॥

হেনমতে নানা রঙ্গে শ্রীমধুসোদন।
পৃথিবির ভার হরি মারি দুষ্ট জন ॥৫০৭৮॥
অধর্ম্ম নাসিয়া ধর্ম্ম স্থাপি মহিতলে।
পুত্র পৌত্র লৈয়া কৃষ্ণ আছে কুতুহলে ॥৫০৭৯॥
হেন মতে নানা রঙ্গে আছেন শ্রীহরি।
দিতিয় বৈকুণ্ঠ হৈল দ্বারিকা নগরি ॥৫০৮০॥
সবান্ধবে নানা রঙ্গে আছেন শ্রীহরি।
হেন কালে সব দেব আইলা উপায় করি ॥৫০৮১॥
ব্রহ্মা আদি দেবগন সর্গেতে চিন্তিল।
ভারাবতারনে কৃষ্ণ পৃথবিকে গেল ॥৫০৮২॥
দুষ্ট দৈত্য মারিয়া দেবকার্য্য করি।
আপনা পাসরি মর্ত্তে রহিল শ্রীহরি ॥৫০৮৩॥

করজোড় করি ব্রহ্মা বলিলা বচনে।
মোর বোল অবগতি কর নারায়নে ॥৫০৮৪॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি রুদ্র তুমি নারায়ন।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য জত দেবগন ॥৫০৮:॥
পৃথুবি আকাস তুমি জত তেজময়।
স্রীষ্ঠী স্থিতি কারন তুমি তুমিত প্রলয় ॥৫০৮৬॥
তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা নির্লেপ নিরঞ্জন।
তোমার মায়াএ স্থির হএ কোন জন ॥৫০৮৭॥
সুদ্ধ মোক্ষদাতা তুমিত স্রীহরি।
তোমার মহিমা কেবা বলিবারে পারি ॥৫০৮৮॥
প্রথুবির ক্রন্দনে আমি খিরোদেতে গিয়া।
দুঃখ নিবেদিলে আমি দেবগন লৈয়া ॥৫০৮৯॥
তেকারনে আইলে মহি মায়াত পাতিয়া।
হরিলে প্রথুবির ভার অসুর মারিয়া ॥৫০৯০॥
অধর্ম্ম খণ্ডায়া কৈলে ধর্ম্মের উৎপত্তি।
তুমি পৃথুবিতে আছ না বুঝি এমত্তি ॥৫০৯১॥
বৈকুণ্ঠপুরির লোক অনাথ করিয়া।
মায়াপাতি আছ গোসাঞি মানুস হইয়া ॥৫০৯২॥
না বুঝি চরিত্র গোসাঞি সঙ্কা করি মনে।
না ভাণ্ডিহ পরবোধ দেহ নারায়নে ॥৫০৯৩॥
হাসিয়া সম্ভাসা কৈল দেব নারায়নে।
আদর করিয়া বৈল বস্য দেবগনে ॥৫০৯৪॥
জত বৈলে সব করিয়াছি মনে।
সত্বরে বৈকণ্ঠপুরি করিব গমনে ॥৫০৯৫॥
দর্পমত্ত দৈত্য মারি জে কাছু করিল।
তাহাকে অধিক ভার প্রথুবিতে হৈল ॥৫০৯৬॥
আমার বংসেতে জত উপজিল বির।
তার ভরে পৃথুবি কেমনে হব স্থির ॥৫০৯৭॥

ব্রহ্ম সাঁপে বংস করিব নিধন।
অচিরে বৈকুণ্ঠপুরি করিব গমন ॥৫০৯৮॥
নিরাকুল[1] সুখে তুমি চল প্রজাপতি।
নিজপুরে জাহ তুমি হরসিত মতি ॥৫০৯৯॥
এত সুনি প্রজাপতি হরিস হইয়া।
দেবগন সঙ্গে লড়ে প্রদক্ষিন হৈয়া ॥৫১০০॥
গোবিন্দচরনে দেব করিয়া বিদায়।
হরির চরন বন্দি গুনরাজ গায় ॥৫১০১॥

কানড় রাগ ॥

পাঠাইয়া দেবগন দেব নারায়ন।
ব্রহ্ম সাঁপে লক্ষ করি বংস করিব নিধন ॥৫১০২॥
হেনকালে মুনিগন কৈল অনুমানে।
দ্বারিকা আইলা সব কৃষ্ণ দরসনে ॥৫১০৩॥
মুনি দেখি কৃষ্ণ অভ্যন্তরে গিয়া।
সব মুনিগন মেলি দ্বারে বসিয়া ॥৫১০৪॥
হেনকালে প্রদ্যুম্ন আদি জত জদুগন।
ক্রিড়া করি ঘর সভে করিল গমন ॥৫১০৫॥
বসিতে আসন দিয়া বিনয় করিল।
জদুবংস দেখি সব মুনি তুষ্ট হৈল ॥৫১০৬॥
মুনিগন বলে চাহি কৃষ্ণ দরসন।
জানাহ সত্বরে গিয়া জথা নারায়ন ॥৫১০৭॥
মুনির বাক্যে জদুগন অভ্যন্তরে জাই।
মায়া পাতি দেখা নাহি দিলা গোবিন্দাই ॥৫১০৮॥

---

১ নিজ বাসে নানা সুখে চল প্রজাপতি।
নিজ নিজ স্থানে গিয়া করহ বসতি। (খ)

তবে জদুগন জুক্তি করিল তথাই।
মায়ানারি মেলাইয়া আসি সেই ঠাঞি ॥৫১০৯॥ *
সাম্ব নামে কুমার তারে নারিবেস ধরি।
মুসল উদরে দিয়া গর্ভরূপ করি ॥৫১১০॥
তবে জদুগন আসি মুনিগন কাছে।
কপট করিয়া সেই মুনিগনে পুছে ॥৫১১১॥ †
বৎসরেক গর্ভ হৈল ইহার উদরে।
বড় কষ্ট ভূঞ্জে নারি গোচরি তোমারে ॥৫১১২॥
অতি দুঃখে বলে নারি লর্জ্জা পরিহরি।
কত দিনে প্রসবিব বল নিষ্ঠা করি ॥৫১১৩॥
কুমার কুমারি কীবা অপত্য হইব।
আর কত দিন আমি জাতনা পাইব ॥৫১১৪॥ ‡
কুমার বচন সুনি মুনিগন চিন্তিল।
জদুবংস[১] মেলি আমাসভা বিড়ম্বিল[১] ॥৫১১৫॥
অন্য অন্যে সকল মুনি অন্তরে জানিল।
ক্রোধ চিত্ত করি কিছু দুর্ব্বাসা বলিল ॥৫১১৬॥ §
জানিল সকল তত্ব সুন জদুগন।
এইখানে প্রসবিব দেখিব সর্ব্বজন ॥৫১১৭॥
হইব অদ্ভুত বংস সভেত দেখিব।
সেই বংস হৈতে তোর নির্ব্বংস হইব ॥৫১১৮॥
বলিতে পড়িল ভূম্যে লোহার মুসল।
দেখিয়া কম্পিত হৈল কুমার সকল ॥৫১১৯॥

---

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।
† ৫১১১-৫১১২ সংখ্যক পদ দুইটি (খ) পুথিতে নাই।
‡ এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।
১-১ জানি সব দুর্ব্বাসা মুনি ক্রোধ বড় হৈল। (খ)
§ এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

ক্রোধ করি মুনিগন উঠিয়া চলি জাই।
মুসল লইয়া গেলা জথা গোবিন্দাই ॥৫১২০॥

বসন্ত রাগ ॥

জানিয়া সকল তত্ব শ্রীমধুসোদন।
মুনি সম্ভাসিতে কৃষ্ণ করিলা গমন ॥৫১২১॥
দেখিল তথা নাহি সব মুনিগন।
ব্রহ্ম সাঁপে হতবুদ্ধি সব জদুগন ॥৫১২২॥
কান্দিতে কান্দিতে বলে সব জদুগনে।
অল্প দোসে দিল মুনি সাঁপ বচনে ॥ ৫১২৩॥
কি করিব কি করিব শ্রীমধুসোদন।
ব্রহ্ম সাঁপে ব্যাকুল সকল জদুগন ॥৫১২৪॥
কপট করিয়া কৃষ্ণ বলিল সভারে।
ব্রাহ্মনের সাঁপ আমি নারি খণ্ডাবারে ॥৫১২৫॥
কেন হেন কুকর্ম্ম করিলে পুত্রগন।
ইহা বলি কপট চিন্তা করেন নারায়ন ॥৫১২৬॥
ক্ষনেক চিন্তিয়া তবে বৈল নারায়নে।
মুসল লইয়া সভে কর প্রভাস গমনে ॥৫১২৭॥
ঘসিয়াত ক্ষয় কর পাসান উপরে।
ক্ষয় পাইলে ভয় কীছু নাহিক উহারে ॥৫১২৮॥
কৃষ্ণের বচন শুনি সব জদুগন।
মুসল লৈয়া প্রভাসকে করিল গমন ॥৫১২৯॥
ঘসিয়াত ক্ষয় কৈল কৃষ্ণের বচনে।
ইসত রহিল লোহ দেখি জদুগনে ॥৫১৩০॥
অনেক জতনে সেই ক্ষয় না হইল।
সব জদুগন জুক্তি সমুদ্রে পেলিল ॥৫১৩১॥ *

---

* এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।

গোসাঞের নিবন্ধ জত খণ্ডন না জাএ।
লোহো ক্রোধে উপনিত হইল তথাএ ॥৫১৩২॥
বিসেসে জলের লোহ মৎসেত গিলিল।
মৎসজিবি মৎস ধরি বেচিতে আনিল ॥৫১৩৩॥
কাটিতে মৎসের পেটে সেই লোহ পাইল।
দেখিয়া অক্ষটি সেই লৌহত কিনিল ॥৫১৩৪॥
ফাল[১] সাজাইয়া দিল কাণ্ডের উপরে[১]।
ঘরে লৈয়া থুইল কাণ্ডে মৃগি মারিবারে ॥৫১৩৫॥
হেন মতে মায়াপাতি আছে গোবিন্দাই।
দেখিয়া উদ্ধব মনে চিন্তিল তথাই ॥৫১৩৬॥
তৃদসের নাথ গোসাঞি সংসারের সার।
ভারাবতারনে গোসাঞি কৈল অবতার ॥৫১৩৭॥
ব্রহ্মসাপ লক্ষ করি মায়াত পাতিয়া।
চলিব[২] বৈকুণ্ঠপুরি লএ মোর হিয়া[২] ॥৫১৩৮॥
নিজ দাস বলি মোরে বলে সর্ব্বজন।
তত্বঃজ্ঞান[৩] কীছু মোরে না দিলা নারায়ন[৩] ॥৫১৩৯॥
এত বলি উদ্ধব কৃষ্ণ পাসে গিয়া।
কান্দিতে কান্দিতে বলে চরনে ধরিয়া ॥৫১৪০॥
উদ্ধব ক্রন্দন শুনি শ্রীমধুসোদন।
হাসিতে হাসিতে বলেন মধুর বচন ॥৫১৪১॥
আমার ভকত তুমি জানএ সংসারে।
তোমার অগোচর কর্ম্ম নাহিক সংসারে ॥৫১৪২॥ *
ভারাবতারনে আমি করিল গমন।
করিল দেবের কার্য্য মারি দুষ্টগন ॥৫১৪৩॥

---

১ ফালি করি দিল তাহে কাণ্ডের উপরে (খ)   ২-২ ছাড়িব পৃথিবী যেন লয় মোর হিয়া (খ)
৩ কপট করিয়া মোরে দেব নারায়ন (খ)
* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

কথোদিন থাকিতে মর্ত্তে ছিল মোর মন।
বৈকুণ্ঠ জাইতে বৈল ব্রহ্মা আদি দেবগন ॥৫১৪৪।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া আমি চিন্তি মনে মন।
আইলাঙ[১] পৃথুবির ভার করিতে খণ্ডন[১] ॥৫১৪৫।
জতেক মারিল কেত্ পৃথুবি ভিতরে।
তাহাকে অধিক হৈল পৃথুবির ভারে ॥৫১৪৬।
আমার বংসেতে জত উপজিল বির।
তাহাতে কম্পমান পৃথুবি কেমনে হব স্থির।৫১৪৭॥
ব্রহ্ম সাপে লক্ষে আমি হরিব সকল।
ইহা জানি চিন্ত তুমি আপন কুসল।৫১৪৮॥
সুনিঞা উদ্ধব তবে করএ ক্রন্দন।
কেমতে উদ্ধার মোর হব নারায়ন ॥৫১৪৯॥
তবেত সদয় হরি নিভৃতে বসিয়া।
কহন্তি পরম তত্ব উদ্ধব পাইয়া ॥৫১৫০।

ললিত রাগ ॥

সুন সুন প্রীয়বন্ধু আমার বচন।
ধনজন পুত্রবধু সব অকারন ॥৫১৫১॥
সংসারে থাকীয়া কেহো নাহি চিন্তে মনে।
সভার কারন হএ কল্যের রঞ্জনে।৫১৫২॥
সভাএ আছএ তিন কেহো না পরসে।
হর্ত্তা কর্ত্তা সেইজন জগতে প্রকাসে।৫১৫৩॥
তাহাঁকে চিন্তিলে হয় সেই নারায়ন।
প্রতিমা[২] সন্দেহ বুদ্ধি স্থির কর মন[২] ॥৫১৫৪॥
এত সুনি পুনরপি জুড়ি দুই হাত।
কেমতে পরম তত্ব পাই জগন্নাথ।৫১৫৫।

১-১ কি করিমু আসি আমি জারত ভুবন (ঘ)   ২-২ বিস্ময় ঘুচাহ চিত্ত স্থির কর মন (ঘ)

কোন কালে কেমত গুরু কেমত সে হরি।
কেমনে চিন্তিব তাঁরে মন স্থির করি ॥৫১৫৬॥
তোমার মায়াএ মোর স্থির নহে মন।
কেমতে গোচর মোরে হব নিরঞ্জন ॥৫১৫৭॥
তোমার চরন ছাড়ি নাহি জানি আন।
কহিয়া পরম তত্ব দেহ জ্ঞানদান।৫১৫৮॥
এত বলি উদ্ধব কান্দিতে কান্দিতে।
দয়া করি দেহ জ্ঞান পাইএ জেমতে ॥৫১৫৯॥
উদ্ধবের বোল স্নুনি ত্রিদসইস্বর।
পুর্ব্বের বিত্তান্ত স্নুন কহিএ উত্বর ॥৫১৬০॥
পুর্ব্ব কালে ছিল রাজা নিমিস মহাসএ।
নিরঞ্জন ভাবি রাজা জ্ঞান সে করএ ॥৫১৬১॥
আচম্বিতে নরসিদ্ধাগন আসি করি।
কৌতুকে ভুমিতে আইলা মিথিলা নগরি।৫১৬২॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা মুনিগন সঙ্গে।
উঠিয়া করিল পুজা পরম আনন্দে।৫১৬৩॥
প্রনতি করিয়া রাজা জুড়ি দুই হাত।
কি কারনে আগমন কহ মোরে বাত্ত।৫১৬৪॥
মহাভাগবত দেখি কৈল নিবেদন।
কেমতে সেবিব বল দেব নিরঞ্জন।৫১৬৫॥
স্নুনিঞা রাজার বোল ইসত হাসিল।
আনন্দে ভাসিয়া গাত্র রোমাঞ্চিত হৈল ॥৫১৬৬॥
তোমার বচনে রাজা হর্ষ পাইল মনে।
প্রভুর রহস্য তুমি করিবে স্মোরনে ॥৫১৬৭॥
বড় ভাগ্যবান তুমি স্নুন নরপতি।
প্রভু পাই জেনমতে তাহা কর অবগতি ॥৫১৬৮॥
উত্তম অধম মধ্যম ত্রিবিধ প্রকারে।
জেই জেনমতে সেবে সেইত আধরে ॥৫১৬৯॥

সর্ব্বভূতে সমভাব আত্মপর দয়া।
পুরিস চন্দন এক করিতে জে মায়া ॥৫১৭০॥
অপমানে সম্মানে সে দুঃখ না ভাবএ।
উত্তম ভাগবত বলি জানিহ তাহাএ ॥৫১৭১॥
সদাই চিন্তএ হরি বিষ্ণু[1] সঙ্গে মেলা।
ভালমতে[2] নাহি ছাড়ে সংসারের খেলা ॥৫১৭২॥
সংসার অসার সার[3] হরি করি রয়[3]।
মধ্যম[4] ভাগবত বলি এই রূপ হয়[4] ॥৫১৭৩॥ *
সুখ দুঃখ অপমান সম্মান ভোজন।
ভূঞ্জএ বিসম সুখ সেই নারাঅন ॥৫১৭৪॥
একমনে[5] চিন্তে হরি করিয়া ভকতি[5]।
মধ্যম ভাগবত এই সুন মহামতি ॥৫১৭৫॥
হরিচিত্ত গত প্রানি[6] সংসয় না রূচে[6]।
সংসার অসার বলে মোহ নাহি ঘুচে ॥৫১৭৬॥
আপন সরিরে হরি তাহা নাহি জানে।
প্রতিমা স্থাপিয়া তার করএ সেবনে ॥৫১৭৭॥

---

১ বৈষ্ণব (খ), (ঘ)

২ নিরপক্ষে (খ)

৩-৩ জানে সব হরিময় (ঘ)

৪-৪ কাম্য ভোগ না করিয়া হরি সেবা পায় (ঘ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

স্ত্রীপুত্র বান্ধবে যত মিলন করয়।
... ...
সব্বক্ষণ হরি চিন্তে আসক্ত ত নয়।
তপ জপ জজ্ঞদান সকল করয়ে।
... ...
কাম্য কর্ম্মে বদ্ধ নহে হরি সে ভাবয়ে।

৫-৫ হেন মতে হরি চিত্তে হরিতে প্রণতি (ঘ)

৬-৬ আন দেব নাহি পুজে (খ)

স্থুল সুক্ষ্ম ব্যক্তকার বিচার না করে।
বৈষ্ণবেরে[১] দয়াচিত্বে ততো নাহি ধরে[১] ॥৫১৭৮॥
হরি গায় হরি চিত্তে নির্লেপেতে রয় ॥
অধম ভাগবত তবে[২] এই মত হয়[২] ॥৫১৭৯॥
রাজ্যর্ম্ম হউক কিবা হউক ক্লেস।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ না করে প্রেবেস ॥৫১৮০॥ *
হরি বন্দি হএ জেবা মনের ভিতরে।
সর্ব্ব তির্থে ভ্রমে সেই বসি নিজ ঘরে ।৫১৮১॥
ঘরে বসি সেই হরি ভাবএ অন্তরে।
হরিময় জিব দেখে সকল সংসারে ॥৫১৮২॥
উত্তমে উত্তম বলি জানিহ এই জনে।
এত বলি নব সিধ্যা করিল গমনে ॥৫১৮৩।
একথা নারদ মুনি দ্বারকা আসিয়া।
মোর বাপে বসুদেবে গেলাত কহিয়া ॥৫১৮৪॥
কে গুরু হইব উদ্ধব বলিল বচন।
তাহার[৩] উত্তর দিলা প্রভূ নারায়ন[৩] ॥৫১৮৫॥
পুর্ব্বেত ভরথ রাজা জোগে মহাসএ।
অবধুত এক আইল তাহার নিলএ ॥৫১৮৬॥ †

১-১ বৈষ্ণব জনেরে দয়া নাহিক অন্তরে (খ)
বৈষ্ণব জন নাইলে হয় হরির অন্তরে (খ)

২-২ রাজা এই জন হয় (খ)

* ৫১৮০-৫১৮৩ পদগুলি (খ) পুথিতে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে নিম্নোক্ত পদগুলি দৃষ্ট হয়—

নানা রঙ্গে ক্রীড়া করে উন্মত্তের বেশে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ না করে পরশে।
হইয়া শূকর যেন ভ্রময়ে নগরে।
হরিযে মজিবে দেখি সকল সংসারে।
বুঝিয়া সকল রাজা তবে দেহ মন।
এত বলি নরসিংহ করিলা গমন।

৩-৩ তার কথা কৈমু শুন স্থির কর মন (খ)

† ৫১৮৬-৫২১০ পদগুলি (খ) পুথিতে নাই।

মোহাজোগি দেখিয়া রাজা সম্ভ্রমে উঠিয়া।
আসনে বসাইল তারে সতঙ্গে পুজিয়া ॥৫১৮৭॥
মিষ্ট অর্ন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজন।
জিজ্ঞাসিল বার্ত্তা কেন করিলে গমন ॥৫১৮৮॥
রাজার বচন সুনি অবধুত হাসে।
আপন ইৎসাএ আমি ভ্রমি দেসে ২ ।৫১৮৯॥
জতেক দেখএ এই আমার ভূবন।
দেখিয়া বেড়াই আমি হরি পৃয়জন ।৫১৯০।
অবধুত বচনে রাজা হরিস অন্তরে।
গুরু হৈয়া উদ্ধার মোরে এভব সংসারে ॥৫১৯১॥
সুনিএগ রাজার বোল লাগিলা হাসিতে।
কেহ কার গুরু নয় সুন এক চিত্তে ॥৫১৯২॥
ব্রহ্মচারি রূপে বুলি সকল নগরে।
কোন গুরু চিন্তিব আমি চিন্তিল অন্তরে ॥৫১৯৩॥
হেন মতে নারায়ন চরন সেবিতে।
চতুর্ব্বিংসতি গুরু কৈল নিজ বুদ্ধি হৈতে ।৫১৯৪॥
প্রথমে পৃথুবি গুরু মোর হইল।
সর্ব্বভার সহি তিহোঁ দুঃখ না ভাবিল ॥৫১৯৫॥
তার গুনধরি আমি ক্রোধকে তেজিল।
মান অপমান আমি সমভাব কৈল ।৫১৯৬॥
দিতিএ পবন মোর আর গুরু হইল।
সুর্ব্বত্র সঞ্চরিল কোথাও গুপ্ত না হইল ।৫১৯৭॥
তেঞিসে ভ্রমিএগ বুলি সকল সংসারে।
সর্ব্ব গুনে দেহ আছে নাহিক বিকারে ॥৫১৯৮॥
তৃতিএ করিল গুরু দেখিয়া আকাস।
সর্ব্বত্রে আছএ পুন না করে প্রকাস ।৫১৯৯॥
হরিচিত্ত আড়ি আমি সেই গুরু করি।
ভ্রমিএ সংসার আমি কারে পরস না করি ॥৫২০০॥

চতুর্থেতে আর গুরু জল দেখি কৈল।
নির্মল হৃদএ সর্ববজন পৃয়া হৈল ॥৫২০১॥
তার গুন দেখি আমি হৃদএ নির্মল।
হরি চিন্ত করি আমি জন্ম সফল ॥৫২০২॥
পঞ্চমেত আর গুরু কৈল হুতাসন।
ভাল মন্দ পোড়ে করে আপন সমান ॥৫২০৩॥
তাহার চরিত্র গুনে ভেদ নাহি করি।
পুরিস চন্দন দুই সম করি ধরি ।৫২০৪॥
সষ্টমেত আর গুরু চন্দ্র মহাসয়।
আপনি না মরে পুন মলা করে ক্ষয় ॥৫২০৫॥
তাহা হৈতে হৈল মোর উত্তম গেয়ান।
তনুপাত হইলে আত্মা তত্বপাএ আন ॥৫২০৬॥
সপ্তমেত সুর্য্য গুরু একেলা সংসারে।
জলে স্থলে সর্ব্বত্রে দেখিএ তাহারে ॥৫২০৭॥
তেঞি সে জানিল এক মাত্র নিরঞ্জন।
নানাভোগ সংসারে হইল তাহার কারন ।৫২০৮॥
অষ্টমে কপোথ গুরু মোর জেন মতে।
তাহার কথা কহি স্থন একমন চিত্তে ॥৫২০৯॥
দম্পত্যে সুখে তিহোঁ বসএ কাননে।
ধরিল কপোথি গর্ভ আমা বিদ্যমানে ॥৫২১০॥
চারি গোটা ডিম্ব এড়ি চারি পুত্র কৈল।
দম্পত্যো[1] পোসএ মনে হর্স বড় হৈল[1] ॥৫২১১॥
আহার আনিতে দুহেঁ করিল গমনে।
হেন কালে অক্ষটি আইল সেই বনে ।৫২১২॥
তণ্ডুল[2] কনা দিয়া[2] জাল সে পেলিল।
তার[3] লোভে চারি শিস্থ বন্দিত হইল[3] ॥৫২১৩॥

১-১ দম্পতী পুষিয়ে সেই শিশু বড় হইল (খ) ২-২ উচকুলা দিয়া ডুখি (গ)
৩-৩ যাহা দেখি দিয়া চারি শিশু বন্দি কৈল (খ)

দম্পত্যে আহার লৈয়া আইল ধাইয়া।
পুত্র না[১] দেখিয়া বোলে কাননে ভ্রমিয়া[১] ॥৫২১৪॥
দেখিল ছাওাল বন্দি আক্ষটির স্থানে।
মুর্ছিতা কপোতি হৈল হরিয়া চেতনে ॥৫২১৫॥
সোকাকুলি হইয়া না জানে আত্মপর।
পুত্র পুত্র বলি ডাকে ডালের উপর ॥৫২১৬॥
ধরিয়া অক্ষটি তার বধিল জিবন।
সন্তাপে[২] কপোথ কাছে করএ ক্রন্দন[২] ॥৫২১৭॥
হাহা পৃয়া প্রান সমা বান্ধই আমার।
তোমার বিজোগে জিএ জিবন আমার।৫২১৮॥ *
প্রিয় বাক্যে পৃয়া মোর প্রবধিলে মোরে।
সে বচন জাগে মোর পাঞ্জর ভিতরে।৫২১৯॥
তোমালাগি পৃয়া মুঞি ছাড়িব সরিরে।
স্ত্রি পুত্রের সোকে মোর পোড়এ অন্তরে।৫২২০॥
ভাবিতে ভাবিতে হৈল সোকে অচেতন।
অক্ষটির পাসে পাসে করএ ভ্রমন ॥৫২২১॥
নিকটে হইল মৃত্যু তাহা নাহি লখে।
সোকেতে ব্যাকুল হৈয়া ব্যাধ নাহি দেখে ॥৫২২২॥

১-১ না দেখিয়া পুত্রে বুলে কানন চাহিয়া।(ঘ)

২-২ গাছে থাকি কপোত সন্তাপে মনে মনে (ঘ)

* ৫২১৮-৫২২০ পদগুলি (ঘ) পুথিতে নাই। তাহার পরিবর্তে নিম্নোক্ত পদগুলি দৃষ্ট হয়—

হাহা প্রিয়ে প্রাণ সমা বান্ধবে তোমারে।
হের চারি পুত্র প্রাণ রঙ্গুরে আমারে।
তোমা বিনা শূন্য মোর সকল সংসার।
ধর্ম্মচারিণী প্রিয়ে না দেখিব আর॥
সুস্বর বচনে পুত্র সম্বোধিলে মোরে।
হের চারি পুত্র প্রাণ কাড়িবে শরীরে।
প্রাণের শরীর প্রিয়া মোর পাঁজর ভিতরে।
পুত্র শোকে প্রাণ কেন আছয়ে শরীরে।

সোখেতে মরএ জিব সংসার ভিতরে।
বন্দি হৈয়া পড়ে পক্ষ জালের উপরে ॥৫২২৩॥
ছয়পক্ষ পাইল ব্যাধ হরিস বড় মনে।
পরম[1] আনন্দে ব্যাধ করিল গমনে[1] ॥৫২২৪॥
সোকেতে মরএ লোক সকল সংসারে।
সেই[2] গুরু হৈতে জানি কহিল তোমারে[2] ।৫২২৫॥
নবমে অজগর গুরু করিল কাননে।
সুখে সুতি মুখ মেলি থাকে সর্ব্বক্ষনে ।৫২২৬॥
দৈবেত অরন্যে তারে আহার মেলায়।
মুখ অভ্যন্তরে গেলে সে ধরিয়াত খাএ ।৫২২৭॥
তার গুন দেখি আমি হরিস মনে কৈল।
আহারের চেষ্টা আমি সকলি ছাড়িল ॥৫২২৮॥ *
জেই স্রৌজিলেক সেই দিবেক আহার।
তা দেখি অন্নের চেষ্টা ছাড়িল আমার ॥৫২২৯॥
দসমেত সমুদ্র গুরু আমিত করিল।
তিরে বসি দেখি[3] আমি জল না টুটিল[3] ।৫২৩০।
বরিসাতে[4] সবজল সান্তাএ তাহাতে।
তথাপি বিছর্ম (?) তার নাহিক বর্সাতে[4] ।৫২৩১॥

১-১ জাল তুলি আনন্দেতে করিলা গমনে (খ)
কৃতার্থ হইয়া ঘরে করিল গমনে (গ)

২-২ তাহার উপদেশে আমি শোক পাশরিল (ঘ)
সেই গুরু হৈতে মুঞী শোক এড়াইল (গ)

* ৫২২৮-৫২২৯ পদ দুইটির পরিবর্ত্তে (গ) পুথিতে নিম্নোক্ত একটি মাত্র পদ দৃষ্ট হয়
আহারেতে নম্র কিছু মাত্র না করিল।
যেইত সৃজিল সেই স্তক্ষ আনি দিল।

৩-৩ তিরে বসি দেখি বৃদ্ধি কমি না হইল (গ)
কুলের নিকটে বৃদ্ধি কিছু না জানিল (গ)

৪-৪ বর্ষাকালে নদনদী পুরয়ে তাহারে।
তাহাতে অকুল নাই কুতি নাহি ধরে। (গ)

গ্রিস্মতাপে[1] নিতি নিতি জল হয় ক্ষয়।
তথাপি সমুদ্র জল সমান সে রয়[1] ॥৫২৩২॥
তাহার[2] গুন হইতে আমি সেই গুন সিখিল।
সম্পত্যে স্মম্পদি দুঃখে দুখি না হইল[2] ।৫২৩৩॥
একাদসে গুরু মোর পতঙ্গ হইল।
আহার[3] কারনে অগ্নিতে পুড়িয়া মরিল[3] ॥৫২৩৪॥
তেঞি সে জানিল আমি সংসার বিসয়[4]।
জেই[5] সাঁভালএ সেই অবস্য থাকয়[5] ॥৫২৩৫॥
দ্বাদসে গুরু মোর মধুকর হইল।
সার মধু লইয়া পুস্পে সত্বরে এড়িল ॥৫২৩৬॥
তা দেখি জানিল আমি সংসার অসার।
সার মাত্র নারায়ন প্রভূ করতার ॥৫২৩৭॥
ত্রোয়োদসে মধুমাছি আর গুরু হইল।
নানা পুস্পের মধু সঞ্চয় করিল ।৫২৩৮॥
না খাইয়া না দিয়া মধু সঞ্চয় করিল।
প্রানে মারি মধু আসে সব মধু লইল ।৫২৩৯॥
তা দেখি জানিল আমি সঞ্চয় বড় কাল।
সবে[6] তুষ্ট হইল তারে জুবক বৃদ্ধ বাল[6] ॥৫২৪০॥
চতুর্দ্দসে করিবর আর গুরু হইল।
মায়াস্ত্রি[7] লোভে সেই অরন্যে বন্দি হৈল ।৫২৪১॥

১-১ সূর্য্যের তাপতে সেইখানে জল হরে।
তখিতে অঙ্গুলি মাত্র কুলে নাহি ধরে॥ (ঘ)

২-২ তার গুন দেখি মনে হরিষ হইল।
সুখে দুঃখে কুট বুদ্ধি কিছু না লইল। (ঘ)

৩-৩ আহার বন্ধনে অগ্নিতে পুড়িয়া মরিল (ঘ)

৪ ভিতরে (ঘ)

৫-৫ যেই তখি বৈসে সেই অবশ্যই মরে (ঘ)

৬-৬ সঞ্চয়েতে নষ্ট হয় পুরুষ বুদ্ধি বল (ঘ)

৭ মায়া হস্তি (ঘ)

কাষ্ঠের[১] হস্তি করি সেই দুর্গট করিয়া।
কামে মর্ত্ত হইয়া মরে তাথতে পড়িয়া[১] ॥৫২৪২॥
তেঞিসে জানিল আমি বড় মায়াময়।
নিকটে থাকীয়া জোগির মন হরি লয় ॥৫২৪৩॥
মাংস[২] পিণ্ড লোভে মুত্রপুরিস ভোজন।
জানিঞা ছাড়িল আমি মায়ার কারন[২] ॥৫২৪৪॥
পঞ্চদসে হরিনি মোর আর গুরু হইল।
গিতে মোহিত হৈয়া পরান হারাইল ॥৫২৪৫॥
তা দেখিয়া লোভ মুঞি ছাড়িলু সংসারে।
ফল মুল জল পাত্র ভরিল উদরে ॥৫২৪৬॥ *
সষ্টদসে মৎস মোর আর গুরু হইল।
বড়সি আহার লোভে পরান হারাইল ॥৫২৪৭॥
তা দেখিয়া লোভ মুঞি ছাড়িলুঁ সংসারে।
এইত[৩] জোগের কথা কহিল তোমারে[৩] ॥৫২৪৮॥
সপ্তদসে গুরু মোর পিঙ্গলা নামে নারি।
তার কথা সুন রাজা মন স্থির করি ॥৫২৪৯॥
দারি[৪] হৈয়া নগরে সেই বস্তে চিরকাল[৪]।
সেই বিত্তে ধন তার বাড়িল বিসাল ॥৫২৫০॥

১-১ শিকারী হস্তিনী রহে দুর্গম করিয়া।
কামে মত্ত হয়ে হস্তি তথিতে পড়য়ে। (ঘ)

২-২ তাহা দেখি জ্ঞান মোর হইল উপার্জ্জন।
এড়িনু ও স্ত্রী পুত্রী জানয়ে কারণ। (গ)

* (ঘ) পুথিতে এই পদটির পরিবর্ত্তে নিম্নোক্ত পদটি দৃষ্ট হয়—
গ্রাম্য স্ত্রী গীত গায়ে মোহেতে সংসার।
নারায়ণ কথা ভিন্ন না শুনিমু আর। (ঘ)

৩-৩ সেই কথে অন্ত জন পুরেন উদরে (ঘ)

৪-৪ দরিদ্র হৈয়া নগরে আছে সর্ব্বকাল (ঘ)

চিরকাল[1] দারি হৈয়া সম্পত্য বাড়াএ।
হেনকালে সদাগর আসি বৈল তারে[1] ॥৫২৫১॥
না[2] থাকীল কার সঙ্গে না থাকীল রঙ্গে।
বিস্তর ধন দিব আনি থাক মোর সঙ্গে[2] ॥৫২৫২॥
সেই লোভে পরীহরি দারি সর্ব্বজনে।
বেস[3] করি বৈসে দারি সাধুর কারনে[3] ॥৫২৫৩॥
দৈব জোগে সদাগর তথা নহিল গমনে।
আসিছে আসিছে করি চাহে ঘনে ঘনে ॥৫২৫৪॥
দ্বার বাহির ঘর গতাআত করে।
প্রহরেক রাত্র গেল দিতিয় প্রহরে ॥৫২৫৫॥
তথাপি না আইলা সাধু চিন্তিয়া হাতাস।
বসিয়া থাকিল নারি[4] হইয়া নৈরাস ॥৫২৫৬॥
দিতিয় প্রহরে নহে সাধুর গমন।
হেটমাথা[5] করি নারি চিন্তে সর্ব্বক্ষন[5] ॥৫২৫৭॥
কেন পাপ আসা মুঞি বাড়াইলু চিত্তে।
আপুনি মরিলে মুঞি মোর কি করিব বিত্তে ॥৫২৫৮॥
জতেক[6] করিল পাপ[6] এজন্ম ভিতরে।
আপনা বলিয়া কেহো না বলিল মোরে ॥৫২৫৯॥
মিথ্যা ধনজন মোর এ সুখ[7] শ্রীঙ্গার।
মরিলে নরকে মোর নহিব উদ্ধার ॥৫২৬০॥

১-১ চিরকাল সেই রসে অধিক বাড়ই।
এক দিন সদাগর আইলা তার ঠাঞী। (ঘ)

২-২ না বলিহ আন জনে না করিহ রঙ্গে।
বহু ধন দিব আজি থাকিবে মোর সঙ্গে। (ঘ)

৩-৩ এক ভাবে করিয়াছে হইয়া মোহনে (ঘ)

৪ থারি (খ); সেই (ঘ)

৫-৫ ধরনী বসিয়া তবে চিন্তে মনে মন (ঘ)

৬-৬ এতেক করিনু মুঞী (ঘ)

৭ কৌতুক (ঘ)

ছাড়িলুঁ সকল আসা সব[১] অকারন[১] ।
প্রভাতে উঠিয়া[২] তির্থ করিব গমন[২] ॥৫২৬১॥
একমন[৩] করি বেউশ্যা সুতিল মহাসুখে[৩] ।
সব তেজি হরি চিন্তি খণ্ডাইল দুঃখে ॥৫২৬২॥
তাহার কারনে মায়া ছাড়িল সংসারে ।
নৈরাস পরম ধর্ম্ম কহিল তোমারে ॥৫২৬৩॥
অষ্টাদসে কুরল[৪] পক্ষ আর গুরু হইল ।
মাংস[৫] লোভে পক্ষসব তাহা খেদাড়িল[৫] ॥৫২৬৪॥
চতুর হইয়া পক্ষ মাংসকে পেলিল ।
কিহসে না নাগিল তাহে বড় সুখ পাইল ॥৫২৬৫॥
নিদ্ধন পুরুসের ভয় নাহিক সংসারে ।
তাহা দেখি[৬] ধন লোভ ছাড়িল আমারে ॥৫২৬৬॥
উনবিংসে সিসু মোর আর গুরু হইল ।
সরিরের ভয় চিন্তা কীছু না লাগিল ॥৫২৬৭॥ *
বাল্য ভাবে থাকি সুখে দুঃখ নাহি জানি ।
বালক[৭] হইয়া আমি চিন্তি চক্রপানি[৭] ॥৫২৬৮॥
বিংসতিতে গুরু মোর কুমারি হইল ।
তাহার প্রসাদে মোর সঙ্গ দুর হৈল ॥৫২৬৯॥
সকল[৮] প্রত্যে করএ চোর আছে কন্যা খানি[৮] ।
কন্যা বিভা দিলে পিতা নিজ ঘরে আনি ॥৫২৭০॥

১-১ মিথ্যার কারণে (খ)
২-২ করিব কাশী প্রতীর্থ গমনে (গ)
৩-৩ নৈরাশ হইয়া রাড়ী শুতিল মহাসুখে (খ)
৪ কুরবন (গ) ; কুরর (খ)
৫-৫ যেই মাংস খণ্ডে সেই মরণ এড়াল (খ)
৬ সেই গুরু মনের মুক্তী শুন নৃপবরে । (খ)
* ৫২৬৭-৫২৬৮ পদ দুইটি (খ) পুথিতে নাই ।
৭-৭ বাল্যভাবে ভাবে মুক্তী প্রভু নারায়ণে (খ)
৮-৮ কল্যাতে করয়ে ঘর আছে কন্যা খানি (খ) ;
কল্পতী ঘর করে লক্ষ্য কন্যাখানি (গ)

অতির্থ আনিঞা ঘরে গেলা ভিক্ষাটনে।
জল আনিবারে মাতা[১] করিল গমনে[১] ॥৫২৭১॥
ছিয়া লৈয়া[২] কন্যা সেই ধান্য কোটে ঘরে[২]।
দুই হাথে সঙ্খ বাজে লর্জ্জা বড় করে ॥৫২৭২॥
দুগাছি সঙ্খ[৩] এড়ি কাড়িয়া পেলিল[৩]।
তথাপি তাহার সঙ্খ বাজিতে লাগিল ॥৫২৭৩॥
এক গাছি রাখি আর গাছি বাহির করিল।
আর[৪] নাহি বাজে কন্যা পৃত বড় পাইল[৪] ॥৫২৭৪॥
তা দেখিয়া মোর সঙ্গে ছিল জেই জন।
তারে দুর করি আমি করিল গমন ॥৫২৭৫॥
দৈধমন দুর্ম্মন দিতিয় সঙ্গতি।
সব সঙ্গ ছাড়ি কৈনু নিরঞ্জনে মতি ॥৫২৭৬॥
এক বিংসে বক মোর আর গুরু হইল।
একদিষ্টে মৎস দিয়া ধেআন ধরিল ॥৫২৭৭॥
এক দিষ্ট মনে তার ধরিল ধেয়ান।
অবস্য ঘটএ সেই নাহি হএ আন ॥৫২৭৮॥
সেই উপদেস আমি এক ধেআনে করি।
কায় মনে বাক্যে আমি ভজিএ শ্রীহরি ॥৫২৭৯॥
দ্বাবিংসে সর্প মোর আর গুরু হইল।
পর গৃহে সুখে থাকি ঘর না তুলিল ॥৫২৮০॥
ঘর দ্বার করি দুঃখ পাব কী কারন।
বৃক্ষের ছায়াএ বনে আমার সয়ন ॥৫২৮১॥
ত্রোয়োবিংসে মর্কট মোর আর গুরু হইল।
ক্ষুদ্র[৫] দেহ বহুসুতা কোথা হতে আইল[৫] ॥৫২৮২॥

১-১ ব্রাহ্মণী গেলন্ত সত্বরে (খ)   ২-২ লক্ষ্য করি ধান্য কুটে শূন্য ঘরে (খ)
৩-৩ রাখি আর দুগাছি বাহির করিল (খ)   ৪-৪ না বাজয়ে শঙ্খ সে হরিষ মন হৈল (খ)
৫-৫ আরোজন উদরেতে অনেক পুত্র হইল (খ)

মারিয়া দেখিল তার পেটে কিছু নাঞি।
তেমত[1] মায়াতে প্রীষ্টি করেন গোসাঞি[1] ॥৫২৮৩॥
দেখিল সকল স্ষ্টী কিহ কার নএ।
ভাবিয়া সে নিরঞ্জন থাকী নিরালএ ॥৫২৮৪॥
চতুর্ব্বিংসে[2] কুমারিকা আর গুরু হইল।
জাহা হৈতে তত্বজ্ঞান দেহে উপজিল[2] ॥৫২৮৫॥
জখন[3] সে পতঙ্গাতি কৃমি সেই ধরে।
তাতে চিত্ত মজাইয়া সেই জিব মরে[3] ॥৫২৮৬॥
তার[4] রূপ দেখি সেই ছাড়এ জিবন।
মৃত্তিকা আচ্ছাদিয়া তারে করে অপেক্ষন[4] ॥৫২৮৭॥
মির্ত্তুকালে[5] জারে দেখি সেই রূপ হইল।
কুমারিকা হইয়া তার সঙ্গতি চলিল[5] ॥৫২৮৮॥
তাহা[6] দেখি চিন্ত মুঞি শ্রীমধুসোদন।
নিরঞ্জন ভাবি জেন হও নিরঞ্জন[6] ॥৫২৮৯॥
এত[7] বলি বলি অবধুত করিল গমন।
স্থনিঞা সভার মোহ তেজিল রাজন[7] ॥৫২৯০॥

১-১ চিন্তিল সকল জীপ্তি যে করে গোসাঞী (খ)
২-২ চতুর্বিংশে আর গুরু মোর যে হইল।
তাহার স্বরূপ তত্বে জ্ঞান উপজিল। (খ)
৩-৩ এক গোটা পতঙ্গ যখন মাত্র ধরে।
চিত্ত হয়ে পতঙ্গ তাহা আর্ত্তনাদে। (খ)
৪-৪ আর রূপ চিন্তিতে ছাড়য়ে জীবন।
মিত্তা কাঁদিয়া তাহা করে অবলক্ষণ। (খ)
৫-৫ যেই রূপ দেখি সেই রূপ সে হইল।
কুমারিকা হয়ে পতঙ্গ সংহতি চলিল। (খ)
৬-৬ যেই মন জানিলা সে শ্রীমধুসূদন।
ভাবিতে ভাবিতে হয় সেই নিরঞ্জন। (খ)
৭-৭ এতেক চিন্তিয়া তবে অবধূত নড়ে।
শুনিয়া পরম তত্ত্ব মোহপাশ এড়ে। (খ)

স্থন স্থন উদ্ধব গুরু কার কেহ নহে।
আপনে আপন গুরু কহিল নিশ্চয় ॥৫২৯১॥
জানিঞা[১] স্থনিঞা নর কৃষ্ণে দেহ মতি[১]।
গুনরাজ খান বলে হরিপদে গতি ॥৫২৯২॥

পঠমঞ্জরি রাগ ॥

পুনরপি উদ্ধব জুড়ি দুই কর।
বিসম তোমার মায়া স্থন গদাধর ॥৫২৯৩॥*
জেমতে খণ্ডএ মোর মোহ পাস বন্ধ।
কৃপাকার মহাপ্রভু ঘুচাহ মোর ধন্দ ॥৫২৯৪॥
পুনরপি গর্ভকুপে না করোঁ গমন।
শুনিঞা উদ্ধব বোল হাসেন নারায়ন ॥৫২৯৫॥
পুনরপি কহেন তারে গর্ভের কারন।
তার কথা কহি স্থন হৈয়া একমন ॥৫২৯৬॥
উৎপত্তি সময় হৈলে জনক সরিরে।
প্রেবেসিয়া পিতৃবির্জ্জে থাকে অভ্যান্তরে ॥৫২৯৭॥
পুষ্পিকা[২] জননি হৈলে দৈবের ঘটনে।
রজোবির্জ্জে জোগ হএ চুমুদ লক্ষনে[২] ॥৫২৯৮॥
কি য়ার কহিব উর্দ্ধব স্থনহ বচনে।
মোহ পাস মায়া ছাড়ি চিন্ত নারাঅনে ॥৫২৯৯॥ †
জননির জঠরে দুঃখ না জাএ সহন।
জমপুর নরক নহে তাহার ভুবন ॥৫৩০০॥

১-১ শুনহ সংসার লোক হরিতে দেহ মতি (ঘ)

* ৫২৯৩ ৫২৯৬ সংখ্যক পদগুলি (ঘ) পুথিতে নাই।

২-২ পুষ্প কাননে তবে দেহের ঘটনে।
রজবীর্য্যে যোগ হয় সর্বক্ষণে॥ (ঘ)

† ৫২৯৯-৫৩০০ পদ দুইটি (ঘ) পুথিতে নাই। তাহার পরিবর্তে নিম্নোক্ত পদটি দৃষ্ট হয়—
উদ্ধব এ তত্ত্ব শুনে চিত্ত নারায়ণ।
জননীর জঠরে দুঃখ না জাবে খণ্ডন।

(একমাস[১] বুম্বুদ সেই কল্লোল হইয়া।
দুই মাসে মাংস হএ বিম্বুদ ছাড়িয়া[১] ॥৫৩০১॥
তৃতিয় চতুর্থ মাসে অবঅ[ব] সে ধরে।
পঞ্চমাস হইলে তাহে জিব সঞ্চরে ॥৫৩০২॥
ছয়সাত[২] মাসে হয় পুর্ন্ন কলেবর।
জননি আহার জত করএ তাহার[২] ॥৫৩০৩॥
পুর্ব্বার্জ্জিত পাপপুন্য জেয় জত কৈল।
সকল আসিয়া মনে স্মোঙরন হৈল ॥৫৩০৪॥ *
ভূঞ্জিল নরক জত গিয়া জম লোকে।
গুনিতে গুনিতে তাহা অধিক প্রান কাঁপে ॥৫৩০৫॥
জন্ম জাতনা দুঃখ অল্প করি মানি।
সে[৩] দুঃখ চিন্তিতে মনে উড়এ পরানি[৩] ॥৫৩০৬॥
গর্ভবাস জাতনা ভূঞ্জিয়া অনুক্ষনে।
জন্মস্থান জোনি মুত্রে করি নিরক্ষনে ॥৫৩০৭॥ †
গর্ভবাস দুঃখ জিবে বিস্তর সে হয়।
মনে চিন্তি পুন জিব জেন গর্ভবাস নয় ॥৫৩০৮॥
হেনক নরক স্থন জঠর জননি।
দস জুগ অধিক সেই দস মাস মানি ॥৫৩০৯॥
জেন নাহি জাহ আর জননি জঠরে।
চিন্ত নারায়ন বলে বস্থমালা ধরে ॥৫৩১০॥

১-১ একমাসে বীর্যরক্ত একত্র হইয়া।
দুইমাসে বিন্নবৎ সকল হইয়া। (খ)

২-২ ষষ্ঠ সপ্তমে অধোমুখে থাকে যোগাসনে।
মাতৃযোনি মুখ সদাই করে নিরীক্ষণে। (গ)

* (গ) পুথিতে অতিরিক্ত পদ—
মল মূত্র ব্যাপ্ত হয় চঞ্চল শরীরে।
জননী আহারে তাই করয়ে আহারে।

৩-৩ যোগ বিভ্রাম গর্ভবাস জন্মরে তখনি (খ)

† এই পদটি (খ) ও (গ) পুথিতে নাই।

গর্ভ জাতনা দুঃখ পাইয়া সে মনে।
এবার[১] জন্মিলে হরি চিন্তিব সর্ব্বক্ষনে[১] ॥৫৩১১॥
জন্মিতে পাসরে সব হরির মায়ায়।
ক্রন্দন করিয়া স্তন পিতে মাগে মায় ॥৫৩১২॥
জৌবন প্রেবেস তবে আন নাহি মনে।
কেমনে শ্রীঙ্গার করি রমনির সনে ॥৫৩১৩॥ *
জেই জোনি জন্মিয়া পাইল মহাদুখ।
সেই জোনি রমনেতে বাড়ে মহাসুখ ॥৫৩১৪॥
পাসরিল নারায়ন সেই করতার।
মলমুত্র মাংস রক্তে ভুঞ্জএ শ্রীঙ্গার ॥৫৩১৫॥
এই মতে জৌবন গেল জরা পরবেস।
তথাপি না হইল মনে হরির উদ্দেস ॥৫৩১৬॥
পুত্র পৌউত্র বলএ মধুর বোল সুনি।
হরিসে গোঙাএ কাল মৃর্ত্যু নাহি জানি ॥৫৩১৭॥
এতেক জানিঞা নর[২] না করিহ হেলা।
ভবসিন্ধু তরিতে হরি[৩] মাত্র[৩] ভেলা ॥৫৩১৮॥
নারায়ন পাদপদ্ম চিন্ত সর্ব্বক্ষন।
মালাধর বসু বলে নিস্তার কারন ॥৫৩১৯॥

ভাটিয়ালি রাগ ॥

পুনরপি উদ্ধব করিয়া বিনএ।
জানিল উপদেস আমি তোমার ক্রপাএ[৪] ॥৫৩২০॥ *

১-১ গর্ব্ব ত্যজি হরি চিন্ত করহ ধেয়ানে (ঘ)
* ৫৩১৩ ৫৩১৫ সংখ্যক পদগুলি (ঘ) পুথিতে নাই।
২ উদ্ধব (খ), (ঘ) ৩-৩ আমামাত্র (খ); বান্ধিয়া দিল (ঘ)
৪ মায়ায় (ঘ)
* ৫৩২০-৫৩৪১ পদগুলি (ঘ) পুথিতে নাই

মোক্ষ[1] জোগ সুনি মোর[1] স্থির নহে মতি।
কর্ম্ম জোগ জুত[2] আছে কহ শ্রীয়পতি[2] ॥৫৩২১॥
তবে কর্ম্ম জোগ তাহে কহেন নারায়ন।
মিথ্যা বিসয় ছাড়ি সত্যে দেহ মন ।৫৩২২॥ *
মন হেন সারথি আছে অতি বিচক্ষণ।
তাহার অনুগত হৈয়া চিন্ত নারায়ন ॥৫৩২৩॥
জাহা হৈতে খণ্ডিব ভব সংসার বন্ধন।
মনবুদ্ধি এককরি ভজ নারায়ন ॥৫৩২৪॥
মনে বুদ্ধি জুক্তিয়া ভজহ শ্রীহরি।
এইত প্রকারে সব সংসারে তরি ॥৫৩২৫॥
সুসর্ম্মা নামেতে বর চিত্রা নামে পৃয়া।
অভিমানে অধোমুখে আছেন সুতিয়া ॥৫৩২৬॥
ইঙ্গলা পিঙ্গলা নামে সখি একত্র করিয়া।
তার মদ্ধে চিন্ত হরি কমল তুলিয়া ॥৫৩২৭॥
প্রথমে অধোমুখে পদ্ম চারি দলে।
সতদল পদ্ম তুলি তৃবলির স্থলে ॥৫৩২৮॥
নাভি সরোজ মুখে আর সোল দলে।
তবেত উদ্ধব পাবে হৃদয় কমলে ॥৫৩২৯॥

১-১ সাংখ্যযোগ চিত্ত মোর (ঘ)

২-২ মোয়ে বল করিয়ে প্রণতি (ঘ)

* ৫৩২২-৫৩২৪ সংখ্যক পদগুলির পরিবর্ত্তে (ঘ) পুথিতে এই পদগুলি দৃষ্ট হয় —

শুনিয়া উদ্ধব বোল বলেন নারায়ণ।
কর্ম্মযোগ সঙ্গ তার কহিল কথন॥
মিথ্যা বিষয় হইতে স্বরূপে দেহ মন।
ছাড় এত ভব জাল ভাব হরির চরণ।
তাহে অনুগত হয়ে চিন্ত নারায়ণ।
তবেত খণ্ডিব সব সংসার বন্ধন॥

দ্বাদস[১] দল সেই ব্রহ্মার নিয়ম বলিএ।
মধ্যে কিঞ্জক জ্যোতি তপ্ত হেম মএ[১] ॥৫৩৩০॥
চিত্রা নারি বস করি বিষয় তেজিয়া।
তাহার মধ্যে চিন্ত হরি কমল তুলিয়া ॥৫৩৩১॥ *
মোহ নিগড় বড় বিসম বন্ধন।
বোলে চালে কৈলে নহে তাহার খণ্ডন ।৫৩৩২॥ †
তারধিক তিক্ষ্ণধার লোহের কারন।
হরি স্মঙরি কর নিগড় খণ্ডন ॥৫৩৩৩॥
হেলা না করিহ উদ্ধব আছে বড় সন্ধি।
ভক্তিতে[২] নারায়ন মন আপুনি হয় বন্ধি[২] ॥৫৩৩৪॥
সুন্যে[৩] চিন্তিলে নহে অনেক জতনে[৩]।
স্থুল রূপ চিন্ত হরি কমললোচনে ।৫৩৩৫॥
পুনরূপি উদ্ধবেরে বৈল নারায়ন।
কহিএ[৪] পরম তত্ব সুন দিয়া মন[৪] ।৫৩৩৬॥
আপনে আপন গুরু আপনে সে সিস্য।
সভার[৫] পাইলে নিষ্টা ভাব হএ দ্রস্য[৫] ॥৫৩৩৭॥
আপনে[৬] আপন বন্ধু আপনে সে বৈরি[৬]।
আপনার ভাল মন্দ আপনে সে করি ।৫৩৩৮॥

১-১ দ্বাদশ পত্রে সেই ব্রহ্মরে লীলায়ে।
মধ্যেতে জানিয়া তপ্ত হেমেতে মিসায়।

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

† ৫৩৩২-৫৩৩৩ সংখ্যক পদ দুইটি (খ) পুথিতে নাই। নিম্নোক্ত পদটি অতিরিক্ত দৃষ্ট হয়—
মোহ বশে যদি কমল না যায় বন্ধন।
তবেত দৃঢ় নিগড় আছে হরি সাধন।

২-২ ভক্তিলেত নারায়ণ মোহ হয় বন্দী (খ)
৩-৩ সাংখ্য চিন্তিলে হয় অনেক যতনে (খ)
৪-৪ কি কহিব পরম তত্ত্ব শুন মহাজনে (খ)
৫-৫ এক ভাব করিয়া দেখ সকল মনুষ্য (খ)
৬-৬ আপনি লইয়া আপনি হই বৈরী (খ)

কর্ম্মপাসে[১] বন্দি হৈয়া করএ ভ্রমন।
পরবস হইয়া হএ দুঃখের ভাজন[১] ॥৫৩৩৯॥
আত্মা রহিলে জিব হএ অধিকারি।
কর্ম্মপাসে মোহ তার কি করিতে পারি।৫৩৪০ *
গৃহপুত্র পরিবার জগত বিলাস।
মায়াবন্ধ অজ্ঞানে আত্মা না হএ প্রকাশ ॥৫৩৪১॥
আমাকে জানিবে জবে সংসারের সার।
আত্ম পরিচয় হইলে পাইবে উদ্ধার ॥৫৩৪২॥ †
উদ্ধব পুছিল তবে করিয়া ভকতি।
কেমতে জানিব তোমা কহ শ্রীয়পতি ॥৫৩৪৩॥
গোসাঞি কহিল স্নন উদ্ধব সুমতি।
সভাকার জিবন আমি সভার বিভূতি।৫৩৪৪॥
সভাকার অন্তরে থাকী নহি পুনলিন।
সর্ব্বত্র সঞ্চরে বাউ সভা হৈতে ভিন ॥৫৩৪৫॥
সংক্ষেপে কহিল আমি বিভূতি বিস্তার।
সংসারে[২] প্রধান অংস হএত আমার[২] ॥৫৩৪৬॥

১-১ কর্ম্মপাসে বদ্ধ আত্মা বাদ্ধিল মায়াএ।
পরবশ হইয়া সুখ দুঃখ ভুঞ্জায়। (খ)

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

† (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

নবদ্বারে ঘর আত্মা বান্ধিলা মায়ায়।
মন সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণে সংসার ভুঞ্জয়।
দুর্ব্বারবস্তু যখন সংসারের লোভে।
আত্মার বিনাশ একথা না জানে।
একেক ভাবিয়া দৃঢ় কর মতি।
ইন্দ্রিয় পদ চিন্তি কর আত্মা পর চিন্তি।
বিষয় বসেতে লোক ভুঞ্জয়ের বেলা।
আবহ নিশ্চিন্তে যদি হরিপদ ভেলা।

২-২ সে সে জাতি মর্য্যাদায় অংশ আমার (খ)

প্রধান পুরুস আমি সংসার কারনে।
ভূতগন অহঙ্কার ইন্দ্রিএত[১] মনে[১] ॥৫৩৪৭॥ *
স্বর্বেস্বরে বিষ্ণু আমি দেব পুরন্দর।
পশুমদ্ধে সিংহ[২] আমি রুদ্রেত্তে[৩] সঙ্কর ॥৫৩৪৮॥
দেবঋসি নারদ আমি প্রহ্লাদ দৈত্য মাঝে।
ঋসিমদ্ধে[৪] ভৃগু আমি মেরু গিরিরাজে[৪] ॥৫৩৪৯॥
বেদ মাঝে সাম বেদ সব্দেতে হুঙ্কার।
তেজেস্মোত[৫] অগ্নি আমি আদি দত্তে কার[৫] ॥৫৩৫০॥
জ্যোতিএ[৬] জ্যোতির্ম্ময় আমি ব্রহ্মে নিরঞ্জন।
পিতৃগনে অর্য্যা আমি মরুতে পবন[৬] ॥৫৩৫১॥ †
বিদ্যামধ্যে[৭] বিদ্যা আমি তরুতে অস্বত। ‡
অস্বে উচ্চ্যস্রবা আমি গজে ঐরাবত ॥৫৩৫২॥

১-১ ইন্দ্রাদ্যে দমনে (ঘ)
* (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

সংসারের প্রধান আমি কহিয়ে তোমারে।
বৈকণ্ঠ নিবাসী হয়ে যে ভজে আমারে ॥

২ পাবক (ঘ)   ৩ সুদৃঢ় (ঘ)
৪-৪ মুনিগনে ব্যাস আমি কন্দর্প প্রজিজনে (খ), (ঘ)
৫-৫ তেজে যোর্ত্তিপতি আমি আদিত্য আকার (খ)
তেজোরিতে আমি অঙ্করে আকারে (ঘ)
৬-৬ জ্যোতিগনে সূর্য্য আমি মরুতে পবন।
পিতৃগনে অর্য্যা আমি বিখ্যাত ভুবন। (খ)
† (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

যক্ষ রক্ষগন আমি কুবের ধনেশ্বর।
কল্পবৃক্ষ হই আমি বৃক্ষ হইতে বড়।
সরোবরে সাগর আমি গন্ধর্ব চিত্ররথে।
স্থাবর হিমালয়ে তরুতে অশ্বত্থে।

‡ এই লাইনটি (ঘ) পুথিতে নাই।

পক্ষেতে গরুড় আমি বাসুকীতে নাগ ।
আদি অন্ত মধ্য আমি মধ্যভাগ ॥৫৩৫৩॥ *
নদি মদ্ধে গঙ্গা আমি মৎসতে মগর ।
নরে[1] নরেস্বর আমি রাম ধনুদ্ধর[1] ॥৫৩৫৪॥
তারাগনে চন্দ্র আমি সর্পেতে অনন্ত ।
উতপত্তি প্রলয় আমি রিতুতে[2] বসন্ত[2] ॥৫৩৫৫॥
আমা বিনু কিছু নাহি আমা হৈতে সব ।
অন্তরে বিভূতি মোর সুনহ উদ্ধব ॥৫৩৫৬॥†
সর্ব্ব বর্ন্নে মধ্যে বর্ন্ন আমি প্রজাপতি[3] ।
বুদ্ধে বৃহস্পতি আমি ক্ষেতিতে অধ্রতি ॥৫৩৫৭॥
জসকীর্ত্তি[4] বানি[4] আমি লক্ষি নারি মাঝে ।
সেই সে সকল জানে জেই[5] আমা বুঝে[5] ॥৫৩৫৮॥
কতেক কহিব উদ্ধব আমার বিভূতি ।
সেই মোর অংস জার আমাতে আছে মতি ॥৫৩৫৯॥ ‡
আমা[6] হৈতে সংসার[6] উৎপত্তি প্রলয় ।
সমুদ্রের ঢেউ জেন সমুদ্রে নিলয় ॥৫৩৬০॥
আমা বিনু কিছু নাহি বলা তত্ত্ব বানি ।
আমাকে জানিলে সব সংসারকে জানি ॥৫৩৬১॥
একুই আকাস জেন নানা স্থানে ভির্ন্ন ।
তেমতি আমার সুন সংসারের চির্ন্ন ॥৫৩৬২॥
এক[7] সুর্য্য জল ভির্ন্নে অসংক্ষত ছায়া ।
প্রকির্ত্তি আস্রিয়া তেন মত মোর মায়া[7] ॥৫৩৬৩॥

* এই লাইনটি (ঘ) পুথিতে নাই ।
১-১ নর নরেশ্বর আমি রাম অগ্রধর (ঘ) ২-২ যেন ঋতুবসন্ত (ঘ)
† ৫৩৫৬-৫৩৫৭ সংখ্যক পদগুলি (ঘ) পুথিতে নাই ।
৩ বিপ্রজাতি (ঘ) ৪-৪ বড় লজ্জা নারী (ঘ) ৫-৫ আমাকে যে বুঝে (ঘ)
‡ এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই । ৬-৬ আমি ত সংসার মোহ (ঘ)
৭-৭ জলেতে যেখেন লোক নানাবিধ ছায়া ।
প্রকৃতি তেমন জগতে মোর মায়া ॥ (ঘ)

এত স্তুনি উদ্ধবের বিস্ময় ঘুচিল।
ভক্তি করি পুনরপি ইস্বরে পুছিল ॥৫৩৬৪॥
দয়া করি জত কীছু বৈলে গদাধর।
তেঞ্রি[১] সে তরিব্যু ভব দুস্তর সাগর[১] ॥৫৩৬৫॥
সেবকেরে দয়া জবে আছে নারায়ন।
দেখায় আপন মুর্ত্তি সংসার কারন।৫৩৬৬॥
ভক্তবৎসল গোসাঞি দেব নারায়ন।
উদ্ধবেরে বিস্বরূপ দেখায় তখন।৫৩৬৭॥
কোটি কোটি সুর্য্যের প্রকাস তেজোর্ম্মএ।
স্বর্গলোক মস্তকে পৃথুবি মধ্যকাএ ॥৫৩৬৮।
সত্যলোক[২] ভেদি উঠে মস্তক গোটা[২]।
সক্রোক[৩] তপলোক ব্যাপিলেক ঝুঁটা ॥৫৩৬৯॥
চন্দ্র সুর্য্য দুই চক্ষু স্রবন আকাস।
স্বর্গগঙ্গা হইল জিভ্বা পবন নিস্বাস।৫৩৭০॥
সমুদ্র[৪] উদর যত নদ নদি নাড়ি।
সুমেরু সুসর্ম্মা দণ্ড আদি সব গিরি[৪]।৫৩৭১॥
লোম[৫] দ্রপময় সব নানা রূপ জাতি[৫]।
চতুর্ম্মুখে প্রজাপতি[৬] করে নানা স্তুতি ॥৫৩৭২॥
চারি বেদ সহিত[৭] বদনে সরেস্বতি[৭]।
হৃদএতে[৮] লক্ষি কোপি মোহিত উমাপতি[৮] ।৫৩৭৩॥

১-১ এত্তেক প্রকার বোল সংসারে দুস্তর। (খ) ২-২ স্বর্গলোক ভেদি উঠে কিরিট মুকুটা (খ)
৩ মহালোক (খ)
সত্যলোক তপোলোক ভেদিলেক বোটা। (খ)
৪-৪ লোমর উদর বড় নদ নদী নাড়ি।
সুমেরু সমস্তুখা অগুরু সুরতি। (খ)
৫-৫ লোমকূপ যত সব তরু নানাজাতি (খ)
লোম ভুরু জলাশয় লোম তরুজাতি (খ)
৬ নাভিপদ্মে (খ)
৭-৭ ওষ্ঠদল বৈসে সরস্বতি (খ) ৮-৮ হৃদে বিষ্ণু কোপে রুদ্র লোহে প্রজাপতি (খ)

কটি উরু জানু জঙ্ঘ গুল্ফ পাদতলে।
জাহার আভোগ সপ্ত পাতালে ॥৫৩৭৪॥
আধাদেসে ব্যাপিত কৈল রসাতলে।
নাগলোক আদি তাএ কত দিগ পালে ।৫৩৭৫॥*
অসংক্ষাত পানি পাদ সসক্ষাত সির।
ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত[১] দেখে গোসাঞের সির[১] ॥৫৩৭৬॥
উর্দ্ধভাগে থাকীল জতেক হৃসিগন।
মধ্যভাগে নরপসু স্থাবর জঙ্গম ॥৫৩৭৭॥
অসুর রাক্ষস ভাগ নাভি অধোভাগে।
কেহ মরে কেহ জিএ কেহ উঠে জাগে ।৫৩৭৮॥
কর্ম্ম সুত্রে বন্ধ সভে গতাগতি করে।
এক আইসে আর জাএ দেখে বারে বারে ।৫৩৭৯॥
দেখিয়াসে বিস্বরূপ উদ্ধব সম্ভ্রমে।
অচেতনে[২] পরনাম করি পড়ে ভূমে[২] ॥৫৩৮০॥
দেখিল তোমার রূপ সংসার কারন।
তোমা হৈতে ভিন্ন না দেখিল কোনজন ॥৫৩৮১॥
সভার অন্তরে থাকী পাত মায়া জাল।
বাদিয়া পুতলি হেন কর্ম্মসুত্রে চাল ॥৫৩৮২॥†
প্রসাদ করহ প্রভু এরূপ সংহারি।
সাম্য রূপ দেখায় গোসাঞি কিরিট কুণ্ডলধারি ।৫৩৮৩॥

---

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

১-১ ব্যাপিত সেই ইথরি ইস্বর (খ)
ব্যাপিত দেখে গোসাঞী শরীর (ঘ)

২-২ ধরণী লোটায়ে কৈল দণ্ড পরনামে (খ)

† (খ) ও (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ—
তুমি সর্ব্বভূত হয়ে অব্যক্ত শরীর।
তোমার মায়ায় কোন জন হব স্থির।
সম্মুখে যে দেখিলাম এরূপ তোমার।
ইহাত দেখিয়া চক্ষের পাপ পলায় আমার।

তবে বিস্বরূপ ছাড়ি দেব নারায়ন।
উদ্ধবেরে[১] সাম্য মুর্ত্তি দেখাইল তখন[১] ।৫৩৮৪॥
সঙ্খচক্র গদাপদ্ম গলে বনমালা।
পুর্ন্নিমার চাঁদ জেন উদয় সোলকলা ।৫৩৮৫।*
ইসত হাসিয়া কৃষ্ণ উদ্ধবেরে বৈল।
হেন বিস্মরূপ মোর কেহ না দেখিল ।৫৩৮৬॥
ব্রহ্মা আদি দেবগন কত অভিলাস কৈল।
তবুত এরূপ মোর দেখিতে না পাইল ।৫৩৮৭॥
দান জজ্ঞ তপে আরাধিয়া[২] কত কালে[২] ।
বিস্বরূপ[৩] দরসন কারে নাহি মেলে[৩] ॥৫৩৮৮॥
দ্রঢ়ভক্ত[৪] তুমি আমার জানি সর্ব্ব কাল।
তেঞি দেখাইল রূপ সরির বিসাল[৪] ॥৫৩৮৯॥
আমাএত ভক্ত হৈয়া জোগে দেহ মন।
গৃহপুত্র কলত্রাদি দেহ বিসর্জ্জন ।৫৩৯০॥
জলের বিম্বক হেন কিছ স্থির নহে।
পথিকে পথিকে জেন পথে পরিচয় ॥৫৩৯১॥
বিসয় পথ ছাড়িয়া আচর নিজ ধর্ম্ম।
ফল[৫] আকাংখিয়া কীছু না করিহ কর্ম্ম[৫] ॥৫৩৯২॥
সর্ব্বভুতে সমভাব ছাড় সর্ব্ব সঙ্গ।
সঙ্গ হৈতে দ্রঢ়বন্ধ সংসার অতঙ্গ ॥৫৩৯৩॥
সঙ্গ ছাড়িবারে উদ্ধব জবে নাহি পার।
সাধুসঙ্গ মেলা করি মন স্থির কর ॥৫৩৯৪॥

১-১ বসুদেব মুর্ত্তি ধরি সংসার ভবন (খ)
২-২ আমা না পাইল দেখিতে (খ)
৩-৩ কেবল পাইলা আমা দৃঢ় ভক্তি হৈতে (খ)
৪-৪ তুমি মোর শুকত জানিয়ে সর্ব্বকাল।
তেঞী সে তোমারে দিল শরীর আপনার ॥ (খ)
৫-৫ কৃষ্ণে মন ছাড়িয়া না করিহ কর্ম্ম (খ)
* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

মন হৈতে ভববন্ধ মন দুর্নিবার।
মন বস হৈলে বস সকল সংসার ॥৫৩৯৫॥
আত্মা[1] সধর্ম্ম মন তাহা নাহি গুনে[1]।
বিসএর লোভে মন বুলে স্থানে স্থানে ॥৫৩৯৬॥
বিসয় বিলাস মন তাহা না গুনিল।
ইন্দ্রিয়ের বস হৈয়া ব্রহ্ম পাসরিল।৫৩৯৭॥
ক্ষনে ক্ষনে লএ মন সংসারের সুখ।
আনন্দ সাগরে ব্রহ্ম তাহাতে বৈমুখ।৫৩৯৮॥
কহিএ পরম তত্ব সুন এক মনে।
মনের বিরোধ কর বিবিধ জতনে ॥৫৩৯৯॥
মোর কর্ম্মে রত হৈয়া জিনি[3] মোর মায়া[3]।
অহোর্নিসি[2] মন রাখ মোরে মজাইয়া[2] ॥৫৪০০॥
সর্ব্বভূতে হের আমি দেখাল্য তোমারে।
ভূতে[4] দয়া জেই করে সেইত আমারে[4] ॥৫৪০১॥
ভূত হিংসা জেই করে সেই আমার বৈরি।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম থাকহ আচরি।৫৪০২॥*
মোর[5] চিত্ত মজাইয়া[5] সভাতে আমা দেখ।
আমাতে[6] চিন্তিতে ধর্ম্ম হবেক পরতেক[6] ॥৫৪০৩॥
গোসাঞের বচনে উদ্ধব পাইল[7] হরিস[7]।
গুনরাজ খান বলে জোগময়রিস[8]।৫৪০৪॥

১-১ যথা হৈল তথা বৈসে তাহা নাহি গুণে (খ)
২-২ সর্ব্বভূতে দয়া (খ)
৩-৩ আমার ভকত হয়ে জিন মোর মায়া (খ)
৪-৪ ভূত হিংসয়ে সেই হিংসয়ে আমারে (খ)
* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।
৫-৫ আমাতে চিত্ত নিবেশিয়া (খ)
৬-৬ আমাতে পাইবে তবে ব্রহ্ম পরতেক (খ), (গ)
৭-৭ হৈল বশ (খ) ৮ যোগীর মন হরিব (খ)

কানড় রাগ ॥

পুনরপি উদ্ধব বিনয় করিল।
তোমার বচনে মোর অজ্ঞান ঘুচিল ॥৫৪০৫॥
জত স্তুত বল গোসাঞি তত বাড়ে সুখ।
অমৃত করিতে পান কেহএ বৈমুখ ॥৫৪০৬॥
মোর কর্ম্মে রত হৈলে মোরে তবে পাবে।
হেনক বচন মোরে বুঝাইলে ইবে ॥৫৪০৭॥*
কোন রূপে কর্ম্ম তোমার কেমনে তোমা পাই।
সব উপদেস গোসাঞি তোমাকে সুধাই।৫৪০৮॥
তুস্ট হৈয়া হাসিয়া বলিল গদাধর।
একমন করি উদ্ধব সুনহ উত্তর ॥৫৪০৯॥
আমায় সঁপিয়া[1] মন আমাএ ভকতি।
করিহ সকল কর্ম্ম কামেতে বিরক্তি ॥৫৪১০॥
আর জেই কর্ম্ম হএ বিধাতা স্রীজিত।
তাহা হইতে আর পথ না করিহ চিত ॥৫৪১১॥
জাহাতে আচরে তাহে চিত্ত মজাইয়া।
পাইবে আমার পদ সংসার তেজিয়া।৫৪১২॥
ব্রহ্ম ক্ষেত্র বৈশ্য সুদ্রে চারি জাতি।
মুখ বাহু উরু পদ হইতে উৎপতি ॥৫৪১৩॥
জজন জাজন বেদ পঠে অধ্যয়ন।
দান পৃতি[2] গৃহ সট কর্ম্মের লক্ষন[2]।৫৪১৪॥

---

* ৫৪০৭ পদটী (গ) পুথিতে নাই। ৫৪০৮-৫৪০৯ পদের (খ) পুথিতে পাঠ এইরূপ—

হেনই বচন গোসাঞী আমাকে বল তবে।
কোন কর্ম্মে কেমনে তোমার পাবে।
বিস্তার করিয়া গোসাঞি বলহ আমারে।
তুষ্ট হয়ে হাসি তবে বৈল গদাধরে।

১ নিবশিয়া (খ)   ২-২ পরিসর্য্যা গৃহ কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ (খ)

সাধু জনে পড়াব[১] কুদান নাহি নিব[১]।
অল্পে তুষ্ট হইয়া দিজ জিবিকা[২] করিব ॥৫৪১৫॥
বেবসা পঠন দান তিন কর্ম্ম বৈশ্য।
কৃসি বানিজ্জের হেতু রাখিল মনুষ্য ॥৫৪১৬॥
ক্ষেতৃর সাহস হএ প্রধান সে কর্ম্ম।
প্রজার পালন তার সমোচিত ধর্ম্ম ॥৫৪১৭॥ *
সুজন রাখিব চিন্থে দুষ্টের বিনাস।
দান জজ্ঞে তপে সতত অভিলাস ॥৫৪১৮॥
সরনাগতরে পালিব দুর্গতিরে দয়া।
সম্ভ্রম করিব ক্ষেত্রি ব্রাহ্মন দেখিয়া ॥৫৪১৯॥
সুদ্রের সধর্ম্ম তিন জাতির সেবন।
তা সভা তুসিয়া ধনে রক্ষিব[৩] জিবন ॥৫৪২০॥ †
সংক্ষেপে কহিল চারি বর্ন্নের বিচার।
ইহাতে থাকএ জেই ভকত আমার ॥৫৪২১॥
ব্রহ্মচারি গৃহি বানপ্রস্থ সন্ন্যাস আশ্রম।
ক্রমে[৪] ক্রমে ব্রাহ্মন করিব নিজ ধর্ম্ম[৪] ॥৫৪২২॥
উপবিত দিনে দিজ জাবে গুরু স্থানে।
সঞ্জম করিয়া বেদ পড়িব ব্রাহ্মনে ॥৫৪২৩॥
গুরুপত্নি সেবিব সিস্য গুরুর সমানে।
গুরু জে বলিব তাহা পালিব জতনে ॥৫৪২৪॥
ত্রিসন্ধ্যা স্নান করি পবিত্র[৫] হইব[৫]।
গুরু আজ্ঞা লইয়া ভিক্ষা মাগিয়া খাইব ॥৫৪২৫॥
হেন মতে বেদ পাঠ করিব ব্রহ্মচারি।
গুরুদক্ষিনা দিয়া বেদ সমাপ্ত করি ॥৫৪২৬॥

১-১ যজন যাজন না লব (খ)
২ জিবিকাত (খ)
* ৫৪১৭-৫৪১৯ সংখ্যক পদগুলি (খ) পুথিতে নাই।
৩ রাখিব (খ)
† এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।
৪-৪ কর্ম্মে ব্রাহ্মণকে বলার উত্তম (খ)
৫-৫ সন্ধ্যা ও পালিব (খ)

তথা হৈতে আসি স্থদ্ধ কুলের কুমারি।
স্থসিলা নির্দ্দোসি গুনবতি বিভা করি।৫৪২৭॥
গৃহস্ত আস্রমে লহে[১] বিনয় আচার[১]।
পঞ্চ জজ্ঞ করিব পঞ্চ স্থনে[২] হব পার ॥৫৪২৮॥
জথাকাল তর্পন স্রাদ্ধ জথাবিধি।
করিয়া[৩] হইল লোক পিতৃরিনে স্থক্কি[৩] ॥৫৪২৯॥
নানা জোজ্ঞ হোম[৪] দেবতা আরাধন[৪]।
দেবরিনে[৫] পার নর হব ততক্ষন[৫] ॥৫৪৩০॥
অতিত পাইলে দিব ভোক্ষ ভোর্গ্যপানে।
সন্তোসে ভোজন[৬] করাইহ ব্রাক্ষনে[৬] ॥৫৪৩১॥
জাহার ঘরেতে অতিত করে উপবাস।
লক্ষ সংখ কাল তার নরকেতে বাস।৫৪৩২॥
অতিত আসিয়া জাএ বৈমুখ হইয়া।
তার পুন্য[৭] লৈয়া জায় আপন পাপ দিয়া[৭]।৫৪৩৩॥
ইহা জানি অতির্থ পুজিহ স্থদ্ধমতি।
অতিত[৮] পাইলে পুজিহ আমার পিরিতি[৮]।৫৪৩৪॥
বেদ[৯] অভ্যাস করি আচরিবে তার মতে[৯]।
স্থখে পার হএ[১০] জোজ্ঞ ব্রহ্ম রিন হৈতে[১০] ॥৫৪৩৫॥
ঋতুকালে নিজ পত্নি উপগত হৈয়া।
প্রজাপতি রিনে পার পুত্র জন্মাইয়া॥৫৪৩৬॥

১-১ মন করিব আচার (ঘ)
২ স্থদে (ঘ)
৩-৩ করিয়া যদুক্ত কার্য্য পিতৃ কার্য্য আচরি (ঘ)
৪-৪ দেবতা ব্রাহ্মণ আরাধনে (ঘ)
৫-৫ দেব ঋষি প্রিয় হব নর সাবধানে (ঘ)
৬-৬ পায়না করাইব ঋষিগনে (ঘ)
হইয়া পার হইব সে স্থনে (ঘ)
৭-৭ তার ধর্ম্ম নষ্ট হয় তার পাপলয়ে (ঘ
৮-৮ অতিথির মুখে আমার বড়ই পিরিতি।
৯-৯ বেদ আচরণ করিব জ্ঞানমতে (ঘ)
১০-১০ হইব ব্রাহ্মণ ঋণ হৈতে (ঘ)

আর তিন আশ্রম জার জেই লএ মনে।
সর্ব্ব[1] ধর্ম্ম পাএ সেই[1] গৃহস্ত আশ্রমে ॥৫৪৩৭॥
সভা[2] হৈতে ভাল[2] গৃহস্ত আশ্রম।
ইহাতে[3] থাকীলে পাই সভার সেবন[3] ॥৫৪৩৮॥
সুদ্ধসিল সত্যবাদি সর্ব্বজনে হিত।
হেন[4] মুর্ত্তি পাএ রাখিলে গৃহস্ত চরিত[4] ॥৫৪৩৯॥
তবে বানপ্রস্থ করি[5] বিবিধ বিধানে[5]।
অরন্য[6] জাইব পসি এড়ি পুত্রস্থানে[6] ॥৫৪৪০॥
পত্নি[7] সঙ্গে নিঞা তবে তপস্যা করিব[7]।
ফল মুল আহারে দিবস গুঙাইব ॥৫৪৪১॥
গাছের বাকল পরিধান নদির জল পান।
হেন মতে বানপ্রস্থ আশ্রম বিধান ॥৫৪৪২॥
সন্যাসি হইয়া জেবা লোহ মোহ তেজি।
দণ্ড কমণ্ডল লৈয়া ভিক্ষা করি ভুঞ্জি ॥৫৪৪৩॥ *
একঠাঞি না থাকীব ভ্রমিব দেশে দেশে।
সদত সন্তুষ্ট চিত্ত ব্রহ্ম উপদেসে ॥৫৪৪৪॥
মনে না করিহ পুত্র কলত্র বাসনা।
একাকি ভ্রমিব সদা ব্রহ্মের ভাবনা ॥৫৪৪৫॥
সংক্ষিপে কহিল উদ্ধব এই চারি ধর্ম্ম।
আচার করিলে পাই পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম ॥৫৪৪৬॥
আচার করিলে আউ হয় চিরকাল।
আচার রাখিলে সুখ সম্পদ বিসাল ॥৫৪৪৭॥

১-১ প্রাণ রক্ষা করে হেন (খ)
২-২ সবার বিষয় হয় (খ)
৩-৩ যথা তথা কেলি হয় সবার মিলন (খ)
৪-৪ মুক্তিপদ পেয়ে করে গৃহস্থ চরিত্র (খ)
৫-৫ ধর্ম্ম করি আচারে (খ)
৬-৬ স্ত্রী পুত্র এড়িয়া বনে করিব গমনে (খ)
৭-৭ সংহতি বা পত্নী লয়ে তপস্যা করিব (খ)
* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

লোভ মোহ কাম ক্রোধ জে চারি জিনিব।
জথা তথা হরিকথা তাতে মন দিব ॥৫৪৪৮॥
সম্পদ ক্ষেনেক সবে বিপদ বিস্তর।
ধন উপার্জ্জন হেতু দুঃখ নিরন্তর ॥৫৪৪৯॥
ধনবানজন চিত্ত কভু স্থির নহে।
অগ্নি পানি চোর দৈস্য গুনে রাজ ভএ ॥৫৪৫০॥
জথা তথা থাকে সেই ধনকে চিন্তএ।
ধন সোকে দুঃখ পায়্যা পরান হারাএ ॥৫৪৫১॥
ধন তেজি জেই থাকে সেই বড় বির।
নাহি চিন্তা নাহি ভয় নির্ভয় সরির ॥৫৪৫২॥
বরাটিকা হেতু আকাংক্ষা ক্ষেনে ক্ষেনে বাড়ে।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডেস্বর তার আসা ছাড়ে ॥৫৪৫৩॥
কেবা কি ভুঞ্জাএ কার কিছু নএ।
জার জেই কর্ম্মে থাকে সেই তার হএ ॥৫৪৫৪॥
এত বুঝি লোভ তেজি ব্রহ্মে দেহ মন।
অবস্য করএ গোসাঞি উদর ভরন ॥৫৪৫৫॥
মোহ জিনিবারে সুন বলি এ উপাএ।
সংসার অসার কেহো দেখিতে না পাএ ॥৫৪৫৬॥
পুত্র পাইয়া বাপ মাএ জত স্নেহ করিল।
মাতা পিতা মৈলে কেহো সঙ্গে নাহি গেল ॥৫৪৫৭॥
জত জত মোহ করি তত সোক বাড়ে।
পুত্র সোকে ধন সোকে লোক প্রান ছাড়ে ॥৫৪৫৮॥
মোহ হৈতে আপনার বুদ্ধি বল ক্ষয়।
আপনাকে ধিক কেহো কার মিত্র নয় ॥৫৪৫৯॥
গৃহ পুত্র কলত্র বিসয় মোহ জাল।
ইহাতে মজিলে সোক বাড়এ বিসাল ॥৫৪৬০॥
মনে গুনি জাগহ তেজহ মায়া বন্ধ।
পাইবে পরম ব্রহ্ম অতুল আনন্দ ॥৫৪৬১॥

কাম জিনিবারে স্থন আমার উপাএ।
বিবেক করিয়া বস্থ (?) আছেএ সভাএ ॥৫৪৬২॥
মহাদেব কৈল ভস্ম কাম আছে কাএ।
চিত্তের বিকার করি আপনা বাড়াএ ॥৫৪৬৩॥
মাংস রক্ত পুজ মেধ একত্র করিয়া।
চামে ঢাকীল গোসাঞি স্ত্রীমায়া পুজিয়া ॥৫৪৬৪॥
অমেধ্য সত্রস বস্তু তাহা নাহি গুনি।
স্ত্রির সে কাম তত্বে ভূলে মহামুনি ॥৫৪৬৫॥
দরসনে সুখ দেই মায়াময় নারি।
সঙ্গমে সরির লেই দুঃখ মাত্র ধরি ॥৫৪৬৬॥*
পরিনামে দুঃখ ভার নারি হৈতে জান।
কামরস অথগুরস কর অনুমান ॥৫৪৬৭॥
কোপ হৈতে হয় জপ তপের বিনাস।
ক্ষেমাকরি আছে বস্তু তাহা করহ প্রকাস ॥৫৪৬৮॥
কোপ হৈতে অনেক পাপ ভূঞ্জে সর্ব্বজনে।
ব্রহ্মবধ স্ত্রীবধ গোবধ ঘটনে ॥৫৪৬৯॥
গুরুগর্ব্বিতে মন্দ বলি আবেভার।
কোপ হৈতে লোক সব বলে ছারখার ॥৫৪৭০॥
সভাকার এক আত্মা ভিন্ন না মানিহ।
পর আত্মাএ নিজ আত্মাএ বেথা নাহি দিহ ॥৫৪৭১॥
আত্মাপরি[১] জাএ হএ নরকে গমন।
ইহা জানি করিহ ক্রোধ সম্মরণ[২] ॥৫৪৭২॥
ক্ষেমা ধরিহ চিত্তে ক্রোধ ঘুচাইয়া।
সুখে থাকীবে উদ্ধব সংসার জিনিয়া ॥৫৪৭৩॥
সত্ব রজ তম তিন গুনের সংসার।
তিন গুনে মায়া উদ্ধব প্রকৃতি সভার ॥৫৪৭৪॥

* ৫৪৬৬-৫৪৬৮ সংখ্যক পদগুলি (ঘ) পুথিতে নাই।

১ পীড়াৰ (খ). (ঘ) ২ পালন (খ) ; সম্বরণ (গ.

সভাকে ভূঞ্জাই আমি জেন কাষ্ট জন্ত্র।
নির্ম্মেপ নির্গুন আমি কহিল মুল মন্ত্র ॥৫৪৭৫॥
একআত্মা সভাকার ভিন্ন কেহো নহে।
নিজ নিজ মায়া বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেহে ॥৫৪৭৬॥
উদ্ধবেরে গোসাঞি বুঝাইল জোগবানি।
সিদ্ধি জোগ কহি ইবে সুনহ কাহিনি ॥৫৪৭৭॥
অষ্টাঙ্গে জোগের জোগি জত সিদ্ধিগনে।
তাহা জে কহিএ উদ্ধব সুন এক মনে ॥৫৪৭৮॥
জপিলে অময়াসন আর প্রনামে।
সত্যাহার ধ্যান ধারনা সমাধি অষ্ট নামে ॥৫৪৭৯॥
প্রথমে বলিএ জপ নিয়ম বেবস্থা।
তাহা মন দিয়া ছাড়ি ভয় ভব বেথা ॥৫৪৮০॥
সন্তোস তিতিক্ষা ক্ষেমা দয়া দান।
স্বহৃদয় করিহ না করিহ বুদ্ধিমান ॥৫৪৮১॥
সর্ব্বভূতে সমভাব বলিহ সত্যবানি।
আমাকে সুদ্রঢ় ভক্তি রাখিয় চিত্তে বানি ॥৫৪৮২॥
মদন অহঙ্কার ছাড়িহ মাস্চ।
পরদার পরহিংসা পরধন চৌর্য্য ॥৫৪৮৩॥
অনিত্তে সুন্য মন্দ কঠোর বচন।
মিথ্যা বাক্য পরনিন্দা বিপৃয় কথন ॥৫৪৮৪॥
অনাচার[১] না করিহ তেজিহ দুর্বিনয়[১]।
কার মন্দ না করিহ সভাএ বিনয় ॥৫৪৮৫॥
সাধু জনে সঙ্গ করি মন স্থির কর।
নানা তির্থ ভ্রমি কর সুদ্ধ কলেবর ॥৫৪৮৬॥
সটকাল তৃকাল চান্দ্রায়ন ব্রত বিধি।
উপবাসে ফলাহারে জলাহারে সুদ্ধি ॥৫৪৮৭॥

১-১ প্রতারণা না করিহ তেজিও অন্যায় (ঘ)

বিবধ প্রকারে মন করহ সঞ্জাত।
পদ্মাসন সস্তিক আসন বিধিমত।৫৪৮৮॥ *
আসন করিতে পার জার জেন মত।
সুদ্রঢ় করিয়া মন কর উপগত ॥৫৪৮৯॥
ইন্দ্রিএ নিবার মন তাহে হবে স্থির।
সমকটি দেস করি সমান সরির ॥৫৪৯০॥
প্রনামে প্রকাস করি দেহ কর সুদ্ধি।
আকাশ গমন হএ অষ্ট মহাসিদ্ধি ॥৫৪৯১॥
চির পরমাউ হএ সর্ব্ব পাপ হরে।
স্বরা মির্ত্তু জিনিলেই[১] ইস্বরে প্রনাম করে[১] ॥৫৪৯২॥
স্বরিরের মধ্যে আছে সত সংক্ষ নাড়ি।
জেন ঘর রাখিবারে বাতায় বান্ধে দড়ি।৫৪৯৩॥
তাহার প্রধান আছে সুসর্ম্মা নামে নাড়ি।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা আছে দুই তাহা বেড়ি ॥৫৪৯৪॥ †
পিঙ্গলা দক্ষিনে বামে ইঙ্গলা আছএ।
সেই দুই পথে বাউ গতাগতি হএ ॥৫৪৯৫॥
সুসম্মা ভিতরে আছে চিত্রা নামে নাড়ি।
অতি সুদ্ধ রূপ সেই মুল তন্ত্র বেড়ি ॥৫৪৯৬॥

* ৫৪৮৮-৫৪৯১ সংখ্যক পদগুলি (ঘ) পুথিতে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে নিম্নোক্ত তিনটি পদ দৃষ্ট হয়—

নানাবিধ তপস্যায় মন কর বশ।
আমার ভাবনায় তুমি গোঙাও দিবস।
অত্যাহার না করিহ না করিহ অনাহার।
পদ্মাসন সস্তীক আসন না কর ব্যবহার।
সুদৃঢ় করিয়া শুন মন কর শুদ্ধি।
আকাশ গমন হয় অষ্ট মহাসিদ্ধি।

১-১ হরে সেই লীলা সহকারে (ঘ)

† (ঘ) পুথিতে ৫৪৯৪-৫৪৯৬ সংখ্যক পদগুলির স্থলে নিম্নোক্ত পদটি মাত্র দৃষ্ট হয়—

তাহার প্রধান আছে সুসম্মা নামে।
অতি সুলক্ষণ সেই মুল তত্ত্ব সনে।

ত্রিবলি[১] হইতে সেই ব্রহ্ম রন্ধ্র পাএ।
সুদ্রঢ় হইয়া চক্র তাহাতে রহাএ[১] ॥৫৪৯৭॥
দ্বাদস অঙ্গুল পথ পবনের চার।
দেহেতে মেলাএ তাএ অভ্যাস আপার ॥৫৪৯৮॥
পুরক কুম্ভে পুরে রেচে বেচে প্রকারে।
তেনমতে[২] অভ্যাস করএ বারে বারে[২] ॥৫৪৯৯॥
পুরকে পুরএ বাউ নাসিকার পথে।
গুহ্যকে বান্ধিল তার সরিয়া তাহাতে ॥৫৫০০॥*
অল্পে[৩] অল্পে বাউ তবে অধে চালাইব।
তেনমতে অভ্যাস প্রনাম হইব[৩] ॥৫৫০১॥
অভ্যাসের জোগবস করিয়া পবন।
ছয় চক্র ভেদি তবে করাবে গমন ॥৫৫০২॥
সুসর্ম্মার[৪] মধ্যে আছে সুতিঅ ত্রিবলি।
পবন আহার আছে নিদ্রাএ কুণ্ডলি[৪] ॥৫৫০৩॥
দ্বার বন্দিয়া আছে কুণ্ডলি আকার।
মুখখান বাহির করে পবন আহার ॥৫৫০৪॥

১-১ ত্রিবেণী হইতে সেই ব্রহ্ম চক্র পথে।
সুজ্ঞাত হইয়া চক্ষুর আরতে। (খ)

২-২ হেনমতে কত আর নাড়ি চিত্রকার (গ)

* ৫৫০০ সংখ্যক পদটি (ঘ) পুথিতে নাই। নিম্নোক্ত পদগুলিও এই স্থলে অতিরিক্ত দৃষ্ট হয়—
ইঙ্গলা পিঙ্গলা তাহে দোঁহে আছে বেড়ি।
পিঙ্গলার দক্ষিণে বসি ইঙ্গলা আছড়ি।
সেই পথে গতাগতি বায়ু সবাকার।
সুষম্না নামে বায়ু বহে বার বার।
পুরকে পুরিব বায়ু নাসিকার পথে।
কুম্ভকে দ্বার বান্ধি বান্ধিব তাহাকে।

৩-৩ অল্পে অল্পে তেনমতে বায়ু নিশ্বাসিব।
হেনমতে প্রাণায়াম নিত্য অভ্যাসিব। (ঘ)

৪-৪ সুষম্না নামে যেক আছে যুড়িয়া ত্রিবেণী।
পবন আহারে নিদ্রা যায় কুণ্ডলিনী। (খ)

দুই কান দুই চক্ষু করন জুগল।
বদন উপস্থ গুহ্য নবদ্বারে ঘর ॥৫৫০৫॥
বন্দিল প্রসস্ত গুহ্য আসন প্রবন্ধে।
দুই হাথে জোগ উর্দ্ধে সাত দ্বার রুন্ধে ।৫৫০৬॥
সব দ্বার নিরুদ্ধি অভ্যাসে বা জাগ।
আকুঞ্চের হএ বাউ তৃবলির ভোগ ॥৫৫০৭॥
পবনে প্রবল সিদ্ধি হুঙ্কারে জানিব।
তবে সে সাপিনি মুখ বিমুখ করিব ।৫৫০৮॥
ক্রমে ক্রমে সাপিনি ব্রহ্মদেসে নিব।
তথা হৈতে অমৃতে সরির সিঞ্চিব ।৫৫০৯॥
হেনমতে অভ্যাসে পবন করি বসে।
সটচক্র ভেদি কর ব্রহ্ম পরকাসে ॥৫৫১০॥
প্রথমে আসার[১] নামে আছে চারি দল।
তার[২] তেজ জেন তপ্ত কাঞ্চন নির্ম্মল[২] ॥৫৫১১॥
তাহাকে সেবিলে সব দুর্গতি বিনাসে।
দসদল চক্র আর তার উর্দ্ধে বস্থে ॥৫৫১২॥
তরুন আদিত্য বর্ম্ন নাম সলিপুরে।
তাহাকে ভেদিলে জানি সকল সংসারে ।৫৫১৩॥
তার উর্দ্ধ হৃদএদল দ্বাদস চক্র বৈসে।
প্রচণ্ড[৩] প্রতাপ জেন সরির প্রকাসে[৩] ।৫৫১৪॥
তাহার প্রকাসি ব্রহ্ম জ্ঞান উপজিব।
তার উর্দ্ধে ভানুদেসে চক্র প্রকাসিব ।৫৫১৫॥
সোলদল বিশুদ্ধ নাম বিদ্যুত দীপতি।
তার ভেদে পাএ নর ব্রহ্মেতে মুকতি ৫৫১৬॥

১ আধার (খ), (গ)
২-২ আজ্ঞা নাম বর্ণ তার মৌক্তিক নির্ম্মল (খ)
অধিষ্ঠান নাম বর্ণ মাণিক গঠন (গ)
৩-৩ অনাহত নাম বর্ণ করিয়া প্রকাশে (খ)

তার উর্দ্ধে ভ্রূহি মধ্যে চক্র দুইদল।
আজ্ঞ নামে বর্ণ তার মৌক্তিক নিকল ॥৫৫১৭॥
তাহাকে ভেদিলে হএ ব্রহ্ম নির্ম্মল।
ব্রহ্মদেসে পাএ তবে সহস্রেক দল ।৫৫১৮॥
অধোমুখে থাকে তারে উর্দ্ধমুখ করি।
তাহার প্রসাদে সুধাময় বৃষ্টি[1] করি[1] ।৫৫১৯॥
তবে সে আনন্দময় সাগরে মজ্জিব।
জন্ম মির্ত্যু জরা রোগ দোসকে তেজিব ॥৫৫২০॥
হেন মতে নিস্বাস বাউ স্থিরির বাহিয়া।
চিরকাল জিএ জোগি মরন জিনিএগ ॥৫৫২১॥
দির্ব্বাজ্ঞান[2] দির্ব্যদিষ্টী ধরে দিব্যগতি[3] ।
নিশ্চয়[3] করিব মন ইন্দ্রিয় বিভক্তি[3] ।৫৫২২॥
স্রবনেতে না সুনে নয়ানে না দেখে।
নাসিকা নালএ গন্ধ জিহ্বা নাহি ভখে ॥৫৫২৩॥ *
পরস না লএ চর্ম্ম সর্ব্ব সমান।
সরূপে লভিল স্বরূপ পাইল ব্রহ্মজ্ঞান ॥৫৫২৫॥ †

১-১ ব্রহ্মচারি (গ)
২-২ অধিষ্ঠান দৈব দৃষ্টি ধরে প্রকৃতি (খ)
৩-৩ প্রাণায়াম বাউ বলে ব্রহ্ম উৎপতি (খ)
প্রাণায়ামে কাড়ে সব ধরে দিব্যমুর্ত্তি (খ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

প্রাণয়ামে মন বল উদ্ধত করিয়া।
প্রত্যাহার মন দেহ ইন্দ্রিয় ত্যাজিয়া॥
অতএব ধণ্ডাইব বিষয়ের গতি;
নিশ্চয় করিব মন ইন্দ্রিয় মুকতি॥

† ৫৫২৪-৫৫২৫ সংখ্যক পদগুলি (খ) পুথিতে নাই। তাহার স্থলে নিম্নোক্ত পদগুলি অতিরিক্ত দৃষ্ট হয় –

পবন আলয়ে কর্ম্ম সর্ব্বত্র বিভাগে।
প্রত্যাহার বিষয়ের মনের বিয়োগে॥

ব্রহ্মপরকাসে আত্মা আপনি ধেআব।
ব্রহ্মপরকাসে বিষ্ণু সাক্ষাত হইব ॥৫৫২৫॥
চারি দিগে রত্ন[১] মধ্যে রত্ন সিংহাসন।
তথাই চিন্তিব রূপ কমললোচন ॥৫৫২৬॥
অতুল পরম ব্রহ্ম ধেআইতে নারি।
চতুর্ভূজরূপ আমা চিন্তহ শ্রীহরি ॥৫৫২৭॥
নির্ম্লেপ নির্গুন আমি আনন্দসরূপ।
ভক্তলাগি[২] দেহধরি পরম কৌতুক[২] ॥৫৫২৮॥
সুর্য্য কোটি প্রকাশ বিমল স্যাম কান্তি।
সজল জলদছটা নিলোতপল পাঁতি ॥৫৫২৯॥ *
বদনকমল চন্দ্রমণ্ডল বিচিত্র।
পদ্মদল আভাবৎ সত রক্ত নেত্র ॥৫৫৩০॥ †
নানা রত্নে বিচিত্র কিরিট সোভে সিরে।
মানিক অঙ্গদ বলয়া সোভে করে ॥৫৫৩১॥
দুই কর্ন্নে অভরন মকর কুণ্ডল।
গলাএ কৌস্তুভমুনি করে ঝলমল ॥৫৫৩২॥ ‡

কর্ণিকার মধ্যে তবে দৃষ্টি নিবেশিয়া।
নানা প্রকারেতে মন সুস্থির করিয়া॥
এক ভাবে মন করি নিশ্চল হইব।
হৃদয় মনেতে তবে আনন্দ হইব॥
অধোমুখে শুদ্ধিতে হৃদয়ে পদ্ম থাকে।
প্রাণায়ামে তাহাকে করিব ঊর্ধ্বমুখে॥
হৃদয়ের তেজে পদ্ম প্রকাশ হইব।
তার মধ্যে কর্ণিকায় আপনি বিরাব॥

১ অগ্নি (খ)   ২-২ কথা দুই ভক্ত জনে করি আমি রূপ (খ)

* এই পংক্তিটি (খ) পুথিতে নাই।

† এই পংক্তিটি (খ) পুথিতে নাই।

‡ ৫৫৩২-৫৫৩৪ পদগুলি (খ) পুথিতে নাই।

পিতবাস পরিধান দুপাএ নপুর।
মাথাএ মউর পুৎস সোভেত প্রচুর ॥৫৫৩৩॥
বিমল মুকুতা সোভে নাসাএ নাকচোনা।
সাক্ষাতে উদ্ধব দেখ রাখহ ভাবনা ॥৫৫৩৪॥
চন্দ্রের কীরন সব দসন প্রকাস।
বিম্ব জিনি[1] অধর তাহে[1] মন্দ মন্দ হাস ॥৫৫৩৫॥
কম্বু কণ্ঠে সোভে হার করএ দিপতি।
হৃদএ শ্রীবৎস চিহ্ন লর্ল্লাটে উদ্ধগতি ॥৫৫৩৬॥*
আজানু লম্বিত বাহু সাজে বনমালা।
বিচিত্র ভ্রমর পাঁতি তাহে করে খেলা ॥৫৫৩৭॥
চারি ভুজ মৃণাল কমলকরতর।
অঙ্গদ বলয়া দেখ[2] অঙ্গুরি নিকর[2] ॥৫৫৩৮॥
নানা[3] অভরন[3] পিত বসন ভূসিত।
মেঘেতে[4] অলকা পাঁতি[4] উজ্জল তড়িত ॥৫৫৩৯॥
সঙ্খচক্রগদাপদ্ম চারি ভূজ সোভে।
ব্রহ্মাণ্ড[5] তপতি মোর নাভি দেসে রহে[5] ॥৫৫৪০॥
কটি সুত্রে মেখলা ললিত কটি দেসে।
পিতবাস আৎসাদন মোহন বিসেসে ॥৫৫৪১॥
চরনকমলে[6] চারু নখ মনিগন[6]।
ব্রহ্মা আদি দেবতার মস্তক ভূষন ॥৫৫৪২॥

১-১ ক্ষীরোদের ফণা যেন (ঘ)

* ৫৫৩৬-৫৫৩৭ সংখ্যক পদ দুইটি (ঘ) পুথিতে নাই।

২-২ আদি অতি মনোহর (ঘ)

৩-৩ মুকুতার হার (ঘ)

৪-৪ মেঘে বক পাঁতি যেন (ঘ)

৫-৫ ব্রহ্মার উৎপত্তি মোর নাভি পদ্ম রহে (খ)
ব্রহ্মার উৎপত্তি স্থান মনোহর মতে (ঘ)

৬-৬ পরশে কমলোদ্ভব ন মুনিগণ (ঘ)

কনক চম্পক দাম বামে লক্ষ্মি দেবি।
দুর্ব্বাদল শ্যামকান্তি দক্ষিনে পৃথুবি ॥৫৫৪৩॥*
হেনমতে আমারে[১] করিয়া ধ্যানএ[১]।
সর্ব্বদা দেখিবে আপন[২] হৃদএ ॥৫৫৪৪॥
আর[৩] কোথা না জাইব মন দ্রঢ় করি।
ভাবনাতে নিশ্চয় পাইবেত মোরি[৩] ॥৫৫৪৫॥
ভাবনাতে[৪] অঙ্গ মোর দেখিবে একে একে।
ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবে পরতেকে[৪] ॥৫৫৪৬॥
পদতল হইতে মন[৫] সর্ব্বাঙ্গ খুজি[৫]।
গোসাঞের হাস্যেতে[৬] মন গিয়া মজি ॥৫৫৪৭॥
সুধাকর বিমল সমান তাঁর হাস।
ভাবিতে ভাবিতে হএ আনন্দ প্রকাস ॥৫৫৪৮॥†
খিরদমথনে জেন অমৃত উঠিল।
হাস্যামৃত হৈতে তেন জ্ঞান উপজিল ॥৫৫৪৯॥
আনন্দ সাগরে জোগি করে জোগ খেলা।
ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে ড়ুবে বৃক্ষ সঙ্গে মেলা ॥৫৫৫০॥

---

* (ঘ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

ধ্যানাকৃষ্ট মুনিগণ সনকাদি পৃষ্ঠে।
সম্মুখে গরুড় স্তুতি করে করপুটে।
চতুর্ভুজ সব যত পরিষদগণ।
স্তুতি শোভা করে গোসাঞী পদনিরীক্ষণ।

১-১ আমা যদি ধ্যান করি লয় (ঘ) ২ মোর অন্তরে (ঘ)

৩-৩ অন্যেরে না যাবে মোর রহিব দৃষ্টিপাতে।
ভাবনা করি যে মন নিশ্চয় তাহাতে। (ঘ)

৪-৪ সন্তরিয়া সকল অঙ্গ দেখ একে একে।
যা দেখ তা দেখ মন অন্য নাহি দেখে। (ঘ)

৫-৫ একে একে অঙ্গ ত্যাজি (ঘ) ৬ হাস্য চন্দ্রে (ঘ)

† এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।

ভাবিতে ভাবিতে হৈল লোমাঞ্চ সরির।
ক্ষেনে হাসে ক্ষেনে কান্দে নয়ানে পড়ে নির ॥৫৫৫১॥
ঢাকঢোল মহাসব্দ করে তার কানে।
ব্রহ্মাতে মজায়া মন কিছুই না জানে ॥৫৫৫২॥
রম্ভাসন্ধ্যা[১] আলিঙ্গন জবে দেই তারে।
ভুলাইতে নারে তারে দেই অধিকারে[১] ॥৫৫৫৩॥
নানা[২] নৃত্যগিত[২] তার করএ সম্মুখে।
এক দৃষ্ট ব্রহ্মে[৩] তার[৩] কিছু নাহি দেখে ॥৫৫৫৪॥
নানা রস ভক্ষ বস্তু সম্মুখে লৈয়া পুরে।
নাহি বুঝে ভেদ কীবা তিক্ত মধুরে ॥৫৫৫৫॥
পারিজাত সুগন্ধি কীবা দুর্গন্ধি ঘসে নাকে।
ভাল মন্দ জ্ঞান নাহি ব্রহ্মরসে থাকে ॥৫৫৫৬॥
/হেন মতে ইন্দ্রিয় সকল করি বস।
পরম সমাধি থাকে লৈয়া ব্রহ্মরস ॥৫৫৫৭॥
উম্মত্ত বধির কীবা বৃক্ষবত হইয়া।
নানা স্থানে থাকে জোগে ব্রহ্মে মন দিয়া ॥৫৫৫৮॥
উদ্ধবে কহিল তবে সব জোগ কথা।
জোগ পথে মন দিয়া ছাড় সব বেথা ॥৫৫৫৯॥
এ সব পরম তত্ব ধর দৃঢ় মতে।
কহিয় অর্জ্জুনকে আর ভক্ত অনুগতে ॥৫৫৬০॥
না কহিয় পাসণ্ডিকে জে বেদ নিন্দা করে।
অভক্ত[৪] দুর্জ্জন জেই আচার না ধরে[৪] ॥৫৫৬১॥
কহিয় সদত জেই থাকএ আমাতে।
সুনাইহ কহিয় লোকে আমার চরিতে ॥৫৫৬২॥

১-১ স্বর্গবেশ্যা আসি আলিঙ্গন দেই তারে।
তথাপি নাহিক ভাব সমভাব অধিকারে॥ (খ)

২-২ নানা বাদ্য কৌতুক। (খ) ৩-৩ ব্রহ্ম তত্বে (খ)

৪-৪ আসক্ত দুর্জ্জন যেই আমা পরিহরে (খ)

তবে আমার পদ পাবে নাহিক বিস্ময়।
বলিহ উদ্ধব তুমি আমার নিলয় ॥৫৫৬৩॥
এত বলি বিদায় দিয়াত উদ্ধবেরে।
চলিলা গোসাঞি তবে নিজ অভ্যন্তরে ॥৫৫৬৪॥
এতেক গোসাঞের বোল সুনিয়া উদ্ধব।
গৃহ পুত্র পরিবার ছাড়িল বৈভব ॥৫৫৬৫॥
জত দিন গোসাঞি থাকিব দ্বারিকাতে।
এই চিত্তে করি উদ্ধব থাকিলা তথাতে ॥৫৫৬৬॥
এক মনে সুন নর শ্রীমুখের বানি।
গুনরাজ খান বলে বন্দিয়া চক্রপানি ॥৫৫৬৭॥*

কেদার রাগ ॥

নানা সুখে বাড়ে গোসাঞের বংস তোথা।
সর্গে হৈতে পারিজাত আরোপিল জোথা ॥৫৫৬৮॥
দেব দানবের রাজ্যে জত রত্ন ছিল।
সকল আনিঞা গোসাঞি দ্বারকা পুরিল ॥৫৫৬৯॥
অকালে মরন নাহি চিন্তা ভয় সোক।
গোবিন্দ চরন সেবি আছে সব লোক ॥৫৫৭০॥
দ্বারিকার মহিমা কহিব কোন জন।
অবতার কৈল তথা দেব নারায়ন ॥৫৫৭১॥†
গোসাঞের পুত্র পৌত্র জতেক কুমারে।
কোন জন আছে তারে গনিবারে পারে ॥৫৫৭২॥
কুমার পড়াইতে আইলা জতেক ব্রাহ্মন।
তিন কোটি আসি লক্ষ তাহার গনন ॥৫৫৭৩॥
নিতি নিতি সুখে তথা বাড়এ কুমারে।
বিক্রমে বিসাল বড় পরাক্রম ধরে ॥৫৫৭৪॥

---

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই। † এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

অক্ষয় অব্যয় হৈল দ্বারিকার লোক।
না জানিল জরা মির্ত্তু না জানিল সোক ॥৫৫৭৫॥*
হেন মতে বঞ্চে লোক দ্বারিকা নগরে।
পঞ্চবিংসতিধিক সতেক বৎসরে ॥৫৫৭৬॥
সুন সুন অহে নর কৃষ্ণ অবতার।
হেলাএ তরিবে জদি এ ভব সংসার ॥৫৫৭৭॥†
ভক্ত অনুকম্পাস্তে গোসাঞি দেব নারায়ন।
ধরিলা মানুস তনু ব্রহ্ম সনাতন ॥৫৫৭৮॥
সর্ব্ব ব্যাপিত নির্গুন পুরুস নিরাকার।
লোক নিস্তারিতে গোসাঞি করিলা অবতার ॥৫৫৭৯॥
হেনমতে গোসাঞি দ্বারিকাতে বৈসে।
অক্ষয় অব্যয় জদুবংস তথা দেখে ॥৫৫৮০॥
পৃথুবির হরিতে ভার আসি কৈল জর্ম্ম।
মারিয়া সকল দুষ্ট কৈল কোন কর্ম্ম ॥৫৫৮১
তবু না টুটিল কীছু সংসারের ভার।
জদুবংস হইতে ভর হইল অপার ॥৫৫৮২॥
দেবগন আসি মোরে কৈল নিবেদন।
তাহা মনে সোঙরিল দেব নারায়ন ॥৫৫৮৩॥
আমার প্রতাপে লোক না পারে মারিতে।
অনিবারে জদুবংস বাড়ে নিতে নিতে ॥৫৫৮৪॥
এত বলি ব্রহ্মসাঁপ তবে লক্ষ কৈল।
জদুবংস মারিবারে গোসাঞি চিন্তিল ॥৫৫৮৫॥
ব্রহ্মসাঁপ ঘুচাবারে প্রভু জবে পারে।
তবু না ঘুচাল্য প্রভু লোক বুঝাবারে ॥৫৫৮৬॥
সরির সুস্থির নহে অবস্য বিনাস।
ব্রহ্মসাঁপ না ঘুচাইল করিল বিকাস ॥৫৫৮৭॥

---

* এই পদটি (প) পুথিতে নাই। † এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।

হেনকালে উৎপাত দেখিয়া সর্ব্বলোক।
চিন্তাএ বাড়িল হিংসা দুঃখ ভএ সোক ॥৫৫৮৮॥
অকালে গরাসে রাহু চন্দ্র দিবাকর।
ভূভ্রিকম্প হএ তবে দ্বারিকা নগর ॥৫৫৮৯॥
উল্কাপাত সত সত আকাসে হইল।
নির্ঘাত সবদে কর্ন্নে তালি সে লাগিল ॥৫৫৯০॥
আকাসেতে ধূমকেতু গ্রহ গ্রহ[১] রূন[১]।
সর্ব্বক্ষন ঘোমাইল দ্বারিকার জন ॥৫৫৯১॥
কাষ্ট সিলা নির্ম্মিত দেবত প্রতিমা বিদরে।
কপোত পেচক পড়ে পৃতি ঘরে ঘরে ॥৫৫৯২॥
কুকুর কান্দএ সিবা উল্কা মুখে ধাএ।
চতুষ্পথে দেবতা বসি কান্দে উভরাএ ॥৫৫৯৩॥
হস্তি[২] ঘোড়া না দেখে পথ নয়ানে অশ্রু পড়ে।
বিপরিত বর্ন্নে নারি ভূম্যে গড়ি পড়ে[২] ॥৫৫৯৪॥
হেন মতে উৎপাত তথাই হইল।
দ্বারিকা নগর জলে টল বল হইল ॥৫৫৯৫॥
তা দেখি উদ্ধব চিন্তে গোবিন্দ চরন।
গৃহ পুত্র ছাড়িয়া চলিলা তপোবন ॥৫৫৯৬॥
জত জত ছিল আর বৈষ্ণব ভকতে।
গোসাঞি চিন্তিয়া সভে চলে সেই পথে ॥৫৫৯৭॥
এক দিন গোসাঞি ক্রপা[৩] করি[৩] বৈল।
কোন[৪] অরিষ্ট[৪] হেতু উতপাত হইল ॥৫৫৯৮॥
সভে চল জাই প্রভাস তির্থবরে।
স্নানদান করিয়া করিব প্রতিকারে ॥৫৫৯৯॥

১-১ গ্রহের হরণ (খ); গ্রহে গ্রহে বল (ঘ)
২-২ সঘনে লোচনে হয় জলপাতে।
বিক্রিত ভূষণা নারী বুলে পথে পথে। (ঘ)
৩-৩ কপট করি (খ); কপটে বলিল (ঘ) ৪-৪ বড়ই অনিষ্ট (ঘ)

বৃদ্ধ বাপ মাতা আর উগ্রসেন রাজা।
দ্বারিকাতে রাখি গেলা সকল পরজা ॥৫৬০০॥
এত আজ্ঞা সভারে করিলা নারায়ন।
তবে গেলা বসুদেব দৈবকী ভূবন ॥৫৬০১॥*
সভাকারে[১] নিভৃতে বুঝাইল বানি।
নারদ কহিল পুর্ব্বে জে সব কাহিনি[১] ॥৫৬০২॥
সে সব বচন জত মনেতে করিয়া।
ছাড়হ সংসার সুখ ব্রহ্মে মন দিয়া ॥৫৬০৩
আমি নহি তনয় তুমি নহ পিতা।
জেই[২] জে কর্ম্ম করে সেই ভূঞ্জে তথা[২] ॥৫৬০৪॥
কেহ কার বস নএ সংসার অস্থির।
ব্রহ্মমাত্র হএ সেই একোই[৩] সরির ॥৫৬০৫॥
কহিতে[৪] এড়াইতে নারে কোন জনা।
আত্মার প্রকাস পাএ করিতে ভাবনা[৪] ॥৫৬০৬॥
জাবত[৫] কুমতি হৈয়া[৫] ব্রহ্ম নাহি ভজে।
তাহা[৬] পাইলে আর স্থানে মন নাহি মজে[৬] ॥৫৬০৭॥
জন্ম হৈলে মৃর্ত্যু কভূ খণ্ডন না জাএ।
মিথ্যা সোক করে লোক গোসাঞির মায়াএ ॥৫৬০৮॥ †

---

* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই।

১-১ দোঁহারে প্রবোধ কৈল কহি তত্ত্ববাণী।
নারদ কহিল মোরে এই কথা শুনি॥ (ঘ)

২-২ যার যেই কর্ম্মফল হবে তার তথা (ঘ)

৩ একয় (খ), (ঘ)

৪-৪ দেখাইতে শুনাইতে তারে নারে কোন জনা।
আপনি প্রকাশ পায় করিতে ভাবনা॥ (ঘ)

৫-৫ দুঃখিত হয়ে রবে (ঘ)

৬-৬ তাহা তজি আন ঠাঞী মন নাহি মজে (ঘ)

† ৫৬০৮-৫৬০৯ সংখ্যক পদ দুইটি (ঘ) পুথিতে নাই।

জ্ঞান হেন বস্তু আছে জাহার সরিরে।
জার সোক নাহি করে সেইত সুস্থিরে ॥৫৬০৯॥)
আমরা প্রভাস জাই কর সন্নিধান।
ব্রহ্ম চিত্তে রাখিয় সভে হৈয়া সাবধান ॥৫৬১০॥
(ব্রহ্মবিনে কীছু নহে ব্রহ্ম কর সার।
ব্রহ্ম চিত্তে দ্রঢ় হৈলে পাইবে নিস্তার ॥৫৬১১॥ *)
বাপমাএ প্রনাম করিয়া গদাধর।
দারুকেরে বৈল রথ সাজাহ সত্বর ৫৬১২॥
উগ্রসেন রাজাকে রার্য্য সমর্পিয়া।
প্রভাস জাইতে প্রভূ জাত্রা সে করিয়া ॥৫৬১৩॥
বলভদ্র স্থানে গিয়া কৈল অনুমানে।
ভারাবতারনে জথ কৈল দুইজনে ॥৫৬১৪॥
পৃথুবির ভার হরি অসুর মারিল।
তাহাকে অধিক জদুবংস ভার হৈল ॥৫৬১৫॥
আমা দুহাঁর প্রভাবে অক্ষয় জদুকুল।
দিনে দিনে বাড়িআ সে হইল বিপুল ॥৫৬১৬॥
পৃথুবিতে জনমিএগ আর কোন কাজ।
উপাএ করিয়া মারি জদুবংস আজ ॥৫৬১৭॥
দুই ভাই নিভৃতে করিল অনুমানে।
রথে চড়ি প্রভাসেতে করিলা গমনে ॥৫৬১৮॥
তার পাছে চলিলা সকল জদুগনে।
দ্বারিকাএ রহিলা মাত্র সব নারিগনে ॥৫৬১৯॥
সত্বরে পাইল গিয়া প্রভাস তির্থবরে।
জার জে বিধান স্নান কৃয়া করে ॥৫৬২০॥

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

মধুপানে[১] রত হৈয়া সকল কুমারে।
মায়াএ আৎসন্ন মন হইল সভারে[১] ।৫৬২১॥
অন্য অন্যে সভাকার ভেদ উপজিল।
মধুপানে মত্ত হৈয়া বচসা কইল ॥৫৬২২॥
কার কেহ নাহি সহে সভে বলে মন্দ।
ঠেলাঠেলি মারামারি হৈল[২] বড় দন্দ[২] ॥৫৬২৩॥
কুমারে কুমারে জুদ্ধ হৈল অতিসয়।
মারামারি করিতে সব অস্ত্র হৈল ক্ষয় ।৫৬২৪॥
ব্রহ্ম সাঁপে মুসল হানিল জেই ঠাঞি।
মোহা[৩] জুর্দ্ধ ঘোরতর হইল তথাই[৩] ।৫৬২৫॥
অস্ত্র ক্ষয় গেল তবে সব জদুগনে।
অন্য অন্যে বিবাদ করি ছাড়িল জিবনে।৫৬২৬॥
প্রদ্যুম্ন কুমার আর সাম্বু আদি বির।
কৃতব্রহ্মা গদ সবে হইলা অস্থির ॥৫৬২৭॥
মোক্ষ মোক্ষ গন তবে কুবুদ্ধি করিয়া।
গোসাঞেরে মারিতে জাএ নানা অস্ত্র লৈয়া ॥৫৬২৮॥
গোসাঞের মায়াতে কোন জন হব স্থির।
অস্ত্রবৃষ্টি কৈল তবে গোবিন্দ সরির।৫৬২৯॥
জর্জ্জর হইয়া গোসাঞি নানা অস্ত্র ঘাএ।
তা সভা মারিতে গোসাঞি স্রীজিলা উপাএ ॥৫৬৩০॥ *
তা সভার সনে গোসাঞি একা কৈল রন।
এলকার বাড়িতে সভার বধিল জিবন ॥৫৬৩১॥
জবে সভে মইল তথা আর কেহো নাঞি।
দারূক সঙ্গতি করি ভ্রমিলা গোসাঞি ॥৫৬৩২॥

১-১ মধুপান করিলা তবে সবে তথা রহি।
হেনমতে গোঁসাঞী মায়া তেনমতে মোহি। (ঘ)

২-২ যুদ্ধ অদ্ভুত (ঘ)

৩-৩ উদিতুবে একাকার হইল তথাই (ঘ)

* এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।

একবৃক্ষ মুল দেখি সমুদ্রের তিরে।
জোগে বসি বলভদ্র ছাড়িল সরিরে।৫৬৩৩॥
তাঁর মুখ হৈতে এক নাগ বাহির হএ।
মহাকায় স্তক্ল বর্ম্ন দেখিল তথাএ ॥৫৬৩৪॥
সহস্রে মস্তক নাগ অনন্তের কাএ।
নানা সিধ্যাগন স্তুতি করএ তথাএ ॥৫৬৩৫।
অনন্ত[১] আকৃতি সর্প গগনে চলিল[১]।
দিব্য অভরন সব সরিরে ভূসিল ॥৫৬৩৬॥
সুর্য্য কোটি প্রকাস করিয়া মহিতলে।
দেখিতে দেখিতে প্রেবেসিল সমুদ্রের জলে ॥৫৬৩৭॥
তাহা দেখি দারুকেরে বলিলা উত্তর।
সত্বরে চলহ তুমি দ্বারিকা নগর ॥৫৬৩৮॥ *
হের জত দেখিলে জদুকুলের বিনাস।
বলভদ্র দেহ ছাড়ি[২] গেলা নিজ বাস[২] ॥৫৬৩৯॥
আমিত ছাড়িব দেহ জাব নিজপুরে।
কহিয় সকল কথা বসুদেব দৈবকীরে ॥৫৬৪০॥
আর দ্বারিকাএ আছে বন্ধুজন।
প্রবোধিয়া সভাকারে করাইহ চেতন ॥৫৬৪১॥
বসুদেব দৈবকীরে বিসেস বলিহ।
সংসারের এই দসা দুঃখ না ভাবিহ ॥৫৬৪২॥

১-১ বাসুকী প্রভৃতি সর্পগণেতে বেড়িল (খ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

সে সব দেখিয়া গোসাঞী দারুক সারথি।
ভ্রমিয়াত এক তরু তলে কৈল স্থিতি।
হেন কালে চারি অশ্ব লৈয়া সেই রথে।
বৈকুণ্ঠপুরিতে যায় মনে সেই পথে।

২-২ যোগ দিয়া করহ প্রকাশ (খ)

উৎপত্তি হইলে লোক অবশ্য মরএ।
কিছু না ভাবিহ সব আমার মায়াএ ॥৫৬৪৩॥
নারদ বচন দুহেঁ মনেতে ভাবিয়া।
তেজিহ বিসাদ দুঃখ জোগে মনদিয়া ॥৫৬৪৪॥
তাঁর ঘরে আসি করিল অবতার।
দুষ্ট মারি ঘুচাইল পৃথুবির ভার ॥৫৬৪৫॥ *
দেবগন আসি মোরে কৈল নিবেদন।
বৈকুণ্ঠ জাইতে তাঁরা করিল জতন ॥৫৬৪৬॥
দেবতার বোলেতে জাই বৈকুণ্ঠ পুরি।
তে কারনে জদুবংস সকল সংহারি ॥৫৬৪৭॥
জদুবংস হইতে হৈল পৃথুবির ভার।
সাঁপলক্ষে জদুবংস করিল সংহার ॥৫৬৪৮॥
এতেক বুঝিয়া দুহেঁ সোক না করিহ।
এই কথা কহিয়া বাপ মাকে বুঝাইহ ॥৫৬৪৯॥
তবেত অর্জ্জুন স্থানে সত্বরে জাইহ।
তারে আনি অগ্নি কার্য্য সভার করিহ ॥৫৬৫০॥
পৃথুবি ছাড়িব আমি সপ্তম[১] বাসরে।
সমুদ্রের[২] জলে পুরিব দ্বারিকা নগরে[২] ॥৫৬৫১॥
পারিজাত তরুবর জাব সর্গপুরে।
কলি কালে প্রেবেস করিব মহিতলে ॥৫৬৫২॥
এসব সকল কথা কহিয় অর্জ্জুনে।
জার জেই বিধি হএ করাইহ তখনে ॥৫৬৫৩॥
মথুরাতে রাজা করাইহ বজ্র মহাবিরে।
স্ত্রিগন লইয়া জাইহ সেই[৩] পুরে[৩] ॥৫৬৫৪॥

---

* ৫৬৪৫-৫৬৫০ পদগুলি (খ) পুথিতে নাই।

১ পঞ্চম (খ)

২-২ প্রলয় হইবে পরে দ্বারকা নগরে (খ)

৩-৩ হস্তিনা নগরে (খ)

একাজ করিয়া মনে আমাকে ভাবিয়া।
ছাড়িহ সরির তুমি জোগে মন দিয়া।৫৬৫৫॥
এতবলি দ্বারিকাএ দারুক পাঠাইল।
তনু তিয়াগিতে তরুসাখা আরোহিল॥৫৬৫৬॥
একডালে মাথা আরোপিআ আর ডালে বৈসে।
একপা বাহিরে আর পাও তরুদেসে॥৫৬৫৭॥
আত্মাতে আপনা ভাবি থাকিলা তখন।
ইসত দোলাএ তথা বাহির চরন।৫৬৫৮॥ *
হেন কালে আইলা তথা ব্যাধ জড়রা নামে।
মুসলের সেস লোহ কাঁড় জার স্থানে॥৫৬৫৯॥
ভূমিতে ভূমিতে তথা গেল আচম্বিতে।
হরিনের কর্ণ হেন চরন লোহিতে।৫৬৬০।
হরিন গেআনে ব্যাধ কাঁড় জুড়িল।
ব্রহ্মসাপে বান গিয়া চরনে বাজিল।৫৬৬১॥
হরিনের লোভে ব্যাধ সত্বরে ধাইল।
মৃগ নহে চতুর্ভূজ রূপ সে দেখিল॥৫৬৬২॥
চতুর্ভূজ রূপ দেখি নিল কলেবর।
সূর্য্য কোটি সমতেজ পিতবস্ত্র ধর॥৫৬৬৩॥
কিরিট কৌস্তুভ হার কেজুর ভূসন।
শ্রীবৎস দিপতি করে কমললোচন॥৫৬৬৪॥
সঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধরি চারি হাথে।
বনমালা বিভোসিত দেব জগন্নাথে॥৫৬৬৫॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে ব্যাধ প্রনাম করিল।
জোড় হাথে নিজ অপরাধ মাগি নিল।৫৬৬৬॥
পাপিষ্ঠ অধম আমি হরিনের আসে।
তোমা না জানিঞা গোসাঞি কৈনু বড় দোসে।৫৬৬৭॥

---

* এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।

সংসারের সার গোসাঞি সকল বিদিত।
বুঝিয়া করহ ফল জেহএ উচিত ॥৫৬৬৮॥
এত তার করুনা সুনিঞা কৃপাময়।
সুস্থ হও ব্যাধ তোর নাহি কিছু ভয় ॥৫৬৬৯॥
জোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তুমি দেখিলে এখনে।
এই হেতু পাবে তুমি উত্তম স্থানে ॥৫৬৭০॥
হেনকালে পুষ্পবৃষ্টি ব্যাধ উপরে।
রথ আনি লইয়া তারে জায় পুরন্দরে ॥৫৬৭১॥
আপনার তনু গোসাঞি তেজিলা তখনে।
জোতির্ম্ময় ব্রহ্মে প্রেবেসিলা নারায়নে ॥৫৬৭২॥
বুঝাইল সংসারে গোসাঞি জগত অস্থির।
না করহ মোহবন্ধ জেই হএ থির ॥৫৬৭৩॥
(সুনহ সকল লোক বুঝহ ভাবিয়া।
হরি বিনু কীছু নহে সব তাঁর মায়া ॥৫৬৭৪॥
সদয় হৃদয় গোসাঞি বুঝাইল সভারে।
জন্মমির্ত্তু দেখাইল ধরিয়া সরিরে ॥৫৬৭৫॥ *
এত বুঝি লোকসব ধর্ম্মে দেহ মন।)
গুনরাজ খাঁন বলে বন্দিয়া নারায়ন ॥৫৬৭৬॥

মল্লার রাগ

দারুক দেখিল তথা জদুকুল ক্ষয়।
বিসাদিত হৈয়া তবে মনেতে চিন্তয় ॥৫৬৭৭॥
জাহার কটাক্ষে সংসার[১] উদয়[১]।
ব্রহ্মসাঁপে কৈল গোসাঞি নিজ কুল ক্ষয় ॥৫৬৭৮॥
জার নামে হরে ব্রহ্মহত্যা মোহাপাপ।
তার কুল বিনাসিতে হইল ব্রহ্মসাঁপ ॥৫৬৭৯॥

---

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

১-১ সংসার উদ্ধার হয় (খ)

এতেক বুঝিল সব গোসাঞের মায়া।
সংসার অসার জেন জলবিম্ব ছায়া ॥৫৬৮০॥
জত জত সংসার তত মায়া জাল।
সকল অসার হেতু বিসাদ বিসাল ॥৫৬৮১॥
এতেক চিন্তিয়া গোসাএর আজ্ঞা মনে করি।
সত্বরে দারুক গেলা দ্বারকা নগরি ॥৫৬৮২॥
গোসাঞের পস্চাতে আমি ছাড়িব জে দেহে।
তাঁর আজ্ঞা প্রকাসিতে তনু মাত্র রহে ॥৫৬৮৩॥
দেখিল দ্বারকাপুরি অতি বিপরিত।
পুর্ব্বরূপ সোভা নাঞি অলক্ষ চরিত ॥৫৬৮৪॥
কান্দিতে কান্দিতে গিয়া উগ্রসেন স্থানে।
কহিল সকল কথা জদুকুলের বিধানে ॥৫৬৮৫॥
বুঝাইল বসুদেবে দৈবকী রোহিনি।
কহিল গোসাঞের জত উপদেস বানি ॥৫৬৮৬॥
বলদেব তনু ত্যাগ করিল জেমনে।
আমারে বিদায় দিলা দেব নারায়নে ॥৫৬৮৭॥ *
বজ্রাঘাত হেন সুনি দারুক বচন।
চিত্রের পুত্তলি হেন হৈল সর্ব্বজন ॥৫৬৮৮॥
সভার জিবন কৃষ্ণ হরিয়াত গেল।
মুর্ছিতা হইয়া সভে ভূমেতে পড়িল ॥৫৬৮৯॥
আখি মুদি পড়ে কেহো হাত আছাড়ি।
দারুকের মুখে কেহো দৃষ্টী দিয়া পড়ি ॥৫৬৯০॥
কেহো গা আছাড়ে কেহো মাথা কোড়ে।
দুই হাত কেহো কেহো বুকে ঘাউ মারে ॥৫৬৯১॥
হরিয়া চেতন কেহো গড়াগড়ি জাএ।
স্বামি নাহি কার হৈলা অনুমৃতা প্রাএ ॥৫৬৯২॥

---

* এই পদটি (ধ) পুথিতে নাই।

সত্বরে দারুক তবে চিন্তি নারায়ন।
ইন্দ্রপুরে গিয়া তবে আনিল অর্জ্জুন ॥৫৬৯৩॥
একে একে সভাকারে করিল বিধান।
জেমন আদেস জারে বইল নারায়ন ॥৫৬৯৪॥
একে একে সভাকারে তুলিয়া বসাইল।
সাস্ত্রের বিধান মত সভারে বুঝাইল ॥৫৬৯৫॥
সভা লৈয়া গেলা তবে সেই মৃত্যু স্থানে।
সভারে দাহন কৈল সাস্ত্রের বিধানে ॥৫৬৯৬॥
বল সঙ্গে অগ্নি খাএ রেবতি সুন্দরি।
অগ্নি প্রেবেসিয়া গেলা পাতাল পুরি ॥৫৬৯৭॥
রুক্মি আদি করিয়া অষ্ট মহিসি।
গোসাঞের তনু সঙ্গে অগ্নিতে প্রেবেসি ॥৫৬৯৮॥
হেনমতে সভাকার জার জেই নারি।
সভে অগ্নি প্রেবেসিল স্বামি অনুসারি ॥৫৬৯৯॥
বসুদেব দৈবকী রোহিনি তিন জনে।
অগ্নি প্রেবেসিয়া তারা তেজিল জিবনে ॥৫৭০০॥
সভাকার সংকার করিল অর্জ্জুনে।
নিত্য ক্রিয়া স্রাদ্ধ দান করিল ততক্ষনে ॥৫৭০১॥
এতসব সভাকার কর্ম্ম সমাধিয়া।
বজ্রে করাইল রাজা মথুরাকে গিয়া ॥৫৭০২॥
গোসাঞের আদেস সব দারুক পালিয়া।
তপস্থানে গেলা উরমুখ হইয়া ॥৫৭০৩॥ *
সমুদ্রের জল উঠি দ্বারকা পুরিল।
গোবিন্দের মন্দির সব জলে আৎসাদিল ॥৫৭০৪॥

---

* ৫৭০৩-৫৭০৪ সংখ্যক পদগুলি (ক) পুথিতে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে (খ) পুথিতে নিম্নের পদটি পাওয়া যায়—

গোসাঞীর মন্দির মাত্র জলে না ডুবিল।
সকল ব্যাপিয়া সব সমুদ্র রহিল।

সংসারের সার গোসাঞি নিজস্থানে গেলা।
সকল নগর ব্যাপি সমুদ্রে রহিলা।৫৭০৫।
গোসাঞের আর জতেক নারিগন।
দ্বারিকা হইতে লৈয়া চলিলা অর্জ্জুন।৫৭০৬।
গোসাঞের পরিবার সকল লড়িল।
সমুদ্রের জলে সব দ্বারিকা পুরিল॥৫৭০৭॥
কির্ত্তিকা নক্ষত্র কার্ত্তিক পৌর্ন্নমাসি।
ইহাতে গোসাঞের ঘর সমুদ্র প্রকাশি।৫৭০৮॥
তা দেখিলে পাএ নর গোসাঞের স্থান।
লক্ষ্মি বসএ গোসাঞের তাহে অধিষ্ঠান।৫৭০৯॥
আগে রথে চড়িলা নারিগন।
গাণ্ডিব করিয়া হাথে চলিলা অর্জ্জুন।৫৭১০। *
তবে পথে কথোদুরে রথ অনুসারি।
রাখিল দৈত্যগন দেখিয়া সুন্দরি।৫৭১১॥
কাহার জুবতিগন জাএ কোন দেসে।
এক পুরুস লৈয়া জায় কেমন সাহসে॥৫৭১২॥
এত অনুমানি সব দৈত্য[1] জুক্তি করি[1]।
একেলা[2] অর্জ্জুন আমা কী করিতে পারি[2] ॥৫৭১৩॥
এতেক চিন্তিয়া তবে সব দৈত্যগনে।
উভলড়ি করি তারা বেড়িল অর্জ্জুনে।৫৭১৪।
নারিগন মধ্যে গিয়া দৈত্যগন বেড়ে।
কার হাথে ধরি কাহার কাপড়ে॥৫৭১৫॥
পাঁচসাত নারি লৈয়া এক এক জনে।
নারি লৈয়া যায় অর্জ্জুন বিত্তমানে।৫৭১৬॥

---

* ৫৭১০-৫৭১১ পদ দুইটি (খ) পুথিতে নাই। নিম্নোক্ত পদটি এস্থলে দুই ছত্র—

হেনকালে সেই পথে গোয়ালা দৈত্যগণ।
তাহা দেখি মিলিলা হবে করি অনুমান।

১-১ গোয়ালা দৈত্যগণে (খ) ২-২ উড়ু করি যায় দেখিল অর্জ্জুনে (খ)

তা দেখি অর্জ্জুন বির ক্রোধ বড় কৈল।
দৈত্যগন মারিবারে ধনুক ধরিল।৫৭১৭।
গাণ্ডিব ধনুক নিল করিবারে রন।
সর[১] জুড়িল অর্জ্জুন জুদ্ধের কারন[১] ॥৫৭১৮॥
হেলাএ বিন্ধিল তাতে কোটি কোটি বান।
অনেক[২] সকতি তাহে করিল সন্ধান[২] ॥৫৭১৯॥ *
বজ্র সার হেন বান অর্জ্জুন এড়িল।
দৈত্যে ঠেকীয়া বান ভূমেতে পড়িল ॥৫৭২০॥
জত এড়ে বান অর্জ্জুন মহাবির।
লড়ির তাড়নে দৈস্থ করিল অস্থির।৫৭২১। †
জেবা কোন বান বাজে গাএ নাহি ফুটে।
সিরে হানি লোআন দৈস্থ মাঝে টুটে।৫৭২২।
বান বৃষ্টী করে অর্জ্জুন কিছু করিতে নারে।
মারিতে না পারে দৈস্থ আক্ষমা সে করে।৫৭২৩॥
ভিস্ম দ্রোন কর্ণ আদি জত কুরু সেনা।
জে বানে[৩] জিনিঞা আমি রাখিলুঁ ঘোসনা[৩] ॥৫৭২৪॥

১-১ ধনুকেতে চড়া দিতে করিল যতন (খ), (গ)

২-২ তাহা দিয়া গেল দেখি ত্রাসে দেবগণ (খ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

নানা শক্তি করি তবে দিল তখি গুণ।
গুণ ধনুকেতে দিয়া দিল বড় টান।
আকর্ণ পুরিতে নারে পাইল অপমান।
শক্তি করি বাণ যুড়ি এড়িল আপন।

† ৫৭২১-৫৭২২ পদ দুইটি (খ) পুথিতে নাই। তাহার পরিবর্তে নিম্নোক্ত পদ দুটি দৃষ্ট হয়—

যত বাণ কোপে ছাড়ে গায়ে নাহি ঠেকে।
তা দেখিয়া অর্জ্জুনের অহংকার টুটে।
মহাদেব তুষিলা যে বাণে মহাশয়।
নবথাস্তক বজ্র মারি কৈল ইন্দ্রের বিজয়।

৩-৩ যে বাণ যুড়িয়া থুইল জগতে ঘোষণা (খ)

দেবাসুর[১] দানব জক্ষ গন্ধর্ব্বের সনে।
জে বানে জিনিল আমি এতিন ভূবনে[১] ।৫৭২৫॥
টৌন সুন্য হইল বান দৈত্যের সমাজে।
ব্যর্থ হইল সব বান পাইল বড় লাজে ॥৫৭২৬॥ *
দিব্য অস্ত্র ব্যর্থ হৈল পড়ে নানা স্থানে।
জাহার প্রসাদে জস কৈল ত্রিভূবনে ৫৭২৭॥
বান ক্ষয় গেল সব দির্ব্য অস্ত্র ছিলিল।
কোন অস্ত্র অর্জ্জুনের মনে না পড়িল ॥৫৭২৮॥ †
তা দেখি অর্জ্জুন মনে হইল বিস্ময়।
চিন্তিতে[২] চিন্তিতে মনে হইল লাজ ভয়[২] ॥৫৭২৯॥
ধনুকের বাড়ি তবে মারি দৈত্যগনে।
না গনে প্রহার জাএ জোধ[৩] নারিগনে ॥৫৭৩০॥
দৈত্যের পরসে গোসাঞের জত নারি।
পাসান প্রতিমা হৈল তনু ত্যাগ করি ॥৫৭৩১॥ ‡
আর কথো নারিগন দৈত্যেত ধরিয়া।
লইয়া চলিলা তারা অর্জ্জুনে জিনিঞা ।৫৭৩২॥
হিনজন পরাভব করিল অর্জ্জুনে।
কোপে বিকল অর্জ্জুন গুনে মনে মনে ।৫৭৩৩॥ §

১-১ দেবাসুর রক্ষাসুর গন্ধর্ব্ব সকল।
যতবাণ এড়িল সেই হইল বিকল। (খ

* এই পদটির পরিবর্ত্তে (খ) পুথিতে নিম্নোক্ত পদটি দৃষ্ট হয়—
অক্ষয় তূণ বাণ আছিল অর্জ্জুনে।
শূন্য হৈল সব তূণ দস্যুগণের রণে।

† এই পদটি (খ) পুথিতে নাই। ২-২ সে সব শক্তি আমার নিল মহাশয়। (খ)

‡ ৫৭৩১-৫৭৩২ পদ দুইটি (খ) পুথিতে নাই। ৫৭৩২ পদটি (খ) পুথিতেও নাই।

§ এই পদটির পরিবর্ত্তে (খ) পুথিতে নিম্নোক্ত পদটি দৃষ্ট হয়—
দস্যুগণ হৈতে ভঙ্গ পাইল অর্জ্জুনে।
বিস্ময় হইয়া বীর মনে মনে গুণে।

রাজচক্র জিনি সব দ্রোপদি আনিল।
ইন্দ্র জিনি ঐরাবতের[১] দন্ত উপাড়িল[১] ॥৫৭৩৪॥
ইন্দ্রের বাজন সঙ্খ আনিল হরিয়া।
সন্তোস করিলুঁ সিবে ডুম্বুবি বাজাইয়া ॥৫৭৩৫॥ *
মহাজুদ্ধ করি মহাদেবে তুস্ট কৈল।
অজয় প্রতাপ মোর জগতে ঘুসিল ॥৫৭৩৬॥
একাকি জিনিল আমি গন্ধর্ব্ব সমাজে।
বিবস্ত্র[২] করিল দুর্জ্জোধন কুরুরাজে ॥৫৭৩৭॥
ভিস্ম আদি কুরুসঙ্গ সকল জিনিঞা।
বিরাটের গরু মুঞি রাখিলুঁ কাড়িয়া ॥৫৭৩৮॥
কুরুক্ষেত্রে জুদ্ধ মহা সহিন্য সাগরে।
মহাপরাক্রম মোর সভার গোচরে ॥৫৭৩৯॥
কোথা না পাইল আমি হেন পরাভব।
এখনে[৩] জানিল গোসাঞের মায়া সব[৩] ॥৫৭৪০॥
সকল কহিয়া গোসাঞি গেলা নিজ স্থানে।
মোর বুদ্ধি পরাক্রম হরি নারায়নে ৫৭৪১॥ †
সেই রথ সেই আমি সেই ধনুসর।
সেই তুরগ বান বর্থ বিনে গদাধর ॥৫৭৪২॥

১-১ খাণ্ডবে হুতাশন তুষিল (খ)

* ৫৭৩৫-৫৭৩৬ পদ দুইটি (খ) পুথিতে নাই। কেবলমাত্র নিম্নোক্ত পদটি দৃষ্ট হয়—

যার যুদ্ধে মহাদেব সন্তোষ পাইল।
দেবগণে নিরন্তরে চরণে মাইল।

২ বিমুক্ত (খ), (ঘ)   ৩-৩ হেন বুদ্ধি সকল সেই গোসাঞী প্রভাব (খ)

† ৫৭৪১-৫৭৪২ পদ দুইটির পরিবর্ত্তে (খ) পুথিতে নিম্নোক্ত পদ দুটি দৃষ্ট হয়—

সেই সব অস্ত্র আমার পবন সমান।
সেই ধনু সেই আমি সেই আমার রথ।
যত বত আমার হইল পরাক্রম।
সকল হরিয়া নিল প্রভুর এ কর্ম।

কৃষ্ণ বিনু সকল হইল বিফল।
ভোগ[১] পরাক্রম মোর নাহি তেজবল[১] ॥৫৭৪৩॥
আর কত দুঃখ পাব নাহিক অন্যথা।
কৃষ্ণ বিনে দেহো ধরো সেই মোর বৃথা ॥৫৭৪৪॥ *
এতেক চিন্তিয়া মনে লড়িল অর্জ্জুন।
ব্যাসের আশ্রমে তবে গেলা ততক্ষন ॥৫৭৪৫॥
আশ্রমে প্রেবেস করি ব্যাসকে দেখিয়া।
অস্টাঙ্গে পৃনিপাত কৈল বিসাদিত হৈয়া ॥৫৭৪৬॥
আসির্ব্বাদ দিয়া ব্যাস অর্জ্জুনে তুলিল।
বিসাদে বিরূপ বেস তাহার দেখিল ॥৫৭৪৭॥
বিস্মিত দেখিয়া ব্যাস তারে জিজ্ঞাসিল।
কুসল জিজ্ঞাসি তারে পাসে বসাইল ॥৫৭৪৮॥
কেন আজি তোমাকে দেখি বিপরিত।
বিরসে বিমল চিন্তা সোকেত বিস্মিত ॥৫৭৪৯॥
আজি কোন জন কৈল বিরূপ বচন।
হিনজন ভর্ছিল কীবা সুজন নিন্দন ॥৫৭৫০॥
সরনাগত জনে কীবা না করিলে রক্ষা।
অতিত জনেরে কীবা নাহি দিলে ভিক্ষা ॥৫৭৫১॥
নিভৃতে করিলে কীবা পরদার সেবা।
পৃতিষ্ঠিত করি দিজে না পুজিলে কিবা ॥৫৭৫২॥
পৃতিজ্ঞা করিয়া কীবা রুধিতে নারিলে।
পরনিন্দা করিলে কীবা মিথ্যা সাক্ষি দিলে ॥৫৭৫৩॥

১-১ অত্রাক্ষণে দিলে যেন নাহি পায় ফল (খ)

* এই পদটি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই। (ঘ) পুথিতে 'নয়োক্ত পদ দুটি দৃষ্ট হয়—

ত্রৈক্রি সে আমার আজি তেজ নাশী কৈল।
তাহা বীনে হীন লোকে করয় বিফল।
সে সকল বল বুদ্ধি হরিল গদাধর।
এখন কি করিব উপায় নাহি আর।

পাসণ্ড আলাপে কিবা কৃষ্ণ পাসরিলে।
আর কীবা মহাপাপ অর্জ্জুন করিলে ॥৫৭৫৪॥
গুরুর সেবা না করিলে কিবা করিলে অধর্ম্ম।
পরনিন্দা করিলে কীবা কহিলে নিজ ধর্ম্ম ॥৫৭৫৫॥
হিনজন হৈতে কীবা হইলে পরাভব।
বিমনে বিস্মিত তোমা দেখিএ পাণ্ডব ॥৫৭৫৬॥
এতেক বচন ব্যাস অর্জ্জুনে পুছিল।
কান্দিতে কান্দিতে তবে অর্জ্জুন বলিল ॥৫৭৫৭॥
জত কীছু বল মুনি সকল সুনিল।
তৈলক্যের নাথ হরি আমা তেজি গেল ॥৫৭৫৮॥
তাহাঁর অনুগৃহে মোর তৈলক্যের লোক।
আমারে জুদ্ধে করাইতে নারিল বিমুখ ॥৫৭৫৯॥
দেবদানব গন্ধর্ব্ব জত বির।
জার অনুগৃহে মোর সমুখে নহে স্থির ॥৫৭৬০॥
পাত্র মিত্র বান্ধব সমান করি দেখে।
সেই কৃষ্ণ দুর্গে আমা সব ঠাঞি রাখে ॥৫৭৬১॥
হেন কৃষ্ণ আমা এড়ি গেলা নিজ স্থানে।
হরি হরি কোন কাজে রাখিব জিবনে ॥৫৭৬২॥
লিলাএ গাণ্ডিব ধনু ডানি বামে টানি।
জার সন্ধানে আমি তৃভূবন জিনি ॥৫৭৬৩॥
তাহাতে টালিতে মোর বল হৈল বৃথা।
হিন জনে কৈল মোর সংগ্রামে আবস্থা ॥৫৭৬৪॥
মোর বল পরাক্রম তোমাতে গোচর।
এক রথে সংগ্রামে জিনিল পুরন্দর ॥৫৭৬৫॥
হেন জন আমি তাঁর অনুগ্রহ বিনে।
সেই রথ সেই ধনু ভাঙ্গে হিন জনে ॥৫৭৬৬॥
আমাকে জিনিঞা আতি দৈত্যের সমাজ।
লইল কৃষ্ণের নারি বড় পাইল লাজ ॥৫৭৬৭॥

এ সকল বোল আমি নারিল বুঝিতে।
গোসাঞের নারি কেন দৈত্য পারে নিতে।৫৭৬৮॥
সকল সন্দেহ মোর ঘুচাহ মুনিবর।
না কর বিসাদ অর্জ্জুন মনে স্থির কর।৫৭৬৯॥
সর্ব্বভূত সম হরি সর্ব্বধর্ম্মময়।
সভার আকৃতি হরি উতপতি প্রলয়॥৫৭৭০॥
তিহোঁ তেজ তিহোঁ বল তিহোঁ পরাক্রম।
সভাকার আত্মা তিহোঁ তিহোঁ নারায়ন।৫৭৭১॥
নির্গুন নির্লেপ তিহোঁ অক্ষয় আনন্দ।
স্থুল মোক্ষ সব তিহোঁ প্রকাসে সচ্ছন্দ॥৫৭৭২॥
সংসার কারন তিহোঁ তাহাঁর সংসার।
তাঁহা হৈতে হয় স্রৌষ্টি তাহাঁ হৈতে সংসার॥৫৭৭৩॥
কাল চক্র মায়া দিয়া সংসার ভ্রময়ে।
কাহে মারে কাহে রাখে কাহা এড়ি যাএ।৫৭৭৪॥
কারে কেহো নাহি জিনে কারে কেহো নাহি মারে।
কালরূপ হরি সভার ভালমন্দ করে।৫৭৭৫॥
তাহার মায়াএ বন্ধ সকল সংসার।
তাহাঁরে ভাবএ জেই ভক্ত সেই তাঁর॥৫৭৭৬॥
পৃথুবির ভার হরি ব্রহ্মার বচনে।
কৃষ্ণ অবতার করি দেব নারায়নে॥৫৭৭৭॥
তুমি তাঁরে কৈবা জান তিহোঁ নানা রূপ।
তোমারে সাচিব্য করি মারি দুস্ট ভূপ।৫৭৭৮॥
পৃথুবির ভার হরি মারি দুস্ট রাজে।
নিজপুরে গেলা প্রভু বৈকুন্ঠের মাঝে॥৫৭৭৯॥*
ত্রৈলক্যইস্বর তিহেঁ সভা হইতে পর।
সকল তেজিয়া গেলা দেবগদাধর॥৫৭৮০॥

---

* ৫৭৭৯-৫৮৭৫ সংখ্যক পদগুলি (খ) পুথিতে পর পর নাই, অবিন্যস্তভাবে ছড়াইয়া আছে; তবে মূলের সহিত অমিল নাই।

(কাহারে জিনিলে তুমি কাহারে হারিলে।
জেমত নাচাইলেন তেমত নাচিলে ॥৫৭৮১॥
না কর বিসাদ তুমি দুঃখ পরিহর।
তাহাঁকে সঁপিয়া মন আপনা উদ্ধার ॥৫৭৮২॥)
গোসাঞের স্ত্রীগন দৈত্যের জে হাথে।
পড়িল জেমতে তাহা সুন এক চিত্তে ॥৫৭৮৩॥
সুর পুরে জত ছিল সর্গবিদ্যাধরি।
পৃথুবি আসিতে ব্রহ্মা তারে আজ্ঞা করি ॥৫৭৮৪॥
দেব কার্য্য কারনে গোসাঞের অবতার।
সভে লভিলা জন্ম পৃথুবি ভিতর ॥৫৭৮৫॥
ব্রহ্মার বচনে তবে সেই নারিগন।
পৃথুবি আসিতে তবে করিলা গমন ॥৫৭৮৬॥
হেন কালে অস্টবক্র নামে মহাঋসি।
স্নান[১] করিবারে সর্গগঙ্গাএত বসি[১] ॥৫৭৮৭॥
তাহা দেখি নারিগন করিল ভকতি।
নানা স্তুতি করি কৈল মুনির পিরিতি ॥৫৭৮৮॥
তুস্ট হৈয়া মুনিবর বলিল[২] সভারে[২]।
পৃথুবিএ জন্মিয়া স্বামি পাইহ গদাধরে ॥৫৭৮৯॥
বর পায়া তুস্ট হৈল সেই নারিগন।
হেনকালে[৩] জলে হৈতে উঠে তপোধন[৩] ॥৫৭৯০॥
তথাই দেখিল তবে বিপরিত বেস।
অষ্টঠাঞি বক্রা মুনির জানু জঙ্ঘা দেস ॥৫৭৯১॥
কন্দ বাঁকা উস্ট বাঁকা বাঁকা কাঁকালি খানি।
হাত বাঁকা পাউ বাঁকা পিষ্ট বাঁকা মুনি ॥৫৭৯২॥*

১-১ স্নান করি স্বর্গগঙ্গা জলেতে প্রবেশি (খ) ২-২ বর দিল তারে (খ)
৩-৩ সেই স্থানে হৈতে তবে উঠিলা তপোধন (খ)

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

কণ্ঠ[১] কপোল বাঁকা বাঁকা কর্ন্নমুলে।
সর্বঠাঞি বাঁকা দেখি নারি কুতুহলে[১] ॥৫৭৯৩॥
সভাবে[২] চপল নারি সব সখিগনে।
উপহাস করিল সভে মুনি বিদ্যমানে[২] ॥৫৭৯৪॥
সর্বঠাঞি বাঁকা দেখি পুছিলা উত্তর।
অষ্টঠাঞি বাঁকা কেন তুমি মুনিবর ॥৫৭৯৫॥*
ইহা স্থনি মুনিবরে পাইল বড় কোপে।
ক্রোধে মুনিবর তারে দিল দারুন সাঁপে ॥৫৭৯৬॥
পৃথুবিএ জন্মিঞা হইল গোসাঞের নারি।
এই পাপে নিঞে তোমায় দৈত্যগন হরি ॥৫৭৯৭॥
এমত প্রমাদ সাঁপ সভেত স্থনিঞা।
নারিগন বৈল তারে প্রনতি করিয়া ॥৫৭৯৮॥
সহজে চপলা আমরা স্ত্রীজাতি।
ভালমন্দ[৩] নাহি বুঝি মোরা অল্পমতি[৩] ॥৫৭৯৯
দারুন[৪] সম্পাত মুনি নাহি বুঝি দিতে।
মোহামুনি হইয়া ক্ষেমা না করিলে চিত্তে[৪] ॥৫৮০০॥
এতেক কাকুতি মুনি সভাকার স্তনি।
সদয়[৫] হইয়া মুনি কহে তারে বানি[৫] ॥৫৮০১॥

কণ্ঠ কর্ণ কপোল মস্তক এক মূলে।
সর্বাঙ্গ দেখিয়া বাড়ি কুতুহলে। (খ)

স্ত্রী জাতি সহজে চপলা নারীগণ।
হাস্য করি উপহাস করিল তখন। (গ)

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

৩-৩ ভাল মন্দ বিচার না করিলে মোরা প্রতি (খ)

৪-৪ এ পাপ দারুণ আমা সভা অনুচিত।
ক্ষমা কর মুনী তোমার এ পাপ বিপরীত। (খ)

৫-৫ সদয় হৃদয় তবে বলে মহামুনি (গ)

মোর বোল বৃর্থ নহে শুন নারিজনে।
অবস্থ হরিব তোমা দুষ্ট দৈত্যগনে ॥৫৮০২॥
পরসে পাসান তুমি হবে ততক্ষন।
পুনরপি নিজ স্থানে করিহ গমন ॥৫৮০৩॥
তারা সব আসি হৈল গোসাঞের নারি।
দৈত্যের পরসে সব পাসান তনু ধরি ॥৫৮০৪॥
এই সব বৃর্ত্তান্ত কহিল অর্জ্জুনে।
না ভাবিহ বেথা কথা কর্ম্মপাতি শুনে ॥৫৮০৫॥ *

শ্রীরাগ

কলিকাল পূর্ত্যাসন্ন প্রেবেস করএ।
বল বুদ্ধি তেজ সত্ব[1] সভাকার ক্ষএ ॥৫৮০৬॥
অল্পসত্ব হব লোক অল্পবুদ্ধি বল।
একপুয়া হব ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রবল ॥৫৮০৭॥
সত্য জজ্ঞ তপোদান চারিপোয়া ধর্ম্ম।
সকল ছাড়িয়া লোক করিব কুকর্ম্ম ॥ ৮০৮॥
ব্রাহ্মন ছাড়িব বেদ অধর্ম্ম আচার।
অমর্য্যাদা হব লোক করিব অবেভার ॥৫৮০৯॥ †

---

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

তাহা সবারে প্রসাদ করিলা মুনিবর।
নিম কীর্ত্তি নির্ব্বাহ করয়ে গঙ্গা তীর।
মুনি প্রদক্ষিণ করি সব নারীগণে।
পৃথিবীতে জন্মিলা রাজ রাজ ভুবনে।

১ আয়ু (খ)

† (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

পৃথিবী হরিব শস্য মেঘ হরিব নীর।
ঘৃতে গন্ধ না থাকিব গাভি হরিবে ক্ষীর।
অগ্নি তেজ না থাকিব মন্ত্র না থাকিব।
সর্ব্বলোক ক্রোধ হব তামসিক ভাব

বাপে না মানিব পুত্র নিন্দিব জ্যেষ্ঠ ভাই।
ব্রহ্ম না জপিব বিপ্র করিব বড়াক্রি ॥৫৮১০॥
ভার্য্যা না মানিব স্বামি করিব দুরাচার।
পরপুরুস লইয়া করিব ঘরদ্বার ॥৫৮১১॥
পৃথুবি সঙ্কোচ হব অধর্ম্ম আপার।
নিচ জনের ঘরে হব লক্ষ্মির অবতার ॥৫৮১২॥
সাধু জনের দুঃখ হব নিচ পাবে সুখ।
দুঃখ ভাবি হব লোক ধর্ম্মেতে বৈমুখ ॥৫৮১৩॥
তপ না করিব দ্বিজ সত্য না বলিব।
জজ্ঞ না করিব সদা মাগিয়া বুলিব ॥৫৮১৪
পঞ্চ বিংসতি হব লোকের পরমউ।
বার সোল[১] বৎসরে লোক জৌবন গুঙাই ॥৫৮১৫॥
সাত আট বৎসরে গর্ভ ধরিবেক নারি।
একগর্ভে জনমিব অপত্য তিন চারি ॥৫৮১৬॥
সস্বুর সাসুড়ি গুরু বধু না মানিব।
জেই[২] বলবন্ত হব সেই প্রধান হইব[২] ॥৫৮১৭॥ *
এক ঘাট কবর্দ্ধকে বলাইব ধনি।
এক বট দান কৈলে সভাতে বাখানি ॥৫৮১৮॥
কর বিক্রয় লোক করিব নানা ছলে।
কপট বেবসায় লোক নহিব নির্ম্মলে ॥৫৮১৯॥

---

১ দ্বাদশ (খ) ২-২ যৌবনের ভারে নারী চলিতে নারিব (খ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

কুরূপ হইব নারী জাতি কুলক্ষণ।
কেশ মাত্র হইবে নারীর আভরণ।
গুরু গর্ব্বিত কোন নারী না মানিব।
শাশুড়ি লজ্জিয়া বধূ গৃহিণী হইব।

ম্লেচ্ছ জাতি রাজা হব অধর্ম্ম[১] পালিব।
জার ধন দেখিব তার সব হরি লব ॥৫৮২০॥
প্রজারে[২] হিংসিব রাজা ধন লোভ করি।
দৈস্য রূপ হইয়া কেহ দিব ডাকা চুরি[২] ॥৫৮২১॥
রাজধর্ম্ম না করিব রাজা করিব অনিত।
রাজা হৈতে প্রজা সব হত হব ভিত ॥৫৮২২॥
পাত্র মিত্র আমাত্য বলবন্ত হব জেই।
রাজাকে মারিয়া রাজা হবেক সেই ॥৫৮২৩॥ *
এমতে অনিত হব সভে দুরাচার।
সব জাতি একাকার হব ঘর দ্বার ॥৫৮২৪॥
সত্য জুগে সহস্র বৎসরে জেই তপস্যাতে হয়
কলিকালে একদিনে তত পুন্য হয় ।৫৮২৫॥
কলিকালে অল্প ধর্ম্মে সভে প্রসংসয়।
অল্প শ্রমে অল্প তপে সিদ্ধিপদ পায় ॥৫৮২৬॥
সত্যে ধ্যান ত্রেতাএ জজ্ঞ দ্বাপরে আছএ।
তত পুন্য কলিকালে হরি নামে হএ ।৫৮২৭॥
কলিকালে অনেক দোস সাস্ত্রেতে লেখিল।
একদিন ধর্ম্ম করি কলিকাল নিস্তারিল ॥৫৮২৮॥
হরিনাম গঙ্গাস্নান কলির মহাধর্ম্ম।
কলিকালে ভাবিলে হরি পাই পরম ব্রহ্ম ॥৫৮২৯॥

১. প্রজা (খ)

২-২ ধন দেখিয়া রাজা প্রজার দণ্ড নিব।
প্রজাকে হিংসিয়া রাজা ধনকোষি হব। (খ)

* (খ) পুথির অতিরিক্ত পদ—

সব জাতি কলিযুগে হৈব একাকার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান না থাকিবে তাহার।

বলবুদ্ধি হিন লোক নহিব মন সুদ্ধি।
আচার ছাড়িব লোক হইব কুবুদ্ধি ॥৫৮৩০॥
কলিকালে অল্প সভে অল্প আয়োজন।
তপ জজ্ঞে নহে মতি কলির কারনে ॥৫৮৩১॥
ধর্ম্মের সঙ্কোচ হব লোকের অপকার।
আউ[১] মতি বলবুদ্ধি বিনাস সভার[১] ॥৫৮৩২॥
পৃথুবি সঙ্কোচ দেখি সব একাকার।
ক্রপা করি করিব গোসাঞি কল্কি অবতার ॥৫৮৩৩॥ *
কলিকালে সেসে হরি প্রচরি ভূবনে।
কল্কি অবতার করিব ম্লেছের নিধনে ॥৫৮৩৪॥
দিব্য অঙ্গে দিব্য বস্ত্র অস্ত্র সে ধরিয়া।
ম্লেছগন বধিবেন নিধন করিয়া ॥৫৮৩৫॥
প্রচরিব বেদ ধর্ম্ম পথ সদাচার।
লোক সব মারিবেক কল্কি অবতার ॥৫৮৩৬॥
চন্দ্র সুর্য্য দুই বংসে নৃপতি দুই জনে।
কলাপ নগরে জোগ করিব সাধনে ॥৫৮৩৭॥
দুই বংসে দুই জনে করাইয়া রাজা।
ধর্ম্ম স্থাপিয়া সভে পালিবেন প্রজা ॥৫৮৩৮॥
হেন মতে গোসাঞি সভারে রক্ষা করি।
কোথাহ[২] থাকাহ ধর্ম্মজজ্ঞ অবতরি[২] ॥৫৮৩৯॥
সত্য সত্য বলি আমি সুন সর্ব্বজনে।
খণ্ডাহ সকল পাপ হরি সোঙরনে ॥৫৮৪০॥
তপ দান জজ্ঞ ধর্ম্ম তেজি সব আস।
হরিনামে কর নর ব্রহ্মে প্রকাশ ॥৫৮৪১॥
হরি হরি এই নাম অক্ষয় ব্রহ্ম জ্ঞান।
তাহাকে জপিলে হএ পরম নির্ব্বান ॥৫৮৪২॥)

১-১ কৃপা করি হব প্রভু কল্কি অবতার (খ)

* ৫৮৩৩-৫৮৩৫ সংখ্যক পঙক্তি (খ) পুঁথিতে নাই।

২-২ পাপ যজ্ঞ আদি নানা ধর্ম্ম অবতরি (খ)

কল্যের সুনিঞা উত্তর পাণ্ডুর নন্দন।
চলহ সত্বরে তুমি আপন ভূবন।৫৮৪৩॥ *
গোসাঞের আরোহন[1] জত জত কথা।
জুধিষ্টির নৃপবরে কহ গিয়া তথা।৫৮৪৪॥
পরিক্ষিতে রায্য দিয়া ছাড়হ সমস্তে।
জোগে মন দিয়া সভে জায় উত্তর পথে॥৫৮৪৫॥
এতেক বিধান ব্যাস কহিল অর্জ্জুনে।
প্রনাম করিয়া গেলা বিসাদিত মনে॥৫৮৪৬॥
হস্তিনা নগরে গেলা জুধিষ্ঠির স্থানে।
প্রনাম করিয়া কহে ধর্ম্মের চরনে।৫৮৪৭॥
দ্বারিকার জত কথা কহিল রাজারে।
পৃথুবি ছাড়িয়া কৃষ্ণ গেলা নিজ পুরে।৫৮৪৮॥
সুনিঞা এসব কথা সভে বিসাদিত।
সরিরের মোহ ছাড়ি নিবারিল চিত।৫৮৪৯॥
হেনকালে উদ্ধব সব তির্থ করি।
ধৃতরাষ্ট সম্ভাসিতে আইল সেই পুরি।৫৮৫০॥
পুত্র বধু আদি দুঃখ সকলি কহিয়া।
উদ্ধবের আগে রাজা কান্দে লোটাইয়া।৫৮৫১॥
ধৃতরাষ্টে দেখি উদ্ধবের দয়া হৈল।
জ্ঞানতত্ব কথা কহি বিরে[2] লোঙাইল[2]।৫৮৫২॥
বুঝাইয়া রাজারে জুধিষ্ঠির অগোচর।
ধৃতরাষ্ট্রে লৈয়া গেলা অরন্য ভিতর॥৫৮৫৩॥

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে নিম্নোক্ত দুটি পদ দৃষ্ট হয়—

শুনিয়া কব্বিল তত্ত্ব প্রচার ভুবনে।
কল্কি অবতারে করে ম্লেচ্ছ নিধনে।
দিব্য অঙ্গে দিব্য অস্ত্র ধরিয়া গোসাঞী।
ম্লেচ্ছ নিধন প্রভু করিবে সেই ঠাঞী।

১ আজ্ঞা হইল (খ) ২-২ বিবেক জন্মাইল (খ)

তার পাছু চলি গেলা গান্ধারি কুন্তিদেবি।
গোসাঞিির চরন সভে এক মনে সেবি ॥৫৮৫৪॥
অরন্যে থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্র নৃপবরে।
জোগে অগ্নি জালিয়া দহিলা কলেবরে ॥৫৮৫৫॥
গান্ধারি কুন্তি সেই অগ্নি প্রেবেসিল।
এথা[১] জুধিষ্ঠির রাজা সোকাকুল হইল[১] ॥৫৮৫৬॥
বৃদ্ধরাজা গান্ধারি কুন্তি না দেখিয়া।
মোহ পাই জুধিষ্ঠির সোকাকুল হৈয়া ॥৫৮৫৭॥
বিসাদে কান্দএ রাজা বন্ধু জন লৈয়া।
অন্নপানি না খাইলা রহিলা[২] স্তুতিয়া[২] ॥৫৮৫৮॥
হেন কালে ব্যাস মুনি আইলা তথাই।
ধৃতরাষ্ট[৩] গান্ধারির সব কথা কই[৩] ॥৫৮৫৯॥
জোগ অগিএ দেহ ছাড়ি মরিলা তিন জন।
হেনই সংসার ধর্ম্ম অখিল জিবন ॥৫৮৬০॥
বিসম সমএ হৈল পাপ ব্যবহার।
সভে চল স্বর্গপুরি ছাড়িয়া সংসার ॥৫৮৬১॥
এতেক বলিয়া ব্যাস গেলা নিজ স্থানে।
পরিক্ষিতে অভিসেক করিলা ততক্ষনে ॥৫৮৬২॥
জুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই দ্রোপদি সহিত।
উত্তরাভিমুখে হৈল[৪] সভার জুগিত[৪] ॥৫৮৬৩॥
হেনমতে জোগের[৫] ধর্ম্ম রাখিবারে।
অবতার কৈল হরি প্রথুবি ভিতরে ॥৫৮৬৪॥
জাহার আজ্ঞাএ চন্দ্র সুর্য্য প্রকাস প্রচারি।
জাহার আজ্ঞাএ ইন্দ্র স্রীষ্টি পালন করি ॥৫৮৬৫॥

১-১ দিব্য মূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গেতে চলিল (খ)
২-২ থাকিল বসিয়া (খ)
৩-৩ কহিলেন ভস্মত বলিলা গোসাঞী (খ)
৪-৪ সবে করিলেন গতি (খ)
৫ যুগের শেষ (খ)

রাতৃদিন মাসপক্ষ সম্বৎসর কাল।
সংসার পালিতে আজ্ঞা সকল তাঁহার ।৫৮৬৬।
ব্যাপিত সভার দেহে অলখিত থাকী।
হেন নারায়ন রূপ কেহো নাই দেখি ॥৫৮৬৭॥
সর্ব্বঘটে থাকা সেই সকল করাএ।
কেহ তাঁরে নাঞি দেখে তাঁহার মায়াএ ॥৫৮২৮॥ *
সুক্ষপদ ব্রহ্মরূপ ভাবিতে না পারি।
সকরূনে[১] হৃদয় আপুনি দেহ ধরি[১] ॥৫৮৬৯॥
সেই[২] তত্বে চিন্তিলে পাই ব্রহ্মজ্ঞান।
হেনমতে হরির মায়া ভাব এক মনে[২] ।৫৮৭০।
সভাতে আছেন হরি মনেতে ভাবিহ।
আপনা হইতে কাহ ভিন্ন না ভাবিহ ॥৫৮৭১॥
নিজ আত্মাএ পর আত্মাএ জেই তাঁরে জানে।
তার চিত্বে কভু নাহি ছাড়ে নারায়নে।৫৮৭২॥
কর্ম্ম ধার বিনি নৌকা জেন নাহি জাএ।
তেনমত গোসাঞের মায়া সংসার ভ্রমাএ ॥৫৮৭৩॥
ইহা বুঝি লোকসব স্থির কর মন।
একভাবে চিন্ত হরি কমললোচন ॥৫৮৭৪॥
জত বুদ্ধি জত সক্তি জত মোর চিত।
তাহার মত বুলিলু মুঞি শ্রীকৃষ্ণ চরিত।৫৮৭৫।
জত কর্ম্ম কইল গোসাঞি মায়াতনু ধরি।
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা তাহা বলিবারে নারি।৫৮৭৬।
ভক্ত অনুকল্পান্ত করি ধরিলেন কাএ।
সেই রূপ চিন্তি ভক্ত ব্রহ্মপদ পাএ ॥৫৮৭৭॥

---

* এই পদটি (খ) পুথিতে নাই।

১-১ সকল হৃদয়ে গোসাঞী রূপ তনু ধরি

২-২ গোসাঞী তনু চিন্তি পাই ব্রহ্মজ্ঞান।
একান্ত হইয়া প্রভুকে ভাব একমনে। (খ)

অল্পবুদ্ধি অল্পমতি অল্প মোর জ্ঞান।
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র এ কিছু করিমু বাখান ॥৫৮৭৮॥
অনেক আছএ সাস্ত্র ভারথ পুরানে।
বিস্তর করিল তাহে কৃষ্ণের বাখানে ॥৫৮৭৯॥
সাধারন লোক তাহা না পারে বুঝিতে।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলু কৃষ্ণের চরিতে ॥৫৮৮০॥
বিসম বিসয় রসে সভাকার বন্ধন।
ইহার আলাপে ভব নিগড় ভঞ্জন ॥৫৮৮১॥
একথা স্নুনিঞা জার স্নুদ্ধ নহে[1] মতি।
তাহাকে[2] জানিহ তবে সেই ত পাতকী[2] ॥৫৮৮২॥
অহোর্ন্নিসি লোকসব আছে মিছাকাজে।
অবস্য স্নুনিহ লোক দিবসের মাঝে ॥৫৮৮৩॥
স্নুনিতে স্নুনিতে মন হইব নির্ম্মল।
ঘরে বসি পাবে নর সব তির্থের ফল ॥৫৮৮৪॥ *
তাহার আগে পড়িহ জার অতিস্নুদ্ধ মতি।
স্নুনিতে স্নুনিতে তার বাড়িব[3] ভকতি[3] ॥৫৮৮৫॥
পাসণ্ড নিন্দক জনে কভূনা স্নুনাইহ।
জোড় হাতে বলো মুঞি বচন রাখিহ ॥৫৮৮৬॥
স্নুক্ষ মোক্ষ দুই হএ তাহার স্নুনিলে।
ইহা বই ধন নাহি এই কলিকালে ॥৫৮৮৭॥ †

১ যার হয় (ঘ)
২-২ ইহা হৈতে তার হয় বৈকুণ্ঠে বসতি (খ)
* অতিরিক্ত পদ (খ), ও (ঘ) পুথি—
পুরাণ পড়িতে নাহি শূদ্রের অধিকার।
পাঁচালি পড়িয়া তার এ ভব সংসার॥
৩-৩ কৃষ্ণে হবে মতি (খ), (ঘ)
† এই পদটি (ঘ) পুথিতে নাই।

ধন-ধান্যে পুত্র পৌউত্রে বাড়িবেক লোক।
ইহা জেই শুনে সেই নাহি পাএ কোন সোক ॥৫৮৮৮॥ *

---

* ৫৮৮৮-৫৮৯৯ পয়ারগুলি (খ) ও (ঘ) পুথিতে নাই। (খ) পুথির এইখানেই শেষ। ইহার পরে (ঘ) পুথির শেষ নিম্নোক্তরূপ—

স্ত্রী পুরুষ শিশুগণে শুন এক মনে।
শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় কথা অতি সাবধানে।
বন্ধ্যা স্ত্রী শুনিলে হয় পুত্রবতী।
দরিদ্র ধণ্ডিবে যদি শুনে একমতি।
রোগ শোক নাশ হয় সর্ব্ব দুঃখ হরে।
বন্ধন মুক্ত হয় যদি থাকে কারাগারে।
তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।
গুন নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খাঁন॥
সত্যরাজ খাঁন হয় হৃদয়-নন্দন।
তারে আশীর্ব্বাদ কর যত সাধুজন॥
দন্তে তৃণ ধরি বলি সকলের ঠাঞী।
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে ক্ষমা ভিক্ষা চাই।
কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে হরি বল সর্ব্বজন॥
ধর্ম্ম মোক্ষ দুই হবে ইহাকে শুনিলে।
ইহা বৈ ধন আর নাহি কলিকালে।
তপ জপ যজ্ঞ দান যত ফল পাও।
তাহা হৈতে অধিক সুখ ঘরে বসি পাও॥
স্ত্রী পুরুষ শিশু সব শুন সাবধানে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় গুণরাজ খাঁন ভণে॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শরণং। শ্রীশ্রীগুরু গোবিন্দায় নমঃ।
শ্রীশ্রীভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। শ্রীশ্রীবেদব্যাসায় নমঃ

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বিজয় সমাপ্ত।

নিতি নিতি শুনিলে বাড়ে জাএ সর্গস্থল।
সকল সম্পদে তার জাএ সর্ব্বকাল ॥৫৮৮৯॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় পুথি থাকে জার ঘরে।
অকালে মরন তার নহে কোন কালে ॥৫৮৯০॥
অগ্নি পানি সর্পাঘাত আর বজ্রাঘাতে।
জার ঘরে থাকে পুথি না পারে তাহাতে ॥৫৮৯১॥
সুন সুন অহে নর বলি বারে বারে।
গোবিন্দ চরন বিনু গতি নাহি আরে ॥৫৮৯২॥
এই পুথি জেইজন লেখায়া রাখে ঘরে।
ধন ধান্যে পুত্র পৌউত্রে সেই নর বাড়ে ॥৫৮৯৩
সকল সম্পদ দেন দেব নারায়ন।
জন্মে জন্মে হয় তার নারায়নে মন।৫৮৯৪॥
কলিকালে ইহা বই ধন নাহি আর।
ইহার সেবনে এ ভবসংসার হএ পার ॥৫৮৯৫॥
দুস্তর সংসার সিন্ধু বড় ঘোরতর।
কলিকালে হরিনাম সভাকার পর।৫৮৯৬॥
হরিনাম প্রেমরস সমন দমন।
কলিকালে শুনিবে ভাই হরি সংকীর্ত্তন ॥৫৮৯৭॥
সংকীর্ত্তন মাঝে ভাই দিহ গড়াগড়ি।
কলিকালে সংকীর্ত্তন পথে মন কর্য়া দড়ি।৫৮৯৮॥
সুন শুন অহে ভাই সুন সাবধানে।
গোবিন্দ-বিজয় পুথি সাঙ্গ গুনরাজ ভনে।৫৮৯৯।

॥ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

পরিশিষ্ট

(১)

'গ' পুথির অতিরিক্ত

[বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা]

সবার মকুটমনি বৃন্দাঠাকুরানি।
জাহাকে ভুসন কৃষ্ণ করিল আপনি॥
আম্র পলাস কলা গোআ নারিকেল।
ভাগ্য হেন মানি সবে ধরে মিষ্ট ফল॥
লেম্ জাম্বির আর দাড়িম্ব রসাল।
সদাফল নামে বিক্ষ ধরে চির কাল॥
ধুপুরা ছাতিম আর খোর সাখা নুর।
কৃষ্ণ সেবা হেতু ফল ধরএ মধুর॥
নারেঙ্গ আমড়া জাম কামরাঙ্গা আর।
তাল তেতুল আর কত প্রকার॥
বরুনা গামার জাসি সেই বৃন্দাবন।
অমৃত সমান ফল ভুম্বির কারন॥
বট অশ্বত্ত নিম্ব সাল জে পিআল।
আকে না ফলএ ফল মিষ্ট লাগে ভাল॥
বদরি বরি পাকড়ি বিক্ষ ভাল।
কৃষ্ণের পরসে সব সদাএ রসাল॥
হরিতকি বেলতরু সব জে সুন্দর।
ভুমির উপরে অতি সুরঙ্গ তরুবর॥
জষ্ঠি মুক্তাএ ফল পিপলির লতা।
মরিচ সহিতে সব ফল ধরে তথা॥

জথ বৃন্দাবনের বিক্ষ সবে ফল ধরে।
কার সক্তি আছে তারে বর্ন্নিবার পারে॥
জথ লতা তত ফল ধরে অনুক্ষন।
সকল বন্নএ হেন আছে কুন জন॥
জথ তুর কৃষ্ণে কৈল গোষ্টের রচন।
তত তুর ব্রজ তার মৈধ্যে বৃন্দাবন॥
দিব্য সরবর তাথে অতি মিষ্ট জল।
কুমুদিনি সহিতে জে ফুটএ কমল॥
রাজহংসে বেহার জে করে সর্ব্বক্ষন।
নানা পক্ষি কলরব করএ তথন॥
চারি দিগে ঘাট তার বান্দিল রতনে।
হিরামনি মানিক্য জে সুক্তে নানা স্থানে॥
বিক্ষ ঝাপিআ লতা অতি মনুহর।
বর্নিব কতেক সব কৃষ্ণের জে ঘর॥
তার মৈদ্ধে কৃষ্ণ চন্দ্রে লিলা করে রঙ্গে।
অচিন্ত ভৈরব (বৈভব?) পৃআ গন লৈয়া সঙ্গে॥
আগমে না জানে তত্ব বেদে অগোচর।
ব্রহ্ম বৃন্দাবন ভ্রমি সকল পৃঅন্তর॥
সকল ভুবনে গাএ বৃন্দাবন জস।
নিত্ত জৌবন সব অদভুত রস॥

নিত্ত পৃওসি ভূকুভাণ্ডর নন্দিনি ।
বিদগধ রসিক নাগড় সিরমনি ॥
জেন মত তেন রাই সব পরিবার ।
ভুবন জিনিআ দেখ সংসারের সার ॥
একারনে ব্রহ্মা এ বাক্য দিকৈ গমনে ।
উম্মত্তা ঔসদি হইতে বৃন্দাবনে ॥
হেন বৃন্দাবনে জে তিলেক করে বাস ।
সর্গপুরে গতি করে সুখের বিলাস ॥
মুরলি লইআ কৃষ্ণ জবে জাএ বনে ।
স্নেহ হেতু নারিগনে দুক্ষ পাএ মনে ॥
সিরিঅঙ্গ সুমদন জিনি সুকোমল ।
অরুন কিরন জিনি চরনযুগল ॥
বালক সঙ্গেতে কৃষ্ণ বলাই ধাএ ।
হেন দুক দিন (তৃণ ?) কুটিরে পাছু পাএ ॥
অতি অনুপাম দেখি চরনযুগল ।
অকণ্টক হইল বিক্ষ অতি সুমঙ্গল ॥
মনে মনে বাঞ্ছনি করএ বিক্ষগনে ।
বড়ই সফল জন্ম হইল বৃন্দাবনে ॥
পরম পবিত্র সব অত্তন্ত মধুর ।
দেখিতে না পাএ ব্রহ্ম ব্রজের ঠাকুর ॥
হেন ক্রিড়া করে কুঞ্জে আমি সমাই তরে ।
আমরা সমাই ধন্য পৃথিবি ভিতরে ॥
দুহার মুরতি দুহে করি আলুকন ।
তমাল বিক্ষেতে জেন লতাএ বুজন ॥
রাধা কৃষ্ণে জেই বিক্ষ কৈল পরশ ।
জন্মে জন্মে না ছাড়িব সেই বিক্ষের রস ॥
ত্রিলক্ষ প্রিথিবি ধন্য পুরান বচন ।
ব্রহ্মার বাঞ্ছনি জান সেই বৃন্দাবন ॥
তাহাতে গোপিকা ধন্য ভাগবতে সুনি ।
সভার প্রধান হএ রাধাঠাকুরানি ॥

বিনদিনি রাধিকা বৃন্দাবনেশ্বরি ।
কৃষ্ণ ভুলিলেক দেখি জে রূপ মাধুরি ॥
রাধা বিনে কৃষ্ণ চন্দ্রের আন মনে নাই ।
অধরে মুরলি করি রাধা গুন গাই ॥
রাধা নাম সুনিতে চমকি উটে মন ।
নিরবধি দেখে রাধা সয়নে সপন ॥
রাধামুখমনি জেন সুভে সমুধর ।
চতুদ্দিগে রাধাময় দেখএ নাগর ॥
রাধা নাম অইক্ষর লেখএ নিজ অঙ্গে ।
অতিসঅ রূপ সুভা গরুড়না সঙ্গে ॥
ভ্রমেহ না বোলে কিছু রাধা বিনে আন ।
নিসি দিসি অনুক্ষন রাধা করে ধ্যান ॥
আর কথা কহিতে রাধার নাম সুনে ।
রাধার মুরতি ভুমে লেখয়ে জতনে ॥
চলিতে বসিতে কিবা খাইতে সুইতে ।
রাধার মুরতি জাএ নাগরের চিত্তে ॥
রাধার পিরিতে কৃষ্ণ হইলেক বস ।
পরম কৌতুকে গাএ রাধিকার জস ॥
প্রেমের কারনে রাধা কিনিল কৃষ্ণেরে ।
রাধা অনুগত কৃষ্ণ বসিল নগরে ॥
কৃষ্ণ বিনে রাধা জে পাখা বিনে পাখি ।
প্রান বিনে তনু জেন তারা বিনে আখি ।
বর্ণ বিনে কর্ম জেন জল বিনে মিন ।
সসি বিনে (আ)কাস জেন রবি বিনে দিন ॥
গোপির সরির তাহে কানাইর জিবন ।
নিমেসে হরএ জেন দরিদ্রের ধন ॥
নিমেসে বিচ্ছেদ কত যুগ হেন মানে ।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দুক্ষ না সএ পরানে ॥
রাধা কানু পিরিত জে কি বোলি উত্তর ।
উপমা কি দিব তাহে চন্দ্রের চকোর ॥

দুহ প্রতি দুহার বহুল অনুরাগ।
দুহার মুরতি দুহ হিদএত জাগ॥
আগে রাধা পাছে কৃষ্ণ জপে সুরগনে।
সুরনরে রিসি গনে স্বপে অনুক্ষনে॥
আদি তন্ত্রে বিজ তন্ত্রে রাধাকৃষ্ণ মএ।
আইঅনের পাত্নি রাধা সর্ব্বলুকে কএ॥
আপনার পতি তবে ছাড়িআ সুন্দরি।
আপনার তপফলে ভজিল মুরারি॥
রাধা কানু একি তনু একই জিবন।
ভিন্ন ভিন্ন দুই দেখ লিলার কারন॥
রাধা কানু এক তনু বেদ সাস্ত্রে কএ।
পরস্পর ভাব হইলে লিলা পুর্ন হএ॥
পতি পত্নি হইলে হএ একি ঘরে বাস।
রসবতি রাই পালা (?) লিলার প্রকাস॥
এ সকল যুগতত্ত্ব মায়াজাল মর্ম্ম।
ভগবান ইচ্ছা অনুরূপ করি কর্ম্ম॥
একারনে রাধা থুইল আইঅনের ঘরে।
অসেস রসের ভার কৌতুকের তরে॥
রাধারূপ আইলে না দেখে চক্ষু মেলি।
সপ্নেহ না জানে কোন রসক্রিড়া কেলি॥
রাধা অঙ্গ আইঅনে পরস নাহি করে।
একারনে রাধা থইল আইঅনের ঘরে॥
অসেস রসের ভার কৌতুকের তরে।
আইঅনের সঙ্গে রাধা না রহে তৎপরে॥
রাধারূপ আইঅন না দেখে চক্ষু মেলি।
সন্দেঅ না জানে কুন রসক্রড়া কেলি॥
রাধা অঙ্গ আইঅনে পরস নাহি করে।
নামমাত্র পতি তার বোলহে সংসারে॥
সাসুড়ি ননদি জত পরিবার গনে।
রচনা করিলা সব লিলার কারনে॥

কৃষ্ণ অদ্ধ অঙ্গ ভকু ভানুর নন্দিনি।
পরম স্বরূপ তান প্রেমবিলাসিনি॥
জন্মবধি কৃষ্ণ বিনে না জানএ আন।
কৃষ্ণনাম বিনে আর না সুনএ কান॥
ভ্রমেঅ না বোলে আর কৃষ্ণ বিতিরেকে।
কৃষ্ণরূপ বিনে আর নআনে না দেখে॥
বোলএ বিপিন পুরি দেখে কৃষ্ণ মএ।
অনুরাগ খেনে খেনে তথাতে করএ॥
সসিমুখি সনে জব কৃষ্ণের প্রসঙ্গ।
ভাবে আবেস হএ পুলকিত অঙ্গ॥
অনুভব অগোচরে জত সিয়রিত।
রাধার মুরতি মুর্ত্তি সমএ লিখিত॥
রূপ গোণ জৌবন জে রসেত পুরিণা।
বিধি নির্ম্মাইল রাই জত্ন করিআ॥
কি কৈব দৈবগতি রাইর নিথন।
রসবতি যুবতি যে সংস্থিতি মিলন॥
ঠাকুরানি সম ভেস ধরে সহচরি।
সভাকার জাতিপ্রান কুলে প্রান দরি॥
এই মতে ব্রজবধু প্রতি ঘরে ঘরে।
কৃষ্ণরূপ কোন গোপি চিন্তএ অন্তরে॥
খাইতে সুইতে কার মনে আন নাই।
নিদ্রাকালে সপ্ন মত দেখেন কানাই॥
সাত পাচ সকি তবে একত্র মিলিআ।
জমুনাতে স্নান করে কৃষ্ণ গোন গাইআ॥
নানা ছলে কেহ কেহ জাএ দেখিবারে।
নামমাত্র গৃহকর্ম্ম করিবার তরে॥
দধি মথিবার কালে গাতে কৃষ্ণজস।
ব্রজবধু সবে গাএ অদভুত রস॥
কৃষ্ণ প্রতি গোপি করে অদভুত প্রেম।
উদ্দেসে ভাবনা করি মনে করে খেম॥

প্রথক্ষ হইআ হরি করএ সেবন।
কি করিব গোপিকার ভাবের কারন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড স্কার সমাহিতে নারি।
ব্রহ্মাএ না পারে স্কারে মন্তাসন করি॥
হেন প্রভু গকুলে বালক ভেস ধরি।
গোরস খাইলা প্রতি বাড়ি বাড়ি ফিরি॥
• নিচুর হেন ব্রজবধু সবে তরে।
গকুলেত মায়া করি মুহনা সমাইরে॥
এইরূপ করে প্রভু আপনার সুখে।
প্রভুর অসেস ক্রড়া কার সক্তি দেখে॥
অর্নচিত্ত চুর করি কুন সকি বোলে।
প্রাননাথ বোলিআ কে সব গুপি মেলে॥
কেহ বোলে নাট কানাই কুন মায়া জানে।
তিলেক বির্চ্ছেদ দুক্ষ না সএ পরানে॥
ব্রজবধু সদনে মদন বান মারি।
নাছে নন্দসুত গোপি দেহে করতালি॥
চৌদিগে গোপিকা সব মৈদ্ধ্যে চন্দ্রকলা।
হাসিআ সমাইরে চাহে নন্দবালা॥
নাচিতে নাচিতে কৃষ্ণ উঠে কার কুলে।
আনন্দ মগন সুখে হরি হরি বোলে॥
এসকল গোপিগন গেল পরিবার।
অতএব কৃষ্ণ বিনে না জানএ আর॥
না দেখিলে আকুল হএ দেখিলে সে জিএ।
নআন চকুর রূপ অনুক্ষণ পিএ॥
হরি বিনে গোপি সবের মনে নাহি আর।
গোনরাজ খানে ভুনে কৃষ্ণনাম সার॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিজএ গোপিভাব॥

কেদার রাগ

একদিন জমুনা পুলিনে গেলেন হরি।
সুরবি চরাএ নটবর ভেস ধরি॥
মকন অধরে পুরে মুমধুর বেণু।
সুনিআ মগন সুখে ধায় সব ধেনু॥
হেনই সমএ তথা রাধিকা সুন্দরি।
ফুল তুলে সঙ্গে লৈআ পৃথ সহচরি॥
অতিবিদ্ধ রূপ তাথে সঙ্গতি বড়াই।
তিলমাত্র তান সঙ্গ না ছাড়এ রাই॥
রাধাক লাবর্ন্য দেখিআ অদভুত।
মুর্চ্ছাবত হইআ পড়এ নন্দসুত॥
অচেতন হইল তবে জগতের পতি
বংসি না বাজাএ তবে হইল অস্থিতি॥
সুগুধনি কৃষ্ণরূপলাবণ্য দেখিআ।
দেহমাত্র ঘরে গেল প্রান সমর্পিআ॥
কৃষ্ণ মহর্চ্ছিত ভেল ঘরে গেল রাই।
এথেক দেখিআ তথাত রহিল বড়াই॥
খেনেতে উঠিল কৃষ্ণ পাইআ সমবিত।
সেই স্থানে বড়াইকে দেখে আচম্বিতে॥
ধিরে ধিরে কানাই বড়াই কাছে গিআ।
কৌতুকে কহেন কৃষ্ণ হরসিত হইআ॥
কহ চাহি বড়াই জিগাসা কিছু করি।
কিনাম এহার হএ কাহার সুন্দরি॥
এথাএ দরসন দিআ গেল কথাকারে।
প্রাণ মোর ব্যাকুল পুনি দেখিবারে॥
এই বৃন্দাবনে আমি অনুক্ষন থাকি।
হেন অদভুত আমি কবো নাহি দেখি॥
ও চান্দবদনি ধনি কুটিল নআনে।
রিদএ আমার হানি গেল পঞ্চবানে॥

সেই রূপ স্বরিতে কম্পএ কলেবর।
নয়ানে না দেখি কবো তাহা সমসর॥
বড়াই বোলে জিগ্যাসার প্রয়জন কি।
কুলের বৌআরি সব গআলের ঝি॥
ভকুবান নাম গোপ তাহার কুমারি।
গকুলে সেবিত নাম রাধিকা সুন্দরি॥
কি করিব এবে বড়াই বোল্কি বোল মোকে।
চিত্ত মোর স্থির নহে কহিল তুমাকে॥
মদনজ্বলনে মোর দহে কলেবর।
হএ নহে দেখ এই বিরএ জর্যর॥
উর্ব্বসি মেনকা কিবা সর্গ বিদ্ধাধরি।
কামের কামিনি কিবা ত্রৈলক্ষসুন্দরি॥
রূপেগোনে মুনিজ্যাতি হরের ঘরিনি।
রাধাপদনখরূপ না জাএ বরনি॥
সকল ভুবন নহে অই মুখ গোচর।
হেন রূপ নাহি দেখি রাধা সমসর॥
প্রথম বঅস রাধার নতুন জৌবন।
দেখিআ মুর্ছিত আমি কি করি অখন॥
প্রানের বড়াই তুমি কি বলিব আর।
সুধামুখি কিরূপে দেখিব পুনর্ব্বার॥
কানাইর আবেস দেখি বড়াই জে বোলে।
দানছলে থাক জাই কদম্বের তলে॥
দধি বিকি ছলে লইআ জাব গোপিগন।
বসিআ সবার লাগ পাইবা তখন॥
আমার বচন সুন নন্দের নন্দন।
অস্থির হইলে নহে কর্ম্মের ঘুচন॥
এথেক বোলিআ বড়াই চলিল সত্তর।
সৈন্ধা কালে উত্তরিল গকুলনগর॥
রাধা আদি গোপিসব কৃষ্ণকে দেখিআ।
বিরএ আকুল সব নিজ ঘরে জাইআ।

অন্নে অন্নে সমাইর মুখ জে হেরি।
সবে কহে কৃষ্ণরূপে লাবণ্যমাধুরী॥
কেহ বোলে কি দেখিলাম অতি অনুপাম।
অভিনব রূপ কিবা নবঘনে শ্যাম॥
রঙ্গমঞ্জুরি রঙ্গে চরন উপর।
গমন জিনিআ অতি মত্ত করিবর॥
কেহ বোলে কি দেখিনু বাউর বরন।
কেহ বোলে অঞ্জন চপল কুলে জেন॥
কেহ বোলে কি সুন্দর নাসিকাগঠন।
কেহ বোলে জেন খগপতির লক্ষন॥
কেহ বোলে জানি জাইব গোবিন্দ
কারন।
কৃষ্ণ না দেখিলে মোর না রহে জিবন॥
কেহ বোলে কটিদেশের উপমা কি আছে।
কেহ বোলে খঞ্জন জিনিআ ভুরু নাচে॥
কেহ বোলে নাসিকা জে তিলফুল অতি॥
কেহ বোলে গুনকলা পুর্ন নিসাপতি॥
কেহ বোলে চুড়া টালনি মনহর।
সিখিপুচ্ছে নানা পুষ্পে সাজনি সুন্দর॥
কেহ বোলে কি কহিব মুরলির ধ্বনি।
কেহ বোলে এইরূপ কবো নাহি সুনি॥
কেহ বোলে বনমালা সুস্তে মনহর।
ইন্দ্রের ধনুক জেন মেঘের উপর॥
নানান প্রকার রূপ অপরূপ সাজে।
কেহ বোলে কিবা নাকি দেখিলা
বিদগধরাজে॥
কেহ বা না সুন সখি কি কহিব আর।
হেন রূপ কেমতে দেখিব পুনর্ব্বার॥
কেহ কেহ বোলে সখি আছএ উপাএ।
তবে তানে দেখি জদি বড়াই ঘটাএ॥

হেন কালেতে তবে বড়াই আগোমন।
রাই বোলে এথাতে আসিলা কি কারন॥
বড়াই বোলে কি কহিব আযুকার কথা।
তুমা সবাইর সঙ্গে মোর বহুল আবেস্তা॥
অখণ্ড বৃন্দাবনে তুমি সমাই জাইআ।
ডাল ভাঙ্গি ফুল তুলি আসিলা চলিআ॥
বনের দেবতা তুমা না পাইআ।
আমারে পাইআ তবে রাখিল বান্ধিআ॥
রাই বোলে কেমতে আসিল ছাড়াইআ।
বড়াই বোলে দেহ চরনে বান্ধিআ॥
জে জনে তুলিল পুষ্প এই বৃন্দাবন।
তাহারে তুমার সঙ্গে করাইব মিলন॥
তবে সে ছাড়িল আমা বনের দেবতা।
যুনহ রাধিকা তুমি আমাকার কথা॥
রাধা বোলে বড়াই আমি করি নিবেদন।
কেমত দেবতা তান লাবন্ধ কেমন॥
বড়া বোলে যুন ভূকবানের নন্দিনি।
সরূপ লাবন্ধ তার না জাএ ধরনি॥
জার রূপ দেখিআ বনের পুষ্প ঝরে।
সে রূপ বাখান কৈতে কার সক্তি পারে॥
সিলের জে নির বহে জে রূপ দেখিআ।
তারে দেখি যুবতিএকি ধরাইব হিআ॥
কি কহিব রূপ গোন লাবর্ন্যের উর।
নিল বরন জেন কিযুরা কিযুর॥
বিধগদ চাহ রাই রসিক যুজন।
নবমেগ জিনি তনু কমললুচন॥
নাম তান কানাই না থাকে কুন স্থানে।
বিসেস বসতি তাম শ্রীবৃন্দাবনে॥
অতিবিদ্ধ মুই দেখ হেন সাদ করে।
নিরবধি তানে রাখি হিআর মাঝারে॥

রাধা বোলে বৃন্দাবনে জে দেবতা হএ।
তাহানে দেখিআ মোর প্রান স্তির নএ॥
পুনরপি না দেখিল নআন ভরিআ।
চিন্ত বিসাদিত মোর সে রূপ দেখিআ॥
পুনরপি দেখিতে মনেতে বড় সাদ।
গোরূ পরিজন ভয় বড়ই প্রমাদ॥
ঘরের বাহির হইতে নাহি অবকাস।
ননদির ভয় মোর বড়ই তরাস॥
সৈত্য করিআছ তুমি করহ পালন।
সে দেব সনে মোরে করাহ দরসন॥
বড়াই বোলে মোর বাক্য যুন গোপিগনে।
তাহানে দেখিতে জাব ইর্চ্ছা থাকে মনে॥
সময় বোলিএ আমি যুন মন দিআ।
সেই অনুসারে সবে তানে দেখ জাইআ॥
সবে মিলি চল কালি দধি বিকি ছলে।
তথাতে দেখিবা কৃষ্ণ কদম্বের তলে॥
যুনিআ গোপিনি সব হরিস অন্তরে।
আনন্দে চলিআ গেল জার জেই ঘরে॥
রজনি প্রবাতে বড়াই দিল এক সাড়া।
পসার সাজাহ গোপি কে জাইবে পাড়া॥
উঠ বিনদি রাই মুখে দেহ পানি।
বাজারে জাইবে জে বিলম্ব কর কেনি॥
যুন যুন চন্দ্রমুখি কথ নিদ্রা জাঅ।
আদির্ত্ত উদয় ভেল আখি মেলি চাঅ॥
যুন যুন তিলত্তমা যুন কহি কথা।
পৃঅসখি মাধবি যুনহ কৃষ্ণকথা॥
হরিপৃআ চন্দ্রকলা কর্পূরা কুকিলা।
কুরঙ্গনআনি যুন মদনের বালা॥
ললিতা বিসাকা সোন পৃঅ সখিগন।
জদি জাইবা বিলম্বে নাহিক প্রঅজন॥

সুনিআ গোপিকা সব হইআ সুসার।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘুল সাজাইল পসার॥
বস্ত্র অলঙ্কার পৈরে বহুল সুসাজে।
চলিল গোপিকা সব জেন হংসরাজে॥
কদম্বতলাতে তথা প্রপঞ্চনা করি।
কপট রূপে ফুলমালা দানিরূপে হরি॥
বড়াই দেখাইল তানে আখি ঠার দিআ।
সাধস আপনা কাজ গোপিকারে লৈআ॥
দুই পাসে পর্ব্বত জে মৈদ্ধে পথখানি।
গোপিকা রাখিতে হরি চলিল আপনি॥
রাখিআ জে কান্থ বোলে কুল দিআ জায়।
করিবা বিচার সব পসার মাথায়॥
ই বোল সুনিআ রাই কৃষ্ণমুখ চাই।
কে তুমা করিল দানি কদম্বতলাই॥
আমা রাজা কংসাসুর বড়ই দুর্ব্বার।
কে হাছে এমত করে প্রতাপে তাহার॥
কান্থ বোলে কংসের অধিন আমি নই।
আমার জে রাজা হএ তার কথা কই॥
গন্ধর্ব্ব আমার রাজা সরস রসাতল।
বিস্ন (তু?) বিধি নাহি তার নিত্ত সর্ব্ব কাল॥
সন রাধা কহি মুর রাজার আদেস।
রাখিআ সাদিব কুল (?) দেখিআ সুভেস॥
রাজার আদেশ আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
সাদিব যুবত্তি দান বড় জত্ন করি॥
কন্দর্প রসিক নিত্ত দুর্ব্বের কাজে।
দেখিআ আমার মন হইল বিকলে॥
সগন নাচএ ভুরু দুই আখি মুর।
অবলা হইআ হইলে আমা মন চুর॥
রাধা বোলে অকারনে কেনে কর থব।
পর দৈখা দেখি কেনে ভাল জনের লুভ॥

কান্থ বোলে জথচিত্ত দান আমি চাই।
লেখাকরি দেহ জথ আছে তুমা ঠাই॥
রাই বোলে জদি তুমি হইআ থাক দানি।
সবে জাইতে দিব দান করি বিকিকিনি॥
ভাণ্ড প্রতি হএ তুমার এক গণ্ডা দান।
অমূর্ব্ব রত্তন ছাড়ি কিসের কুভান॥
রাধা বোলে অমুর্ব্ব রত্ন কথা আছে।
কান্থ বোলে দেখাইব বৈস মোর কাছে॥
ভাল মতে দেখাইব বৈসহ খানিক।
সুনার কটরাএ আছে রাজার মানিক॥
গোরস পসারে মোর আছেএ জতন।
ঝলমল করে হার অমুর্ব্ব রত্তন॥
চরনে নুপুর বাজে কিংকিনি কংকন।
আমি দানি হতে পলাহ ভাল ভাল জন॥
ছাড়িআ না দিব কাণু দানি হএ বড়।
কংসের দুআই দিআ তুমি সব নড়॥
রাজার দুহাই রাধা চন্দ্রাবলি বোলে।
এ বোলিআ দরে তবে কান্থর আচলে॥
কৌতুকে আচলি ধরি ত্রিদেসের নাথ।
ঠেলাঠেলি ছলে কুচে দিল নখঘাত॥
রাধার আচলে ধরে কান্থ একা চলি।
চৌদিগে গোপিকা সবে করে ঠেলাঠেলি॥
অপূর্ব্ব অত্তন্ত সুভা সিমা নাহি তার।
মরকত জেম বেড়ি সুভে চারি দার॥
যুবক যুবত্তি করে হাস পরিহাস।
তত্তাএ মিসাই কাম পুরে মন আস॥
বড়াই বোলে সুন কৃষ্ণ গোপিগন।
দন্দ কন্দলের কিছু নাহি প্রজন॥
কানাই জে নাহি হএ রাধিকা নাতিনি।
দুই আমার আপ্ত হএ ভিন্ন নাহি জানি॥

উত্তর দে দিআ গোপি কহ পৃঅকথা।
সুন কৃষ্ণ লহ দান জে হএ বেবস্তা॥
কানাই বোলে আছে জানহ বড়াই।
জে আমি বেবস্তাএ পাই তাহা আমি চাই॥
অনেক জতনে মোর এই বৃন্দাবন।
নানা বিক্ষে ফুটে ফুল করিল রূপন॥
এই বৃন্দাবনে আমি সদাএ থাকি।
সকল জানহ বড়াই তুমি এহার সাক্ষি॥
হেন বৃন্দাবনে মোর বলৎকার করি।
ডাল ভাঙ্গি ফুল তুলি নিআছে সুন্দরি॥
সেই দিন হতে মোর আছে সেই দাএ।
বিদাতাএ দৈবে তুমা আনিল এথাএ॥
ফলচুরি ফল আর গোরসের দান।
কেমতে জাইবা রাধা না করি সমাধান॥
হাসিআ বোলেন তবে ভৃকভানুর নন্দিনি।
কুন দিন এই স্থানে এমত না সুনি॥
এই পথে আসি জাই করি বিকিকিনি।
গোরসের দান আমি কবু নাহি সুনি॥
বিগুমানে রাজা আছে তার অধিকার।
ফুল তুলিতে মানা কেবা করে তার॥
কানু বুলে ভাল হইল বোলিলা সুন্দরি।
লুকাইআ বিকি কর ধরিলাম চুরি॥
আমি পথে যোহা দানি তুমিহ না জান।
দানি ভাড়ি তুমি বিকিকিনি কর কেন॥
সর্ব্ব দিনের দান আজি লৈব বসেস।
লেখা করি দান দেহ বৈস মোর পাস॥
গলাএ বিচিত্র হার নাসাতে বেসর।
হিরা মনি মানিক্য জে প্রবাল পাথর॥
গৌরসে পুরিআ আছ অনেক পসার।
ঘাট ছাড়াইতে বেলা হইল বিস্তর॥

সুনিআ গোপিকা সব হইআ যুসার।
এখন জাইব বিকে মথুরানগর॥
এমত বিসম কানু আমিত না জানি।
ঘরের বাহিরে তবে হইবেক কেনি॥
গোপি দেখিআ কানু ধরে নানা ছল।
বিসম জে ছল ধরি রাখএ সকল॥
পৃঅম্বদা বোলএ জে সুন পৃঅসখি।
নষ্ট হইল দধি দুগধ বৈআ গেল বিকি॥
সুন সুন অএ বড়াই বোলে চন্দ্রাবলি।
আপনে কুড়াও দান হৈআ মৈন্ধস্তলি॥
দান খণ্ড পার কর সুনহ রসাল।
অদভুত কেলি কৈল গোপিকা গোপাল॥
জথা লিলা কৈল কৃষ্ণ গোপিকার সনে।
গোনরাজ খানে ভুনে গোবিন্দচরনে॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিজএ দানখণ্ড॥

বড়াই বোলে কানাই পার কর তুমি।
ফিরিবার কালে দান দিআ জাইব আমি॥
বড়াই বচনে নৌকা আনে বনমালি।
কে কে হইবা আগে পার ঘাটে আইস চলি॥
ঘাটে নৌকা আনি তাথে নন্দের নন্দন।
নৌকাতে উটঅ আসি সব গোপিগন॥
হাসিআ বোলএ তবে নাগড় কানাই।
নৌকাতে উটিআ বৈস বিনোদিনি রাই॥
গোপালের বাক্য সুনি গোপিনি সর্ত্তরে।
দধি দুগ্দ ঘৃত ঘুল লইল তত পরে॥
আগে রাধা উটে পাছে চন্দ্রবলি।
পৃঅম্বদা তিলত্তমা উটে কুতুহলি॥
নৈকা চাপি বসিতে গোপিনি হুড়াহুড়ি।
মোর হাত ধরি তুল বোলে বড়াই বুড়ি॥

হাতে ধরি চন্দ্রবলি বড়াই তুলে নাএ।
রাই বোলে বড়াই জানি কথ দুক্ষ পাএ॥
বড়াই বোলে সুন কৃষ্ণ পার কর তুমি।
তুমার নৌকাএ খেনেক সএন করি আমি॥
সএন করিল বুড়ি নৌকার উপরে।
রাই বোলে বড়াই বুড়ি নিদ্রার কাতরে॥
মায়া করি বড়াই দেহেন নাক ছাট।
মুখে বস্ত্র দিআ হাসে যুবতির ঠাট॥
কৈতুকে গোপিকা লৈআ চাপিলেক নাএ।
হাসিআ নাগড় কানু কেড়ুআল বাএ॥
কত দুর নিআ তবে নৌকাএ দিল জল।
ডাইনে বামে চাপি নৌকাএ করে টলমল॥
ফিরাইআ নৈকা কানু রাখে সেই জলে।
কি হৈল কি হৈল করি গোপিগনে বোলে॥
নৌকা ডুবিলে কেহ না জানি সাতার।
সকলি মরিব এই জমুনা ভিতর॥
পৃঅম্বদা বোলে সুন নন্দের নন্দন।
আমরা ডুবিলে তুমি জাইবা কেমন॥
নৌকা বাহি পার কর না করিঅ হেলা।
লইঅ আপনা দান আসিবার বেলা॥
কানাই বোলেএ এখনে এ কথা নাহি সুনি।
বিদানে পার করিআছে কুন দানি॥
পার হই জথ দধি দুগ্দ বেচ তুমি।
বিচারি তুমার লাগ কথাএ পাইব আমি॥
প্রথম বহস তুমার হাস পরিহাসে।
হাতের কেড়ুআল আমা ঘন ঘন খসে॥
একে তুমি যুবতি যুবক আমি নাইআ।
পাসরিল সকল তুমার মুখ চাহিআ॥
দধির পসার তুমার জৌবনের ভারে।
আমা নৌকাএ জল উটে টলমল করে॥

রাই বোলে ভাল রঙ্গ কর জহুরাএ।
নৌকার জে জল কানু গোপি হাতে সিচায়॥
সুন অই কানু জদি দান লইবা তুমি।
নৌকার জে পান কানা(?) কেনে লইবা তুমি।
কুলের বৌআরি মোর সরির কুমল।
আমা সমাইর হাতে কানু সিচাঅ জে জল॥
কানু বোলে সবে করে আপনা বড়াই।
রাজার কুমার আমি নৌকা কেনে বাই॥
কেড়ুআল বাহিতে বোলএ দামুদর।
কোমল সরির আমা বেথা করে কর॥
সুখেতে সকল গোপি পার হই জায়।
কৌড়ির দায় নাই আমি এমতে দিলু নায়॥
এবোল বলিতে মেগ হইল আকাসে।
বিকল সকল গোপি কানু মনে হাসে॥
বিন্দু বিন্দু মেঘ বাঅ বরিসন করে।
উথলি উথলি ঢেউ উঠে জমুনারে॥
মেঘের উপরে জেন বিযুলি সঞ্চরে।
কলঙ্ক হইল জেন চন্দ্রের উপরে॥
কর জে কপালে হানি করে হাএ হাএ।
কুলেতে আছিল ভাল কেনে আইল নাএ॥
দেখিএ কানুর মন না করিব পার।
নৌকা ডুবিলে জে কেহ নাহি জানি সাতার
তেন কালে উঠি বোলে রাধা ঠাকুরানি।
এই খানে এমত জে করহ আপনি॥
জমুনা ছাড়াই তুমি বাহি আনি জায়।
ফিরাইআ নৌকা কেনে... ...রহায়॥
সুন সুন কানু কহি পার কর তুমি।
জথ দান লহ তুমি সব দিব আমি॥
কানাই বোলে সুন বিনদিনি রাই।
নবিন কাণ্ডারি আমি নৌকা নাহি বাই॥

একে তুমার ভাঙ্গা নৌকা আনাড়ি তুমি নাইআ।
ধনে জনে মজাইলা গআলের মাইআ ॥
বল করি খেওআ রাকা গছাইল মোরে।
না জানিআ গোপিসব দুস দেহ মোরে ॥
না জানিলে না ছাড়এ মোর দুস কি।
নৌকা বাহি পার হস্ত গআলের ঝি ॥
রাধা বোলে হোর কানু দান লইবা তুমি।
তুমা ভাঙ্গা নৌকা বাহিবাম আমি ॥
চাহিআ খেআনি তবে না পাইল আর।
তুমা কে আনিআ দিল হেন অধিকার ॥
কানু বোলে সুন সব ব্রজবধু রা(মা):
খেআনি চাহিতে রাজা না করিল খেমা ॥
অকারনে বিনদিনি কেনে কর রুস।
বিলম্বে করিব পার নাহি (মো)র দুস ॥
ভাঙ্গা নৌকাএ জেখানে উটে জল।
দেখিআ দেখিআ তবে গাঁছিবা সকল ॥
তবে সে বাহিতে পারি সুন ব্রজনারি।
বিনি নৌকা না গাইলে বাহিতে না পারি ॥
এ বোল বোলিতে নৌকা পানি হইল ভারি।
কানু বোলে জল সিচ সুন গোপনারি ॥
চন্দ্রাবলি বোলে রাই না দেখি কুসল।
দেখিতে দেখিতে নৌকা আদা হইল জল ॥
জে দেখি কানুর রিত না করিব পার।
সকলি মরিব আর না করি নিস্তার ॥
রাই বোলে চন্দ্রাবলি কার মুখ চাহ।
নিদ্রাভঙ্গ করি সিগ্রে বড়াইকে উঠাঅ ॥
কুন মুখে বড়াই মুখে নিদ্রা জাএ।
কাকালি ডুবিল জলে আখি মেলি চাএ ॥

উট উট বড়াই জে আখি মেলি চাহ।
ঝড়বৃষ্টি অন্ধকার জলে ডুবে নায় ॥
ক্রোধ করি বড়াই জে আখি মেলি চাহে।
কাচা নিদ্রাএ দুষ্ট বেটি কেনে জাগাএ ॥
ঠেলাঠেলি করি কেহ জল দিল গায়।
গণ্ডগোল দেখি বুড়ি আখি মেলি চাএ ॥
উঠিআ বসিল বড়াই নিদ্রা ঘুচাহিআ।
কান্দএ সকল গোপি বড়াই মুখ চাহিআ ॥
কেহ বোলে বড়াই মাগ বড় লাগে ভয়।
চমকি উটএ কেহ আখি মুদি রএ ॥
হেনই সমএ কহে রাধা চন্দ্রমুখি।
এমত সঙ্কট আর কবো নাহি দেখি ॥
আমি জদি জানিতাম জথ অথাস্তর।
তবে কেনে ছাড়িআ আসিতু নিজ ঘর ॥
জদি প্রান রাখে ঘরে জাই একবার।
গোরসের বিকি মোর সাদ নাহি আর ॥
অতিসয় কালাবর্ণ জমুনার পানি।
বড়ই তরঙ্গ দেখি চমকে পরানি ॥
গোপিকা বধিতে মেঘ ধরিল আকাশে।
মুখ সুকাইল মোর সাগর তরাসে ॥
বড়াই বোলে কানাইকে কে দিআছ দান।
রাধা বোলে আমাহনে নহে সমাধান ॥
জমুনার মৈদ্ধে মোর আছে কুন ধন।
পার হইলে দান লৈব নন্দের নন্দন ॥
বিকিকিনি নাহি করি কড়ি সঙ্গে নাই।
কিবা ধন আছে বোল গোপিসবের ঠাই ॥
এ বোল সুনিআ হাসে নন্দের নন্দন।
নৌকা ডুবাইআ রঙ্গ দেখাইব এখন ॥
দক্ষিনের পবনে নৌকা করে টলমল।
খেনে উটে খেনে পড়ে খেনে উটে জল ॥

কি হইল কি হইল বোলে সব গুপনারি।
কেড়ুআলে কান্দে করি হাসএ মুরারি॥
দেখিতে দেখিতে নৌকা পুর্ণ হইল জল।
জলে ভাসাহিআ নিল পসার সকল॥
কেহ কেহ সিচে জল কিছু কিছু করি।
থেনেক সিচিআ বোলে সিচিতে না পারি॥
জথ সিচে তত বাড়ে জল নাহি মরে।
পসার ভাসাই নউকা ডুব ডুব করে॥
তিলত্তমা বোলে রাধা কর অবধান।
সবে মিলি কানাইকে কর কিছু দান॥
কেহ বোলে পৈরাইব পিত জে বসন।
চরনে নপুর দিব বোলে কুন জন॥
কেহ বোলে পৈরাইব অমুল্ল রত্তন।
কিংকিনির গুন দিব বোলে পুন জন॥
কেহ বোলে বনমালা গাতি দিঅ গলে।
মকরকুণ্ডল কর্ণে পৈরাইমু ভালে॥
কেহ বোলে রসিক সুন অতি আন।
কর্পুর তাম্বুল সমে দিব গুআ পান॥
কানু বোলে জেই মুর নিতি আছে দান।
আগে সেই দান পাছে রাজার কুড়ান॥
গোরস পসার দান এখনে না ধরি।
নেউটিআ তার দান দিবা লেখা করি॥
প্রথমে মাগিএ আমি জৈবনের দান।
পার করি দিব সব দেহ সম্বিধান॥
সুন গোপি পার হঅ এই দান দিআ।
না দিলে ডুবিব নৌকা আমার বালাই লইআ॥
রাধা বোলে জেই বোল অথনে নাহি সুনি।
এসব বচন বোল লাজ নাহি থানি॥
সুন হেন কহি মোর রাজার দুআই।
পার করি দেহ হাটে জাইবারে চাই॥
মথুরির ননি দধি রাজার জুগান।
এসকল নষ্ট হইলে পাইবা অপমান॥
ভাল মতে জান তুমি রাজা জে দুর্ব্বার।
দধি দুগ্ধ লই জাই জুগান রাজার॥
ভুজন সমএ রাজা গোরস না পাইব।
আগ্যা অনুসারে দুত দস দিগে যাব॥
ধরিতে উটিআ দান না দিলে আমারে।
সমপৃত হইআ আমি বলিব তুমারে॥
এ বোল বোলিতে নৌকা করে টলমল।
ডুবিলেক নৌকা গোপি ভাসিল সকল॥
জমুনার মৈদ্ধেত গোপি ভাসিল সকল।
আনন্দে কৌতুক দেখে নন্দের ছাওআল॥
তরঙ্গে ভাসত গোপি হিসদা লিলাএ।
রহিতে নাহিক স্থান লৈক্ষ নাহি পাএ॥
কটির কিংকিনি খসে অঙ্গের বসন।
মনিসহ হার আদি জথ অবরন॥
খসিল পাটের জাদ বিগলিত কেস।
কৌতুক দেখএ কৃষ্ণ হরে গেল ক্লেস॥
জমুনা মৈদ্ধেতে ভাসিলেক গোপিগন।
তার মৈদ্ধে ভাসি বোলে নন্দের নন্দন॥
মিত্তুদেঅ ভাসে জেন নারি গোপাঙ্গনা।
হরিদ্র কুসুম জিনি জেন কাঁচা সুনা॥
কৃষ্ণ আগাএ জমুনাএ গোপির সহে ভার।
রামের কার্য্যে গিরি জেন ধরিল সাগর॥
জমুনা জে থৌর হইল হাঁটু আবাএ।
সকল জে থৌর হইল জথ জিব তাএ॥
পিরিতি পসার কৃষ্ণ প্রেমরসে ভরা।
জথ জিব আপনে সকল দেখে গোরা॥
সে সকল জেন সম্ভা কি কহিব আর।
রবিসুতে রাখে নিআ রত্ন জে পসার॥

সহজে গোপির মুখ দেখিতে সুন্দর।
জমুনার মৈদ্ধে জেন সুভে সমুধর॥
নআন বআন গোপির অতি অনুপাম।
চন্দ্র কুমুদ জেন শুভে অনুপাম॥
নির্ব্বাস ছাড়িআ কেহ ধরে কার হাতে।
কৌতুক দেখএ কৃষ্ণ রহিআ তথাতে॥
কেহ বোলে হা হা কৃষ্ণ বিদগদরাজে।
আমি সব ডুবাইআ জাইবা কুন লাজে॥
কেহ বুলে হা হা কৃষ্ণ কোন দিগে গেলা।
জমুনাতে ডুবাইলা সকল অবলা॥
হা হা কৃষ্ণ হা হা কৃষ্ণ বোলে সর্ব্ব জন।
হাসিআ হাসিআ বোলে নন্দের নন্দন॥
স্থির হই ডাকে কৃষ্ণে হাতে সান দিআ।
আমাকে ধরি সবে নৈক্ষ করসিআ॥
পিরিতে উচিত দান চাহিলাম আমি।
না দিলা আমাকে দান ডক্ষ পাইলা তুমি॥
দান দিবা করি সবে হইলা বিমুখ।
অখনে জানিলা সবে খেওয়ানির ডুক॥
এত ডুক্ষে পাব করি দানের কারন।
ক্ষতচিত্ত দান দেহ সুন গোপিগন॥
সমুখে দেখিআ কৃষ্ণ জথ গোপিগন।
নিকটে আসিলা সব প্রসন্ন বদন॥
কেহ হাতে কেহ গলে আচলে ধরিলে।
কেহ বৈক্ষে কেহ বৈক্ষে কেহ ধরে গলে॥
কানু বেড়ি ধরি গোপি অপরূপ কথা।
তমাল বেড়িল জেন কনকের লতা॥
অতি অপরূপ সুভা ঝলমল জেন।
কাঞ্চনেতে মরকত অপরূপ তেন॥
ভুজলতা বেড়ি ধরে বিনদিনি বাহি।
চন্দ্রবলি বোলে বড়াই ভাসে কুন ঠাই॥

ভাসিতে ভাসিতে বড়াই আইল তান কাছে।
জল খাই বড় পেট দেখে ভাসি আছে॥
মনে মনে কালিন্দিরে চিন্তে ভগবান।
গোপি রহিবার কিছু দেহ তুমি স্থান॥
রহিল গোপিকা সব রহিল আটুজল।
ঘন ঘন স্বাস ছাড়ে গোপিকা সকল॥
বিবসন সব গোপি বস্ত্র নাহি অঙ্গে।
দেখিআ নাগড় কানু হাসে মনরঙ্গে॥
বস্ত্র অলঙ্কার জথ নাগড় কানাই।
গচাইলা এড়িলেক জমুনার ঠাই॥
বসিল সকল গোপি অঙ্গ লুকাইআ।
হাতে ধরি বড়াইকে কানু তুলে জাইআ॥
গলাএ অঙ্গুলিআ উদগারিল জল।
উটিআ বড়াই বোলে এবে পাইল ফল॥
ব্রহ্মাআদি দেবে কার বুঝিতে নারে মায়া।
সেই প্রভু তুলিল বড়াইকে হাত দিআ॥
রাই বুলে বড়াই এবে করহ উপায়।
বিবস্ত্র সকল গোপি বস্ত্র নাহি গাএ॥
কন্টির কিংকিনি গেল গাএর বসন।
মনিময় হার আদি জথ অবরন॥
বিবস্ত্র হইল সব কেমতে জাব ঘর।
কেমতে দেখিব গিআ গকুল নগর॥
বিবসনে লর্জ্জা পাই মরন সমান।
সরিরের মৈদ্ধে কেনে রহিআছে প্রান॥
ধিক ধিক জিবন জৌবন অকারন।
জমুনার জলে কেনে না হইল মরন॥
নৌকা ডুবিআ গেল কেমতে হইব পার।
জেরূপ দেখিএ ঘরে না জাইব আর॥
বড়াই বোলে সুন কথা সুন গোপিগন।
সবে মিলি কানাইকে করহ স্তবন॥

চরনে স্বর্বন কৈলু মাগি পরিহার।
এ শঙ্কটে কানু বিনে কেহ নাহি আর॥
স্তুপ করে গোপি সবে বহে প্রেমধার।
প্রান রাখ সুন প্রভু করি পরিহার॥
জে দান মাগহ কানাই দিব সেই দান।
বড়াইকে সাক্ষি করি তুমা বিদ্যমান॥
সুনহ সকল গোপি বোলে জগন্নাথ।
দাণ্ডাইআ স্তব কর জুড়ি দুই হাত॥
এবোল বোলিল জদি দেব বনমালি।
লাজে হেট মাথা করে রাধা চন্দ্রাবলি॥
পৃথম্যা বোলে সখি পরিহরি লাজ।
না হইলে কেমতে হইব সবাকার কাজ॥
এথনে কানাই বিনে আর কেহ নাই।
ধরিলে কানুর কথা ভাল হবে বাই॥
গোপি সকলের রূপে জমুনা ঝলমল।
সূর্য্য উদএকালে প্রফুল্ল কমল॥
কানু বোলে নৌকা ডুবিআছে জলে।
কেমতে হইবা পার গোপিকা সকলে॥
জমুনার জলে নৌকা ডুব দিআ ঠাই
তপর্য্য করিআ দেখি কুল থানে পাই॥
এ বোলিআ চলিলেন নন্দের নন্দন।
নিমেসে চলিআ গেলা কালিন্দিভুবন॥
পৃও হস্তে কালিন্দি আসিল সিগ্র করি।
আপনার ভাগ্য মানে দেখিআ মুরারি॥
মোর গৃহে তিলেক বিশ্রাম কর হরি।
কানু বোলে গোপি ছাড়ি রহিতে না পারি॥
জমুনা বোলএ ধর্ম্ম রাধা সসিমুখি।
ত্রিভুবনে তাহান সমান নাহি দেখি।
কত স্তুপ কৈল গোপি ত্রিভুবন জিনি।
জাহার আগ্যাএ সব দেব চক্রপানি॥

তাহান চরনে মোর হএ পরিহার।
কাএমনবাক্যে আমি বোলি বারে বার॥
তুমা ঠাই রাখিলাম বস্ত্র অলঙ্কার।
নৌকার সহিতে আন দধির পসার॥
এ বোল শুনিআ জে কালিন্দি ঠাকুরানি।
চতুর্গুন করি দিল অভরন আনি॥
নৌকা লই চলি আইল প্রভু ভগবান।
নিমেসে গেলেন প্রভু গোপিকার স্থান॥
কৃষ্ণ দেখি রাধা আদি যথেক গোপিনি।
মৃত স্বরিরে জেন সঞ্চরিল প্রানি॥
গোপিকা দেখিআ হাসে নন্দের নন্দন।
কুল জলে আনি দেহে হারাইলে ধন॥
ঘৃত দুগ্ধ দধি তৃগ্ধ নষ্ট নাহি হএ।
আনন্দে জাইব সব নাহিক সংসএ॥
দুগ্ধের বরন দুগ্ধ নাহি হএ পানি।
গোপি বোলে কেন দিল ঘর হতে আনি॥
ঘৃত দুগ্ধ দধি দুগ্ধ বস্ত্র অলঙ্কার।
দেখিআ গোপিকা সব হইল চমৎকার॥
ত্রৈন্যে ত্রৈন্যে সমাহি সমাহি মুখ চাহিআ।
আপনা পাসরে সব নিজ নাথ পাইআ॥
কানু বোলে উঠিআ সব গোপিগন।
সবে মিলি পৈর সব বস্ত্র অভরন॥
বড়াই দেখএ কৃষ্ণ হাসএ কৌতুকে।
আপনে না জানে বোডা কৃষ্ণলিলা সুখে॥
কৃষ্ণের বচনে গোপি তখনে উঠিআ।
বস্ত্র অলঙ্কার পৈরে হৈসেদ হাসিআ॥
পৈরিলেক পাটাম্বর নেত্রের উড়ন।
বিচিত্র কাচুলি পৈরে সর্ব্বঙ্গে ভুষন॥
রত্ন মঞ্জরি সে জে চরনেতে সাজে।
চলিআ জাইতে অতি সুমধুর বাজে॥

গলাএ তুলিআ দিল মনিমহ হার।
অষ্টাঙ্গে পৈরিল সব নানা অলঙ্কার॥
কর্পুর তাম্বুল সঙ্গে খাএ পাকা পান।
ষুলকলা সসি জেন মুখের নির্ম্মান॥
লুচনে অঞ্জন দেখি ললাটে সিন্দুর।
হরিস হইল সমাই দুক্ষ গেল দুর॥
রাই বোলে সুন কৃষ্ণ কি বোলিব আর।
হারাইলু ধন দিআ কৈলা প্রতিকার॥
কানু বোলে সুন এবে রাধিকা সুন্দরি।
কিছু না খাইলে পার করিত্তে না পারি॥
ঘৃত ঘুল দধি আছে বোলে চন্দ্রাবলি।
তাহা কিছু খাই পার করহ মুরারি॥
খির নবনি আছে আর দুগ্দ সর।
তাহা খাই পার কর সুন দামুদর॥
রাই বোলে সুন কৃষ্ণ বিদগধরাজ।
তুমি দধি দুগ্দ খাইলে বিকির কিবা কাজ॥
জে কিছু আছএ দৈব তাহা কিছু পায়।
গাএ বল করি নৌকা বাহিআ জে জাহ॥
প্রথমেব মত নৌকা ডুবাইআ আর।
চরনে পরন লইল মাগি পরিহার॥
আপনা ইর্চ্ছাএ কর গোরস ভক্ষন।
পিরিতি করিল সুন নন্দের নন্দন॥
পার হইলে দান লহিঅ জে আছে নিবন্ধ।
এহাতে সন্দেহ নাহি সুন কৃষ্ণচান্দ॥
সুধা হাতে নিজ ঘরে জাইব সর্ব্বজনে।
বিধিমতে বোলিবেক সর্ব্ব পরিজনে॥
পুনরপি নৌকা জে আনিল নারায়ন।
সখিগন সঙ্গে নাএ উঠে ততক্ষণ॥
কহিতে না পারি সব অতি মনুহর।
তারাগন মৈদ্ধে জেন সুভে সসুধর॥

কানাই বোলে বড়াই বইস মোর স্থানে।
বড়াই বেড়িআ বৈস সব গোপিগনে॥
সুনহ সকল গোপি আমা বাক্য ধর।
ছাড়াইবা সঙ্কট জে তান পুজা কর॥
কেহ দিছেন দধিদুগ্দ কেহ দিছেন ঘৃত।
খির নবনি দিআ বোলে পৃন্ন বোল॥
আসিত্তে আনিব সব পাকা চাপা কলা।
ধুপদিপ নৈবিদ্ধ ভাল পুস্পমালা॥
সুরঙ্গ সিন্দুর দিলা নৌকার মাথাএ।
কেহ কেহ জয় দিআ সুমঙ্গল গাএ॥
কানুর বচন সুনি বোলে চন্দ্রাবলি।
অবিলম্বে পার কর সুন বনমালি॥
ঘন্টা চামরে কৃষ্ণ নৌকা করে সাজে।
খাগর সবদ জেন সুমধুর বাজে॥
কানুর নিকটে বসি গোপি সারি সারি।
হাস্য পরিহাস্য করে কৃষ্ণ গোপনারি॥
ঝমরু ঝমরু সঙ্গে বাজে কেরুআল।
খেনে বাহে খেনে রহে নন্দের গোপাল॥
সত্তরে কেডুল বাহে বাহু লাড়া দিআ।
শ্যামসুন্দর অঙ্গ ঘন দোলাইআ॥
কানু বোলে জদি গোপি পার হইতে চাহ
নৌকার উপরে সবে সুমঙ্গল গাহ॥
নৌকার সুভায় গিত গাহিলে সে চলে।
নহে পুনি অনর্থ হইব তবে জলে॥
এত সুনি গোপি গিত গাএ এক বার।
সারি হই গিত গাহে সুনিত্তে সুসার॥
গোপির মুখের গিত মধুর বচন।
মন্ত্রনা করিল কৃষ্ণ নন্দের নন্দন॥
কেডুআল বাহে দুলে রত্নময় হার।
খসএ কুণ্ডল রাধার বান্ধে আর বার॥

শ্রমযুক্ত হইল কৃষ্ণ মুখে ঘর্ম্মবিন্দু।
অমৃত বরিসে জেন পুন্নিমার ইন্দু॥
চন্দ্রাবলি উটিআ বাতাস করে গায়;
কর্পূর তাম্বুল রাই কাহ্নকে যুগাএ॥
চাপৈ পরিহাসে নৌকা বাহে বংমালি।
থাকিআ থাকিআ বড়াই করএ ধামালি॥
মথুরত পুন্ন হইল বড়াই বুড়ি বোলে।
রাধাকৃষ্ণ একি নাএ জমুনার জলে॥
ইসদ হাসিআ রাই কৃষ্ণমুখ চাএ।
চৌদিগে গোপিনি সবে সুললিত গাএ॥
বন্নিতে না পারি সেই ভেস রূপ রঙ্গ।
জমুনার ঢেউ হইল প্রেমের তরঙ্গ॥
কানাই বোলেন রাই তুমি গাহ গিত।
তবে সে চলিব নৌকা সুনি সুললিত॥
সবাই প্রধান রাই সুমঙ্গল গাএ।
সুনি সম্ভাসিত বড় বিদগধরাএ॥
স্তম্ভিত জমুনার জল স্তম্ভিত জে বাএ।
বাহিআ ঘাটেতে কাহ্ন চাপাইল নাএ॥
পার হইল গোপি নৌকা ঘাটে চাপাইল।
কুলেত উঠিআ সব প্রসন্ন হইল॥

*   *   *   *   ।

অদভুত নৌকা নিআ ঘাটেতে লাগাইল॥
জমুনাতে সর্ব্বগোপি হইলেক পার।
কাহ্নমুখ নিরখিআ দেখএ সংসার॥
গোপরাজ থানে তবে নৌকা নিল সেসে।
পার হইআ বোলে রাধা সুনহ বিসেসে॥
পার হইআ বোলে রাধা সুনহ কানাই।
বাজারেতে জাইব আমি দৈল তুমা ঠাই॥
আসিবার কালে তুমি কহিল প্রবোধ।
এখনে আমার সঙ্গ ছাড়হ সুবুধ।
হাসিআ বোলএ কৃষ্ণ সুনহ যুবতি।
দান না পাইলে আমি জাইব সংহতি॥

ভারখণ্ড

হাসিআ বড়াই বোলে চাহিআ কৃষ্ণ প্রতি।
আখির ঠারে দেখাইল সেই সে যুকতি॥
বড়াই বোলেন কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
রাধা সঙ্গে জাইবা পসার লহ এই খন॥
চিনিতে তুমারে জেন কেহ নাহি পারে।
যুবতি সকতি চল কান্দে করি ভারে॥
কৃষ্ণ বোলে সুন বড়াই নাহি বহি ভার।
পদের নপুর দিব তারি আন আর॥
তিনবার বোলে বড়াই হাতে দিআ তালি।
দেখেতে খাখার হইল সুন বনমালি॥
আমরা কহি তুমি জদি নাহি বহ ভার।
আমার কার্য্যের সাধ নাহিক জে আর॥
কৃষ্ণে বোলে সুন বড়াই জাহ বোলি তুমি।
তুমা বাক্যে ঘুল ভার বহিবেক আমি॥
বস্তুবিরচিত ভার অতি চিত্র রেখা।
কান্দে ভার লএ কৃষ্ণ হাসএ রাধিকা॥
হাতেতে ধরিআ দেখি কান্দে দিল ভার।
সর্গে থাকি দেবগনে করে হাহাকার॥
সে সব সকতি বোঝে সকতি কাহার।
সুন লই বহে প্রভু পৃথিবির ভার॥
পিরিতের বস কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
নৌকা লই বেহার জে পিরিত কারন॥
পুন্ন ব্রহ্ম সুনাহেন পিরিতের বস।
ত্রিজগত ভরি গাএ এসকল জস॥
অনেক করেন কৃষ্ণ পিরিতি লাগিআ।
পিরিতের তরে ভার লইল কানাইআ॥

পিরিতি করিল গোপি জেই মতে চাএ।
সেই মত করে কৃষ্ণ বিদগদরাএ॥
ভাগ্যবতি রসবতি ব্রজবধুগন।
কৃষ্ণের লাগিআ কৈল জাতিকুল পন॥
কৃষ্ণের তেমতি রূপ গোপিকা লাগিআ।
অতঅব তান নাম রসাবিনদিআ॥
পিরিতি রসের তত্ত সর্ব্বলুকে জানে।
এতেকে বিচ্ছেদ নাহি গোপিকার সনে॥
ভারখণ্ড লিলারস পিরিতি পসার।
প্রেমভাবে মগ্ন হই কৃষ্ণে বহে ভার॥
আগে রাধা চন্দ্রবলি তান পাছে হরি।
তার পাছে বড়াই জে হাতে ধরি লড়ি॥
ধরার অঞ্চল পাছু পাএ লাগি জাএ।
খঞ্জন নয়ন দেবি থেনে ফিরি চাএ॥
মুচকি মুচকি হাসে দেখি কৃষ্ণরূপ।
ঘর্ম্মে অঙ্গ ভলবোল বিপরিত রূপ॥
ভার লই করে কৃষ্ণ বাজারে প্রবেস।
দেখিআ মুহিত লুক নাগড়ের বেস॥
বাজারে প্রবেশ করি বিনোদিআ ভারি।
মুখে বস্ত্র দিআ হাসে রাধিকা সুন্দরি॥
বড়াই বোলে সুন কৃষ্ণ আমার জে বোল।
বিকিকিনি হইত চাহি বোল ঘুল ঘুল॥
কৃষ্ণে বোলে সুন বড়াই এরে বহি ভার।
ঘুল ঘুল ডাক দিতে বল নাহি আর॥
বড়াই ঘোল বোলিতে জে করিল সঞ্চার।
কি কারণে আইলা তুমি লইআ পসার॥
ঘোল ঘোল বলিতে জে মনে ভাস লাজ।
কেমতে সাদিবা তুমি আপনার কাজ॥
কার্য্য সাদিতে জদি অকার্য্য জে করি।
তাহাতে নাহিক দুস সুনহ মুরারি॥

বড়াইর বচন কৃষ্ণ ইসেদ হাসিআ।
এই সব কর কৃষ্ণ রসের লাগিআ॥
ঘুল ঘুল খেনে ডাক দিল বনমালি।
মুখে বস্ত্র দিআ হাসে রাধা চন্দ্রাবলি॥
চান্দ মুখে নাগারে জে বোলে ঘুল ঘুল।
অমিআ অধিআ বোলে সুমধুর বোল॥
সুললিত সব্দ সুনি ধাইল যুবতি।
দেখিলু নাগড়বর গোপির সংহতি॥
তারাগণ মৈদ্ধে জেন পুর্ণ সসুধর।
দুর্গবএস ভেস নাগাড়ি নাগড়॥
কানু দেখিবার জাএ বিগলিত কেস।
ধাইল যুবতিগণ জার জেই ভেস॥
গুরুজন ভএ জেবা আসিতে না পারএ
আড়েত থাকিআ কৃষ্ণের মুখ চাএ॥
অনুমান করে দেখি শ্যামল কলেবর।
অলিরাজ আইল কি বা নব জলধর॥
কেহ কেহ বোলে দেখি শ্রীমুখ সুন্দর।
গগন ছাড়িআ কিবা আইলা সসুধর।
ইরূপ দেখিআ কেহ না মেলিল আখি।
কেহ বোলে এইরূপ নিসিদিসি দেখি॥
রূপ দেখি সর্ব্বলুকে ধন্য ধন্য করে।
কুন ভাগ্যবতি এহা ধরিল উদরে॥
জলাইআ (?) গড়ে রূপ অতি মনুহর।
ধন্য জে যুবতি জার এমত নাগড়॥
নগরের মৈদ্ধে হইল স্ত্রি হুড়াহুড়ি।
চিত্রের পুতলি জেন রহে কানু বেড়ি॥
রাধা কানু গোপিগণ যেইদিগে জাএ।
দেখিতে সকল লুক পাছে পাছে ধাএ॥
গোরস কিনিব করি ছলে কেহ জাএ।
খির নয়নি এড়ি মুখ পানে চাএ॥

বচন বোলিতে মুখে বোলে আদামুল।
কেহ বোলে কতেকে বেচিবে দধি দুধ॥
কানু বোলে দুধ মুল্ল কহি জত্তুচিত।
চারি পন মুর্দ্ধ দের কহিনু নিচ্চিত॥
সুনিআ যুবতি সব কানুর পিরিত।
তবে কিনি জদি পাই তুমাকে সহিত॥
হাসিআ হাসিআ তবে বোলেন কানাই।
রাধা জদি বেচে মুরে তবে সে বিকাই॥
কেহ বোলে সুন গোপি আমার বচন।
দধি দুগ্ধ বিক্র করি কত লাখ ধন॥
চতুর্গুন করি ধন আমি দিব তুরে।
ধন লই ঘরে জাহ ছাড়ি দেহ মোরে॥
ভাল বাক্য বলিলা হাসিআ ভাল রাই।
তবে দিতে পারি ধন তার সম পাই।
কেহ কেহ বোলে সমান নাহি আর।
হেন বাক্য বোলিলা হাসিআ ভাল রাই॥
হেন জন কান্দে কেনে দিআ আছে ভার।
রাই বোলে গোপজাতির বিসএ জে ভার॥
বহিতে দুধের ভার কিবা স্রম তার।
বিনদ নাগর বর সঙ্গে আমার॥
বিনদ নাগর বর সঙ্গে বিনদিনি।
কৌতুকে বেহার করে নাম বিকিকিনি॥
রসিক যুবতি সঙ্গে নাগর কানাই।
মদুরত পুর্ন সঙ্গে রঙ্গে এক ঠাঁই॥
কানাই বোলে সুন বিনদিনি রাই।
খুদাএ চলিতে নারি পাইলে কিছু খাই॥
সুনিআ পিরিতি বড় পাএন সসিমুখি।
সন্তসে খাইতে দিল পরম কৌতুকি॥
মিষ্ট দৈর্দ্ধ সব দিল চিনি চাম্পা কলা।
গলাএ পৈরাই দিল মালতির মালা॥

সুভাসিত কর্পুর তাম্বুল পাকা পান।
পরম পিরিতে গোপি কানুরে খাআন॥
ধরিআ কৌতুকে সবে কেহ কেহ আনে।
কিনিআ চাপার ফুল কেহ দেহে কানে॥
কুটিল কটাক্ষে কেহ লর্গ্য (?) নয়ানে।
নিরক্ষন করে রূপ জেন পঞ্চবানে॥
বোনথে আনি জে পুষ্পমালা গাতে।
হইল বিচিত্র বেস গকুলের নাথে॥
রাই বোলে চন্দ্রাবতি আমা রাকা সুন।
বড়াইরে খাইবারে কিছু দধি আন॥
কৌতুক দেখিতে সব সখিগন আইল।
দুটিকলই কিনি দিল বড়াই খাইল॥
খেসারি কলই কিনি কিছু দিল তাএ।
মুখে দিআ ঠনঠনি ভাঙ্গা নাহি যাএ॥
দন্তহিন বড়াই সঘন মুখ নাড়ে।
হাসিআ যুবতি সব কান্দে গাএ পড়ে॥
রাধা বোলে সব সখি আমা বাক্য সুন।
ভাল দধি কিছু কিনি বড়াইকে দিতে আন॥
চিনি মধু কি দিল বর্দ্ধমান কলা।
সিঘ্র করি খায় দিদি জাইতে আছে বেলা॥
রাধিকাএ বোলে তবে সখিগন স্থানে।
জমুনা পুজিতে তবে জান দৈবা আনে॥
অপুর্ব্ব তণ্ডুল ফুল চিনিচাপা কলা।
জমুনাকে কহিআছি আসিবার বেলা॥
কৌতুকে বড়াই গোপি সাজাএন ডালা।
সিরে পরে তুলি দিল বকুলের মালা॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন দিল কানে চাম্পাফুল।
কৌতুকে গেল সব জমুনার কুল॥
জমুনার পুজা কৈল বিবিধ রচনা।
নানা মতে সুকে আছে বহুল জে জনা॥

চন্দ্রাবলি বোলে কৃষ্ণ করি পরিহার।
সকালে জাইতে চাহি ঝাটে কর পার॥
কানাই বোলে গোপি নাহি কর কল।
আগে মুরে দান দেহ পাছে কৈঅ বোল॥
রাই বোলে আগে কৃষ্ণ পার কর তুমি।
জেই চাহ সেই দিব বোলিলাম আমি॥
কান্থ বোলে তবে আমি কেড়ুআল বাই।
জেই চাহি সেই দিবা সাক্ষি জে বড়াই॥
রাই বোলে সুন কৃষ্ণ না হইব আন।
জেই চাহ সেই দিব বড়াই প্রমান॥
এতেক বোলিআ নৌকাএ উটে গোপিগন।
হাসি হাসি নায় বাহে নন্দের নন্দন॥
ছুতিঅ অঞ্জন অঙ্গে নবগনে স্তাম।
শ্রমযুক্ত হইআ বাহিআ পড়ে ঘাম॥
সুভাসিত কেয়ুর জে অলকা উপরে।
মকরকুণ্ডল কর্ণে ঝলমল করে॥
বিমল সুন্দর অঙ্গে সুভে বনমালা।
কৌতুকে বাহেন নৌকা রসিক জে বালা।
খেনে বাহে খেনে বহে হাস্ত পরিহাসে।
লিলাএ হইল মগ্ন অসেস বিসেস॥
টুটিআ আইসএ বেলা রবি বৈসে পাটে।
বাহিআ কানাই নৌকা চাপাইল ঘাটে॥
কান্থ বোলে অএ রাই কি বোলিব আর।
পার করি সঙ্গে তথা এবে হইনু ভার॥
এবে সব ঘরে জাইবা না কর বঞ্চিত।
দেঅত আমার দান জে হএ উচিত॥
রাই বোলে কিবা চাহ নন্দের নন্দন।
কান্থ বোলে আমি চাহি প্রেম আলিঙ্গন॥
মদনআনল তাপে কাপএ পরান।
তুমার অধরসুধা মোরে দেহ দান॥
প্রেমে আখি ঢুলু ঢুলু কিছু বোলে রাই।
জিবন জৌবন আমার সব তুমা চাই॥
আখির পুতলি তুমি জাতিপ্রানধন।
তুমা তরে সব আমি করিআছি পন॥
আলিঙ্গন কৈল গোপি কৃষ্ণের জে অঙ্গে।
ধরিআ রাধারে কৃষ্ণ রাখে নিজ অঙ্গে॥
কান্থ বোলে অঙ্গে মোর দিলা জেন হেম।
বড়াই প্রসাদে মোর রাধাসঙ্গে প্রেম॥
বড়াইর চরনধুলি গোপির মাথাএ।
কৃষ্ণ হেন বন্দু পাইলু জাহার কৃপাএ॥
রহিলেক কান্থ প্রেম আলিঙ্গন পাইআ।
গোপিকা চলিল তবে কৃষ্ণগোন গাইআ॥
জে লিলা করিলা কৃষ্ণ গোপিকার সনে।
গোবিন্দবিজই গুনরাজ খানে ভুনে॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিজএ দানখণ্ড॥

পরিশিষ্ট

(২)

(ঘ) পুথির অতিরিক্ত

(১৬৮ পৃষ্ঠার ফুটনোট দ্রষ্টব্য)

শ্রীরাগ ॥

শুন শুন ওহে নর শুন সাবধানে।
আর দিনে আর ক্রীড়া কৈল নারায়ণে ॥
দ্বাদশ বৎসর হৈতে ক্রীড়ে গদাধর।
চৌদ্দ বৎসরের খেলা দেখিতে সুন্দর ॥
কিশোর বয়েস কৃষ্ণ যৌবনের চটা।
শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ যেন জলধর পাটা ॥
কল্পতরু মূলে চিন্তা করি একেশ্বর।
যোগ পিঠে বসি করে আসন সুন্দর ॥
তাহার উপরে বসি আছে নন্দবালা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় ষোল কলা ॥
গোপীগণের সৃষ্টি ষোড়শ নায়িকা।
ষোড়শ নায়িকা সৃষ্টে একলা রাধিকা ॥
বাম পার্শ্বে রাধিকা দক্ষিণে চন্দ্রাবলী।
আসে পাশে রূপ গুণে রমণী মণ্ডলী ॥
চিন্তামণি মন্দিরের চারিখান দ্বার।
পশ্চিম মুখেতে প্রভু রাধাকান্তের ঘর ॥
চারি দ্বারে চারি দ্বারি সে চারি গোয়াল।
কৃষ্ণের সমান বেশ দেখিতে রসাল।
শ্রীদাম গোয়ালা দ্বারী পশ্চিম দুয়ারে।
পূর্ব্বেতে সুদাম দ্বারি দাম উত্তরে ॥

দক্ষিণ দ্বারেতে দ্বারি কিঙ্কিণীক নাম।
আনন্দেতে বৃন্দাবনে বিহরয়ে কান ॥
চিন্তামণি মন্দিরে বালক লাখে লাখে।
সুবল আদি বালক সব মন্দির রাখে ॥
নানা অলঙ্কার শোভে গলে বনমালা।
কৃষ্ণের সমান বেশ জানে নানা কলা ॥
কেহ কাল কেহ গৌর সবাই কিশোর।
অঙ্গের কিরণ তার অতি সে উজ্জ্বর ॥
মাথায় ময়ূরপুচ্ছ খোঁপা মনোহর।
সকল গোয়ালা সেই কৃষ্ণের দোসর ॥
কাঁধে শিঙ্গা হাতে বেণু কার করে বেত।
কটি তটে ধটী শোভে সব পাট শ্বেত ॥
কৃষ্ণের আনন্দে সব আনন্দে গোয়াল।
সুস্বরেতে গীত গায় ধরিয়া সে তাল ॥
কৃষ্ণেরে সেবিয়া সব কৃষ্ণগত চিত্ত।
মন্দিরে বেড়িয়া সব গায় নানা গীত ॥
সেই মন্দির মধ্যে ক্রীড়া করে নন্দবালা।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ গলে বনমালা ॥
শিরেতে ময়ূরপুচ্ছ হাতে মোহন বাঁশী।
সুরঙ্গ অধরে তার মৃত মন্দ হাসি ॥

ব্রজাঙ্গনা বেষ্টিত নাগর শিরোমণি।
পঞ্চম আলাপে গোপী মনোহর ধ্বনি॥
রমণী মণ্ডল মাঝে দেব নারায়ণ।
প্রত্যক্ষে সবারে কৃষ্ণ করেন তোষণ॥
পদ্মিনী গোপীকা সব অঙ্গে পদ্ম গন্ধ।
রসিক নাগর সনে রস অনুবন্ধ॥
কার সঙ্গে বিলসই অঙ্গে অঙ্গ দিয়া।
কার অঙ্গ ঠেসি রহে ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
কাল কাল রমণীর কোলে গিয়া বসি।
মুখে মুখ দিয়া করে সঙ্গে রাএ বাঁশী॥
এক সঙ্গে মুখ দিয়া দুজনে বাজায়।
ভুবন মোহন সুরে পঞ্চম গায়॥
পঞ্চম আলাপ শুনি দরবে পাষাণ।
পঞ্চম আলাপে যমুনা বহয়ে উজান॥
পঞ্চম আলাপে আবেশ হইলা গোপীগণ।
গান শুনি সবাকার উল্লাসিত মন॥
শুষ্ক যতেক বৃক্ষ বৃন্দাবনে ছিল।
পঞ্চম আলাপে সব তরু মঞ্জরিল॥
ক্ষণে গায় ক্ষণে নাচে নানা বিধ রঙ্গে।
রাস ক্রীড়া দেখি লজ্জা পাইল অনঙ্গে॥
কার সঙ্গে নাচে গায় কার সঙ্গে হাসে।
আনন্দ সাগর মাঝে ব্রজাঙ্গনা ভাসে॥
রসের আবেশে গিয়া কেহ দেয় কোল।
কাণ পাতি শুনি তার মিঠি মিঠি বোল॥
অধরে অধরে চাপি করয়ে চুম্বন।
মুখারবিন্দে দেয় কার তাম্বুল চর্ব্বণ॥
কার মুখে মুখ দেয় কার বুকে হাত।
কার গলে তুলি দেয় পুষ্প পারিজাত॥
কার সনে রঙ্গে বসি কার সনে হাসি।
আনন্দ সাগর মাঝে ব্রজাঙ্গনা ভাসি॥

কুচ পরশিয়া লয় অঙ্গের সুগন্ধ।
কত কামকলা জানে রঙ্গ অনুবন্ধ॥
কুচে নখাঘাত দিয়া অধর দংশিল।
দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়া কারে সান্ত্বাইল॥
চুম্বন করয়ে কার ধরিয়া কবরী।
কাহারে চুম্বন করে চিবুক যে ধরি॥
চিকুর চিবুক ধরি করে চুম্ব দান।
রসবতী গোপী সঙ্গে বিলসই কান॥
কার সনে বিলাসিতে কার হয় মান।
তা সনে নয়ন করে মদন সন্ধান॥
নয়ন সঘনে তার মান ভঙ্গ করি।
ত্রিভঙ্গ লীলায় আনি তুবাহু পশারি॥
সম্মুখে আনিয়া তারে ভেটী দেয় কোল।
বিপরীত আলাপ কত রসের হিল্লোল॥
সুর নারী সহ নাহি সপত্নীক ভাব।
আনের সনে বিহারে আনের প্রেম লাভ॥
এক সঙ্গে বিহারেতে আনের সন্তোষ।
কাহার বিহারে কার নাহি হয় রোষ॥
কেহ কারে ভিন্ন নহে সবে এক তনু।
অন্য পুরুষ নাহি পুরুষ মাত্র কানু॥
সম্মুখেতে চন্দ্রাবলী বামেতে রাধিকা।
তিনে বেড়ি দাণ্ডায়েছে ষোড়শ নায়িকা॥
ষোড়ষ নায়িকা বেড়ি রমণী মণ্ডল।
রূপ আভরণে সব করে ঝলমল॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী সব চন্দনে সজ্জিতা।
ভুবন মোহন রূপ গুণে অলঙ্কৃতা॥
রম্ভা মেনকা রতি শচী উর্ব্বশী পার্ব্বতী।
ইহারে জিনিয়া রূপ ব্রজের যুবতী॥
ত্রিভুবনে নাহি ব্রজ কন্যার তুলনা।
তার রূপ গুণ সব কাহাতে গণনা॥

গমন নাচন তার কথা সব গীত।
যার রূপ গুণে কৃষ্ণ হইল মোহিত॥
বড় প্রিয়তমা কৃষ্ণের রাধা চন্দ্রাবলী।
শশীরেখা চিত্তরেখা দুহে সমতুলি॥
প্রিয় বন প্রিয় রমা মদন মঞ্জরী।
ভুবন মোহন রূপ এ চারি সুন্দরী॥
শ্রীমতী মধুমতী মাধবী কাদম্বিনী।
নবরঙ্গা রতি লেখা কুণ্ডিনী শ্রীমণ্ডিনী।
ষোড়শ নায়িকা সব কৃষ্ণের প্রিয়তমা।
মধুরস মাধুরী কৃষ্ণের সব সমা॥
ষোড়শ নায়িকা মধ্যে দুজনে প্রধান।
রাধা চন্দ্রাবলী দুহেঁ একই সমান।
সমান রূপ সমান বেশ সমান গুণ ধরে।
রাধা কৃষ্ণ দুই জন একি কলেবরে॥
একলা রাধিকা ধরে এই তিন নাম।
বৃন্দাবন বিলাসিনী নাম অনুপাম॥
বৃন্দাবন বিলাসিনী রাধা কৃষ্ণ প্রিয়া।
তন্ত্রে ছিল তিন নাম দিল প্রকাশিয়া॥
সকল গোপীর শ্রেষ্ঠ একলা রাধিকা।
রাধার অংশেতে এই সকল গোপীকা॥
অষ্টাদশ নায়িকা রাধা চন্দ্রাবলী সনে।
চন্দ্রাবলীর অংশেতে জানি অষ্ট জনে॥
রাধার অংশেতে জানিহ আর অষ্টজন।
পরম তত্ত্ব কহি আমি তন্ত্রের বচন॥
ষোল জনের অংশে হয় ষোল জন আর।
অংশা অংশী গোপীগণ কহিতে অপার॥
ষোল জনায় অংশ আর ষোল জন কহি।
এতেক কহিল যবে আছে ইহা বহি॥
ষোল অংশে শুন আর ষোল জনার নাম।
ভুবন মোহন রূপ অতি অনুপাম॥

রূপে গুণে অনুপমা ললিতা সুন্দরী।
স্তনপরি লেপিয়াছে সুগন্ধ কৌস্তুরি॥
সামলা ধবলা রতি তাঁহার সমান।
ভদ্রা পদ্মা হরিপ্রিয়া বিশাখা প্রধান॥
ইন্দুমুখি সুমুখি বল্লবী চন্দ্রিকা।
বিলাসতি নিবসন্তি অপ্সরা গোপীকা॥
চতুরা মধুরা সনে ষোড়শ নায়িকা।
যুথে যুথে অংশা অংশী সকল গোপীকা॥
এ সব গোপীকা সঙ্গে নিতি নিতি রাস।
ইহা শুনিতে লোকের বড় অভিলাষ॥
রসের আয়াসে গিয়া যমুনার কূলে।
গোপী সঙ্গে ক্রীড়া করে যমুনার জলে॥
ব্রজাঙ্গনা বেষ্টিত হইয়া শ্রীহরি।
যমুনা পুলিনে গিয়া জল ক্রীড়া করি॥
যুথে যুথে ব্রজনারী মধ্যে নারায়ণ।
জল ছিটাছিটি করে সব গোপীগণ॥
চুয়া চন্দন সব কোটরা পুরিয়া।
গোবিন্দের অঙ্গে গোপী দিল ছড়াইয়া॥
কেহ মুখে দেয় কেহ দেয়ত শ্রবণে।
কেহ অঙ্গে দেয় কেহ দেয়ত নয়নে॥
দুই হাতে গোবিন্দাই সম্বরিতে নারি।
চৌদিকে গোপের নারী পলাইয়া যারি॥
আস্তে ব্যস্তে গোবিন্দ ধরিল রাধার হাতে।
জল ছিটাইয়া দিল তার কানে মাথে॥
কাতর হইয়া রাধা বলে কাকুর্বাণী।
তোমার স্মরণ লৈয়ু শুন চক্রপাণি॥
রাধার মিনতি শুনি গোবিন্দাই হাসে।
ধেয়ে যায় বনমালী চন্দ্রাবলীর পাশে॥
হাসিয়াত চন্দ্রাবলী পলায় যায় দূর।
খসিয়ে পড়িল তার পায়ের নূপুর॥

স্থিত চন্দ্রাবলী নূপুর নাহি পায়।
হেন বেলা নূপুর তার পাইল শ্যাম রায়॥
ড়ার অঞ্চলে কৃষ্ণ নূপুর লুকাইয়া।
ন্দ্রাবলী সঙ্গে বুলে নূপুর চাহিয়া॥
ষ্ণ বলে কোন জন নূপুর কৈল চুরি।
ভাল বেস্ বলহ সবে রাজার কুমারী॥
আপনা আপনি গোপী করয়ে মন কাজ।
নূপুর করহ চুরি নাহি লেশ লাজ॥
সকল যুবতি মেলি হৈল এক ঠাঞী।
মুখে জল নাহি দিল কার ভয় নাই॥
গোবিন্দের বোল শুনি গোপী সব আসি।
সবাকারে গোবিন্দাই বলে হাসি হাসি॥
নেতের বসন সবে পরহ ঝাড়িয়া।
আপনার ঘরে সবে যাহ শুদ্ধ হৈয়া।
গোবিন্দের বাক্যে গোপী হাসিতে লাগিল।
অন্য অন্যে আপন বস্ত্র ঝাড়িয়ে পরিল॥
তবে চতুরাপরা অপ্সরা মধুমতী।
কৃষ্ণকে বেড়িয়া ধরে এ চারি যুবতী॥
শশীরেখা চিত্রলেখা কমলা সুন্দরী।
মদনমঞ্জরী সনে অনুমান করি॥

খসাইল পীতধড়া এ চারি সুন্দরী।
আকাশে থাকিয়া দেখে যত বিদ্যাধরী॥
ধড়ার আঁচলে তবে নূপুর পাইল।
চোর কৃষ্ণ বলি তবে হাসিতে লাগিল॥
শিশু হৈতে চোর তুমি এখন কর চুরি।
চোর বাদে বান্ধিল তোমা যশোদা সুন্দরী॥
স্নান করিতে গেলে বস্ত্র কর চুরি।
জল ক্রীড়ায় নূপুর চুরি করিলে শ্রীহরি॥
একবার দুইবার নহে হৈল তিনবার।
নারীর সমাজে তোমার ঘুষিব সংসার॥
বিবস্ত্রে থাকিলা কৃষ্ণ যমুনার জলে।
পীতধড়া লয়ে সব গোপী উঠি কূলে॥
ব্রজাঙ্গনা বলে শুন দেব নারায়ণ।
বিবস্ত্রে থাকিলে জলে কেমন করে মন॥
হাস্য পরিহাস করে সব গোপী নারী।
বিনয় করিয়া বস্ত্র মাগিলা শ্রীহরি॥
হাসিয়া সুন্দরী রাধা বস্ত্র আনি দিল।
বস্ত্র পরি গোবিন্দাই ঘরকে চলিল॥
অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুন এক মনে।
এ জল বিহার গুণরাজ খাঁন ভনে॥

শব্দ-সূচী

অ

আ

আক্কটি—"অক্কটি" দ্রষ্টব্য ; ৬০২
আখেআতি—অখ্যাতি ; ৩৩৮
আগলি—অগ্রগণ্য ; ৩৫৭
আগিনা—আঙ্গিনা ; ৫৩৯
আঙ্গিয়া—অঙ্গীকার করিয়া ; ৪৪৬
আওলা—আমলা, আমলকী ; ১৪৩
আঠু—হাঁটু ; ৪০
আড়কুলি, আরকুলি—অন্যপাশে ; ২৪০
আংসা দিল—আচ্ছাদিল ; ৫৯, ১১৪, ১১৮
আতিত—অতিশয় ; ২৮৫
আত্মঘাই—আত্মহত্যা ; ১২৫
আবস্থা—দুরবস্থা ; ৬৫৪
আবাল—অতিশিশু ; ৫৮, ৯৯
আরতি—আর্তি, প্রার্থনা ; ২৭৪, ৩৮১, ৪৮০, ৫০৪ ৫০৭
আলঙ—আইলাম, আসিলাম ; ৩৩১
আলন—আনল, অনল ; ৫০৯
আসিএন—যেন আইসেন ; ৪১১
আসোয়াস্ত—আস্বস্ত ; ৪৭৬
আস্রএ—আশ্রয়, বাসা ; ৪৯৩
আশ্বত—অশ্বত্থ ; ১৪৩

ই

ইংসা—ইচ্ছা ; ৪৮৪
ইন্দ্রতত্ত্ব—ইন্দ্রিয়তত্ত্ব ; ৫৪৪
ইন্দ্রপুরে—ইন্দ্রপ্রস্থে ; ৬৪৮
ইসে—ঈশে ; ৫২

উকটএ—খোঁকে ; ৫২৮
উছুর—বিলম্ব ; ৫০৮
উদ্ধেস—উদ্দেশ ; ১৩৭, ১৩৮, ২৮৮
উদ্ধঃর্ত্তন—উদ্বর্ত্তন, গন্ধদ্রব্যাদির দ্বারা গাত্রমার্জন ; ৪৩৪
উত্তর্থন—উদ্বর্ত্তন ; ৩৬৩
উদ্বিসে—উদ্দেশে ; ২১
উনমতি—উন্মত্ত ; ১৫৬
উপগতগতা—উদ্গাতা ; ৫৫৪
উপসন্ন—উপসংগ্রহ = সঙ্কলন ; ১৮৭
উপরাগ—সূর্যচন্দ্রের গ্রহণ ; ৫৪১
উপেক্ষা—অপেক্ষা ; ৭৪
উবুঝিল—উপজিল, উৎপন্ন হইল ; ৭
উভ—উলটা, উর্দ্ধ ; ৭৭, ৭৮, ১০৭
উভরাএ—উচ্চ স্বরে ; ৬৭
উভলড়ি—উর্দ্ধশ্বাসে গমন করিয়া ; ৬৪৯
উভার্থন—উদ্বর্ত্তন ; ৫৩৬
উষ্যাগ—উদ্যোগ ; ২৩৬
উরমুখ—উন্মুখ ; ৬৪৮
উর্দ্ধজানে—উর্দ্ধজানু (পদ) হইয়া ;
উর্দ্ধমস্ত—মস্তক উর্দ্ধে তুলিয়া ; ৩২
উর্দ্ধেস—উদ্দেশ ; ৫৪২
উন্নর্ত্ত—উন্মত্ত ; ৩২১
উলি—অবতরণ করিয়া ; ৮৭, ২৬৭
উষ্ঠ—ওষ্ঠ ; ৮২, ৮৬

এ

এককুলি—একপাশে ; ২৪০
একুবেরি—একবার ; ৬৬
এলকা—অস্ত্রবিশেষ, 'এড়ো' (গ্রাম্য) ; ৬৫২
এনা—এই ; ৫৩০
এ বেলে—এবে সে, এখন ; ৪৭৪

ক

কটাস—খট্টাস, গন্ধগোকুল ; ২৪২
কড়ছের—কটিবস্ত্র ; ১৬৩, ২৬৩
কথ—কত, অসংখ্য ; ২৬৪
কথো—কত ; ৬৬, ৯২, ১২০, ৩২৬, ৪২৮
কন্ধ—কবন্ধ ; ৫২৭, ৫২৮
কন্দ—স্কন্ধ ; ৬৫৬
কন্ন—কর্ণ ; ৭১
কর—শুল্ক ; ১৮৫
কর্করা—কঙ্করময় ; ২৩৪
করতার—কর্তা ; ১
করনে—স্থানে ; ১৭১

করণীআ করিতেছ ; ৩৬১
করস— ? ; ৪৪৩
কলোর—কলিকালের ; ৫৯৬
কস্থিকায়— ? ; ৬৩৩
কহি—কোথায় ; ২০৭
কাএ—কায়ে, শরীরে ; ৫২১
কাকতলি—কক্ষতলে ; ৫৩৮
কাকের—কাহাকেও ; ৫৫৯
কানে—কানাইকে ; ৭৫
কান্দে—কান্ধে ; ১১৮
কার্ত্তিকবীর্য্য—কার্ত্তবীর্যার্জ্জুন ; ৯
ক্ষাতি—খ্যাতি ; ৩৮৩
কাঁড়—লোহের ফলা (কাণ্ড হইতে) ; ৬৪৫
কামেড়ে—কাম অর্থাৎ প্রদ্যুম্নকে ; ৫২৪
কিঞ্জক—কিঞ্জল্ক, কেশর ; ৬১৪
কিহো—কেহ ; ৫৬. ১৬০
কুছিত—কুৎসিত ; ২২৩, ২৬৪
কুবলয়—কংসের হস্তী ; ১৭৭
কুসস্থলি—দ্বারকাপুরী ; ৫৮১
কুড়স্তি—ক্রীড়া করিবার কালে , ৫২
কৃতব্রহ্মা—কৃতবর্মা ; ৩০৬
কৃতা অগ্নি—ক্রতা অগ্নি, কৃত্যা অগ্নি = জ্বালাময়ী যজ্ঞাগ্নি ; ৪২১
কেজুর—কেয়ুর ; ১৯০
কৈকলাস—কাঁকলাস, কৃকলাস ; ৪০১
কোঙর—পুত্র ; ৪৯, ৩৪০. ৩৪৯, ৩৮৭
কোপি—কপালে ; ৬১৮
কোসিক—কৌশিক (নগর) ; ৩৩০
ক্রতা—কৃতকতা, কৃত্রিমতা, ছল ; ২৪৬, ৪২০
ক্রপা—কৃপা ; ৬৩৯
ক্ষেত্রি—ক্ষত্রিয় ; ২৫৮
ক্ষেমা করি—ক্ষমা মাগে ; ৬২৭

খ

খণ্ডবৃত—খণ্ডব্রত, অসমাপ্ত ব্রত ; ১৩৭
খরশ্বাস—প্রখর নিশ্বাস ; ৪৯৪
খরা—উত্তাপ ; ১১০
খাণ্ডা—খাঁড়া, খড়্গ ; ২০৯
খিরদে—খিরদে ক্ষীরোদ সাগরে ; ৩৪৫
খিরদেরে—ক্ষীরোদ সাগরে ; ২৪৯
খীকার, খাঁকার—কলঙ্ক, নিন্দা ; ৪৫৫
খেড়ি—খেলা ; ১৮০
খেতি—ক্ষিতি ; ৫২৮

গ

গণ্ডা—গণ্ডার ; ২৪২
গণ্ডিবাণ—গাছের গুঁড়ি হইতে যে বাণ নির্মিত হয় ; ৪৯৫
গন্দ—গহ্বর কন্দর ; ৫২১
গারড়ের—মেষের গারড়—গাড়োল = গড্ডলিকা ; ২০৬
গোড়াই—অনুসরণ করা ; ১১১
গোপ্য—রক্ষণযোগ্য, গোপনীয় ; ২৬৩
গোপ্যানন্দ—গোপনীয়, মঙ্গলাচরণ ; ৩০৩
গোমন্ত—গোমন্ত পর্বত, যেখানে জরাসন্ধের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ হইয়াছিল ; ১৫
গোহার—গুহার ; ২৪৫
গোহারি—অভিযোগ ; ১১৭, ২২৯, ৩৪৫
গ্রাম্য—পার্থিব ; ৩৮

ঘ

ঘড়কিঙ্করে—গৃহকিঙ্কর ? ; ৪৯৬
ঘাড়কাতা—মল্লযুদ্ধের কৌশল ; ১৯৩

চ

চতুষ্পদ—চতুষ্পথ ; ২৪০
চাকভাঙরি—চক্রাকারে ; ১৭৩, ১৭৯, ২০২
চিন্তাম্বর—চিন্তিত অন্তর ; ৪৩৮
চিয়াইয়া - চেতনা পাইয়া , ৪৬
চুম্বনক্ষনে— ? ; ৬১০

ছ

ছল—ছলনা কর ; ২৯৭
ছিয়া—ছেয়া = উদূখল , ৬০৮

জ

জগতে—যতেক ; ৩২
জজ্ঞ—যোগ্য ; ২৫২, ৫৭৩
জতি—যদি ; ১৫৪
জলমঙ্কার—জলমগ্না ; ১০
জয়বিজয় – বিষ্ণুর কিঙ্কর ; ৪৬৪
জাতি—চাপিয়া ; ৩৬৩
জাতে—জাইতে ; ১৫৭
জাল—জ্বালা ; ৯৯
জাঁতি—চাপিয় ; ৫৩৮
জিউ—জীবন ; ২৩৬
জিহি—জিহ্বা ; ৮২
জুগতি—যুক্তি ; ৪৫
জুয়াএ—উচিত হয় ; ২০৫, ২২৮, ৩০৫
জেনক—যেরূপ ; ৮৬
জেমনি—জৈমিনি ; ১৫৮
জেহের—যেহেন ; ৪৭৬
জোগময়রিস—যোগময় ঋষি ? ; ৬২১
জোগ্গ—যজ্ঞ ; ৪০৩
জোজ্ঞ—যোগ্য ; ৩৫৬

ঝ

ঝাঁট—সত্বর ; ৯, ২৩, ২৪, ৪৮, ২৬০
ঝুঁটা—ঝুঁটি ; ৬১৮

ট

টমকে—বাদ্যযন্ত্র ; ৪৫৩
টুটপানি—অন্নজল ; ১১৪
টুটা—কম ; ৫৪৯
টেরচা—বাঁকা ; ৪১৩

ড

ডাখিলি—রাখিলি ; ৫২

ত

তোন—তূণ ; ৬৫১
তামালি - রঙ্গরস ; ৫৫, ৩২৭
তৌল—ছল, লাঞ্ছনা ; ৪৬০

ত

তথি—তাহাতে ; ২২
তপন্তি—অবধি ; ৬৩৪
তব—তপ ; ১০৫
তরা—তাড়া [তাড়্য হইতে] ; ৪৫৩
তারধিক—তার অধিক ; ৬১৪
তিক্ষুধার—তীক্ষ্ণধার ; ৬১৪
তিম্রশ্রীঙ্গ—তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ; ৫৪৮
তিরপাট—ত্রিপাট, ত্রিপট্ট, তিনমহল ; ২৩৯
তুএা—তুই ; ৭
তেজোদ্যোত—তেজস্মান্ ; ৬১৬
তৈলক্ষ—ত্রৈলোক্য ; ১৫৪
তোলরোল—তোলপাড় ; ৬৭

থ

থুয়া—রাখিয়া ; ৪৯৭

দ

দত্ত্বে—আদিদত্ত্বেকার, আদিত্য আকার ; ৬১৬
দম্পত্যে—দম্পতি ; ২১৫
দর্পন—দশন ? ; ৪৭৬
দ্রপময়—দ্রবময় (অথবা রূপময় ?) ; ৬১৮
দাক্ষিনাট্য—দাক্ষিণাত্য ; ৫০৩
দাপত্তি—দীপ্তি ; ৬৩১
দিপন—দীপ্তিকর ; ৩১
দিবাত—দিতে ; ২০৫
দুগ্ধন্দনা—দুগ্ধোদনা, দুগ্ধপোষ্য ; ৬৭
দুরন্ত—জয়ন্ত ; ৫২১
দুর্গে—দুর্গমে, বিপদে ; ৬৫৪
দেবন্তরি—দেবাবতরণ ভূমি ; ৫৫৬

দেবমানে—দেবতাদের কালপরিমাণে; ৩৭, ৭০, ৪৬৫
দৈধমন—দ্বৈধমতি ; ৬০৮
দোসরি মোহরি—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ; ২৩১
দ্রস্ত—দৃশ্য, দৃষ্ট ; ৬১৪
দৈস্য—দস্যু ; ৬২৬

ধ

ধনুর্দ্ধর—ধনুর্ধর ; ১৭৭, ১৮৪
ধ্রুপদ—ধ্রুবপদ ; ৫০৩

ন

নগরেত—মকরেত (মকররাশিতে) ; ৩৫
নয়ালি—নোয়াল ; ১৪৩
নাইকা—নায়িকা ; ৩৩৭
নাকচোনা—নাকের অলঙ্কার ; ৬১৪
নাটুয়া—নটনশীল ; ১৪২
নায়াইল—না আইল ; ৪২২
নিকল—মীক শব্দ হইতে, সুন্দর ; ৬৩২
নিগড় অন্ধকার—নিবিড় অন্ধকার ; ৫৭২
নিছিয়া—নির্মঞ্চন করিয়া ; ১৬৪
নিনা—নিম্ন, নত ; ৪১৩
নিবড়িল—নিবৃত্ত হইল, অতীত হইল ; ১১৫
নিরাকুল—নিশ্চিন্ত, প্রশান্ত ; ৫৯১
নিরালএ—নিরবলম্ব ; ৬০৯
নির্ঘাত—দারুণ ; ৭০, ৯৮
নির্ঘাটন—নির্ঘণ্ট ; ১
নির্ত্তক—নর্ত্তক ; ৪৮৬, ৪৮৭
নির্ম্মর—নির্মল ; ৯
নুনি—ননী, নবনী ; ৬৬
নেঅট—ফিরিয়া আইস ; ২৭৩
নেউটিয়া—ফিরিয়া ; ১৫৪, ২৩৪, ২৭৩, ২৯২
নেউটে—নিবৃত্ত হয় ; ৫৮৩
নেত্তের—পট্টবস্ত্রের ; ৩২৩
নেস—দেশ ; ৪৭২
নৈরাস—আশাশূন্যতা ; ৬০৭

প

পঞ্চকে—পেমন্তপঞ্চক, স্থানের নাম ; ৫৪১
পঞ্চজন্য—পাঞ্চজন্য ; ২১৫
পঞ্চলি—পাঁচটি ; ৯৭
পটু—পটুয়া, চিত্রকর ; ৮০
পতঙ্গাতি—পতঙ্গাদি (?), আরশুলা প্রভৃতি ; ৬০৯
পদে—স্থানে ; ৫১
পনবুজে—পুনবুজে, প্রত্যাগমন করে ; ২৬
পরজা—প্রজা ; ৬৪০
পরতিত—প্রতীত ; ৪৭৪
পরতেক—প্রত্যক্ষ ; ১৪০
পরবন্দ—প্রবন্ধ, কৌশল ; ৫২৭, ৫২৮
পরম—উৎকৃষ্ট ; ৩৭০
পরমিত—পরিমাণ ; ১০৫, ২৯৩, ৫৭৮
পরিকর—কটিবন্ধ ; ৮৩, ৯৭
পরিহার—প্রার্থনা, মার্জনা ভিক্ষা ; ৭৫, ২৬৭, ২৮৬, ৩০৯, ৩৬৪, ৪৪৮ ইত্যাদি
পসার—পণ্যসমূহ ; ১৫৩
পাইক—পদাতিক ; ৯, ৩৩৬
পাথালি—প্রক্ষালন করিয়া ; ১৯২
পাচে—পাঠে পাঠায় ? ; ৩৯৬
পাএ—পায়ে ; ৫২
পাপ্তি—প্রাপ্তি, কংসমহিষী ; ৯
পালএ—পালায় ; ২৯
পাসণ্ড—বেদনিন্দক, নাস্তিক ; ৬৩৬
পাহিস—পালিহ ; ৩১
পিতৃবাতি—পিতৃবাদী, পিতার সম্বন্ধে বাদ বা নিন্দা ; ৫৬০
পিপ—পান করে ; ৯৬
পিলেন—পান করিলেন ; ১০৯
পুজাইয়া—পূজা করিয়া ; ১৫৭
পুৎস—পুচ্ছ ; ১৪১
পুরস্কারি—পুরস্কৃত বা লাভবান্ হয় ; ১

সান্ধাইল—প্রবেশ করিল ; ৭৬, ৮২-৮৪, ৪১১, ৪৫১, ৫০০
সান্ধাএ—প্রবেশ করে ; ৪৪৯, ৬০৩
সার্থিক—সাত্ত্বিক ; ১৫১
সিকায়—শিকায় (রজ্জুনির্মিত আধার) ; ৮২
সিকীপুৎস—শিখীপুচ্ছ ; ১৫৩
সিবা—শিবা ; ১৪৬
সিমুকাব—মুক্ত করিব ; ৬৮
সিয়রে—শিহরে (?) ; ১৭৩
সিয়লিতে—সিহালা, শেয়ালা ; ১৪৪
শুকিনি—শকুনি ; ৫১৮
সুখান—শুষ্ক ; ৫০, ১৩৩
সুতিঅ ৬৩০ ; শয়ন করে
সুতিলুঁ—শয়ন করিলাম ; ২১৩
সুত্র—সন্ধান ; ৫৪৭
সুর্দ্ধাসিল—শুদ্ধশীল ; ৬২৫
সুধিল—শুদ্ধ করিল ; ৪৬৫
সুনিতপুরী—শোণিতপুর, বাণরাজার নগরী ; ৩৯৪
সুবন্ন—উত্তম বং বিশিষ্ট ; ৫
সুর্ণ—স্বর, স্বর্ণ ; ৫২০
সুসথবান—বাণবিশেষ ; ৪৯৮
সুসর্ম্মা—সুষুম্না ; ৬১৩, ৬১৯, ৬৩০
সুসার—স্থির ; ৪৮৬
সুসারিত—সুসার (সম্পদ) বিশিষ্ট ; ২০৭
সুসান্ত—সুপ্রতিষ্ঠিত ; ৪৯৫
সুসেব—সুব্যবস্থা ; ৫৫২
সুহায়—সহায় ; ৫১৪
স্ঁতি—স্মৃতি ; ৭১
সেয়স্থপঞ্চক—গ্রামের নাম ; ৫৪১
স্তান—স্থান ; ৩০৬, ৫৫১
স্তাপিল—স্থাপিল ; ৫৫৭
স্ত্রিজিত—স্ত্রী জয় করিয়াছেন যিনি ; ২২৯
স্ত্রিবধিয়া—স্ত্রীবধকারী ; ১৪৯
স্ত্রীপতি—শ্রীপতি ; ৫২
স্পন্ন—স্পন্দন ; ২৬৮
স্রৗঙ্গি—শৃঙ্গী, গোরু ; ৩১৪
স্রীপতি—শ্রীপতি ; ৩১৫, ৬১৩
স্বাস্তী—সোয়াস্তি, স্বাস্থ্য ; ২৪৫

হ

হাইবাসে—ব্যাকুলতা ; ৩৮২, ৫০২
হাতাস—হাহুতাশ ; ২৯৪
হাতাসএ—হাহুতাশ করে ; ৪৫৭
হাবাত—হতভাগ্য ; ২১০
হিরামন—মণিমাণিক্য ; ৬৬, ৪৪১, ৫৩৯
হুনে—আহুতি দেয় ; ৫৬১
হৃসি—ঋষি ; ২৪২
হেতে—(সহস্র) হস্ত বিশিষ্ট ; ৩৯৫
হোর—সম্বোধন ; ৯৯, ১২১